بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-৪)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

১৯ ও ২০তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাদীছ

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
মাকতাবাতুল হাদীছ
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী, ২০১৬ইং, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ৪৮০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ও
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 19-20th volume translated with essential explanation into Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Maktabtul Hadith, 2 Waise Quarni Road, Mohammad Nagar, Munshihati, Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 480.00. US$- 5.00.

m~Pxcî

অধ্যায় ঃ পোশাক ও সাজসজ্জা ---------------------------------- ৭৯

২০তম খণ্ড শুরু

১৯ ও ২০তম খণ্ড সমাপ্ত

২১তম খণ্ডে কিতাবুল ফাযায়িল-এর অবশিষ্টাংশ

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

অধ্যায় ঃ খাবার-এর বিবরণ

اَلْأَطْعِمَةُ শব্দটি طعام (খাদ্য, খাদ্যদ্রব্য, খাবার)-এর বহুবচন। মানুষ পানীয় দ্রব্য গ্রহণের পর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের উপযোগী হয়। তাই গ্রন্থ সংকলক কিতাবুল আশরিবা (পানীয় দ্রব্যের অধ্যায়)-এর পর কিতাবুল আতইমা (খাবার অধ্যায়)-এর সংকলন করিয়াছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(বি: দ্র:) এই শিরোনামটি সহীহ মুসলিম শরীফের হিন্দুস্তানী নুসখায় নাই। তবে তাকমিলা ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে আছে। আর নিম্নের অনুচ্ছেদটি সহীহ মুসলিম ২:১৭১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।

بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহারে শিষ্টাচার ও এতদুভয়ের বিধান

(৫১৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا".

(৫১৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন যিয়াফত উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উপস্থিত হইতাম, তখন যতক্ষণ তিনি নিজ মুবারক হাত (খাদ্যে) রাখিয়া (আহার) আরম্ভ না করিতেন ততক্ষণ আমরা নিজেদের হাত (খাদ্যের উপর) রাখিয়া (আহার) করিতাম না। একবার আমরা তাঁহার সহিত এক যিয়াফতে উপস্থিত হইলাম, এমন সময় একটি মেয়ে আসিল। যেন তাহাকে তাড়ানো হইয়াছে। সে খাদ্যে তাহার হাত দিতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর একজন বেদুঈন আসিল। মনে হইতেছিল যেন তাহাকে তাড়িত করা হইয়াছিল। তিনি তাহার হাতও ধরিয়া ফেলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করিরেন, আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ না করিলে শয়তান সে খাদ্যকে হালাল করিয়া ফেলে। আর সে (শয়তান) এই মেয়েটি নিয়া আসিয়াছে যাহাতে তাঁহার দ্বারা হালাল করিতে পারে। তাই আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। অতঃপর সে এই বেদুঈনকে নিয়া আসিয়াছে যাহাতে তাহার দ্বারা (এই খাদ্যকে) হালাল করিতে পারে। আমি তাহার হাতও ধরিয়া ফেলিয়াছি। সেই মহান সত্তার কসম! যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তাহার (শয়তানের) হাত মেয়েটির হাতের সহিত আমার হাতে ধৃত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (যেন তাহাকে তাড়ানো হইয়াছে) অর্থাৎ يدفعها دافع (কোন তাড়াকারী তাহাকে (মেয়েটিকে) তাড়া করিয়াছে)। অর্থাৎ সে দ্রুত আহার শুরু করার কারণে। -(তাকমিলা ৪:১)

فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ (সে খাদ্যে তাহার হাত দিতে গেলে ...)। অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করিবার পূর্বে। অনুরূপ আগত বেদুঈনও। এই কারণে উভয়ের হাত ধরিয়া ফেলিলেন, যাহাতে তাহারা 'বিসমিল্লাহ' পড়ার আগে আহার শুরু করিতে না পারে। -(তাকমিলা ৪:১)

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা না হইলে শয়তান সেই খাদ্যকে হালাল করিয়া ফেলে)। অর্থাৎ সে ইহা তাহার জন্য হালালের অনুরূপ করিয়া ফেলে, ফলে তাহার জন্য আহার করা সম্ভব হয় যখন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ না করা হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম সেই বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে যে, অনেক আছারে শয়তান আহার করার কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা হাকীকতের উপর প্রয়োগ হইবে না কি রূপক অর্থের উপর প্রয়োগ হইবে। সালাফি সালিহীনের অধিকাংশ ইহাকে হাকীকত (আসল অর্থ)-এর উপর প্রয়োগ করেন। আর আকল ইহাকে অসম্ভবও মনে করে না। তাহাদের দেহ যদিও সূক্ষ্ম ও রূহানী হউক তাহারা খাদ্যের হালক অংশ এবং ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে। আর কেহ বলেন, তাহাদের খাদ্য তো বিশেষভাবে নাজাসাত ও বিষ্ঠা। বিসমিল্লাহ বর্জিত পানাহার, অনাবৃত খাদ্যদ্রব্য ও বাম হাতে গৃহীত আহার প্রভৃতিতে মানুষের সহিত শয়তান শরীক হইয়া যায়। আর কেহ বলেন, তাসমিয়া বর্জিত খেলাফে সুন্নত এইসকল কর্ম সম্পাদনে শয়তানের অনুরূপ করার বরকত উঠাইয়া নেওয়ার বিষয়টি রূপকভাবে বুঝানো হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২)

إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا (নিশ্চয়ই তাহার (শয়তানের) হাত মেয়েটির হাতের সহিত আমার হাতে ধৃত)। আর আবূ দাউদ-এর রিওয়ায়তে রহিয়াছে مع يدهما (উভয়ের হাতের সহিত) দ্বিবচনে পঠিত। একবচনে পঠিত রিওয়ায়তও সহীহ। স্ত্রীলিঙ্গে সর্বনামটি الجارية (মেয়ে)টির দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। মেয়েটির হাত মুঠায় থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারা বেদুঈনের হাত মুঠায় না থাকার কথা প্রমাণ করে না। কাজেই আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়ত দ্বারা মর্ম হইল, নিশ্চয় শয়তানের হাত মেয়ে ও বেদুঈনের হাতের সহিত আমার হাতে আটককৃত। -(তাকমিলা ৪:২)

(৫১৩২) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَرْحَبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ "كَأَنَّمَا يُطْرَدُ". وَفِي الْجَارِيَةِ "كَأَنَّمَا تُطْرَدُ". وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَ زَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ وَأَكَلَ.

(৫১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন যিয়াফতে দাওয়াত করা হইত। অতঃপর তিনি রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (كانما يدفع-এর স্থলে) كَأَنَّمَا يُطْرَدُ (যেন তাহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল)। আর মেয়েটির ক্ষেত্রে (كانما تدفع-এর স্থলে كَأَنَّمَا تُطْرَدُ (যেন মেয়েটিকে বিতাড়িত করা হইয়াছে) বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীছে তিনি মেয়েটির আগমনের পূর্বে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং হাদীছের শেষাংশে এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করেন এবং আহার গ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ الخ (আর এই হাদীছে তিনি মেয়েটির আসার পূর্বে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, দ্বিতীয় উক্তি قدم مجيئ الاعراب বাক্যটি حرف ترتيب (ক্রমধারা বর্ণ) ব্যতীত و বর্ণে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর و (এবং) ক্রমধারার জন্য ব্যবহৃত হয় না। আর প্রথম রিওয়ায়ত ترتيب (ক্রমধারা)-এর অর্থে সুস্পষ্ট।

এই হাদীছে আহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর ইহা সর্বসম্মত মতে মুস্তাহাব। ইহা দ্বারা বান্দা এই কথাটি স্বীকার করে যে, নিশ্চয়ই এই খাদ্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে রিযিক হিসাবে তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহর পক্ষ ছাড়া মানুষ নিজে রিযিক অর্জন করিতে পারে না।

উলামায়ে ইযাম বলেন, 'তাসমিয়া' সশব্দে পড়া মুস্তাহাব, যাহাতে অন্যরা শ্রবণ করে এবং উহা পাঠ করার ব্যাপারে সতর্ক হয়। কাহারও যদি আহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ছুটিয়া যায়। অতঃপর আহারের মধ্যস্থলে স্মরণ হয় তখন بسم الله اوله واخره (আহারের শুরু এবং শেষ আল্লাহ তা'আলার নামে) পাঠ করা মুস্তাহাব। আর প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য আহার এবং পানীয় দ্রব্য পান করিবার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার নির্দেশ রহিয়াছে। আর ইহা পাঠ করা মুস্তাহাব, চাই জুনুবী হউক কিংবা হায়িয ওয়ালী। -(শরহে নওয়াভী, তাকমিলা ৪:৩)

(৫১৩৩) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيِّ.

(৫১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি "বেদুঈন আগমনের পূর্বে বালিকাটির আগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫১৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ".

(৫১৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আল-আনাযী (রহ.) তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তাহার সাঙ্গপাঙ্গকে) বলে, তোমাদের (এই ঘরে) রাত্রি যাপনও নাই এবং আহারও নাই। আর যখন সে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রবেশকালে 'বিসমিল্লাহ' বলে নাই, তখন শয়তান (তাহার সাথীদের) বলে, তোমরা থাকার জায়গা পাইয়া গেলে। আর যখন সে আহারের

শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ না করে, তখন সে বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন ও রাত্রির আহারের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

(৫১৩৫) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ".

(৫১৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাবী আবূ আসিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন। "আর যদি আহারকালে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ না করে আর যদি প্রবেশকালে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ না করে।" (অর্থাৎ إذا (যখন) এর স্থলে إن (যদি) বর্ণনা করেন)।

(৫১৩৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ".

(৫১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা বাম হাতে আহার করিও না। কেননা, শয়তান বাম হাতে আহার করে।

(৫১৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

(৫১৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, যুহায়র বিন হারব এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যখন আহার করে, তখন সে যেন ডান হাতে আহার করে। আর যখন পান করে তখন সে যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।

(৫১৩৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

(৫১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে সুফয়ান (রহ.)-এর সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫১৩৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا". قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا "وَلاَ يَأْخُذْ بِهَا وَلاَ يُعْطِي بِهَا" وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ "لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ".

(৫১৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... সালিম হইতে, তিনি তাহার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমর) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন বাম হাতে আহার না করে আর না বাম হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। তিনি (রাবী) বলেন, রাবী নাফি' (রহ.) এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, বাম হাতে যেন কোন কিছু গ্রহণ না করে এবং প্রদানও না করে। আর রাবী আবূ তাহির (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে (لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ এর স্থলে) لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ (তোমাদের কেহ যেন আহার বাম হাতে না করে) রহিয়াছে।

(৫১৪০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ "كُلْ بِيَمِينِكَ". قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ "لاَ اسْتَطَعْتَ". مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

(৫১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াস বিন সালামা বিন আকওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাম হাতে আহার করিতেছিল। তখন তিনি (তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার ডান হাতে আহার কর। সে বলিল, আমি পারি না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যেন না-ই পার। একমাত্র অহংকারই তাহাকে বাধা দিয়াছে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, সে আর তাহার ডান হাত মুখের কাছে তুলিতে পারে নাই।

(৫১৪১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي "يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

(৫১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... উমর বিন আবূ সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বরতনে আমার হাত চতুর্দিকে যাইত। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে বালক! তুমি 'বিসমিল্লাহ' বল। আর তুমি তোমার ডান হইতে খাও এবং নিজ পার্শ্ব হইতে খাও।

(৫১৪২) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

(৫১৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... উমর বিন আবূ সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আহার করিতেছিলাম। আমি বরতনের বিভিন্ন পার্শ্ব হইতে গোশত নিতে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি নিজ পার্শ্ব হইতে খাও।

(৫১৪৩) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

(৫১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক হেলাইয়া ইহার মুখে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫১৪৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

(৫১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক কাত করিয়া ইহার মুখে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (মশকসমূহের মুখ ঝোঁকানো হইতে...)। الاختناث শব্দটি حنث (মেয়েলী স্বভাবসম্পন্ন হওয়া) হইতে باب افتعال এর সীগা। ইহা হইল ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ঝোঁকা এবং ধারণ করা। ইহা হইতেই মহিলা সাদৃশ্য পুরুষকে مخنث (নারী সুলভ, মেয়েলী) নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, সে তাহার কথাবার্তা ও আচার-আচরণ পরিবর্তন করিয়া থাকে। আর الاسقية শব্দটি السقاء এর বহুবচন। ইহার অর্থ القربة (পানি বা দুধ রাখার জন্য চামড়া তৈরী পাত্র, মশক, ভিস্তি)। আর اختناث الاسقية অর্থ মশকসমূহের মুখ ঝোঁকানো।

হাদীছ শরীফে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মশকসমূহের মুখ হেলাইয়া উহাতে মুখ দিয়া পান করা। আর মশকের মুখ হেলাইয়া উহাতে মুখ লাগাইয়া পান করার নিষেধাজ্ঞাটি সকলের সর্বসম্মত মতে মাকরূহে তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞা, হারামমূলক নহে। তানযিহী এইজন্য যে, কাবাশা বিনত ছাবিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما الخ (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন। তখন তিনি লটকানো একটি মশক হইতে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিলেন। ... (তিরমিযী)

নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনায় মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, সম্ভবতঃ মশকের অভ্যন্তরে ক্ষতিকারক কোন বস্তু থাকিতে পারে, যাহা অজান্তে পেটে চলিয়া যাইতে পারে। -(তাকমিলা ৪:৯)

(৫১৪৫) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

(৫১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, মশকের মুখ উল্টাইয়া উহাতে মুখ লাগাইয়া পান করা।

بَابُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা-এর বিবরণ

(৫১৪৬) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

(৫১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া পান করা হইতে ধমক দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (দাঁড়াইয়া পান করা হইতে ধমক দিয়াছেন)। প্রকাশ থাকে যে, দাঁড়াইয়া পান করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ সমন্বয়যোগ্য পরস্পর বিরোধী রহিয়াছে। অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের ন্যায় অনেক হাদীছ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। এমনকি আগত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত (৫১৫১নং) হাদীছে দাঁড়ানো অবস্থায় পানকারীকে উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর 'আহমদ' গ্রন্থে অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাকে ইবন হিব্বান (রহ.) সহীহ বলিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়ত আবূ সালিহ (রহ.)-এর সূত্রে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে لو يعلم الذى يشرب وهو قائم لاستقاء (দাঁড়ানো অবস্থায় যেই ব্যক্তি পান করে সে যদি উহার (ক্ষতি) সম্পর্কে অবহিত হইত তাহা হইলে বমি করিয়া ফেলিয়া দিত)।

অপর দিকে এমন অনেক হাদীছ রহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাঁড়াইয়া পান করা জায়িয। উক্ত হাদীছসমূহের মধ্যে আগত অনুচ্ছেদের (৫১৫২নং) হাদীছঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম হইতে পানি পান করাইয়াছি। তখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেন। উক্ত হাদীছের মধ্যে ইতোপূর্বে (৫১৪৪নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত) তিরমিযী শরীফে সংকলিত কাবাশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লটকানো একটি মশক হইতে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করিয়াছেন।

উক্ত হাদীছসমূহের মধ্য হইতে ইমাম মালিক (রহ.) স্বীয় كتاب الجامع من الموطا গ্রন্থের ৭১৪ পৃষ্ঠায় সংকলন করিয়াছেন : ان عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما (উমর বিন খাত্তাব, আলী বিন আবূ তালিব ও উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযি.) তাঁহারা সকলেই দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতেন। অন্য হাদীছে ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযি.) এতদুভয় কোন মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করাকে সমস্যা মনে করিতেন না।

উপর্যুক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমন্বয়ে উলামায়ে ইযাম বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন : নিম্নে কয়েকটি উদ্বৃতি করা হইল।

১. 'দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা জায়িয' বর্ণিত হাদীছসমূহ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহের উপর প্রাধান্য। কেননা, জায়িয বর্ণিত হাদীছসমূহ নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ হইতে অধিক প্রমাণিত। ইহা আবূ বকর আল আছরম (রহ.)-এর অভিমত। তাহার দলীল, সনদসহ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, لا باس بالشرب قائما (দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করাতে কোন ক্ষতি নাই)। আল্লামা আল-আছরম (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার হইতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার হাদীছ প্রমাণিত নহে। অন্যথায় তিনি لا بأس (হইতে কোন ক্ষতি নাই) বলিতেন না।

২. খুলাফা রাশিদূন-এর আমল দ্বারা বুঝা যায় যে, জায়িয বর্ণিত হাদীছ দ্বারা নিষেধাজ্ঞার হাদীসমূহ মানসূখ তথা রহিত হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু অধিকাংশ সাহাবা (রাযি.) এবং তাবেঈন (রহ.) জায়িয হওয়ার প্রবক্তা। ইহা জানাহ বিন শাহীন ও আল আছরম (রহ.)-এর অভিমত। -(ফতহুল বারী গ্রন্থে অনুরূপ আছে)।

৩. জায়িয বর্ণিত হাদীছসমূহ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইবন হাযম (রহ.)-এর অভিমত। তাহার দলীল হইতেছে বস্তুর আমল হইল জায়িয হওয়া। আর নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহে শরীআতের হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই যেই ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞার পর জায়িয হওয়ার দাবী করেন তাহার জন্য বিবরণ উপস্থাপন করা জরুরী। কেননা, নসখ (রহিত) সম্ভাবনার দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

৪. নিষেধ বর্ণিত হাদীছসমূহ হাটাচলার অর্থে ব্যবহৃত দন্ডায়মানের সহিত সম্পর্কশীল। শুধুমাত্র দন্ডায়মানের সহিত নহে। (অর্থাৎ হাটাচলা অবস্থায় পান করা নিষেধ) ইহা আল্লামা আবুল ফারজ আছ-ছাকাফী (রহ.)-এর অভিমত।

৫. সকল হাদীছের সমন্বয়ে বলা যায় যে, নিষেধাজ্ঞার বর্ণিত হাদীছসমূহ তানযিহী নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে। ফলে জায়িয বর্ণিত হাদীছসমূহের সহিত বিরোধপূর্ণ হইবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চারি ইমামের অধিকাংশ ফকীহ এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

৬. নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষতির উপর প্রয়োগ হইবে আর জায়িয বর্ণিত হাদীছসমূহ শরীআতে মুবাহ হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, উপর্যুক্ত পঞ্চম প্রবক্তাগণের অভিমত উত্তম। আর উহা হইতেছে যে, নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ মাকরূহে তানযিহী-এর প্রয়োগ হইবে। ফলে জায়িয বর্ণিত হাদীছের সহিত বিরোধপূর্ণ হইবে না। কেননা, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাকরূহে তাহরিমা মর্ম নেওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রশ্ন হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকরূহ কাজ সম্পাদন করিতে পারেন না। যদিও উহা মাকরূহে তানযিহী হউক। আল্লামা উবাই (রহ.) নিজ শরহের মধ্যে ইহার জবাবে বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মাকরূহ তানযিহী জায়িয বর্ণনার জন্য সম্পাদন করেন, তখন তাঁহার জন্য মাকরূহে তানযিহীও নহে; বরং তাঁহার উপর তাবলীগ ওয়াজিব হওয়ার কারণে উহা সম্পাদন করা ওয়াজিব ছিল। আর ইহা তদ্রূপ হইল যেমন তিনি এক একবার ধৌত করিয়া উযূ করেন এবং বাহনে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করেন। অথচ উযূতে তিনি তিনবার ধৌত করা এবং পদব্রজে তাওয়াফ করা উত্তম হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণেই তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, বসার সুবিধা থাকিলে দাঁড়াইয়া পান করা মাকরূহে তানযিহী হইবে। আর যদি বসার সুবিধা না থাকে কিংবা বসা খুবই কষ্টকর হয় তাহা হইলে মাকরূহে তানযিহীও নহে। সম্ভবত দন্ডায়মান অবস্থায় পান করা বর্ণিত হাদীছসমূহ তদনুরূপ স্থানের সহিত সম্পর্কশীল হইবে। যেমন যমযম-এর স্থান। কেননা অনেক সময় তথায় অত্যধিক ভিড় ও কর্দম থাকিবার কারণে বসা মুশকিল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৯-১২ সংক্ষিপ্ত)

(৫১৪৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

(৫১৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী কাতাদা (রহ.) বলেন, তখন আমরা (আনাস (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলাম, তবে খাওয়া? তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইহা তো আরও মন্দ কিংবা অতি নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ (ইহা তো আরও মন্দ কিংবা অতি নিকৃষ্ট)। রিওয়ায়তসমূহ অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। أَشَرُّ শব্দটি همزه বর্ণের সহিত পঠিত। কতিপয় নহভী ইহার উপর আপত্তি করিয়া বলেন, الشر এবং الخير শব্দদ্বয় افعل এর ওযনে ব্যবহৃত হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ شَرٌّ مَّكَانًا (মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর -সূরা মায়িদা ৬০)। এই কারণেই হয়তো রাবী কাতাদা (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.)-এর উক্তি شك (সন্দেহ)সহ বর্ণনা করেন যে, তিনি কি اشر (আরও মন্দ) বলিয়াছেন, না اخبث (অতি নিকৃষ্ট) বলিয়াছেন, তাহা সঠিকভাবে স্মরণ নাই। তাই তিনি او (কিংবা) দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কেননা اشر শব্দটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নহে। আর যদি প্রমাণিত হয় তবে অভিধানের দৃষ্টিতে হইবে। কেননা, নহভী ও সরফী কিয়াস বস্তুতভাবে আহলে আরব কর্তৃক ব্যবহারের শ্রবণের ভিত্তিতে হইয়া থাকে।

যাহা হউক এতদুভয় রিওয়ায়তের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, দন্ডায়মান অবস্থায় পান করা হইতে দন্ডায়মান অবস্থায় খাওয়া অধিক কুৎসিত। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, দাঁড়াইয়া আহার করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নাই। যদিও কাতাদা বর্ণিত রিওয়ায়তে ইহাকে 'আরও মন্দ ও অতি নিকৃষ্ট' বর্ণিত হউক না কেন? কেননা ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হাটা-চলা অবস্থায় আহার করিতাম এবং দন্ডায়মান অবস্থায় পান করিতাম। -(তিরমিযী)। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহ.) কিভাবে জায়িয হওয়ার উপর ঐকমত্য দাবী করিয়াছেন? অথচ কাতাদা (রহ.) নহে; বরং আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان الاكل قائما اخبث من الشرب قائما (দন্ডায়মান অবস্থায় পান করা হইতে দাঁড়াইয়া আহার করা অধিক নিকৃষ্ট)। অবশ্য এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইতে পারে যে, হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে الكراهة التنزيهية (মাকরূহে তানযিহী)-এর উপর প্রয়োগ হইবে আর ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ জায়িয হওয়ার উপর। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে এক-দুই লুকমা আহার করার উপর প্রয়োগ হইবে। আর হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে দস্তরখানে আহার করার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১২-১৩)

(৫১৪৮) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

(৫১৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (হিশাম রহ.) কাতাদা (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখ করেন নাই।

(৫১৪৯) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

(৫১৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া পান করিতে বারণ করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফ -১৬-২/১

(৫১৫০) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

(৫১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫১৫১) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ" .

(৫১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল জাব্বার বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ যেন কখনও দাঁড়াইয়া পান না করে। আর কেহ ভুলিয়া গেলে সে যেন উহা বমি করে ফেলিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ (আর কেহ ভুলিয়া গেলে সে যেন উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দেয়)। সকলের সর্বসম্মত মতে এই হুকুমটি ওয়াজিবের জন্য নহে। এই কারণে কাযী ইয়ায (রহ.) এই হাদীছের সনদকে যঈফ বলিয়াছেন। অধিকন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাবী উমর বিন হামযা (রহ.) ছিকাহ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই নির্দেশকে মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ করেন। আর এই রিওয়ায়তকে ইমাম মুসলিম (রহ.) অনুসরণে নকল করিয়াছেন। আল্লামা উবাই (রহ.) কতিপয় মাশায়িখ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সহীহ হইতেছে এই রিওয়ায়ত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর উপর মাওকূফ।

যদি এই হাদীছ সহীহ হয় তাহা হইলে দন্ডায়মান অবস্থায় পান করাকে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করা মুশকিল হইবে। কেননা, মাকরূহে তানযিহীকে এমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয় না। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে প্রথমে দাঁড়াইয়া পান করা মাকরূহে তাহরিমা ছিল। অতঃপর মাকরূহে তানযিহী হইয়াছে। কেননা, বিদায় হজ্জের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া পান করার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। তারপর হযরত আলী (রাযি.) হইতেও প্রমাণিত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৩-১৪)

بَابُ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ যমযমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা-এর বিবরণ

(৫১৫২) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

(৫১৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম হইতে পানি পান করাইয়াছি। তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় উহা পান করেন।

মুসলিম ফর্মা -১৬-২/২

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় উহা পান করেন)। এই করণেই কতিপয় আলিম বলেন, যমযম ও উযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করিবার আদব হইতেছে যে, উহা দাঁড়াইয়া পান করিবে। ইহাকেই 'দররুল মুখতার গ্রন্থকার (রহ.) নিশ্চয়তা দিয়াছেন। কিন্তু ইবন আবেদীন (রহ.) 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের ১:১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, এতদুভয় স্থলে দাঁড়াইয়া পান করা মাকরূহ হওয়ার হুকুম খণ্ডন করাই যেইখানে বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে সেই স্থলে এতদুভয়কে দাঁড়াইয়া পান করা মুস্তাহাব কিভাবে প্রমাণিত করা যাইতে পারে? হ্যাঁ, মুস্তাহাব না বলিলে অন্ততঃ আমরা উহা মাকরূহ নহে বলিতে পারি। কেননা, যমযমের পানি শিফা, অনুরূপ উযূর উদ্বৃত্ত পানিও। -(তাকমিলা ৪:১৪)

(৫১৫৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

(৫১৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযম কূপ হইতে বালতি দিয়া পানি উত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করিয়াছেন।

(৫১৫৪) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

(৫১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াকূব দাওরাকী ও ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান অবস্থায় যমযমের পানি পান করিয়াছেন।

(৫১৫৫) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ

(৫১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম হইতে পান করাইয়াছি। তিনি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন এবং তিনি পানি চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর কাছে ছিলেন।

(৫১৫৬) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ.

(৫১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছ রহিয়াছে, "তখন আমি তাঁহার জন্য বালতি নিয়া আসিলাম।"

بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاَثًا خَارِجَ الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পান করার সময় পান পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরূহ এবং পাত্রের বাহিরে তিনবার শ্বাস ফেলা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫১৫৭) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ.

(৫১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পান করার সময় পান) পাত্রের ভিতরে শ্বাস ফেলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫১৫৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا.

(৫১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পান করার সময়) তিনবার (পান) পাত্রে শ্বাস গ্রহণ করিতেন (তিন ঢোকে পান করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا (তিনি তিনবার পাত্রে শ্বাস গ্রহণ করিতেন)। আল্লামা মাযূরী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তিনি পান পাত্র মুখের কাছে রাখিয়া মধ্যস্থলে বন্ধ রাখিয়া তিনবারে পান করিতেন। এই নহে যে, তিনি পান পাত্রের অভ্যন্তরে শ্বাস ফেলিতেন বা গ্রহণ করিতেন। কেননা, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যের উপর শ্বাস ফেলা নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ অধিক সহীহ। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ এই হাদীছকে প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়া বলেন, তিনি পান পাত্রেই শ্বাস ফেলিয়াছিলেন। আর ইহা তিনি জায়িয বর্ণনার জন্য করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার জুটাতে মালিন্য নাই এবং শ্বাসের মধ্যেও নহে। -(তাকমিলা ৪:১৬)

(৫১৫৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ "إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ". قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا.

(৫১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররুখ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করিতেন (অর্থাৎ তিন ঢোকে পান করিতেন) এবং বলিতেন ইহা উত্তমরূপে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, রোগ ব্যাধি হইতে অধিকতর নিরাপদ হয় এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়। রাবী হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমিও পান করিবার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ (ইহা উত্তমরূপে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, রোগ-ব্যাধি হইতে অধিকতর নিরাপদ হয় এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়)। أَرْوَى শব্দটি مقصور (হ্রস্বকৃত পঠনে الرى (তৃষ্ণা নিবারণ, সিঞ্চন) হইতে اسم تفضيل (অগ্রাধিকার বিশেষণ, elative)-এর সীগা। আর أَبْرَأُ শব্দের অর্থ اسلم من مرض (রোগ-ব্যাধি হইতে অধিকতর নিরাপদ)। আর أَمْرَأُ শব্দটি اسوغ واهنا (অতি সহজে গলাধঃকরণ হওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(ঐ)

(৫১৬০) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الإِنَاءِ.

(৫১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (فِي الشَّرَابِ-এর স্থলে) فِي الإِنَاءِ (পাত্রের মধ্যে) বলিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি, দুধ প্রভৃতি পরিবেশনে পরিবেশক তাহার ডান দিক হইতে শুরু করিবে-এর বিবরণ

(৫১৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

(৫১৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পানি মিশ্রিত দুধ পেশ করা হইল। তাঁহার ডান দিকে ছিল একজন বেদুঈন আর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। তিনি পান করিলেন অতঃপর (ডান দিকে উপবিষ্ট উক্ত) বেদুঈনকে দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, ডান দিক হইতে আরম্ভ করা চাই। আর ডান দিকের হক অধিক (যদিও ডান দিকে সেই ব্যক্তি হউক যে বাম দিকে উপবিষ্ট লোক হইতে মর্যাদায় কম হয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ شِيبَ অর্থাৎ خلط بالماء (পানি মিশ্রিত) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুধের সহিত পানি মিশ্রিত করা জায়িয আছে যদি ইহা দ্বারা ঠকবাজি উদ্দেশ্য না হয়। আর এই স্থানে পানি মিশ্রিত করার উদ্দেশ্য হইতেছে দুধকে ঠান্ডা করা কিংবা উহাকে অধিক করা। -(তাকমিলা ৪:১৭)

الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ (ডান দিক হইতে আরম্ভ করা চাই। অতঃপর ডান দিক হইতে)। উভয় শব্দে الرفع (শেষ বর্ণে পেশ) এবং النصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠন জায়িয। مبتدا (উদ্দেশ্য) হিসাবে رفع হইবে এবং خبر (বিধেয়) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ الايمن احق (ডান অধিক হকদার)। আর النصب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে উহ্য فعل (ক্রিয়া)-এর مفعول (কর্মপদ) হওয়ার কারণে। অর্থাৎ اعط الايمن (ডানকে দাও) কিংবা اثر الايمن (ডানকে অগ্রাধিকার দাও))। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পানীয় দ্রব্য ডান দিক হইতে দেওয়া আরম্ভ করিবে যদিও ডান দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়া কম হয় কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর আগে বেদুঈনকে প্রদান করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৭)

(৫১৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه

وسلم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ. فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

(৫১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। আমার মা-খালাগণ আমাকে তাঁহার খিদমত করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। একবার তিনি আমাদের বাড়ীতে তাশরীফ আনিলেন। তখন আমরা তাঁহার জন্য পালিত ছাগীর দুধ দোহন করিলাম এবং বাড়ীর একটি কূপ হইতে কিছু পানি (দুধের সহিত) মিশ্রিত করা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করিলেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহার বাম পার্শ্বে (উপবিষ্ট) ছিলেন। উমর (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বকর (রাযি.)কে উহা পান করিতে দিন। কিন্তু তিনি তাঁহার ডান পার্শ্বের বেদুঈনকে দিলেন এবং এরশাদ করিলেন, ডান দিক হইতে আরম্ভ করা উচিত আর ডান দিকের হক অধিক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ (কিন্তু তিনি তাঁহার ডান পার্শ্বের বেদুঈনকে দিলেন)। আল্লামা ইবন তীন (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত বেদুঈন ছিলেন হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:১৮)

(৫১৬৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هٰذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ. يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ". قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ.

(৫১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা, ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তাশরীফ আনিয়া কিছু পান করিতে চাহিলেন। তখন আমরা তাহার জন্য একটি ছাগী দোহন করিলাম। অতঃপর আমি আমার এই কূপ হইতে কিছু পানি দুধের সহিত সংমিশ্রণ করিলাম। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ছিলেন তাঁহার বাম পার্শ্বে। হযরত উমর (রাযি.) তাঁহার সামনে। আর এক বেদুঈন ছিল তাঁহার ডান পার্শ্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করা শেষ করিলেন, তখন উমর (রাযি.) আবূ বকর (রাযি.)-এর দিকে ইশারা করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আবূ বকর (রাযি.) (তাঁহাকে দিন)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট) আবূ বকর ও উমর (রাযি.)কে না দিয়া (ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট) সেই বেদুঈনকে (আগে) দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আগে ডান দিকের লোকদের। ডান দিকের লোকদেরই অগ্রাধিকার রহিয়াছে। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, সুতরাং ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত।

(৫১৬৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ". فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا". قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.

(৫১৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কিছু পানীয় পেশ করা হইলে তিনি উহা হইতে কিছু পান করিলেন। আর তাঁহার ডান দিকে ছিল একটি বালক এবং বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়স্ক লোক। তিনি (ডান দিকে উপবিষ্ট) বালকটিকে বলিলেন, তুমি কি (বাম দিকের) তাঁহাদেরকে (আগে) দেওয়ার জন্য আমাকে সম্মতি দিবে? বালকটি বলিল, না। আল্লাহর কসম! আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি (অপর) কাহাকেও প্রাধান্য দিব না। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের পেয়ালা তাহার হাতেই প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ (তাঁহার ডান দিকে ছিল একটি বালক)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) মুসনাদে ইবন আবী শায়বা হইতে নকল করেন যে, এই বালকটি হইলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) আর বাম দিকের বয়স্কদের মধ্যে ছিলেন, খালিদ বিন ওলীদ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:২০)

أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ (তুমি কি তাহাদেরকে দেওয়ার জন্য আমাকে সম্মতি দিবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর সম্মতি এই জন্য চাহিয়াছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান দিকে ছিলেন। ফলে তিনিই পানীয় আগে পাওয়ার হকদার ছিলেন। যদিও তিনি অন্যান্যদের তুলনায় বয়সে কনিষ্ট ছিলেন। এইস্থলে ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর সম্মতি চাওয়া এবং ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছে বেদুঈনের সম্মতি না চাওয়ার কারণ হইতেছে তাহার কাছে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বেশী কষ্টকর মনে হইত। অধিকন্তু ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর সম্মতি চাওয়ার উপযোগিতা হইতেছে যে, তিনি তাঁহার চাচাত ভাই এবং বিশেষ সাহাবী ছিলেন। আর বেদুঈন ছিল নব ইসলাম গ্রহণকারী। ফলে তাহার ব্যাপারে নিরাপদ নহে, হয়তো সে ইহা অপছন্দ করিতে পারে। আর কেহ বলেন, খালিদ বিন ওলীদ (রাযি.) নতুন ইসলাম গ্রহণকারী হওয়ার কারণে ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর অনুমতি এই আশংকায় চাহিয়াছিলেন যে, যদি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে আগে দেওয়া হয় তবে তাহার অন্তরে কিছু একটা সৃষ্টি হইতে পারে। পক্ষান্তরে বেদুঈনের ঘটনা। সেই স্থলে বিপরীতে রহিয়াছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। তিনি হইলেন প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারী উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ব্যাপার তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবেই কর্ম সম্পাদন করিবেন উহার প্রতি তাঁহার আস্থা থাকিবে। কোন কিছুই তাঁহার আস্থা বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেন, ইহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফযীলত প্রকাশিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২০-২১)

فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের পেয়ালা তাহার হাতেই দিয়া দিলেন)। التل শব্দটি باب ذب হইতে। ইহার অর্থ الوضع (স্থাপন করা, সমর্পণ

করা) এবং الالقاء (নিক্ষেপ করা, রাখিয়া দেওয়া, পরিবেশন করা, প্রদান করা, সমর্পণ করা)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে الوضع بشدة (তীব্রভাবে সমর্পণ করা, দৃঢ়ভাবে প্রদান করা)। -(তাকমিলা ৪:২১)

(৫১৬৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولَا فَتَلَّهُ. وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(৫১৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহারা উভয়ে فَتَلَّهُ (তাহার হাতেই দিয়া দিলেন) শব্দটি বলেন নাই। কিন্তু ইয়াকূব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে (فَتَلَّهُ-এর স্থলে) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ (ইহা তাহাকে প্রদান করিলেন) বলিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي وان السنة بثلاث اصابع

অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল ও বরতন চাটিয়া খাওয়া এবং পড়িয়া যাওয়া খাদ্য যাহা ময়লাযুক্ত হয় তাহা মুছিয়া খাওয়া মুস্তাহাব। আর চাটিয়া খাওয়ার পূর্বে হাত মুছিয়া ফেলা মাকরূহ। কেননা, ঐ অবশিষ্ট খাদ্যে বরকত থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নত হওয়া-এর বিবরণ

(৫১৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

(৫১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন আহার করে তখন সে যেন নিজ হাত মুছিয়া না ফেলে যতক্ষণ না সে উহা চাটিয়া খায় কিংবা অন্যকে দিয়া চাটায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا (তখন সে যেন নিজ হাত মুছিয়া না ফেলে যতক্ষণ না সে উহা চাটিয়া খায়)। আগত (৫১৭৩নং) হাদীছ শরীফে ইহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে যে, সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আহার শেষে হাত মুছিয়া নেওয়া মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৪:২২ সংক্ষিপ্ত)

أَوْ يُلْعِقَهَا (কিংবা অন্যকে দিয়া চাটায়)। يُلْعِق শব্দটির ى বর্ণে পেশ ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে باب الافعال এর সীগা। সম্ভবতঃ أو (কিংবা) শব্দটি পরিবর্তন করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। তখন ইহার অর্থ হইবে, অতএব সে হয়তো নিজে হাত চাটিয়া খাইবে কিংবা অন্যকে দিয়া চাটাইয়া খাওয়াইবে যে ইহা খারাপ মনে করিবে না যেমন স্ত্রী, সন্তান, ছাত্র, খাদিম কিংবা গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের কোন জন্তুকে যেমন, বকরী।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহারও সম্ভবনা রহিয়াছে যে, أو (কিংবা) শব্দটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ। এই হিসাবে বলা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি শব্দের একটি বলিয়াছিলেন। তখন ইহার মর্ম হইবে যে, ان يلعق الرجل اصابعه فمه (লোকটি যেন তাহার আঙ্গুলসমূহ তাহার মুখ দিয়া চাটায়) এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে সে স্বীয় হাত চাটিয়া খাইবে, অন্যকে দিয়া চাটানো নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বায়হাকী হইতে ইহা নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:২২)

(৫১৬৭) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

(৫১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আতা (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেহ খাদ্য আহার করে তখন সে যেন স্বীয় হাত মুছিয়া না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাহা নিজে চাটিয়া খায় কিংবা অন্যকে দিয়া চাটাইয়া খাওয়ায়।

(৫১৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ.

(৫১৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার আঙ্গুল তিনটি হইতে খানা চাটিয়া খাইতে দেখিয়াছি। তবে রাবী ইবন হাতিম (রহ.) الثَّلَاثَ (তিন) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই। আর ইবন আবূ শায়বা (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, আবদুর রহমান বিন কা'ব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (কা'ব বিন মালিক রাযি.) হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ (তাঁহার আঙ্গুল তিনটি হইতে খানা চাটিয়া খাইতে ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করা এবং চাটিয়া খাওয়া মুস্তাহাব। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুলবারী গ্রন্থে লিখেন, কা'ব বিন মালিক (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া সুন্নত। যদিও তিন আঙ্গুলের অধিক খাদ্য গ্রহণে ব্যবহার করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:২৩)

(৫১৬৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

(৫১৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুলে আহার করিতেন এবং (খানা শেষে) হাত মুছিয়া ফেলার পূর্বে উহা চাটিয়া খাইতেন।

(৫১৭০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

(৫১৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... কা'ব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুলে আহার করিতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলি চাটিয়া খাইতেন।

(৫১৭১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫১৭২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ "إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".

(৫১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুলসমূহ ও বরতন চাটিয়া খাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জান না (খাদ্যের) কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

(৫১৭৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَ لاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ".

(৫১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহারও লুকমা পড়িয়া গেলে সে যেন উহা তুলিয়া নেয়। অতঃপর উহাতে যেই ময়লা লাগিয়াছে তাহা যেন দূর করে এবং খাদ্যটুকু খাইয়া ফেলে। শয়তানের জন্য যেন উহা ফেলিয়া না রাখে। আর তাহার আঙ্গুল চাটিয়া না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তাহার হাত রুমাল দিয়া মুছিয়া না ফেলে। কারণ সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيُمِطْ (তাহা যেন দূর করে)। ليمط শব্দটি الاماطة (দূরীকরণ, অপসারণ, সরানো) হইতে امر (আদেশসূচক ক্রিয়া)-এর সীগা। ইহার অর্থ الازالة (দূরীকরণ, অপসারণ করণ)। -(তাকমিলা ৪)

مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى (উহাতে যেই ময়লা লাগিয়াছে)। প্রকাশ্য যে, اذى (ময়লা) দ্বারা মর্ম হইতেছে মাটি ও অনুরূপ কিছু যাহা পবিত্র বস্তু এবং উহা দূর করা সম্ভব হয়। আর যদি লুকমাটির সহিত নাপাক সংমিশ্রণ হইয়া

যায় কিংবা মাটি প্রভৃতি দূর করা অসম্ভব হয় এবং তাহা ক্ষতিকারক হয় তবে প্রকাশ্য যে, হুকুম ইহার সহিত সম্পর্কশীল নহে। এমতাবস্থায় উহা জন্তু-জানোয়ারকে দিয়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫১৭৪) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِهِمَا "وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". وَمَا بَعْدَهُ.

(৫১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে, সে যেন স্বীয় হাত রুমাল দ্বারা মুছিয়া না ফেলে যতক্ষণ না সে নিজে উহা চাটিয়া খায় অথবা অন্যকে দিয়া চাটায়। অতঃপর বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

(৫১৭৫) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".

(৫১৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি (সম্পাদিত) কর্মে উপস্থিত হয়। এমন কি তোমাদের কাহারও আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। কাজেই তোমাদের কাহারও যদি লুকমা পড়িয়া যায়, সে যেন লাগিয়া যাওয়া ময়লা অপসারণ করে অতঃপর উহা খাইয়া ফেলে। আর শয়তানের জন্য যেন উহা রাখিয়া না দেয়। অতঃপর যখন আহার শেষ করিবে তখন যেন সে স্বীয় আঙ্গুলগুলি চাটিয়া খায়। কেননা, সে জানে না, তাহার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ (আর শয়তানের জন্য যেন উহা রাখিয়া না দেয়)। لِلشَّيْطَانِ শব্দের ل বর্ণ সম্ভবত: تعليل (পরিতোষণ, ব্যাখ্যা প্রদান)-এর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থ হইতেছে যে, তাহার জন্য সমীচীন নহে যে, উক্ত খাদ্য শয়তানের বিভ্রান্তে রাখিয়া দিবে। কেননা, উক্ত লুকমা রাখিয়া দেওয়া হয়তো অহমিকায় লুকমাটির প্রতি হেয় জ্ঞান করা হয়। আর যে এইরূপ করে সে শয়তানই। আর ل বর্ণটি تمليك (মালিক করণ) এবং الانتفاع (উপকৃত হওয়া)-এর ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। অর্থ হইতেছে যে, লুকমাটি শয়তানের মালিকানায় কিংবা উপকৃত হওয়ার জন্য ছাড়িয়া দিবে না। কাযী ইয়ায (রহ.) প্রথম ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছে। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৪:২৬)

(৫১৭৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ". إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ".

(৫১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন যে, যখন তোমাদের কাহারও লুকমা পড়িয়া যায় ... হাদীছের শেষ পর্যন্ত। তবে তিনি হাদীছের প্রথমাংশ "শয়তান তোমাদের প্রতিটি কর্মে উপস্থিত হয়" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫১৭৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ. وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

(৫১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রহ.) হইতে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (আঙ্গুলগুলি) চাটিয়া খাওয়া প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনিও তাহাদের দুইজনের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ 'লুকমা'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫১৭৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ. قَالَ وَقَالَ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ". وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ "فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".

(৫১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবূ বকর বিন নাফি' আবদী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন খাদ্য আহার করিতেন তখন তিনি স্বীয় আঙ্গুল তিনটি চাটিয়া খাইতেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের কাহারও লুকমা পড়িয়া যায় তাহা হইলে সে যেন উহা হইতে লাগিয়া থাকা ময়লা অপসারণ করিয়া উক্ত খাদ্যটুকু খাইয়া ফেলে, শয়তানের জন্য যেন উহা রাখিয়া না দেয়। আর তিনি আমাদেরকে বরতন মুছিয়া আহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন যে, কারণ তোমরা জান না যে, তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ (আমাদেরকে বরতন মুছিয়া খাইতে ...)। نَسْلُتَ শব্দটির ل বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। السلت অর্থ বরতনের মধ্যে খাদ্যের যেই অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে উহার পশ্চাদ্ধাবন করা, মুছিয়া আহার করা। -(তাকমিলা ৪:২৭)

(৫১৭৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ".

(৫১৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেহ আহার করে, তখন সে যেন স্বীয় আঙ্গুলগুলি চাটিয়া খায়। কেননা, সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

(৫১৮০) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ". وَقَالَ "فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ".

(৫১৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন বরতন মুছিয়া খায়। আর তিনি ইহাও বলিয়াছেন, তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে কিংবা তোমাদের জন্য বরকত রহিয়াছে।

بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابُ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানের দাওয়াত ব্যতীত যদি কেহ মেহমানের অনুসরণ করে তবে মেহমান কি করিবে? অনুসরণকারীর জন্য মেযবান হইতে অনুমতি নিয়া নেওয়া মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৫১৮১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ. قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ هٰذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ". قَالَ لَا بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ.

(৫১৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা উভয়ে প্রায় একই শব্দে ... আবূ মানসূর আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ শু'আয়ব নামক জনৈক আনসারী লোক ছিল। তাহার একজন কসাই গোলাম ছিল। লোকটি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া তাঁহার চেহারায় ক্ষুধার আভাস উপলব্ধি করিল। তারপর সে তাহার গোলামকে বলিল, তোমার জন্য আফসোস। (শীঘ্রই) তুমি আমাদের পাঁচ জনের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা, আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি (রাবী) বলেন, তখন সে খাবার প্রস্তুত করিল। অতঃপর লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া তাঁহাকেসহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিল। এক ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিল। (সাহিবে দাওয়াতের) দরজায় পৌঁছিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, এই লোকটি আমাদের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে (আহারের) অনুমতি দিতে পার। আর যদি (তাহাকে আহার করাইতে না) চাও, তবে সে ফিরিয়া যাইবে। সাহিবে দাওয়াত আরয করিলেন, না; বরং আমি তাহাকে (আপনাদের সহিত আহার করার) অনুমতি দিতেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ (আবূ শু'আয়ব নামে জনৈক আনসারী লোক ছিলেন)। এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছে তাহার উল্লেখ নাই। তাহাকে ছাড়া এই উপনামে আর কেহ আনসারী সাহাবী ছিলেন তাহা জানা নাই। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাঁহার এবং তাহার গোলামের নাম জানা নাই। -(তাকমিলা ৪:২৭)

لَحَّامٌ (কসাই)। আর সহীহ বুখারী শরীফের البيوع অধ্যায়ে قصاب বর্ণিত হইয়াছে উভয় শব্দের অর্থ একই। সে ওই ব্যক্তি যে গোশত বিক্রি করে। -(তাকমিলা ৪:২৮)

فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ (কেননা, আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করিয়াছি)। خَامِسَ خَمْسَةٍ বাক্যটি حال হিসাবে منصوب (শেষ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) হইতে পারে। অর্থাৎ حال كونه خامسا من الخمسة (এই অবস্থায় যে তিনি পাঁচ জনের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি)। আর কেহ বলেন, رفع (শেষ বর্ণে পেশ দ্বারা) পঠিত। অর্থাৎ وهو خامس خمسة (আর তিনি পাঁচ জনের পঞ্চম)। -(তাকমিলা ৪:২৮)

وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ (আর যদি চাও, তবে সে ফিরিয়া যাইবে)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাওয়াতবিহীন কোন ব্যক্তি যদি দাওয়াতী মেহমানের অনুসরণ করে তাহা হইলে দাওয়াতী মেহমান ঘরে প্রবেশের পূর্বে দাওয়াতকারী (মেযবান)-এর নিকট তাহার ব্যাপারে অনুমতি নিবে।

আবূ দাউদ শরীফে ইবন উমর (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا (যেই ব্যক্তি দাওয়াতবিহীন প্রবেশ করিল সে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিল এবং আক্রমণকারীর ন্যায় বাহির হইয়া আসিল)। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুলবারী গ্রন্থের ১০:৫৬০ পৃষ্ঠায় ইহার সনদ যঈফ বলিয়াছেন। যাহা হউক আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে যিয়াফতে উপস্থিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণকারী খাবার পরিবেশন না করার এখতিয়ার আছে। সে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিলে তিনি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পারিবে। -(তাকমিলা ৪:২৮)

بَلْ آذَنُ لَهُ (বরং আমি তাহাকে অনুমতি দিতেছি)। দাওয়াতবিহীন কোন ব্যক্তি যখন দাওয়াতী মেহমানের সঙ্গী হয় তখন তাহাকে تطفيل (অনাহূত, অনিমন্ত্রিত) বলা হয়। আর ইহাও এই শর্তে জায়িয যে, তাহার এবং নিমন্ত্রণকারীর মধ্যকার সম্পর্কের সংশ্লিষ্টতা থাকিতে হইবে কিংবা অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির ইহার প্রয়োজন থাকিতে হইবে আর তাহার প্রবল ধারণা থাকিতে হইবে যে, নিমন্ত্রণকারী অপছন্দ করিবেন না। -(তাকমিলা ৪:২৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫১৮২) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ. قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(৫১৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং নাসর বিন আলী জাহযামী ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মাসউদ (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী নাসর বিন আলী (রহ.) তাহার বর্ণিত এই হাদীছে বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উসামা (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আ'মাশ (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শকীক বিন সালামা (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.)। অতঃপর তিনি হাদীছখানা বর্ণনা করেন।

(৫১৮৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

(৫১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা বিন আবূ রাওয়াদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে এবং অন্য সনদে সালামা বিন শাবীব (রহ.) ... আবূ মাসউদ (রাযি.)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এবং আ'মাশ (রহ.) হইতে তিনি আবূ সুফয়ান সূত্রে জাবির হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫১৮৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ "وَهَذِهِ". لِعَائِشَةَ فَقَالَ لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ" فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَهَذِهِ". قَالَ لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ". ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَهَذِهِ". قَالَ نَعَمْ. فِي الثَّالِثَةِ. فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

(৫১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ফারসি প্রতিবেশী ভালো সালুন রান্না করিতে পারিত। একদা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিতে আগমন করিল। তিনি (আয়িশা (রাযি.)-এর দিকে ইশারা করিয়া) ইরশাদ করিলেন, এই যে, আয়িশা রহিয়াছেন। সে (জবাবে) বলিল, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (তাহা হইলে আমি দাওয়াত কবূল করিব) না। লোকটি পুনরায় তাঁহাকে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এইবারও) ইরশাদ করিলেন, আর ইনি (আয়িশা)ও? সে বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, (তাহা হইলে আমিও) না। অতঃপর সে পুনরায় (৩য় বার) তাঁহাকে দাওয়াত করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই তৃতীয়বারও) ইরশাদ করিলেন, ইনি (আয়িশা)ও? লোকটি তৃতীয়বার বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে দন্ডয়মান হইলেন এবং একজনের পিছনে আরেকজন চলিলেন। অবশেষে দুইজনই তাহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ফারসি প্রতিবেশী ছিল)। তাহার নাম জানা নাই। -(তাকমিলা ৪:৩০)

فَقَالَ "وَهَذِهِ" لِعَائِشَةَ (তখন তিনি (আয়িশা (রাযি.)-এর দিকে ইশারা করিয়া) ইরশাদ করিলেন, এই যে, আয়িশা রহিয়াছেন)? অর্থাৎ আমার সহিত ইনিকেও দাওয়াত দাও তাহা হইলে আমি তোমার দাওয়াত কবূল করিব। অন্যথায় না। আল্লামা সিন্দী (রহ.) শরহে নাসাঈ গ্রন্থে বলেন, সম্ভবতঃ সময়টি এককভাবে কাটানোর ছিল না। এই কারণেই তিনি তাহার হইতে একা অবস্থায় অতিবাহিত করাকে অপছন্দ করিয়াছেন। ফলে তিনি দাওয়াত কবূলে সম্মলিত অবস্থার সহিত শর্তায়িত করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত কবূল করার এবং না করার এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এতদুভয়ের একটি অবলম্বন করিয়াছেন। আর হযরত আয়িশা (রাযি.)ও ক্ষুধার্ত ছিলেন কিংবা অনুরূপ কোন কারণে তাঁহাকেও তাঁহার সহিত আহারের দাওয়াত না করিলে উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করিতে অপছন্দ করিয়াছেন। ইহা মনোরম ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গীদের হক ও সাহচর্যের আদবসমূহের প্রতি গুরুত্বপ্রদানের অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৪:৩০)

بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিমন্ত্রণকারীর সন্তুষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কর্তৃক সঙ্গে নিয়া তাহার ঘরে উপস্থিত হওয়া জায়িয। আর সমবেতভাবে আহার করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৫১৮৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ "مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ

بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ" . قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ "وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا" . فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَيْنَ فُلاَنٌ" . قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ . وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ" . فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ" .

(৫১৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, এক দিবসে কিংবা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও উমর (রাযি.)কে প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সময় তোমাদেরকে বাড়ী হইতে কি কারণে বাহির করিয়াছে? তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার তাড়নায়। তিনি ইরশাদ করিলন, যেই মহান সত্তার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম, যাহা তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনিয়াছে, আমাকেও তাহাই বাহির করিয়া আনিয়াছে। চল, তাঁহারা তাঁহার সহিত চলিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি এক আনসারীর বাড়ীতে আসিলেন। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) দেখিয়া বলিলেন, মারহাবান ও আহলান (শুভেচ্ছা-স্বাগতম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক কোথায়? মহিলাটি আরয করিল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনিতে গিয়াছেন। এই সময়েই আনসারী লোকটি উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার দুই সাথীকে দেখিয়া বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ (আল্লাহর শোকর)। আজ মেহমানের দিক দিয়া আমার হইতে সৌভাগ্যবান আর কেহ নাই। অতঃপর তিনি গিয়া একটি খেজুরের কাঁদি নিয়া আসিলেন। উহাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনারা ইহা হইতে আহার করুন। আর তখন তিনি একটি ছুরি হাতে নিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সাবধান! দুধওয়ালা ছাগী যবেহ করিবে না। অতঃপর তাঁহাদের জন্য বকরী যবেহ করিলে তাঁহারা বকরীর গোশত ও কাঁদির খেজুর আহার করিলেন এবং (মিঠা) পানি পান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা যখন ক্ষুধা নিবারণ করিলেন এবং পরিতৃপ্ত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর ও উমর (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যেই মহান সত্তার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! কিয়ামতের দিবসে এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে অথচ তোমরা এই নিয়ামত লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্তন কর নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ (অতঃপর তিনি এক আনসারী (রাযি.)-এর বাড়ীতে আসিলেন। তাহার নাম আবুল খায়ছম বিন তায়্যিহান (রাযি.)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নির্ভরযোগ্য কোন সহচর্যের বাড়ীতে লোকজন নিয়া যাওয়া জায়িয আছে। ইহাতে আবুল হায়ছাম (রাযি.)-এর মহৎগুণ প্রকাশিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৩)

قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً (মহিলাটি বলিল, শুভেচ্ছা স্বাগতম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনে বেগানা মহিলার স্বর শ্রবণ করা জায়িয আছে। আর স্ত্রীর যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, আগন্তুককে স্বামীর গৃহে

প্রবেশের অনুমতি দিলে তিনি অপছন্দ করিবেন না তাহা হইলে অনুমতি দেওয়া জায়িয আছে। তবে যাহাতে তাহার সহিত হারাম নির্জনতায় একান্ত বৈঠক না হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৩)

إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ (সাবধান! দুধওয়ালা ছাগী যবেহ করিবে না)। অর্থাৎ لاتذبح شاة ذات لبن (দুধওয়ালা ছাগী যবেহ করিবে না)। -(তাকমিলা ৪:৩৩)

(৫১৮৬) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَا أَقْعَدَكُمَا هَاهُنَا". قَالاَ أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ.

(৫১৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বসা ছিলেন। তাঁহার সহিত হযরত উমর (রাযি.)ও ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের কাছে তাশরীফ আনিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা কি কারণে এই স্থানে বসিয়া রহিয়াছ? তাঁহারা আরয করিলেন, যেই সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম! ক্ষুধা আমাদেরকে আমাদের ঘর হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসিয়াছে। অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী) খালফ বিন খালীফা (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫১৮৭) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ

قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ. فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّهَلاَ بِكُمْ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ". فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ. فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي. فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ "ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا". وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

(৫১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ক্ষুধার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম। ফলে আমি আমার স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলিলাম, তোমার কাছে কিছু আছে কি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে খুবই ক্ষধার্ত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছি। সে আমার জন্য একটি চামড়ার থলে বাহির করিল, যাহাতে এক সা' পরিমাণ যব ছিল। আর আমাদের একটি গৃহপালিত ছোট মেষ ছিল। আমি উহা যবেহ করিলাম, আর আমার স্ত্রী যবগুলি পিষিয়া নিল। আমার কাজ সমাপ্ত করার সাথে সাথে সেও তাহার কাজ করিয়া নিল। আমি গোশত কাটিয়া ডেকচিতে রাখিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ফিরিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় সে (স্ত্রী) আমাকে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাথীগণের দ্বারা আপনি আমাকে লজ্জিত করিবেন না।

তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, তারপর আমি তাঁহার খেদমতে আসিয়া তাঁহাকে চুপিসারে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের একটি ছোট মেষ যবেহ করিয়াছি। আর আমার স্ত্রী আমাদের এক সা' পরিমাণ যব ছিল, উহাই পিষিয়া নিয়াছে। সুতরাং আপনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া তাশরীফ আনুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির (রাযি.) তোমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী করিয়াছে। কাজেই তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি চল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেগ (চুলা হইতে) নামাইবে না এবং খামীর দিয়া রুটিও তৈরী করিবে না। আমি আসিলাম, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আগে আগে তাশরীফ আনিলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে আগমন করিলে সে আমাকে (তিরস্কার স্বরে) বলিল, আপনার সর্বনাশ হউক, আপনার সর্বনাশ হউক। আমি (তাহাকে) বলিলাম, তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছিলে তাহাই আমি করিয়াছি। অতঃপর সে খামীরগুলি তাঁহার সামনে বাহির করিয়া দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি ডেগের নিকট গিয়া উহাতেও একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যে তোমার সহিত রুটি প্রস্তুত করিবে। আর তুমি ডেগ হইতে পেয়ালা ভরিয়া নিতে থাকিবে আর ডেগ (চুলা হইতে) নামাইবে না। তাঁহারা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই আহার করিলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলে (তৃপ্তিসহ আহার করিয়া) উহা এমন অবস্থায় ছাড়িয়া ফিরিয়া গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাইতেছিল। আর আমাদের খামীর পূর্বের মতই রহিয়া গেল। রাবী যাহ্হাক (রহ.) বলেন, পূর্বের মতই রুটি তৈরী করা হইতেছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের 'জিহাদ' অধ্যায়ের باب من تكلم بالفارسية والرطانة এর মধ্যে এবং مغازى অধ্যায়ে باب غزوة الخندق এর মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪)

خَمَصًا (ক্ষুধার্ত) শব্দটির خ এবং م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে خلق البطن (পেট জীর্ণ হওয়া, শূন্য ও সংকুচিত হওয়া) অর্থাৎ الجوع (ক্ষুধা, উপবাস)। ইহা সেই সময়কার ঘটনা যখন খন্দকের মধ্যে অতীব শক্ত প্রস্তর পেশ হইয়াছিল যাহা ভাঙ্গিতে সাহাবাগণ অপারগ হইয়া গিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কুঠার দ্বারা উহাতে আঘাত করিলেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রাযি.)-এর সূত্রে আয়মান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে। যাহার শব্দ ثم قام (صلى الله عليه وسلم) وبطنه معصوب بحجر- ولبثنا ثلاثة ايام لا نذوق ذواقا فاخذ النبى صلى الله عليه وسلم المعول مضرب فى الكديد الخ (অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়াইলেন আর তাঁহার মুবারক পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। (জাবির (রাযি.) বলেন) আর আমরা তিনদিন কোন কিছুর আস্বাধন গ্রহণ না করিয়া উপবাস অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কুঠার দ্বারা শক্ত প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করিয়াছিলেন। -শেষ পর্যন্ত) -(তাকমিলা ৪:৩৫)

মুসলিম ফর্মা -১৯-৩/২

فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي (অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ...)। অর্থাৎ فانقلبت (অতঃপর আমি ফিরিয়া আসিলাম, প্রত্যাবর্তন করিলাম)। আর হযরত জাবির (রাযি.)-এর স্ত্রীর নাম সুহায়লা বিনত মাসউদ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৩৫)

وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ (আর আমাদের একটি ছোট মেষ শাবক ছিল)। البهيمة শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে بهمة (মেষশাবক)-এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক বিশেষ্য)। البُهيمة হইল ছোট মেষশাবক। ইহা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। আর الداجن হইল حيوان الف البيوت لا يترك للرعى (গৃহপালিত পশু যাহাকে চারণভূমিতে ছাড়া হয় না)। এই পশু সাধারণত মোটা-সোটা বেশী মাংসযুক্ত হইয়া থাকে। আর সুনানু আহমদ গ্রন্থের রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে سمينة (বেশী মাংসযুক্ত, মেদ বহুল, মোটাসোটা)।

فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي (আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তাহার কাজ সমাধা করিল)। আমি যবেহ-এর কাজ সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী খামীর তৈরী কাজটি সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৫)

فِي بُرْمَتِهَا (গোশত (কাটিয়া) ডেগচিতে রাখিলাম)। البرمة শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে قدر صغير (ছোট ডেগচি)।

لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীগণের দ্বারা আপনি আমাকে লজ্জিত করিবেন না)। বস্তুতঃভাবে তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, তাহার স্বামী হযরত জাবির (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বেশী লোক দাওয়াত করিয়া ফেলিবেন। তাই এই সামান্য খাবার তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না। ফলে তিনি লজ্জিত হইবেন, অপমানিত হইবেন। -(তাকমিলা ৪:৩৫)

فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ (অতঃপর আমি তাহার কাছে আসিয়া চুপে চুপে তাঁহাকে বলিলাম)। অর্থাৎ كلمته خفية (আমি তাঁহার সহিত গোপনে কথা বলিলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক জামাআত লোকের উপস্থিতিতে দুই জনে গোপনে কথা বলা জায়িয আছে। তবে তৃতীয় জন ব্যতীত দুই জনে গোপনে কথা বলা নিষেধ। -(ঐ)

فِي نَفَرٍ مَعَكَ (কাজেই আপনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া তাশরীফ আনুন)। আর সহীহ্ বুখারী শরীফে আয়মান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে طعيم لى فقم انت يا رسول الله ورجل او رجلان قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب (আমি সামান্য খাবার তৈরী করিয়াছি। কাজেই আপনি ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন কিংবা দুইজন সঙ্গে নিয়া চলুন। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা কি পরিমাণ? (জাবির (রাযি.) বলেন) আমি তাঁহার সামনে উহার উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, বেশ, (ইহাই) পর্যাপ্ত)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাওয়াতের আদব হইতেছে যে, দাওয়াতকারী طعام (খাবার) শব্দটিকে تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক) সীগায় طعيم (সামান্য খাবার) বলিয়া উল্লেখ করা। -(তাকমিলা ৪:৩৫)

قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا (তোমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী করিয়াছে)। سورا শব্দটির س বর্ণে পেশ و বর্ণে হামযাবিহীন সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইল الصنيع من الطعام الذى يدعى اليه (তৈরীকৃত কিছু খাবার যাহা আহারের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়)। আর কেহ বলেন, الطعام مطلقا (সাধারণভাবে খাদ্যদ্রব্য)। আর ইহা ফারসী শব্দ। আর কেহ বলেন, ইহা হাবশী শব্দ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফারসী ভাষায় আলোচনা করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৫)

فَحَيَّهَلًا بِكُمْ (কাজেই তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি চল)। هلا শব্দটি তানভীনসহ পঠিত। আর কেহ বলেন, তানভীনবিহীন পঠিত। ইহা প্ররোচনার শব্দ, ইহা দ্বারা প্ররোচিত করা হয়। حيى هلا - حيهلا অর্থাৎ هلموا مسرعين (তোমরা দ্রুত চল)। -(তাকমিলা ৪:৩৬)

وَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدُمُ النَّاسَ (আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আগে আগে আসিলেন)। يَقْدُمُ শব্দটির د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ يتقدمهم (তাহাদের আগে আগে)। বস্তুত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা এইজন্য করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের দাওয়াত দিয়াছেন এবং তাঁহারা তাহারই অনুসরণে চলিয়াছেন। যেমন সাহিবে দাওয়াত যখন কোন জামাআতকে দাওয়াত দেন তখন তিনি তাহাদের আগে আগে চলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা ছাড়া কখনও আগে আগে চলিতেন না। তবে এই স্থানে উপর্যুক্ত উপযোগিতার দরুন তাহা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩৬)

فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ (তখন সে (স্ত্রী) আমাকে (তিরস্কার স্বরে) বলিল আপনার সর্বনাশ হউক, আপনার সর্বনাশ হউক)। অর্থাৎ ذمته ودعت عليه (তাহাকে তিরস্কার করিল এবং বদ-দু'আ করিল)। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم (আপনার সহিত অপমানযুক্ত হউক, আপনার সহিত নিন্দা সম্পৃক্ত হউক)। আসলে তিনি এই কথাটি তখনই বলিয়াছেন যখন তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, (তাহার স্বামী) হযরত জাবির (রাযি.)-ই এই সকল লোকজনকে দাওয়াত দিয়া নিয়া আসিয়াছেন। আর তিনি তাহাকে (সামান্য খাদ্য হওয়ায় অধিক লোকের মধ্যে পরিবেশন করিতে না পারিয়া) লজ্জিত হওয়ার আশংকায়ই বেশী লোক দাওয়াত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৬)

(৫১৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ". قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ "أَلِطَعَامٍ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ "قُومُوا".

قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ". فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ.

(৫১৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা আবূ তালহা (রাযি.) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুর্বল আওয়াজ শ্রবণে অনুধাবন করিয়াছি যে, তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে। কাজেই তোমার নিকট (খাবারের) কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। (রাবী আনাস রাযি. বলেন) তিনি যবের কয়েক টুকরা রুটি বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার ওড়না নিলেন এবং

উহার একাংশ দ্বারা রুটিগুলি পেঁচাইয়া আমার কাপড়ের নীচে গুঁজাইয়া দিলেন আর অন্য অংশ আমার শরীরে জড়াইয়া দিলেন। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি এইগুলিসহ গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে বসা অবস্থায় পাইলাম। তাঁহার সহিত আরও লোক ছিলেন। আমি তাঁহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমাকে আবূ তালহা (রাযি.) পাঠাইয়াছে? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, খাবারের জন্য কি? আমি (জবাবে) বলিলাম, জী হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই চল।

তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা দিলেন আর আমি তাঁহাদের আগে আগে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে আমি আবূ তালহা (রাযি.)-এর কাছে আসিয়া তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তখন আবূ তালহা (রাযি.) বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো লোকজনসহ তাশরীফ আনিয়াছেন। অথচ আমাদের কাছে সেই পরিমাণ নাই যাহা দ্বারা তাঁহাদের আপ্যায়ন করি। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলিলেন, (কোন চিন্তা করিবেন না) আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন, তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রাযি.) গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত আসিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে যাহা আছে তাহা নিয়া আস? তিনি সেই রুটিগুলি নিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে সেইগুলি টুকরা টুকরা করা হইল। আর উম্মু সুলায়ম (রাযি.) চামড়া নির্মিত পাত্রের ঘি নিংড়াইয়া উহা সালুন হিসাবে দিলেন। অতঃপর ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছামত কিছু (বরকতের দু'আ) পাঠ করিলেন। তারপর ইরশাদ করিলেন, দশজন করিয়া আসিতে বল। তাঁহাদের ডাকা হইলে তাঁহারা আসিয়া তৃপ্তিসহকারে আহার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আরও দশজনকে ডাক। তাঁহাদের ডাকা হইলে তাহারা পরিতৃপ্তিসহ আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি পুনরায় ইরশাদ করিলেন, দশজনকে ডাক। অবশেষে দলের সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁহাদের দলে সত্তর কিংবা আশিজন লোক ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الصلاة অধ্যায়ে باب من دعا لطعام فى المسجد ومن اجاب منه এর মধ্যে এবং الانبياء অধ্যায়ে باب علامات النبوة فى الاسلام এর মধ্যে এবং الاطعمة অধ্যায়ে باب من اكل حتى شبع এর মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৭)

أَقْرَاصًا শব্দটি قرص (ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন)-এর বহুবচন। উহা হইল الرغيف (রুটি, রুটির টুকরা)। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ (ইহার একাংশ দ্বারা রুটিগুলি পেঁচাইয়া দিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা হাদিয়া প্রেরণের আদব। বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। ইহা ঢাকিয়া দেওয়া সমীচীন। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

ثُمَّ دَسَّتْهُ (তারপর গুঁজাইয়া দিলেন)। অর্থাৎ ادخلته (তাহার কাপড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন)। যখন কোন বস্তু শক্তিসহ গুঁজাইয়া দেওয়া হয় তখন বলা হয় دس الشئ يدسه (يدسه শব্দের د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত)। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

وَرَدَّتْنِى بِبَعْضِهِ (আর অন্য অংশ আমার শরীরে জড়াইয়া দিলেন)। অর্থাৎ ওড়নার অপর অংশ চাদর হিসাবে শরীরে জড়াইয়া দিলেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, ওড়নার কিছু অংশ দ্বারা রুটিগুলি বাঁধিয়া দিলেন আর কিছু

অংশ চাদর হিসাবে হযরত আনাস (রাযি.) শরীরে জড়াইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদিয়া বাহক (দূত) জামা-কাপড় পরিয়া যাওয়া সমীচীন। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠাইলেন)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, উম্মু সুলায়ম (রাযি.) আনাস (রাযি.)কে কয়েকটি রুটি দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অনেক রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ তালহা ও উম্মু সুলায়ম (রাযি.) উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের গৃহে দাওয়াত দিয়াছিলেন। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৬:৫৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, তাহারা উভয়ে হযরত আনাস (রাযি.)কে রুটিগুলি দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আনাস (রাযি.) যখন তাঁহার দরবারে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার পাশে বহু লোক বসা দেখিয়া এই মর্মে লজ্জিত হইলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা এইগুলি দেওয়া যায়। পরে তিনি নিজ বুদ্ধিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা তাহার সহিত তাহাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন)। তিনি যেন বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটি খাবার বৃদ্ধির মুজিযা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন। ইহা দ্বারা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। -(তাকমিলা ৪:৩৮)

هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ (হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে যাহা আছে তাহা নিয়া আস)। মাশহুর হইতেছে هلم (আন, আস, চল) শব্দটি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَالْقَآئِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا (এবং কাহারা তাহাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে আস। -সূরা আহযাব ১৮) তবে এই শব্দটির একটি হিজাযী পরিভাষা রহিয়াছে। যেমন এই হাদীছে ব্যবহৃত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯)

فَفُتَّ (তখন সেইগুলি টুকরা টুকরা করা হইল)। الفت হইল রুটি ভাঙ্গিয়া উহা টুকরা টুকরা করা। যেমন الثريد (ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি, রুটি ও গোশতের খণ্ডবিশেষ) প্রস্তুতের জন্য করা হয়। -(ঐ)

وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (আর উম্মু সুলায়ম (রাযি.) চামড়ার নির্মিত পাত্রের ঘি নিংড়াইয়া উহা সালুন হিসাবে দিলেন)। العكة শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহা চামড়ার নির্মিত গোলাকার পাত্র বিশেষ। যাহাতে সাধারণত ঘি ও মধু রাখা হইয়া থাকে। অর্থাৎ صيرت ما خرج من العكة اداما له (তিনি চামড়ার নির্মিত গোলাকার পাত্রটি নিংড়াইয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে উহা তাহার জন্য সালুন হিসাবে দিলেন)। -(ঐ)

ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ (দশজনকে আসিতে বল)। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজন করিয়া এই জন্য খাবারের অনুমতি দিয়াছেন যাহাতে বাসনের চতুর্পার্শ্বে স্থান সংকুলান হয়। যদি সকলে এক সঙ্গে যাইতেন তবে বাসনের চতুস্পার্শ্বে বসা সম্ভব হইত না। -(তাকমিলা ৪:৩৯)

(৫১৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ. فَقَالَ لِلنَّاسِ "قُومُوا". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ "أَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي

عَشَرَةً". وَقَالَ "كُلُوا". وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ "أَدْخِلْ عَشَرَةً". فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشَرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

(৫১৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ তালহা (রাযি.) কিছু খাবার তৈরী করিয়া আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সহিত ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকাইলেন আমি লজ্জাসহকারে আরয করিলাম, আপনি আবূ তালহা (রাযি.)-এর দাওয়াত কবূল করুন। তখন তিনি লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল। (বাড়ীতে পৌঁছিলে) আবূ তালহা (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো কেবল আপনার জন্য সামান্য খাবার তৈরী করিয়াছি। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারগুলি স্পর্শ করিলেন এবং ইহাতে বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে দশজন ঘরে নিয়া আস। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা আহার করিতে থাক। তিনি তাহাদের জন্য নিজ মুবারক আঙ্গুলের মাঝ হইতে কিছু বাহির করিয়া দিলেন, তাহারা সকলে তৃপ্তিসহকারে আহার করিবার পর বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, আরও দশজনকে ঘরে নিয়া আস। তাহারাও আহার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এইভাবে দশজন করিয়া গৃহে প্রবেশ করেন এবং দশজন করিয়া বাহির হইয়া যান। এমনকি তাহাদের মধ্য হইতে একজনও অবশিষ্ট থাকেন নাই যিনি প্রবেশ করিয়া তৃপ্তিসহকারে আহার করেন নাই। অতঃপর তিনি পাত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, সকলে আহার করিবার শুরুতে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই রহিয়াছে।

(৫১৯০) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ "دُونَكُمْ هَذَا"

(৫১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন ইয়াহইয়া উমাভী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ তালহা (রাযি.) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই হাদীছের শেষে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্টাংশ জমায়েত করিয়া ইহাতে বরকতের দু'আ করিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তারপর উহা যেমন ছিল, পুনরায় তেমনই হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা হইতে তোমরা গ্রহণ কর।

(৫১৯১) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ "كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ". فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً. ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

(৫১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ তালহা (রাযি.) (নিজ স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে কেবল মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাবার তৈরী করিবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার খেদমতে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবী হাদীছখানা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে তিনি (আনাস রাযি.) বলিয়াছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে নিজ মুবারক হাত রাখিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, দশজনকে আসার অনুমতি দাও। তাহাদের আসিতে বলিলে তাহারা প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি (তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া আহার কর। তাহারা আহার করিলেন। এমনিভাবে আশি জনের সহিত অনুরূপ করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাড়ীর লোকজন আহার করিলেন এবং কিছু (খাবার) অবশিষ্ট রাখিয়া গেলেন।

(৫১৯২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فِى طَعَامِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتّٰى أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ شَىْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ "هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ".

(৫১৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে আবূ তালহা (রাযি.)-এর খাবারের এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীছে রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা পর্যন্ত আবূ তালহা (রাযি.) দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো সামান্য (খাদ্য) মাত্র। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাই নিয়া আস, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ইহাতে বরকত দান করিবেন।

(৫১৯৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

(৫১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করিলেন। গৃহবাসীরাও আহার করিলেন এবং নিজেদের প্রতিবেশীদের কাছে পাঠানোর জন্য কিছু খাবার অবশিষ্ট রাখিলেন।

(৫১৯৪) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَظُنُّهُ جَائِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

(৫১৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ তালহা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে শয়ন অবস্থায় পেট ও পিঠ উলট-পালট করিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে শয়ন অবস্থায় পেট ও পিঠ উলট-পালট করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ধারণা যে, তিনি ক্ষুধার্ত। অতঃপর রাবী শেষ পর্যন্ত হাদীছখানা বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ তালহা, উম্মু সুলায়ম ও আনাস (রাযি.) আহার করিলেন। (আহার শেষে) কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া গেলে আমরা উহা প্রতিবেশীদের কাছে হাদিয়া হিসাবে পাঠাইয়া দিলাম।

(৫১৯৫) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُّ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ.

(৫১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া আত-তুজাইবী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি তাঁহার সাহাবীগণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। আর তিনি নিজ মুবারক পেট একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। রাবী উসামা (রহ.) বলেন, পাথরসহ ছিল কি না, ইহাতে আমার সন্দেহ রহিয়াছে। আমি তাঁহার কোন এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মুবারক পেট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন কেন? তাঁহারা বলিলেন, ক্ষুধার কারণে। অতঃপর আমি আবূ তালহা (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহান (রাযি.)-এর স্বামী। আমি বলিলাম, হে পিতঃ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নিজ মুবারক পেট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার কতিপয় সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, ক্ষুধার কারণে। অতঃপর আবূ তালহা (রাযি.) আমার মাতার কাছে গেলেন এবং বলিলেন, (খাবারের) কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন, জী হ্যাঁ। আমার কাছে কয়েক টুকরা রুটি এবং কয়েকটি খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে একাকী তাশরীফ আনেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পরিতৃপ্তি করিতে পারিব। আর যদি তাঁহার সহিত অন্য কেহ আগমন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কম হইবে। অতঃপর রাবী হাদীছখানার পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ (অতঃপর আমি বলিলাম, হে পিতঃ!)। বস্তুতঃভাবে হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) আবূ তালহা (রাযি.)-এর সৎ পিতা হওয়ায় 'পিতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। উম্মু সুলায়ম ছিলেন তাহার মাতা। উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর নাম সাহলা। আর কেহ বলেন, রামীলা। আর কেহ বলেন, গামীচা (রাযি.)। আর আবূ

তালহা (রাযি.)-এর নাম সাহল বিন যায়দ। আনাস (রাযি.)-এর পিতা মালিক বিন নযর (রাযি.)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার মাতা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে আবূ তালহা (রাযি.) বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম নাসায়ী (রহ.) আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, "আবূ তালহা (রাযি.) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম) বলিলেন, হে আবূ তালহা! আপনার ন্যায় লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানযোগ্য নহে। কিন্তু আপনি যে, কাফির লোক। আর আমি মুসলিমা মহিলা। কাজেই আমার জন্য আপনি হালাল নহে। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইসলাম গ্রহণই আমার মহর হিসাবে গণ্য হইবে। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আর তাহার ইসলাম গ্রহণই তাঁহার মহর হইয়া ছিল। এই উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-ই আনাস (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতের জন্য পেশ করিয়াছিলেন। যেমন সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-ই স্বীয় স্বামী আবূ তালহা (রাযি.)-এর সহিত এতদুভয়ের ছেলের মৃত্যুর রাত্রির ঘটনা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আর আবূ তালহা (রাযি.) ছিলেন ফুযালায়ে সাহাবাগণের একজন। উহুদের দিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে থাকিয়া তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বক্ষ আপনার বক্ষের জন্য উৎসর্গিত।

-(ইসাবা ১:৫৪৯ এবং ৪:৪৪১, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সৎ পুত্রের জন্য জায়িয আছে যে, তাঁহার মাতার স্বামীকে يَا أَبَتَاهُ (হে পিতঃ) বলিয়া সম্বোধন করা। -(তাকমিলা ৪:৪২)

(৫১৯৬) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(৫১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ তালহা (রাযি.)-এর খাবারের ব্যাপারে তাঁহাদের (উপর্যুক্ত রাবীগণের) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঝোল খাওয়া জায়িয এবং কদু খাওয়া মুস্তাহাব। মেযবান অপছন্দ না করিলে মেহমান হইয়াও একই দস্তরখানে আহারকারীগণের একজন অপরজনকে আগাইয়া দেওয়া জায়িয-এর বিবরণ

(৫১৯৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ. قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

(৫১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা (রহ.) হইতে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিল। আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলেন, সেই দাওয়াতে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত গেলাম। তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যবের রুটি, ঝোল বিশিষ্ট কদু ও টুকরাকৃত গোশত (-এর তরকারী) পেশ করিল। আনাস (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি বরতনের চতুর্পার্শ্ব হইতে কদু খুঁজিয়া নিতেছেন। সেই দিন হইতে আমিও কদু পছন্দ করিতে থাকিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের البيوع অধ্যায়ে باب الخياط অনুচ্ছেদে ও অন্যান্য ছয় স্থানে সংকলন করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৩)

إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন)। তাহার নাম জানা নাই। সহীহ বুখারী শরীফে ছুমামা বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আজাদকৃত গোলাম ছিল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দর্জি পেশায় কোন প্রকার হীনতা নাই এবং দর্জির দাওয়াত কবূল করার মধ্যে কোন অসম্মান নাই। -(তাকমিলা ৪:৪৩)

مَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ (ঝোল বিশিষ্ট কদু ও টুকরাকৃত গোশত (-এর তরকারী))। الدباء হইল القرع (কদু)। আর কেহ বলেন, ইহা বিশেষভাবে গোলাকার কদুকে বলে। অধিকন্তু ইহাকে اليقطين (লাউ, কুমড়া)ও বলা হয়। ইহার এক বচনে دباءة ব্যবহৃত হয়। আর القديد হইল টুকরাসমূহের আকৃতিতে কর্তিত গোশত। (অর্থাৎ কদুর সহিত গোশত দিয়া পাকানো তরকারী)। -(তাকমিলা ৪:৪৩)

يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ (তিনি বাসনের চতুর্দিক হইতে কদু খুঁজিয়া নিতেছেন)। প্রকাশ্যভাবে ইহা সেই হাদীছের বিপরীত হয় যাহাতে বাসনের নিকটস্থ পার্শ্ব হইতে আহার করার নির্দেশ রহিয়াছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার সমন্বয়ে বলেন, এই হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যেই বরতনে একই ধরনের খাদ্য থাকে। আর এই স্থলে তো বিভিন্ন প্রকার তথা ঝোল, কদু ও গোশত রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এই বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমন্বয়ে বলেন, তিনি জানিতেন যে, তাঁহার সহিত আহারকারীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট আছেন। ফলে বরতনের চতুর্দিক হইতে কদু খুঁজিয়া আনিতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা, মাকরূহ হইবার কারণ তো হইতেছে সাথীবর্গ অপছন্দ করা। কাজেই কারণ অবর্তমান হইবার কারণে হুকুমও অবর্তমান হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৩-৪৪)

(٥١٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْ ذٰلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.

(৫১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আলা আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিল। তখন আমিও তাঁহার সহিত গেলাম। কদুর সবজি আনা হইল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কদুগুলি (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) আহার করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে কদু ভাল লাগিয়াছিল। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি নিজে না খাইয়া কদুগুলি তাঁহার (হাতের) কাছে আগাইয়া দিতে থাকিলাম। তিনি (রাবী ছাবিত রহ.) বলেন, তখন আনাস (রাযি.) বলিলেন, ইহার পর হইতে সর্বদাই কদু আমার কাছে পছন্দনীয় হইয়া যায়।

(৫১৯৯) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلاَّ صُنِعَ.

(৫১৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিল। এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, রাবী ছাবিত (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইহার পর হইতে আমার জন্য খাবার তৈরী হইলে, ইহাতে কদু দিতে আমি সক্ষম হইলে তাহাই করিতাম।

بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিচি খেজুরের বাহিরে ফেলা মুস্তাহাব, দাওয়াতকারীর জন্য মেহমানের দু'আ করা, নেককার মেহমানের নিকট দু'আ চাওয়া ও মেহমান ইহাতে সাড়া দেওয়া মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৫২০০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ".

(৫২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমরা তাঁহার খেদমতে কিছু খাবার ও ওতবা (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত হায়স) পেশ করিলাম। তিনি কিছু আহার করিলেন। অতঃপর খেজুর আনা হইলে তিনি উহা খাইতে লাগিলেন। আর বিচিগুলি মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলী একত্র করিয়া দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, ইহা আমার ধারণা। তবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা ইহাতে দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়া বিচি ফেলিয়া দেওয়ার কথা রহিয়াছে। অতঃপর তাঁহার কাছে পানীয় আনা হইল তিনি উহা পান করিলেন। পরে তিনি তাঁহার ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে দিলেন। তিনি রাবী আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমার পিতা (বুসর রাযি.) তাঁহার সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া আরয করিলেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন। তখন তিনি (দু'আয়) বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি তাহাদের রিযিকে বরকত দান করুন। তাহাদের ক্ষমা করুন এবং তাঁহাদের প্রতি রহম করুন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَوَطْبَةً (ও ওতবা)। وطبة শব্দটির و বর্ণে যবর ط বর্ণে সাকিনসহ পাঠই সহীহ। নযর বিন শুমায়ল (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা হইতেছে 'হায়স' যাহা বরনী খেজুর, চুর্ণকৃত পনির ও ঘি সংমিশ্রণ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহাকে رطبة (ر বর্ণে পেশ ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা হুমায়দী (রহ.) ইহা বিকৃত উচ্চারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর কাযী ইয়ায (রহ.) কতিপয় রাবী হইতে وطئة (و বর্ণে যবর ط বর্ণে যের ইহার পর همزه সহ পঠনে) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহা খেজুর দ্বারা প্রস্তুত 'হায়স'-এর অনুরূপ এক প্রকার খাদ্য। -(তাকমিলা ৪:৪৫)

وَيُلْقِى النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ (বিচিগুলো দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়া ফেলিতে লাগিলেন)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, তিনি বিচিগুলি দুই আঙ্গুলের মাঝখানে জমা করিতেছিলেন, খেজুরের পাত্রে ফেলেন নাই, যাহাতে খেজুরগুলির সহিত সংমিশ্রণ হইতে না পারে। আর স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে বিচিগুলি যমীনে ফেলিতেন না। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচিগুলি স্বীয় মুবারক হাতে জমা করিয়া রাখিতেছিলেন যাহাতে পরে উপযুক্ত স্থানে সেইগুলি ফেলিয়া দেওয়া যায়। -(তাকমিলা ৪:৪৫)

قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّى (শুঁবা (রহ.) বলেন, ইহা আমার ধারণা)। অর্থাৎ শু'বা (রহ.) এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়া বিচিগুলি ফেলিয়া দেওয়ার উল্লেখ আছে কি না? কিন্তু আগত রিওয়ায়তে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ব্যতীত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং شك (সন্দেহ)-এর উপর يقين (দৃঢ়বিশ্বাস) প্রাধান্য হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৫)

(৫২০১) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ.

(৫২০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন। তবে তাঁহারা উভয়ে দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়া বিচি ফেলিয়া দেওয়ার বিষয়ে রাবী শু'বা (রহ.)-এর সন্দেহের কথা উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুরের সহিত শসা মিশাইয়া আহার করা-এর বিবরণ

(৫২০২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

(৫২০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী ও আবদুল্লাহ বিন আওন হিলালী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুরের সহিত শসা মিলাইয়া আহার করিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالرُّطَبِ (তাজা খেজুরের সহিত শসা মিলাইয়া আহার করিতে ...)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহার কারণ হইতেছে যে, শসা ও ক্ষীরা-এর শীতলতা খেজুরের গরমভাবকে নিবারণ করে। -(তাকমিলা ৪:৪৬ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব এবং তাহার বসার পদ্ধতি-এর বিবরণ

(৫২০৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.

(৫২০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাঁটুদ্বয় তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া খেজুর আহার করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُقْعِيًا শব্দটি الاقعاء হইতে নিঃসৃত। الاقعاء হইতেছে ان يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه (কোন ব্যক্তি তাহার নলাদ্বয় খাড়া করিয়া পাছাদ্বয়ের উপর বসা, উবু বসা)। ইহা উপবেশনের একটি বিনয় পদ্ধতি। ইবন হিব্বান (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا عبد اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি (আল্লাহ তা'আলার) গোলাম। কাজেই আমি আহার করি যেমন গোলাম আহার করিয়া থাকে আর আমি উপবেশন করি যেমন গোলাম উপবেশন করিয়া থাকে)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনয়ের সহিত উপবেশন অবস্থায় আহার করা সমীচীন। আর অহংকারীর উপবেশনের আকৃতিতে উপবেশন করা হইতে পরহেজ করিবে।

উলামায়ে ইযাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, আহারের সময় উপবেশনের আদব হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি নিজ হাঁটুদ্বয় তুলিয়া উপরি বসা কিংবা ডান পা খাড়া করিয়া বাম পা বিছাইয়া বসা। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে এবং হাফিয (রহ.) 'ফতহুল বারী গ্রন্থের ৯:৫৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর পিছ দিক কিংবা পশ্চাদ্বয়ের কোন পার্শ্বে ঠেস দেওয়া ব্যতীত আসন করিয়া বসাও জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৪৭-৪৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫২০৪) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ أَكْلاً حَثِيثًا.

(৫২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে শুকনা খেজুর পেশ করা হইলে তিনি উহা বন্টন করিতে লাগিলেন এবং তিনি ধীরস্থীরভাবে উপবেশন করা ব্যতীতই (তথা উবু বসা অবস্থায়) তড়িঘড়ি করিয়া এইগুলি হইতে দ্রুত আহার করিতেছিলেন (সম্ভবতঃ তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল)। আর রাবী যুহায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তে أَكْلاً حَثِيثًا (দ্রুত আহার করা) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (আর তিনি তড়িঘড়ি করিতেছিলেন)। অর্থাৎ مستعجل مستوفز غير متمكن فى جلوسه (আর তিনি ধীরস্থীরভাবে উপবেশন ব্যতীতই তড়িঘড়ি করিয়া ...)। আর ذريعا অর্থাৎ سريعا (দ্রুত) এবং حثيثا শব্দের অর্থও উহাই তথা سريعا (দ্রুত)। -(তাকমিলা ৪:৪৮)

بَابُ نَهْيِ الآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে উপবেশন করিয়া আহারকারীর জন্য এক লুকমায় দুইটি করিয়া খেজুর ইত্যাদি আহার করা নিষেধ। তবে যদি তাঁহার সাথীগণ অনুমতি দেয়-এর বিবরণ

(৫২০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ لَا أُرَى هٰذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ. يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ.

(৫২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবালা বিন সুহায়ম (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, ইবন যুবায়র (রাযি.) আমাদের খাদ্য হিসাবে খেজুর দিতেন। সেই সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল। আমরা তাহাই আহার করিয়া থাকিতাম। একদা আমরা খাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় ইবন উমর (রাযি.) আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা একাধিক খেজুর একসঙ্গে খাইবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সঙ্গে একাধিক খেজুর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি কেহ তাহার সাথী ভাই হইতে অনুমতি গ্রহণ করে (তাহা হইলে খাইতে পারে)। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় 'অনুমতি নেওয়া' কথাটি ইবন উমর (রাযি.)-এর উক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ (সেই সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল)। جُهْدٌ শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ مشقة (কষ্ট, ক্লেশ, জটিলতা) আর ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الجد (চেষ্টা করা, ঐকান্তিক হওয়া, একাগ্র হওয়া) এবং السعى (উদ্যোগ, কষ্ট, প্রচেষ্টা, প্রয়াস)। আর এই স্থানে مشقة (কষ্ট) দ্বারা القحط (দুর্ভিক্ষ) মর্ম। ইহা সহীহ বুখারী শরীফের الاطعمة অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিওয়ায়তে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহার শব্দ اصابنا عام سنه مع ابن زبير فرزقنا تمرا (ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর যুগে আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিলাম। তখন আমাদের খাদ্য হিসাবে খেজুর প্রদান করা হইত)। ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর খিলাফতযুগ দ্বারা মর্ম হইতেছে হিজাজের খিলাফত যুগ। -(তাকমিলা ৪:৪৯)

لَا تُقَارِنُوا (তোমরা একাধিক খেজুর এক সঙ্গে খাইও না)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি যখন জামাআতের সহিত উপবেশন অবস্থায় আহার করে তখন দুইটি খেজুর একত্রে এক লুকমায় আহার করিবে না। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা হারাম মূলক না কি আদবের খেলাফ মাকরূহ? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) আহলে যাহির হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞা হারামমূলক আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইহা মাকরূহ এবং আদবের খেলাফ। সঠিক হইতেছে খাদ্য যদি জামাআতের সকলের শরীকানায় হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুইটি খেজুর এক লুকমায় আহার করা হারাম হইবে। আর যদি সকলের পক্ষ হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুমতি থাকে কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে অনুমতি থাকার মত ইঙ্গিত থাকে কিংবা পরস্পরের মধ্যে অনুমতি থাকার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানা থাকে কিংবা প্রবল ধারণা মতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে জায়িয। তবে যখনই তাহাদের অনুমতির ব্যাপারে সন্দেহ হইবে তখনই উহা হারাম হইবে। আর যদি খাদ্য তাহাদের ছাড়া অন্যদের হয় কিংবা তাহাদের একজনের হয়, তাহা হইলে একজনের সম্মতি শর্ত

হইবে। কাজেই তাহার সম্মতি ব্যতীত দুইটি একসঙ্গে আহার করা হারাম হইবে, তবে আহারকারীগণ তাহার হইতে অনুমতি নিয়া নেওয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নহে।

আর যদি খাদ্যদ্রব্য নিজের হয় এবং মেহমান হিসাবে তাহার সহিত অন্য কেহ আহার করে তবে তাহার জন্য একসঙ্গে দুইটি খেজুর আহার করা হারাম নহে। অতঃপর যদি খাদ্যদ্রব্য অল্প হয় তাহা হইলে একসঙ্গে দুইটি না খাওয়াই উত্তম, যাহাতে সকলে সমপরিমাণ আহার করিতে পারে। আর যদি খাদ্য অত্যধিক হয় এবং তাহাদের আহারের পর অবশিষ্ট থাকিয়া যাওয়ার মত হয় তবে তাহার জন্য এক সঙ্গে দুইটি খেজুর আহার করায় কোন ক্ষতি নাই। তবে আহারের আদব হইতেছে তড়িঘড়ি বর্জন করা। তবে যদি কাহারও অন্য কোন কাজ থাকার কারণে তাড়াহুড়া থাকে তাহা হইলে ভিন্ন কথা।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, বস্তুতঃভাবে এই হুকুম তাহাদের যুগের সহিত যখন খাদ্যদ্রব্যে খুবই সংকীর্ণতা ছিল। আর বর্তমানে তো খাদ্যদ্রব্যে প্রাচুর্য্য লাভ করিয়াছে। কাজেই অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৯-৫০)

(৫২০৬) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلاَ قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ.

(৫২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে রাবী শু'বা (রহ.)-এর উক্তি এবং তাহার (জাবালা (রাযি.)-এর) উক্তি "সেই সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল" নাই।

(৫২০৭) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

(৫২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... জাবালা বিন সুহায়ম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীগণের সম্মতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে একসঙ্গে দুইটি করিয়া খেজুর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ فِى ادِّخَالِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পরিবার-পরিজনের জন্য সঞ্চিত রাখা-এর বিবরণ

(৫২০৮) حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ".

(৫২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই পরিবারের লোকদের কাছে খেজুর রহিয়াছে, তাহারা ক্ষুধার্ত থাকিতে পারে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَايَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ (যেই পরিবারের লোকদের কাছে খেজুর রহিয়াছে, তাহারা ক্ষুধার্ত থাকিতে পারে না)। আগত রিওয়ায়তে আছে لَاتَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ (যেই বাড়ীতে খেজুর নাই, সেই বাড়ীর লোকজন ক্ষুধার্ত)। ইহা দ্বারা খেজুরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৫১)

(৫২০৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَاتَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَاتَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ". قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

(৫২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়িশা? যেই বাড়ীতে খেজুর নাই সেই বাড়ীর লোকজন ক্ষুধার্ত। হে আয়িশা? যেই বাড়ীতে খেজুর নাই, সেই বাড়ীর লোকজন ক্ষুধার্ত হইবে কিংবা হইয়াছে। তিনি এই কথাটি দুইবার কিংবা তিনবার ইরশাদ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّهِ (তাহার মা হইতে) অর্থাৎ উম্মু আবুর রিজাল হইতে, তাহার নাম আমরা বিন আবদুর রহমান (রহ.) 'আবুর রিজাল' উপাধী এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহার দশটি সন্তান ছিল। ইহাদের সকলই ছেলে ছিলেন এবং তাহারা সকলেই হাদীছের রাবী ছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫১)

بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা মুনাওয়ারার খেজুরের ফযীলত-এর বিবরণ

(৫২১০) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتّٰى يُمْسِيَ".

(৫২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মদীনার দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন খেজুরের সাতটি করিয়া প্রত্যহ সকালে আহার করে, তাহাকে সন্ধা পর্যন্ত কোন বিষ ক্ষতি করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (দুই কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন ...)। لَابَتَيْهَا অর্থাৎ لابتى المدينة (মদীনার দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির)। পূর্বে উল্লেখ ব্যতীত সর্বনামটি মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কেননা, উহা মেধার মধ্যে উপস্থিত রহিয়াছে। اللابتان অর্থাৎ الحرتان (দুইটি প্রস্তর ভূমির ...)-(এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩২০৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। হাদীছ শরীফের এই শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত ফায়দা বস্তুতভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় উৎপন্ন খেজুরের সহিত নির্দিষ্ট। অন্য স্থানের নহে। আর আগত রিওয়ায়তে العجوة (আজওয়া খেজুর)-এর বন্দীত্ব লাগানো হইয়াছে। আর ইহাই মদীনা মুনাওয়ারার সর্বাধিক

মুসলিম ফর্মা -১৬-৪/১

উৎকৃষ্ট খেজুর। এই শ্রেণীর গাছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাতে রোপন করিয়াছিলেন। (ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ২০:২৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫২)

لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ (তাহাকে সন্ধা পর্যন্ত কোন বিষ ক্ষতি করিতে পারে না)। سَمٌّ শব্দটির س বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অধিক বিশুদ্ধ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, বিষ এবং যাদু এতদুভয় শীতলতার প্রভাবে ক্ষতি করে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহ সকালে আজওয়া খেজুর আহার করে তবে তাহার মধ্যে উত্তাপ প্রভাবিত হয়। ফলে ইহা বিষের শীতলতা প্রতিরোধ করে। -(তাকমিলা ৪:৫২ সংক্ষিপ্ত)

(৫২১১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ".

(৫২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি করিয়া আজওয়া (খেজুর) আহার করে, সেই ব্যক্তিকে কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করিতে পারে না।

(৫২১২) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلَا يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(৫২১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হাশিম বিন হাশিম (রহ.) হইতে এই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫২১৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ".

(৫২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব এবং ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মদীনা মুনাওয়ারার উঁচু ভূমির আজওয়া খেজুরের শিফা তথা রোগমুক্তি রহিয়াছে কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এইগুলি প্রত্যেহ সকালে আহারে বিষনাশক ঔষধের কাজ করে।

بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মাসরূম-এর ফযীলত ও ইহা দ্বারা চোখের চিকিৎসা-এর বিবরণ

(৫২১৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মাসরূম মান্না জাতীয়। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে তাফসীরে সূরা বাকারায় باب قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى তে, তাফসীরে সূরা আ'রাফে باب المن والسلوى তে এবং الطب অধ্যায়ে باب المن شفاء للعين এ সংকলন করা হইয়াছে।

এই সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) আশারায়ে মুবাশশিরা-এর একজন। তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভগ্নিপতি এবং তাঁহার চাচার নাতি। -(তাকমিলা ৪:৫৩-৫৪)

الْكَمْأَةُ (মাসরূম) শব্দটির ك বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহার বহুবচন كمأ ব্যবহৃত হয়। তবে ইবনুল আ'রাবী (রহ.) ইহার বিপরীতে বলেন, الكمأ একবচন এবং الكمأة বহুবচনে খেলাফে কিয়াস ব্যবহৃত হয়। আর কেহ বলেন, الكمأة শব্দটি একবচন এবং বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও ইহার বহুবচন اكمؤ ব্যবহার হয়। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ, যাহার পাতা এবং কাণ্ড নাই। চাষ করা হয় না এমন যমীনে পাওয়া যায়। সাধারণত স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় জন্মে। ইহাকে উর্দু ভাষায় کھمبی কিংবা سانپ کی چھتری বলে। আর ইংরেজীতে **Mushroom** বলে। -(তাকমিলা ৪:৫৪ সংক্ষিপ্ত)

বাংলা ভাষায় ইহাকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে, তবে ইংরেজী মাসরূম নামেই বেশী পরিচিত। বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতিতে ইহার চাষ হয়। স্বাস্থ্য সম্মত খাবার, রোগ প্রতিরোধক। তবে বনে-জংগলে উৎপন্ন হইলে উহা খাওয়া বা ঔষধরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, ইহাদের মধ্যে বিষাক্ত প্রজাতিও রহিয়াছে। -(অনুবাদক)

مِنَ الْمَنِّ (মান্না জাতীয় হইতে)। ইহার তাফসীরে তিনটি অভিমত রহিয়াছে। (১) 'মান্না' দ্বারা সেই 'মান্না' মর্ম যাহা হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে বনূ ইসরাঈলের জন্য আসমান হইতে অবতীর্ণ হইত। ইহার মর্ম হইতেছে যে, 'মাসরূম' তাহাদের প্রতি অবতরণকৃত 'মান্না'-এর এক অংশ। তবে ইহা সেই রিওয়ায়তের বিপরীত হইবে না যাহাতে উল্লেখ আছে যে, 'মান্না' গাছের উপর শিশিরের মত পতিত হইত। আর ইহা হইতেই জাম্বীর (লেবু জাতীয় এক প্রকার ফল)। সম্ভবতঃ 'মান্না' বিভিন্ন প্রকার হইবে। ইহার মধ্যে যাহা গাছের উপর শিশির এর ন্যায় পতিত হয়, অপরটি জাম্বীর ফল আর এক প্রকার হইতেছে যাহা যমীন হইতে উদগত হয়। কাজেই 'মাসরূম'-ও উহার একটি হইবে। আল্লামা আবদুল লতীফ বাগদাদী (রহ.) ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) কয়েকটি সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) 'মান্না' দ্বারা বনূ ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ মান্না-ই মর্ম। তবে ইহার এই মর্ম নহে যে, মাসরূম হুবহু মান্না। বস্তুতভাবে ইহার মর্ম হইতেছে, মাসরূম এমন এক জাতীয় উদ্ভিদ যাহা বীজ বপন এবং সেচ করার পরিশ্রম ব্যতীতই উৎপন্ন করা যায়। ফলে ইহা বনূ ইসরাঈলের জন্য গাছের উপর শিশির এর ন্যায় অবতরণকৃত 'মান্না'-এর স্থলাভিষিক্ত। যাহা তাহারা আহার করিত। বস্তুতভাবে 'মাসরূম' অর্জনকারীর এই প্রশংসা। কেননা, ইহা এমন হালাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত যাহা উপার্জনে কোন সন্দেহ নাই। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) নিজ 'ইলামুল হাদীছ' গ্রন্থের ৩:১৭৯৯-১৮০০ পৃষ্ঠায় ইহাকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) 'মান্না' দ্বারা আভিধানিক অর্থ মর্ম। ইহার অর্থ হইতেছে যে, 'মান্না' দ্বারা সেই মান্না মর্ম যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের উপর কোন প্রকার প্রতিকার ছাড়া ক্ষমার মাধ্যমে ইহসান করিয়াছেন। আর المن (অনুগ্রহ) শব্দটি مصدر রূপে مفعول (কর্মপদ) হিসাবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ممنون به (যাহা দ্বারা অনুগ্রহ করা হইয়াছে এমন) মর্ম।

হাদীছের উদ্দেশ্য ইহাই যাহা আল্লামা তাবারী (রহ.) ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর সূত্রে হযরত জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন : قال كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع قوم من اكلها وقالوا هى جدرى الارض- فبلغه ذلك فقال: ان الكمأة ليست من جدرى الارض، الا: ان الكمأة من المن তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে প্রচুর মাসরূম উৎপন্ন হইত। তখন লোকেরা উহা আহার করিতে নিষেধ করিল এবং তাহারা বলিল, ইহা যমীনের গুটিবসন্ত। অতঃপর এই খবর তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কাছে পৌঁছিল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই মাসরূম যমীনের গুটিবসন্ত নহে। জানিয়া রাখ! নিশ্চয়ই মাসরূম মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত। -(হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন)। আর তিরমিযী শরীফে (২০৬৮) বর্ণিত আছে, عن ابى هريرة ان ناسا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدرى الارض- فقال النبى صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن (হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণের মধ্যে কতিপয় সাহাবী (রাযি.) বলিলেন, 'মাসরূম' হইতেছে যমীনের গুটিবসন্ত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, 'মাসরূম' হইল 'মান্না'-এর অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৪:৫৪-৫৫)

وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা)। মাসরূমের রস চোখের শিফা তথা ঔষধ হওয়ার মর্ম নির্ণয়ে চারিটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) নিজ 'শরহুল বুখারী' গ্রন্থের ৩:১৮০ পৃষ্ঠায় লিখেন, তাঁহার ইরশাদ "উহার পানি তথা রস চোখের জন্য শিফা তথা ঔষধ বিশেষ।" বস্তুতঃভাবে মাসরূমকে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে সুরমা-কাজল কিংবা দস্তা ও এতদুভয়ের অনুরূপ যাহা দ্বারা সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইহা দ্বারা চোখের উপকার হইবে। তবে ইহা দ্বারা শুধু মাসরূম চূর্ণ করিয়া সুরমা রূপে চোখে ব্যবহার করিয়া চিকিৎসা নেওয়া মর্ম নহে। কেননা, তাহাতে চোখের ক্ষতি ও ময়লাযুক্ত করিবে। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, শুধু মাসরূমের পানি তথা রসই ব্যাপকভাবে চোখের জন্য শিফা তথা চিকিৎসা। সুতরাং উহা চাপ দিয়া রস বাহির করিবে অতঃপর উহা চোখের মধ্যে দিয়া দিবে। তিনি বলেন, আর আমি এবং আমার যুগের অন্যান্য লোকেরাও দেখিয়াছে যে, একজন অন্ধ লোক, যাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তখন তিনি শুধু মাসরূমের রস কাজলের ন্যায় ব্যবহার দ্বারা শিফা লাভ করেন এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সিলাহ গ্রন্থকার ও হাদীছ রিওয়ায়তকারী, আশ-শায়খুল আদিব আল-আইমানুল কামিল বিন আবদুল্লাহ দামেস্কী (রহ.)। তিনি হাদীছের উপর বিশ্বাস করিয়া উহা দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মাসরূমের রস ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু নওয়াভী (রহ.) উক্তির বিপরীতে ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর দুই ছেলে সালিহ ও আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা উভয়ের চোখে কিছু সমস্যা ছিল। ফলে তাহারা উভয়ে মাসরূম চাপা দিয়া রস নির্গত করিয়া উহা কাজলের ন্যায় চোখে দিলেন। অতঃপর তাহাদের উভয়ের চোখ অস্থির হইয়া চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হয়। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) তাঁহার শায়খ আবূ বকর বিন আবদুল বাকী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, কতিপয় লোক মাসরূম চাপা দিয়া নির্গত পানি কাজলের ন্যায় চোখে ব্যবহার করায় চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এতদুভয় ঘটনা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর অভিমত শর্তায়িত করিয়াছেন যে, শুধু মাসরূম চাপা দিয়া রস নির্গত করিয়া সেই ব্যক্তির জন্য চোখের চিকিৎসা করা সমীচীন যিনি নিজের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে হাদীছের উপর আমল করিবে। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর সর্বশেষ কথাতে ইহার দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(৩) আল্লামা ইবন আরাবী (রহ.) বলেন, মাসরূমের পানি দ্বারা চোখের চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা আছে। আর উহা হইতেছে যে, তাপমাত্রার প্রভাবে চোখের সমস্যা দেখা দিলে উহার উপশমের জন্য শুধু

মাসরূমের রস ব্যবহার করিবে। আর যদি অন্য কোন কারণে চোখের সমস্যা দেখা দেয় উহার চিকিৎসায় সংমিশ্রিত মাসরূমের রস ব্যবহার করিবে। ইহাকে কাযী ইয়ায (রহ.) কতিপয় চিকিৎসক হইতেও নকল করিয়াছেন।

(৪) আলোচ্য হাদীছে পানি দ্বারা মাসরূম চাপা দিয়া নির্গত পানি তথা রস মর্ম নহে; বরং উহা সেই পানি যাহাতে উহা উদগত হয়। কেননা, প্রথম বৃষ্টি যাহা যমীনে পতিত হয় উহাই চোখের সতেজতা বৃদ্ধি করে। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) আবূ বকর বিন আবদুল বাকী (রহ.) হইতে ইহা নকল করিয়াছেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, এই চতুর্থ অভিমতটি অভিমতসমূহের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল অভিমত। যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলিয়াছেন। আর বাকী প্রথম তিনটি অভিমতের সকলগুলি সম্ভাবনাময় অভিমত। কেননা, হাদীছ শরীফে তো কেবল এই কথা বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মাসরূমের পানি চোখের জন্য উপকারী। উল্লেখ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো চিকিৎসার হাকীকত বর্ণনা করিবার জন্য প্রেরিত হন নাই। এই কারণেই তিনি এই পানি ব্যবহারের পদ্ধতি উল্লেখ করেন নাই। শুধু কি চাপা দিয়া নির্গত করিয়া চোখে ব্যবহার করিবে কিংবা উহার সহিত অন্য বস্তু সংমিশ্রণ করিয়া ব্যবহার করিবে? কাজেই ইহার কোন একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতির সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদকে অকাট্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা যায় না। কাজেই কখনও শুধু মাসরূমের রস আর কখনও উহার রসের সহিত অন্য দ্রব্য সংমিশ্রণ করিয়া উপকার দিবে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে, চোখের কতক রোগে উপকার দিবে আর কতকের উপকার দিবে না। যেমন কতক রোগের জন্য উপকারী আর কতক রোগের জন্য ক্ষতিকারক হইবে। সুতরাং যাহা উল্লেখ করা হইল উহা ব্যতীত নিজের কোন অভিমতের সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ "মাসরূমের পানি চোখের জন্য শিফা"কে সম্বন্ধ করা সমীচীন হইবে না। তবে ইহা সঠিক যে, সার্বিকভাবে ইহা শিফা হইবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এইরূপ ইরশাদ করেন নাই যে, ইহা সকল রোগের শিফা আর না ইহা ইরশাদ করিয়াছেন যে, ইহা প্রত্যেক লোক প্রত্যেক স্থানে উপকারী হইবে। কাজেই জনসাধারণের উচিত যে, তাহারা চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হইবে। তিনি সকল কিছু বিবেচনা করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া ব্যবস্থাপত্র দিবে। হ্যাঁ, চিকিৎসকগণের জন্য সমীচীন যে, তাহারা এই হাদীছের ভিত্তিতে গবেষণা করিয়া উপকারিতার দিক নির্ণয় করিবেন এবং ইহাতে বিভিন্ন দিক বাহির করিবেন।

বলাবাহুল্য এইসকল আলোচনা তো বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে। অন্যথায় প্রকৃত শিফা তো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কুদরতী হাতে সংরক্ষিত। বস্তুতঃভাবে ঔষধ তো শুধু উসীলা মাত্র। ইহার সত্তার মধ্যে উপকার কিংবা ক্ষতি করিবার কোন শক্তি নাই।

কাজেই কোন ব্যক্তির যদি এই দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদখানা প্রত্যেক মাসরূম, প্রত্যেক রোগ এবং প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপক। তাহা হইলে সে মাসরূমের পানি চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করিবে, যদিও চিকিৎসকগণ ইহাতে কোন উপকারী মনে না করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তিবা-এর নিয়্যত করিবে। ইনশাআল্লাহু তা'আলা তাহার এই দৃঢ়বিশ্বাসের বদৌলতে তাঁহার জন্য শিফা অর্জিত হইবে। কেননা, চিকিৎসকগণ বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে কথা বলিয়া থাকেন। আর নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরত, হিকমত ও রহমত এই সকল উপকরণের অনেক উর্ধ্বে। এই কারণে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলিয়াছেন, হাদীছ শরীফসমূহে যেই সকল দ্রব্যের উপকারিতার কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা যদি কোন ব্যক্তি সত্য নিয়্যতে ব্যবহার করে তবে তাঁহার জন্য উপকারী হইবে। আর তাহার নিয়্যতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষতি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। আর বিপরীত নিয়্যত বিপরীত ফল। ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৫-৫৬)

(৫২১৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মাসরূম মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

(৫২১৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

(৫২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার কাছে যখন হাকাম (রহ.) হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন, তখন রাবী আবদুল মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছখানাকে আর অস্বীকার করা গেল না।

(৫২১৭) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আল-আশআছী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মাসরূম মান্না জাতীয় যাহা বনূ ইসরাঈলের উপর মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

(৫২১৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, মাসরূম সেই মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত, যাহা মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ (আল-হাসান আল-উরানী রহ.)। الْعُرَنِيِّ শব্দটির ع বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে উরায়না-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তিনি হইলেন, আল-হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-উরানী আল-বাহলী আল-কূফী (রহ.)। তাঁহাকে আবূ যুরআ' আল-আজলী ও ইবন সা'দ (রহ.) ছিকাহ বলিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ব্যতীত এক জামাআত রাবী তাঁহার হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(আত-তাহযীব ২:২৯০-২৯১)-(তাকমিলা ৪:৫৭)

(৫২১৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মাসরূম সেই মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত, যাহা মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বনূ ইসরাঈলের উপর অবতণ করিয়াছিলেন। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

(৫২২০) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

(৫২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মাসরূম মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইহার রস চোখের জন্য শিফা।

بَابُ فَضِيلَةِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালো পিলু ফলের ফযীলত

(৫২২১) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ". قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ "نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا". أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

(৫২২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মক্কা হইতে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত) 'মাররূয যাহরান' নামক স্থানে পিলু ফল কুড়াইতেছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কেবলমাত্র উহার কালোগুলি কুড়ানো উচিত। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, আমরা তখন আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত আপনি বকরী চরাইয়াছেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তবে এমন কোন নবী আছেন যিনি বকরী চরান নাই? (বরং প্রত্যেক নবীই তো বকরী চরাইয়াছেন) কিংবা তিনি অনুরূপ কোন ইরশাদ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে باب يعكفون على اصنام لهم তে এবং الاطعمة অধ্যায়ের باب الكباث-এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৮)

بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ('মাররূয যাহরান'-এ)। مر الظهران শব্দটির م বর্ণে যবর ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। মক্কা মুকাররমা হইতে এক মারহালা তথা মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। -(তাকমিলা ৪:৫৮)

نَجْنِي الْكَبَاثَ (আমরা পিলু ফল কুড়াইতেছিলাম)। الكباث শব্দটির ك বর্ণে যবর ب বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহা হইল النضيج من ثمر الاراك (বেশী পাতা ও ডালপালাযুক্ত কাটাওয়ালা গাছের (পিলু) ফলের মধ্যে

পরিপক্ক ফল)। আর উহার মধ্যে যেইগুলি শুকাইয়া গিয়াছে উহাকে برير বলে, যাহা حرير এর ওযনে পঠিত। আর ইমাম বুখারী (রহ.) ইহাকে ورق الاراك (ডালপালাযুক্ত কাটাওয়ালা গাছের পাতা) দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাহার ভুল হইয়াছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন, উহা হইতেছে ثمر الاراك (বেশী পাতা ও ডালপালাযুক্ত কাটাওয়ালা গাছের ফল)। আর আল্লামা আবূ যিয়াদ (রহ.) বলেন, يشبه التين يأكله الناس والابل والغنم (ইহা ডুমুর সাদৃশ্য, ইহা মানুষ, উট এবং বকরী আহার করে)। আল্লামা আবূ আমর (রহ.) বলেন, ইহা তপ্ত যেন তাহাতে লোনা রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ৯:৫৭৬ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৯)

كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ (সম্ভবত আপনি বকরী চরাইয়াছেন?) অর্থাৎ আপনি কাবাছ (পিলু ফল)-এর উত্তম প্রকারগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয়ই আপনি বকরী চরাইয়াছেন। কেননা, বকরী রক্ষক বারবার সেই সকল গাছের নীচে যাইয়া চারণভূমি তালাশ করে এবং উক্ত গাছের নীচে ছায়া গ্রহণ করে। -(তাকমিলা ৪:৫৯)

هَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا (আর কোন নবী কি এমন আছেন যিনি বকরী চরান নাই? (বরং প্রত্যেক নবীই তো বকরী চরাইয়াছেন))। নাসাঈ শরীফে নসর বিন হাযন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, افتخر اهل الابل واهل الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعى غنم وبعث داود وهو راعى غنم وبعثت انا وارعى غنم الخ (উটওয়ালা এবং বকরীওয়ালা পরস্পর গর্বে লিপ্ত হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হযরত মূসা (আ.) নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই অবস্থায় যে, তিনি বকরী রক্ষক ছিলেন, হযরত দাউদ (আ.) নবওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন অবস্থায় যে, তিনি বকরী রক্ষক ছিলেন। আমি রিসালত প্রাপ্ত হইয়াছি এমন অবস্থায় যে, আমি বকরী রক্ষক ছিলাম ...)। নবীগণ নবওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বে বকরী চরানোর হিকমত হইতেছে যে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে নম্রতা (সহনশীলতা, দয়াদ্রতা ও ধৈর্যশীলতা)-এর অভ্যাস গড়িয়া উঠে এবং ভবিষ্যতে উম্মতের ব্যাপারে যে মহা দায়িত্ব অর্পিত হইবে উহা যথাযথ পালনে অনুশীলন হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৯ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিরকার ফযীলত এবং উহা তরকারী হিসাবে ব্যবহার করা-এর বিবরণ

(৫২২২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نِعْمَ الأُدُمُ أَوِ الإِدَامُ الْخَلُّ".

(৫২২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উত্তম তরকারীসমূহ কিংবা (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তরকারী হইতেছে সিরকা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نِعْمَ الأُدُمُ أَوِ الإِدَامُ (উত্তম তরকারীসমূহ কিংবা তরকারী ..)। الأدم শব্দটি همزه ও د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর الإدام শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে যাহা সালন তথা তরকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। الإدام এর বহুবচন الأدم যেমন كتاب এর বহুবচন كتب ব্যবহৃত হয়। আর الأدم শব্দটির همزه বর্ণে যবর এবং

د বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে إدام অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় أدم الخبز يأدمه (د বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) অর্থাৎ صبغه (রুটি সালন দ্বারা রঞ্জন করা হইয়াছে) কিংবা خلط بما يؤكل بالخبز (রুটির সহিত যাহা আহার করা হয় উহা সংমিশ্রণ করা হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:৬০)

الْخَلُّ (সিরকা)। ইহা দ্বারা সিরকার প্রশংসা করা হইয়াছে। আর ইহা সালন/তরকারীর প্রকারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। আল্লামা খাত্তাবী ও কাযী ইয়ায (রহ.) অভিমত প্রকাশ করেন যে, আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, খাবারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক হালকা খাবারের উপরে সীমাবদ্ধ করণের উপর উদ্বুদ্ধ করা এবং নফসকে খাদ্যদ্রব্যে অত্যধিক স্বাদ উপভোগ করা হইতে বিরত রাখা। কাজেই হাদীছের উহ্য বাক্যটি হইল : ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعزو جوده. ولا تتانقوا في الشهوات فانها مفسدة للدين مسقمة للبدن (তোমরা সিরকা এবং ইহার অনুরূপ সহজলভ্য হয় এবং উহা পাইতে কষ্টসাধ্য না হয় উহা সালন হিসাবে গ্রহণ কর। আর তোমরা মজাদার খাবারের প্রতি রুচিবাগীশ হইও না। কেননা, ইহা দ্বীনের জন্য বিনাশকারী শরীরের জন্য রোগ-ব্যাধি)। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) এতদুভয়ের অভিমত নকল করিয়া বলেন, বস্তুতঃভাবে হাদীছের উদ্দেশ্য হইতেছে শুধু সিরকার প্রশংসা করা। এই কারণে হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبى الله صلى الله عليه وسلم (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণের পর হইতে সর্বদা সিরকা অধিক পছন্দ করিয়া থাকি)। যেমন হযরত আনাস (রাযি.) বলিয়াছেন ما زلت احب الدباء (আমি সর্বদা কদুকে অধিক পছন্দ করিয়া থাকি)। সুতরাং হাদীছের রাবীর ব্যাখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক প্রাধান্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৬০)

(৫২২৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "نِعْمَ الأُدُمُ". وَلَمْ يَشُكَّ.

(৫২২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মূসা বিন কুরায়শ বিন নাফি' আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন বিলাল (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি উত্তম সালনসমূহ বলিয়াছেন। সন্দেহসহ বর্ণনা করেন নাই।

(৫২২৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ "نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ".

(৫২২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের নিকট তরকারী চাহিলে তাঁহারা আরয করিলেন, সিরকা ব্যতীত আমাদের কাছে অন্য কিছু নাই। তখন তিনি উহাই আনিতে বলিলেন এবং আহার করিতে করিতে ইরশাদ করিলেন, কতই না উত্তম তরকারীসমূহ সিরকা, কতই না উত্তম তরকারীসমূহ সিরকা।

(৫২২৫) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ "مَا مِنْ أُدُمٍ". فَقَالُوا لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ "فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأُدُمُ". قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

(৫২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকূব বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া নিজ ঘরে গেলেন। অতঃপর রুটির কয়েকটি টুকরা বাহির করিয়া তাঁহার সামনে রাখিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, কোন সালন আছে কি? তাঁহারা আরয করিলেন, না, তবে সামান্য কিছু সিরকা আছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই সিরকা উত্তম সালন। হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর পবিত্র যবান) হইতে এই কথা শ্রবণের পর হইতে সর্বদা আমি সিরকা খুবই পছন্দ করিতে থাকি। রাবী তালহা (বিন নাফি' রহ.) বলেন, আমিও হযরত জাবির (রাযি.)-এর কাছে এই কথা শ্রবণের পর হইতে সিরকা খুবই পছন্দ করিতে থাকি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِى (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া নিজ গৃহে গেলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজ সাথীর হাত ধরে এতদুভয় এক সাথে চলার জন্য)। -(তাকমিলা ৪:৬১)

فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ (অতঃপর রুটির কয়েকটি টুকরা বাহির করিয়া তাঁহার সামনে রাখিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, খাদিম বা অন্যকেহ বাহির করিয়া দিলেন। আমি বলি, ইহাতে এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, صيغة المتكلم (উত্তম পুরুষ শব্দরূপ) হইতে ضمير الغائب (নামপুরুষ, (**Third person**-এর সর্বনাম)-এর দিকে التفات (মনোযোগ) করা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যে اليه এর সর্বনামটি জাবির (রাযি.)-এর দিকে এবং اخرج এর فاعل (কর্তা)-এর সর্বনামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব। অর্থ হইবে (অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুটির কয়েকটি অর্ধাংশ টুকরা বাহির করিয়া তাহার সামনে রাখিলেন)। আর الفلق শব্দটির ف বর্ণে যের এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে فلقة (বিদীর্ণ বস্তুর এক অর্ধেক, অর্ধাংশ)-এর বহুবচন। আর ইহা كسرة (খণ্ড, টুকরা, ফালি)-এর ওযন এবং অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৪:৬১)

(৫২২৬) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَى قَوْلِهِ "فَنِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(৫২২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ধরিয়া স্বীয় গৃহে গেলেন। অতঃপর রাবী ইবন উলায়্যা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের "সিরকা কত উত্তম সালন" পর্যন্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি ইহার পরের অংশটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫২২৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِى زَيْنَبَ حَدَّثَنِى أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِى دَارِى فَمَرَّ بِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَىَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِى فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ "هَلْ مِنْ غَدَاءٍ". فَقَالُوا نَعَمْ. فَأُتِىَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِىٍّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ

فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ "هَلْ مِنْ أُدُمٍ". قَالُوا لاَ. إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ "هَاتُوهُ فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ".

(৫২২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি একটি বাড়ীতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন। অতঃপর আমরা চলিলাম। অবশেষে তিনি তাঁহার কোন এক স্ত্রীর ঘরে আসিলেন এবং উহাতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার স্থলে প্রবেশ করিলাম। তিনি ইরশাদ করিরেন, খাবারের কিছু আছে কি? তাঁহারা (জবাব) বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনটি গোলাকার রুটি আনা হইল এবং উহা দস্তরখানে রাখা হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটি নিয়া নিজের সামনে রাখিলেন আর অপর একটি রুটি নিয়া আমার সামনে রাখিলেন। অতঃপর তৃতীয়টি নিয়া উহাকে দুইভাগে ভাগ করিলেন এবং ইহার অর্ধেক তাঁহার সামনে ও বাকী অর্ধেক আমার সামনে রাখিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, সালনের কিছু আছে কি? তাঁহারা বলিলেন, যৎসামান্য সিরকা আছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহাই নিয়া আস। উহা তো উত্তম সালন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا (তখন আমি (গৃহের অভ্যন্তরে) পর্দার স্থলে প্রবেশ করিলাম)। অর্থাৎ আমি (গৃহের অভ্যন্তরে) পর্দার স্থলে প্রবেশ করিলাম যাহাতে মহিলা থাকে। আর হাদীছ শরীফে ইহা উল্লেখ নাই যে, তিনি মহিলাকে দেখিয়াছেন। সুতরাং এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই ঘটনাটি পর্দা অবতীর্ণের পূর্বেকার। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, পর্দা অবতীর্ণের পরেই। তবে তাহার দিকে পর্দা টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপই বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৬১)

فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ (এবং উহা দস্তরখানে রাখা হইল)। অনুরূপই এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। نَبِيٍّ শব্দটির ن বর্ণে যবর ب বর্ণে যের ও ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। এই স্থানে ইহা অর্থ مائدة من خوص (খেজুর পাতার তৈরী দস্তরখান)। আল্লামা ছা'লাব (রহ.) বলেন, النبى হইল شئ مدور من خوص (খেজুর পাতার তৈরী গোলাকার বস্তু)। আর কতিপয় রাবী بُتِّيٍ (ب বর্ণে যবর ت বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা হইতেছে كساء من وبر اوصوف (পশম কিংবা উলের তৈরী বস্ত্র)। সম্ভবতঃ ইহা রুমাল হইবে যাহার উপর খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়। আর আল্লামা তাবারী (রহ.) بُنِيٍّ (ب বর্ণে পেশ ن বর্ণে যের ও ى বর্ণে তাশদীদসহ) সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা হইল طبق من خوص (খেজুর পাতার তৈরী থালা, বাটি)। ইহা শরহে নওয়াভী ও উবাই-এর সারসংক্ষেপ। -(তাক: ৪:৬২)

بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রসুন খাওয়া মুবাহ। আর যেই ব্যক্তি বড়দের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য ইহা খাওয়া বর্জন করা সমীচীন, আর অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর হুকুম অনুরূপই-এর বিবরণ

(৫২২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ "لاَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ". قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

(৫২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন খাবার পেশ করা হইলে তিনি উহা হইতে কিছু আহার করিতেন আর বাদবাকী আমার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। একদিন তিনি এমন কিছু খাবার পাঠাইয়া দিলেন যাহা হইতে কিছুই আহার করেন নাই। কেননা, তাহাতে রসুন ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি হারাম? তিনি ইরশাদ করিলেন, না। তবে আমি গন্ধের কারণে ইহা অপছন্দ করি। তিনি (আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি.) বলিলেন, তাহা হইলে আমিও ইহা অপছন্দ করিব, যাহা আপনি অপছন্দ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ (আর অবশিষ্ট খাবারটুকু আমার কাছে পাঠাইয়া দিতেন)। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের প্রথমদিকে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযি.) বাড়ীতে অবস্থানের সময়কার। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, পানাহারের আদব হইতেছে যে, পানাহারকারী অবশিষ্ট খাবার ফিরাইয়া দিবে। তবে ইহা শর্তযুক্ত যে, যখন অন্য কেহ ইহা আহারের জন্য অপেক্ষারত থাকে। বিশেষভাবে যখন উক্ত অবশিষ্ট খাবার দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্য হয়। আর অনেক সময় মেযবান তাহার কাছে রক্ষিত সকল খাবার মেহমানের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন মেহমান খাবারের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে উহা তাহার পরিবার-পরিজনকে আহার করাইবে। এই সময় মেহমানের জন্য সমীচীন যে, তিনি তাহাদের জন্য খাবারের কিছু অবশিষ্ট রাখিবেন। পক্ষান্তরে যখন রাখিয়া দেওয়া অবশিষ্ট খাবার নষ্ট করিয়া দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন আমাদের যুগে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা হইলে অতি উত্তম হইতেছে বরতনের মধ্যে কোন খাবারই অবশিষ্ট রাখিবে না; বরং চাটিয়া আহার করিয়া নিবে। আর ইহার উপরই বরতনসমূহ চাটিয়া আহার করা হাদীছসমূহের প্রয়োগ স্থল। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহভীরুগণের উদ্বৃত্ত খাবার এবং তাহাদের ব্যবহৃত প্রাচীন নিদর্শনাবলী দ্বারা বরকত লাভের ইচ্ছা করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৬২-৬৩)

وَلَكِنِّى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ (তবে আমি গন্ধের দরুন ইহা অপছন্দ করি)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রসুন আহার করা হারাম নহে। -(বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাংলা ৮ম খণ্ডে ১১৪৫, ১১৪৭ ও ১১৫০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৫২২৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِى هٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫২৩০) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِى رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الأَحْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى الْعُلْوِ قَالَ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِى فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِى جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "السُّفْلُ أَرْفَقُ". فَقَالَ لاَ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَإِذَا جِىءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ. فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ

فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ". قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ. قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى.

(৫২৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির ও আহমদ বিন সাঈদ বিন সাহর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ আইয়ূব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরতের সময় প্রথমে) তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকিতেন নীচ তলায়, আর আবূ আইয়ূব (উম্মু আইয়ূব (রাযি.)সহ) থাকিতেন উপর তলায়। এক রাত্রে আবূ আইয়ূব (রাযি.) জাগ্রত হইয়া বলিলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তাঁহারা সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া এক কোণে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তিনি (সকালে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, নীচ তলায়ই বেশী সুবিধা। তখন তিনি (আবূ আইয়ূব রাযি.) বলিলেন, আপনি নীচে থাকিবেন এমন ছাদে আমি উঠিব না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর তলায় এবং আবূ আইয়ূব (রাযি.) নীচ তলায় স্থান পরিবর্তন করিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাবার তৈরী করিতেন। যখন (অবশিষ্ট) খাবার ফিরাইয়া আনা হইত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন স্থানে তাঁহার আঙ্গুল লাগাইয়াছেন? অতঃপর তাঁহার মুবারক আঙ্গুলের স্পর্শের স্থান হইতে বাছিয়া বাছিয়া আহার করিতেন। একদা তিনি তাঁহার জন্য খাবার তৈরী করিলেন, যাহাতে রসুন ছিল। তাঁহার কাছে ফিরাইয়া আনা হইলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক আঙ্গুলের স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, তিনি এইগুলি আহার করেন নাই। ইহাতে তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার খেদমতে হাযির হইলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি হারাম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, না। তবে আমি ইহা (-এর গন্ধ) অপছন্দ করি। তিনি (আবূ আইয়ূব রাযি.) বলিলেন, তাহা হইলে আপনি যাহা অপছন্দ করেন, আমিও তাহা অপছন্দ করি। তিনি (আবূ আইয়ূব রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (ফিরিশতা) ওহী নিয়া আসিতেন (আর রসুনের গন্ধ ফিরিশতাগণের কষ্ট হইত তাই তিনি রসুন খাইতেন না)।

بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের ইকরাম করা ও তাহাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফযীলত-এর বিবরণ

(৫২৩১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَالَ "مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ. قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي. قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ".

(৫২৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি খুবই ক্ষুধার্ত। তিনি তাঁহার কোন সহধর্মিণীর কাছে লোক পাঠাইলে তিনি বলিলেন,

যেই মহান সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, আমার কাছে পানি ব্যতীত অন্যকিছু নাই। অতঃপর তিনি অন্য এক সহধর্মিণীর কাছে লোক পাঠাইলে তিনিও একই কথা বলিলেন। এইভাবে তাঁহারা সকলে একই কথা বলিলেন যে, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তখন তিনি (লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে কে লোকটির মেহমানদারী করিবে? আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর রহম করুন। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। অতঃপর লোকটিকে নিয়া আনসারী নিজ গৃহে গেলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, তোমার কাছে কি কিছু (খাবার) আছে? সে বলিল, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্যকিছু খাবার রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের কিছু দিয়া ভুলাইয়া রাখ। আর যখন মেহমান প্রবেশ করিবে, তখন তুমি বাতি নিভাইয়া দিবে। তুমি তাহাকে দেখাইবে যে, আমরাও আহার করিতেছি। অতঃপর মেহমান যখন আহার আরম্ভ করিবে, তখন তুমি বাতির কাছে গিয়া উহা নিভাইয়া দিবে। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তাহারা বসিয়া রহিলেন আর মেহমান আহার করিতে থাকিলেন। অতঃপর যখন সকাল হইল তখন তিনি (আনসারী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গেলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে মেহমানের সহিত তোমাদের দুইজনের আচরণে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب يؤثرن অধ্যায়ে تفسير سورة حشر তে এবং باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة এ رعلى انفسهم এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৬৫)

جَاءَ رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৭:১১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, তাহার নাম জানা নাই। -(তাকমিলা ৪:৬৫)

إِنِّى مَجْهُودٌ (আমি খুবই ক্ষুধার্ত)। অর্থাৎ اصابنى الجهد (আমাকে কষ্টে সমাবৃত করিয়াছে)। الجهد (ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) অর্থ অভাব, মন্দ জীবিকা ও ক্ষুধার্ত। -(তাকমিলা ৪:৬৫)

فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ (তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে কে লোকটির মেহমানদারী করিবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও নিজ পরিজনের দ্বারা প্রথমে মেহমানদারী করার উদ্যোগ নিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি যখন নিজ ঘরে (খাবারের) কিছুই প্রাপ্ত হন নাই তখন তিনি অন্যকে মেহামানদারী করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইহা ক্ষুধার্ত লোকের প্রতি সমবেদনার হুকুম। কোন ব্যক্তি নিজেই বিপদগ্রস্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করিবে। যদি সে অক্ষম হয় তাহা হইলে অপরের কাছে তাহাদের প্রেরণ করিবে। -(তাকমিলা ৪:৬৬)

فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (তখন জনৈক আনসার ব্যক্তি দাঁড়াইলেন)। আল্লামা ইবনুত তীন (রহ.) ধারণা করেন যে, উক্ত আনসারী ব্যক্তি হইলেন, ছাবিত বিন কায়স বিন শিমাস (রাযি.)। আর ইহা ইবন শাকূল (রহ.) আবূ জা'ফর বিন নুহাস (রহ.) হইতে, তিনি আবুল মুতাওয়াককিল নাজী হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করেন। আর ইসমাঈল আল-কাযী (রহ.) নিজ 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করেন। তবে হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা ইশারা হয় যে, ইহা অপর ঘটনা। কেননা, ইহার শব্দ অনুরূপ : ان رجلا من الانصار عبر عليه ثلاثة ايام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائما-حتى فطن له رجل من انصار يقال له ثابت بن قيس (জনৈক আনসারী ব্যক্তি তিনদিন অতিক্রম করিবার পরও ইফতার করার মত কিছু পান নাই এবং (চতুর্থ দিনের) সায়িম হিসাবে সকাল করিলেন। অবশেষে তাহার বিষয়টি জনৈক আনসারী লোক বুঝিতে পারিলেন যাহাকে ছাবিত বিন কায়স (রাযি.) বলা হয়) অতঃপর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে মেহমানের ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনা ভিন্ন হইতে পারে। আর বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে একখানা আয়াত নাযিল হইতে পারে।

কিন্তু সহীহ হইতেছে আগত (৬১১৯ নং) ইবন ফুযায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত, যাহাতে রহিয়াছে যে, তিনি হইলেন আবূ তালহা আনসারী (রহ.)। আর উহার শব্দ হইল : فقام رجل من الانصار يقال له ابو طلحة (এই সময় আবূ তালহা নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়াইলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারীতে যাহা বলিয়াছেন তাহা আল্লামা খতীব (রহ.)ও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি (আনসারী লোকটি) প্রসিদ্ধ আবূ তালহা যায়দ বিন সাহল (রাযি.) নহে। তিনি যেন ইহা হইতে দুই কারণে দূরে অবস্থান করিয়াছেন। (এক) আবূ তালহা যায়দ বিন সাহল (রাযি.) প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার সম্পর্কে অনুরূপ বলা সুন্দর প্রকাশরীতি নহে যে, فقام رجل يقال له ابوطلحة (এই সময় আবূ তালহা নামক জনৈক লোক দাঁড়াইলেন) (দুই) ঘটনার বাচনভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিত হয়, তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্য হইতে ছিলেন। এমনকি বাতি নিভাইয়া ফেলার প্রয়োজন হইয়াছিল। অথচ আবূ তালহা যায়দ বিন সাহল (রাযি.) আনসারীগণের মধ্যে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহাদের উপস্থাপিত আপত্তির জবাব এইভাবে দেওয়া সম্ভব যে, প্রথম আপত্তির জবাব যে, প্রসিদ্ধ আবূ তালহা (রাযি.)কে এইরূপ বলা নিষেধ নাই যে, رجل من الانصار (আনসারীগণের জনৈক ব্যক্তি)। আর দ্বিতীয় আপত্তির জবাব এই যে, সম্পদ তো এইদিক ওইদিক চলমান এবং সামনে-পিছনে গমনকারী। সুতরাং আবূ তালহা (রাযি.) স্বচ্ছল ব্যক্তি হইলেও কোন রাত্রিতে খাবারের স্বল্পতা থাকিতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৬৬)

وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ (তুমি তাহাকে দেখাইবে যে, আমরাও আহার করিতেছি)। আর ইহা এই জন্য যে, মেহমান যদি জানিতে পারে যে, মেযবান আহার করিতেছে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি খানা হইতে বিরত থাকিবেন কিংবা সামান্য আহার করিবেন। আর ইহা হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর পরার্থপরতায় অগ্রগামী হওয়ার এবং সুন্দর নীতির নিদর্শন। -(তাকমিলা ৪:৬৭)

فَإِذَا أَهْوَى (সে যখন আহার আরম্ভ করিবে)। অর্থাৎ فاذا اهوى بيده (সে যখন হাত দ্বারা আহার আরম্ভ করিবে। আভিধানিক অর্থে امال الشئ ياخذه (কোন বস্তু ধরার জন্য ঝুঁকিবে)। -(তাকমিলা ৪:৬৭)

قَدْ عَجِبَ اللهُ (আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্য (সন্তুষ্ট) হইয়াছেন)। অর্থাৎ كما يليق به جلا وعلا (যেমন মহিমন্বিত ও মহাগৌরবান্বিত আল্লাহ-এর শানের উপযোগী) ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে এতদুভয়ের জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যে, বাচ্চাগুলি আহার করার এমন মুখাপেক্ষী ছিল না যাহাতে তাহাদের আহার না করাইলে ক্ষতি হইবে। তাহারা যদি আহারের মুখাপেক্ষী হয় তাহা হইলে তাহাদেরকে মেহমানদের উপর প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব। -(ঐ)

(৫২৩২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ } وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {

(৫২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা কনে যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির গৃহে এক মেহমান রাত্রি যাপন করিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার এবং তাঁহার বাচ্চাদের খাবার পরিমাণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন, বাচ্চাদের ঘুম পারাইয়া দাও, বাতি নিভাইয়া দাও এবং তোমার কাছে যাহা আছে তাহাই মেহমানের জন্য হাযির কর। তিনি (রাবী) বলেন, এই প্রেক্ষিতে পবিত্র আয়াতে নাযিল হয় (অনুবাদ) "এবং তাহারা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করে, যদিও তাহাদের অভাব থাকে।"-(সূরা হাশর ৯)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ (অতঃপর এই প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়)। এই আয়াতের সবাবে নযূল হিসাবে ইহাই অধিক সহীহ। তবে আল্লামা ইবন মারদুইয়া (রহ.) মুহারিব বিন দিছার (রহ.) সূত্রে ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে : اهدى لرجل راس شاة فقال ان رخى وعياله احوج منا الى هذا فبعث به اليه۔ فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى رجعت الى الاول بعد سبعة فنزلت (কোন ব্যক্তিকে একটি বকরীর মাথা হাদিয়া দেওয়া হইল, তখন সে বলিল, নিশ্চয়ই আমার ভাই এবং তাহার পরিবার-পরিজন আমার হইতে ইহার অধিক মুখাপেক্ষী। কাজেই তাহার দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এইভাবে পরম্পরা একজন হইতে অপর জনের কাছে প্রেরিত হইতে থাকিল। অবশেষে সাতজনের পর উহা প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরিয়া আসিল। এই প্রেক্ষিতে আয়াত খানা নাযিল হয়)। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলা যায়, সম্ভবতঃ এই আয়াতখানা বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫২৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ فَقَالَ "أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا رَحِمَهُ اللّٰهُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

(৫২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমান হইয়া তাঁহার কাছে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কাছে এমন কিছু ছিল না যাহা দ্বারা তিনি তাহার মেহমানদারী করিবেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আছে কি কেহ যে, তাহার মেহমানদারী করিবে? আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি রহম করুন। তখন আবূ তালহা নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি দন্ডায়মান হইলেন এবং লোকটিকে নিয়া নিজ বাড়ীতে গেলেন। অতঃপর রাবী (এই) হাদীছখানা রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি রাবী ওকী (রহ.)-এর ন্যায় আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫২৩৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "احْتَلِبُوا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا". قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصِيبَهُ قَالَ فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هٰذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ –

قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ "اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي". قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا". قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ

(৫২৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... মিকদাদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং আমার দুই সাথী সামনে অগ্রসর হইলাম এমন অবস্থায় যে, প্রচন্ড ক্ষুধায় আমি ও আমার সাথীদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতি শক্তি লোপ পাইতেছিল। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের কাছে নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিতে থাকিলাম। কিন্তু তাঁহাদের কেহ আমাদের গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাদের নিয়া স্বীয় পরিবারের কাছে গেলেন। সেই স্থানে তিনটি মেষ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমরা দুধ দোহন কর। এই দুধ আমরা ভাগ করিয়া পান করিব। তিনি (মিকদাদ রাযি.) বলেন, ইহার পর হইতে আমরা দুধ দোহন করিতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করিতাম। আর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অংশ তাঁহার জন্য উঠাইয়া রাখিতাম। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি রাত্রে আসিতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রহ না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনিতে পায়। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়া নামায আদায় করিতেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়া দুধ পান করিতেন। এক রাত্রে আমার কাছে শয়তান আসিল। আমি তো আমার অংশ পান করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে বলিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের কাছে তাশরীফ নিয়া গিয়াছেন তাহারা তাঁহাকে তোহফা দিবেন এবং তাহাদের কাছে তাঁহার এই সামান্য দুধের প্রয়োজনীয়তাও মিটিয়া যাইবে। অতঃপর আমি আসিয়া সেই (দুধ) টুকুও পান করিয়া ফেলিলাম। দুধ যখন আমার পেটে ভালোভাবে প্রবেশ করিল এবং আমি বুঝিলাম, এই দুধ বাহির করা আমার কোন সাধ্য নাই। তখন শয়তান আমার হইতে দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, তোমার সর্বনাশ হউক! তুমি কি কাজ করিলে? তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ পান করিয়া ফেলিয়াছ? তিনি আগমন করিয়া যখন উহা পাইবেন না, তখন তোমার উপর বদ-দু'আ করিবেন। তাহাতে আপনি ধ্বংস হইয়া যাইবেন এবং আপনার দুনইয়া ও আখিরাত বরবাদ হইয়া যাইবে। আমার শরীরে একটি চাদর ছিল। যদি আমি উহা আমার পদযুগলের উপর রাখি তাহা হইলে আমার মাথা বাহির হইয়া পড়ে, আর যদি আমি উহা আমার মাথার উপর রাখি তাহা হইলে আমার পদযুগল বাহির হইয়া পড়ে। আমার নিদ্রা আসিতেছিল না, আমার সাথীদ্বয় তো নিদ্রা যাইতেছিল, তাহারা তো আমার ন্যায় কাজ করে নাই।

তিনি (মিকদাদ রাযি.) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া যেইভাবে সালাম দিতেন সেইভাবে সালাম দিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আসিয়া নামায আদায় করিলেন। তারপর দুধের কাছে আসিয়া

ঢাকনা খুলিয়া সেখানে কিছুই পাইলেন না। অতঃপর তিনি নিজ মুবারক মাথা আসমানের দিকে তুলিলেন, তখন আমি (মনে মনে) বলিলাম, তিনি এখনই আমার উপর বদ-দু'আ করিবেন, আর আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ! যেই ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাহাকে আপনি আহার করান। আর যেই ব্যক্তি আমাকে পান করায় তাহাকে আপনি পান করান। তিনি (মিকদাদ রাযি.) বলেন, এই সময় আমি চাদরটি নিয়া শরীরে বাঁধিলাম, আর একটি ছুরি নিলাম। অতঃপর মেষগুলির কাছে গেলাম যে, এইগুলির মধ্য হইতে যেইটি সর্বাধিক মোটাতাজা, সেইটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যবেহ করিব। অতঃপর গিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, সেইটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্য সবগুলি মেষও দুধে পরিপূর্ণ। অতঃপর আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়া আসিলাম যাহাতে তাঁহারা দুধ দোহন করিতেন না। তিনি (মিকদাদ রাযি.) বলেন, আমি উহাতেই দুধ দোহন করিলাম। এমনকি পাত্রের উপরিভাগে ফেনা ভাসিয়া উঠিল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলাম। তিনি (জিজ্ঞাসা) করিলেন, তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করিয়াছ? তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি পান করিলেন। অতঃপর আমাকে দিলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি পান করিয়া পুনরায় আমাকে দিলেন। আমি যখন অনুধাবন করিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং আমি তাঁহার দু'আ লাভ করিয়াছি। তখন আমি হাসিতে হাসিতে যমীনে পড়িয়া গেলাম। তিনি (রাবী) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে মিকদাদ! তুমি কি কোন মন্দ কর্ম করিয়াছ? তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ-ই কান্ড ঘটিয়া গিয়াছে। কিংবা তিনি বলিয়াছেন, আমি এইরূপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী। তুমি কেন আমাকে অবহিত করিলে না? আমরা আমাদের সাথীদ্বয়কে জাগ্রত করিতাম, তাহা হইলে তাহারাও ইহার অংশ পাইত। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি বলিলাম, যেই মহান সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ! আপনি যখন পাইয়াছেন কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) আমি যখন আপনার সহিত অংশ পাইয়াছি, তখন অন্য কেহ প্রাপ্ত হউক কিংবা না, আমি ইহার কোন পরওয়া করিনা।

(৫২৩৫) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫২৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন মুগীরা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫২৩৬) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَحَدَّثَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ " . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ " . فَقَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى . قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُزَّةً حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ . أَوْ كَمَا قَالَ .

মুসলিম ফর্মা -১৬-৫/২

(৫২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বারী, হামিদ বিন উমর বাকরাভী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুর রহমান বিন আবূ

বকর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা (এক সফরে) একশত ত্রিশজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কাহারও নিকট খাদ্যদ্রব্য আছে কি? তখন দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' কিংবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। উহা খামীর করা হইল। অতঃপর এলোকেশী দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি কিছু বকরী হাঁকাইয়া নিয়া আসিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইগুলি বিক্রি করিবে, না উপহার হিসাবে দিবে? কিংবা তিনি (উপহার শব্দের পরিবর্তে) 'দান করিবে' বলিয়াছেন। লোকটি বলল, না; বরং আমি বিক্রি করিব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হইতে একটি বকরী ক্রয় করিলেন। বকরীটি যবেহ করা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার কলিজা ভূনা করিতে আদেশ দিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ, একশত ত্রিশ জনের মধ্যে এক জনও এমন ছিল না, যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটুকরা কলিজা দেন নাই। যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদেরকে তো তখনই দিয়াছেন আর যাহারা অনুপস্থিত ছিল, তাহাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি (রাবী) বলেন, গোশত দুইটি পাত্রে ভাগ করিয়া রাখিলেন। আমরা সকলে পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিলাম। তারপরও পাত্র দুইটিতে গোশত উদ্বৃত্ত থাকিলো। আমি উহা উটের পিঠে বহন করিয়া নিয়া গেলাম, কিংবা তিনি (রাবী) যেইভাবে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُشْعَانٌّ (এলোকেশী)। শব্দটির م বর্ণে পেশ ش বর্ণে সাকিন এবং ن বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। باب الاخشيشان হইতে اسم فاعل এর সীগা দীর্ঘতার উপর দীর্ঘ হওয়া। আর طويل (দীর্ঘ) শব্দটি উহার তাফসীর। কিন্তু আল্লামা ইয়ায (রহ.) বলেন, المشعان হইতেছে الجافى الثائر الراس (বিক্ষিপ্ত চুল ওয়ালা রূঢ় ব্যক্তি, এলোকেশী)। -(তাকমিলা ৪:৭১)

أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ (এইগুলি বিক্রি করিবে না কি উপহার দিবে?) ইহা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, মুশরিকদের হাদিয়া কবূল করা জায়িয। কেননা, প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লোকটি যদি উপহার হিসাবে প্রদান করিত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কবূল করিতেন। অন্যথায় উপহার হিসাবে দিবে কি না উহার প্রস্তাব দিতেন না। -(তাকমিলা ৪:৭১)

بِسَوَادِ الْبَطْنِ হইল الكبد (কলিজা) কিংবা যাহা পেটের অভ্যন্তরে কলিজা, যকৃৎ ও অন্তর থাকে উহার প্রত্যেকটি। -(তাকমিলা ৪:৭১)

إِلَّا حَزَّ (তেবে এক টুকরা) الحزة শব্দটির ح বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ القطعة (টুকরা, অংশ, ভাগ)। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য বৃদ্ধির মু'জিযা ছিল। -(তাকমিলা ৪:৭১)

خَبَأَهُ (তাহার জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হয়)। خبا শব্দটি মূলতঃ اخفى অর্থে ব্যবহৃত, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, কাহারও অংশ পৃথক করিয়া সে আগমন পর্যন্ত গোপন তথা সংরক্ষণ করিয়া রাখা। -(ঐ)

(৫২৩৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَرَّةً "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ". أَوْ كَمَا قَالَ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاَثَةٍ قَالَ فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلاَ أَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم. ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ

قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا. وَقَالَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ. قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ قَالَ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ.

(৫২৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল আম্বরী, হামিদ বিন উমর বাকরাভী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কাযসী (রহ.) তাঁহারা আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসহাবে সুফ্ফার লোকজন দরিদ্র ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করিলেন, যাহার নিকট দুই জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে নিয়া যায়। আর যাহার নিকট চারজনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চমজন এর সহিত ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়া যায় কিংবা তিনি (রাবী) যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, আবূ বকর (রাযি.) তিনজনকে সাথে নিয়া আসিলেন। তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, আমাদের এবং আবূ বকর (রাযি.)-এর ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিনজন সদস্য) ছিলাম। (রাবী আবূ উছমান রহ. বলেন) আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম এইকথা বলিয়াছেন কি না? তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরেই রাতের আহার করিলেন এবং ইশার সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেইখানে অবস্থান করেন। সালাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় রাত্রির কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ী ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, মেহমানদের কাছে আসিতে আপনাকে কিসে ব্যস্ত রাখিয়াছিল? কিংবা তিনি বলিয়াছিলেন (রাবীর সন্দেহ) আপনার মেহমান হইতে? তিনি (আবূ বকর রাযি.) বলিলেন, এখনও তাহাদের খাবার দেও নাই? তিনি (স্ত্রী) বলিলেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাহারা আহার করিতে অস্বীকার করেন। তাহাদের সামনে (খাবার) হাযির করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আহার করিতে সম্মত হন নাই।

তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, আমি (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) সরিয়া গিয়া আত্মগোপন করিলাম। তিনি (রাগান্বিত হইয়া) বলিলেন, ওহে বোকা! অতঃপর গালি দিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। আর তিনি (মেহমানদের) বলিলেন, আহার করিয়া নিন। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। অতঃপর তিনি (আবূ বকর রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ইহা কখনও আহার করিব না। তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা উঠাইয়া নিতেই নীচ হইতে উহা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, এমনকি আমরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করার পরও আমাদের খাদ্য পূর্বে যাহা ছিল উহা হইতে অনেক বেশী হইয়া গেল। অতঃপর আবূ বকর (রাযি.) খাবারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, উহা যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে কিংবা উহার চাইতেও অধিক হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, হে বনূ ফিরাসের বোন! ইহা কি? তিনি বলিলেন, কিছু না। আমার চোখের প্রশান্তির কসম! ইহাতো এখন আগের চাইতে তিনগুণ বেশী। তিনি (রাবী)

বলেন, অতঃপর আবূ বকর (রাযি.) কিছু আহার করিলেন এবং বলিলেন, ওহা অর্থাৎ কসমটি ছিল শয়তানের পক্ষ হইতে। অতঃপর আরও এক লুকমা আহার করিলেন। তারপর অবশিষ্টগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিয়া গেলেন। ভোর পর্যন্ত সেই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই খানেই ছিল। তিনি (রাবী) বলেন, এই দিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে যেই সন্ধি ছিল উহার সময়সীমা পূর্ণ হইয়া যায়। (এবং তাহারা মদীনায় আসে) আমরা তাহাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করিয়া দেই। তাহাদের প্রত্যেকের সহিতই কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সহিত কতজন ছিল উহা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তিনি (রাবী) বলেন, তাহাদের প্রত্যেকের কাছে এই খাবার পাঠানো হইল। তাহারা সকলেই সেই খাদ্য হইতে আহার করিলেন কিংবা তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ (তাহার কাছে আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.) বর্ণনা করেন যে,)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে مواقيت অধ্যায়ে باب اسمر مع الصيف والاهل এর মধ্যে ১ খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠায় এবং আরও তিন স্থানে আছে। -(তাকমিলা ৪:৭২)

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ (আসহাবে সুফ্ফা)। الصُّفَّةُ (সুফ্ফা) হইতেছে মসজিদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে ছায়াময় একটি স্থান, যাহাতে সেই সকল দরিদ্র মুসলমান অবস্থান করিতেন যাহাদের বাসস্থান ও পরিবার-পরিজন ছিল না। তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত আবার হ্রাসও পাইত। তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতেন, মৃত্যুবরণ করিতেন কিংবা সফরে যাইতেন সেই পরিমাণ হ্রাস পাইত। আল্লামা আবূ নাঈম (রহ.) 'আল হুলইয়া' গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা একশতের অধিক ছিল। -(তাকমিলা ৪:৭২)

فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ (সে যেন তৃতীয় একজনকে নিয়া যায়)। بِثَلَاثَةٍ শব্দটি সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ আছে। তবে সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে فليذهب بثالث (সে যেন (তাহাদের হইতে) তৃতীয় জনকে নিয়া যায়) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তকে ভুল বলিয়া মন্তব্য করিয়া বলেন, সঠিক হইতেছে সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়ত। কেননা, ইহা হাদীছের অনুকূলে হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তকে যদি প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে অর্থ বিকৃত হইয়া যায়। কেননা যাহার কাছে দুই জনের খাবার আছে সে যদি তিন জন সাথে নিয়া যায় তাহা হইলে দুই জনের খাবারকে পাঁচ জনে আহার করা অত্যাবশ্যক হয়। তখন উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না আর না তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ হইবে। পক্ষান্তরে যদি সে একজন নিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত খাবার তিনজন আহার করিবে। যেমন অন্য হাদীছ দ্বারা ইহার তায়ীদ হয় طعام الاثنين يكفى الاربعة (দুই জনের খাবার চারিজনের জন্য যথেষ্ট) অর্থাৎ দুই জনের পরিতৃপ্ত পরিমাণ খাবার চার জনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট। এই কারণে শারেহ নওয়াভী (রহ.) সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তের ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, ইহার উহ্য বাক্যটি হইতেছে فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة (সে যেন তাহার ঘরে তিনজন পূর্ণ করার জন্য একজনকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যায়) কিংবা فليذهب بتمام ثلاثة (সে যেন তিনজন পূর্ণ করার জন্য (একজন) সাথে নিয়া যায়)। (এই হিসাবেই হাদীছের অনুবাদ করা হইয়াছে)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৭২)

فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ (সে যেন পঞ্চম-এর সহিত ষষ্ট ব্যক্তিকে নিয়া যায়)। অর্থাৎ সে যেন পঞ্চম ব্যক্তিকে নিয়া যায়, যদি তাহার কাছে ইহা হইতে অধিক লোকের খাবারের ব্যবস্থা না থাকে। আর যদি থাকে তাহা হইলে পঞ্চম-এর সহিত ষষ্ঠ জনকে নিয়া যায়। কিংবা ইহার মর্ম হইতেছে যে, যাহার কাছে পাঁচ জনের খাবার আছে সে যেন প্রথম তিনজনের পদ্ধতিতে ষষ্ঠ একজনকে সঙ্গে নিয়া যায়। বস্তুতঃভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে প্রতি ব্যক্তিকে একজনের বেশী দেওয়া হয় নাই। কেননা, তখন লোকদের সম্পদ খুবই অল্প ছিল। তাহাদেরকে একজনের বেশী দেওয়া হইলে হয়তো তাহাদের জন্য

নির্দেশ পালনে সংকীর্ণ হইত। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষুধার্তদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আমীর কর্তৃক অনুরূপ হুকুম জারী করা জায়িয। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার করানো ফরয, এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। -(তাকমিলা ৪:৭২)

وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ (আর আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশজনকে সঙ্গে নিয়া রওয়ানা হইলেন)। ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম বস্তুটি গ্রহণ করিতেন এবং দানশীলতায় ও উদারতায় অগ্রগামী ছিলেন। কেননা সেই রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের লোক সংখ্যা প্রায় মেহমানদের সংখ্যা সমপরিমাণ ছিলেন। আর তিনি তাঁহার সাহাবীগণ কর্তৃক গৃহীত মেহমানের দ্বিগুণ সংখ্যক মেহমান সঙ্গে নিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৭৩)

قَالَ فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي (তিনি বলেন, এই অবস্থায় ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (তিনজন) ছিলাম)। এই বাক্যের প্রবক্তা হইলেন আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.) فهو অর্থাৎ الشأن (অবস্থা, বিষয়, ব্যাপার, অবস্থান, মর্যাদা, গুরুত্ব, সম্পর্ক)। আর انا الخ (আমি ... শেষ পর্যন্ত) مبتدا (উদ্দেশ্য) ইহার خبر (বিধেয়) উহ্য রহিয়াছে, যাহা বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। উহ্য বাক্য হইতেছে في الدار (ঘরের মধ্যে) -(তাকমিলা ৪:৭২)

وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ (আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম এই কথাটি বলিয়াছেন কি না?) সন্দেহ পোষণকারী হইতেছেন আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণনাকারী রাবী আবূ উছমান আন-নাহদী (রহ.)। আর রাবীর উক্তি بين بيتنا (আমাদের ঘরে) অর্থাৎ خادمتها مشتركة بين بيتنا وبين ابى بكر رضى الله عنه (আমাদের এবং আবূ বকর (রাযি.)-এর বাড়ীতে শরীক খাদিম)। -(তাকমিলা ৪:৭৩)

ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى نَعَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (সালাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন)। এই কথায় পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে। প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ان ابا بكر تعشى عند النبى صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صل العشاء (আবূ বকর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে রাতের খানা খাইলেন, অতঃপর অপেক্ষা করিলেন, অবশেষে ইশার নামায আদায় করিলেন)। ثم رجع (অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন) অর্থাৎ الى بيته (তাঁহার বাড়ীর দিকে)। অতঃপর ঘটনাটি আরও সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অবস্থানের সময়কাল দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিলেন যে, وانه لبث الى ان نعس رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم و مضى من الليل ما شاء الله (আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হইল ...)। এই বাক্যটির এই ব্যাখ্যাই সহীহ। কোন কোন শারেহের মধ্যে এই বাক্যের ব্যাখ্যায় গড়মিল রহিয়াছে। -(বিস্তারিতের জন্য ফতহুল বারী ৬:৫৯৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৪:৭৩)

قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ (তাহাদের সামনে (খাবার) হাযির করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আহার করিতে সম্মত হন নাই)। অর্থাৎ খাদিম কিংবা পরিবারের লোকদের মাধ্যমে তাহাদের সামনে খাদ্য পেশ করা হইয়াছিল। তাহারা আহার করিতে অস্বীকার করেন এবং তাহারাই (আহার না করার উপর) জয়ী হন। -(তাকমিলা ৪:৭৪)

فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ (আমি সরিয়া গিয়া আত্মগোপন করিলাম)। অর্থাৎ احتفيت خوفا من ان يغضب عليه ابوه (তাহার পিতার ক্রোধের ভয়ে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন)। -(তাকমিলা ৪:৭৪)

يَا غُنْثَرُ (ওহে বোকা)। غُنْثَرُ শব্দটির غ বর্ণে যবর ن বর্ণে সাকিন ও ث বর্ণে যবরসহ পঠনই প্রসিদ্ধ। আর ث বর্ণে পেশসহ পঠনেও বর্ণিত আছে। কাযী ইয়ায (রহ.) নিজ শায়খগণের কাহারও হইতে নকল করিয়াছেন, غ এবং ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে। ইহার অর্থ الثقيل الوخم (অলস, অনুপযোগী)। আর কেহ বলেন, الجاهل (মূর্খ, নির্বোধ)। আর কেহ বলেন, السفيه (বোকা, অমনোযোগী)। আর কেহ বলেন, اللئيم (হীন, ইতর, নিকৃষ্ট, দুষ্ট)। আর কেহ বলেন, ইহা

হইল ذباب ازرق (নীল মক্ষী)। তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নীল মক্ষীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। আর এই শব্দটি الغثر হইতে উদ্ভূত। ইহাতে ن অতিরিক্ত। আর আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, عنتر (ع এবং ت দ্বারা পঠনে) অর্থ الذباب (মক্ষী, মাছি, মক্ষিকা)। -(তাকমিলা ৪:৭৪)

فَجَدَّعَ (এবং ভর্ৎসনা করিলেন)। অর্থাৎ دعا بالجدع (বদ-দু'আ করিলেন)। الجدع হইতেছে নাক বা শরীরের অঙ্গসমূহের কোন অঙ্গ কর্তন হওয়া। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এইরূপ বদ-দু'আ করার কারণ হইতেছে যে, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন আবদুর রহমান (রাযি.) মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যাপারে অবহেলা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পিতা নিজ ছেলেকে ভালো কর্মের অনুশীলন ও আদব শিক্ষার ক্ষেত্রে ভৎর্সনা করিতে পারেন। -(তাকমিলা ৪:৭৪)

إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا (তবে উহার নীচ হইতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইত)। ربا অর্থাৎ ازداد (বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া)। আর اكثر منها (উহার হইতে অধিক) বাক্যটি حال হিসাবে نصب দ্বারা পাঠ করা জায়িয। আবার ربا এর فاعل হিসাবে رفع দ্বারা পাঠ করা বৈধ। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কারামত প্রকাশিত হইয়াছে। وان كرامت الاولياء حق (আর নিশ্চয়ই ওলীগণের কারামত সত্য)। -(তাকমিলা ৪:৭৫)

لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي (কিছু না, আমার চোখের প্রশান্তির কসম)। لا (না) শব্দটি অতিরিক্ত কিংবা না-সূচক। উহ্য বাক্যটি হইল لا شئ غير ما اقول (আমি যাহা বলিয়াছি উহার অতিরিক্ত কিছু না)।

وقرة العين (আমার চোখের প্রশান্তির কসম)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে আনন্দ প্রকাশ উদ্দেশ্য। আর তিনি তাঁহার স্বামী হইতে কারামত প্রকাশ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশে শপথ করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, قرة العين (চোখের প্রশান্তি) দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্ম নিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৭৫)

(৫২৩৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ قَالَ فَأَبَوْا فَقَالُوا حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى قَالَ فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لَا وَاللهِ مَا فَرَغْنَا. قَالَ أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ. قَالَ فَتَنَحَّيْتُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ قَالَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَلَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَرُّوا وَحَنِثْتُ قَالَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ "بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ". قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

(৫২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমাদের বাড়ীতে কিছু মেহমান আসিলেন। তিনি (আবদুর রহমান রাযি.) বলেন, আমার পিতা (আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.) রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বিবিধ আলোচনা করিতেন। রাবী বলেন, তিনি যাওয়ার সময় বলিলেন, হে আবদুর রহমান! মেহমানদারীর সকল কাজ তুমি সমাধা করিয়া নিবে। তিনি (রাবী) বলেন, রাত্রিতে আমি মেহমানদের খাবার নিয়া আসিলাম। কিন্তু তাহারা আহার করিতে অসম্মত হইলেন। তাহারা

বলিলেন, বাড়ীর মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত আসিয়া আমাদের সহিত আহার না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আহার করিব না। আমি তাহাদের বলিলাম, তিনি খুব রাগী মানুষ। আপনারা যদি আহার না করেন তাহা হইলে আমার আশংকা হইতেছে যে, আমাকে তাহার কটুকথা শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, (ইহা বলার পরও) তাহারা (আহার করিতে) সম্মত হইলেন না। আমার পিতা আসিয়া প্রথমেই তাঁহাদের খবরাখবর নিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি মেহমানদারীর কাজ সমাধা করিয়াছ? তিনি বলেন, তাঁহারা বলিলেন, না, আল্লাহর কসম! আমরা সমাধা করি নাই। তিনি বলিলেন, আমি কি আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিয়া যাইনি? তিনি (আবদুর রহমান) বলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবদুর রহমান! তিনি (রাবী) বলেন, আমি আরও সরিয়া গেলাম। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি পুনরায় বলিলেন, হে বোকা! আমি কসম করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তুমি যদি আমার ডাক শ্রবণ করিয়া থাক, তবে উপস্থিত হও।

তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি হাযির হইলাম। তিনি (রাবী) বলেন, আর আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমার কোন অপরাধ নাই। আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন আমি তাহাদের কাছে খাবার নিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁহারা আহার করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি মেহমানদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, আপনাদের কি হইয়াছে? আপনারা কেন আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেন নাই? তিনি (রাবী) বলেন, আর আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আজ আমি আর আহার করিব না। তিনি (রাবী) বলেন, তাহারা বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি (আমাদের সহিত) আহার না করা পর্যন্ত আমরাও আহার করিব না। তিনি বলেন, তখন আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন, আজকের রাত্রির মত এত খারাপ রাত্রি আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই। সর্বনাশ, আপনারা কেন আমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করিবেন না? তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, প্রথমে যাহা হইয়াছে তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়াছে। তোমরা খাবার নিয়া আস। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর খাবার আনা হইলে তিনি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। তাহারাও আহার করা শুরু করিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, পরদিন সকালে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা তো ভাল কাজই করিয়াছিল। কিন্তু আমি কসম ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন; বরং তুমি তাহাদের মধ্যে অধিক সৎকর্মশীল এবং সর্বাধিক ভালো। তিনি (রাবী) বলেন, কাফ্ফারার বিষয়ে আমার নিকট কিছুই পৌঁছে নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ (বরং তুমি তাহাদের মধ্যে অধিক সৎকর্মশীল এবং সর্বাধিক ভালো)। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নিজ কসম ভঙ্গ করার কারণ কেবল মেহমানদের হক আদায়ের লক্ষ্যেই ছিল। এই সম্পর্কে ঈমান অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে। অতঃপর যদি সে প্রত্যক্ষ করে যে, ইহা হইতে অপরটি কল্যাণকর তাহা হইলে তাহার জন্য শপথ ভঙ্গ করিয়া উহার কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেওয়া সমীচীন। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফযীলত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৪:৭৭)

قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ (তিনি বলেন, কাফ্ফারার বিষয়ে আমার কাছে কিছুই পৌঁছে নাই)। ইহার প্রবক্তা রাবীগণের মধ্যে কোন একজন রাবী। ইহার অর্থ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর (কসম ভঙ্গের) কাফ্ফারা আদায়ের ব্যাপারে আমি জানিতে পারি নাই। কাজেই ইহা দ্বারা এই কথা অত্যাবশ্যক হয় না যে, হযরত আবূ বকর (রাযি.) বস্তুতঃভাবে কাফ্ফারা আদায় করেন নাই। অধিকন্তু ইহা দ্বারা জিদ ও ক্রোধ অবস্থায় সম্পাদিত কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব না হওয়ার উপরও প্রমাণ পেশ করা সহীহ হইবে না। আর না কতক বিশেষজ্ঞের এই কথাও সহীহ যে, এই ঘটনাটি কাফ্ফারা নাযিল হইবার পূর্বেকার। -(ফতহুল বারী ৬:৬০০)-(ঐ)

بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ অল্প খাবার সমবন্টনের ফযীলত এবং দুই জনের তৈরী খাবার ইত্যাদি তিন জনের জন্য যথেষ্ট হওয়ার বিবরণ

(৫২৩৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ".

(৫২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দুইজনের (জন্য তৈরী পরিতৃপ্ত) খাবার তিনজনের (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য আর তিনজনের (জন্য তৈরী পরিতৃপ্ত) খাবার চার জনের (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ (দুইজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট)। আর আগত জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫২৪০নং) হাদীছে আছে طعام الاثنين يكفى الاربعة (দুইজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট)। প্রথম হাদীছের مرجع (সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল) الثلث (এক তৃতীয়াংশ) এবং দ্বিতীয় হাদীছের مرجع (সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল) النصف (অর্ধেক) এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, সাধারণত স্বল্প খাবার বেশী লোকের জন্য যথেষ্ট হয়। আর জাবির সূত্রে ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাদীছের অর্থ হইতেছে যেই খাবার একজনের জন্য পরিতৃপ্ত ও দুই জনের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট। আর দুইজনের পরিতৃপ্ত খাবার চার জনের পুষ্টির (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য যথেষ্ট। -(তাকমিলা ৪:৭৮)

(৫২৪০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ". وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ.

(৫২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একজনের (জন্য তৈরী পরিতৃপ্ত) খাবার দুই জনের (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য যথেষ্ট। দুইজনের খাবার চারিজনের জন্য যথেষ্ট, চারিজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। আর রাবী ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তিনি سمعت (আমি শ্রবণ করিয়াছি) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫২৪১) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(৫২৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন জুরায়জ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫২৪২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " .

(৫২৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একজনের (পরিতৃপ্ত) খাবার দুই জনের (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য যথেষ্ট। আর দুই জনের (পরিতৃপ্ত) খাবার চার জনের (ক্ষুধা নিবারণের) জন্য যথেষ্ট।

(৫২৪৩) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً " .

(৫২৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তির খাবার দুই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। দুই ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। আর চার ব্যক্তির খাবার আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।

بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়-এর বিবরণ

(৫২৪৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ " .

(৫২৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, কাফির লোক সাত আঁতে আহার করে আর মুমিন আহার করে এক আঁতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاطعمة অধ্যায়ে باب المؤمن يأكل في معى واحد এ- আছে। -(তাকমিলা ৪:৮০)

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়)। أمعاء হইল المصارين (নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র, আঁতড়ি)। ইহা এক বচন معى (আঁতড়ি, নাড়িভুড়ি) শব্দটি م বর্ণে যের দ্বারা হ্রাসকৃতভাবে পঠিত। আল্লামা ইবন সীদা (রহ.) 'আল-মাহকম' গ্রন্থে ইহার একটি পরিভাষা ع বর্ণে সাকিন এবং ى বর্ণে হরকতসহ নকল করেন। কাযী ইয়ায (রহ.) চিকিৎসাবিদ ও অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হইতে নকল করেন যে, তাহাদের ধারণা মতে মানুষের নাড়িভুঁড়ি সাতটি : المعدة (পাকস্থলী)। অতঃপর তিনটি নাড়িভুঁড়ি যাহা ইহার সহিত সংযুক্ত : البواب (দ্বাররক্ষক)

الصائم (উপবাসী) এবং الرقيق (পাতলা)। আর এই সবগুলিই رقاق (পাতলা)। অতঃপর তিনটি غلاظ (পুরুত্ব), الاعور (কানা), القولون (মলাশয়, Colon) এবং المستقيم (সোজা, সরল)। আর ইহার সীমা الدبر (পশ্চাদ্ভাগ) পর্যন্ত। বলাবাহুল্য মুমিন ব্যক্তির এইগুলির একটি পূর্ণ করাই যথেষ্ট। আর কাফির ব্যক্তির সবগুলি পূর্ণ করা ব্যতীত যথেষ্ট হয় না। -('উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৯:৬৬৭ সংক্ষিপ্ত)-(তাকমিলা ৪:৮০)

وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ (আর মুমিন খায় এক আঁতে)। আর আগত অনুচ্ছেদের শেষে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, উক্ত ঘটনা আছে যে, উক্ত ব্যক্তি সাতটি বকরীর দুধ পান করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে হাদীছের মর্ম বর্ণনায় নিম্নলিখিত অভিমত রহিয়াছে।

১. আলোচ্য হাদীছের দ্বারা প্রকৃত নাড়িভুঁড়ি ভর্তি করিয়া আহার মর্ম নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে দুন্‌ইয়া স্বল্প অর্জন ও বেশী অর্জন করা। সুতরাং দুন্‌ইয়া অর্জনকে ভক্ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর ইহার আসবাব হইতেছে নাড়িভুঁড়ি।

২. হাদীছের অর্থ হইতেছে, মুমিন ব্যক্তি হালাল খায় আর কাফির ব্যক্তি খায় হারাম। বিদ্যমানতায় হারামের তুলনায় হালাল বস্তু কম। ইহা ইবন তীন (রহ.) হইতে বর্ণিত।

৩. ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, কাফির ব্যক্তি খায় বেশী আর মুমিন ব্যক্তি স্বল্প খায়।

৪. হাদীছ শরীফ অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। প্রকৃত সংখ্যা মর্ম নহে। আর সাত সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি আধিক্যের উপর অতিশয়োক্তি প্রকাশ মাত্র। হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, মুমিন ব্যক্তির শান হইতেছে অল্প আহার করা যাহাতে ইবাদতে মশগুল থাকিতে পারে। অধিকন্তু অধিক আহার গ্রহণের হিসাব প্রদানের আশংকা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফির, তাহাদের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে মুমিনগণের বিপরীত।

৫. ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, মুমিন ব্যক্তির খাদ্যে বরকত প্রমাণিত করা এবং কাফির ব্যক্তির খাবারে বরকতহীন হওয়া। এই কারণেই মুমিন ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে। ফলে তাহার খাবারে শয়তান শরীক হইতে পারে না। আর কাফির লোক 'বিসমিল্লাহ' পাঠ না করিবার কারণে শয়তান তাহার সহিত খাবারে শরীক হয়। ফলে অল্প খাদ্য তাহার জন্য যথেষ্ট হয় না। কিংবা খাবারের প্রতি মুমিন ব্যক্তির লোভ কম। তাই তাহার এবং তাহার খাবারের মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। ফলে অল্প খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়। আর কাফির ব্যক্তি খাদ্যের প্রতি চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় আহারের অভিলাষী হয়। ফলে সে অল্প খাদ্যে পরিতৃপ্ত হয় না।

৬. আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, খাদ্যের কামনা সাতটি স্বভাবের কামনা। প্রবৃত্তির কামনা, চোখের কামনা, মুখের কামনা, কানের বাসনা, নাকের বাসনা ও ক্ষুধার কাম্যবস্তু। আর এই ক্ষুধার প্রয়োজনেই মুমিন ব্যক্তি খায়। আর কাফির ব্যক্তি খায় সবগুলি কামনায়। অনুরূপ আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.)ও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাড়িভুঁড়ি সাতটি। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে পঞ্চন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক)-এর মধ্য হইতে কামনা এবং প্রয়োজন মর্ম। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রয়োজনে খায়। পক্ষান্তরে কাফির, সে খায় অভিলাষী হইয়া। -(ইহাই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫৩৮-৫৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনার সারসংক্ষেপ)-(তাকমিলা ৪:৮০-৮১)

(৫২৪৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫২৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র

পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৫২৪৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ لَا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

(৫২৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন খাল্লাদ বাহিলী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইবন উমর (রাযি.) জনৈক মিসকীনকে প্রত্যক্ষ করিলেন, সে শুধু সামনে (খাবারের জন্য) হাত রাখিতেছে, সে কেবলমাত্র সামনে হাত মারিতেছে। আর এইভাবে সে অনেক খাদ্য আহার করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি (নাফি রহ.) বলেন, তখন তিনি (ইবন উমর রাযি.) বলিলেন, তুমি এই প্রকারের কোন লোককে আর কখনও আমার কাছে নিয়া আসিবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কাফির ব্যক্তি আহার করে সাত আঁতে।

(৫২৪৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

(৫২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির ও ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মুমিন ব্যক্তি এক আঁতে আহার করে। আর কাফির ব্যক্তি আহার করে সাত আঁতে।

(৫২৪৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ.

(৫২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছের রাবী ইবন উমর (রাযি.)-এর উল্লেখ করেন নাই।

(৫২৪৯) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

(৫২৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তি আহার করে এক আঁতে। আর কাফির সাত আঁতে খায়।

(৫২৫০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৫২৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫২৫১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " .

(৫২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি কাফির অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমান হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য একটি বকরী দোহন করিতে নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হইলে সেই লোকটি উহা পান করিল। অতঃপর অপর একটি বকরী দোহন করা হইলে সে উহাও পান করিল। অতঃপর অন্য একটি বকরী দোহন করা হইলে সে উহাও পান করিল। এমনিভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করিতে আদেশ দিলেন। সে দোহনকৃত দুধ পান করিল। অতঃপর তিনি অপর একটি বকরী দোহন করিতে আদেশ দিলে সে আর উহার সবটুকু পান করিতে পারিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মুমিন এক আঁতে পান করে। আর কাফির পান করে সাত আঁতে।

بَابُ لاَ يَعِيبُ الطَّعَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা-এর বিবরণ

(৫২৫২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

(৫২৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন (হালাল) খাদ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিতেন না। তাঁহার মনে চাহিলে আহার করিতেন আর মনে না চাহিলে রাখিয়া দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب صفة الانبياء অধ্যায়ে এ باب ما عاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما الاطعمة ও এ النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে রহিয়াছে। অধিকন্তু এই হাদীছ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৮৪)

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন খাদ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিতেন না)। অর্থাৎ حلال (হালাল) খাদ্যদ্রব্যের। তবে তিনি হারাম খাদ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিতেন, ইহার নিন্দা করিতেন এবং ইহা আহার করিতে নিষেধ করিতেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, من اداب الطعام المتاكدة ان لا يعاب (আস্থাবান খাদ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত)। কতক লোক ইহাতে পার্থক্য করিয়া বলেন, সৃষ্টিগত দিকদিয়া কোন খাদ্যদ্রব্যে দোষ-

ত্রুটি বর্ণনা করা মাকরূহ। আর যদি প্রস্তুতকরণের দিক দিয়া হয় তাহা হইলে মাকরূহ নহে। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন, আমার মনে হয় যে, ব্যাপক থাকাই সমীচীন। কেননা ইহাতে খাবার প্রস্তুতকারীর মনক্ষুণ্নতা রহিয়াছে।

বযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার (রহ.) ১৬:৯২ পৃষ্ঠায় বলেন, আর স্বভাবগত অপছন্দের বিষয়টি প্রকাশ করা যেমন গুইসাপের ক্ষেত্রে। ইহা দোষ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার প্রমাণ হইতেছে ইতোপূর্বে রসুন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : ولكنى اكرهه من اجل ريحه (তবে আমি গন্ধের দরুন উহা অপছন্দ করি)।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার অন্তরে যাহা উদয় হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা যদি সৃষ্টির নিমিত্তে হয় তাহা হইলে হারাম। কেননা, ইহার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার দোষ বর্ণিত হয়। আর যদি খাবার প্রস্তুতকরণের ত্রুটির নিমিত্তে দোষ বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে মাকরূহ হইবে এই শর্তে যদি উহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা নিয়ামতের না-শুকরী করা কিংবা প্রস্তুতকারীকে তুচ্ছ গণ্য করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি প্রস্তুতকারীর সংশোধনের নিমিত্তে হয়, যাহাতে সে প্রস্তুতকরণের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং ভবিষ্যতে ভুল হইতে বাচিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে প্রকাশ্য যে, ইহা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নহে, যদি ইহা অপ্রয়োজনে প্রস্তুতকারী মনঃকষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়; বরং তাহার প্রতি সদয় ভাব বজায় থাকে। অনুরূপ যদি আহারকারীর অন্তরের মধ্যে স্বভাবগত অপছন্দের কথা জানানো উদ্দেশ্য হয়। যেমন ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৮৪-৮৫ সংক্ষিপ্ত)

(৫২৫৩) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫২৫৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৫২৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫২৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.

(৫২৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও কোন খাদ্যদ্রব্যের দোষ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই। তাঁহার মনে চাহিলে আহার করিতেন আর মনে না চাহিলে চুপ থাকিতেন।

(৫২৫৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

অধ্যায় ঃ পোশাক ও সাজসজ্জা

মানুষ পানাহারের পর যেই বস্তুর প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী উহা হইতেছে পোশাক, যাহা দ্বারা সে নিজের সতর ঢাকে, গরম ও শীত প্রতিহত করে এবং ইহা দ্বারাই সাজসজ্জা গ্রহণ করিয়া লোক সমাজে যায়। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ফলে সকল শাখায় ইহার নিজস্ব বিধি-বিধান রহিয়াছে। তাই পোশাক অনুচ্ছেদকে ভাসাইয়া দেওয়া হয় নাই; বরং ইহার জন্যও নীতিমালা ও বিধি-বিধান রাখা হইয়াছে। আর কোন মুসলমানের জন্যই ইহার বিরোধিতা করা জায়িয নাই।

বলাবহুল্য এই নীতিমালার উপক্রমণিকায় রহিয়াছে যে, নিশ্চয়ই পোশাক এমন হওয়া ওয়াজিব যাহাতে মানুষের সতর ঢাকা হয়। কাজেই ইসলামে একজন পুরুষ ব্যক্তির অত্যাবশ্যক সে যেন এমন পোশাক পরিধান করে যাহা তাহার নাভী ও হাঁটুদ্বয়সহ উহার মধ্যস্থল আচ্ছাদিত করে আর মহিলার জন্য অত্যাবশ্যক যে, সে তাহার মুখমণ্ডল, কব্জা পর্যন্ত হাতদ্বয় এবং পদযুগল ব্যতীত সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত রাখা। সুতরাং পর্দাযোগ্য স্থান (العورة) আচ্ছাদিত করা পোশাকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا (হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করিয়াছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। –সূরা আ'রাফ ২৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, লজ্জাস্থান লুকাইয়া রাখা। আর ইহাই সতরে আওরত (ستر العورة)। লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত করাই পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর যেই পোশাক দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য সফল হয় না, উহা পরিধান করা মানুষের জন্য হারাম। সুতরাং যেই পোশাক এমন হালকা-পাতলা, যাহা দ্বারা সতর আচ্ছাদিত হয় না; বরং উহার আকৃতি দেখা যায় এমন পোশাক পরিধান করা হারাম এবং না-জায়িয।

দ্বিতীয় নীতিমালা ঃ বস্তুতঃভাবে পোশাক দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে সতর ঢাকা এবং সাজ-সজ্জা লাভ করা। সতর ঢাকার ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আর সাজসজ্জার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইহাকে زينة (সৌন্দর্য, রূপ সজ্জা, অলংকার) নামকরণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করিয়া নাও। –সূরা আ'রাফ ৩১) এবং অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ (আপনি বলুন, আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে– যাহা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করিয়াছে? –সূরা আ'রাফ ৩২)

সুনানু নাসাঈ শরীফে আবুল আহওয়াস (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فرانى سيئ هيئة. فقال الك من شئ؟ قلت نعم، من كل المال قد اتانى الله تعالى فقال اذا كان لك مال فلير عليك (একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে খারাপ আকৃতিতে প্রত্যক্ষ করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার কি কিছু নাই? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সকল প্রকার সম্পদ দান করিয়াছেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার যখন সম্পদ আছে তখন তোমার উপর উহার চিহ্ন প্রদর্শিত হওয়া চাই)।

আর তিরমিযী শরীফে ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দার উপর দানকৃত নিয়ামতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিতে পছন্দ করেন)। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে হাসান বলিয়াছেন।

যদি পোশাক দ্বারা গর্ব-অহঙ্কার কিংবা উদ্ধত ও অহমিকা প্রদর্শন কিংবা আত্মপ্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তবে ইহা হারাম। হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة (তুমি যাহা চাও খাও এবং যাহা চাও পরিধান কর। তবে তোমাকে দুই বস্তু পাপে সমাবৃত করিবে, (যথাক্রমে) অপচয় এবং অহমিকা)।

তৃতীয় নীতিমালা ঃ মানুষের যেই সকল পোশাক কাফির সম্প্রদায়সমূহের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত পোশাক মুসলমানের জন্য জায়িয নাই যদি উহা তাহাদের সহিত সাদৃশ্যতা অবলম্বনে পরিধান করা হয়। আল্লামা ইবন নুজায়ম (রহ.) নিজ 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থের ২:১১ পৃষ্ঠায় مفسدات الصلاة অধ্যায়ে লিখেন: ثم اعلم ان التشبه باهل الكتاب لا يكره فى كل شئ ـ فإنا ناكل ونشرب كما يفعلون انما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه (অতঃপর জানিয়া রাখুন, আহলে কিতাবের সহিত সাদৃশ্যতা সকল বস্তুতে মাকরূহ নহে। কেননা, আমরা আহার করি এবং পান করি যেমন তাহারা (পানাহার) করে। প্রকৃতপক্ষে হারাম তো সেই সাদৃশ্যতায় যাহা নিন্দনীয় এবং উহা দ্বারা সাদৃশ্যতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য হয়)। আল্লামা কাযীখান (রহ.)ও স্বীয় 'শরহুল জামিয়িস সাগীর' গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার ভিত্তিতে বলা যায়, তাহাদের উভয়ের মতে যদি সাদৃশ্যতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য না হয় তবে মাকরূহ হইবে না।

চতুর্থ নীতিমালা ঃ পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা হারাম, মহিলাদের জন্য নহে। অনুরূপ পায়ের গোড়ালিদ্বয়ের গিঠের নীচে ঝুলাইয়া লুঙ্গি-পাজামা পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়িয এবং মহিলাদের জন্য জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৮৭-৮৯ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ تَحْرِيمِ استعمال أَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ-নারী সকলের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রসমূহে পান ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হারাম-এর বিবরণ

(৫২৫৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

(৫২৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করে, সে তাহার পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করাইয়া নেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاشربة অধ্যায়ে باب انية الفضة এর মধ্যে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৯০)

إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ (সে তাহার পেটে টানিয়া নেয়)। جرجِر শব্দটি معروف (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া)-এর ভিত্তিতে দ্বিতীয় ج বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। الجرجرة হইতে উদ্ভূত। ইহা হইতেছে উটের জাবর কাটার স্বর। যেমন

ঘোড়ার চোয়ালের মধ্যে লাগামের স্বর। এই স্থানে মর্ম হইতেছে الصب (প্রবেশ করা, ঢুকিয়া পড়া)। কিংবা التجرع بصوت (স্বশব্দে গিলিয়া ফেলা, স্বশব্দে চুমুক দিয়া পান করা)। আর نار جهنم (জাহান্নামের আগুন) বাক্যে الجرجرة এর مفعول (কর্মপদ) হওয়ায় منصوب (শেষ বর্ণে যবর) বিশিষ্ট হইবে। আর الفاعل (কর্তা) হইতেছে الشارب (পানকারী)। ইহার অর্থ হইতেছে انه يتجرع في بطنه نار جهنم (সে তাহার পেটে জাহান্নামের আগুন স্বশব্দে চুমুক দিয়া পান করে)। ইহাই হাদীছের প্রাধান্য ব্যাখ্যা। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ يجرجر শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া) পঠনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ج বর্ণে যবর দ্বারা পাঠ করেন। তখন نار جهنم বাক্যটি হবে نائب الفاعل (কর্তার স্থলে ব্যবহৃত কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়ার কর্ম) হওয়ায় مرفوع (কর্তৃবাচ্য বিশিষ্ট শব্দ শেষ বর্ণে পেশ) হইবে। কিন্তু ইহা অপ্রাধান্য। -(ফতহুল বারী ১০:৯৭)। অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুকাল্লাফ তথা দায়িত্ব প্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আহার ও পান করা হারাম। চাই পুরুষ হউক কিংবা মহিলা। আর ইহা মহিলাদের অলঙ্কারের সহিত সম্পৃক্ত হইবে না। কেননা, ইহা রূপসজ্জা নহে, যাহা তাহাদের জন্য মুবাহ।

নিষেধাজ্ঞা কারণের ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন, নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে অপচয় ও গর্ব-অহঙ্কার কিংবা ফকীরদের অন্তর ভঙ্গ করা হয়। আর কেহ বলেন, নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে অনারবদের সহিত সাদৃশ্য হওয়া। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) উপর্যুক্ত কারণগুলির উপর আপত্তি উপস্থাপন করিয়া বলেন, বস্তুতঃভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্মিত পাত্র হওয়াই নিষেধাজ্ঞার কারণ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫২৫৮) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ "أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

(৫২৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ওলীদ বিন শু'বা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররুখ (রহ.) তাঁহারা ... সকলেই নাফি' (রহ.) হইতে মালিক বিন আনাস (রহ.)-এর স্বীয় সনদে নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী আলী বিন মুসহির (রহ.) উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে, যেই ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে আহার কিংবা পান করিবে। আর রাবী ইবন মুসহির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ ছাড়া অন্য কাহারও বর্ণিত হাদীছে "আহার করা এবং স্বর্ণপাত্র"-এর উল্লেখ নাই।

(৫২৫৯) حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ شَرِبَ فِى إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ".

(৫২৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যায়দ বিন ইয়াযীদ আবূ মা'আন রাক্কাশী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করে সে কেবল তাহার পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।

بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার হারাম। আর পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশম বস্ত্র ব্যবহার করা হারাম এবং স্ত্রীলোকদের জন্য এইগুলি ব্যবহার করা মুবাহ। স্বর্ণ-রৌপ্য ও রেশমের অনধিক চার আঙ্গুল কারুকার্য খচিত ও অনুরূপ বস্তু পুরুষের জন্য মুবাহ-এর বিবরণ

(৫২৬০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِى وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

(৫২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তাঁহারা ... মুআবিয়া বিন সুআয়দ বিন মুকাররিন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা বিন আযিব (রাযি.)-এর নিকট গিয়াছিলাম। তখন আমি তাঁহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বস্তুর নির্দেশ দিয়াছেন এবং সাতটি বস্তু হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদেরকে রোগী পরিদর্শন করা, জানাযার সহিত চলা, হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া, কসম পূর্ণ করা কিংবা বলিয়াছেন কসমকারীর কসম পূর্ণ করা, মাযলূমের সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং সালামের বিস্তারসাধন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আর তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করা, মায়াছির (এক প্রকার কোমল রেশম বস্ত্র) ব্যবহার করা, কাস্‌সী (কোস রেশম) ব্যবহার করা, মিহি রেশম বস্ত্র পরিধান করা, ইসতিবরাক (মোটা রেশমী কাপড়) পরিধান করা এবং দীবাজ (খাঁটি রেশম বস্ত্র) পরিধান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (আমি বারা বিন আযিব (রাযি.)-এর নিকট গিয়াছিলাম)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاستئذان অধ্যায়ে باب افشاء السلام, এ باب الامر باتباع الجنائز অধ্যায়ে الجنائز, এ باب نصر المظلوم অধ্যায়ে المظالم, এ باب حق اجابة الوليمة অধ্যায়ে النكاح, এ الاشربة অধ্যায়ে باب انية الفضة এ এবং আরও পাঁচ স্থানে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৯২)

أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (তিনি আমাদেরকে রোগী পরিদর্শন করার নির্দেশ দিয়াছেন)। বলাবহুল্য রোগী পরিদর্শন করা, জানাযার সহিত যাওয়া, হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া, দাওয়াতকারীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া, সালামের বিস্তারসাধন করা এবং হারানো বস্তু সন্ধান চাওয়া প্রভৃতি কতকের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। আর কতিপয় বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে আসিবে। আর ابرار القسم (কসম পূর্ণ করা) হইতেছে, কোন ব্যক্তি কসমের সহিত প্রবৃত্ত হইলে সে তাহা পূর্ণ করিবে। ইহা সুন্নত, যদি কসম পূর্ণ করার মধ্যে কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহা হইলে ভঙ্গ করিয়া কসমের কাফ্ফারা আদায় করিবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত كتاب الأيمان (কসম অধ্যায়)-এ আলোচনা করা হইয়াছে। আর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে ابرار المقسم (কসমকারীর কসম পূর্ণ করা) হইল কসমকারী ব্যক্তি তাহার কসম বাস্তবায়ন করা। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, الحالف (কসমকারী)কে المقسم বলা হয়। কাজেই ইহার অর্থ হইবে, কেহ যদি ভবিষ্যতের কোন বস্তুর উপর কসম করে আর সে তাহা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে তাহা হইলে পূর্ণ করিবে যাহাতে সে তাহার কসম ভঙ্গ করিতে না হয়। -(উমদাতুলকারী ৪:৭)

আর نصر المظلوم (মাযলূম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করা) ইহা যথাযোগ্য সাহায্য করা ওয়াজিব যদি সামর্থ্য থাকে। আর تختم الذهب (স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা)। ইহা পুরুষের জন্য হারাম, মহিলাদের জন্য নহে। -(তাকমিলা ৪:৯২)

وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (মায়াছির ব্যবহার করা হইতে)। المياثر শব্দটি مئثرة (م বর্ণে যের, ইহার পর همزة বর্ণে জযমসহ পঠন)-এর বহুবচন। আর ইহাকে ميثرة (গদি, জিনের গদি, কম্বল, ভাঁজ করা মোটা কাপড়)ও বলে। المئثرة হইল ثوب ناعم يجعل فوق سرج الدابة (স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মসৃণ রেশমী কাপড় যাহা অশ্বপৃষ্ঠে জিন হিসাবে ব্যবহার করা হয়) আর ইহা অনারবদের স্বভাব ছিল। আর কতিপয় হাদীছ শরীফে লাল গদিকে নিষেধাজ্ঞার জন্য শর্ত করা হইয়াছে। সহীহ বুখারী শরীফে আলোচ্য হাদীছ باب الميثرة الحمراء এ এতখানি অতিরিক্তসহ বর্ণিত হইয়াছে যে, المياثير الحمر (লাল মায়াছির (অশ্বপৃষ্ঠে ব্যবহৃত মসৃণ রেশমী বস্ত্র) ব্যবহার করা হইতে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:৩০৭ পৃষ্ঠায় ইহার ব্যাখ্যার অধীনে লিখেন। আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, المياثير الحمر (লাল মায়াছির) যাহা ব্যবহার করা নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে উহা ছিল অনারবদের বাহনের উপর ব্যবহৃত জিন যাহা দীবাজ (মোটা রেশমী বস্ত্র) এবং খাঁটি রেশমী কাপড় দ্বারা তৈরীকৃত। সুতরাং মায়াছির যদি রেশমের হয় তাহা হইলে ইহা হইতে নিষেধাজ্ঞা হইল যেমন রেশমী বস্ত্রের উপর বসা নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। আর যদি উহা লাল হয় তাহা হইলে তাকীদসহ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। আর যদি জিন রেশমী বস্ত্রের না হয় তাহা হইলেও অনারবদের সাদৃশ্যতা হইতে বারণ করার জন্য নিষেধ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৯৩)

وَعَنِ الْقَسِّيِّ (কাসসী (কেস রেশম) ব্যবহার করা হইতে)। القسى শব্দটির ق বর্ণে যবর س বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) স্বীয় 'গরীবুল হাদীছ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাদীছবিদগণ ইহাকে ق বর্ণে যের দ্বারা পাঠ করেন। আর মিসরবাসী ইহাকে যবর দ্বারা পাঠ করেন। ইহা মিসরের একটি গ্রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহাকে القس (আল কিস) বলে। আর আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) শামরুল রগভী হইতে নকল করেন যে, এই শব্দটি س বর্ণ দ্বারা নহে; বরং ز দ্বারা পঠিত, যাহা القز (আল-কিয)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর ইহা হইল الحرير (খাঁটি রেশম বস্ত্র)। অতঃপর ز কে س দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। -(ফতহুল বারী ১০:২৯২)

সহীহ মুসলিম শরীফে আগত আবূ বুরদা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : قال قلت لعلى ما القسية؟ قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر، مضلعة فيها حرير، وفيها امثال الاترنج (আবূ বুরদা (রাযি.) বলেন, আমি আলী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কাসসী' কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইহা এক প্রকার কাপড় যাহা আমরা সিরিয়া কিংবা মিসর হইতে আনিতাম। উহাতে রেশম মিশ্রিত থাকিত। আর ইহাতে জাম্বীরের প্রবাদ রহিয়াছে)। আল্লামা

আইনী (রহ.) বলেন, 'কিস' হইতেছে دمیات (দুমইয়াত)-এর নিকটবর্তী লবনাক্ত সাগর তীরের একটি শহর যাহাতে রেশমের কাপড় বুনন করা হইত। বর্তমানে ধ্বংসস্থল। -(উমদাতুল কারী ১০:২৫১)

মোটকথা কাসসী কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হইতেছে যে, উহা রেশমের দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৯৩-৯৪)

وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ (আর মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী কাপড় ও খাঁটি রেশমী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। حرير (মিহি রেশম)-এর মধ্যে পরবর্তী দুইটি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর عطف (সংযোজন অব্যয়) দ্বারা হুকুমের গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইহা عام (ব্যাপক)-এর পর خاص (নির্দিষ্ট) উল্লেখ করার পর্যায়ভুক্ত। -(হাশিয়া বুখারী ৬: ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা)।

الاستبرق শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ ثخين الديباج (মোটা রেশমী কাপড়)। আর কেহ বলেন رقيق الديباج (হালকা-পাতলা রেশমী কাপড়)। আল্লামা আন-নাসফী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ: وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ (এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করিবে –সূরা কাহাফ ৩১) আয়াতে سندس দ্বারা (পাতল রেশমী বস্ত্র) মর্ম। আর الديباج এবং الاستبرق রেশমী বস্ত্রের মধ্যে গাঢ়-মোটা বস্ত্রসমূহ। আর الديباج শব্দটির د বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ফারসী এবং معرب (পরিবর্তনযোগ্য শব্দ)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) বলেন, الديباج হইতেছে الثياب المتخذة من الابريسم (রেশম দ্বারা প্রস্তুতকৃত কাপড়)। কখনও د বর্ণে যবর পঠিত হয়। ইহার বহুবচন دبابيج (রেশমী বস্ত্রসমূহ)। -(উমদাতুল কারী ৪:৮)-(তাকমিলা ৪:৯৪)

(৫২৬১) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

(৫২৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... আশআস বিন সুলায়ম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে কসম পূর্ণ করা কিংবা বলিয়াছেন কসমকারীর কসম পূর্ণ করা বাক্যটি ছাড়া। কেননা, তিনি তাঁহার বর্ণিত এই হাদীছে বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। আর ইহার স্থলে তিনি (রাবী) 'হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করা-এর কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫২৬২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ.

(৫২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আশআছ বিন আবূ শা'ছা (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি او (কিংবা) সন্দেহ ব্যতীত "কসমকারীর কসম পূর্ণ করা"-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তিনি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, দুন্ইয়াতে যাহারা ইহাতে পান করিবে, আখিরাতে তাহারা ইহাতে পান করিতে পারিবে না।

(৫২৬৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ.

(৫২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আশআছ বিন আবূ শা'ছা (রহ.) হইতে তাহাদের সনদে হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি (ইহার রাবী) জারীর ও ইবন মুসহির (রহ.)-এর বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেন নাই।

(৫২৬৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدِّ السَّلَامِ. وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.

(৫২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তাঁহারা ... আশআছ বিন সুলায়ম (রহ.) হইতে, তাঁহাদের সনদে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি "আর সালামের বিস্তার সাধন করা"-এর কথাটি বলেন নাই। তবে ইহার পরিবর্তে তিনি 'সালামের উত্তর দেওয়া'-এর কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি কিংবা স্বর্ণের রিং ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫২৬৫) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

(৫২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আশ'আছ বিন আবূ শা'ছা (রহ.) হইতে তাঁহাদের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি (রাবী) 'আর সালামের বিস্তারসাধন'-এর কথা এবং সন্দেহ ছাড়া 'স্বর্ণের আংটি' বলিয়াছেন।

(৫২৬৬) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর বিন সাহল বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ বিন আশআছ বিন কায়স (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উকায়ম (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত মাদায়িনে ছিলাম। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) পানি পান করিতে চাহিলে দিহকান নামক গ্রামের এক অগ্নিপূজক তাহার নিকট রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি নিয়া আসিল। তিনি উহা ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদেরকে (ইহার কারণ) বলিতেছি। তাহাকে আমি নির্দেশ দিয়াছিলাম, সে যেন ইহাতে করিয়া আমাকে পানি পান না করায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করিবে না এবং মোটা রেশমী কাপড় ও মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করিবে না। কেননা, দুন্‌ইয়াতে এই সকল হইল কাফিরদের জন্য, আর তোমাদের জন্য হইবে তাহা পরকালে, কিয়ামত দিবসে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ (আমরা হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত ছিলাম)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاطعمة অধ্যায়ের باب الاكل اناء مفضض এ, باب انية الفضة الاشربة অধ্যায়ে এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৯৫)

بِالْمَدَائِنِ (মাদায়িনে)। ইহা বহুবচনের শব্দে একটি اسم (বিশেষ্য)। ইহা দিজলা (tigris) নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিরাট শহর। মাদায়িন এবং বাগদাদের মধ্যকার দূরত্ব সাত ফারসখ। এই স্থানেই পারস্য বাদশার বাড়ী ছিল এবং ইরানে কিসরা নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে (২০১৫-এ)ও তথায় একটি বিরাট প্রাচীর রহিয়াছে। হিজরী ১৬ সনে হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে হযরত সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাযি.) কর্তৃক এই শহর মুসলমানগণ বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। হযরত উমর ও উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ইনতিকাল করা পর্যন্ত মাদায়িনের কর্মকর্তা ছিলেন। তথায় তাঁহার কবর রহিয়াছে যাহা যিয়ারতের জন্য প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৯৫)

فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (দিহকান নামক গ্রামের এক লোক পানি নিয়া আসিল)। دهقان শব্দটির د বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ইহা পারস্যের একটি বড় গ্রামের নাম। আর আগত (৫২৭২নং) সায়ফ (রহ.) সূত্রে মুজাহিদ (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فسقاه مجوسى (তাঁহাকে জনৈক অগ্নিপূজক (একটি রৌপ্য পাত্রে) পানি পান করিতে দিল)। -(ঐ)

(৫২৬৭) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫২৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রাযি.) তিনি ... আবূ ফারওয়া জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উকায়ম (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমরা হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত মাদায়িনে ছিলাম। অতঃপর তিনি (রাবী) অনুরূপ রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছে "কিয়ামত দিবসে" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫২৬৮) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল জাব্বার বিন 'আলা (রহ.) তিনি ... ইবন উকায়ম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত মাদায়িনে ছিলাম। অতঃপর তিনি (রাবী) অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি বলেন নাই।

(৫২৬৯) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ.

(৫২৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল আম্বরী (রহ.) তিনি ... হাকাম (রহ.) হইতে, তিনি আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি মাদায়িনে হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত ছিলাম। তিনি পানি পান করিতে চাহিলে জনৈক লোক রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়া আসিল। অতঃপর তিনি (রাবী) হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর সূত্রে ইবন উকায়ম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫২৭০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ . غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى .

(৫২৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশ্র (রহ.) ... তাঁহারা সকলে শু'বা (রহ.) হইতে মুআয (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ ও সনদের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে শুধু মুআয (রাযি.) ব্যতীত তাঁহাদের আর কেহ তাঁহার বর্ণিত হাদীছে 'আমি হুযায়ফা (রাযি.)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম' কথাটি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা কেবল বলিয়াছেন 'হুযায়ফা (রাযি.) পানি পান করিতে চাহিলেন'।

(৫২৭১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا .

(৫২৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের উল্লিখিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণিত আছে।

(৫২৭২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا" .

(৫২৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত হুযায়ফা (রাযি.) পানি পান করিতে চাহিলে জনৈক অগ্নিপূজক একটি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে তাঁহাকে পানি পান করিতে দিল। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমরা মিহি রেশমী বস্ত্র পরধান করিবে না আর না মোটা রেশমী বস্ত্র। আর তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করিবে না এবং রৌপ্যের বরতনে আহারও করিবে না। কেননা এই সকল তো দুন্ইয়াতে তাহাদের (কাফিরদের) জন্য নির্ধারিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي صِحَافِهَا (স্বর্ণ-রৌপ্যের বরতনে ...)। الصحاف শব্দটির ص বর্ণে যের দ্বারা পঠনে صَحْفَةٌ (থালা, বাসন)-এর বহুবচন। উহা হইতেছে القصعة (বড় বাটি, বৃহৎ পানপাত্র) ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে صحاف الفضة (রৌপ্যের তৈরী থালা-বাসনসমূহ)। -(তাকমিলা ৪:৯৭)

(৫২৭৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" . ثُمَّ جَاءَتْ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

(৫২৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) মসজিদের দরজার কাছে রেশমের কারুকাজ বিশিষ্ট 'হুল্লা' (বিক্রি হইতে) দেখিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যদি ইহা ক্রয় করিয়া জুমুআর দিন লোকদের সামনে এবং কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আগমন করিলে তাহাদের সামনে পরিধান করিতেন (তাহা হইলে উত্তম হইত)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করিবে আখিরাতে যাহার কোন অংশ নাই। অতঃপর (কোন এক সময়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই জাতীয় কয়েকটি 'হুল্লা' আসিলে তিনি উহা হইতে একটি হুল্লা উমর (রাযি.)কে দিলেন। তখন হযরত উমর (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি ইহা আমাকে পরিধান করিতে দিয়াছেন? অথচ আপনিই উতারিদের (জনৈক ব্যক্তির) 'হুল্লা' সম্পর্কে কত কি বলিয়াছেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি ইহা তোমাকে পরিধান করিতে প্রদান করি নাই। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) উহাকে তাঁহার মক্কার কোন এক মুশরিক ভাইকে পরাইয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجمعة অধ্যায়ের باب يلبس احسن ما يجد তে এবং الجهاد، الهبة، البيوع، اللباس এবং الادب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৯৭)

حُلَّةً سِيَرَاءَ (রেশমের কারুকার্জ বিশিষ্ট হুল্লা)। الحلة হইতেছে লুঙ্গি এবং চাদর (ঢিলা জামা, গাউন, আলখিল্লা), যখন এতদুভয় এক জাতীয় হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে মূলতঃ দুইটি নতুন কাপড়ের নাম 'হুল্লা'। আর কেহ বলেন, দুইটি কাপড়কে 'হুল্লা' বলা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি অপরটির উপর পরিধান করা হয়। কাজেই যখন একটি অপরটির উপর পরিধান করা হয় তখন তাহার উপর 'হুল্লা' শব্দ প্রয়োগ হইবে। কিন্তু প্রথম অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ।

আর السيراء শব্দটির س বর্ণে যের ى বর্ণে যবরসহ দীর্ঘায়িতভাবে পঠিত। ইহা হইতেছে الوشى من الحرير (রেশমের কারুকাজ বিশিষ্ট)। আল্লামা আসমাঈ (রহ.) বলেন, রেশম কিংবা সিল্কের ডোরা বিশিষ্ট কাপড়। বস্তুতঃভাবে ইহাকে سيراء বলার কারণ হইতেছে যে, ইহা ডোরাকাটা হয়। আর আল্লামা খলীল (রহ.) বলেন, রেশমের বহুবাহু বিশিষ্ট কাপড়। আর কেহ বলেন, বিভিন্ন রংয়ের লম্বা ডোরাসমূহ বিশিষ্ট বস্ত্র যেন ইহা ফিতা। আল্লামা ইবন সায়্যিদা (রহ.) বলেন, ইহা এক প্রকার ডোরা কাটা পোশাক। আর কেহ বলেন, ইয়ামান দেশের কাপড়। -(ফতহুল বারী ১০:২৯৭)

অতঃপর হাদীছের শায়খগণ حلة سيراء বাক্যে ইখতিলাফ করিয়াছেন যে, ইহা কি مركب وصفى কিংবা اضافى হইবে। আল্লামা কুরতুবী ও খাত্তাবী (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা مركب وصفى হইয়া حلة শব্দটি তানভীনসহ পঠিত এবং سيراء উহা صفة কিংবা عطف بيان হইবে। কাযী ইয়ায (রহ.) স্বীয় দক্ষ উস্তাদ হইতে নকল করেন যে, ইহা اضافى বাক্য। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা আরবী ভাষায় দক্ষ ও মুহাককিকীনের অভিমত হইতেছে যে, انه من اضافة الشئ لصفته (কোন বস্তু উহার صفت এর দিকে اضافة হইয়া থাকে। সেই শ্রেণীর বাক্য) যেমন তাঁহারা বলেন ثوب خزٍّ (রেশমী কাপড়)। -(ফতহুল বারী ১০:২৯৭)

عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (মসজিদের দরজার নিকট)। আগত হাদীছে আসিতেছে 'হুল্লা'টি উতারিদ বিন হাজিবের কাছে ছিল। সে মসজিদের দরজার নিকট বিক্রির জন্য রাখিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৯৮)

فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (জুমুআর দিন আপনি ইহা পরিধান করিয়া লোকদের কাছে যাইবেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জুমুআর দিন উত্তম পোশাক পরিধান করা কাম্য। -(তাকমিলা ৪:৯৮)

وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا الخ (কোন প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আসিলে (পরিধান করিতেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিনিধি দল কিংবা লোক সমাগমে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়িয। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজসজ্জা গ্রহণের হযরত উমর (রাযি.)-এর উক্তিটি অস্বীকার করেন নাই। তিনি কেবল রেশম পরিধান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। সাজসজ্জা অবলম্বনের বিষয়টি অস্বীকার না করিয়া অনুমোদন করার দ্বারা সজ্জিত হওয়া জায়িয প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৪:৯৮)

وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (অথচ আপনিই উতারিদের (বিক্রির জন্য রাখা) 'হুল্লা' সম্পর্কে যাহা বলিবার বলিয়াছেন?) অর্থাৎ সে মসজিদের দরজার নিকট রেশমী ডোরাকাটা হুল্লা বিক্রি করিতেছিল। সে হইল উতারিদ বিন হাজিব বিন যুরারা বিন আদুভ। তাহার উপনাম আবূ উকরাশা। সার্বিকভাবে সে জাহিলী যুগে বনূ তামীমের প্রতিনিধি ছিল। -(ফতহুল বারী)

فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَاهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ (অতঃপর উমর (রাযি.) উহা তাঁহার মক্কার এক মুশরিক ভাইকে পরাইয়া দিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ২:৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, তাহার নাম উছমান বিন হাকীম। আর সে হযরত উমর (রাযি.)-এর মাতার দিকের ভাই ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল কিনা? এই ব্যাপারে মতানৈক আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা প্রমাণ যে, কাফির আত্মীয়ের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাহাদের প্রতি ইহসান করা জায়িয। কাফিরকে হাদিয়া দেওয়া জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৯৯ সংক্ষিপ্ত)

(৫২৭৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৫২৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) সুওয়াদ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫২৭৫) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ "شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ".

قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا". وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ

إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ".

(৫২৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (একদা) উমর (রাযি.) উতারিদ তামীমীকে বাজারে রেশমী ডোরা কাটা 'হুল্লা' বিক্রি করিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। সে এমন এক লোক ছিল যে, রাজা-বাদশাহদের কাছে যাইত এবং তাহাদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা অর্জন করিত। হযরত উমর (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উতারিদকে বাজারে দাঁড়াইয়া রেশমী ডোরা কাটা 'হুল্লা' বিক্রি করিতে প্রত্যক্ষ করিলাম। আপনি যদি ইহা ক্রয় করিয়া আরবের কোন প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আগমন করিলে পর পরিধান করিতেন। (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি আরও বলিয়াছেন এবং জুমু'আর দিনেও পরিধান করিতেন (তাহা হইলে উত্তম হইত)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, রেশমী বস্ত্র সেই লোকই দুন্‌ইয়াতে পরিধান করিবে, আখিরাতে যাহার কোন অংশ নাই। অতঃপর একদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন কিছু রেশমী ডোরা কাটা 'হুল্লা' আসিল তখন তিনি উহার একটি হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে অপর একটি উসামা বিন যায়দ (রাযি.)-এর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অধিকন্তু আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)কেও তিনি একটি 'হুল্লা' দিলেন এবং বলিলেন, ইহা ফাড়িয়া ওড়না বানাইয়া তোমার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।

তিনি (ইবন উমর রাযি.) বলেন, অতঃপর উমর (রাযি.) তাঁহার (কাছে প্রেরিত) হুল্লাটি নিয়া আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আপনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন অথচ গতকাল উতারিদ-এর 'হুল্লা' সম্পর্কে আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, পরিধান করার জন্য ইহা আমি তোমার কাছে প্রেরণ করি নাই; বরং আমি ইহা তোমার নিকট পাঠাইয়াছি যাহাতে তুমি ইহা বিক্রি করিয়া উপকৃত হইতে পার। এইদিকে উসামা (রাযি.) তাঁহার (কাছে প্রেরিত) হুল্লাটি তিনি পরিধান করিয়া বিকালে বাহির হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি এমনভাবে তাকাইলেন যে, তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কাজকে অপছন্দ করিয়াছেন। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এইভাবে আমার প্রতি তাকাইয়াছেন কেন? আপনিই তো ইহা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তোমার কাছে এই জন্য পাঠাই নাই যে, তুমি ইহা পরিধান করিবে; বরং ইহা এইজন্য পাঠাইয়াছি যাহাতে তুমি ইহা ফাড়িয়া ওড়না বানাইয়া তোমার মহিলাদের প্রদান কর।

(৫২৭৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". أَوْ "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ".

(৫২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন

উমর (রাযি.) বলিয়াছেন, একদা উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) মোটা রেশমের তৈরী একটি 'হুল্লা' বাজারে বিক্রি হইতে দেখিয়া উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই (হুল্লা)টি ক্রয় করুন। তাহা হইলে ঈদ এবং প্রতিনিধি দলের আগমনকালে ইহা দ্বারা আপনি সজ্জিত হইতে পারিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা কেবল সেই ব্যক্তিরই (দুন্‌ইয়াবী) পোশাক, যাহার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর উমর (রাযি.) আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে একটি গাঢ় রেশমের জুব্বা পাঠাইলেন। তখন হযরত উমর (রাযি.) উহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে এমন একটি পোশাক পাঠাইলেন, যাহার (আখিরাতে) কোন হিস্‌সা নাই কিংবা আপনি ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা তো সেই ব্যক্তি পরিধান করে যাহার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। অথচ আবার আপনি ইহা আমার কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, (ইহা তুমি পরিধান করার জন্য প্রদান করি নাই; বরং) ইহা তুমি বিক্রি করিয়া নিজের প্রয়োজন পূরণ করিতে পার।

(৫২৭৭) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫২৭৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوِ اشْتَرَيْتَهُ. فَقَالَ "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ. قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا".

(৫২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (একদা) হযরত উমর (রাযি.) উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির কাছে একটি রেশমী কিংবা গাঢ় রেশমীর তৈরী কাবা প্রত্যক্ষ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি যদি ইহা ক্রয় করিতেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো কেবল সেই লোকই পরিধান করিবে (আখিরাতে) যাহার কোন হিস্‌সা নাই। অতঃপর রেশমী ডোরা কাটা একটি 'হুল্লা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি উহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি (উমর রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি ইহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন? অথচ এই জাতীয় বস্ত্র সম্পর্কে আপনি যাহা বলিবার উহা বলিতে আমি শ্রবণ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তো তোমার কাছে ইহা এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহা বিক্রয় করিয়া উপকৃত হইতে পার।

(৫২৭৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا".

(৫২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির

কাছে (বিক্রির জন্য রক্ষিত একটি কাবা) প্রত্যক্ষ করিলেন। অতঃপর তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই হাদীছে বলিয়াছেন, আমি ইহা তোমার কাছে প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে পার। পরিধান করার উদ্দেশ্যে ইহা তোমার কাছে পাঠানো হয় নাই।

(৫২৮০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالاً".

(৫২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন : ইসতাবরাক কি? তিনি বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম, মোটা ও অমসৃণ রেশমী বস্ত্র। অতঃপর তিনি (ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হযরত উমর (রাযি.) জনৈক ব্যক্তির কাছে 'ইসতাবরাক' (গাঢ় রেশম)-এর তৈরী 'হুল্লা' দেখিয়া উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি (ইয়াহইয়া রহ.) তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, বস্তুতঃ আমি ইহা তোমার কাছে শুধুমাত্র এই জন্য পাঠাইয়াছি যাহাতে তুমি ইহার (বিক্রির) মাধ্যমে সম্পদ লাভ করিতে পার।

(৫২৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

(৫২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম, তিনি আতা (রহ.) (-এর সন্তানদের মামাও হইতেন) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আসমা (রাযি.) আমাকে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর কাছে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনি নাকি তিনটি জিনিসকে হারাম মনে করেন। নক্শা বিশিষ্ট কাপড়, গাঢ় লাল রং-এর মীছারা (অশ্বপৃষ্ঠের গদি) ও পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা। তখন আমাকে আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, আপনি যে রজব মাসের (রোজা রাখা হারাম হওয়ার) কথা উল্লেখ করিলেন ইহা সেই ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যিনি (নিষিদ্ধ পাঁচদিন ব্যতীত) সারা বৎসর রোযা রাখেন? আর যে আপনি কাপড় নকশার কথা উল্লেখ করিলেন এই সম্পর্কে আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, রেশমী কাপড় (দুন্ইয়াতে) কেবল সেই

লোকই পরিধান করিবে যাহার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। তাই আমার আশংকা হইল নকশাও ইহার (রেশমের) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। আর সে গাঢ় লাল বরং-এর মীছারা (জিন, গদি) সে তো আবদুল্লাহরই মীছারা (পশম নির্মিত গদি)। (রাবী বলেন) প্রত্যক্ষ করিলাম যে, বস্তুতঃভাবে উহা লাল রং-এর। অতঃপর আমি আসমা (রাযি.)-এর কাছে ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে এই সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুব্বা। এই বলিয়া তিনি কিসরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কিসরার সহিত সম্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং-এর পুরুষের পরিধানের একটি জুব্বা বাহির করিলেন যাহার পকেটটি ছিল গাঢ় রেশমের তৈরী এবং ইহার (সামনে ও পিছনের) ফাঁকদ্বয় ছিল গাঢ় রেশমের দ্বারা সেলাইকৃত। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, ইহা (আমার বোন উম্মুল মুমিনীন) আয়িশা (রাযি.)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিল। তাঁহার ইনতিকালের পর আমি ইহা নিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পরিধান করিতেন। তাই আমরা রোগীদের শেফার জন্য ইহা ধৌত করি এবং সেই পানি তাহাদেরকে পান করাইয়া দিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ (আসমা (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফে اللباس অধ্যায়ে باب الرخصة এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:১০১)

الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ (নকশাকৃত কাপড়) অর্থাৎ النقوش في الثوب (কাপড়ের মধ্যে কারুকাজ, নকশাকৃত কাপড়)। -(তাকমিলা ৪:১০১)

مِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ (গাঢ় লাল রং-এর জিন)। ميثرة শব্দের ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদের প্রথমে ৫২৬০নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। আর الارجوان শব্দটি সঠিক পঠনে همزه এবং ج বর্ণে পেশ এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলের ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহাকে همزه বর্ণে যবর ও ج বর্ণে পেশ দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহাকে ভুল বলিয়াছেন, অতঃপর তিনি الارجوان এর ব্যাখ্যায় বলেন, অভিধানবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন هو صبغ احمر شديد الحمرة (উহা হইল গাঢ় লাল রং-এ রঙিনকৃত বস্ত্র)। অনুরূপই আল্লামা আবূ উবায়দ ও জমহুর (রহ.) বলেন, আর আল্লামা ফাররা (রহ.) বলেন, هو الحمرة (উহা লাল রঙ)। আল্লামা ইবনুল ফারিস (রহ.) বলেন, উহার প্রত্যেক রং লাল। আর কেহ বলেন, هو الصوف الاحمر (উহা হইল লাল পশম)। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইহা পু:লিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে সমভাবে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় هذا ثوب ارجوان (ইহা লাল মখমল, ইহা লাল পশমী বস্ত্র)। -(তাকমিলা ৪:১০২)

فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ (ইহা সেই ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যিনি সারা বৎসর রোযা রাখেন?) অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে রজব মাসে রোযা পালন করা হারাম হওয়ার প্রবক্তা বলা সহীহ নহে। কেননা, তিনি তো সদাসর্বদা রোযা পালন করেন, ফলে তিনি রজব মাসেও রোযা রাখেন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সদাসর্বদা রোযা পালনকারী নিষিদ্ধ (পাঁচ) দিন ব্যতীত পূর্ণ বছর রোযা পালন করেন। আর ইহা তাহার মতে জায়িয ছিল। -(তাকমিলা ৪:১০২)

فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ (তাই আমার আশংকা হইল নকশাও ইহার (রেশমের) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, নকশা বিশিষ্ট কাপড় ব্যবহার করা তিনি এই ভয়ে বর্জন করিতেন যে, ইহা রেশমের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এই কারণে নহে যে, নকশা বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা হারাম। -(তাকমিলা ৪:১০২)

فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ (দেখিলাম, আসলেই সেইটি গাঢ় লাল রং-এর)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে প্রত্যেক লাল রং-এর বস্ত্র ব্যবহার করা হারাম হওয়ার প্রবক্তা বলাও সহীহ নহে। কেননা, তিনি নিজেই তো গাঢ় লাল রং-এর জিন ব্যবহার করিতেন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, উহা লাল রং-এর ছিল বটে কিন্তু রেশমের তৈরী ছিল না; বরং উহা পশম কিংবা অন্য কোন সূতার তৈরী ছিল। উল্লেখ্য উহা কখনও রেশম দ্বারা তৈরী করা হয়

আবার কখনও পশম দ্বারা। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ রেশম দ্বারা তৈরী জিন তথা গদির উপর প্রয়োগ হইবে। -(তাকমিলা ৪:১০২)

جُبَّةً طَيَالَسَةٍ (সবুজ রং-এর পুরুষদের পরিধেয় লম্বা জুব্বা)। এই বাক্যটি اضافة (সম্বন্ধ পদ) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। الطيالسة শব্দটি طَيْلَسان (বুযুর্গ ব্যক্তিগণের পরিধেয় সবুজ রং-এর পোশাক বিশেষ, পুরুষের পরিধানের লম্বা চাদর বিশেষ) ط এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনের বহুবচন। هو لباس مخصوص يلبسه الملوك وغيرهم (ইহা বিশেষ পোশাক যাহা রাজা-বাদশা প্রমুখ পরিধান করেন)। كسروانية (কিসরাওয়ানী) শব্দটি পারস্য সম্রাট কিসরার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। -(তাকমিলা ৪:১০২)

لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ (যাহার (জুব্বার) পকেটটি ছিল গাঢ় রেশমের তৈরী)। اللبنة শব্দটির ل বর্ণে যের ب বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। رقعة فى جيب القميص (জামা (গাউন)-এর পকেট (বা গলাবন্ধ)-এর তালি (ছিল গাঢ় রেশমের তৈরী))।

وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ (এবং ইহার (সামনে ও পিছনের) ফাঁকদ্বয় ছিল গাঢ় রেশমের দ্বারা সেলাইকৃত)। উভয়টি উহ্য فعل (ক্রিয়া) হইতে منصوب (শেষ বর্ণে যবরযুক্ত) হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইতেছে ورايت فرجيها مكفوفين (এবং আমি ইহার (সামনে ও পিছনের) ফাঁকদ্বয় গাঢ় রেশমের দ্বারা সেলাইকৃত দেখিয়াছি)। فرج الجبة (জুব্বার ফাঁক তথা ফাটল) ف বর্ণে পেশ কিংবা যবর দ্বারা পঠনে شقها (জুব্বার ফাটল, বিদারণ, অংশ) আর الفرجان হইল الشقان (ফাঁকদ্বয়, ফাটলদ্বয়) একটি ফাঁক পিছনের দিকে অপর একটি সামনের দিকে। আর المكفوف হইল المخيط (সেলাইকৃত, সেলাই করা)।

আর হযরত আসমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিধেয় মুবারক জুব্বাটি যাহা রেশমের দ্বারা সেলাইকৃত ছিল উহা বাহির করিয়া আনার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যাহাতে তিনি দেখাইতে পারেন কাপড়, জুব্বা, পাগড়ী ও অনুরূপ অন্যান্য কাপড়ে পার্শ্ব যদি রেশম দ্বারা সেলাইকৃত থাকে তবে তাহা পুরুষদের জন্য পরিধান করা জায়িয যদি উহা চারি আঙ্গুলের অধিক না হয়। আর যদি চারি আঙ্গুলের অধিক হয় তাহা হইলে হারাম। যেমন আগত ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:১০২-১০৩)

فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا (তাই আমরা রোগীদের শেফার উদ্দেশ্যে ইহা ধৌত করি এবং সেই পানি তাহাদের পান করাইয়া দিয়া থাকি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সালিহীনের নিদর্শনসমূহ দ্বারা বরকত লাভের নিয়্যত করা জায়িয আছে। বিস্তারিত ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১০৩)

(৫২৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذُبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ".

(৫২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... খালীফা বিন কা'ব আবূ যুবয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে খুত্বায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সাবধান, তোমরা তোমাদের মহিলাদের রেশমী কাপড় পরাইবে না। কেননা, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রেশমী কাপড় পরিধান করিও না। কেননা, যেই ব্যক্তি উহা দুন্ইয়াতে পরিধান করিবে, আখিরাতে সে উহা পরিধান করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَاتُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ (তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে রেশমী কাপড় পরাইবে না)। ইহা আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর মাযহাব। তাহার মতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা জায়িয নাই। এমনকি মহিলাদের জন্যও নহে। আর ইহা হযরত আলী ইবন উমর, হুযায়ফা, আবূ মূসা (রাযি.)-এর অভিমত। আর ইহা হাসান ও ইবন সীরীন (রহ.)-এরও অভিমত। -(ফতহুল বারী ১০:২৮৫)

তবে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর পরবর্তীতে উম্মতের ঐকমত্যে মহিলাদের জন্য রেশম বস্ত্র পরিধান করা মুবাহ। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, আলোচ্য রিওয়ায়তে হযরত উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে ব্যাপকতার উপর প্রয়োগ করিয়া আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) নিজের অভিমতের পক্ষে দলীল দিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাছে মহিলাদের জন্য রেশম পরিধান করা হারাম হওয়ার উপর সুস্পষ্ট কোন দলীল নাই। অথচ ইতোপূর্বে হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর ও উসামা (রাযি.)কে গাঢ় রেশমের বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা ইহাকে খণ্ড করিয়া মহিলাদের জন্য ওড়না তৈরী করিয়া দাও। হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, ان النبى صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرامان على ذكور امتى حل لاناثهم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম এবং স্বর্ণ হাতে নিয়া ইরশাদ করিলেন, এতদুভয় আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, তাহাদের মহিলাদের জন্য হালাল)। এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রেশমী বস্ত্র মহিলাদের জন্য পরিধান করা জায়িয। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে পুরুষদের সহিত বিশেষিত হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১০৩)

(৫২৮৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ "إِلَّا هَكَذَا". وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هٰذَا فِي الْكِتَابِ. قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

(৫২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবূ উছমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা 'আজারবাইজান'-এ ছিলাম, এমতাবস্থায় উমর (রাযি.) আমাদের (প্রশাসকের) নিকট পত্র লিখিলেন, হে উতবা বিন ফারকাদ (রাযি.)! এই সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতা মাতারও কষ্টার্জিত নহে। কাজেই ইহা হইতে তুমি যেইভাবে নিজ গৃহে তৃপ্তিসহকারে আহার কর সেইভাবে মুসলমানদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদেরকেও তৃপ্তিসহকারে আহার করাও। সাবধান, বিলাসিতা, মুশরিকদের বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তবে এই পরিমাণ জায়িয আছে। তখন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্রিত করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। রাবী যুহায়র (রহ.) বলিলেন, আসিম (রহ.) বলিয়াছেন, ইহা কিতাবে আছে। তিনি (রাবী) বলেন, আর যুহায়র (রহ.) আঙ্গুলদ্বয় উঠাইলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (আবূ উছমান (রহ.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের اللباس অধ্যায়ে باب لبس الحرير للرجال এ আছে। -(তাকমিলা ৪:১০৪)

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ (এই সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়)। الكد হইল التعب (ক্লান্তি, পরিশ্রম, ক্লেশ) এবং المشقة (কষ্ট, ক্লেশ, জটিলতা)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে এই সম্পদ যাহা তোমার কাছে আছে তাহা তোমার উপার্জিত নহে, যাহা উপার্জন করিতে তোমাকে পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইয়াছে। আর না তোমার পিতামাতার উপার্জিত যাহা তুমি তাহাদের হইতে উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছ; বরং ইহা মুসলমানদের সম্পদ। ইহাতে তাহারা অংশীদার রহিয়াছে। ইহাতে কাহারও বিশেষত নাই। কাজেই তুমি যেমন ইহা হইতে তৃপ্তিসহকারে আহার কর তদ্রূপ মুসলমানদেরকে তৃপ্তিসহকারে আহার করিতে দাও। তাহাদের কাছে তাহাদের রিযিক পৌঁছাইতে বিলম্ব করিও না। আর তাহাদের আবেদনের অপেক্ষা করিও না; বরং তাহাদের আবেদন ব্যতীত তাহাদের বাড়ীতে তাহাদের প্রাপ্য সম্পদ পৌঁছাইয়া দাও। শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১০৪)

إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (তাঁহার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় ...)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝায় যে, কেবল দুই আঙ্গুল পরিমাণ রেশম বস্ত্র পরিধান করা জায়িয। কিন্তু আগত (৫২৮৯নং) হাদীছে আছে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা প্রদানকালে বলিলেন, عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع (আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল কিংবা চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় (তবে জায়িয হইবে))। আর অনুচ্ছেদের এই হাদীছ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) সূত্রে আসিমুল আহওয়াল (রাযি.) হইতে বর্ণিত, উহাতে আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا ما كان هكذا وهكذا اصبعين وثلاثة واربعة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি এইরূপ, এইরূপ হয় তথা দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় (তবে জায়িয আছে))।

প্রকাশ্য যে, আলোচ্য রিওয়ায়তে শুধু দুই আঙ্গুলের কথা উল্লেখ আছে। তবে কম, বেশীকে নিষেধ করে না। এই কারণে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়িয হওয়ার ব্যাপারে উপর্যুক্ত রিওয়ায়তে প্রমাণিত হয়। ফলে জমহুরে উলামা নিষেধাজ্ঞা হইতে চার আঙ্গুল পরিমাণ ব্যতিক্রম রাখিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১০৫)

(৫২৮৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ.

(৫২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে এই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫২৮৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ إِلَّا هٰكَذَا". وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ.

(৫২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) ... আবূ উছমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা উতবা বিন ফারকাদ (রাযি.)-এর সহিত ছিলাম। এই সময় আমাদের কাছে হযরত উমর (রাযি.)-এর পত্র আসিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। রেশমী কাপড় পরিধান করিবেন না। তবে যেই ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরিধান করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন হিস্সা নাই। অবশ্য এই পরিমাণ জায়িয আছে।

আর রাবী আবূ উছমান (রহ.) তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন দুইটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন। এতদুভয়ের দ্বারা আমাকে তায়ালিসা (পুরুষ ব্যক্তিগণের পরিধেয় সবুজ রং-এর পোশাক বিশেষ)-এর বোতাম দেখানো হইল যখন আমি তায়ালিসা দেখিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرُيِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ (এতদুভয়ের দ্বারা আমাকে তায়ালিসার বোতাম দেখানো হইল)। رايتهما শব্দটি مجهول এর সীগায় পঠিত। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ ر বর্ণে যবর দ্বারা معروف হিসাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, রেশম বস্ত্র পরিধান করা হারাম হওয়ার হুকুম এই (দুই আঙ্গুল) পরিমাণ ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। الازرار শব্দটি الزر (ز বর্ণে যের দ্বারা পঠনে)-এর বহুবচন। আর ইহা হইতেছে বোতাম, যাহা দ্বারা কাপড়ের কিছু অংশ অপর অংশের সহিত জড়ো করা হইয়া থাকে। আর কাযী ইয়ায (রহ.) নিজ শরহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই স্থানে ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে اطراف الطيالسة (পুরুষ ব্যক্তিদের পরিধেয় পোশাক বিশেষ বা চাদরের) চারিপাশ। -(ফতহুল বারী ১০:২৮৮)

(৫২৮৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৫২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) ... আবূ উছমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা উতবা বিন ফারকাদ (রাযি.)-এর সহিত ছিলাম। অতঃপর রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫২৮৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ.

(৫২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ উছমান নাহদী (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমরা উত্বা বিন ফারকাদ (রাযি.)-এর সহিত আজারবাইজান কিংবা সিরিয়া ছিলাম। তখন আমাদের (নেতার) কাছে হযরত উমর (রাযি.)-এর নিকট হইতে এই মর্মে একটি পত্র আসিল যে, আম্মা বা'দু, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে দুই আঙ্গুল পরিমাণ হইলে জায়িয। রাবী আবূ উছমান (রহ.) বলিলেন, ফলে আমাদের অনুধাবন করিতে বিলম্ব হইল না যে, তিনি (ইহা দ্বারা রেশমের) নকশী ও কারুকার্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ (ফলে আমাদের অনুধাবন করিতে বিলম্ব হইল না যে, তিনি (ইহা দ্বারা রেশমের) নকশী ও কারুকার্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন)। কোন বিষয়ে যদি বিলম্ব ও দেরী করা হয় তখন عتّم الشئ বলা হয়। আর যখন উহা পিছাইয়া দেওয়া হয় عتّمته বলা হয়। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, হযরত উমর (রাযি.) استثناء (ব্যতিক্রম) দ্বারা 'কাপড়ের (রেশমের) কারুকার্য'-কে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কাজেই এই পরিমাণ রেশমের নকশী ও কারুকার্য বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা জায়িয। -(তাকমিলা ৪:১০৬)

মাসিক আল-হক -১৪-৭/১

(৫২৮৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ.

(৫২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি আবূ উছমান (রহ.)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫২৮৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

(৫২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর আল কাওয়ারীরী, আবূ গাস্‌সান আল মিসমাঈ। যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সুওয়ায়দ বিন গাফালা (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, (একদা) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) জাবিয়া নামক স্থানে খুত্‌বা প্রদানকালে বলিলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেশমী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল কিংবা চার আঙ্গুল পরিমাণ (রেশমের কারুকার্য) হয় (তাহা হইলেও জায়িয হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ (সুওয়ায়দ বিন গাফালা রহ.)। غَفَلَةَ শব্দটির **ف - غ** এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি মাখযারামী ছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় এমন সময় আগমন করিয়া ছিলেন যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাফন সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ইয়ারমূক বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন তাপস ও বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি ১২০ বছর হায়াত পাইয়াছিলেন। -(আত-তাহযীব ৪:২৭৮)-(তাকমিলা ৪:১০৬)

بِالْجَابِيَةِ (জাবিয়া) শব্দটির ب বর্ণে যের ى বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠনে قرية من اعمال دمشق)) (সিরিয়ার রাজধানী) দামেস্ক অঞ্চলের একটি জনপদ)। সেই স্থানেই হযরত উমর (রাযি.) এই মশহুর খুত্‌বা দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:১০৭)

(৫২৯০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুয্‌যিয়্যী (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الرُّزِّيُّ (রুয্‌যিয়্যী) الرز (আর-রুয্‌য)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত তিনি হইলেন الارز (আল-আরুয্‌য)। আর কখনও তাহাকে الارزى ও বলা হয়। তিনি সত্যবাদী ও আমানতদারীদের হইতে একজন শায়খ ছিলেন। তিনি ছিকাক ছিলেন। হিজরী ২৩১সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন (আল-আনসার লি সুমআনী ৬:১১৬)-(ঐ)

(৫২৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ " نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ ". فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ " إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ ". فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

(৫২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী, ইয়াহইয়া বিন হাবীব ও হাজ্জাজ বিন শাঈর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাঢ় রেশমের তৈরী একটি 'কাবা' পরিধান করিলেন, যাহা তাঁহাকে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি উহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিলেন। অতঃপর উহা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে ইহা তড়িঘড়ি করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে ইহা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেই বস্তু অপছন্দ করিলেন উহা আমাকে প্রদান করিলেন। কাজেই আমার উপায় কি? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা আমি আপনাকে পরিধান করিতে প্রদান করি নাই। আমি তো শুধুমাত্র আপনাকে বিক্রি করিবার জন্য প্রদান করিয়াছি, অতঃপর তিনি উহা দুই হাজার দিরহামে বিক্রি করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ (অতঃপর তিনি উহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিলেন)। অর্থাৎ اسرع في نزعه (উহা খুলিয়া ফেলার মধ্যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ইহা পরিধান করার পূর্ব পর্যন্ত গাঢ় রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। পরে এই হুকুম নিয়া হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন। আর এই কারণে ইমাম নাসাঈ (রহ.) অনুচ্ছেদ করিয়াছেন। باب نسخ لبس الديباج الخ (গাঢ় রেশমী বস্ত্র পরিধান রহিত হওয়ার বিবরণ)।

فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ (অতঃপর তিনি উহা দুই হাজার দিরহামে বিক্রি করিলেন)। এই ঘটনা এবং ইতোপূর্বে (৫২৭৩নং হাদীছে) বর্ণিত الحلة سيراء (রেশমী ডোরা কাটা হুল্লা)-এর ঘটনা এক নহে। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১০৮)

(৫২৯২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ ".

(৫২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আলী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী ডোরা কাটা একটি হুল্লা হাদিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি উহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর আমি উহা পরিধান করিলে তাঁহার মুবারক চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি ইহা পরিধান করার জন্য তোমার কাছে প্রেরণ করি নাই। আমি তো কেবল তোমার কাছে এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, তুমি ইহা খণ্ড করিয়া ওড়না তৈরী করিয়া মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَلِيٍّ (আলী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের اللباس অধ্যায়ে باب الحرير للنساء-এ আছে। তাহা ছাড়া الهبة ও النفقات অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ৪:১০৮)

(৫২৯৩) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرَنِي .

(৫২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আওন (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে রাবী মুআয (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : অতঃপর তিনি আমাকে (এই মর্মে) নির্দেশ দিলেন (যাহাতে উহা দ্বারা মহিলাদের ওড়না তৈরী করিয়া দেই। তখন) আমি উহা (খণ্ড করিয়া ওড়না তৈরী পূর্বক) আমার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলাম। আর রাবী মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, অতঃপর আমি উহা (খণ্ড করিয়া ওড়না তৈরী পূর্বক) আমার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলাম। আর তিনি فَأَمَرَنِي (অতঃপর তিনি আমাকে (এই মর্মে) নির্দেশ দিলেন) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَطَرْتُهَا অর্থাৎ قسمتها (আমি উহা (ওড়না তৈরী করিয়া) বন্টন করিয়া দিলাম)। যেমন বলা হয় طار لى فى القسمة كذا (বন্টনে আমার জন্য অনুরূপ হইয়াছে) অর্থাৎ صار لى (আমার জন্য হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:১০৮)

(৫২৯৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ "شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ". وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ "بَيْنَ النِّسْوَةِ".

(৫২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আলী (রযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, দূমা নিবাসী উকায়দির নামে জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি রেশমী কাপড় হাদিয়া দিলে তিনি উহা আলী (রাযি.)কে প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তুমি ইহা (খণ্ড করিয়া ওড়না তৈরী পূর্বক) ফাতিমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আর রাবী আবূ বকর ও আবূ কুরায়ব (রহ.) 'মহিলাদের মধ্যে' কথাটি বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُكَيْدِرَ (উকায়দির) শব্দটির همزه বর্ণে পেশ ك বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি উকায়দির বিন আবদুল মালিক। তিনি দুমাতুল জান্দাল-এর নেতা ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক হইতে খালিদ বিন ওলীদ (রাযি.)কে তাহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর তাহার সহিত সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। কতক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইহার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুহাক্‌কিকীনের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) খিলাফত যুগে সে নিজ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিবার দায়ে খ্রীস্টান অবস্থায় হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযি.)-এর হাতে নিহত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১০৮)

دُومَـةَ (দূমা, দাওমা) শব্দটির د বর্ণে পেশ এবং যবর দ্বারা পঠিত। ইহা একটি শহর, যাহার উন্মুক্ত অঞ্চলে প্রথাগত প্রাচীন একটি দুর্গ রহিয়াছে। তথায় খেজুর বাগান ও শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। যাহাতে সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয়। উহার আশে পাশে অল্প কতক ঝরনা রহিয়াছে। সাধারণতঃ তাহারা যব চাষ করে। দূমা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ১৩ মারহালা এবং আর দামেস্ক হইতে প্রায় ১০ মারহালা দূরত্বে অবস্থিত। -(শরহে নওয়াভী ২:১৯২)-(তাকমিলা ৪:১০৯)

شَـقِّـقْـهُ خُـمُـرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ (তুমি ইহা (খণ্ড করিয়া ওড়না তৈরী করতঃ) ফাতিমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও)। তাঁহারা হইলেন তিনজন। ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ফাতিমা বিন আসাদ, তিনি হইলেন হযরত আলী (রাযি.)-এর মাতা এবং ফাতিমা বিন্‌ত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.)। কিন্তু আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাযি.) চারিজন ফাতিমার মাঝে উহা বন্টন করিয়াদিয়াছিলেন। চতুর্থ হইলেন সম্ভবতঃ ফাতিমা বিন শায়বা বিন রবীআ। তিনি উকায়ল বিন আবূ তালিবের স্ত্রী। হযরত আলী (রাযি.) তাহাকে দেওয়ার কারণ হইতেছে যে, তাহার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ছিল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাফির ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয। রেশমের হাদিয়া পুরুষ ব্যক্তি গ্রহণ করা এবং তাহার মহিলাদের পরিধানের জন্য দেওয়া জায়িয। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২:১৯২, তাকমিলা ৪:১০৯)

(৫২৯৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

(৫২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি রেশমের ডোরা কাটা পরিধেয় একটি হুল্লা দিলেন। আমি উহা পরিধান করিয়া বাহির হইলে তাঁহার মুবারক চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর আমি উহা খণ্ড করিয়া (ওড়না প্রস্তুত করত) আমার মহিলাদের মাঝে বন্টন করিয়া দিলাম।

(৫২৯৬) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا".

(৫২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররুখ ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)-এর নিকট একটি পাতলা রেশমী জুব্বা পাঠাইলেন। তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, আপনি ইহা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, অথচ আপনি ইহার সম্পর্কে যাহা ইরশাদ করার ইরশাদ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি ইহা আপনার নিকট এই জন্য প্রেরণ করি নাই যে, আপনি উহা পরিধান করিবেন। আমি তো শুধুমাত্র এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, আপনি ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা উপকৃত হইবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ (পাতলা রেশমী জুব্বা ...)। السندس হইল এক প্রকার রেশমী কাপড়। -(তাকমিলা ৪:১০৯)

(৫২৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

(৫২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুন্‌ইয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করিবে, আখিরাতে সে উহা পরিধান করিতে পারিবে না।

(৫২৯৮) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

(৫২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা আর-রাযী (রহ.) তিনি ... আবূ উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুন্‌ইয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করিবে, আখিরাতে সে উহা পরিধান করিতে পারিবে না।

(৫২৯৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ "لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ".

(৫২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমের তৈরী পিছনে বিদীর্ণ একটি কাবা হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি উহা পরিধান করিলেন। অতঃপর উহা পরিধেয় অবস্থায় সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর সালাত শেষে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাবাটি খুব তড়িঘড়ি করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন, যেন তিনি ইহা অপছন্দ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পরিধান করা সমীচীন নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الصلوة অধ্যায়ে باب من صلى فى فروج حرير ثم نزعه এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:১১০)

فَرُّوجُ حَرِيرٍ (পিছনে ফাঁক বিশিষ্ট রেশমী কাবা)। فروج শব্দটির ف বর্ণে পেশ ر বর্ণে তাশদীদসহ পেশ দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে القباء المفرج من خلف (পিছনে বিদীর্ণ থাকা কাবা)। -(তাকমিলা ৪:১১০)

فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ (তিনি উহা পরিধান করিলেন। অতঃপর উহা পরিধান অবস্থায়ই সালাত আদায় করিলেন)। এই হাদীছ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাপড়টি পরিধান করা এবং নামায আদায় করার ঘটনাটি রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম হওয়ার পূর্বেকার ছিল। ইতোপূর্বে হযরত জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫২৯১নং) হাদীছ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় : لبس النبى صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدى له - ثم اوشك ان نزعه فارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل له - قد اوشك ما نزعته يا رسول الله! فقال نهانى عنه جبرئيل (একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাঁটি রেশমের তৈরী একটি কাবা পরিধান করিলেন, যাহা তাঁহাকে হাদিয়া দেওয়া

হইয়াছিল। অতঃপর তিনি উহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই কাবাটি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে তড়িঘড়ি করিয়া ইহা খুলিয়া ফেলিলেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে ইহা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا (তখন তিনি উহা খুব তড়িঘড়ি করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন)। অর্থাৎ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইহা খুলিয়া ফেলিলেন। যাহা তাঁহার ধীরস্থির ও কোমল স্বভাবের বিপরীত ছিল। ইহা দ্বারা তাকীদসহ প্রমাণিত হয় যে, বস্তুতঃভাবে সেই সময়ই রেশম হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়।

لِلْمُتَّقِينَ (মুত্তাকীদের জন্য)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা খাঁটি রেশমী বস্ত্র হইবার কারণেই খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা অনারবদের পোশাক জাতীয় হওয়ার কারণে খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেননা, হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (যেই ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.)-এর অভিমত নকল করিবার পর বলেন, এই সম্ভাবনাটি মুত্তাকীন-এর তাফসীরের মর্মের উপর প্রয়োগ হইবে। কাজেই সাধারণ মুমিন লোকের ক্ষেত্রে প্রথম মর্মটি প্রয়োগ হইবে। আর যদি মুত্তাকীন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মুমিন মর্ম নেওয়া হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় মর্মটি প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১১০-১১১)

(৫৩০০) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ চর্ম রোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি-এর বিবরণ

(৫৩০১) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

(৫৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) তাহাদের জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ ও যুবায়র বিন আওয়্যাম (রাযি.)কে তাহাদের চর্ম রোগ বা অন্য কোন রোগের দরুন সফরে রেশমী জামাসমূহ পরিধানের অনুমিত দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) তাহাদের জানাইয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب الحرير في الحرب এ ও اللباس অধ্যায়ে باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكمة এর মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজা গ্রন্থেও আছে। -(তাকমিলা ৪:১১১)

فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ (রেশমী জামাসমূহ)। অনুরূপই অধিকাংশ নুসখায় এতদুভয় পদে معرف باللام দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া সম্ভব যে, الحرير (রেশম) শব্দটি القمص (জামাসমূহ) হইতে بدل হইয়াছে। আর ইহাকে আল্লামা নওয়াভী (রহ.) নিজ শরহের মধ্যে اضافة হিসাবে في قمص الحرير (রেশমী জামাসমূহে) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অধিক স্পষ্ট।

هي مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (তাহাদের উভয়ের চর্ম রোগর দরুন)। الحكة শব্দটির ح বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الحساسية في الجلد (ইহা হইল চামড়ার মধ্যে অ্যালার্জি হওয়া, চর্মরোগ)। আর আগত হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত (৫৩০৫নং) হাদীছে আছে شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل (তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (শরীরে) উকূনের অভিযোগ করিলেন)। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা হয়তো উকূনের কারণেই অ্যালার্জি হইয়া থাকিবে।

জমহুরে উলামা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, যুদ্ধে ও চর্মরোগের দরুন পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা জায়িয। ইহা ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমতও। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, কাপড়ের প্রস্থের সুতা রেশমী এবং লম্বা দিকের সুতা রেশমী ছাড়া অন্য সুতা দ্বারা তৈরী (মিশ্রিত) কাপড় যুদ্ধের স্থলে পুরুষদের জন্য জায়িয। তবে ইহাও যুদ্ধ ও রোগ ব্যতীত পরিধান করা মাকরূহ। আর খাঁটি রেশমী কাপড় বাধ্যতা (اضطرار) ছাড়া পুরুষদের পরিধান করা বৈধ নহে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আলোচ্য হাদীছকে বাধ্যতা (اضطرار)-এর উপর প্রয়োগ করেন। যখন তাহার জন্য সফরের মধ্যে খাঁটি রেশম ব্যতীত অন্য কাপড় সহজলভ্য না হয় কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে তাহাদের উভয়ের জন্য রেশম মিশ্রিত (লম্বা সুতা রেশম ছাড়া এবং প্রস্থের সুতা রেশম দ্বারা তৈরী) কাপড় পরিধান করা বৈধ করিয়া দিয়াছিলেন। খাঁটি রেশম নহে। কিংবা এই হুকুম তাহাদের উভয়ের জন্য খাস ছিল। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক ইরশাদ : هذان حرام على ذكور امتى حل لاناثها (এতদুভয় (রেশম ও স্বর্ণ) আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য (ব্যবহার করা) হারাম, মহিলাদের জন্য হালাল)।

জমহুরে উলামা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের শর্তহীন হাদীছসমূহ দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্যতা (اضطرار), রেশম মিশ্রিত এবং বিশিষ্টতার বন্ধীত্ব না করিয়া অনুমতি দিয়াছেন। ই'লাউস সুনান গ্রন্থকার ১৭:৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই অনুচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমতে অধিক পরহেজগারি ও অধিক সাবধানতা রহিয়াছে। আর সাহেবায়নের অভিমতে রহিয়াছে অধিক প্রশস্ততা, অধিক শক্তিশালী ও অধিক সংরক্ষিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১১১-১০২)

(৫৩০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ.

(৫৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি فِي السَّفَرِ (সফরের মধ্যে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৩০৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

(৫৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র বিন আওয়্যাম ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.)কে তাহাদের উভয়ের চর্ম রোগের দরুন রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়াছেন কিংবা তিনি বলেন, তাঁহাদের উভয়কে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

(৫৩০৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৩০৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

(৫৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ ও যুবায়র বিন আওয়্যাম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (শরীরে) উকূনের অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদের উভয়কে এক যুদ্ধে রেশমী জামাসমূহ পরিধান করিবার অনুমতি দেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা (হলুদ রং-এ) রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৫৩০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا ".

(৫৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফুর ঘাস দ্বারা (হলুদ রং-এ) রঞ্জিত দুইটি কাপড় দেখিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই এইগুলি কাফিরদের কাপড়। সুতরাং তুমি ইহা পরিধান করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (উসফুর দ্বারা রঞ্জিত দুইটি কাপড়)। مُعَصْفَرَيْنِ অর্থাৎ مصبوغين بعصفر (উসফুর দ্বারা রঞ্জিত কাপড়দ্বয়)। الْعُصْفُر শব্দটির ع ও ف বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ نبات كانوا يسيغون به الثياب بلون اصفر (একপ্রকার গুল্ম যাহা দ্বারা তাহারা কাপড়কে হলুদ রং-এ রঞ্জিত করিত, **Safflower**)।

উসফুর ঘাস দ্বারা (হলুদ রং-এ) রঞ্জিত কাপড় পুরুষদের জন্য পরিধান করা নিষেধ হওয়ার উপর আলোচ্য হাদীছ নস তথা মূলসূত্র। হানাফীগণের নির্বাচিত অভিমত হইতেছে, ইহা পরিধান করা পুরুষদের জন্য মাকরূহে তাহরিমা, মহিলাদের জন্য নহে। -(দররুল মুখতার ৫:৩৫১ এবং আশআতুল লুমআত ৩:২৯৬)। শাফেয়ীগণের মশহুর অভিমত অনুযায়ী ইহা পরিধান করা মুবাহ। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতেও অনুরূপ অভিমত নকল করিয়াছেন। কিন্তু হানাফীগণের মুখতার তথা প্রধান অভিমত হইতেছে মাকরূহে তাহরিমা যেমন ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি ইহা পরিধান করাকে মুবাহ বলিয়াছেন। আর অন্যান্য কাপড় ইহা হইতে আফযল। তাহার হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, ইহা ঘরে পরিধান করা মুবাহ এবং মাহফিলে ও বাজারে পরিধেয় অবস্থায় যাওয়া নিষেধ। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন

যে, ইহা পরিধান করা মাকরূহে তানযিহী। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে পৌঁছে নাই। যদি পৌঁছিত তবে অবশ্যই তিনি নিষেধ বলিতেন। ইমাম নওয়াভী (রহ.)-এর অভিমত এই দিকেই ঝুকানো। কেননা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং নিষেধাজ্ঞাই প্রাধান্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১১৩)

(৫৩০৭) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

(৫৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহারা উভয়ে রাবী খালিদ বিন মা'দান (রহ.) হইতে কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৩০৮) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ "أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا". قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا. قَالَ "بَلْ أَحْرِقْهُمَا".

(৫৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গায়ে উসফুর ঘাস দ্বারা (হলুদ রং-এ) রঞ্জিত দুইটি কাপড় দেখিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার মা কি তোমাকে ইহা পরিধান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন? আমি বলিলাম, (তাহা হইলে) এই দুইটি (কাপড়) ধৌত করিয়া ফেলি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন; বরং দুইটিকে জ্বালাইয়া ফেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا (তোমার মা কি তোমাকে ইহা পরিধান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন?) ইহার অর্থ হইতেছে, ইহা তো মহিলাদের পোশাক, তাহাদের রূপসজ্জা এবং তাহাদের নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

আর এতদুভয় কাপড় জ্বালাইয়া দেওয়ার নির্দেশ সম্পর্কে কেহ বলেন, ইহা শাস্তি এবং তাহাকে কঠোরভাবে বারণ এবং অন্যান্যদেরকে অনুরূপ কর্ম হইতে বাচিয়া থাকার জন্য ধমকের স্বরে ইরশাদ করা হইয়াছে। -(শরহে নওয়াভী ২:১৯৩)

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, পুড়াইয়া দেওয়ার নির্দেশের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এতদুভয়ের বিক্রয় কিংবা হেবা করা হইতে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া। আর এই الاحراق (দগ্ধকরণ) শব্দটির দ্বারা রূপকভাবে অস্বীকৃতিতে অতিশয়োক্তি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। আর কেহ বলেন; বরং তিনি বাস্তবে দগ্ধ করণই মর্ম নিয়াছেন। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, আবদুল্লাহ (রাযি.) উহা জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি আগমন করিলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি উহা কি করিয়াছ? তখন আবদুল্লাহ বিস্তারিত খবর জানাইলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এতদুভয় কাপড় তোমার পরিবারের মেয়েদের পরিধান করিতে প্রদান করিলে না কেন? কেননা, ইহা মহিলাদের পরিধানে কোন ক্ষতি নাই। আসলে হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) যখন দেখিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পরিধানে খুবই অপছন্দ করিয়াছেন। তাই তিনি কাপড় দুইটি জ্বালাইয়া দিলেন। তবে আল্লামা উবাই (রহ.) এই ঘটনাটি হাদীছের কিতাবসমূহের কাহারও সহিত সম্পর্কযুক্ত করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১১৩-১১৪)

(৫৩০৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

(৫৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাস্‌সী (এক প্রকার রেশমী কাপড়) ও মুআসফার (উসফুর ঘাস দ্বারা হলুদ রং-এ রঞ্জিত কাপড়) পরিধান করিতে, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতে এবং রুকূতে কুরআন পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (কাস্‌সী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। الْقَسِّيِّ শব্দটির ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার ব্যাখ্যা ৫২৬০নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহা এক প্রকার রেশমী কাপড়। -(তাকমিলা ৪:১১৪)

عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ (স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হইতে (নিষেধ করিয়াছেন))। এই মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অনুচ্ছেদে হইবে। যাহা ছয়টি অনুচ্ছেদের পরে আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:১১৪)

(৫৩১০) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

(৫৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন মাজীদ পাঠ করিতে, স্বর্ণ (-এর আংটি) ও উসফুর দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫৩১১) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

(৫৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতে, কাস্‌সী কাপড় পরিধান করিতে, রুকূ ও সাজদায় কুরআন মজীদ পড়িতে এবং উসফুর দ্বারা হলুদ রং-এ রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাতান কাপড়ের পোশাক পরিধানের ফযীলত-এর বিবরণ

(৫৩১২) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحِبَرَةُ.

(৫৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি (জবাবে) বলিলেন, কাতান কাপড়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْحِبَرَةُ শব্দটির ح বর্ণে যের ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, الحبرة শব্দটি عنبة এর ওযনে অর্থ ইয়ামানী গাউন। আল্লামা হারুবী (রহ.) বলেন, নকশাকৃত কাপড়। আল্লামা দাওদী (রহ.) বলেন, ইহার রঙ সবুজ। কেননা ইহা জান্নাতবাসীগণের পোশাক। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, ইহা ইয়ামানী চাদর যাহা তুলার তৈরী সুতা দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। আর ইহা তাহাদের মর্যাদাপূর্ণ কাপড় ছিল। -(ফতহুল বারী) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা কাতান কাপড় কিংবা قطن محبرة (সজ্জিত সুতার কাপড়) محبرة অর্থাৎ مزينة (সজ্জিত, শোভিত, অলংকৃত)।

التحبير হইল التزيين (সজ্জিত হওয়া, রূপসজ্জা করা) এবং التحسين (সুন্দর করণ, সজ্জিত করণ)। আর বলা হয় ثوب حبرة ইহা وصف হিসাবে আর ثوب حبرة বলা হয় اضافة হিসাবে। আর ইহাই অধিকাংশ ব্যবহার। আর الحبرة শশব্দটি একবচন এবং বহুবচনে حبر এবং حبرات ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:১১৫)

(৫৩১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةُ.

(৫৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাধিক প্রিয় কাপড় ছিল সুতার তৈরী কাপড়।

بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাসিধা পোশাক পরা। পোশাক, বিছানা প্রভৃতির ক্ষেত্রে মোটা ও সাধারণ কাপড়ের উপর সীমিত থাকা এবং পশমী ও নকশী কাপড় পরিধান করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫৩১৪) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

(৫৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযি.)-এর নিকট গেলে তিনি আমাদের সামনে ইয়ামানের তৈরী মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি ও মুলাব্বাদা নামক (তালিযুক্ত) একটি চাদর বাহির করিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি (আয়িশা রাযি.) আল্লাহর কসম করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটি কাপড় পরিধানরত অবস্থায় ওফাত হন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْمُلَبَّدَةُ (আল-মুলাব্বাদা) শব্দটির ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ المرقع (তালি লাগানো, তালিযুক্ত, জোড়াতালি দেওয়া) বলা হয়। لبدت القميص البدة (জামাটি তালি লাগানো হইয়াছে তালি লাগানোর মত) আর কেহ বলেন, যেই কাপড়ের মধ্যস্থল পুরু হয়। এমনকি জমাটবদ্ধের ন্যায় হয়। -(শরহে নওয়াভী ২:১৯৪)।

হাকিম ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:২৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন, الملبدة শব্দটি التلبيد (জমাটবাধা, গাদাগাদি করা)-এই اسم مفعول (কর্মবিশেষ্য)-এর সীগা। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, هو الثوب الضيق ولم يوافق (উহা সঙ্কীর্ণ কাপড়, যাহা অনুকূলে নহে)। -(তাকমিলা ৪:১১৬)

قُبِضَ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ (দুইটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ওফাত পান)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় এই দুই কাপড় পরিধেয় অবস্থায় ছিলেন। ইহা দ্বারা সেই বিষয়টি মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আড়ম্বরহীন জীবন-যাপন করিতেন। আর তাঁহার পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সাদাসিধা। -(তাকমিলা ৪:১১৬)

(৫৩১৫) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا.

(৫৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী, মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা আবূ বুরদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযি.) আমাদের সামনে একটি লুঙ্গি ও একটি তালিযুক্ত চাদর বাহির করিলেন। অতঃপর বলিলেন, এই (দুই কাপড় পরিধেয়) অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পান। রাবী ইবন হাতিম (রহ.) নিজ বর্ণিত হাদীছে 'মোটা লুঙ্গি' বলিয়াছেন।

(৫৩১৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا.

(৫৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি 'মোটা লুঙ্গি' বলিয়াছেন।

(৫৩১৭) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ.

(৫৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবরাহীম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর গায়ে দিয়া (ঘর হইতে) বাহির হইয়াছিলেন যাহাতে কালো পশমের উটের হাওদার ছবি ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ (তাঁহার মুবারক গায়ে চাদর দিয়া ... যাহাতে কালো পশমের উটের হাওদার ছবি ছিল)। المرط শব্দটির م বর্ণে যের ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ পরিধেয় পোশাক যাহা কখনও পশম ও চুল দ্বারা কিংবা কাতান কিংবা রেশম দ্বারা তৈরী হয়। আর المرحل শব্দটি ر এবং ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠনই সহীহ। জমহুরে উলামা অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং সুদক্ষগণ অনুরূপই সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর

উহা এমন কাপড় যাহাতে উটের হাওদার ছবি ছিল। এই ধরনের ছবিতে কোন দোষ নাই। বস্তুতভাবে প্রাণীর ছবিই হারাম। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, রেখাযুক্তি কাপড়কে المرحل বলে। কাযী ইয়ায (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, কতক রাবী ইহাকে مرجل (ج বর্ণ দ্বারা) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা হইল যাহার উপর মানুষের ছবি রহিয়াছে। প্রথম রিওয়ায়ত সঠিক। -(তাকমিলা ৪:১১৭)

(৫৩১৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.

(৫৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যেই বালিশের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিতেন উহা ছিল চামড়ার যাহার ভিতরে খেজুর বৃক্ষের ছাল ভর্তি ছিল।

(৫৩১৯) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

(৫৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই বিছানায় নিদ্রা যাইতেন উহা ছিল চামড়ার যাহার ভিতরে খেজুর বৃক্ষের ছাল ছিল।

(৫৩২০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ.

(৫৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহারা উভয়ে (فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) এর স্থলে ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার উপর নিদ্রা যাইতেন) রহিয়াছে। আর আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ "যাহার উপর তিনি নিদ্রা যাইতেন" রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ضِجَاعُ শব্দটির ض বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ما يرقد عليه (যাহার উপর তিনি নিদ্রা যাইতেন)। -(তাকমিলা ৪:১১৮)

بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিছানার চাদর তৈরী করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫৩২১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجْتُ "أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا". قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ".

(৫৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বিবাহ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বিছানার চাদর তৈরী করিয়াছ? আমি আরয করিলাম, আমরা বিছানার চাদর পাইব কোথায়? তিনি ইরশাদ করিলেন, অচিরেই ইহার ব্যবস্থা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرٍ (জাবির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب علامات النبوة المناقب অধ্যায়ের في الاسلام এ ও النكاح অধ্যায়ের باب الانماط ونحوها للنساء এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:১১৮)

أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا (তুমি কি বিছানার চাদর তৈরী করিয়াছ?) أَتَّخَذْتَ শব্দটির همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কেননা ইহা همزة استفهام (প্রশ্নবোধক হামযা)। আর الاتخاذ এর همزه টি وصل এর কারণে পতিত হইয়া গিয়াছে। আর সহীহ বুখারী ও তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে আছে هل لكم من انماط (তোমাদের জন্য কি বিছানা আছে?) আর الانماط শব্দটি النمط (ن এবং م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে)-এর বহুবচন। ইহা হইল ظهارة الفراش (বিছানার বহিরাবরণ)। আর কেহ বলেন, ظهر الفراش (বিছানার উপরিভাগ)। অধিকন্তু ইহা ঝালর বিশিষ্ট মনোরম বিছানা, যাহা হাওদার উপর ব্যবহার করা হয় উহার উপর প্রয়োগ হয়। আর কখনও আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিছানার চাদর ব্যবহার করা জায়িয যদি উহা রেশমী না হয়। -(নওয়াভী ২:১৯৪)

إِنَّهَا سَتَكُونُ (অচিরেই ইহার ব্যবস্থা হইবে)। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন অনুরূপই হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:১১৮)

(৫৩২২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا". قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ". قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ نَحِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهَا سَتَكُونُ".

(৫৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি যখন বিবাহ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বিছানার চাদর তৈরী করিয়াছ? আমি আরয করিলাম, আমরা বিছানার চাদর কোথায় পাইব? তিনি ইরশাদ করিলেন, অচিরেই ইহার ব্যবস্থা হইবে। জাবির (রাযি.) বলেন, আমার স্ত্রীর কাছে একটি বিছানার চাদর ছিল। আমি বলিলাম, তুমি ইহা (আমার বাড়ী হইতে) সরাইয়া ফেল। সে (জবাবে) বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইরশাদ করিয়াছিলেন, অচিরেই ইহার ব্যবস্থা হইবে?

(৫৩২৩) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فَأَدَعُهَا.

(৫৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সুফয়ান হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি فَأَدَعُهَا (তুমি ইহা হটাইয়া দাও) বাক্যটি রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা, পোশাক ইত্যাদি রাখা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৩২৪) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ".

(৫৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন যে, একটি বিছানা পুরুষের দ্বিতীয় বিছানা মহিলার, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি (যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহা) শয়তানের জন্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ (চতুর্থটি শয়তানের জন্য)। ইহার অর্থ হইতেছে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়। তখন বিছানা তৈরী করা তো অহঙ্কার, অহমিকা এবং দুনইয়ার সাজ-সজ্জায় মত্ত থাকার জন্য হয়। এই সকল গুনাবলী নিন্দনীয়, আর প্রত্যেক নিন্দনীয় বস্তু শয়তানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর কেহ বলেন, ইহা প্রকাশ্য অর্থের উপরই প্রয়োগ হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিছানা শয়তানের জন্যই হইবে, সে উহাতে রাত্রি যাপন করে এবং দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করে। যেমন কোন ঘরের মালিক রাত্রিতে নিজ ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ না করে তবে তাহার ঘরে শয়তান রাত্রিযাপন করে। আর স্বামী ও স্ত্রীর জন্য একাধিক বিছানা রাখাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা, অনেক সময় অসুস্থ ও অন্য কোন কারণে তাহাদেরকে পৃথক স্থানে শয়ন করিতে হয়। কতক বিশেষজ্ঞ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর সহিত নিদ্রা যাওয়া জরুরী নহে। কিন্তু এইরূপ প্রমাণ গ্রহণ যঈফ, কেননা ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে অসুস্থ বা অন্য কোন প্রয়োজনে পৃথক থাকা। যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যদিও স্ত্রীর সহিত নিদ্রা যাওয়া ওয়াজিব নহে। কিন্তু অন্য দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রকার ওযর না থাকিলে স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় নিদ্রা যাওয়া উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত কিয়ামুল লায়ল আদায় করিলেও তিনি স্ত্রীর সহিত নিদ্রা যাইতেন।

অতঃপর আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত তিন সংখ্যাটি সীমাবদ্ধকরণের জন্য নহে; বরং ইহা শ্রেণিবিন্যাসের জন্য। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে মুবাহ বিছানার শ্রেণিসমূহ বর্ণনা করা। এক প্রকার বিছানা নিজের জন্য, এক প্রকার স্ত্রীর জন্য আর এক প্রকার মেহমানদের জন্য। কাজেই প্রত্যেক প্রকার বিছানা প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক হইতে পারে। কখনো কোন ব্যক্তির বাড়ীতে অনেক মেহমান আগমনের কারণে অনেক বিছানার প্রয়োজন হইবে। কাজেই অধিক সংখ্যার বিছানা প্রয়োজনীয়। তাই তাহার জন্য তিন-এর অধিক বিছানা তৈরী করা মাকরূহ হইবে না। আর চতুর্থটি যাহা শয়তানের জন্য, বস্তুতভাবে উহা তো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হইবে যে গর্ব-অহঙ্কার ও অহমিকা প্রদর্শনে বিছানা তৈরী করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১১৯-১২০)

بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

অনুচ্ছেদ ঃ অহঙ্কার বশে (গিরার নীচে) কাপড় ঝুলাইয়া রাখা হারাম এবং যতখানি ঝুলাইয়া রাখা জায়িয ও মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৩২৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ".

(৫৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অহঙ্কারবশে তাহার কাপড় (টাখনুর নীচে) ঝুলাইয়া রাখে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ে من جر ثوبه من الخيلاء অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:১২০)

لَا يَنْظُرُ اللهُ (আল্লাহ তা'আলা তাকাইবেন না)। অর্থাৎ نظر رحمة (রহমতের দৃষ্টিতে)। -(তাকমিলা ৪:১২০)

إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (যেই ব্যক্তি তাহার কাপড় ঝুলাইয়া রাখে)। প্রকাশ্য যে, এই হুকুম চাদর, জামা ও লুঙ্গি সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক। সুতরাং এইগুলির প্রত্যেকটি ঝুলাইয়া রাখা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৪:১২০)

خُيَلَاءَ (অহঙ্কার বশে) শব্দটির خ বর্ণে পেশ ى বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ تكبرا (অহঙ্কার বশে) এবং التبختر এবং الزهو، الكبر، البطر، المخيلة، الخيلاء (নিজ আত্মতুষ্টে)। (واعجابا بنفسه) সবগুলি শব্দের কাছাকাছি অর্থ। আল্লামা রাগিব (রহ.) বলেন, الخيلاء হইতেছে অহঙ্কার, নিজেকে মানুষের সামনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন হইতে সৃষ্ট। আর التخيل হইল নফসের মধ্যে কোন বস্তুর কল্পনা অংকিত করা। -(ফতহুল বারী ১০:২৫৩)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, অহঙ্কার বশে না হইলেও লুঙ্গি ইত্যাদি পদযুগলের গিঠের নীচে ঝুলাইয়া পরিধান করা মাকরূহ তাহরিমা। তবে যদি অনিচ্ছাকৃত ঝুলিয়া যায় তবে উহা রুখসত।

নিষেধাজ্ঞার কারণসমূহের মধ্যে ঃ (ক) অপচয় যাহা নিষিদ্ধ হারামের দিকে নিয়া যায়। (খ) মহিলাদের সহিত সাদৃশ্যতা, (গ) অনুরূপ ঝুলাইয়া পরিধানকারী নাপাক হইতে নিরাপদ নহে। -(তাকমিলা ৪:১২০-১২১)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পাজামা, জামা ইত্যাদি নিসফে সাক পর্যন্ত পরিধান করা মুস্তাহাব, পদযুগলের গিঠ পর্যন্ত জায়িয। আর অহঙ্কার বশে গিঠ তথা টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরিধান করা হারাম। অন্যথায় মাকরূহ তানযিহী। আর উলামাগণের সর্বসম্মত মতে মহিলাদের জন্য ঝুলাইয়া পরিধান করা জায়িয। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:১৯৫)

(৫৩২৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادُوا فِيهِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন 'কিয়ামত দিবসে'।

(৫৩২৭) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الَّذِى يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫৩২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি অহংকার বশে তাহার কাপড়গুলি (পদযুগলের গিঠের নীচে) ঝুলাইয়া পরিধান করিবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না।

(৫৩২৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৩২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৩২৯) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অহংকার বশে তাহার কাপড় (টাখনুর নীচে) ঝুলাইয়া দিবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না।

(৫৩৩০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ.

(৫৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। রাবী উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (ثوبه তাহার কাপড়-এর স্থলে) ثِيَابَهُ (তাহার কাপড়সমূহ) বলিয়াছেন।

(৫৩৩১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذٰلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মুসলিম বিন ইয়ান্নাক (রহ.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাহার লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) ঝুলাইয়া চলিতে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, তুমি কোন বংশের লোক? সে তাহার বংশ পরিচয়

দিল। দেখা গেল সে বনূ লায়স বংশের লোক। ইবন উমর (রাযি.) তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি আমার এই দুই কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। যেই ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি ঝুলাইয়া রাখিবে, আর তাহার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অহংকার প্রকাশ করা, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি (রহমতের নযরে) তাকাইবেন না।

(৫৩৩২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ أَبِى يُونُسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى الْحَسَنِ وَفِى رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ". وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَهُ.

(৫৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী খালাফ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে মুসলিম আবুল হাসান (রহ.) সূত্রে আবূ ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ ছাড়া আর তাহাদের রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি ঝুলাইয়া দিবে এবং তাহারা ثوبه (তাহার কাপড়) কথাটি বলেন নাই।

(৫৩৩৩) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الَّذِى يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৫৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, হারূন বিন আবদুল্লাহ ও ইবন আবূ খালাফ (রহ.) তাঁহারা ... মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)-এর নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নাফি' ইবন আবদুল হারিছ (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম বিন ইয়াসার (রহ.)কে আদেশ দিলাম যে, তুমি ইবন উমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি অহংকার বশে তাহার লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) ঝুলাইয়া চলে? তিনি (রাবী) বলেন, এমতাবস্থায় আমি তাহাদের দুইজনের মধ্যে বসা ছিলাম। তিনি (ইবন উমর রাযি.) বলিলেন, আমি তাঁহাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাহার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না।

(৫৩৩৪) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى إِزَارِى اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ". فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ "زِدْ". فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

(৫৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় আমার লুঙ্গীটি একটু (টাখনুর নীচে) ঝুলিতেছিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার লুঙ্গিটি উপরে তোল। তখন আমি তাহা উপরে তুলিলে তিনি পুনরায় আরও উপরে। আমি

আরও উপরে তুলিলাম। তখন হইতে সদাসর্বদা আমি ইহার প্রতি সতর্ক থাকি। উপস্থিত লোকদের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, কত উপরে (উঠাইয়াছিলেন)? তখন তিনি বলিলেন, 'নিসফ সাক' পর্যন্ত।

(৫৩৩৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الأَمِيرُ جَاءَ الأَمِيرُ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا".

(৫৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি (হযরত উমর (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে) বাহরাইনের আমীর ছিলেন, একদা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, এক ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি ঝুলাইয়া চলিতেছে আর স্বীয় পা যমীনে মারিয়া বলিতেছে, আমীর আসিয়াছেন, আমীর আসিয়াছেন। (তখন আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দিকে তাকাইবেন না, যে তাহার লুঙ্গি (জামা, পা-জামা প্রভৃতি) অহংকার বশে ঝুলাইয়া চলে।

(৫৩৩৬) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

(৫৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইবন জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, মারওয়ান (রাযি.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। আর ইবন মুছান্না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, 'আবূ হুরায়রা (রাযি.) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।'

بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পোশাকের আনন্দে মগ্ন হইয়া আত্মগর্বে চলাচল করা হারাম-এর বিবরণ

(৫৩৩৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ".

(৫৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন সাল্লাম জুমাহী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, (পূর্ববর্তী উম্মতের) জনৈক ব্যক্তি চলিতেছিল। তাহার (কাঁধদ্বয় বরাবর কিংবা ইহার হইতে কিছু নীচে পর্যন্ত মাথার) কেশগুচ্ছ ও দুইটি চাদর তাহাকে গর্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমতাবস্থায়ই হঠাৎ তাহাকে মাটিতে ধসাইয়া দেওয়া হইল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ভূ-গর্ভে শব্দসহ তলাইয়া যাইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَيْنَمَا رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি) অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হইতে। যেমন অনুচ্ছেদের শেষে আবূ রাফি' (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) নিজ 'মুবহামাতুল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নাম হীযান (الهيزن) ছিল। সে পারস্যের বেদুঈনদের একজন। আর আল্লামা তাবারী

(রহ.) স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থে এবং আল্লামা কালাবাযী (রহ.) নিজ 'মাআনিল আখবার' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সে হইল 'কারুন'।

আর এই বিষয়ে আল-হারিছ বিন আবূ উসামা (রহ.) আবূ হুরায়রা ও ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে যঈফ সনদে রিওয়ায়ত করেন, তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া খুতবা দিলেন। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করিলেন। ইহাতে আছে : ومن لبس ثوبا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها- لان قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة (আর যেই ব্যক্তি অহংকার বশে কাপড় পরিধান করে সে উহাসহ জাহান্নামের গর্তে ধসিবে এবং সে ভূগর্ভে তলাইয়া যাইতে থাকিবে। কেননা কারূন অহংকার বশে হুল্লা পরিধান করায় তাহাকে মাটিতে ধসাইয়া দেওয়া হইল। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূ-গর্ভে শব্দসহ তলাইয়া যাইতে থাকিবে)। -(ফতহুল বারী ১০:২৬০, তাকমিলা ৪:১২৬)

قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ (তাহার কাঁধদ্বয় বরাবর কিংবা ইহার হইতে কিছু নীচে পর্যন্ত (মাথার) কেশগুচ্ছ ও দুইটি চাদর তাহাকে গর্বিত করিয়া তুলিয়াছিল)। جمة শব্দটির ج বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা হইল একত্রিত কেশগুচ্ছ অর্থাৎ কেশগুচ্ছ যখন মাথার সামনের দিক হইতে কাঁধদ্বয় বা ইহার অধিক পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। আর যদি মাথার কেশগুচ্ছ কানদ্বয় অতিক্রম না করে তাহা হইলে উহাকে الوفرة বলে। -(ঐ)

فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ (সে ভূ-গর্ভে শব্দসহ তলাইয়া যাইতে থাকিবে)। التجلجل এবং الجلجلة ইহল الحركة مع صوت (শব্দসহ নড়ন, চলন) আল্লামা ইবন দরীদ (রহ.) বলেন, প্রত্যেক বস্তু যাহা কতকের সহিত কতকের জগাখিচুড়ি হয় তাহাই উহার جلجلة (ধ্বনি, ঝনঝনানি)। আল্লামা ইবন ফারিস (রহ.) বলেন, التجلجل হইতেছে যাহা প্রচন্ড কম্পনের সহিত যমীনে ডুবিয়া যায়। একদিক হইতে অপর দিকে বিতাড়ন করে। ইহার অর্থ হইতেছে যমীনের নীচে ধসিয়া যাইবে অর্থাৎ যমীনের নীচের দিকে কম্পনের সহিত অবতরণে বাধ্য করা হইবে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের দাবী যে, এই ব্যক্তির দেহ মাটি ভক্ষণ করিবে না। -(তাকমিলা ৪:১২৭)

(৫৩৩৮) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ هٰذَا.

(৫৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৩৩৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৫৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (পূর্ববর্তী উম্মতের) জনৈক ব্যক্তি তাহার দুইটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার বশে চলিতেছিল। নিজেকে নিজে বিস্মিত বোধ করিতেছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যমীনে ধসাইয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্বে ঠকঠক শব্দে তলাইয়া যাইতে থাকিবে।

(৫৩৪০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৫৩৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হাদীছগুলি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উহার কিছু হাদীছ উল্লেখ করিলেন। (তন্মধ্যে একটি এই যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। (পূর্ববর্তী উম্মতের) জনৈক ব্যক্তি তাহার দুইটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার বশে চলিতেছিল। অতঃপর তিনি (রাবী) উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৩৪১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ". ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

(৫৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের জনৈক ব্যক্তি হুল্লা পরিধান করিয়া অহংকার বশে পথ চলিতেছিল। অতঃপর তিনি (আবূ রাফি' রহ.) তাঁহার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ تحريم خَاتَمِ الذَّهَبِ على الرجال ونسخ ما كان من اباحته فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম এবং ইসলামের প্রথমে ইহার মুবাহ হওয়া রহিত করা-এর বিবরণ

(৫৩৪২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

(৫৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ের خواتيم الذهب অনুচ্ছেদের মধ্যেও আছে। -(তাকমিলা ৪:১২৮)

أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর অচিরেই আগত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من ذهب ثم نزعه (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি পরিধান করিয়াছিলেন। তঃপর তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণের আংটি পরিধান মুবাহ হওয়ার হুকুমটি রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে মহিলাদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা জায়িয। যেমন ইবন মাজা (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে (৩৬৮৮নং) এবং ইবন আবী শায়বা (রহ.) নিজ

'মুসান্নাফ গ্রন্থের ৮:২৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ নকল করিয়াছেন : ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وانه لمعرض عنه او ببعض اصابعه وانه لمعرض عنه ثم دعا بابنة امامه بنت ابي العاص فقال فحلي بهذا بنية (নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃত্তযুক্ত একটি স্বর্ণের আংটি হাদিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে হাবশী (পাথর কিংবা রঙয়ের) মোহর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাঠি দ্বারা উহা ধরিলেন, যেন তিনি ইহাকে পরিহারকারী কিংবা কতক আঙ্গুল দ্বারা ধরিলেন, যেন তিনি ইহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর তিনি একটি মেয়েকে ডাকিলেন, যিনি (তাঁহার নাতনী) উমামা বিন আবুল আস (রাযি.) অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে মেয়ে! ইহা দ্বারা তুমি সজ্জিত হও)। ইহা দলীল যে, স্বর্ণের আংটি মহিলাদের জন্য জায়িয। তবে পুরুষদের হকে। কেননা, উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। তবে আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম (রহ.) কর্তৃক স্বর্ণের আংটি পরিধান করা মুবাহ বলিয়া বর্ণিত আছে উহা বিরল। ইহার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যায় না। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার কাছে নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ পৌঁছে নাই। অনুরূপ ইবন আবী শায়বা (রহ.) স্বীয় মুসান্নাফ গ্রন্থের ৮:২৮০-২৮২ পৃষ্ঠায় কয়েকখানা আছারে বর্ণিত আছে যে, বারা বিন আযিব, খলীফা বিন আল-ইয়ামান, সা'দ বিন আবূ ওক্কাস, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, জারির বিন সামূরা ও আবূ উসায়দ (রহ.) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বর্ণের আংটি পরিধান করাকে মুবাহ বলিতেন। প্রকাশ থাকে যে, এই সকল আছার যদি সহীহভাবে তাহাদের হইতে বর্ণিত থাকে তাহা হইলে ইহা নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ তাহাদের কাছে পৌঁছিবার পূর্বেকার কথা। -(তাকমিলা ৪:১২৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫৩৪৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ.

(৫৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবন মুছান্না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে তিনি (কাতাদা রহ.) বলিয়াছেন, আমি নযর বিন আনাস (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৫৩৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ". فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি প্রত্যক্ষ করিয়া সেইটি খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ ইচ্ছা করিয়া আগুনের টুকরা সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্থান করিলে লোকটিকে বলা হইল, তুমি তোমার আংটিটি তুলিয়া নাও, ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার। সে বলিল, না! আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি কখনও উহা নিব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো উহা ফেলিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ (তোমাদের কেহ স্বেচ্ছায়)। يَعْمِدُ শব্দটির م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يقصد (ইচ্ছা করিয়া)। -(তাকমিলা ৪:১২৯)

انْتَفِعْ بِهِ (ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার)। অর্থাৎ বিক্রি করিয়া উহার মূল্য দ্বারা কিংবা তোমার মহিলাদের হেবা করিবার দ্বারা উপকৃত হইতে পার। -(তাকমিলা ৪:১২৯)

لَاآخُذُهُ أَبَدًا (আমি কখনও উহা নিব না)। ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনে অতিশয়োক্তি বুঝা যায়। অন্যথায় প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল মাত্র সে নিজে তাহা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহার সাথীদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে উপকৃত হইতে নিষেধ করেন নাই। -(ঐ)

(৫৩৪৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ". فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى.

(৫৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি তৈরী করিলেন। তিনি যখন ইহা পরিধান করিতেন, তখন ইহার মোহরটি হাতের তালুর দিকে রাখিতেন। লোকেরাও এইরূপ তৈরী করিয়া নিলেন। অতঃপর একদা তিনি মিম্বরে বসিয়া উহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ইরশাদ করিলেন : আমি এই আংটিটি পরিধান করিতাম এবং উহার মোহরটি ভিতরের দিকে রাখিতাম। পরে তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমি ইহা আর কখনও পরিধান করিব না। তখন লোকেরাও তাহাদের আংটিগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এই হাদীছের শব্দ রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন উমর (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ে باب خواتيم الذهب এর মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া আরও পাঁচ স্থানে আছে। -(তাকমিলা ৪:১৩০)

اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ (স্বর্ণের একটি আংটি তৈরী করিলেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফে এতখানি অতিরিক্ত আছে ونقش فيه محمد رسول الله আর উহাতে محمد رسول الله খোদাইকৃত ছিল। -(তাকমিলা ৪:১৩০)

(৫৩৪৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

(৫৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... সাহল বিন উছমান (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে স্বর্ণের আংটি সম্পর্কিত এই হাদীছটি রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী উকবা বিন খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি উহা তাঁহার ডান হাতে পরিধান করিতেন।

(৫৩৪৭) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ. نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(৫৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক আল মুসাইবী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... হারুন আয়লী (রহ.) তাঁহারা ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে রাবী লায়স (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 'মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদিত রূপার আংটি পরিধান এবং তাঁহার পরে খলীফাগণ কর্তৃক উহা পরিধান

(৫৩৪৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ. وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ.

(৫৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হাতেই থাকিত। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর হাতে, তারপর হযরত উমর (রাযি.)-এর হাতে, অতঃপর হযরত উছমান (রাযি.)-এর হাতে ছিল। অবশেষে তাঁহার (হাত) হইতেই উহা আরীস নামক কূপে পড়িয়া যায়। উহাতে খোদাইকৃত ছিল مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ইবন নুমায়র (রহ.) বলেন, অবশেষে উহা কূপে পড়িয়া গেল। তিনি "তাঁহার (হাত) হইতে" শব্দ বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (রূপার একটি আংটি)। ورق শব্দটির و বর্ণে যবর ر বর্ণে যের। আর কেহ বলেন, ر বর্ণে সাকিন দ্বারাও পড়া যায়। উহা হইল الفضة (রূপা, রৌপ্য)।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া জমহুরে ফুকাহা বলেন, পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য রূপার আংটি পরিধান করা জায়িয। আর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, বাদশা ব্যতীত অন্যদের জন্য ইহা পরিধান করা মাকরূহ। কেননা বাদশা সিল দেওয়ার জন্য ইহার মুখাপেক্ষী। তিনি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ লোকেরা সাজসজ্জার উদ্দেশ্য ব্যতীত পরিধান করে না। তাহাদের দলীল হইল যাহা আহমদ (রহ.) নিজ 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪:১৩৪ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন : عن ابى ريحانة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم الا لذى سلطان (আবূ রাইহানা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদশা ব্যতীত আংটি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আর আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن عشر...وفى اخره-ولبوس الخاتم الا لذى سلطان (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বস্তু হইতে নিষেধ করিয়াছেন ... ইহার শেষে আছে আর বাদশা ব্যতীত আংটি পরিধান করিতে (নিষেধ করিয়াছেন))। তাহারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। তাঁহার সিল দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর ইহার উপর প্রমাণ করে যাহা 'আল মুসান্না ও আসহাবুস সুনান' গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى بعض الاعاجم فقيل له انهم لا يقرؤن كتابا الا بخاتم- فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারবের কোন কোন রাজা-বাদশা-এর কাছে পত্র প্রদানের ইচ্ছা করিলেন। তখন তাঁহাকে কেহ বলিলেন, তাহারা তো সিল-মোহর ব্যতীত পত্র পাঠ করেন না। তখন তিনি রূপার একটি আংটি তৈরী করিলেন এবং উহাতে محمد رسول الله খোদাইকৃত ছিল)।

জমহুরে ফুকাহ (রহ.)-এর দলীল হইতেছে 'সুনানু আবী দাউদ' গ্রন্থে হযরত বুরায়দা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ : ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من سبه فقال له مالى اجد منك ريح الاصنام؟ فطرحه- ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال مالى ارى عليك حليته اهل النار؟ فطرحه- فقال يا رسول الله! من اى شئ اتخذه؟ قال اتخذ من ورق ولا تتمة مثقالا (জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিল। আর সে একটি পিতলের আংটি পরিহিত ছিল। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, কি হইল যে, তোমার হইতে মুর্তিসমূহের হাওয়া অনুভব করিতেছি। তখন সে উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অতঃপর সে একটি লোহার আংটি পরিধান করিয়া আসিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, কি হইল যে, তোমার উপর জাহান্নামবাসীদের অলঙ্কার প্রত্যক্ষ করিতেছি? সে এইবারও উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অতঃপর সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন বস্তু দ্বারা আংটি তৈরী করিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি রূপা দিয়া আংটি তৈরী কর। আর উহা যেন পূর্ণ এক مثقال (ওযনের একক বিশেষ) না হয়)।

অনুরূপ আলোচ্য অনুচ্ছেদের আগত আইয়্যুব বিন মূসা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয় : ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله - وقال لا ينقش احد على نقش خاتمى هذا (অতঃপর তিনি একটি রূপার আংটি তৈরী করিলেন এবং তাহাতে محمد رسول الله খোদাই করিলেন। আর তিনি ইরশাদ করিলেন, কেহ যেন আমার এই আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আংটি তৈরী করিতে নিষেধ করেন নাই, আসলে তিনি তাঁহার আংটির খোদাই-এর ন্যায় খোদাই করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাহাদের উপস্থাপিত আবূ রায়হানা (রহ.)-এর হাদীছ সম্পর্কে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থে ১০:৩২৫ এ মোল্লা আলী কারী (রহ.) নিজ 'জামউল উসায়িল' গ্রন্থে ১:১৪৮ নকল করিয়াছেন যে, আবূ রায়হানা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছকে যঈফ বলিয়াছেন। আর যদি আবূ রায়হানা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ সহীহ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই নিষেধাজ্ঞাটি তানযিহী হইবে। আর এই দিকেই আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) নিজ 'মাআলিমু সুনান গ্রন্থে ৬:৩২ পৃষ্ঠায় ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, বাদশা ছাড়া অন্যদের জন্য আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা ইহা (মোহর দেওয়া প্রয়োজন ব্যতীত) ব্যবহার করা তো বিশেষ সাজসজ্জার জন্যই হইবে। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.)ও নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৩২৫ পৃষ্ঠায় উহার অবলম্বনে বলেন, প্রকাশ্য যে, বাদশা ব্যতীত অন্যদের জন্য আংটি ব্যবহার করা উত্তমের খেলাফ। কেননা ইহা এক প্রকার রূপসজ্জা। আর পুরুষদের জন্য রূপসজ্জা গ্রহণ না করাই উপযোগী। অতঃপর পুরুষদের জন্য রূপার আংটিও ব্যবহার করা জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হইতেছে যাহাতে উহা এক মিছকাল পরিমাণের অধিক না হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৩১-১৩২)

حَتّٰى وَقَعَ مِنْهُ فِى بِئْرِ أَرِيسٍ (অবশেষে তাঁহার (হাত) হইতেই উহা আরীস নামক কূপে পড়িয়া গেল)। أَرِيس শব্দটি همزه বর্ণে যবর ر বর্ণে যের দ্বারা عظيم এর ওযনে পঠিত। ইহা غير منصرف এবং منصرف উভয়ভাবে পড়া জায়িয। -জামউল উসায়িল ২:৬ পৃষ্ঠা। আল্লামা আস-সামহুদী (রহ.) 'ওফাউল ওফা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই কূপটি জনৈক ইয়াহুদী লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যাহার নাম ছিল 'আরীস'। আর সিরিয়াবাসীদের ভাষায় اريس হইল الفلاح (কৃষক)। আর এই আরীস কূপটি মসজিদে কূবা-এর সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। আর উহা বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আমি হিজরী ১৩৮৪ সনেও উহা দেখিয়াছি। অতঃপর সাউদী সরকার রাস্তা প্রসস্ত করায় এখন আর দেখা যায় না।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আংটিটি হযরত উছমান (রাযি.)-এর হাত হইতে কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আগত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই আংটিটি হযরত মুআয়কীব (রাযি.)-এর (হাত) হইতে আরীস নামক কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। কতিপয় উলামা এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন যে, হযরত উছমান (রাযি.)-এর হাত হইতে পড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধটি রূপকভাবে করা হইয়াছে। কেননা মুআয়কীব (রাযি.) হযরত উছমান (রাযি.)-এর গোলাম ছিলেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে গোলামের কর্মকে তাহার মালিকের সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিংবা এইরূপও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত উছমান (রাযি.) যখন মুআয়কীব (রাযি.) হইতে গ্রহণ করিতেছিলেন বা মুআয়কীব (রাযি.)-এর হাতে ফেরত দিতেছিলেন তখন উভয়ের মধ্য হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। এই কারণে রাবীগণের প্রবল ধারণা মতে পড়িয়া যাওয়ার সম্বন্ধ হযরত উছমান (রাযি.)-এর সহিত করিয়াছেন। আবার কখনও মুআয়কীব (রাযি.)-এর সহিত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়তে হযরত উছমান (রাযি.)-এর হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। অপর দিকে মুআয়কীব (রাযি.)-এর হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ার কথা ইমাম মুসলিম এককভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাই হযরত উছমান (রাযি.)-এর হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ার রিওয়ায়তই প্রাধান্য।

আল্লামা মুনাভী (রহ.) নিজ 'শরহুশ শামায়িল' গ্রন্থের ২:১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আংটিটির ন্যায় রহস্যপূর্ণ বস্তু ছিল। কেননা সুলায়মান (আ.)-এর আংটিটি হারানোর পর তাহার রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। অনুরূপ হযরত উছমান (রাযি.) যখন আংটিটি হারাইয়া ফেলিলেন তখন খিলাফতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। আর ইসলামের মধ্যে হত্যার ফিতনা তাঁহার হইতে আরম্ভ হয় যাহা শেষ যামানা পর্যন্ত জারী রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৩৩)

(৫৩৪৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ. وَقَالَ "لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِى هٰذَا". وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِى سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِى بِئْرِ أَرِيسٍ.

(৫৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা আমরুন নাকিদ, মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি তৈরী করিয়া কিছুদিন পরিধান করিয়া উহা ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর একটি রূপার আংটি তৈরী করিতে গিয়া উহাতে محمد رسول الله কথাটি খোদাই করাইলেন। আর তিনি ইরশাদ করিলেন, কেহ যেন আমার এই আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে। তিনি যখন ইহা পরিধান করিতেন, ইহার মোহর হাতের তালুমুখী করিয়া রাখিতেন সেইটিই মুআয়কীব (রাযি.) হইতে আরীস নামক কূপে পড়িয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هٰذَا (কেহ যেন আমার এই আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে)। যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটি ও অন্যান্যদের আংটির মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে নিরাপদ থাকে। -(তাকমিলা ৪:১৩৩)

جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ (ইহার মোহরটি হাতের তালুমুখী করিয়া রাখিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন হুকুম করেন নাই। সুতরাং আংটির মোহরটি হাতের তালুমুখীও রাখা যায় আবার পিঠমুখীও রাখা যাইবে। সালাফি সালেহীনের আমল উভয়ভাবে রহিয়াছে। তবে তালুমুখী রাখাই উত্তম। ইহাতে ইত্তিবায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহিয়াছে এবং গর্বের আশংকা হইতে নিরাপদ। -(তাকমিলা ৪:১৩৪)

(৫৩৫০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. وَقَالَ لِلنَّاسِ "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ".

(৫৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া খালাফ বিন হিশাম ও আবূ রবী আতাকী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করিলেন এবং উহাতে محمد رسول الله বাক্যটি খোদাই করিলেন। আর তিনি লোকদের বলিলেন, আমি একটি রূপার আংটি তৈরী করিয়াছি এবং উহাতে محمد رسول الله কথাটি খোদাই করিয়াছি। সুতরাং কেহ যেন অনুরূপ খোদাই না করে।

(৫৩৫১) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

(৫৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছখানা বর্ণনা করেন। তবে তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনারবদের কাছে লিখিত পত্রে মোহরাঙ্কিত করার জন্য (রুপার) আংটি ব্যবহার-এর বিবরণ

(৫৩৫২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

(৫৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোম (সম্রাট)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন সাহাবাগণ বলিলেন, তাহারা তো মোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র পাঠ করে না। তিনি (রাবী) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করিলেন। আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাত ইহার শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ কথাটি খোদিত ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরী করিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, আল্লামা আবুল ফাতাহ আল-ইয়ামারী (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ৭ম সনে আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, হিজরী ৬ষ্ঠ সনে আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনের শেষে এবং ৭ম সনের প্রথম দিকে কোন এক সময়ে আংটি তৈরী করাইয়াছিলেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সম্রাটদের কাছে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রাক্কালে আংটি তৈরী করিয়াছিলেন যেমন ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আর সম্রাটদের কাছে পত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল সন্ধিচুক্তির সময়কালে। উক্ত সন্ধিচুক্তি হইয়াছিল হিজরী ছয় সনের যুল কা'দা মাসে। আর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন যুলহিজ্জা মাসে। হিজরী সাত সনের মুহররম মাসে বিভিন্ন সম্রাটদের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি বাদশাদের কাছে পত্রসহ দূত প্রেরণের পূর্বে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ খোদাইকৃত রূপার আংটি তৈরী করাইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:১৩৫)

(৫৩৫৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

(৫৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন অনারবী (সম্রাট)দের নিকট পত্র দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল, অনারবীগণ তো কেবল মোহরকৃত পত্র গ্রহণ করে। তাই তিনি একটি রূপার আংটি তৈরী করিয়া নিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি যেন এখনও তাঁহার মুবারক হাতে উক্ত আংটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

(৫৩৫৪) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ. فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتِمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

(৫৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পারস্য সম্রাট) কিসরা, (রোম সম্রাট) কায়স ও (আবিসিনিয়ার সম্রাট) নাজ্জাশীর কাছে পত্র লিখার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে বলা হইল, তাহারা তো মোহরকৃত পত্র ব্যতীত গ্রহণ করে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি তৈরী করাইলেন, রূপার আংটি এবং তাহাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ কথাটি খোদাই করাইয়া নিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَلَقَةٌ فِضَّةٌ (রূপার আংটি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুরূপই সকল নুসখায় حَلَقَةٌ فِضَّةٌ রহিয়াছে। এই বাক্যটি خاتما এর بدل হিসাবে نصب দ্বারা পঠিত। ইহাতে ها সর্বনাম নাই। আর الحلقة শব্দটি প্রসিদ্ধ মতে ل বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহাতে অপর একটি দুর্বল বিরল পরিভাষা ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত, যাহা আল্লামা জাওহারী (রহ.) প্রমুখ ইহা নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৩৬)

بَابُ فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আংটিসমূহ ছুঁড়িয়া ফেলার বিবরণ

(৫৩৫৫) حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

(৫৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ ইমরান মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে রৌপ্যের একটি আংটি প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, লোকেরাও রৌপ্যের আংটি তৈরী করিলেন এবং পরিধান করিতে লাগিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আংটিটি ছুঁড়িয়া ফেলিলে লোকেরাও তাহাদের আংটিগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আংটিটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)। ইহার সারমর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার আংটিটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীছবিদ বলেন, যেমন তাহাদের হইতে ইমাম নওয়াভী ও কাযী (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা রাবী ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর ধারণা মাত্র। কেননা বস্তুতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আর রূপার আংটি তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন নাই। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, রাবী ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর বিপরীতে কাতাদা, ছাবিত ও আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.) রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে সদাসর্বদা রূপার আংটি ছিল। তাঁহার পর খলীফাগণও ইহা দ্বারা মোহর দিতেন। সুতরাং জামাআতের হুকুমের উপর আমল করা ওয়াজিব। আর ইমাম যুহরী (রহ.) এই ব্যাপারে ধারণায় পতিত হইয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৩৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৩৫৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

(৫৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একদিন রৌপ্যের একটি আংটি প্রত্যক্ষ করিলেন। অতঃপর লোকেরাও রৌপ্যের আংটি তৈরী করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আংটিটি খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে লোকেরাও তাহাদের আংটিগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

(৫৩৫৭) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম আম্মী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابٌ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

অনুচ্ছেদ ঃ হাবশী পাথরযুক্ত রৌপ্যে তৈরী আংটি-এর বিবরণ

(৫৩৫৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

(৫৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রৌপ্যের তৈরী আংটি ছিল। যাহার পাথর ছিল হাবশী (কাল)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا (যাহার পাথর ছিল হাবশী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, অর্থাৎ হাবশী পাথর। অর্থাৎ পাথরটি ছিল রঙিন স্ফটিক, **onyx** কিংবা আকীক জাতীয়। কেননা এতদুভয়ের খনি হাবশা ও ইয়ামান দেশে রহিয়াছে। আর কেহ বলেন, উহার রঙ ছিল কালো। ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন : كان خاتمه من فضة وكان فصه منه (তাঁহার রূপার আংটি ছিল এবং আংটির মোহরটিও রূপারই ছিল)। প্রকাশ্যভাবে এই হাদীছ অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের বিপরীত হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, একাধিক আংটির উপর প্রয়োগ হইবে। কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূপার তৈরী আংটির মোহর রূপারই ছিল। আর কোন সময় রূপার তৈরী আংটিতে হাবশী পাথর লাগানো ছিল। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৩২২ পৃষ্ঠায় অপর একটি সমন্বয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আংটির মোহরটি রূপারই ছিল বটে, তবে হাবশার সহিত সম্বন্ধ করিবার কারণ হইতেছে যে, উহা হাবশার তৈরী কিংবা হাবশার নকশা করা ছিল। -(তা. ৪:১৩৮)

(৫৩৫৯) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

(৫৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও আব্বাদ বিন মূসা (রহ.) হইতে, তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে রূপার একটি আংটি পরিধান করিয়াছেন। ইহাতে হাবশী মোহর ছিল। তিনি ইহার মোহরটি হাতের তালুমুখী করিয়া রাখিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ (তিনি রূপার একটি আংটি নিজ ডান হাতে পরিধান করিয়াছেন)। অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপই রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে রূপার একটি আংটি পরিধান করিতেন। আর কতক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বাম হাতে আংটি পরিধান করিয়াছেন। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, সকল রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব যে, উহা বিভিন্ন অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে। প্রকাশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে আংটি পরিয়াছেন যেমন অধিকাংশ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কখনও প্রয়োজনে বাম হাতেও আংটি পরিধান করিয়াছেন। কিংবা জায়িয বর্ণনার জন্য বাম হাতে পরিয়াছিলেন। হাফিয ইবন

হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আংটি যদি সৌন্দর্যের জন্য পরিধান করা হয় তাহা হইলে ডান হাতে পরিধান করা উত্তম। আর যদি প্রয়োজনে আংটি পরিধান করা হয় তাহা হইলে বাম হাতে পরিধান করা ভালো। যাহাতে ডান হাত দ্বারা উহা খুলা যায়। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৪:১৩৮-১৩৯)

(৫৩৬০) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى.

(৫৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইউনুস বিন ইয়াযিদ (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী তালহা বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৩৬১) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

(৫৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন খাল্লাদ বাহেলী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটি ছিল এই (আঙ্গুলে) বলিয়া তিনি তাহার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিকে ইশারা করিলেন।

(৫৩৬২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ. قَالَ فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَىْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ.

(৫৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, আমি যেন আমার আংটি এই আঙ্গুলে কিংবা এই আঙ্গুলের সংলগ্ন আঙ্গুলে পরিধান না করি। রাবী আসিম (রহ.)-এর জানা নাই যে, আঙ্গুল দুইটি কোন্ কোন্টি আর তিনি আমাকে কাস্সী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মায়াছির-এর উপর বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। কাস্সী হইল ডোরাকাটা (রেশমী) কাপড়– যাহা মিসর ও সিরিয়া হইতে আমদানী করা হইত। উহাতে এমন এমন চিত্রও থাকিত। আর মায়াছির হইল সেই (নরম রেশমী) কাপড় যাহা মহিলারা স্বীয় স্বামীদের জন্য হাওদায় বিছাইয়া দেয়, বিছানার লাল চাদরসমূহের মত।

(৫৩৬৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنٍ لأَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৫৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.)-এর জনৈক পুত্র হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপভাবে এই হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৩৬৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(৫৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আলী বিন আবী তালিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন কিংবা আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর রাবী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৩৬৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِى إِصْبَعِى هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ. قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِيهَا.

(৫৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই মর্মে নিষেধ করিয়াছেন যে, আমি যেন আমার এই আঙ্গুল কিংবা এই আঙ্গুলে আংটি পরিধান না করি। এই বলিয়া তিনি তাঁহার মধ্যমা ও উহার (ডান) পার্শ্বস্থ আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিলেন।

بَابُ استحباب لبس البغال وما هى معناها

অনুচ্ছেদ ঃ জুতা কিংবা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৩৬৬) حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا "اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ".

(৫৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ যুদ্ধে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তোমরা অধিক সময় জুতা পরিধান অবস্থায় থাকিবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ সে সওয়ার অবস্থায় থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ সে সওয়ার অবস্থায় থাকে। ইহার অর্থ হইতেছে যে, কষ্ট লাঘব, ক্লেশের স্বল্পতা এবং রাস্তার অমসৃণতা, কন্টক, আঘাত প্রভৃতি হইতে পদযুগলকে নিরাপত্তা দানের দিক দিয়া জুতা সওয়ারী সাদৃশ্য। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসাফিরের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু জুতা প্রভৃতির গুরুত্ব প্রদর্শন করা। ইহা মুসাফিরের জন্য মুস্তাহাব। অধিকন্তু আমীর নিজ সাথীগণকে অনুরূপ পরামর্শ দেওয়া মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:১৯৭)

بَابُ استحباب لبس النعال فى اليمنى اولا والخلع من اليسرى اوّلا وكراهة المشى فى نعل واحد

অনুচ্ছেদ ঃ জুতাদ্বয় পরার সময় ডান পা আগে এবং খোলার সময় বাম পা আগে খোলা মুস্তাহাব এবং এক পায়ে জুতা পরে চলাচল করা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৩৬৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا".

(৫৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন সাল্লাম আল-জুমাহী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন জুতা পরিধান করিবে, তখন সে যেন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করে। আর যখন খুলিবে, তখন যেন আগে বাম পায়ের জুতা খুলে। আর হয় দুইটিই এক সাথে পায়ে দিবে কিংবা দুইটি এক সাথে খুলিয়া নিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى (তখন সে যেন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করে)। জুতা খুলিবার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলিবার কারণ হইতেছে যে, পরিধান করা সম্মানের বস্তু। ইহা দেহের জন্য প্রতিরক্ষা। সুতরাং ডান যখন বাম হইতে সম্মানিত তখন পরিধান ডান পা হইতে আরম্ভ করিবে এবং খুলিবার সময় বাম পা হইতে আরম্ভ করিবে। আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, প্রথমে বাম পায়ে জুতা পরিধান করা খেলাফে সুন্নত হওয়ার কারণে অপছন্দনীয়। কিন্তু হারাম নহে। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) প্রমুখ হইতে নকল করা হইয়াছে যে, উম্মতের ঐকমত্যে এই হাদীছের নির্দেশ মুস্তাহাবমূলক। -(ফতহুল বারী ১০:৩১২, তাকমিলা ৪:১৪১)

(৫৩৬৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا"

(৫৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ এক পায়ে জুতা পরিধান করিয়া চলাচল করিবে না। হয়তো দুইটিই একসাথে পায়ে দিবে, কিংবা দুইটিই এক সাথে খুলিয়া রাখিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (হয় তো দুইটিই এক সাথে পায়ে দিবে)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে একটি জুতা পরিধান করিয়া চলাফেরা করিতে নিষেধাজ্ঞার হিকমত হইতেছে যে, যমীনের কাটা ও কষ্টদায়ক বস্তু হইতে পদযুগলকে হেফাযত করার উদ্দেশ্যে জুতা পরিধান করা শরীয়ত সম্মত হইয়াছে। কাজেই যদি এক পাঁয়ে জুতা পরিধান করা হয় তাহা হইলে একটি হিফাযতের ব্যবস্থা করা হইল অপরটি নহে। ইহার দ্বারা স্বভাবগত চলাচলে বিঘ্নতা ঘটিবে। অধিকন্তু হোঁচট খাওয়া হইতে নিরাপদ নহে। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, কেহ বলিয়াছেন, ইহা শয়তানের চলাফেরা। আর কেহ বলেন, কেননা ইহা পরিমিত অবস্থা হইতে বহির্ভূত। -(ফতহুল বারী ১০:৩১০, তাকমিলা ৪:১৪২)

(৫৩৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ أَلاَ وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا".

(৫৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ রযীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদের কাছে আসিলেন এবং স্বীয় হাত কপালে রাখিয়া বলিলেন, তোমরা কি আলোচনা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করি? যাহাতে করিয়া তোমরা নিজেদের হিদায়ত প্রাপ্ত হইবার দাবী করিতে পার আর আমি বিভ্রান্ত প্রমাণিত হই? সাবধান, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। যখন তোমাদের কাহারও একটি জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যায় তখন সে যেন উহা মেরামত না করা পর্যন্ত অপর জুতাটি পায়ে দিয়া চলাচল না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ (তোমরা কি আলোচনা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করি?) বস্তুতঃপক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনার পূর্বে এই কথাটি এই জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতিপয় লোক হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) অধিক হাদীছ বর্ণনা করিবার কারণে দোষারোপ করিতেছিল। -(তাকমিলা ৪:১৪২)

(৫৩৭০) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى.

(৫৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ মর্মের হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইশতিমালে সাম্মা (এক কাপড়ে সমস্ত দেহ পেঁচাইয়া রাখা) এবং ইহতিবা (গুপ্তাঙ্গ কিয়দাংশ অনাবৃত রাখিয়া) এক কাপড়ে গুটি মারিয়া বসা নিষেধাজ্ঞার বিবরণ

(৫৩৭১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

(৫৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির বাম হাতে আহার করা, এক পায়ে জুতা পরিধান করিয়া চলাফেরা করা, ইশতিমালে সাম্মা (সমস্ত দেহ একটি কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচাইয়া রাখা যাহাতে হাত বাহির করাও দুষ্কর হয়) এবং গুপ্তাঙ্গের কিয়দাংশ অনাবৃত রাখিয়া এক কাপড়ে পেঁচাইয়া বসা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (ইশতিমালে সাম্মা ...)। আল্লামা জাওহারী (র.) স্বীয় الصحاح গ্রন্থে বলেন, একটি চাদর কিংবা বস্ত্র দ্বারা সমস্ত দেহ এমনভাবে আবৃত করিয়া ফেলা যে, ডান দিক হইতে বাম হাত ও বাম কাঁধের উপর দিয়া নিয়া আসা অতঃপর পেছন দিক হইতে ডান হাত ও ডান কাঁধের উপর দিয়া নিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ ঢাকিয়া ফেলা। -(উমদাতুল কারী ২:২৩৮) আল্লামা আসমাঈ (রহ.) বলেন, এক কাপড় দিয়া সমস্ত শরীর এমনভাবে পেঁচাইয়া দেওয়া যে, কোন দিক দিয়া খুলা না থাকে, এমনকি হাত বাহির করাও দুস্কর হয়। ইহাই অধিকাংশ অভিধানবিদের অভিমত। আর ফকীহগণ বলেন, একটি কাপড় সমস্ত শরীর এইভাবে পেঁচাইয়া পরা যে, উহার একটি দিক দুই কাঁধের উপর রাখিয়া দিবে। উলামায়ে ইযাম বলেন, অভিধানবিদগণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা মতে পরিধেয় বস্ত্র মাকরূহ হইবার কারণ হইতেছে যে, কোন অনিষ্টের সম্মুখীন হইলে উহা প্রতিরোধ করিতে পারে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর ফকীহগণের ব্যাখ্যা মতে যদি উল্লিখিত পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গের কিয়দাংশ অনাবৃত থাকে তাহা হইলে হারাম। অন্যথায় মাকরূহ। -(তাকমিলা ৪:১৪৩)

وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (এক কাপড়ে পেঁচাইয়া বসা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الاحتباء (এক বস্ত্রে জড়াইয়া বসা, পেঁচাইয়া বসা) হইতেছে মানুষ নলাদ্বয় খাড়া করিয়া পাছার উপর একটি কাপড় কিংবা অনুরূপ কোন বস্ত্র কিংবা হাত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বসা। আর এই ধরনের বসাকে الحبوة (হামাগুড়ি, **Crawling**) বলা হয়। الحبوة শব্দটির ح বর্ণে পেশ বা যের দ্বারা পঠিত। আর এই প্রকারের পেঁচাইয়া বসা আরবীগণের মজলিসসমূহে বসার অভ্যাস ছিল। ইহা দ্বারা যদি গুপ্তাঙ্গের কিছু অনাবৃত হইয়া যায় তাহা হইলে হারাম। -(তাকমিলা ৪:১৪৪)

(৫৩৭২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ".

(৫৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের কাহারও যখন একটি জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যায়, তখন সে যেন এক জুতা পরিধান করিয়া চলাফেরা না করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাহার ফিতাটি ঠিক করে। আর কেহ যেন এক মোজা পায়ে দিয়ে না চলে, বাম হাতে আহার গ্রহণ না করে, এক বস্ত্রে জড়াইয়া না বসে এবং এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচাইয়া না রাখে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ (এক বস্ত্রে জড়াইয়া না বসে)। কিয়াস হইতেছে যে, جزم এর অবস্থায় ى বর্ণে উহ্য করিয়া صيغة الامر الغائب হিসাবে ولا يحتب পাঠ করা। কিন্তু আমাদের কাছে রক্ষিত সকল নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা خبر (বিধেয়) انشاء এর অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৪৪)

بَابُ فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

অনুচ্ছেদ ঃ এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া চিৎ হইয়া শোয়া নিষেধ-এর বিবরণ

(৫৩৭৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

(৫৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচাইয়া রাখা, এক কাপড়ে গুটি মারিয়া বসা এবং চিৎ হইয়া শয়ন অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া রাখা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া রাখা)। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করিয়াছেন, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই এই নিষেধাজ্ঞা

সেই ক্ষেত্রে খাস যখন কোন পুরুষ লুঙ্গি পরিধান অবস্থায় থাকে। এই হুকুম পাজামা পরিধানকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে না। কেননা তাহার গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হওয়ার আশংকা নাই। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, ইহা কুৎসিত আকৃতি হওয়ার কারণে নিষেধ করা হইয়াছে, কিংবা গুপ্তাঙ্গের আকৃতি প্রকাশিত হওয়ার কারণে, যদিও সম্পূর্ণভাবে উহা অনাবৃত না হইয়া থাকে। এই হিসাবে পাজামা পরিধানকারীর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার হুকুম ব্যাপক হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৪৫)

(৫৩৭৪) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ".

(৫৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক জুতা পরিধান করিয়া হাঁটা-চলা করিবে না, এক ইযারে গুটি মারিয়া বসিবে না, তুমি তোমার বাম হাতে আহার করিবে না, এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচাইয়া রাখিবে না এবং চিৎ হইয়া শয়ন অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া রাখিবে না।

(৫৩৭৫) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".

(৫৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন চিৎ হইয়া শয়ন করতঃ এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া না রাখে।

بَابُ فِي إِبَاحَةِ الاِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى

অনুচ্ছেদ ঃ চিৎ হইয়া শয়ন অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা রাখা মুবাহ হওয়ার বিবরণ

(৫৩৭৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

(৫৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আব্বাদ বিন তামীম (রাযি.)-এর চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিৎ হইয়া শয়ন অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা রাখিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى (তাঁহার এক পায়ের উপর অপর পা রাখিতে ...)। আল্লামা ইসমাঈলী (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে হাদীছের শেষে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, وان ابا بكر كان يفعل ذلك- وعمر وعثمان (আর আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও উছমান (রাযি.) অনুরূপ করিয়াছেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:৩৯৯ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহা প্রকাশ্যভাবে ইতোপূর্বে অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হয়। ফলে আল্লামা খাত্তাবী উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিষেধাজ্ঞার হাদীছ এই

হাদীছ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানসূখ হওয়ার অভিমত সুদূর পরাহত। তবে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এতদুভয় হাদীছে সমন্বয় করিয়াছেন যে, নিষেধাজ্ঞার হাদীছখানা গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হওয়ার আশংকার সহিত নির্ধারিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাবৃত হইতে নিরাপদ ছিলেন বলিয়া অনুরূপ করিয়াছিলেন।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, অন্য পদ্ধতিতেও ইহার সমন্বয় করা যাইতে পারে যাহা আমি আমার কতিপয় শায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। এই অবস্থায় মাকরূহ তখনই হইবে যখন এক পায়ের উপর অপর পা খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিবে। আর এই অবস্থায়ই গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হইবার আশংকা থাকে এবং দেখিতে কুৎসিত আকৃতিও বটে। আর যদি চিৎ হইয়া শয়ন অবস্থায় পদযুগল ছাড়িয়া বিছাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর এক পায়ের উপর অপর পা রাখা হয় তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মটি ইহার উপরই প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৪৬)

(৫৩৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আবূ বকর বিন আবূ শায়বা. ইবন নুমায়র, যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য যাফরানী রং-এর কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ-এর বিবরণ

(৫৩৭৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

(৫৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আবুর রাবী' ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী কুতায়বা (রহ.) বলেন, হাম্মাদ (রহ.) বলিয়াছেন। অর্থাৎ পুরুষদেরকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ (যাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। অনুরূপ নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়তেও শর্তহীন ব্যাপক বর্ণিত হইয়াছে। আর রাবী হাম্মাদ (রহ.) পুরুষের সহিত শর্তায়িত করিয়াছেন। তবে আগত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবেই পুরুষের বন্দীত্বসহ বর্ণিত হইয়াছে। আর এই হাদীছ ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা দশ জনের অধিক হাফিযে হাদীছ হইতে পুরুষের সর্তারোপসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

যাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করা নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে যে, ইহা কি সুঘ্রানের কারণে নিষেধ? কেননা ইহা মহিলাদের সুরভির অন্তর্ভুক্ত, কিংবা রং-এর কারণে কি? তাহা হইলে ইহার

সহিত প্রত্যেক হলুদ রঙ অন্তর্ভুক্ত হইবে, অধিকাংশ উলামা প্রথম ব্যাখ্যার অনুকূলে রহিয়াছেন। এই কারণেই তাহারা যাফরানী রঙে রঙকৃত কাপড় ধৌত করিবার পর যদি রঙ ব্যতীত অন্য সকল কিছু দূরীভূত হইয়া যায় তাহা হইলে উহা পরিধান করা জায়িয বলেন। -(তাকমিলা ৪:১৪৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৩৭৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

(৫৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব, ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে যাফরানী রঙের কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ فِي صِبْغِ الشَّعْرِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা চুল-দাড়িতে হলুদ বা লাল রং-এর খিযাব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং-এর খিযাব লাগানো হারাম-এর বিবরণ

(৫৩৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ فَأَمَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ".

(৫৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর কিংবা (রাবী বলিয়াছেন) মক্কা বিজয়ের দিন (আবূ বকর (রাযি.)-এর পিতা) আবূ কুহাফাকে উপস্থিত করা হইল কিংবা (রাবী বলিয়াছেন) তিনি (নিজেই) আসিলেন। তাঁহার মাথা (-এর চুল) ও দাড়ি 'ছাগাম' কিংবা 'ছাগামা'-এর ন্যায় (সাদা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তাহার মহিলাদের কাছে নিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন কিংবা (রাবী বলিয়াছেন) তাহাকে তাহার মহিলাদের কাছে নিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহা (সাদা রং)কে কোন বস্তু দিয়া পরিবর্তন করিয়া দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (আবূ কুহাফাকে উপস্থিত করা হইল)। قُحَافَةَ শব্দটির ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। যেমন আল-মুগনী কিতাবে অনুরূপ আছে। তিনি হইলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পিতা। তাহার নাম উছমান বিন আমির আত তায়মী। মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাহার ইসলাম গ্রহণ বিলম্ব হইয়াছিল। (মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন)। -(তাকমিলা ৪:১৪৮ সংক্ষিপ্ত)

مِثْلُ الثَّغَامِ ('ছাগাম'-এর ন্যায়)। الثَّغَامِ শব্দটির ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ যাহার ফল ও ফুল অত্যন্ত শুভ্র। শুভ্রতাকে ইহার সহিত তাশবীহ (উপমা) দেওয়া হয়। আর আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, লবন (-এর রঙের ন্যায়) এক প্রকার সাদা গাছ। -(নওয়াভী ২:১৯৯, তাকমিলা ৪:১৪৮)

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ (তোমরা ইহা (সাদা রং)কে কোন বস্তু দিয়া পরিবর্তন করিয়া দাও)। অর্থাৎ মেহেদী, খিযাব কিংবা অন্য কোন খিযাব (রঙ) জাতীয় বস্তু দ্বারা। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লাল রঙ (যেমন মেহেদী)

দ্বারা বার্ধক্য (-এর চিহ্ন) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া জায়িয আছে; বরং ইহা মুস্তাহাব। এই কারণেই ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া গ্রন্থের ৫:৩৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, মাশায়িখে কিরামের সর্বসম্মত মতে পুরুষদের জন্য লাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা সুন্নত। আর ইহা মুসলমানগণের চিহ্ন এবং তাহাদের নিদর্শন। আর 'দররুল মুখতার' গ্রন্থের ৫:২৯৯ পৃষ্ঠায় আছে পুরুষদের চুল এবং দাঁড়িতে খিযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব। এই হাদীছ ছাড়াও অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب شعره بالحناء (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক চুলে মেহেদী দ্বারা খিযাব ব্যবহার করিয়াছেন)। অনুরূপ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য সাহাবীগণের অনেকেই খিযাব ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। -(সুনানু আবী দাউদ দ্রষ্টব্য)। আর মুস্তাহাব হওয়ার দলীলসমূহের মধ্যে আগত (৫৩৮২নং) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত মারফু হাদীছও রহিয়াছে : ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (নিশ্চয় ইয়াহূদী ও নাসারারা খিযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাহাদের বিপরীত করিবে)।

তবে কতিপয় হাদীছে বার্ধক্য পরিবর্তন করাকে মাকরূহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেমন শু'বা (রহ.) ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ انه صلى الله عليه وسلم كان يكره تغيير الشيب (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্ধক্য পরিবর্তন করাকে অপছন্দ করিতেন)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থের ১০:২৮৯ পৃষ্ঠায় আল-মুহিবুত তাবারী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি এতদসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বলিয়াছেন যে, বার্ধক্য পরিবর্তন করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছসমূহ খালিস বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তির উপর প্রয়োগ হইবে। যেমন আবূ কুহাফা (রাযি.)-এর বার্ধক্য। আর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যিনি শুভ্র কেশবিশিষ্ট হইয়াছেন মাত্র, (এখনও খালিস বার্ধক্যে পৌঁছেন নাই)। আর আল্লামা তহাভী (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহকে রহিত হওয়ার উপর প্রয়োগ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৪৮-১৪৯)

(৫৩৮১) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ".

(৫৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুত তাহির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে নিয়া আসা হইল; তাহার চুল দাড়ি 'সাগামা'-এর মত (অতি) সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহা (অতি সাদা)কে কোন বস্তু দিয়া পরিবর্তন করিয়া দাও। তবে তোমরা কালো রঙ হইতে দূরে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ (তবে তোমরা কালো রঙ হইতে দূরে থাকিবে)। ইহা দ্বারা সেই বিশেষজ্ঞ প্রমাণ পেশ করেন যিনি বলেন, কালো খিযাব ব্যবহার করা নিষেধ। এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হইতেছে যে, কালো খিযাব ব্যবহার করার বিষয়ে উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ার ভিত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে হুকুমও বিভিন্ন হইবে ঃ

(এক) যুদ্ধক্ষেত্রে কালো খিযাব ব্যবহার করিতে পারিবে, যাহাতে শত্রুর দৃষ্টিতে অধিক ভয়ের সৃষ্টি করে। ইহা সর্বসম্মত মতে জায়িয। ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫:৩৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন, 'কালো খিযাব ব্যবহার বিষয়টি। সুতরাং যেই ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে দুশমনের চোখে অতি ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে কালো খিযাব ব্যবহার করে, উহা তাহার জন্য প্রশংসিত। ইহার উপর মাশায়িখে কিরাম (রহ.) একমত।

(দুই) কোন ব্যক্তি যদি যুবক না হইয়াও লোকদের প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেকে যুবক বলিয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এইরূপ করে, তাহা সর্বসম্মত মতে নিষিদ্ধ। কেননা উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়া হারাম।

(তিন) সাজ-সজ্জার জন্য কালো খিযাব ব্যবহার করা। এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে মাকরূহে তাহরিমা।

আলোচ্য হাদীছ নিষেধকারীগণের পক্ষে দলীল। কেননা, এই স্থানে পরিহার করার হুকুমটি ব্যাপক। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে الترّجل অধ্যায়ে হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (আখিরী যমানায় এমন একদল লোক হইবে যাহারা কালো খিযাব গ্রহণ করিবে। যেমন কবুতরের হাসলি। তাহারা জান্নাতের সুগন্ধ হইতে কোন গন্ধও পাইবে না)। নাসাঈ শরীফে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লামা আল মানযিরী (রহ.) স্বীয় তালখীস গ্রন্থের ৬:১০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবদুল করীম যিনি এই হাদীছের রাবী, তিনি হইলেন আবদুল করীম আল-জাযরী (রহ.)। ইবন আবিল মুখারিক নহে। এই কারণেই এই হাদীছ প্রমাণ দেওয়ার যোগ্য।

কাল খিযাব ব্যবহার জায়িয-এর প্রবক্তাগণের পক্ষের দলীল সাহাবা ও তাবেঈন হইতে বহু আছার রহিয়াছে। হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাযি.) হইতে সহীহভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা উভয়ে কালো খিযাব ব্যবহার করিতেন। ইহা ইবন জারীর (রহ.) স্বীয় 'কিতাবু তাহযীবিল আছার' গ্রন্থে তাহাদের উভয় হইতে নকল করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি উছমান বিন আফ্ফান, আবদুল্লাহ বিন জা'ফর, সা'দ বিন আবূ ওক্কাস, উকবা বিন আমির, মুগীরা বিন শু'বা, জারীর বিন আবদুল্লাহ এবং আমর বিন আস (রাযি.) হইতেও নকল করিয়াছেন। আর তিনি এক জামাআত তাবেঈন হইতেও নকল করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আমর বিন উছমান, আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান, আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ, মূসা বিন তালহা, যুহরী, আইয়ূব ও ইসমাঈল বিন মা'দ কারিব (রহ.)। আর আবূ হুরায়রা (রাযি.), আতা, মুজাহিদ, শা'বী, সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে মাকরূহ হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। -(মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা ৮:২৪৮-২৫২)

আর মুসান্নাফে রাজ্জাক ১১:১৫৪ পৃষ্ঠায় যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, امر النبى صلى الله عليه بالاصباغ فاحلكها احب الينا يعنى اسودها (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রঞ্জিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আমাদের কাছে কালো রঙে রঞ্জিত করাই অধিক পছন্দনীয়।

জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণ নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহকে যখন উহা দ্বারা প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়া উদ্দেশ্য তখনকার উপর প্রয়োগ করেন। নিষেধের প্রবক্তাগণ সাহাবা ও তাবেঈনের আছারসমূহকে সেই কাল রঙের খিযাবের উপর প্রয়োগ করেন যাহা খাঁটি কাল নহে; বরং কালোর সহিত লাল ঝলসিত ছিল।

সঠিক হইতেছে যে, কালো হইতে নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ সুস্পষ্ট ও ব্যাপক। ইহাতে প্রতারণা ও ধোঁকার ইচ্ছার সহিত খাস নহে। এই কারণেই মাশায়িখে কিরাম নিষেধাজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'আল-মগীরিয়া' গ্রন্থের ৫:২৫৯ পৃষ্ঠায় আছে : ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشائخ (আর যেই ব্যক্তি ইহা (কালো খিযাব) দ্বারা নিজেকে স্ত্রীদের কাছে সাজ-সজ্জা এবং নিজেকে তাঁহাদের কাছে পছন্দনীয় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে উহা মাকরূহ হইবে। ইহার উপর মাশায়িখে কিরাম রহিয়াছেন। অনুরূপ 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের ৫:২৯৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। আর উহাই আমার পিতা (রহ.) 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' গ্রন্থের ২:৪৩০ পৃষ্ঠায় সতর্কতার উপর আমল করার লক্ষ্যে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা সারখসী (রহ.) 'মাবসূত' গ্রন্থের ১০:১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেন ان الاصح ان الخضاب للتزين للزوجة جائز (অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যে, স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণের জন্য খিযাব ব্যবহার করা জায়িয)।

আর মহিলা নিজ স্বামীর সামনে রূপ-সজ্জার উদ্দেশ্যে চুলে খিযাব ব্যবহার করা ইমাম কাতাদা (রহ.)-এর মতে জায়িয। যেমন তাহার হইতে আবদুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় মুসান্নাফ গ্রন্থে ১১:১৫৫ নকল করিয়াছেন। অনুরূপ ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতেও ইহা জায়িয। যেমন ইবন কুদামা (রহ.) আল মুগনী গ্রন্থের ১:৭৬ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। তবে এতদুভয় ব্যতীত আর কাহারও হইতে এই ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করি নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৪৯-১৫০)

(৫৩৮২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ".

(৫৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা খিযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাহাদের বিপরীত করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে باب الخضاب اللباس অধ্যায়ে এবং الانبياء باب ما ذكر عن بنى اسرائيل অধ্যায়ে এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:১৫১)

فَخَالِفُوهُمْ (সুতরাং তোমরা তাহাদের বিপরীত কর)। এই স্থানে ব্যাপকভাবে বিপরীত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে হাসান সনদে আবূ উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الانصار بيض لحاهم - فقال يا معشر الانصار! حمروا و صغروا - وخالفوا اهل الكتاب (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের এমন কতিপয় বয়স্ক লোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের দাড়ি শুভ্র ছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আনসারী দল! তোমরা তোমাদের (চুল-দাড়ি) লাল বা হলুদ রঙে রঞ্জিত কর। আর তোমরা আহলে কিতাব (ইয়াহুদ ও নাসারা)-এর বিপরীত কর)। আল্লামা তিবরানী (রহ.) 'আল-আওসাত' গ্রন্থে অনুরূপ হযরত আনাস (রাযি.) হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর 'আল কাবীর' গ্রন্থে উতবা বিন আবদ (রাযি.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بتغيير الشعر مخالفة للاعاجم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারবদের বিরোধিতায় চুলকে পরিবর্তন করিতে আদেশ দিতেন। -(ফতহুল বারী ১০:১৫৪, তাকমিলা ৪:১৫১)

بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير ممتهنة بالفرش ونحوه وان الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة او كلب

অনুচ্ছেদ ঃ জীব-জন্তুর ছবি হারাম, তা অংকন করা হারাম, তবে বিছানার চাদর ইত্যাদি ছাড়া এবং যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না-এর বিবরণ

(৫৩৮৩) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ "مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ". ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ "يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا". فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَ بِهِ

فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ". فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

(৫৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমনের ওয়াদা করিলেন, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ে আগমন করিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি উহা স্বীয় মুবারক হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তো স্বীয় ওয়াদা খেলাফ করেন না, তাঁহার রাসূলগণও না। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা অবস্থানরত। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! কুকুরটি এই স্থানে কখন ঢুকিয়া পড়িল। আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি জানি না। তখন তিনি আদেশ দিলে সেইটিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ইতোমধ্যে জিবরাঈল (আ.) আগমন করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিলেন, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়াছিলেন, তাই আমি আপনার অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। অথচ আপনি আগমন করেন নাই। তিনি (জিবরাঈল আ.) বলিলেন, আপনার ঘরে (অবস্থানরত) কুকুরটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কারণ যেই ঘরে কুকুর অথবা কোন ছবি থাকে, সেই ঘরে আমরা (রহমতের ফিরিশতারা) প্রবেশ করি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ (কিন্তু তিনি যথাসময়ে আগমন করিলেন না)। আর ইবন মাজাহ শরীফে মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে فراث عليه (اى تأخر) فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فاذا هو جبريل قائما على الباب. قال ما منعك ان تدخل؟ قال ان فى البيت كلبا. وانا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة (তিনি বিলম্ব করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন, তখন দেখিলেন যে, জিবরাঈল (আ.) দরজার উপর দন্ডায়মান। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে ঘরে প্রবেশ করিতে কে নিষেধ করিল? তিনি (জিবরাঈল আ.) বলিলেন, নিশ্চয় ঘরের মধ্যে কুকুর রহিয়াছে। আর আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যেই ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে)। -(তাকমিলা ৪:১৫২)

إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ (কারণ যেই ঘরে কুকুর কিংবা কোন ছবি থাকে সেই ঘরে আমরা (রহমতের ফিরিশতা) প্রবেশ করি না)। আর আগত আবূ তালহা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ((রহমতের) ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেই ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:৩৮১ পৃষ্ঠায় লিখেন, ঘর দ্বারা সেই স্থান মর্ম যাহাতে কোন ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বসবাস করে ইহা প্রাসাদ হউক কিংবা তাঁবু কিংবা অন্য কিছু। প্রকাশ্য যে, সকল কুকুরের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপক। কেননা نفى (না-সূচক)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে نكره (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) ব্যবহার করা হইয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী ও এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, এই হুকুম হইতে শিকারী কুকুর, খেত-খামার পাহারাদার কুকুর ব্যতিক্রম। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) ব্যাপক হুকুমকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৫২)

(৫৩৮৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

(৫৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমনের ওয়াদা করিয়াছিলেন। ... অতঃপর তিনি হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি রাবী ইবন আবূ হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের ন্যায় তাহার বর্ণনা দীর্ঘায়িত করেন নাই।

(৫৩৮৫) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي". قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذٰلِكَ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ". قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

(৫৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (উম্মুল মুমিনীন) মায়মূনা (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে বিষণ্ন অবস্থায় উঠিলেন, তখন মায়মূনা (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনার মুবারক চেহারা বিষণ্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) আজ রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তিনি কখনও আমার সহিত ওয়াদা খেলাফ করেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সেই দিনটি এইভাবেই অতিবাহিত করিলেন। তারপর আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নীচে একটি কুকুর ছানার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি হুকুম দিলে সেইটিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার হাতে সামান্য পানি নিয়া উহা সেই (কুকুর ছানার বসার) স্থানে ছিটাইয়া দিলেন। অতঃপর সন্ধা হইলে জিবরাঈল (আ.) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি তো গতরাতে আমার সহিত সাক্ষাতের ওয়াদা করিয়াছিলেন। তিনি (জিবরাঈল আ.) বলিলেন, হ্যাঁ। তবে আমরা এমন কোন ঘরে প্রবেশ করি না, যেই ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দিন ভোর বেলায় কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন। এমনকি তিনি ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তবে বড় বাগানের কুকুরকে রেহাই দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاجِمًا (বিষন্ন অবস্থায়)। ইহা হইতেছে নীরব-নিস্তব্ধ ব্যক্তি যাহার চেহারায় বিষণ্ণতা ও হতাশা প্রকাশ্যমান। আর কেহ বলেন, ইহা হইল حزين (দুঃখিত, শোকগ্রস্ত, বিষণ্ণ) যেমন বলা হয় وجوما-يجم-وجم (নীরব হওয়া, নির্বাক হওয়া, নিশ্চুপ হওয়া)। -(নওয়াভী ২:১৯৯, তাকমিলা ৪:১৫৩)

فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ (তখন মায়মূনা (রাযি.) আরয করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যখন তাহার সাথীকে বিষণ্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন তখন তাহার সাথীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব। যাহাতে সে যথাসম্ভব তাহার সহযোগিতা করিতে পারে কিংবা বিষণ্নতায় তাহার অংশীদার হয় কিংবা তাহার সামনে এক একটি পন্থা উল্লেখ করিবে যাহাতে তাহার বিষণ্ন অবস্থা দূরীভূত হইতে সাহায্য করে। -(নওয়াভী ২:১৯৯, তাকমিলা ৪:১৫৩)

ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ (অতঃপর (আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নীচে) একটি কুকুর ছানার কথা তাঁহার মনে পড়িল)। جرو শব্দটির ج বর্ণে যের, যবর এবং পেশ দ্বারা তিন অভিধানে পঠিত। ইহা হইতেছে কুকুর বা অন্যান্য হিংস্রজন্তুর ছোট বাচ্চা। ইহা বহুবচন اجر এবং جراء ব্যবহৃত হয়। جراء এর বহুবচন اجرية আসে। -(তাকমিলা ৪:১৫৩-১৫৪)

تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا (আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নীচে)। আর আবূ দাউদ শরীফে ইবন ওহাব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে تحت بساط لنا (আমাদের শয্যার নীচে)। আর নাসাঈ শরীফের শুআয়ব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে تحت نضد لنا (আমাদের খাটের নীচে)। نضد শব্দটি ض বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে السرير الذى تنضد عليه الثياب (কাপড় দ্বারা আবৃত খাট)। আর ইহা বিন্যস্ত ঘরের ভোগের সামগ্রী। অনুরূপই আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) স্বীয় زهر الربى গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে উপর্যুক্ত তিনটি রিওয়ায়তের অর্থ কাছাকাছি। -(ঐ)

فَنَضَحَ مَكَانَهُ (উক্ত (কুকুর ছানা বসার) স্থানে ছিঁটাইয়া দিলেন)। ইহা দ্বারা সেই বিশেষজ্ঞ দলীল পেশ করেন যিনি বলেন, কুকুর হইতেছে আইনী নাজাসাত। তবে এই হাদীছ ইহার উপর সুস্পষ্ট দলীল হয় না। কেননা পানি ছিঁটাইয়া দেওয়ার এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, কুকুর ছানাটি বসার স্থানে পেশাব কিংবা লালা ফেলার আশংকায় সতর্কতা অবলম্বনে অনুরূপ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:১৫৪)

يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ (এমনকি তিনি ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الحائط দ্বারা البستان (বাগান) মর্ম। ছোট এবং বড় বাগানের পার্থক্য হইতেছে যে, বড় বাগানের বিভিন্ন পার্শ্ব সংরক্ষণের জন্য উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা তত্ত্বাবধায়কের জন্য উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ছোট বাগান। আর কুকুর নিধনের হুকুমটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে কিতাবুল বুয়ূ-এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ইমাম মুসলিম এই অধ্যায়ের হাদীছসমূহ সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৫৪)

(৫৩৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".

(৫৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ তালহা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেই ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى طَلْحَةَ (আবূ তালহা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ে باب من كره القعود على الصور এবং باب التصاوير রহিয়াছে। আর المغازى অধ্যায়ে باب شهود الملائكة بدرا এর মধ্যে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৫৪)

ইসলামে ছবির মাসয়ালা ঃ

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ (ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেই ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রূহ বিশিষ্ট প্রাণীর ছবি তোলা এবং উহা ঘরের মধ্যে রাখা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে জমহুরে ফুকাহা ঐকমত্য রহিয়াছেন। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ ঘরসমূহে এই প্রকারের ছবি রাখা হইতেছে। তাই প্রথমে আমি প্রাণীর ছবি নির্মাণ ও উহা ঘরে রাখা নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছসমূহে প্রথমে উল্লেখ করিতেছে। অতঃপর এই ব্যাপারে ফকীহগণের মাযহাব আলোচনা করিব। নিষিদ্ধ

বর্ণিত হাদীছসমূহ যেমন, (1) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة - يقال لهم احيوا ما خلقتم (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয় এই সকল প্রাণীর ছবি তৈরীকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইবে, তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ তাহা জীবিত কর। -(সহীহ বুখারী শরীফের باب عذاب المصورين এবং সহীহ মসলিমের আলোচ্য অনুচ্ছেদের ৫৪০৬নং হাদীছ)।

(2) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সেই সকল লোকদেরকে সর্বাধিক কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে, যাহারা (প্রাণীর) ছবি প্রস্তুতকারী)। -(বুখারী-মুসলিম)

ছবি-এর ব্যাপারে সাহাবীগণের অভিমত ও তাহাদের রীতিনীতি

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন (রহ.) হইতেও অনেক আছার বর্ণিত হইয়াছে যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ব্যাপকভাবে ছবি প্রস্তুত করাকে হারাম মনে করিতেন। নিম্নের কয়েকটি আছার উদ্বৃত করা হইল ঃ

(1) عن عمر رضى الله انه قال للنصارى - انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التى فيها الصور

(হযরত উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের গির্জায় এই কারণে প্রবেশ করিব না যে, উহাতে প্রাণীর ছবি অঙ্কিত মূর্তি রহিয়াছে)। ইমাম বুখারী (রহ.) সালাত অধ্যায়ে الصلاة فى البيعة অনুচ্ছেদে তা'লীক হিসাবে নকল করিয়াছেন। আর এই আছারটি আবদুর রাজ্জাক স্বীয় গ্রন্থে হযরত উমর (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযি.) যখন সিরিয়ায় পৌঁছিলেন তখন খ্রীষ্টান নেতাদের জনৈক ব্যক্তি তাঁহার জন্য খাবার প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর তিনি (হযরত উমর রাযি.কে) বলিলেন, আপনার আগমনে আমি প্রত্যাশিত এবং আপনার সম্মান করা হইবে। তখন হযরত উমর (রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন। انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصورة التى فيها يعنى التماثيل (নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের গির্জায় এই কারণে প্রবেশ করিব না যে, উহাতে ছবি অর্থাৎ মূর্তি রহিয়াছে।

(2) قد مر على رضى الله انه بعث ابا الهياج الاسدى و قال له - الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع صورة الا طمستها ...الخ-

ইতোপূর্বে হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদীকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, জানিয়া রাখ! আমি তোমাকে সেই কাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছি যেই কাজের জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, কোন ছবি যেন ধ্বংস করা ব্যতীত রাখা না হয় ... শেষ পর্যন্ত।

(3) اخرج البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه راى صورة فى البيت - فرجع

(সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন এক ঘরে ছবি প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন (উহাতে প্রবেশ না করিয়া) ফিরিয়া আসিলেন)-(সহীহ বুখারী النكاح অধ্যায়ে هل يرجع اذا راى منكرا অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

(3) روى عن ابى مسعود الانصارى رضى الله عنه ان رجلا صنع له طعاما فدعا - فقال افى بيت صورة؟ قال نعم - فابى ان يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل

(আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁহার জন্য খানা তৈরী করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরের মধ্যে কি ছবি আছে? সে (জবাবে) বলিল, হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি উহাতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে উক্ত ছবি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অতঃপ তিনি প্রবেশ করিলেন)− সুনানু বায়হাকী ৭:২৬৮ পৃষ্ঠায় النكاح অধ্যায়ে باب المدعو يرى صورا -এ আছে।

ফকীহগণের মাযহাব

উপর্যুক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের ভিত্তিতে জমহুরে ফুকাহা বলেন, ছবি অঙ্কন করা এবং উহা ঘরের মধ্যে স্থাপন করা, চাই উহা ছায়া বিশিষ্ট দেহধারী হউক কিংবা ছায়া বিশিষ্ট দেহধারী না হউক, হারাম।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের অধীনে লিখেন, আমাদের আসহাব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা কঠোরতর হারাম এবং কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। চাই উহার প্রস্তুতকারী অবজ্ঞা প্রদর্শনে প্রস্তুত করুক কিংবা না। সকল অবস্থায় প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা হারাম। কেননা ইহাতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সমকক্ষতা রহিয়াছে। আর ছবি প্রস্তুতকারী যদি প্রাণীর ছবি তৈরী করিয়া দেয়ালে টানায় কিংবা পরিধেয় কাপড়ে কিংবা পাগড়ী প্রভৃতিতে যাহা তুচ্ছ জ্ঞানে বলিয়া গণ্য হয় না তাহা হইলে উহা হারাম। আর যদি উহা পদদলিত বিছানা, কার্পেট, গদি, তাকিয়া এবং অনুরূপ কোন বস্তু যাহা তুচ্ছ জ্ঞানে ব্যবহৃত হয় তাহা হারাম নহে ...। আর এই সকল বিষয়ে ছায়াধারী এবং ছায়াবিহীনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাই এই মাসয়ালায় আমাদের মাযহাবের সারাংশ। আর অনুরূপই সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈনে ইযাম এবং তাহাদের পরবর্তী জমহুরে উলামা বলিয়াছেন। আর ইহা ইমাম ছাওরী, মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রমুখের মাযহাব।

আল্লামা আইনী (রহ.) নিজ 'উমদাতুল কারী ১০:৩০৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহাতে শাফেয়ী ও হানীফী মাযহাবের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করা হইয়াছে এবং ইহা হাম্বলী মাযহাবও। আল্লামা المرداوى (রহ.) নিজ الانصاف গ্রন্থের ১:৪৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন : সহীহ মাযহাব মতে রূহ বিশিষ্ট প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। তবে গাছ প্রভৃতি এবং রূহধারীর সাদৃশ নহে এমন বস্তুর আকৃতি তৈরী করা হারাম নহে ...। প্রাণীর ছবি লটকানো এবং দেয়ালের পর্দায় ছবিসহ ব্যবহার করা সহীহ মাযহাব মতে হারাম। অনুরূপই আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) স্বীয় 'আল মুগনী' গ্রন্থের ৭:৭ পৃষ্ঠায় الوليمة অধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

ফটোগ্রাফের হুকুম ঃ

ফটো যাহাকে ফটোগ্রাফী ফটো বলা হয়। ইহা কি অঙ্কিত ছবির হুকুম কিংবা না? এই বিষয়ে সমকালীন যুগের ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। মিসরের মুফতী আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বাখীত (রহ.) الجواب الشافى فى اباحة التصوير الفوتوغرافية নামে একটি রিসালা লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ফটোগ্রাফী ছবি, যাহা নির্দিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে ছায়া আটকাইয়া রাখা হয়। উহা নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা নিষিদ্ধ ছবি হইতেছে উহাই যাহার ছবি (অঙ্কনের মাধ্যমে) নতুনভাবে অস্তিত্বে আনা হয়, যাহার আকৃতি বর্তমানে নাই এবং পূর্বেও প্রস্তুত ছিল না, এই অঙ্কন দ্বারা কোন প্রাণীর সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাদৃশ্যতা উদ্ভাবন করা হয়। আর এই অর্থ ফটোগ্রাফী ফটোর মধ্যে বিদ্যমান নাই।

কিন্তু আরবের অধিকাংশ আলিম এবং পাক-ভারত, বাংলাদেশের অধিকাংশ; বরং সকল আলিমই ফাতওয়া দিয়াছেন যে, অঙ্কিত ছবি এবং ফটোগ্রাফী ফটোর হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (বরং সকল ধরণের ছবিই হারাম)। -(বিস্তারিত প্রমাণাদি তাকমিলা ৪:১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রয়োজনে ছবি তোলা

যাহা হউক, জরুরত কিংবা প্রয়োজনে যেমন পাসপোর্ট, ভিসা, ব্যক্তিগত পরিচয় পত্র কিংবা যেই সকল স্থলে মানুষ নিজের পরিচয় প্রদান প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থলে উহার অনুমতি থাকা সমীচীন। তাই ফুকাহায়ে কিরাম (রহ.) প্রয়োজনের স্থলে ছবি তোলা হারাম হুকুম হইতে ব্যতিক্রম রাখিয়াছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নিজ

সিয়ারুল কবীর গ্রন্থে বলেন, وان تحققت الحاجة له الى استعمال السلاح الذى تمثال فلا بأس باستعماله (ছবিযুক্ত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার করা যদি অত্যাবশ্যক হয় তাহা হইলে উহা ব্যবহার করা কোন ক্ষতি নাই)। তাহার অনুসরণে আল্লামা সারাখসী (রহ.) স্বীয় শরহের ২:২৭৮ পৃষ্ঠায় এই উক্তি করিয়াছেন যে, لان مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة (কেননা জরুরতের স্থলসমূহে হারামের হুকুমটি ব্যতিক্রম)। যেমন (জীবন রক্ষার্থে) মৃত আহার করা। আল্লামা সারাখসী (রহ.) ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন ان المسلمين يتبايعون بدراهم الاعاجم فيها التماثيل بالتيجان ولا يمنع احد عن المعاملة بذلك (মুসলমানগণ অনারবী ছবিযুক্ত মুদ্রা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন। আর ইহা দ্বারা মুআমালা করিতে কেহ নিষেধ করেন নাই)। আর তিনি নিজ শরহের ৩:২১২ পৃষ্ঠায় বলেন : لا بأس بان يحمل الرجل فى حال الصلاة دراهم العجم. وان كان فيها تماثيل الملك على سريرة وعليه تاجه (কোন ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় আজমী (আনসারী) দিরহামসমূহ বহন করায় কোন সমস্যা নাই, যদিও উক্ত দিরহামসমূহে সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহের মুকুটসহ ছবি রহিয়াছে)। আর সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযি.)কে মেয়েদের সহিত খেলা-তামাশা করার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ফুকাহায়ে কিরাম সাক্ষ্যের স্থলে মহিলাদের জন্য চেহারা খুলা মুবাহ বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৬৪)

(৫৩৮৭) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".

(৫৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবূ তালহা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ফিরিশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি আছে।

(৫৩৮৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الإِسْنَادِ.

(৫৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে সনদের মধ্যে রাবী মা'মার (রহ.) عن এর স্থলে اخبر শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৫৩৮৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.

(৫৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আবূ তালহা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করে না,

যেই ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুসর (রহ.) বলেন, অতঃপর রাবী যায়দ (রহ.) অসস্থ হইয়া পড়িলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম তাঁহার দরজায় একটি পর্দা রহিয়াছে যাহাতে ছবি ছিল। তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত মায়মূনা (রাযি.)-এর পালক পুত্র উবায়দুল্লাহ হাওলানী (রহ.)কে বলিলাম, ইতোপূর্বে এক দিন যায়দ (রহ.) কি আমাদের কাছে এই ছবির ব্যাপারে হাদীছ বর্ণনা করেন নাই? উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলিলেন, তুমি কি তাহার এই উক্তি শ্রবণ কর নাই যে, কিন্তু কোন কাপড়ে (প্রাণহীন বস্তুর) অঙ্কিত ছবি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ (কিন্তু কোন কাপড়ে (প্রাণহীন বস্তুর) অঙ্কিত ছবি)। ইহা দ্বারা সেই বিশেষজ্ঞ দলীল পেশ করেন যিনি বলেন ছায়াহীন বস্তুর ছবি জায়িয। তবে এই বিষয়ে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে যে, জমহুরে উলামার মতে এই স্থানে প্রাণহীন বস্তু কিংবা দৃশ্যাদির ছবি কাপড়ে অঙ্কিত মর্ম। যেমন ফুল, গাছ প্রভৃতি। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, الرقم শব্দটি আরবী অভিধানে الوشى (কাপড়ে বুটি তোলা, সজ্জিত করা, অলঙ্কৃত করা)-এর উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা ইবন মানযূর (রহ.) নিজ 'লিসানুল আরব' গ্রন্থের ১২:২৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, الرقم শব্দটি ضرب হইতে অর্থ خطط من الوشى (কাপড়ে ডোরা কাটিয়া সজ্জিত করা)। আল্লামা আর-রাগিব (রহ.) নিজ 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় লিখেন, الرقم হইতেছে الخط الغليظ (মোটা রেখা অঙ্কিত (কাপড়))। আর ইবন আছীর আল-জাযরী (রহ.) বলেন, الرقم হইতেছে النقش (নকশা, কারুকাজ)। আর মূলতঃ ইহার অর্থ الكتابة (লিখন, লেখা)। -(তাকমিলা ৪:১৬৫)

(৫৩৯০) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لاَ. قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

(৫৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুসর (রহ.) বলেন, যায়দ বিন খালিদ (রহ.) অসুস্থ হইলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তখন আমরা তাঁহার ঘরের একটি পর্দায় অনেক (দৃশ্যদির) ছবি রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ.)কে বলিলাম, তিনি কি আমাদের কাছে (ইতোপূর্বে) ছবি সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেন নাই? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি কিন্তু বলিয়াছিলেন কাপড়ে (প্রাণহীন বস্তুর দৃশ্যাদির) অঙ্কিত ছবি। তুমি কি উহা শ্রবণ কর নাই? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ইহা বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৩৮৯নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৩৯১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ". قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ" فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ

اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتّٰى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ "إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ". قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَيَّ.

(৫৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ তালহা আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেই ঘরে কুকুর কিংবা মূর্তি থাকে। রাবী (যায়দ বিন খালিদ রহ.) বলেন, পরে আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি (আবূ তালহা রাযি.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে কুকুর কিংবা মূর্তি থাকে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। তবে আমি তাঁহাকে যাহা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উহার বর্ণনা তোমাদের দিতেছি। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তিনি (কোন এক) জিহাদে রওয়ানা হইয়া গেলেন, তখন আমি একটি মসৃণ চাদর সংগ্রহ করিলাম এবং উহা দিয়া দরজার পর্দা তৈরী করিলাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়া যখন পর্দাটি প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহার মুবারক চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখিলাম। তিনি উহা টানিয়া নামাইয়া ফেলিলেন, এমনকি উহা ছিড়িয়া ফেলিলেন অথবা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাথর ও মাটিকে পোশাক পরানোর জন্য হুকুম দেন নাই। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমরা পর্দাটি কাটিয়া দুইটি বালিশ তৈরী করিলাম এবং সেই দুইটির ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে কোনরূপ দোষারূপ করিলেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ (নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাথর ও মাটিকে পোশাক পরানোর জন্য হুকুম দেন নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ পেশ করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেয়ালে পর্দা টানাইয়া এবং ঘরকে কাপড় দ্বারা সুসজ্জিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর এই নিষেধাজ্ঞা মাকরূহে তানযিহীমূলক, তাহরীমীমূলক নহে। ইহাই সহীহ। আর আমাদের আসহাবের মধ্যে শায়খ আবুল ফাতাহ নাসরু মুকাদ্দাসী (রহ.) বলেন, ইহা হারাম। তবে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা হারাম বলিয়া প্রমাণ করে না। কেননা, হাদীছের প্রকৃত শব্দটি হইতেছে ان الله تعالى لم يامرنا بذلك (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইহার হুকুম করেন নাই)। এই বাক্যের চাহিদা হইতেছে যে, ইহা ওয়াজিব নহে আর না মুস্তাহাব। আর ইহা হারাম হওয়ার দাবীও করে না। -(তাকমিলা ৪:১৬৬)

(৫৩৯২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "حَوِّلِي هٰذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا". قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.

(৫৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল, উহাতে পাখির ছবি ছিল। আর (ঘরে) প্রবেশকারীর প্রবেশকালে উহা তাহার সম্মুখে পড়িত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, ইহা সরাইয়া ফেল। কেননা যতবার আমি (ঘরে) প্রবেশ করি এবং তাহা প্রত্যক্ষ করি, ততবার দুন্ইয়ার

স্মরণ করেছি। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, আর আমাদের একটি রেশমের নকশা বিশিষ্ট সজ্জিত পশমী চাদর ছিল। তাহা আমরা পরিধান করিতাম।

(৫৩৯৩) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَى بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِهِ.

(৫৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ইবন আবূ আদী ও আবদুল আ'লা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ইবন মুছান্না (রহ.) বলেন, এই সনদে তিনি অর্থাৎ আবদুল আ'লা এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উহা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন নাই।"

(৫৩৯৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

(৫৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হইতে তাশরীফ আনিলেন। আর আমি দরজায় একটি আঁচলযুক্ত মসৃণ পর্দা টানাইয়া দিলাম, যাহাতে ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া (-এর ছবি অঙ্কিত) ছিল। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, তাই আমি উহা খুলিয়া ফেলিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হইতে তাশরীফ আনিলেন)। ইহা তাবুকের সফর ছিল। যেমন বায়হাকী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে নাসাঈ ও আবূ দাউদ গ্রন্থদ্বয়ের রিওয়ায়তে আছে, তাবুক কিংবা খায়বরের সফর ছিল। যেমন ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৬৯)

دُرْنُوكًا (আঁচলযুক্ত পর্দা) শব্দটির د এবং ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। আর কেহ د বর্ণে যবর দ্বারা পাঠ করেন। আল্লামা ইবন মানসূর (রহ.) নিজ 'লিসান' গ্রন্থের ১০:৪২৩ পৃষ্ঠায় লিখেন الدرنوك হইতেছে এক প্রকার কাপড় কিংবা ছোট ঝালর তথা আঁচলযুক্ত কাপড়। আর الدرانيك কে পর্দা এবং বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। -(তাকমিলা ৪:১৬৯)

(৫৩৯৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

(৫৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ওকী' (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী আবদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "সফর হইতে তাশরীফ আনিলেন"– বাক্যটি নাই।

(৫৩৯৬) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ".

(৫৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে (হুজরায়) প্রবেশ করিলেন, আমি তখন (হুজরায়) ছবি বিশিষ্ট একটি মিহি কাপড়ের পর্দা টানাইয়া রাখিয়াছিলাম। ইহাতে তাঁহার মুবারক চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, কিয়ামত দিবসে কঠোরতর শাস্তি ভোগকারীদের মধ্যে উহারাও থাকিবে, যাহারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ (আর আমি তখন ছবি বিশিষ্ট একটি মিহি কাপড়ের পর্দা টানাইয়া রাখিয়াছিলাম)। আর কতক নুসখায় مستترة রহিয়াছে। অর্থাৎ متخذة سترا (পর্দা প্রস্তুত করিলাম)। আর القرام শব্দটির ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ الستر الرقيق (মিহি পর্দা)। আর কেহ বলেন, القرام হইতেছে খুব মোটা পশমের কাপড়, যাহা হাওদায় বিছানো হয়। -(লিসানুল আরব ১২:৪৭৪, তাকমিলা ৪:১৬৯)

(৫৩৯৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

(৫৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হুজরায় প্রবেশ করিলেন ... হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী ইবরাহীম বিন সা'দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দার দিকে ঝুঁকিলেন এবং উহা নিজ মুবারক হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

(৫৩৯৮) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا". لَمْ يَذْكُرَا مِنْ.

(৫৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও 'আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন, তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا (কঠোরতর শাস্তি ভোগকারী লোক ...) রহিয়াছে। তাহারা مِنْ (অর্থাৎ ان من اشد الناس الخ (নিশ্চয় কঠোরতর শাস্তি ভোগকারী লোকদের মধ্যে) উল্লেখ করেন নাই।

(৫৩৯৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ "يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ". قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

(৫৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন। তখন আমি আমার একটি তাক ছবি বিশিষ্ট পর্দা দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আর তাঁহার মুবারক চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই সকল লোক কঠোরতর আযাব ভোগ করিবে, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সাদৃশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আমরা উহাকে কাটিয়া ফেলিলাম এবং উহা দিয়া একটি কিংবা দুইটি বালিশ তৈরী করিয়া নিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي (আমি আমার একটি তাক ছবি বিশিষ্ট পর্দা দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, السهوة শব্দটির س বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে শেল্‌ফ কিংবা তাক যাহার উপর জিনিসপত্র রাখা হয়। -(তাকমিলা ৪:১৭০)

(৫৪০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ "أَخِّرِيهِ عَنِّي". قَالَتْ فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

(৫৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার একটি কাপড় ছিল, যাহাতে (প্রাণীহীন) বিভিন্ন (দৃশ্যাদির) ছবি অঙ্কিত ছিল এবং উহা একটি তাকের সম্মুখে টানানো ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দিকে নামায আদায় করিতেন। এক পর্যায়ে তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা আমার সম্মুখ হইতে সরাইয়া ফেল। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আমি উহা সরাইয়া ফেলিলাম এবং উহা দিয়া (দুইটি) বালিশ তৈরী করিয়া নিলাম।

(৫৪০১) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও উকবা বিন মুকরাম (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

(৫৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে (হুজরায়) প্রবেশ করিলেন। আর আমি তখন একটি মিহি কাপড় দিয়া পর্দা টানাইয়াছিলাম, যাহাতে (প্রাণহীন) বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি উহা সরাইয়া ফেলিলেন। ফলে আমি উহা দিয়া দুইটি বালিশ তৈরী করিয়া নিলাম।

(৫৪০৩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ

رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ. قَالَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.

(৫৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি পর্দা টানাইলেন, যাহাতে বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরে) প্রবেশ করিয়া উহা সরাইয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, তখন আমি উহা কাটিয়া দুইটি বালিশ তৈরী করিয়া নিলাম। সেই সময় মজলিসে উপস্থিত বনূ যুহরার আযাদকৃত দাস রবী'আ বিন আতা নামে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, আপনি কি আবূ মুহাম্মদ (রহ.)কে এই কথা বলিতে শ্রবণ করেন নাই যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) বলিয়াছেন যে, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই (বালিশ) দুইটিতে হেলান দিতেন। ইবন কাসির (রহ.) বলিলেন, না। তবে আমি কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছেই এই কথা শ্রবণ করিয়াছি।

(৫৪০৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ". فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". ثُمَّ قَالَ "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".

(৫৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি গদি খরিদ করিলেন, যাহাতে বিভিন্ন ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা প্রত্যক্ষ করিয়া (ঘরে প্রবেশ না করিয়া) দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন আমি তাঁহার মুবারক চেহারায় অসন্তোষ লক্ষ্য করিলাম। কিংবা (রাবী বলিয়াছেন) তাঁহার মুবারক চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তিনি (আয়িশা রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার (প্রেরিত) রাসূলের সমীপে তাওবা করিতেছি। তবে আমি কি পাপ করিয়াছি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : এই গদির বিষয়টি কি? তিনি আরয করিলেন, আপনার জন্য আমি ইহা ক্রয় করিয়াছি, আপনি ইহাতে বসিবেন এবং ইহাতে হেলান দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই সকল (প্রাণীর) ছবি তৈরীকারীদের আযাব দেওয়া হইবে এবং তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমরা যাহা তৈরী করিয়াছ উহা জীবিত কর। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে সেই ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।

(৫৪০৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

(৫৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল

ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে কতিপয় রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কতিপয় রাবীর বর্ণিত হাদীছের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ। তবে ইবন আখী আল-মাজিশুন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিয়াছেন, উহা দিয়া আমি তাঁহাকে দুইটি তাকিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলাম। তিনি ঘরে সেই দুইটিতে হেলান দিতেন।

(৫৪০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ".

(৫৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিবসে তাহাদেরকে আযাব দেওয়া হইবে। আর তাহাদের বলা হইবে। তোমরা যাহা তৈরী করিয়াছ উহাকে জীবিত কর।

(৫৪০৭) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৫৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী’ ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৪০৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ". وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ إِنَّ.

(৫৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবসে কঠোরতর আযাব ভোগকারী লোক হইবে ছবি তৈরীকারীরা। তবে রাবী আশাজ্জ (রহ.) إِنَّ (নিশ্চয়ই) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৪০৯) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ". وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

(৫৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইয়াহইয়া এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) আবূ মুআবিয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসীদের মধ্যে কঠোরতর আযাব ভোগকারী হইবে ছবি তৈরীকারীরা। আর রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৫৪১০) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ هٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى. فَقُلْتُ لَا هٰذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ".

(৫৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... মুসলিম বিন সুবায়হ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি (আমার শায়খ) মাসরূক (রহ.)-এর সহিত একটি ঘরে ছিলাম। সেই ঘরে মারইয়াম (আ.)-এর মূর্তি ছিল। মাসরূক (রহ.) বলিলেন, ইহা (পারস্য সম্রাট) কিসরা-এর মূর্তি। আমি বলিলাম, না, ইহা মারইয়াম (আ.)-এর মূর্তি। তখন মাসরূক (রহ.) বলিলেন, জানিয়া রাখ! আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিবসে কঠোরতর আযাব ভোগকারী লোক হইবে ছবি তৈরীকারীরা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ (উক্ত ঘরে মারইয়াম (আ.)-এর প্রতিমূর্তি ছিল)। সহীহ বুখারী শরীফে সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, উক্ত ঘরটি ইয়াসার বিন নুমায়র-এর ছিল। আর এই প্রতিকৃতিটি তাহার ছাপরা ঘরেই ছিল। অথচ তিনি ছিলেন হযরত উমর (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তাঁহার কোষাধ্যক্ষ। হযরত উমর (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবী (রাযি.) হইতে তাহার রিওয়ায়ত রহিয়াছে। তাহার হইতে আবূ ওয়ায়িল ও আবূ ইসহাক আস-সাবীয়ী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন। -(ফতহুল বারী ১০:৩৮৩)। সুতরাং তাহার ঘরে কিভাবে প্রতিকৃতি থাকিতে পারে? ইহার উত্তর : প্রকাশ্য যে, তিনি এই ঘরটি খ্রীষ্টানদের কোন ব্যক্তি হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই খ্রীষ্টান এই প্রতিকৃতি তৈরী করিয়াছিল। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে উহার মুখমন্ডল ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য দেহ বাকী ছিল। আর উহাই আবূ যুহা এবং মাসরূক (রহ.) প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে উক্ত প্রতিকৃতিটি ঘৃণিত স্থানে পতিত ছিল। কেননা ছাপরার মধ্যে ছিল। আর তৃতীয় এক সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহা মূর্তি আকারে ছিল না; বরং ছাপরার মধ্যে ছবি অঙ্কিত ছিল। ফলে ইয়াসার বিন নুমায়র উহাকে রাখা জায়িয মনে করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৭৫)

هٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى (ইহা কিসরার প্রতিমূর্তি)। বর্তমানের সকল নুসখায় هٰذَا ইসমে ইশারাটি পুংলিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:৩৮৩ পৃষ্ঠায় هٰذه تَمَاثِيلُ كِسْرَى নকল করিয়াছেন। কিয়াস মতে اسم اشارة টি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া সমীচীন। তবে বর্তমান নুসখার এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে هذا الذى نراه تماثيل كسرى (এই যে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কিসরার প্রতিকৃতি)। -(তাকমিলা ৪:১৭৫)

(৫৪১১) قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ". وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

(৫৪১১) ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, আমি নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.)কে আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইসহাক (রহ.)। তিনি সাঈদ বিন আবুল হাসান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে আগমন করিয়া বলিল, আমি এই সকল ছবি অঙ্কন করিয়া থাকি। কাজেই এই বিষয়ে আপনি আমাকে 'ফাতওয়া' দিন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকটে আস। সে তাঁহার কাছে আসিলে তিনি বলিলেন, আরও নিকটে আস। সে আরও কাছে আসিলে তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি: প্রত্যেক ছবি তৈরীকারী জাহান্নামী। তাহার অঙ্কিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেওয়া হইবে, সেইগুলি জাহান্নামে তাহাকে শাস্তি দিতে থাকিবে। তিনি আরও বলিলেন, তোমাকে একান্তই যদি ছবি অঙ্কন করিতে হয় তাহা হইলে গাছ-পালা এবং যাহার প্রাণ নাই, সেই সকল বস্তুর (দৃশ্যাদির) ছবি তৈরী কর। (ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছ পাঠ করিয়া শুনাইবার পর) নাসর বিন আলী (রহ.) ইহার যথার্থতার স্বীকৃতি প্রদান করিলেন।

(৫৪১২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلاَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنُهْ. فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ".

(৫৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... নাযর বিন আনাস বিন মালিক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি ফাতওয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি (কোন ফাতওয়ায়) এই কথা বলেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। অবশেষে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বলিল, আমি এই সকল (প্রাণীর) ছবি অঙ্কন করিয়া থাকি। তখন ইবন আব্বাস (রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, নিকটে আস, লোকটি নিকটে আসিল। তখন ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, দুন্‌ইয়াতে যেই ব্যক্তি (প্রাণির) ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিবসে তাহাতে আত্মা ফুঁকিয়া দিতে তাহাকে বাধ্য করা হইবে। অথচ সে (আত্মা) ফুঁকিয়া দিতে সক্ষম হইবে না।

(৫৪১৩) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন গাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... নযর বিন আনাস (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে আসিল। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪১৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً".

(৫৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যুরআ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সহিত মারওয়ান (রহ.)-এর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি সেইখানে বিভিন্ন ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি হইতে অধিকতর যালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টিতুল্য মাখলূক সৃষ্টি করিতে চায়। তাহা হইলে তাহারা একটি (অনুভূতিশীল) বিন্দু সৃষ্টি করুক। কিংবা তাহারা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করিয়া দেখাক অথবা তাহারা একটি মাত্র যব (-এর দানা) সৃষ্টি করুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (আবূ যুরআ (রহ.) হইতে)। অর্থাৎ আবূ যুরআ বিন আমর বিন জরীর (রহ.)। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর শিষ্য। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ের نقض الصور অনুচ্ছেদে এবং التوحيد অধ্যায়ের قول الله تعالى والله خلقكم وتعملون অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৭৭)

فِي دَارِ مَرْوَانَ (মারওয়ানের ঘরে)। আগত (৫৪১৫নং) রিওয়ায়তে আছে دخلت انا وابو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد او لمروان- قال فراى مصورا يصور فى الدار (আমি এবং আবূ হুরায়রা (রাযি.) সাঈদ কিংবা মারওয়ানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় নির্মিত একটি ঘরে প্রবেশ করিলাম। রাবী (আবূ যুরআ রহ.) বলেন, তখন তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) প্রত্যক্ষ করিলেন যে, একজন চিত্রশিল্পী ঘরের দেয়ালগুলিতে (বিভিন্ন দৃশ্যাদির) ছবি অঙ্কন করিতেছে)। এই সাঈদ হইলেন সাঈদ বিন আল-আস আর মারওয়ান হইলেন, মারওয়ান বিন আল-হাকাম। তাহারা উভয়ে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে পর্যায়ক্রমে মদীনার আমীর ছিলেন। সম্ভবতঃ বাড়ীর মালিক মারওয়ান বিন হাকাম হইবেন কিংবা সাঈদ বিন আল-আস হইবেন। আর তাহারা হয়তো দেয়ালে ছায়াহীন অঙ্কিত ছবি হারাম মনে করিতেন না। তবে তাহাদের উভয়ের কৃতকর্ম ইতোপূর্বে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দলীলসমূহের বিপরীতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে। -(তাকমিলা ৪:১৭৭)

فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً (তাহা হইলে তাহারা একটি বিন্দু (পিঁপড়া) সৃষ্টি করুক)। সম্ভবতঃ ذرة দ্বারা এই স্থানে বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ তথা বিন্দু মর্ম কিংবা النمل (পিঁপড়া) মর্ম। আর এই নির্দেশ অক্ষম করণের উদ্দেশ্যে। যেমন ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, চিত্রশিল্পীরা তো রূহবিহীন গম কিংবা যব (-এর একটি) দানা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে না। তাহা হইলে রূহ বিশিষ্ট প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি করিবে? -(ঐ)

(৫৪১৫) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ. قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ "أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً".

(৫৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি আবূ যুরআ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) সাঈদ কিংবা মারওয়ানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় নির্মিত একটি ঘরে প্রবেশ করিলাম। রাবী (আবূ যুরআ) বলেন, তখন তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) প্রত্যক্ষ করিলেন যে, একজন চিত্রশিল্পী ঘরের দেয়ালগুলিতে বিভিন্ন ছবি অঙ্কন করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ... উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি "কিংবা তাহারা একটি যব (-এর দানা) সৃষ্টি করুক" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৪১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ".

(৫৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফিরিশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে মূর্তি কিংবা ছবিসমূহ থাকে।

بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে কুকুর এবং ঘন্টাসমূহ রাখা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৪১৭) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ".

(৫৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন আল-জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরিশতাগণ সেই সফরকারী কাফেলার সহিত অবস্থান করেন না, যাহাতে কুকুর এবং ঘণ্টা থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফের الجهاد অধ্যায়ে فى تعليق الاجراس অনুচ্ছেদে এবং তিরমিযী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে ما جاء من يستعمل على الحرب অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:১৭৮)

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً (ফিরিশতাগণ সেই সফরকারী কাফেলার সহিত অবস্থান করেন না)। رفقة শব্দটির ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ সহযাত্রীবৃন্দ। আর কেহ বলেন ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত অর্থ جماعة من الرفقاء (বন্ধুবর্গের দল)। -(তাকমিলা ৪:১৭৮)

فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ (যাহাতে কুকুর এবং ঘন্টা থাকে)। الجرس শব্দটির ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ যাহা উটের গ্রীবায় লটকানো থাকে এবং উহাতে আওয়াজ আছে। তবে الجرس শব্দটির ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ الصوت الخفى (অস্পষ্ট আওয়াজ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইতোপূর্বে কুকুর অবস্থানরত ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা নিকটবর্তী না হওয়ার হিকমত বর্ণিত হইয়াছে। তবে ঘন্টা। এই সম্পর্কে কেহ বলেন, বাদ্যযন্ত্রের সাদৃশ্য হওয়ার কারণে ফিরিশতাগণ ঘন্টাকে অপছন্দ করেন। আর কেহ বলেন, উহার আওয়াজ অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে। ইহার তায়ীদ مزمار الشيطان (শয়তানের বাঁশী) রিওয়ায়ত দ্বারাও হয়। এই কারণেই আমরা ঘন্টা রাখাকে ব্যাপকভাবে অপছন্দ করি। আর ইহা আমাদের মাযহাব এবং ইমাম মালিক ও অন্যান্যদের

মাযহাব। আর ইহা মাকরূহে তানযিহী। তবে সিরিয়ার প্রাচীন এক জামাআত আলিম বলেন, বড় ঘন্টা মাকরূহ, ছোট ঘন্টা নহে।

আল্লামা সাহারানপুরী (রহ.) নিজ 'বজলুল মাজহুদ' গ্রন্থের ১২:৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই কুকুর এবং ঘন্টা তখনই রাখা মাকরূহ যখন উহা কোন প্রকার উপকার হইতে খালি হয়। কিন্তু যদি এতদুভয়ের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে অনুমতি আছে। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত মাকরূহ তখনই হইবে যখন কুকুর এবং ঘন্টা এতদুভয় দ্বারা বিনোদন ও সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। যেমন কতিপয় কাফেলাবাসীর অনুরূপ অভ্যাস হইয়া থাকে। যেমন আগত (৫৪১৯নং) হাদীছে আছে الجرس مزامير الشيطان (ঘন্টা হইতেছে শয়তানের বাঁশী)। আর কুকুর যদি পাহারা এবং চোর-দস্যু হইতে নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহা হইলে অনুমতি আছে। যেমন শস্য-ক্ষেত ও গবাদিপশু পাহারার জন্য কুকুর রাখার অনুমতি রহিয়াছে। অনুরূপ ঘন্টাও যদি মুবাহ কাজের উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া' গ্রন্থের ৫:৩৫৪ পৃষ্ঠায় আছে, জন্তু-জানোয়ারের গ্রীবায় ঘন্টা লটকানো মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতিপয় আলিম বলেন, সকল প্রকার সফরেই জন্তু-জানোয়ারের গ্রীবায় ঘন্টা ঝুলানো মাকরূহ। চাই গযুয়ার সফর হউক বা অন্য কোন সফর। সকল সফরই সমান। তাহারা আরও বলেন, সফরের মধ্যে যেমন মাকরূহ অনুরূপ মুকীম অবস্থায়ও জন্তু-জানোয়ারের গ্রীবায় ঘন্টা লটকানো মাকরূহ। তাহারা আরও বলেন, শিশুদের ছোট ঘন্টা পরানোও মাকরূহ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নিজ 'আস-সিয়ারুল কবীর' গ্রন্থে বলেন, অভিযানে দারুল হারবে জন্তু-জানোয়ারের গ্রীবায় ঘন্টা লটকানো মাকরূহ। কেননা ইহা দ্বারা শত্রুপক্ষ মুসলমানের অবস্থান অনুভব করিয়া ফেলিবে ...। ইহা আমাদের সকল আলিমের মাযহাব। ইহার উপর কিয়াস করিয়া তাহারা আরও বলেন, দারুল ইসলামেও চোর-দস্যুর ভয় আছে এমন খোলা ময়দানে আরোহীর জন্য জন্তু-জানোয়ারের গ্রীবায় ঘন্টা ঝুলানো মাকরূহ। ইহাতে চোর-দস্যুদল টের পাইয়া আক্রমণ করিয়া বসিবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) স্বীয় 'সিয়ার' গ্রন্থে বলেন, তবে যদি দারুল ইসলামে ইহা আরোহীর উপকারে আসে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তিনি বলেন, ঘন্টাতে অনেক উপকারও আছে : ইহার মধ্য হইতে (ক) কাফেলা হইতে কেহ হারাইয়া গেলে ঘন্টার আওয়াজের মাধ্যমে সন্ধান লাভ হয়। (খ) ঘন্টার আওয়াজ কাফেলা হইতে রাত্রির ক্ষতিকর প্রাণী তথা নেকড়ে বাঘ প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেয়। (গ) ঘন্টার আওয়াজ ভারবাহী পশুর উৎসাহ-উদ্যমতা বৃদ্ধি করে। -(তাকমিলা ৪:১৭৮-১৭৯)

(৫৪১৮) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪১৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ".

(৫৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ঘন্টা হইতেছে শয়তানের বাঁশী।

بَابُ كَرَاهَةِ قِلاَدَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের গ্রীবায় তারের মালা ঝুলানো মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৪২০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولاً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ "لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ". قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

(৫৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আব্বাদ বিন তামীম (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাশীর আনসারী (রাযি.) তাহাকে বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক সফরে ছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক পাঠাইলেন। আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আব্বাদ) বলিয়াছেন। কাফেলার লোকেরা তখন তাহাদের রাত্রি যাপনের শয্যায় (শয়ন করিয়া) ছিল, অবশ্যই কোন উটের গ্রীবায় তারের হার কিংবা কোন মালা অবশিষ্ট থাকিবে না, থাকিলে উহা কর্তন করিয়া ফেলিতে হইবে। রাবী মালিক (রহ.) বলেন, আমার বিশ্বাস যে, বদনযর হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে উহা (উট কিংবা জানোয়াররের গ্রীবায়) পরানো হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ (আবূ বাশীর আনসারী (রাযি.) তাহাকে বলিয়াছেন)। হাকিম (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি সেই সকল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত যাহার নাম জানা নাই। তবে কেহ বলিয়াছেন, তাহার নাম কায়স বিন আবদুর রহমান (রাযি.)। তিনি সাহাবী ছিলেন, হিজরী ষাট সনের পরে জীবিত ছিলেন এবং হাররার যুদ্ধে শহীদ হইয়া যান কিংবা তখন ইনতিকাল করেন। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجهاد অধ্যায়ের ماقيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৮০)

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولاً (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক পাঠাইলেন)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, রূহ বিন উবাদা (রহ.) সূত্রে মালিক (রহ.) হইতে রিওয়ায়তে আছে: ارسل مولاه زيدا (তিনি তাঁহার আযাদকৃত গোলাম যায়দ (রাযি.)কে পাঠাইয়াছিলেন)। ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, আমার কাছে প্রকাশ্য যে, তিনি যায়দ বিন হারিছা (রাযি.) ছিলেন। -(ফতহুল বারী ৬:১৪১, তাকমিলা ৪:১৮০)

قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ (তারের (তৈরী) হার হইতে)। وتر শব্দটির و এবং ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ وتر القوس (ধনুকের ছিলা, তার, তন্ত্রী)। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) বলেন, وتر এর মর্ম নির্ণয়ে তিনটি অভিমত রহিয়াছে। (এক) তাহারা উটের গ্রীবায় শক্ত তারের মালা পরাইত। যাহাতে বদ-নযর হইতে রক্ষা পায়। ইহা তাহাদের ধারণা মতে। তাই তাহাদেরকে ইহা কাটিয়া ফেলিতে এই জন্য নির্দেশ দিলেন, যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, এই তারের মালা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা খন্ডনের জন্য কোন কাজে আসিবে না। ইহা ইমাম মালিক (রহ.) গ্রহণ করিয়াছেন।

(দুই) জন্তুটি দৌড় কিংবা ধাবিত হওয়ার সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা না যায়। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর শিষ্য মুহাম্মদ বিন হাসান (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.)ও ইহাকে প্রাধান্য দিয়া বলেন, ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ ইহা দ্বারা জন্তু-জানোয়ার কষ্টে পতিত হইতে পারে। অনেক

ক্ষেত্রে গাছের সহিত পেঁচাইয়া উহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর কারণ হইতে পারে কিংবা চলাচলে ব্যঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। (তিন) তাহারা উহাতে ঘন্টা লটকাইয়া দিত। যেমন ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদ কায়িমের দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

বলাবাহুল্য, তারের হার উটকে পরানো যেমন মাকরূহ তদ্রুপ ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারকেও পরানো মাকরূহ। তবে তারের হার পরানোই মাকরূহ, অন্যান্য মালা পরানো মাকরূহ নহে। এই কারণেই আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৭:৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন عن مالك: يختص الكراهة من القلائد بالوتر ـ ويجوز بغيرها اذا لم يقصد رفع العين (ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বিশেষভাবে তারের মালাসমূহকে মাকরূহ বলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মালা পরানো জায়িয আছে যদি উহা বদ-নযর হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে না হয়। -(তাকমিলা ৪:১৮১)

أَوْ قِلَادَةٌ (কিংবা মালা)। সম্ভবত: ইহা রাবীর সন্দেহ। অর্থাৎ রাবী এই মর্মে সন্দেহ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে কেবলমাত্র তারের তৈরী মালা পরানো মাকরূহ কিংবা ব্যাপকভাবে সকল প্রকার মালা পরানো মাকরূহ। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, او (কিংবা) শব্দটি تنويع (শ্রেণীবিন্যাস)-এর ব্যবহৃত। তাহা হইলে ইহা خاص (নির্দিষ্ট)-এর পর عام (ব্যাপক) উল্লেখের অনুচ্ছেদ হইতে হইবে। তবে প্রথমটি প্রাধান্য। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, আমরা আবূ ওহাব (রহ.) সূত্রে আবূ দাউদ হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছি, যাহাতে সুস্পষ্টভাবে আছে, তারের মালা ব্যতীত অন্যান্য মালা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:১৮১)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাণীর মুখে প্রহার করা এবং দাগ লাগানো নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৫৪২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

(৫৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমন্ডলে প্রহার করা ও মুখে দাগ লাগানো হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (মুখমন্ডলে প্রহার করা হইতে ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) প্রত্যেক সম্মানিত প্রাণী তথা মানুষ, গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর ও বকরী প্রভৃতির মুখমন্ডলে প্রহার করা নিষিদ্ধ। তবে মানুষের ক্ষেত্রে কঠোরতর নিষিদ্ধ। কেননা, মুখমন্ডল হইতেছে সৌন্দর্যাবলীর মিলন স্থল এবং মনোরম। আর ইহাতে প্রহারের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া যায়। প্রায়শঃ চেহারা বিকৃত করিয়া দেয় আর কখনও কতক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষতি সাধন করে। 'বযলুল মাজহুদ' গ্রন্থকার (রহ.) ১২:৬১ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই হুকুম বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে প্রহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুখমন্ডল ব্যতীত অন্য স্থানে প্রহার করা জায়িয আছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির (রাযি.)-এর (দুর্বল) উটকে খোঁচা দিয়াছিলেন অতঃপর উহাকে প্রহার করিয়াছিলেন (ইহার ফলে উট দ্রুত চলিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল)। প্রশিক্ষকের জন্য গৃহপালিত পশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রহার করা বৈধ। আর উস্তাদের জন্য শিশুদের আদবের জন্য প্রহার করা জায়িয আছে। আর এই সকল অনুমোদিত প্রহারের দ্বারা পশুর কোন ক্ষতি হইলে জরিমানা দিতে হইবে না। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ইসহাক, আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত। আর ইমাম ছাওরী ও আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, জরিমানা দিতে হইবে। -(তাকমিলা ৪:১৮২)

وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ (এবং মুখে দাগ লাগানো হইতে ...)। الْوَسْم শব্দটির و বর্ণে যবর س বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইল 'সেঁক দিয়া শরীরে দাগ লাগানো'। মুখমন্ডলে দাগ লাগানো সর্বসম্মত মতে নিষিদ্ধ। আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ। আর মানুষের শরীরে দাগ লাগানো ব্যাপকভাবে হারাম। তবে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর ক্ষেত্রে মুখমন্ডল ব্যতীত দাগ লাগানোর হুকুম ইনশাআল্লাহু তা'আলা পরবর্তী সংযুক্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে। -(ঐ)

(৫৪২২) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন ... পরবর্তী অংশ উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪২৩) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ "لَعَنَ اللهُ الَّذِى وَسَمَهُ".

(৫৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাববি (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখ দিয়া একটি গাধা চলিয়া গেল, যাহার মুখমন্ডলে দাগ লাগানো হইয়াছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি এইটিকে দাগ লাগাইয়াছে, তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত হউক।

(৫৪২৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِى أَقْصَى شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِىَ فِى جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

(৫৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে দাগ লাগানো একটি গাধা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি (ইবন আব্বাস রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাহার মুখমন্ডল হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশে দাগ লাগাইব। অতঃপর তিনি তাঁহার একটি গাধা সম্পর্কে হুকুম করিলে উহার দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগানো হইল। ফলে তিনিই হইলেন দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগানোর প্রথম ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ (নায়িম আবূ আবদুল্লাহ রহ.)। তিনি হইলেন, নাঈম বিন উজাইল আল-হামাদানী আল-মিসরী (রহ.)। তিনি তাবেঈনের মধ্যে ছিকাহ রাবী এবং ফকীহ ছিলেন। (তাহযীব ১০:৪০৩-৪০৪)-(তাক. ৪:১৮২)

قَالَ فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ الخ (তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাহার মুখমন্ডল হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশে দাগ লাগাইব)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, তিনি (তথা এই উক্তির প্রবক্তা) হইলেন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.)। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে অনুরূপই উল্লিখিত আছে। অনুরূপ ইমাম বুখারী (রহ.)ও স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে মুশকিল বটে। কেননা ইহা ধারণা হয় যে, এই উক্তির প্রবক্তা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কাযী ইয়ায (রহ.)-এর কথা

يوهم انه من كلام النبى صلى الله عليه وسلم (ধারণা হয় যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি) সুস্পষ্ট নহে; বরং সুস্পষ্ট হইতেছে ইহা রাবী ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর উক্তি। ফলে এরূপ বলা বৈধ হইবে যে, ঘটনাটি আব্বাস (রাযি.) এবং তাঁহার ছেলে ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে ঘটিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৮৩)

إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ (তবে মুখমন্ডল হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশে ...)। অর্থাৎ শরীরের এমন অংশে যাহা চেহরা হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী হইবে। -(তাকমিলা ৪:১৮২)

فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (উহার দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগানো হইল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الجاعرتان হইল দুই নিতম্ব প্রান্ত যাহা মলদ্বয়ের নিকটে অবস্থিত। আর كوى (كَيٌّ) অর্থ সেঁক, দাগন, দাগ, পোড়া ক্ষত। -(তাক. ৪:১৮৩)

بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ব্যতীত অন্য জন্তু-জানোয়ারের চেহারা ব্যতীত দাগ লাগানো জায়িয। যাকাত ও জিযিয়ার পশুকে দাগ লাগানো উত্তম- ইহার বিবরণ

(৫৪২৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ. قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

(৫৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.) যখন সন্তান প্রসব করেন তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আনাস! তুমি এই শিশুটির প্রতি নযর রাখিও, যেন সকালে তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করানো না হয়। তিনি খেজুর চিবাইয়া (প্রথমে তাহার মুখে দিয়া) তাহাকে বরকত দিবেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি প্রভাতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বাগানে রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুবারক দেহে একটি 'জাওনিয়্যা' চাদর রহিয়াছে। আর তিনি যুদ্ধ জয় হইতে প্রাপ্ত (গণীমতের) উটগুলিকে (পশ্চাদ্ভাগে) দাগ দিতেছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ মুসলিম (রহ.) الاداب অধ্যায়ের استحباب تحنيك المولود অনুচ্ছেদে এবং সহীহ বুখারী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে من لم يظهر حزنه عن المصيبة অনুচ্ছেদে এবং الزكوة অধ্যায়ের وسم الامام ابل الصدقة بيده অনুচ্ছেদে এর আরও চারিটি স্থানে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৮৩)

لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (উম্মু সুলায়ম (রাযি.) যখন সন্তান প্রসব করেন)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাকে। যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) সুস্পষ্টভাবে تحنيك المولود অনুচ্ছেদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফে الزكوة অধ্যায়ে আছে, আবদুল্লাহ হইলেন উম্মু সুলায়ম ও আবূ তালহা (রাযি.) এতদুভয়ের সেই সন্তান যিনি তাহাদের অপর সন্তান যে মৃত্যুবরণ করিবার পর তাহার পিতা আবূ তালহা (রাযি.) সফর হইতে আগমনে তাহার মা উম্মু সুলায়ম গোপন রাখিয়া স্বামীর সহিত রাত্র যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর সকালে স্বামীকে অবহিত করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর তিনি উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর জন্য দু'আয় ইরশাদ করিয়াছিলেন, بارك الله فى ليلتكما (তোমাদের উভয়ের রাত্রির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করুন)। ইমাম মুসলিম (রহ.) অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয় অংশ এই স্থানে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৮৪)

فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا অর্থাৎ فلا ياكلن شيئا (তাহাকে যেন কোন কিছু আহার না করানো হয়)। -(ঐ)

وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ (তাঁহার দেহে একটি 'জাওনিয়্যা' চাদর রহিয়াছে)। الخميصة হইল الرداء (চাদর), আর الجونية শব্দটি রিওয়ায়তসমূহে বিভিন্ন রহিয়াছে এবং এই শব্দটি সংরক্ষণে অতীব মতানৈক্য হইয়াছে। প্রসিদ্ধ হইতেছে حويتية (হুওয়াইতিয়া) শব্দটির ح বর্ণে পেশ و বর্ণে যবর ت বর্ণে যের এবং ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। কিন্তু আল্লামা ইবন আছীর (রহ.) বলেন, ইহা আমার জানা নাই, অথচ বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। আর শারেহ নওয়াভী (রহ.) কর্তৃক বিশেষজ্ঞ হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইহা حويت (হুওয়াইত)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। হুওয়াইত একটি গোত্রের নাম। ইহা ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১:২৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, حويت শব্দটি حوت (মাছ)-এর تصغير (ক্ষুদ্রকরণ)। চাদরটিকে মাছের সহিত উপমা দেওয়ার কারণ হইতেছে যে, উহাতে মাছের ন্যায় লম্বা ডোরা ছিল। আর কতক রিওয়ায়তে حوتنية (হাওতানিয়া) ت এরপর ن দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে حونيه (হাওনিয়া) ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে حريثية (হুরাইছিয়া) বনূ হুরায়ছ-এর দিকে সম্বন্ধ করিয়া বর্ণনা করেন। আর কতক রিওয়ায়তে حونبية (হুনাবিয়া) ح ও ن বর্ণে যবর এবং ب বর্ণে যের দ্বারা পঠনে আছে। আর কতক রিওয়ায়তে جونيه (জাওনিয়্যা)। আর কতক রিওয়ায়তে جوينية (জুওয়াইনিয়া) রহিয়াছে।

কাযী ইয়ায (রহ.) 'আল-মাশারিক' গ্রন্থে বলেন, এই সকল রিওয়ায়তের সকলগুলি বিকৃত, তবে দুইখানা রিওয়ায়ত حونية (জাওনিয়া) ج দ্বারা এবং حريثية (হুরাইছিয়া) ر এবং ث দ্বারা পঠনে। সুতরাং جونية শব্দটি ইযদ সম্প্রদায়ের বনূ জাওন-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত কিংবা চাদরটির রঙ কাল, সাদা কিংবা লাল ছিল। কেননা আরবীগণ এইসকল রঙে প্রতিটি রঙ جون (জাওন) নামে নামকরণ করিয়া থাকে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:২৮১ পৃষ্ঠায় এতদুভয় রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আর جونية দ্বারা السوداء (কাল রঙ) মর্ম এবং حريثية শব্দটি কাযাআ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি حريث (হুরাইছ)-এর দিকে সম্বন্ধ। আর সে-ই এই চাদরটি তৈরী করিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:১৮৪)

وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ (আর তিনি উটগুলিকে দাগ দিতেছেন)। الظهر হইল الابل (উট)। আর আগত কতক রিওয়ায়তে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীকে দাগ লাগাইতেছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট ও বকরী সকলগুলিকে দাগ দিতেছিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) প্রবেশ করিয়া প্রথমে দেখিয়াছেন, তিনি উটগুলিকে দাগ দিতেছেন অতঃপর তিনি আবার বকরীকে দাগ দিতে দেখিয়াছিলেন। -(ফতহুল বারী ৭:৬৭২)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৩:৩৬৭ পৃষ্ঠায় زكاة অধ্যায়ে লিখেন, হানাফীগণের মধ্যে যাহারা অঙ্গবিকৃতির নিষেধাজ্ঞার ব্যাপক হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ছ্যাঁক দেওয়ার লোহা দ্বারা দাগ লাগানোকে মাকরূহ বলেন। তাহাদের বিপক্ষে আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ। কেননা এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটি করিয়াছেন। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গ বিকৃতিকরণের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপক হুকুম হইতে প্রয়োজনের কারণে দাগ লাগানো খাস করা হইয়াছে। যেমন মানুষকে খাৎনা করা। তবে আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারী গ্রন্থে ৪:৪৬১ পৃষ্ঠায় বলেন, আমি বলিতেছি আমাদের হানাফী আসহাবের কিতাবসমূহে উল্লিখিত আছে যে, জন্তু-জানোয়ারকে চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাগ লাগানোতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহাতে উপকার রহিয়াছে। অধিকন্তু বালক-বালিকাদের রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দাগ লাগানোতে ক্ষতি নাই। কেননা ইহাতে চিকিৎসা রহিয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই মাসয়ালা হানাফিয়া ও শাফেয়ীয়াগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

আল্লামা আইনী (রহ.) আরও বলেন, শাফেয়ীগণের একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাকাত এবং জিযিয়ার গবাদি পশুকে দাগ লাগানো মুস্তাহাব। তাহা ছাড়া অন্যান্য গৃহপালিত পশুকে দাগ লাগানো জায়িয। আর বকরীর কানসমূহে এবং উট ও গরুর উরুসমূহে দাগ লাগানো মুস্তাহাব। ইহা দ্বারা ফায়দা হইতেছে, কতক পশু হইতে কতক পশুকে পার্থক্য করণ এবং ইহার দ্বারা পরিচয় নির্ণয় করা যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৮৪-১৮৫)

(৫৪২৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا.

(৫৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন যায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহার মা (উম্মু সুলায়ম রাযি.) যখন সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাহারা নবজাতককে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। যাহাতে তিনি খেজুর ভালভাবে চিবাইয়া তাহার মুখে দিয়া বরকত দান করেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, গিয়া দেখিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি (বাগানে) উট বাঁধিয়া রাখিবার স্থানে ছাগলগুলিকে দাগ লাগাইতেছেন। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি (রাবী হিশাম রহ.) বলিয়াছেন, উহাদের কানসমূহে (দাগ লাগাইতেছিলেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي مِرْبَدٍ (উট বাঁধিয়া রাখিবার স্থানে ...)। (... مربد শব্দটির م বর্ণে যের ر বর্ণে সাকিন ও ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে موضع تحبس فيه الابل (উট বাঁধিয়া রাখিবার স্থান)। ইহা الحظيرة (খোঁয়ার, ছাগল বাঁধিয়া রাখিবার স্থান)-এর অনুরূপ। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত আনাস (রাযি.) ছাগলের الحظيرة (খোঁয়ার)-এর উপর المربد এর প্রয়োগ করিয়াছেন। কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলগুলিকে দাগ দেওয়ার জন্য খোঁয়ার হইতে বাহির করিয়া المربد (উট বাঁধিয়া রাখিবার স্থান)-এ নিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উপর্যুক্ত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাযি.) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পৌঁছিলেন তখন তিনি একটি বাগানে ছিলেন। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা مربد টি বাগানের কোন এক অংশে ছিল। -(তাকমিলা ৪:১৮৫)

(৫৪২৭) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا.

(৫৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন যায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গেলেন। তখন তিনি একটি মিরবাদ (উট বাঁধিয়া রাখিবার স্থান)-এ ছিলেন এবং ছাগলগুলিকে দাগ লাগাইতেছিলেন। তিনি (শু'বা রহ.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, তিনি (হিশাম রহ.) বলিয়াছেন, সেইগুলির কানসমূহে (দাগ লাগাইতেছিলেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৫৪২৮) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪২৯) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

(৫৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে 'ছ্যাঁক দেওয়া লোহা' প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন তিনি সদকার উটকে দাগ লাগাইতেছিলেন।

بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাযা' অর্থাৎ শিশুর মাথার চুল কতকাংশ মুড়ানো আর কতকাংশ রাখিয়া দেওয়া মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৪৩০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

(৫৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (উমার বিন নাফি রহ.) বলেন, আমি (আমার পিতা) নাফি' (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাযা' কি? তিনি বলিলেন, "শিশুর মাথার চুল কিছু অংশ মুড়াইয়া আর কিছু অংশ রাখিয়া দেওয়া।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ের القزع অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:১৮৬)

عَنِ الْقَزَعِ (কাযা হইতে)। القزع শব্দটি ز ও ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে قزعة (মেঘখণ্ড)-এর বহুবচন। ইহা হইল মেঘের একটি খন্ড। মেঘের সহিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিয়া شعر الرأس (মাথার চুল)কে قزع (মেঘ খন্ড) নামে নামকরণ করা হইয়াছে। রাবী নাফি' (রহ.) স্বয়ং এই হাদীছের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা করিয়াছেন: يحلق بعض راس الصبى ويترك بعض (শিশুর মাথার (চুল) কতকাংশ মুন্ডন করা এবং কতকাংশ রাখিয়া দেওয়া)। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইবন জুরাইজ (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে قلت وما القزع؟ فاشار لنا عبيد الله - قال اذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا وههنا - فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبى راسه - قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال لا ادرى هكذا قال الصبى (আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাযা' কি? উবায়দুল্লাহ ইশারার মাধ্যমে আমাদেরকে বলিলেন, যখন শিশুর মাথা মুন্ডন করা হয় তখন এই স্থানের কিছু চুল রাখিয়া দেওয়া হয় এবং এই এই স্থানের। তখন উবায়দুল্লাহ নিজ ললাটের কেশগুচ্ছ এবং মাথার দুই পার্শ্বের কেশগুচ্ছের দিকে ইশারা করিয়া আমাদেরকে দেখাইলেন। কেহ উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিল, ছেলে-মেয়ে উভয়ই? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি জানি না। অনুরূপই তিনি 'শিশু' বলিয়াছেন)।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এইভাবেই নাফি' কিংবা উবায়দুল্লাহ (রহ.) 'কাযা' শব্দের তাফসীর করিয়াছেন। ইহাই সহীহ যে, 'কাযা' হইতেছে মাথার কিছু অংশের চুল মুড়ানো। আর তাহাদের কেহ বলেন, 'কাযা' হইতেছে মাথার বিভিন্ন স্থানে কিছু অংশের চুল মুন্ডন করা। তবে প্রথম তাফসীরই সহীহ। কেননা উহা স্বয়ং হাদীছের রাবীর ব্যাখ্যা। আর ইহা প্রকাশ্যের বিপরীতও নহে। কাজেই ইহার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর সহীহ বুখারী শরীফে উল্লিখিত কাযা-এর ব্যাখ্যা اذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا شعرة (যখন শিশুর মাথার চুল মুড়ানো হয় তখন এই স্থানের কিছু চুল এবং এই স্থানের কিছু চুল (মুন্ডন ব্যতীত) রাখিয়া দেওয়া)। প্রকাশ্য যে, ইহা 'কাযা'-এর বিভিন্ন প্রকারসমূহের এক প্রকারের দৃষ্টান্ত। ইহা 'কাযা'-এর সংজ্ঞা নহে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আরও বলেন, 'কাযা' মাথার বিভিন্ন স্থান হইতে করা হইলে মাকরূহ। তবে যদি চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য হয় তবে ভিন্ন। আর ইহা মাকরূহে তানযীহী। ইমাম মালিক (রহ.) মেয়ে-ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রে মাকরূহ বলেন। উলামায়ে ইযাম বলেন, কাযা' মাকরূহ হইবার কারণ হইতেছে যে, ইহাতে সৃষ্টির কুৎসিত আকৃতি ধারণ করা হয়।

আর কেহ বলেন, ইহা ইয়াহুদীদের ফ্যাশন তথা বেশ-ভূষা। যেমন আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে আছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:২০৩-২০৪, তাকমিলা ৪:১৮৬-১৮৭)

(৫৪৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

(৫৪৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে আবূ উসামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে 'কাযা' শব্দটির ব্যাখ্যাকে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর কথা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

(৫৪৩২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ. مِثْلَهُ وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

(৫৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উমাইয়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয় (কাযা-এর) ব্যাখ্যাটিকে (মূল) হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

(৫৪৩৩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.

(৫৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি', হাজ্জাজ বিন শায়ির ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ জা'ফর দারিমী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ চলাচলের পথে বৈঠক করা নিষিদ্ধ ও রাস্তার হক আদায় করা-এর বিবরণ

(৫৪৩৪) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ".

(৫৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, বিশেষভাবে তোমরা রাস্তায় বসিয়া থাকা পরিহার করিবে। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের (রাস্তার উপর) বৈঠক না করিয়া উপায় নাই। সে স্থানে আমরা (প্রয়োজনীয়) আলোচনা করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের যদি একান্তই তাহা করিতে হয় তাহা

হইলে রাস্তাকে তাহার প্রাপ্য হক আদায় করিয়া দিবে। তাঁহারা আরয করিলেন, রাস্তার হক কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ করা ও বদ কাজ হইতে নিষেধ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المظالم অধ্যায়ের افنية অনুচ্ছেদে باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم অধ্যায়ে এবং الاستئذان এবং الدور والجلوس فيها অনুচ্ছেদে আছে এবং আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে আছে।

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ (তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ...)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৫:১১২ পৃষ্ঠায় বলেন, ইহার প্রবক্তা হইলেন, হযরত আবূ তালহা (রহ.)। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। উহার শব্দ নিম্নরূপ :

قال ابو طلحة كنا قعودا بالافنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال مالكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا انما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث فقال إما لا فادوا حقها غضُّ البصرِ وردُّ السلامِ وحُسنُ الكلامِ

(আবূ তালহা (রাযি.) বলেন, আমরা (বাড়ীর সম্মুখের) আংগিনায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিলেন, রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস করা তোমাদের অভ্যাস কেন? রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস করা তোমরা পরিহার করিবে। আমরা বলিলাম, আমরা তো বসিয়াছি কাহারও কোন অসুবিধা করিবার উদ্দেশ্য নিয়া নহে। আমরা কেবল বসিয়া আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, যদি তাহা না করিয়া না পার, তাহা হইলে রাস্তার হক আদায় করিবে। আর তাহা হইল দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা)। -(তাকমিলা ৪:১৮৮)

مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا (আমাদের তো (রাস্তার উপর) বৈঠক না করিয়া উপায় নাই)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দলীল যে, আলোচ্য হাদীছে নির্দেশখানা ওয়াজিবের জন্য নহে। তবে ইহাতে উত্তম পন্থা অবলম্বনের উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞাটি হুবহু নিষেধাজ্ঞার জন্য নহে; বরং অজুহাতের দরজা বন্ধ করিবার শ্রেণীভুক্ত ছিল। যাহাতে তাহারা নিষিদ্ধ কাজে পতিত হওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর উক্তি দ্বারাও ইহার পক্ষপাত হয়। তিনি বলেন, انما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث (আমরা তো বসিয়াছি কাহারও কোন অসুবিধা করা উদ্দেশ্য নিয়া নহে। আমরা বসিয়া (কেবল পরস্পর) আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলিতেছি)। অতঃপর যখন প্রমাণিত হইল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) বিষয়টি যথাযথ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে শর্তসহ বসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৮৮-১৮৯)

قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ الخ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা...)। হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে وحسن الكلام (এবং উত্তম কথা বলা)। আর ইবন হাব্বান (রাযি.) আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে وارشاد السبيل وتشميت العاطس اذا حمد (আর (পথিককে) পথপদর্শন করা এবং হাঁচিদাতা যখন الحمد لله (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার) বলিবে তখন ইহার জবাব-এ يرحمك الله ('তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন') বলিয়া জবাব দেওয়া। আর আবূ দাউদ শরীফে হযরত উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال (আর তোমরা দুঃখিতকে সাহায্য করিবে এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করিবে)। আর আহমদ ও তিরমিযী গ্রন্থে হযরত বারা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে واعينوا المظلوم وافشوا السلام (আর তোমরা অত্যাচারিতকে সাহায্য কর এবং সালামের বিস্তার সাধন কর)। আর আল-বায্যার গ্রন্থে ইবন আব্বাস

(রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে واعينوا على الحمولة (আর তোমরা বোঝা বহনকারীর সহায়তা কর)। 'তিবরানী' গ্রন্থে সাহল বিন হানীফ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে ذكر الله كثيرا (অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা)। আর 'তিবরানী' গ্রন্থে ওয়াহশী বিন হাবর (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে واهدوا الاغبياء (আর তোমরা নির্বোধদের পরিচালিত কর)। উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে রাস্তার হক সর্বমোট দশটি উল্লিখিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৮৯)

(৫৪৩৫) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.)। তাহারা ... যায়দ বিন আসলাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী, মানব দেহের চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন প্রার্থিণী, ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটন প্রার্থিণী, দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁকে সুষমা তৈরীকারিণী এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিকৃতকারিণীদের কার্যাবলী হারাম হওয়ার বিবরণ

(৫৪৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ "لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ".

(৫৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে হাম রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ফলে তাহার (মাথার) চুল পড়িয়া গিয়াছে। আমি কি তাহাকে পরচুলা সংযোজন করিয়া দিব? তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের اللباس অধ্যায়ে الموصولة এবং وصل الشعر অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া নাসায়ী ৫২৫০ ও ৫০৪৯নং হাদীছ এবং ইবন মাজা শরীফে ১৯৯৭নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:১৯০)

إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে ...)। عريّسا শব্দটির ى বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠনে عروس এর تصغير (ক্ষুদ্রকরণ) العروس শব্দটি নববিবাহিতা স্বামী-স্ত্রী বাসরঘর উদযাপনের সময় দুলা-দুলহান উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ৪:১৯০)

أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ (সে হাম রোগে আক্রান্ত হইয়াছে)। حصبة শব্দটির ح বর্ণে যবর ص বর্ণে সাকিনসহ পঠনই প্রসিদ্ধ। আর কেহ শব্দটিকে ص বর্ণে যবর কিংবা যের পাঠ করেন। حصبة (হাম) হইতেছে শরীরের চামড়ায় উদগত ফোঁড়া। আর ইহাকে الجدرى (গুটিবসন্ত) কিংবা গুটিবসন্ত সাদৃশ্য কোন রোগ। তিবরানী গ্রন্থে ফাতিমা বিনত আল মুনযির (রহ.)-

এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فاصابتها الحصبة او الجدرىّ (সে হাম রোগ কিংবা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:১৯০)

فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا (তাহাতে তাহার চুল পড়িয়া গিয়াছে)। تمرّق এবং تمرط উভয় শব্দের অর্থ سقط (নীচে পড়া, পড়িয়া যাওয়া, ঝরিয়া পড়া)। التمرق শব্দটি মূলতঃ المرق হইতে নিঃসৃত। ইহার অর্থ نتف الصوف (লোম উৎপাটন করা, তুলিয়া ফেলা)। আর কতিপয় রিওয়ায়তে تمرّق বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থও تقطع (কর্তন হইয়া গিয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:১৯০)

أَفَأَصِلُهُ (আমি কি তাহাকে পরচুলা সংযোজন করিয়া দিব?) অর্থাৎ ايجوز ان اصل شعرها بشعر اخر (অন্যের চুল দ্বারা তাহার চুল সংযোজন করিয়া দেওয়া কি জায়িয হইবে)? -(তাকমিলা ৪:১৯০)

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত রহিয়াছে)। الْوَاصِلَةَ হইল সেই মহিলা যে, মেয়েদের চুলের সহিত অন্যের চুল সংযোজন করিয়া দেয়। আর الْمُسْتَوْصِلَةَ হইল সেই মহিলা যে, এই কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়ার জন্য অপরের কাছে আবেদন করে। তাহাকে موصلة (সংযোজন প্রার্থিণী)ও বলে। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরচুলা সংযোজন করা কবীরা গুনাহ ও লা'নত পাওয়ার যোগ্য। তবে ইহার বিস্তারিত বিধান বর্ণনায় উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। ব্যাপকভাবে পরচুলা সংযোজন করা হারাম। চাই মানুষের চুল দ্বারা সংযোজন করা হউক কিংবা মানুষ ব্যতীত অন্যের চুল দ্বারা সংযোজন করা হউক। চাই বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা হউক কিংবা পশম দ্বারা হউক। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহাকে উত্তম অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ইহাকে জমহুরের অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২। মানুষের চুল দ্বারা সংযোজন করা হারাম। অনুরূপ মানুষ ছাড়াও নাপাক চুল দ্বারা সংযোজন করা হারাম। তবে মানুষের চুল ব্যতীত অন্যান্য পাকা চুল দ্বারা সংযোজন করা স্বামী কিংবা মালিকের অনুমতি নিয়া জায়িয আছে। ইহা কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের অভিমত। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) নকল করিয়াছেন।

৩। চুল দ্বারা সংযোজন ব্যাপক ভাবেই নিষিদ্ধ। চাই মানুষের চুল দ্বারা হউক কিংবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারের চুল হউক। কিন্তু পশম কিংবা বস্ত্রখণ্ড প্রভৃতি দ্বারা সংযোজন করিবার মধ্যে কোন ক্ষতি নাই। ইহা ফকীহ লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)-এর অভিমত।

৪। চুল ব্যতীত অন্য বস্তু সংযোজন করা হালাল বটে, তবে যখন উহা চুলের সহিত সংমিশ্রণ না হয় এবং দৃষ্টিকারী চুল বলিয়া ধারণা না করে। যদি দৃষ্টিতে চুল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে হালাল নহে। ইহা হাকিম ইবন হাজার স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:৩৭৫ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন।

হানীফী কিতাবসমূহে দ্বিতীয় অভিমতটি তাহাদের কাছে প্রাধান্য পাইয়াছে। আর তাহা হইতেছে হারাম শুধু মানুষের চুল দ্বারা সংযোজনের সহিত নির্ধারিত। 'আল ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া' গ্রন্থের ৫:৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন ووصل الشعر بشعر الادمى حرام- سواء كان شعرها او شعر غيرها (আর মানুষের চুল দ্বারা চুল সংযোজন করা হারাম, চাই উহা নিজের চুল হউক বা অন্যের চুল)। 'শরহুল মুখতার' গ্রন্থে ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। আর মহিলাদের জন্য ললাটের বা সম্মুখের কেশগুচ্ছকে লোম, পশম বা পালক দ্বারা সজ্জিত করায় কোন ক্ষতি নাই। যেমন, 'ফাতওয়ায়ে কাযী খা' গ্রন্থে আছে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, মহিলাদের জন্য রেশমী সূতা গ্রহণ (রূপসজ্জা) করা জায়িয। ইনশাআল্লাহু তা'আলা এই অভিমতটি সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত।

আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থের ১০:৩০২ পৃষ্ঠায় বলেন, আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) অধিকাংশ ফকীহ হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞা চুলের সহিত চুল সংযোজন করার সহিত নির্দিষ্ট। কাজেই কেহ যদি চুলের সহিত চুল ছাড়া অন্য কিছু তথা বস্ত্র প্রভৃতি সংযোজন করে তাহা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৯০-১৯১ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৩৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

(৫৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ওয়াকী' ও শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে (فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا এর স্থলে) فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا বাক্য রহিয়াছে। (উভয় বাক্যের অর্থ "তাহাতে তাহার (মাথার) চুল পড়িয়া গিয়াছে")।

(৫৪৩৮) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَنَهَاهَا.

(৫৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারিমী (রহ.) তিনি ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, আমি আমার মেয়ে বিবাহ দিয়াছি। (হাম রোগে) তাহার মাথার চুল পড়িয়া গিয়াছে। আর তাহার স্বামী চুল পছন্দ করে। কাজেই আমি কি তাহাকে পরচুলা সংযোজন করিয়া দিব ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন তিনি তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন।

(৫৪৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذٰلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

(৫৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা আনসারিয়া তরুণীর বিবাহ হইল। আর সে (হাম) রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার চুল পড়িয়া গেল। তখন তাহার পরিবারের লোকজন তাহাকে পরচুলা সংযোজন করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিল। তাই তাহারা উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তখন পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণীকে অভিসম্পাত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৫৪৩৬নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৫৪৪০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ".

(৫৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা আনসারীয়া মহিলা তাহার এক মেয়েকে বিবাহ দিলেন, মেয়েটি (গুটি বসন্তে) রোগে আক্রান্ত হইলে পর তাহার চুল পড়িয়া গেল। মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া বলিলেন, তাহার স্বামী তাহাকে এখন (নিজ বাড়িতে) নিতে চায়। আমি কি তাহার চুলের সহিত পরচুলা সংযোজন করাইয়া দিব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, পরচুলা সংযোজনকারিণীদের প্রতি লা'নত করা হইয়াছে।

(৫৪৪১) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ".

(৫৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম বিন নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, পরচুলা সংযোজন গ্রহিতাদের প্রতি লা'নত করা হইয়াছে।

(৫৪৪২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

(৫৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) হইতে, তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী এবং উলকি চিহ্নকারিণী ও উলকি চিহ্নপ্রার্থিণীর প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (উলকি চিহ্নকারিণী ও উলকি চিহ্নপ্রার্থিণীদের ...)। الواشمة শব্দটি الوشم (উলকি-চিহ্ন তথা সুচের সাহায্যে দেহে অঙ্কিত স্থায়ী নকশা বা চিত্র) হইতে اسم فاعل (কর্তাবিশেষ্য)-এর সীগা। উহা হইল মহিলাদের দেহের হাতের তালুর পিঠ, কবজি কিংবা ওষ্ঠ প্রভৃতিতে সুঁই ইত্যাদি ঢোকাইয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। অতঃপর উক্ত স্থানে সুরমা, কাজল কিংবা চুনা ভরিয়া দেওয়া। ফলে উক্ত স্থানটি সবুজ রঙ ধারণ করিবে। দেহে স্থায়ী নকশা ও চিত্রসমূহ তৈরী করার উদ্দেশ্যে উহা করা হয়। উলকি-চিত্র অঙ্কণ কারিণীকে واشمة উলকি চিত্র অঙ্কন গ্রহিতাকে موشومة এবং উলকি-চিত্র অঙ্কন প্রার্থিণীকে مستوشمة বলা হয়। الوشم অর্থাৎ সুচের সাহায্যে মানবদেহে স্থায়ী নকশা বা চিত্র অঙ্কনকারিণী, স্বেচ্ছায় চিত্র অঙ্কন গ্রহিতা এবং চিত্র অঙ্কন প্রার্থিণী সকলের কর্ম আলোচ্য হাদীছের নস দ্বারা হারাম প্রমাণিত। তবে কখনো মেয়ে শিশুকে উলকি চিত্র করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে চিত্র অঙ্কনকারিণী গুনাগার হইবে আর মেয়ে শিশুটি مكلف بالشرع (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্তা) না হওয়ার কারণে তাহার গোনাহ হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৯৩-১৯৪ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৪৩) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(৫৪৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন বাযী' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪৪৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا.

(৫৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মানবদেহে সুঁই ইত্যাদির সাহায্যে চিত্র অঙ্কণকারিণী ও চিত্র অঙ্কন প্রার্থিণীদের, চেহারা ভরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটন গ্রহীত্রীদের এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক তৈরী কারিণীদের সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন। তিনি (রাবী) বলেন, বনূ আসাদ সম্প্রদায়ের উম্মু ইয়াকুব নাম্নী জনৈকা মহিলার কাছে এই হাদীছ পৌঁছিল। তিনি কুরআন পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার (আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযি.)-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, সেই হাদীছখানি কিরূপ, যাহা আপনার পক্ষ হইতে আমার কাছে পৌঁছিয়াছে যে, নিশ্চিত আপনি সুঁচের সাহায্যে মানবদেহে স্থায়ী চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণীদের, চেহারার ভুরুর চুল উৎপাটন গ্রহীত্রীদের এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক তৈরীকারিণীদের সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন? তখন হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.) বলিলেন, আমার কি করার আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন, আমি সেই লোকদের প্রতি অভিসম্পাত দিব না কেন? অথচ মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রহিয়াছে। তখন মহিলা বলিলেন, কুরআন মাজীদের দুই বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ অংশই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু তাহা তো আমি কোথায়ও পাই নাই? তিনি (আবদুল্লাহ রাযি.) বলিলেন, তুমি যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে তাহা হইলে অবশ্যই তাহা পাইতে। মহিমান্বিত আল্লাহ ইরশাদ করেন, (অনুবাদ) আর রাসূল তোমাদেরকে যাহা কিছু দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা কিছু হইতে তোমাদিকে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক। —সূরা হাশর ৭) মহিলা বলিলেন, আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ইহার কোন কিছু এখন যাইয়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে দেখিতে পাইব। তিনি (আবদুল্লাহ রাযি) বলিলেন, তুমি যাও এবং দেখ। তিনি (রাবী) বলেন, তখন মহিলাটি হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.)-এর স্ত্রীর কাছে গেলেন, কিন্তু উহার কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন না। তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, কিছুই তো প্রত্যক্ষ করিলাম না। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযি.) বলিলেন, জানিয়া রাখ! তেমন কিছু থাকিলে আমরা তাহার সহিত এক সাথে অবস্থান করিতাম না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের اللباس অধ্যায়ে المتنمصات۔المتفلجات للحسن۔الموصوله এবং المستوشمة অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। - (তাকমিলা ৪:১৯৪)

وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (আর চেহারা ভরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও ভরুর চুল উৎপাটন গ্রহিণীদের)। النَّامِصَات শব্দটি النمص (ن বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিন) হইতে নিঃসৃত। النمص শব্দের অর্থ ونصت المرأة الشعر اى نتفته (মহিলাটি চুল উৎপাটন করিয়াছে অর্থাৎ সে উহা তুলিয়া ফেলিয়াছে)। আর الناصة হইল সেই মহিলা যে চেহারার চুল তুলিয়া ফেলে। -(কামূস এবং তাজুল উরুস অভিধানে অনুরূপ আছে)। আর المتنمصة হইল সেই মহিলা যে অন্য মহিলাকে নিজের চুল উৎপাটন করিয়া দেওয়ার জন্য হুকুম করে। মহিলারাই অধিকাংশ সৌন্দর্য ও রূপসজ্জার উদ্দেশ্যে ভুরু ও চেহারার পার্শ্বস্থলের চুল উৎপাটনের কাজটি করিয়া থাকে। আর ইহা আলোচ্য হাদীছের নস দ্বারা হারাম প্রমাণিত। তবে যদি মহিলাদের দাড়ি, মোচ এবং নিমদাড়ি উদগত হয়, উহা উৎপাটন করিয়া ফেলা তাহার জন্য হালাল। ইহা হানাফিয়া ও শাফেয়ীয়া মতাবলম্বীগণের অভিমত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) আল্লামা তাবারী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, তাহার মতে উহাও উৎপাটন করা হারাম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৯৫)

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক তৈরী কারিণীদের)। الْمُتَفَلِّجَات শব্দটি المتفلجة এর বহুবচন المتفلجة হইল সেই মহিলা যে নিজের ছানায়া ও রুবায়া দাঁতসমূহের মাঝখানে ফাঁক তৈরী করে। আর বৃদ্ধা মহিলারাই নিজেদেরকে অল্প বয়স্কা মেয়ে হিসাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই কাজটি করিয়া থাকে। কেননা, দাঁতসমূহে এই ধরনের হালকা ফাঁক প্রায়শ অল্পবয়স্কা মেয়েদের হইয়া থাকে। কাজেই বয়স্কা মহিলারা যখন দাঁতসমূহের মাঝখানে ফাঁক তৈরী করে তখন দর্শণার্থীরা তাহাকে অল্প বয়স্কা মেয়ে বলিয়া ধারণা করে। আর ইহাকে الوشر (দাঁত পাতলা করা) ও বলে। -(তাকমিলা ৪:১৯৫)

الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিকৃতিকারিণীদের প্রতি ...)। ইহাতে সূরা নিসা ১১৮নং আয়াতে শয়তানের উক্তিকে নকল করিয়া কৃত ইরশাদের দিকে ইশারা করা হইয়াছে : وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ (আর শয়তান এইরূপ বলিয়াছিল, অবশ্যই আমি আপনার বান্দাগণ হইতে এক নির্ধারিত অংশকে আমার অনুগত করিয়া লইব। আর আমি তাহাদেরকে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট করিব, তাহাদেরকে বৃথা আশ্বাস দিব, তাহাদরেকে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের কর্ণ ছেদন করিতে বলিব এবং তাহাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট রূপ-রেখাকে পরিবর্তন করিতে আদেশ দিব। −সূরা নিসা ১১৮-১২০) এই আয়াতে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, পরচুলা সংযোজন, উলকি-চিত্র এবং ভুরুর চুল উৎপাটন প্রভৃতি কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতিসাধনকারীদের অন্তর্ভুক্ত, যাহা শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পাদন করিয়া থাকে। আর তাহা হইতেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুরআন মজীদে নিষেধ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৯৫ সংক্ষিপ্ত)

وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ (অথচ তাহা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রহিয়াছে)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন কিংবা নিষেধ করিয়াছেন। মূলতঃ ইহাও আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহই। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মাজীদে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুকরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (আর রাসূল তোমাদেরকে যাহা কিছু দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা কিছু হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক −সূরা হাশর ৭)। -(তাকমিলা ৪:১৯৬)

لَمْ نُجَامِعْهَا (আমরা তাহার সহিত এক সাথে অবস্থান করিতাম না)। জমহুরে উলামা বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে আমরা তাহাকে সঙ্গীনী রূপে রাখিতাম না। আর আমি এবং সে একসাথে অবস্থানও করিতাম না; বরং তাহাকে তালাক দিয়া পৃথক হইয়া যাইতাম। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা

রহিয়াছে যে, তাহার সহিত সহবাস করিতাম না। কিন্তু ইহা যঈফ 'প্রথম ব্যাখ্যাই' সহীহ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যাহার স্ত্রী কবীরা গুনাহে সমাবৃত যেমন, পরচুলা সংযোজন, নামায পরিত্যাগ করা কিংবা এতদুভয় ব্যতীত অন্য কোন কবীরা গুনাহে সমাবৃত হয় তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া সমীচীন। শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ আছে। -(তাকমিলা ৪:১৯৬)

(৫৪৪৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.

(৫৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "মানব দেহে সুঁই প্রভৃতির সাহায্যে স্থায়ী চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন প্রার্থিণীদের" রহিয়াছে। আর রাবী মুফায্‌যাল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "মানব দেহে সুঁই প্রভৃতির সাহায্যে স্থায়ী চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন গ্রহীত্রীদের" রহিয়াছে।

(৫৪৪৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

(৫৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহা উম্মু ইয়াকূব প্রসঙ্গের সমুদয় ঘটনাবলী উল্লেখ করা হইতে খালি।

(৫৪৪৭) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৪৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৪৪৮) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

(৫৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যে মহিলা স্বীয় মাথায় (পরচুলা জাতীয়) কোন কিছু সংযোজন করে তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমক দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا (যে মহিলা স্বীয় মাথায় (পরচুলা জাতীয়) কোন কিছু সংযোজন করে)। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই مطلق (ব্যাপক) المقيد (শর্তযুক্ত)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আর উহা হইতেছে মানুষের চুল সংযোজন করা। সুতরাং লোম, বস্ত্রখণ্ড, পশম কিংবা রেশমী সূতা সংযোজন করা নিষিদ্ধ নহে। কেননা ইহা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে অনেক সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ইবন আব্বাস (রাযি.), উম্মু সালামা ও আয়িশা (রাযি.) রহিয়াছেন। ইহা আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ১০:৩০২ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:১৯৭)

(৫৪৪৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ".

(৫৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.) মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযি.)কে (তাহার শেষ) হজ্জের বছর (মদীনায় আগমন করিয়া মিম্বরে দন্ডায়মান অবস্থায় এক মুষ্টি (নকল) ললাটের কেশ গুচ্ছ হাতে নিয়া যাহা জনৈক দেহরক্ষীর হাতে ছিল, বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিম সমাজ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ বস্তু (তথা পরচুলা সংযোজন) হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি এবং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, বনূ ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হইয়াছে, যখন তাহাদের মহিলারা এই সকল (পরচুলা সংযোজন) গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ حَجَّ ((তাঁহার শেষ) হজ্জের বছর)। অর্থাৎ ইহা ছিল হিজরী ৫১ সনের ঘটনা। আর এই হজ্জই ছিল হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফত জীবনের সর্বশেষ হজ্জ। -(তাকমিলা ৪:১৯৭)

تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ (এক মুষ্টি (নকল) ললাটের কেশ গুচ্ছ)। القصة শব্দটির ق বর্ণে পেশ পঠনে شعر مقدم الراس المقبل على الجبهة (মাথার সম্মুখস্থ ললাটের কেশগুচ্ছ যাহা চেহারার উপর অগ্রগামী)। আর কেহ বলেন شعر الناصية (মাথার সম্মুখভাগের চুল)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৭:৪৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই স্থানে ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে قطعة من قصصت الشعر اى قطعته (কর্তিত অলকগুচ্ছ)। -(ঐ)

كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (যাহা জনৈক দেহরক্ষীর হাতে ছিল)। অর্থাৎ شرطى (পুলিশ কর্মচারী)। حرسى শব্দটির ح এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الحرس (প্রহরী, দেহরক্ষী)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। সে হইল দেহরক্ষীদের একজন -(তাকমিলা ৪:১৯৭)

أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ (তোমাদের আলিম সমাজ কোথায়?) এই জিজ্ঞাসাটি অস্বীকারমূলক। কেননা, তাহারা মহিলাদের পরচুলা সংযোজন করা হইতে সতর্ক করণে অবহেলা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিকৃতি করা হইতে তাহাদের বিরত করণে অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মিম্বরে খুৎবা দেওয়ার সময় তথায় অল্প সংখ্যক সাহাবা ছিলেন, কিংবা অধিকাংশ তাবেঈ ছিলেন। তাহাদের কাছে পরচুলা সংযোজন নিষেধাজ্ঞার হাদীছখানা না পৌঁছার কারণে তাহারা চুপ ছিলেন কিংবা তাহারা ইহাকে মাকরূহে তানযিহী মনে করিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৯৮)

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (বনূ ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হইয়াছে ...)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৭:৪৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বনূ ইসরাঈলের উপরও ইহা হারাম ছিল। (ঐ)

(৫৪৫০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ "إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ".

(৫৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, বস্তুত এই কারণেই বনূ ইসরাঈলকে আযাব দেওয়া হইয়াছে।

(৫৪৫১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

(৫৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মদীনা আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন আর তখন একগুচ্ছ পেঁচানো চুল বাহির করিয়া বলিলেন, আমি জানিতাম না যে, ইয়াহুদীরা ব্যতীত অন্য কেহ এই (পরচুলা সংযোজনের) কাজ করে। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইহা পৌঁছিলে তিনি ইহাকে মিথ্যা (ধোকাবাজি, প্রতারণা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَخْرَجَ كُبَّةً (একগুচ্ছ পেঁচানো চুল বাহির করিলেন)। كُبَّةً শব্দটির ك বর্ণে পেশ ب বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে কতক চুলের সহিত কতক চুল পেঁচানো খোঁপা, সূতার ফেটি)। -(তাকমিলা ৪:১৯৮)

فَسَمَّاهُ الزُّورَ (তিনি ইহাকে 'মিথ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন)। الزُّورَ অর্থাৎ الكذب (মিথ্যা)। কেননা, মহিলারা ইহা দ্বারা বাস্তবের বিপরীত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করে। -(তাকমিলা ৪:১৯৮)

(৫৪৫২) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلاَ وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

(৫৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ হাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন মুসাঈয়্যাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত মুআবিয়া (রাযি.) (মদীনায় আগমন করিয়া) বলিলেন, তোমরা একটি মন্দ রীতি উদ্ভাবন করিয়াছ। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মিথ্যা' (ধোঁকাবাজি) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি একটি লাঠি নিয়া আসিল যাহার মাথায় একটি (কাল চুলের) ফেটি ছিল। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বলিলেন, জানিয়া রাখ, ইহাই মিথ্যা (প্রতারণা)। রাবী কাতাদা (রহ.) বলেন, অর্থাৎ যেই সকল বস্ত্রখণ্ড দিয়া মহিলারা নিজেদের চুলগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেখায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْنِى مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ (অর্থাৎ যেই সকল বস্ত্রখন্ড দিয়া মহিলারা নিজেদের চুলগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেখায়)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া কেহ কেহ বলেন, চুল ছাড়াও অন্যান্য বস্তু সংযোজন করিয়া চুল বৃদ্ধি দিখানো নিষেধ। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৩৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, ফকীহ লায়ছ (রহ.) এবং আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) অধিকাংশ ফকীহ হইতে নকল করিয়াছেন যে, চুলের সহিত পরচুলা সংযোজন করাই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে চুল ব্যতীত অন্য বস্তু যেমন বস্ত্রখণ্ড প্রভৃতি সংযোজন করা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন নহে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে সহীহ সনদে সাঈদ বিন জুবায়র (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لا بأس بالقرامل (রেশমী সূতা চুলের সহিত সংযোজন করায় কোন ক্ষতি নাই)। ইমাম আহমদ (রহ.) ইহাই বলেন, আর القرامل শব্দটি قرمل (ق বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ) نبات طويل الفروع لين (দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট নরম তৃণ)। আর এই স্থানে মর্ম হইতেছে রেশমী সূতা কিংবা মহিলা যেই পশম চুলের সহিত মিলাইয়া খোঁপাসমূহ বাঁধিয়া থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:১৯৯)

بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ বস্ত্র পরিহিতা বিবস্ত্র এবং আসক্তা আকর্ষণকারিণী মহিলা-এর বিবরণ

(৫৪৫৩) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا".

(৫৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামবাসী দুই প্রকার লোক। যাহাদের আমি (এখনও) প্রত্যক্ষ করি নাই। একদল লোক, যাহাদের সহিত গরুর লেজের ন্যায় চাবুকসমূহ থাকিবে। উহা দিয়া তাহারা লোকজনকে প্রহার করিবে আর একদল মহিলা, যাহারা বস্ত্র পরিহিতা হইয়াও বিবস্ত্র, যাহারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। তাহাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের ঝুঁকিয়া পড়া কুঁজসমূহের সাদৃশ্য। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। এমনকি উহার ঘ্রাণও পাইবে না অথচ উহার সুঘ্রাণ এত এত দূর হইতে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ أَرَهُمَا (যাহাদের আমি (এখনও) প্রত্যক্ষ করি নাই)। অর্থাৎ দুই ধরনের লোক, যাহাদের অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। তাঁহার পরবর্তী যুগে অস্তিত্ব লাভ করিবে। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মু'জিযা। -(তাকমিলা ৪:২০০, নওয়াভী ২:২০৫)

سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ (গরুর লেজের ন্যায় চাবুকসমূহ থাকিবে)। السياط শব্দটি سوط (চাবুক)-এর বহুবচন। আল্লামা সা'আতী (রহ.) নিজ بلوغ الامانى গ্রন্থের ১৭:৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেন, আরব দেশে ইহার নাম مقارع (চাবুকসমূহ)। المقارع শব্দটি مِقْرَعَة (চাবুক, মোটা লাঠি)-এর বহুবচন। ইহা হইল চামড়া যাহার এক পাশ শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে। উহার মূল অংশ আঙ্গুলের সাদৃশ্য। উহাকে বাংলায় কশাঘাত, চাবুক ও বেত্রাঘাত বলা হয়)। -(তাকমিলা ৪:২০০)

يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (তাহারা চাবুক দিয়া লোকদের প্রহার করিবে)। আল্লামা সা'আতী (রহ.) বলেন, কোন ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে এমন অপবাদিত লোকদেরকে তাহারা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাবুক দ্বারা প্রহার করিবে। আর কেহ বলেন, তাহারা হইল পুলিশ প্রশাসকের সহকারী যাহারা জল্লাদ (ঘাতক) নামে প্রসিদ্ধ। আর কেহ বলেন, আলোচ্য হাদীছে সেই সকল লোক মর্ম যাহারা অন্ধকারে দরজাসমূহে ঘোরাফেরা করে এবং তাহাদের সাথে চাবুক থাকে, উহা দ্বারা লোকদের প্রহার করে। ইহার সবগুলি আমাদের যুগে সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ তাহারা অত্যাচারের উদ্দেশ্যে লোকদের প্রহার করিবে। ফলে ইহাই তাহাদেরকে জাহান্নামের আযাব দেওয়ার কারণ। -(শরহুল উবাই ৫:৪১১, তাকমিলা ৪:২০০)

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (আর একদল মহিলা, যাহারা বস্ত্র পরিহিতা হইয়াও বিবস্ত্র)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আল্লাহর নি'মতে প্রাচুর্য্য, কিন্তু তাঁহার শোকর শূন্য। আর কেহ বলেন, তাহাদের সৌন্দর্য ও রূপসজ্জা প্রকাশের লক্ষ্যে দেহের কিছু অংশ ঢাকিবে আর কিছু অংশ খুলিয়া রাখিবে। আর কেহ বলেন, তাহারা এমন পাতলা কাপড় পরিধান করিবে যে, দেহের রঙ দেখা যাইবে। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যা যঈফ, কেননা, প্রথম প্রকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কাফির মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রকাশ্য যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার মর্ম। এতদুভয় প্রকারের মহিলা আমাদের যুগে সৃষ্টি হইয়াছে। মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। -(তাকমিলা ৪:২০০)

مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ (যাহারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা)। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ ممیلات لقلوب الناس الى الفحشاء ومائلات الى ارتكاب الزنا او دواعيه (মানুষের অন্তর অশ্লীলতার দিকে আকর্ষণকারিণী এবং ব্যভিচারে সমাবৃতা কিংবা ইহার হেতুসমূহের দিকে আকৃষ্টা। -(তাকমিলা ৪:২০০)

رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (তাহাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের ঝুঁকিয়া পড়া কুঁজসমূহের সাদৃশ্য)। الاسنمة শব্দটি سنام (কুঁজ)-এর বহুবচন। البخت শব্দটি بختى (ب বর্ণে পেশ خ বর্ণে পঠন)-এর বহুবচন। ইহা হইল লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট উট। আল্লামা ইবন আছীর (রহ.)-এর 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, "তাহাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের ঝুঁকিয়া পড়া কুঁজসমূহের সাদৃশ্য"-এর অর্থ হইতেছে যে, তাহাদের চুলের ভাঁজগুলির বড়ত্বের দিক দিয়া পাগড়ী কিংবা ব্যান্ডেজ প্রভৃতির ভাঁজের সাদৃশ্য।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আমাদের যুগে কতক মহিলা প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাদের চুলসমূহ বাঁধিয়া পিছন দিকে লম্বাভাবে ছাড়িয়া দেয় কিংবা চুলগুলি মাথার মধ্যস্থলে উটের কুঁজের সমান মস্তকবন্ধনী ও ললাটবন্ধনী তৈরী করিয়া চলে। ইহাকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের চুলগুলির অবস্থা উটের ঝুঁকিয়া পড়া কুঁজসমূহের সাদৃশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহের একটি মু'জিযা ছিল যাহা মহিলাদের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে জানাইয়া দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:২০০-২০১)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

অনুচ্ছেদ ঃ পোশাকে অলিক সজ্জা ও অবাস্তব বিষয়ে আত্মতৃপ্তি নিষেধ-এর বিবরণ

(৫৪৫৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".

(৫৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে যাহা প্রদান করেন নাই। সেই সম্পর্কে আমি যদি বলি যে, আমাকে তিনি (এই এই বস্তু) প্রদান করিয়াছেন (এইরূপ বলা কি জায়িয হইবে?) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহা দেওয়া হয় নাই তাহাতে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দুইখানি মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ (দুইখানি মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়)। শারেহগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

১. সে এমন ব্যক্তি যে তাপসদেহ পোশাক-পরিচ্ছেদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করিয়াছে। যেন তাহাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধারণা করা হয়। অন্তরে যাহা আছে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে আল্লাহভীরুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.)-এর অভিমত।

২. আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, কাপড় অনুরূপই। আর ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে জাল এবং মিথ্যার কর্তা। যেমন কলঙ্কমুক্ত ব্যক্তিকে طاهر الثوب (পবিত্র কাপড়) বলা হয়। ইহা দ্বারা মর্ম হইল স্বয়ং লোকটিই। -(তাকমিলা ৪:২০২ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৫৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ"

(৫৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আসমা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া বলিলেন, আমার একজন সতীন আছে। আমার স্বামী যেই মালপত্র আমাকে প্রদান করেন নাই উহার নাম নিয়া আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করিলে আমার কোন গুনাহ হইবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যাহা প্রদান করা হয় নাই উহা নিয়া আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দুইখানি অলিক পোশাক পরিধানকারীর তুল্য।

(৫৪৫৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফ -১৮-১৯/১

كِتَابُ الآدَاب

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

(৫৪৫৭) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي".

(৫৪৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন 'আলা ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে তাকাইলেন। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করি নাই, আমি তো অমুককে আহ্বান করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনামে তোমরা উপনাম রাখিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের البيوع অধ্যায়ে ما ذكر في الاسواق অনুচ্ছেদে এবং الانبياء অধ্যায়ের كنية النبى صلى الله عليه وسلم অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২০৪)

وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي (কিন্তু আমার উপনামে তোমরা উপনাম রাখিবে না)। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপনাম (কুনিয়াত)-এ উপনাম রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, তাঁহার নামে নাম রাখা বৈধ হওয়ার হুকুম এবং উপনামে উপনাম রাখা অবৈধতার হুকুমের পার্থক্য নির্ণয়ে আমার কতিপয় মুহতারাম শায়খ (উস্তাদ) হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ তাঁহার নাম 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়া ডাক দেন নাই। মুসলমানেরা তো তাঁহাকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ'! বলিয়া আহ্বান করিতেন। আর কাফিররা তাঁহাকে يا ابا القاسم (হে আবুল কাসিম) বলিয়া আহ্বান করিত। কাজেই কেহ যদি তাঁহার নামে নাম রাখে এবং সেই নামে আহ্বান করা হয় তাহা হইলে তাহাতে মিশিয়া (তালগোল পাকাইয়া) যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না। পক্ষান্তরে তাঁহার উপনাম 'আবুল কাসিম'। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (কাফির কর্তৃক) এই উপনামে আহ্বান করা হইত। কাজেই এই উপনামে যদি কোন ব্যক্তির উপনাম রাখা হয় তখন তাহাকে ডাকিবার সময় তালগোল পাকাইয়া যাইবে (অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে না কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করা হইল ইহা পার্থক্য করা মুশকিল হইবে)। তবে শারেহীনের যত কিতাব আমার দেখার তাওফীক হইয়াছে উহাতে আমি দেখি নাই যে, কেহ এই পার্থক্য পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর ইহাতে গভীর দৃষ্টি দেওয়ারও অবকাশ আছে। কেননা, নিষেধাজ্ঞার কারণ সুস্পষ্টভাবে যাহা আগত হযরত জাবির (রাযি.)-এর হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতেছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন فانما انا قاسم اقسم بينكم (কেননা আমি তো কাসিম হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ) বন্টন করিয়া থাকি)।

মুসলিম ফর্মা -১৩-১২/২

এই হুকুমের ব্যাপারে আলিমগণের নিম্নলিখিত কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

(এক) এই নিষেধাজ্ঞাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের সহিত নির্দিষ্ট। কেননা, তখন মিশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের পরে প্রত্যেকের জন্য ব্যাপকভাবে 'আবুল কাসিম' উপনাম রাখা জায়িয আছে। এই অভিমতটি শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা সালাফি সালিহীন, বর্তমানের ফুকাহায়ে কিরাম এবং জমহুরে ওলামার অভিমত। তাহারা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাময় সময়ে এই উপনাম রাখা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(দুই) বর্তমানে ব্যাপকভাবে এই হুকুম বহাল রহিয়াছে। কাজেই কাহারও জন্য 'আবুল কাসিম' উপনাম রাখা জায়িয নাই। ইহা আহলে যাহির-এর অভিমত।

(তিন) এই উপনাম কেবল সেই ব্যক্তির জন্য রাখা নিষেধ যাহার নাম মুহাম্মদ রাখা হইয়াছে। কাজেই যদি কাহারও নাম মুহাম্মদ রাখা হয় তাহার উপনাম 'আবুল কাসিম' রাখা জায়িয নাই। আর যদি 'মুহাম্মদ' নাম না হয় তাহা হইলে তাহার উপনাম 'আবুল কাসিম' রাখা জায়িয আছে। তাহাদের দলীল সুনানু আবী দাউদ, আহমদ, তহাভী এবং তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়ত। ইমাম তিরমিযী হাসান বলিয়াছেন এবং ইবন হাব্বান সহীহ বলিয়াছেন। আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়ত হইতেছে : عن جابر رضى الله عنه مرفوعا من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى (হযরত জাবির (রাযি.) হইতে মারফূ হাদীছে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখিবে সে আমার উপনামে উপনাম রাখিবে না। আর যেই ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখিবে সে আমার নামে নাম রাখিবে না। আর তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে শব্দ হইতেছে اذا سميتم بى فلا تكنى وا بى - واذا كنيتم بى فلا تسموا بى (যখন তোমরা আমার নামে নামকরণ কর তখন আমার উপনামে উপনাম রাখিও না। আর যখন তোমরা আমার উপনামে উপনাম রাখ তখন আমার নামে নামকরণ করিও না)। এই স্থলে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে অপর একখানা মারফূ হাদীছ বর্ণিত আছে : لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى (তোমরা আমার নাম এবং উপনাম একসাথে সমবেত করিও না)।

ইহার জবাবে আল্লামা তহাভী (রহ.) স্বীয় 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থ ২:৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই নিষেধাজ্ঞা প্রাথমিক, যাহার নাম মুহাম্মদ ছিল, শুধু তাহার জন্য 'আবুল কাসিম' উপনাম রাখা নিষেধ ছিল। অতঃপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যেকের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর 'আবুল কাসিম' উপনাম রাখা বৈধ হওয়ার প্রমাণ হইতেছে আবূ দাউদ, ইবন মাজা, হাকিম এবং ইমাম বুখারী (রহ.) 'আদবুল মুফরাদ' গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীছ : عن على رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله! ان ولد لى من بعدك ولد اسميه باسمك واكنية بكنيتك قال نعم (হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার (ওফাতের) পর যদি আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম কি আপনার নামে নামকরণ এবং তাহার উপনাম আপনার উপনামে রাখিতে পারিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ)। তবে নিষেধকারীগণ দলীল উপস্থাপনে বলেন, এই হাদীছের শেষে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, وهى لك خاصة دون الناس (ইহা কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্য লোকদের জন্য নহে)। কিন্তু ইমাম তহাভী (রহ.) তাহকীকসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন, এই অতিরিক্ত অংশটুকু এই সনদে বর্ণিত হাদীছে নাই। -(তাকমিলা ৪:২০৫-২০৬ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৫৮) حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلاَنَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ".

(৫৪৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন যিয়াদ যাহার উপাধী সাবালান (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই দুইটি নামে নাম রাখিবার ফযীলত রহিয়াছে। সম্ভবত এই দুইটি নাম নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হইবার কারণ হইতেছে যে, এই দুইটি নামে মানুষ আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার বিষয়টির উপর প্রমাণ করে। আর আবদিয়্যাত (দাসত্ব) গুণটি মানুষের জন্য সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ মর্যাদা। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এতদুভয় নামের সহিত অনুরূপ নামসমূহ যেমন আবদুর রহীম, আবদুল মালিক ও আবদুস সামাদ প্রভৃতি সম্পৃক্ত রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২০৬-২০৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৫৯) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِى غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِى قَوْمِى لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

(৫৪৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। সে তাহার নাম রাখিল 'মুহাম্মদ'। তখন তাহার সম্প্রদায়ের লোকজন তাহাকে বলিল, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে নাম রাখার সুযোগ দিব না। তখন তাহার ছেলেটিকে পিঠে বহন করিয়া নিয়া চলিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল আমি তাহার নাম 'মুহাম্মদ' রাখিলাম। ইহাতে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমাকে বলিতেছে, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে নাম রাখার সুযোগ দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার। কিন্তু আমার উপনামে তোমরা উপনাম রাখিও না। কেননা, আমি হইলাম কাসিম (বন্টনকারী) (আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত যাকাত গনীমতের সম্পদ) তোমাদের মাঝে (ন্যায়সঙ্গতভাবে) বন্টন করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের فرض الخمس অধ্যায়ে قول الله تعالى فان لله خمسه অনুচ্ছেদে, المناقب অধ্যায়ে كنية النبى صلى الله عليه وسلم

قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ও احب الاسماء الى الله عزوجل অনুচ্ছেদে এবং الادب অধ্যায়ে ولاتكنوا بكنيتي এবং من سمي باسماء الانبياء অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২০৭)

وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا (আমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল)। অর্থাৎ আমাদের আনসারীগণের মধ্য হইতে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। -(তাকমিলা ৪:২০৭)

فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا (সে তাহার নাম 'মুহাম্মদ' রাখিল)। সে তাহার নাম 'মুহাম্মদ' রাখিল না কি 'কাসিম' রাখিল এই বিষয়ে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রহিয়াছে। সহীহ মুসলিম শরীফে আগত (৫৪৬৬ নং) মুহাম্মদ বিন আল মুনকাদির (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে, সে তাহার নাম 'কাসিম' রাখিল। আর সহীহ বুখারী শরীফে فرض الخمس অধ্যায়ে উভয় পন্থায় রহিয়াছে। আর উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবুল ওয়ালীদ (রহ.) শু'বা (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। فاراد ان يسميه محمدا (সে তাহার নাম 'মুহাম্মদ' রাখিবার ইচ্ছা করিল) আর আমর বিন দীনার (রহ.) শু'বা (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন فاراد ان يسميه القاسم (সে তাহার নাম 'কাসিম' রাখিবার ইচ্ছা করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৫৮ পৃষ্ঠায় آداب অধ্যায়ে হাদীছের বর্ণনা ধারা উল্লেখ পূর্বক 'কাসিম' নাম রাখার বর্ণনাকারীর রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং ইহার অর্থ (معنى) এর দিক দিয়াও প্রাধান্য। কেননা, তাহাকে 'আবুল কাসিম' উপনামে ডাকার বিষয়টি অস্বীকৃতি ব্যক্ত করা হইয়াছে এইজন্য যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপনাম। দ্বিতীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে নাম রাখিবার অনুমতি আছে। -(তাকমিলা ৪:২০৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৪৬০) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتّٰى تَسْتَأْمِرَهُ. قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللّٰهِ وَإِنَّ قَوْمِي أَبَوْا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ حَتّٰى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

(৫৪৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের (আনসারগণের) মধ্যে জনৈক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সে তাহার নাম 'মুহাম্মদ' রাখিল। তখন আমরা (আপত্তি করিয়া) বলিলাম, তোমাকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুনিয়াত (উপনাম) দ্বারা তোমার উপনাম হইতে দিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাঁহার অনুমতি নাও? তখন সে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) খেদমতে যাইয়া বলিল যে, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে তাহার নাম রাখিয়াছি। ফলে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন সেই নাম দিয়া আমার কুনিয়াত (উপনাম) ডাকিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে (এবং তাহারা বলিতেছে) যেই পর্যন্ত না তুমি (এই নামে নামকরণের বিষয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি নাও, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার কুনিয়াত (উপনাম) অনুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করিবে না। কেননা আমি 'কাসিম' (বন্টনকারী) রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তোমাদের মাঝে (আল্লাহ প্রদত্ত যাকাত-গনীমতের সম্পদ ইত্যাদি ন্যায় সঙ্গতভাবে) বন্টন করিয়া থাকি।

(৫৪৬১) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

(৫৪৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন রিফাআ বিন হায়সাম ওয়াসিতী (রহ.) তিনি ... হুসায়ন (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি "কেননা

আমি তো কাসিম (বন্টনকারী) রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকি” অংশখানি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৪৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ "وَلاَ تَكْتَنُوا".

(৫৪৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অনুসারে উপনাম রাখিও না। কেননা আমিই হইলাম আবুল কাসিম (বন্টনকারীর পিতা)। তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকি। রাবী আবূ বকর (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে (وَلَا تَكَنَّوْا এর স্থলে) وَلَا تَكْتَنُوا (কিন্তু তোমরা (আমার উপনাম অনুসারে) উপনাম রাখিও না) (অর্থাৎ উভয়টি সমার্থক শব্দ অর্থাৎ তোমরা উপনাম গ্রহণ করিও না)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ (কেননা আমিই হইলাম ‘আবুল কাসিম’, তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকি)। ইহাতে ‘আবুল কাসিম’ উপনামটি গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার দুইটি কারণের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। এতদুভয়ের একটি কারণ হইতেছে যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুনিয়াত (উপনাম) এবং এই উপনামে তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। কাজেই অন্য কাহারও যদি এই কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সংমিশ্রণ হইয়া তালগোল পাকাইয়া যাইবে। (যাহা কোন অবস্থায়ই কাম্য নয়)। আর দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে, ‘কাসিম’ (বন্টনকারী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বিশেষ গুণ। কেননা, তিনি গণীমত ও সম্পদসমূহ এবং ইলম ও খাইরাত তথা উত্তম বস্তুসমূহ (লোকদের মাঝে) বন্টন করিয়া থাকেন। ফলে এই গুণটি তাঁহার নামের স্থলাভিষিক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কাহারও কুনিয়াত ‘আবুল কাসিম’ গ্রহণ করিবার দ্বারা জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুনিয়াতের সহিত সংমিশ্রণ হওয়ার আদব পরিপন্থী। আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২০৯)

(৫৪৬৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

(৫৪৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আ’মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছের রাবী বলেন, আমাকে ‘কাসিম’ (বন্টনকারী) বানানো হইয়াছে। আমি তোমাদের মাঝে (আল্লাহ তা’আলার প্রদত্ত সম্পদ) বন্টন করিয়া থাকি।

(৫৪৬৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ "أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".

(৫৪৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনসারগণের জনৈক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে তার নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখিবার ইচ্ছা করিল। তখন সে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আনসারীরা উত্তম কাজ করিয়াছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত (উপনাম) গ্রহণ করিও না।

(৫৪৬৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ "فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

(৫৪৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইতোপূর্বে আমরা যাঁহাদের বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শু'বা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রাবী নাযর (রহ.) বলিয়াছেন যে, ইহাতে রাযী হুসায়ন ও সুলায়মান (রহ.) আরও কিছু অতিরিক্ত বলিয়াছেন। রাবী হুসায়ন (রহ.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন আমি তো 'কাসিম' (বন্টনকারী) রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে বন্টনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকি। আর রাবী সুলায়মান (রহ.) বলিয়াছেন "আমিই হইলাম কাসিম (বন্টনকারী), তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকি।

(৫৪৬৬) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ".

(৫৪৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের (আনসারীগণের) জনৈক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে তাহার নাম রাখিল 'কাসিম'। তখন আমরা বলিলাম, আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' কুনিয়াতে ডাকিব না এবং তোমার চোখ শীতল করিব না। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া তাঁহার সামনে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করিল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমার ছেলের নাম 'আবদুর রহমান' রাখ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا (এবং তোমার চোখ শীতল করিব না)। ننعمك শব্দের প্রথম ن বর্ণে পেশ দ্বিতীয় ن বর্ণে সাকিন এবং ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ لاندعك تقر عيناك بهذه الكنية الشريفة (আমরা তোমাকে এই শরীফ

কুনিয়াতে আহ্বান করিয়া তোমার চোখ শীতল (হৃদয়ের আকাঙ্খা পূরণ) করিব না)। আর সহীহ বুখারী শরীফে সাদাকা বিন আল-ফযল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ولا كرامة অর্থাৎ لا نكرمك بهذه الكنية (আমরা তোমাকে এই কুনিয়াতে আহ্বান করিয়া সম্মানিত করিব না)। -(তাকমিলা ৪:২১০)

(৫৪৬৭) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا.

(৫৪৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির হইতে রাবী ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি "এবং আমরা তোমার চোখ শীতল করিব না" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৪৬৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". قَالَ عَمْرٌو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ.

(৫৪৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রাখিও না। তবে রাবী আমর (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে سَمِعْتُ (আমি শ্রবণ করিয়াছি) শব্দটি বলেন নাই।

(৫৪৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا. فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ".

(৫৪৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তাঁহারা ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি যখন নাজরান (শহরে) গেলাম, তখন তথাকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা (কুরআন মজীদ) يَا أُخْتَ هَارُونَ (হে হারূনের বোন) পড়েন। অথচ মূসা (আ.) ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)-এরও এত এত দিন আগে? অতঃপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, (এই আয়াতে হারূন দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই নবী হারূন মর্ম নহে; বরং) তাহারা (ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানরা) তাহাদের পূর্ববর্তী নবী ও সালিহগণের নামে (নিজ সন্তানদের) নাম রাখিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَأَلُونِي (তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিল)। অর্থাৎ নাজরানে বসবাসরত খ্রীষ্টানরা। তাহাদের প্রশ্নের সার-সংক্ষেপ হইতেছে যে, কুরআন মজীদে মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহার সম্প্রদায়ের লোকজন

তাহাকে يااخت هارون (হে হারূনের বোন) বলিয়া সম্বোধন করিত। অথচ হারূন (আ.) ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে। আর তিনি মারইয়াম ও (তাহার পুত্র) ঈসা (আ.)-এর অনেক পূর্বে ইনতিকাল করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মারইয়াম (আ.)কে হারূনের বোন বলা কিভাবে সহীহ হইবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবের সার-সংক্ষেপ হইতেছে যে, কুরআন মজীদের এই আয়াতে হারূন দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই নবী হারূন (আ.) মর্ম নহে। সে তো অন্য এক লোক, যাহার নাম 'হারূন' ছিল। বস্তুতঃভাবে বনূ ইসরাঈলের (ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান লোকেরা) তাহাদের পূর্ববর্তী নবী ও সালিহগণের নামে নিজেদের সন্তান-সন্ততির নাম রাখিয়া থাকে।

আবদুর রাজ্জাক (রহ.) কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মারইয়াম (আ.)-এর যুগে হারূন নামে একজন সালিহ (পুণ্যবান) লোক ছিলেন। আর তাহার সম্প্রদায় যখন তাহাকে يااخت هارون (হে হারূনের বোন) বলিয়া সম্বোধন করিত তখন তাহারা উক্ত ব্যক্তির (হারূনের) সৎ চরিত্রের সাদৃশ্যতায় ব্যক্ত করিত। অথচ ইহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

ইবন আবী হাতিম (রহ.) হযরত সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان هارون كان رجلا صالحا فشبهوها به شتمالها (হারূন একজন সৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। তাহারা (ইয়াহূদীরা) তাঁহাকে (মারইয়াম আ.)কে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিত)।

আর ইবন আবী হাতিম (রহ.)ই সুদ্দী ও ইবন আবূ তালহা (রহ.) অপর একটি রিওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতে هارون দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই নবী হারূন (আ.)ই মর্ম। আর মারইয়াম (আ.) ছিলেন তাহার পরবর্তী বংশধরের কোন স্তরের বোন। -(রূহুল মাআনী ১৬:৮৮ ও তাফসীরে ইবন কাদীর ৩:২২৯)। বস্তুতঃভাবে প্রথম অভিমতটি অধিক সহীহ। কেননা, আলোচ্য হাদীছের বাচনভঙ্গী দ্বারা প্রথম অভিমতটি সহীহ বলিয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২১১)

بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মন্দ নামসমূহ এবং নাফি' প্রভৃতির দ্বারা নাম রাখা মাকরূহ হওয়ার বিবরণ

(৫৪৭০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

(৫৪৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... সামুরা বিন জুনদুব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম দ্বারা আমাদের গোলামদের নামকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আফ্লাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি'।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ (আমাদেরকে চারটি নাম দ্বারা আমাদের গোলামদের নামকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে বিশেষভাবে গোলামদের উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, তখনকার সময় তাহাদের গোলামদের অধিকাংশের নাম ইহাই ছিল। -(তাকমিলা ৪:২১২)

أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ (আফ্লাহ, রাবাহ)। আগত (৫৪৭২নং) হিলাল বিন ইয়াসাফ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত এই নিষেধাজ্ঞাটির কারণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ

করিয়াছেন لا فانك تقول اثم هو؟ فلا يكون فيقول (কারণ তুমি হয়তো ডাকিবে, ওখানে সে আছে কি? আর সে (তখন) সেই স্থানে নাও থাকিতে পারে। তখন কেহ বলিবে, না (এই স্থানে নাই)। প্রবক্তার উক্তির মর্ম হইতেছে যে, আমার কাছে 'আফলাহ' নাই কিংবা আমার কাছে 'নাফি' নাই। ইহাতে এক প্রকার কদর্যতা রহিয়াছে। প্রায়শঃ কতক লোকের অন্তরে অশুভ লক্ষণের কু-ধারণার সৃষ্টি করিবে। তবে জমহুরের মতে এই নিষেধাজ্ঞাটি তানযিহীমূলক। কেননা, প্রমাণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন গোলাম ছিলেন, যাহার নাম 'রাবাহ' এবং একজন আযাদকৃত গোলাম ছিল যাহার নাম 'ইয়াসার'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয় নাম অনুমোদন করিবার দ্বারা জায়িয বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর এই কারণে ইবন উমর (রাযি.) তাহার এক আযাদকৃত গোলামের নাম 'নাফি' রাখিয়াছিলেন, যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন।

(৫৪৭১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا".

(৫৪৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদুব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমার গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ ও নাফি' রাখিও না।

(৫৪৭২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لاَ". إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَىَّ.

(৫৪৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদুব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি سُبْحَانَ اللَّهِ (আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র), الْحَمْدُ لِلَّهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য), لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই) এবং اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ)। এইগুলির যে কোন একটি দিয়া তুমি আরম্ভ কর, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। আর কখনও তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ ও আফলাহ রাখিবে না। কেননা, তুমি হয়তো ডাকিবে ওখানে সে আছে কি? আর সে (তখন) সেই স্থানে নাও থাকিতে পারে। তখন কেহ বলিবে না (এই স্থানে নাই। আর এই উত্তরে কুধারণা সৃষ্টি হইতে পারে)। (রাবী বলেন, অবশ্যই ইহা তো শুধুমাত্র চারটি নাম তিনি বলিয়াছেন)। সুতরাং কেহ যেন আমার সনদে ইহার হইতে অধিক সংযোজন না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَىَّ (অবশ্যই ইহা তো শুধুমাত্র চারটি নাম। সুতরাং কেহ যেন আমার সনদে ইহার হইতে অধিক সংযোজন না করে)। فَلاَ تَزِيدُنَّ শব্দটির د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে نهى এর বহুবচনের সীগা। ইহা রাবী (সামুরা বিন জুনদুব রাযি.)-এর কথা। ইহার অর্থ হইতেছে যে, আমি কেবল মাত্র তাঁহার হইতে চারটি কালিমা (নাম) শ্রবণ করিয়াছি। কাজেই তোমরা আমার সূত্রে চারটির বেশী কালিমা (নাম) রিওয়ায়ত করিও না। তবে তিনি এই চারটি নামের সহিত কিয়াস করা হইতে নিষেধ করেন নাই। ফলে এই অর্থের অন্যান্য নামও ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(নওয়াভী ২:২০৭, তাকমিলা ৪:২১২)

(৫৪৭৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ. فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلاَمَ الأَرْبَعَ.

(৫৪৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উমাইয়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে রাবী যুহায়র (রহ.)-এর সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী জারীর ও রাওহা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত পূর্ণ ঘটনার বিবরণ সম্বলিত হাদীছের অনুরূপ। কিন্তু রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে কেবলমাত্র পুত্র সন্তানের নামকরণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আর তিনি 'চারটি কালাম'-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৫৪৭৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

(৫৪৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ালা, বারাকাহ, আফলাহ, ইয়াসার ও নাফি' এবং এই ধরনের (মর্মার্থের) নাম রাখিতে (হারামমূলক) নিষেধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, এই বিষয়ে তিনি নীরব রহিলেন, কিছু বলিলেন না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়া যান এবং তিনি তাহা (হারামমূলক) নিষেধ করেন নাই। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) তাহা (হারামমূলক) নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে তিনিও উহা হইতে বিরত থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى ('ইয়ালা' নাম রাখিতে ...)। অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। আর ইহাই মশহুর রিওয়ায়ত। আর কতক নুসখায় 'মুকবিল' রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.)ও তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিষেধাজ্ঞা কেবল চারটি নামের সহিত নির্দিষ্ট নহে; বরং এই অর্থের অন্যান্য নামের ক্ষেত্রে হুকুমটি ব্যাপক। -(তাকমিলা ৪:২১৩)

ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়া যান এবং তিনি তাহা (হারামমূলক) নিষেধ করেন নাই)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ দ্বারা সামুরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুহাককিনীন উলামা বলেন, হযরত সামুরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ তানযিহী নিষেধের উপর প্রয়োগ হইবে। আর জাবির (রাযি.) বর্ণিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞাটি হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা মর্ম হইবে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামগুলি রাখা হারাম হিসাবে নিষিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা না করিবার পূর্বেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাত হইয়া যান। আর মাকরূহে তানযিহী হওয়ার বিষয়টি তো হযরত সামুরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২১৪)

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নাম দ্বারা মন্দ নাম পরিবর্তন এবং 'বাররাহ' নামটি যায়নাব, জুয়ায়রিয়া ও অনুরূপ নামে পরিবর্তন করার বিবরণ

(৫৪৭৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ "أَنْتِ جَمِيلَةُ". قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ.

(৫৪৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল, যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عَاصِيَةَ (আসিয়া অর্থাৎ পাপিণী) নামটি পরিবর্তন করিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি جَمِيلَةٌ (জামিলা অর্থাৎ সুন্দরী)। রাবী আহমদ (রহ.) সনদের মধ্যে أَخْبَرَنِي এর স্থলে عَنْ বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ (আসিয়া (অর্থাৎ পাপিণী) নামটি পরিবর্তন করিয়া দিলেন)। কেননা, পাপী হওয়া মুসলমানের শান নহে। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মন্দ অর্থবোধক নাম রাখা মাকরূহ। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ অর্থবিশিষ্ট নামসমূহকে অপছন্দ করিতেন কিংবা যেই সকল নাম দ্বারা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় (যদিও বস্তুতভাবে কু-লক্ষণ বলিতে কিছু নাই এবং তাহা বৈধও নহে) কিংবা এমন নামসমূহ যাহাতে নামযুক্তকে পবিত্রকরণে আখ্যায়িত করে। প্রথম প্রকারের নাম হইতেছে عَاصِيَةَ (আসিয়া অর্থাৎ পাপিণী, পাপিষ্ঠা) দ্বিতীয় প্রকারের নামসমূহ افلح (আফলাহ অর্থ বিদীর্ণ ঠোঁটবিশিষ্ট, যাহার নীচের ঠোঁট কাটা), يسار (ইয়াসার অর্থ বাম দিক, বাম পার্শ্ব, বাম হাত) এবং نجيح (নাজীহ অর্থ ঠিক, সঠিক, ধৈর্যশীল, সুস্থ) প্রভৃতি। আর তৃতীয় প্রকারের নাম برّة (বাররাহ অর্থ পুণ্যবতী)। ইহা দ্বিতীয় প্রকারেও অন্তর্ভুক্ত হয়। -(তাকমিলা ৪:২১৪)

(৫৪৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيلَةَ.

(৫৪৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাযি.)-এর কন্যাকে আসিয়া (عاصية) নামে ডাকা হইত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম 'জামীলা' রাখিলেন।

(৫৪৭৭) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(৫৪৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর পূর্ব নাম 'বাররাহ' (পুণ্যবতী) ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম পরিবর্তন

করিয়া জুয়ায়রিয়া স্নেহময়ী কিশোরী) রাখিলেন। কেননা, তিনি ইহা অপছন্দ করেন যে, কেহ বলিবে : তিনি 'বাররাহ' (পুণ্যবতী)-এর কাছ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আর ইবন আবূ উমর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ কুরায়ব (রহ.) সূত্রে (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস রাযি. হইতে-এর স্থলে) سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ (জুয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর পূর্ব নাম 'বাররাহ' ছিল)। তিনি হইলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়াহ বিন্‌ত হারিছ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:২১৩)

(৫৪৭৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ.

(৫৪৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়নাব (রাযি.)-এর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ'। ফলে বলা হইল, তিনি নিজেকে পুণ্যবতী হওয়ার দাবী করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নাম 'যায়নাব' রাখিলেন। রাবী ইবন বাশ্‌শার (রহ.) ছাড়া সকলের বর্ণিত হাদীছের শব্দ অনুরূপ। আর রাবী ইবন আবূ শায়বা (রহ.) বলিয়াছেন। আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহ.) তিনি শু'বা (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ (যায়নাব (রাযি.)-এর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ')। আগত (৫৪৭৯ নং) হাদীছ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই স্থানে 'যায়নাব' দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত আবী সালামা তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পালিত কন্যা (অন্য স্বামী হইতে স্ত্রীর কন্যা) মর্ম। কিন্তু আগত (৫৪৭৯ নং) হাদীছে ইহাও আছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রাযি.)-এর পূর্ব নামও 'বাররাহ' ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নাম 'যায়নাব' রাখিলেন। সম্ভবত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রাযি.)ই মর্ম। আর যায়নাব বিনত আবী সালামা (রাযি.)-এর ঘটনা আগত হাদীছে আসিতেছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২১৫)

فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا (ফলে বলা হইল, তিনি নিজেকে পুণ্যবতী হওয়ার দাবী করেন)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কেননা, তিনি ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী কিংবা পালিত কন্যা। তাই তিনি "নিজ পবিত্রতার দাবী" প্রকাশক নামটি অপছন্দ করিয়াছিলেন।-(راجع عبارته شرح الابى) আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) ইহা দ্বারা ইশারা করিয়াছেন যে, এই প্রকার নাম অন্যান্যদের রাখা জায়িয আছে, যদি তাহার নামটি আশাবাদ পোষণ করিয়া রাখা হয়, নিজ পবিত্রতার দাবীদার হইয়া নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২১৫)

(৫৪৭৯) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ

كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ. قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

(৫৪৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... যায়নাব বিনত উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নাম 'বাররাহ' ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখিলেন 'যায়নাব'। তিনি (আরও) বলেন, যায়নাব বিনত জাহ্‌শ (রাযি.) তাঁহার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কাছে (সহধর্মিণী হিসাবে) আসিলেন। তাঁহার নামও ছিল 'বাররাহ', তাঁহার নামও তিনি 'যায়নাব' রাখিলেন।

(৫৪৮০) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ". فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ "سَمُّوهَا زَيْنَبَ".

(৫৪৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আমর বিন আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার মেয়ের নাম 'বাররাহ' রাখিলাম। তখন যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রাযি.) আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামটি রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার নাম রাখা হইয়াছিল 'বাররাহ'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করিলেন, তোমরা নিজেকে পবিত্র বলিয়া দাবী করিও না। আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান সেই সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত। তখন তাহারা বলিলেন, (তাহা হইলে) আমরা তাহার নাম কি রাখিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহার নাম 'যায়নাব' রাখ।

بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'মালিকুল আমলাক' কিংবা 'মালিকুল মুলক' নাম রাখা হারাম-এর বিবরণ

(৫৪৮১) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالَ الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ". زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ "لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". قَالَ الأَشْعَثِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعَ.

(৫৪৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআসী, আহমদ বিন হাম্বল ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক হীনতর নাম ঐ ব্যক্তির, যাহার নাম 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ) রাখা হয়। আর রাবী ইবন আবূ শায়বা (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ 'মালিক' (অধিপতি) নাই। রাবী আশআসী (রহ.) বলেন, রাবী সুফয়ান (রহ.) বলিয়াছেন : (এই 'মালিকুল আমলাক' নামটি ফারসী ভাষায়) 'শাহানশাহ'-এর অনুরূপ। আর রাবী আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, আমি আবূ উমর (রহ.)কে أَخْنَعَ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, (ইহার অর্থ) أَوْضَعَ (হীনতর, নিকৃষ্ট)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে ابغض الاسماء الى الله অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৪:২১৬)

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ (নিশ্চয় সর্বাধিক হীনতর নাম)। أَخْنَعَ শব্দটির অর্থ الاذل (হীনতর, অধিক লাঞ্ছিত)। আর الخانع হইল الذليل (অপছন্দ, লাঞ্ছিত, অপমানিত, হীন)। আর خنع الرجل অর্থ কোন ব্যক্তি লাঞ্ছিত হওয়া)। আর আল্লামা খলীল (রহ.) اخنع শব্দটির তাফসীর افجر (অধিক পাপ করা, অধিক ব্যভিচার করা) শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, الخنع হইল الفجور (পাপী, পাপাচারী, ব্যভিচারী, লম্পট)। যখন কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করে তখন اخنع الرجل الى المرأة বলা হয়। আর আগত হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে اغيظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه واغيظه عليه (কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার অধিকতর গোস্বার কারণ, অধিকতর নিকৃষ্ট এবং অধিকতর ক্রোধানলের সম্মুখীন হইবে সেই ব্যক্তি)। আর ইবন আবী শায়বা (রহ.) মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে اكره الاسماء (সর্বাধিক ঘৃণ্য নামসমূহ)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে اخنى الاسماء (সর্বাধিক অশ্লীল নামসমূহ)। اخنى শব্দটি الخناء (অশ্লীল কথা বলা) হইতে নিঃসৃত। আর তাহা হইল الفحش (অশ্লীলতা, কুকর্ম, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা)। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, শব্দটি انخع শব্দেও বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার অর্থ اهلك (ধ্বংস করা, বিনাশ করা)। কেননা النخع হইল الذبح والقتل الشديد (কঠোরভাবে যবেহ ও হত্যা করা)। ইহা 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৫৮৯ পৃষ্ঠার লিখিত অংশের সারসংক্ষেপ। -(তাকমিলা ৪:২১৬-২১৭)

رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ (ঐ ব্যক্তির, যাহার নাম 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ))। অর্থাৎ শব্দে নিজের নাম রাখা, কিংবা অন্যে তাহার নাম রাখিয়াছে আর সে ইহার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছে ও তাহা স্থায়ী রাখিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২১৭)

مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ ((এই নামটি ফারসী ভাষায়) 'শাহানশাহ'-এর অনুরূপ)। شَاهَانْ شَاهْ শব্দটি ফারসী শব্দ ملك الاملاك এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাবী সুফয়ান (রহ.) আরবী শব্দের তাফসীর আজমী শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। তবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কেননা, 'শাহানশাহ' শব্দটি তাঁহার যুগে নাম কিংবা লকব (উপাধি) রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা দ্বারা তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন যে, নিকৃষ্টতা শুধুমাত্র 'মালিকুল আমলাক' শব্দের সহিত খাস নহে; বরং এই ধরনের অর্থ প্রকাশক সকল শব্দ অন্তর্ভুক্ত করিবে। চাই তাহা আরবী হউক কিংবা ফারসী। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৫৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহার সহিত এই অর্থের সকল শব্দ সম্পৃক্ত হইবে। যেমন, খালিকুল খালক, আহকামুল হাকিমীন, সুলতানুল সালাতীন ও আমীরুল উমারা। আর কেহ বলেন, ইহার সহিত আল্লাহ তা'আলার খাস নামসমূহের সহিত নামকরণও সম্পৃক্ত হইবে। যেমন রহমান, কুদ্দুস, জাব্বার। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের যুগে ব্যাপকভাবে 'আবদুর রহমান' নামটিকে রহমান এবং আবদুল কুদ্দুসকে 'কুদ্দুস' সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে তাহা শরীআতে জায়িয নাই। আর এই রহমান ও কুদ্দুস নামে আহ্বান করা কিংবা সম্বোধন করা জায়িয নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২১৭)

(৫৪৮২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللّٰهُ".

(৫৪৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হাদীছগুলি আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করিলেন। সেইগুলির মধ্যে একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার অধিকতর গোস্বার কারণ এবং অধিকতর নিকৃষ্ট, অধিকতর ক্রোধানলের সম্মুখীন হইবে সেই ব্যক্তি, যাহার নাম রাখা হইয়াছে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ)। আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ মালিক (অধিপতি) নাই।

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلاَدَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান জন্মের পর নবজাতককে খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখে 'বরকত' দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে কোন নেককার ব্যক্তির কাছে নিয়া যাওয়া মুস্তাহাব, জন্মের দিন নাম রাখা জায়িয। আবদুল্লাহ, ইবরাহীম ও অন্যান্য নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৪৮৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ "هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ". وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

(৫৪৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা আনসারী-এর জন্মকালে আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিয়া গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা একটি 'আবা' পরিধেয় অবস্থায় তাঁহার উটের শরীরে মালিশ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি (জবাবে) আরয করিলাম, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁহার মুবারক হাতে কয়েকটি খেজুর দিলাম। তিনি সেইগুলি স্বীয় মুবারক মুখে দিয়া চিবাইলেন। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করিয়া তাহার মুখে দিয়া দিলেন। শিশুটি উহা চুষিতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আনসারীদের প্রিয় (বস্তু) খেজুর আর তিনি তাহার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছের কিছু অংশ اللباس والزينة অধ্যায়ে جواز وسم الحيوان في غير الوجه অনুচ্ছেদে গিয়াছে। আর অচীরেই এই হাদীছখানা আরও বিস্তারিতভাবে الفضائل অধ্যায়ে فضائل ابى طلحة رضى الله عنه অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:২১৮)

بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা)। তিনি হইলেন উম্মু সুলায়ম ও আবূ তালহা (রাযি.)-এর ছেলে এবং আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর মা শরীক ভাই। -(তাকমিলা ৪:২১৮)

يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ (তাঁহার উটের শরীরে মালিশ করিতেছেন)। অর্থাৎ يطليه بالقطران (তাঁহার একটি উটের দেহে আলকাতরার প্রলেপ (চিহ্ন) দিতেছেন)। আর يهنا শব্দটি الهناء (ه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) হইতে নিঃসৃত القطران (আলকাতরা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) ইমাম (প্রশাসক) স্বয়ং নিজ দায়িত্বে সদকার

মালসমূহ তত্ত্বাবধান করা সমীচীন এবং ইহার সহিত মুসলমানদের সকল বিষয় সম্পৃক্ত রহিয়াছে। (দুই) প্রয়োজনে জন্তু-জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়া জায়িয। (তিন) সদকার সম্পদ বন্টনে বিলম্ব করা জায়িয। কেননা, তড়িঘড়ি করিলে চিহ্ন দেওয়া সম্ভব হয় না। (চার) প্রত্যক্ষভাবে কর্মসমূহ সম্পাদনের ছাওয়াব অধিক এবং অহঙ্কার হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ৩:৩৬৭, তাকমিলা ৪:২১৮)

فَلَاكَهُنَّ (তিনি সেই (খেজুর)গুলি চিবাইলেন)। اللوك হইল مضغ الشئ الصلب (শক্ত বস্তু চর্বন করা)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটির মুখে দেওয়ার জন্য খেজুরগুলিকে চিবাইলেন। আর ইহাকে التحنيك (নবজাতককে খুরমা-খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে বকত দেওয়া) বলা হয়। -(ঐ)

ثُمَّ فَغَرَ (অতঃপর (শিশুটির মুখ) ফাঁক করিয়া ...)। فَغَرَ অর্থাৎ فتح (খোলা, উন্মুক্ত করা, ফাঁক করা)। আর হাদীছের বাণী مجه অর্থাৎ طرحه فى فمه (ইহাকে তিনি (নিজের মুখ হইতে) শিশুটির মুখে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, শিশুটির মুখে দিয়া দিলেন)। -(তাকমিলা ৪:২১৮)

يَتَلَمَّظُهُ (শিশুটি উহা চুষিতে লাগিল)। التلمظ হইল অবশিষ্ট খাদ্য গ্রাস রূপে নির্মলকরণের লক্ষ্যে দুই ঠোটের মধ্যে মুখের পার্শ্বসমূহে জিহ্বা সঞ্চলন করা। অধিকাংশ ইহা সুস্বাদু বস্তুর মধ্যে করা হয়। আর মুখের অভ্যন্তরের এই অবশিষ্ট খাদ্যকে كماظة বলে। -(তাকমিলা ৪:২১৯)

حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ (আনসারীদের প্রিয় (বস্তু) খেজুর)। কতক বিশেষজ্ঞ حب শব্দটির ح বর্ণে যের দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর الحب হইল محبوب (প্রিয়, পছন্দনীয়, প্রেমাস্পদ)। ইহার অর্থ হইতেছে আনসারগণের পছন্দনীয় বস্তু হইল খেজুর। আর কতক রাবী ح বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর যুক্তভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা উহ্য فعل হইতে منصوب (শেষ বর্ণে যবর যুক্ত) উহ্য বাক্যটি হইবে انظروا حب الانصار للتمر (খেজুরের প্রতি আনসারগণের প্রেমাস্পদকে তোমরা দেখ)। কিংবা খেজুর আনসারগণের কাছে প্রিয় হওয়ার কারণে শিশুটি অনুরূপ (চুষণ) করিতেছে। আর কতিপয় রাবী শব্দটির ح ও ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইহা مبتدا (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইল حب الانصار التمر واضح او لازم (আনসারদের প্রিয় (বস্তু) খেজুর ইহা সুস্পষ্ট কিংবা অত্যাবশ্যক)। -(তাকমিলা ৪:২১৯)

(৫৪৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ "أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ". قَالَ نَعَمْ قَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا". فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَمَعَهُ شَىْءٌ". قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

(৫৪৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন,আবূ তালহা (রযি.)-এর এক ছেলে রোগে ভুগিতেছিল। একদা আবূ তালহা (রাযি.) (তাঁহারা কোন প্রয়োজনীয় কাজে) বাহির হইয়া যাওয়ার পর শিশুটি মারা যায়। অতঃপর আবূ তালহা (রাযি.) যখন (কোন এক রাত্রিতে) ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছেলেটি কি করিতেছে? উম্মু সুলায়ম (রাযি.) বলিলেন, সে আগের চাইতে শান্ত আছে। তারপর তিনি তাঁহাকে রাত্রির খাবার দিলেন। তিনি তাহা আহার করিলেন। তারপর তিনি তাহার সহিত সহবাস করিলেন। তারপর তিনি যখন (সহবাস হইতে) ফারিগ হইলেন তখন (স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)

মুসলিম ফর্মা -১৬-১৩/১

বলিলেন, শিশুটিকে দাফন করিয়া আসুন। অতঃপর যখন সকাল হইল তখন আবূ তালহা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসিয়া তাঁহাকে (সকল) ঘটনা জানাইলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আজ রাত্রিতে মিলিত হইয়াছ (তথা সহবাস করিয়াছ)? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয়) বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! তাহাদের উভয়ের জন্য (এই মিলনে) বরকত দিন। অতঃপর তাহার একটি ছেলে (তথা আবদুল্লাহ) জন্মগ্রহণ করেন। (রাবী বলেন) তখন আবূ তালহা (রাযি.) আমাকে বলিলেন, তুমি তাহাকে কোলে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাও। উম্মু সুলায়ম (রাযি.) তাহার সহিত কয়েকটি খেজুরও দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (শিশুটিকে) হাতে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সাথে কি কিছু আছে? তাহারা বলিলেন, জ্বী হ্যাঁ (আছে) কয়েকটি খেজুর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরগুলি নিয়া চিবাইলেন। তারপর উহা তাঁহার মুবারক মুখ হইতে নিয়া শিশুটির মুখে দিলেন। অতঃপর তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন এবং তাহার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ (সে পূর্বের চাইতে শান্ত আছে)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে هدات نفسه (তাহার নফস (সত্তা) প্রশান্তি লাভ করিয়াছে)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, রোগের কারণে তাহার যেই অস্থিরতা ও অশান্তি ছিল তাহা মৃত্যুর মাধ্যমে শান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবূ তালহা (রাযি.) বাক্যটির এই মর্ম বুঝিয়াছেন যে, সুস্থ্যতা অনুভব করিয়া নিদ্রার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, وارجوان يكون قد استراح (আশা করি সে আরামে (বিশ্রামে) রহিয়াছে)। শিষ্টাচার অবলম্বনে তিনি ইহাকে দৃঢ়ভাবে বলেন নাই। যদিও তাঁহার দৃঢ় আশা ছিল যে, সে দুন্ইয়ার কষ্ট-দুঃখ হইতে আরামেই আছে। -(তাকমিলা ৪:২১৯)

فَلَمَّا فَرَغَ (অতঃপর যখন তিনি (স্ত্রী সহবাস হইতে) ফারিগ তথা অবসর হইলেন)। আর সুলায়মান বিন ছাবিত (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে: فقالت يا ابا طلحة! ارايت لوان قوما اعاروا اهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم - الهم ان يمنعوهم؟ قال لا قالت فاحتسب ابنك - فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني بابني (অতঃপর তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলিলেন, হে আবূ তালহা! আপনি কি মনে করেন যে, কোন ঘরবাসীকে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু ধার দেয়। অতঃপর তাহারা তাহাদের ধার দেওয়া বস্তু ফেরত চায়, তাহা হইলে কি তাহাদেরকে উহা ফেরত দিতে নিষেধ করা যায়? তিনি (আবূ তালহা (রাযি.) জবাবে) বলিলেন, না। তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলিলেন, অনুরূপই আপনার ছেলের ব্যাপারে মনে করুন। তখন তিনি রাগ হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে কলঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে। তারপর তুমি আমার ছেলের ব্যাপারে জানাইলে)। -(ঐ)

وَارُوا الصَّبِيَّ (শিশুটিকে দাফন করিয়া আসুন)। অর্থাৎ ادفنوه (তাহাকে দাফন করিয়া আসুন)। -(ঐ)

أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ (তোমরা কি আজ রাতে মিলিত হইয়াছ)? اعرستم শব্দটির همزه বর্ণে যবর ع বর্ণে সাকিনসহ পঠনে الاعراس হইতে উদ্ভূত। যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করে তখন اعرس الرجل বলা হয়। এই স্থানে الجماع (সহবাস, স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন) মর্ম। -(তাকমিলা ৪:২১৯)

فَوَلَدَتْ غُلَامًا (অতঃপর তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে)। নবজাতক হইল উল্লিখিত আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা (রাযি.)। সহীহ বুখারী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে রাবী সুফয়ান (রহ.) নিজ রিওয়ায়ত বর্ণনার পরে বলেন: فقال رجل من الانصار - فرأيت لهما تسعة اولاد كلهم قد قرأ القران (তখন আনসারী সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের নয়টি সন্তান দেখিয়াছি। তাহাদের প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করিয়াছেন।

ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَاللهِ (খেজুর চিবাইয়া শিশুটির মুখে দিয়া বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখিলেন)। التحنيك শব্দটি الحنك (খেজুর ইত্যাদি ভাল করিয়া চিবানো) হইতে, আর التحنيك হইতেছে খেজুর ইত্যাদি চিবাইয়া শিশুর মুখে দেওয়া। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) সন্তান জন্ম নিলে নবজাতককে খুরমা-খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে বরকত দেওয়া সুন্নত। আর এই কাজটি পুরুষ কিংবা মহিলাদের মধ্যে যাহারা নেককার তাহাদের দ্বারা করাইবে। (দুই) সালিহীনের চিহ্ন ও থুথু দ্বারা বরকত লাভের আশা করা জায়িয। (তিন) নবজাতককে খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে বরকত দেওয়া মুস্তাহাব। খেজুর ব্যতীতও যদি অন্য কিছু চিবাইয়া তার মুখে দেওয়া হয় তাহাতেও বরকত লাভ হইবে। (চার) 'আবদুল্লাহ' নাম রাখা এবং কোন নেককার ব্যক্তি দ্বারা নবজাতকের নাম নির্বাচন করা মুস্তাহাব। (পাঁচ) জন্মের দিন নবজাতকের নাম রাখা জায়িয। -(নওয়াভী ২:২০৯, তাকমিলা ৪:২২০)

(৫৪৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.

(৫৪৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে এই ঘটনাসহ রাবী ইয়াযীদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৪৮৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

(৫৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশআরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম হইলে আমি তাহাকে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তাহার নাম 'ইবরাহীম' রাখিলেন এবং একটি খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে দিয়া বরকত দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العقيقة অধ্যায়ে تسمية المولود غداة يولد অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২২০)

وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ (এবং একটি খেজুর চিবাইয়া তিনি শিশুর মুখে দিয়া তাহাকে বরকত দিলেন)। সহীহ বুখারী শরীফে ইসহাক বিন নযর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে : ودعا له بالبركة ودفعه الى وكان اكبر ولد ابى موسى (আর তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর তাহাকে আমার কাছে দিয়া দিলেন। আর সে ছিল আবূ মূসা (রাযি.)-এর সর্বাধিক বড় সন্তান)। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া জন্মের দিন নবজাতকের নাম রাখা জায়িয বলেন। তবে বহুসংখ্যক হাদীছ দ্বারা নবজাতকের সপ্তম দিন নাম রাখিবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যেমন ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫৮৯ পৃষ্ঠায় العقيقة অধ্যায়ের প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই এই হাদীছসমূহ নবজাতকের নাম রাখা জন্মের দিন হইতে সপ্তম দিনের পর বিলম্ব না করার উপর প্রয়োগ হইবে। এইরূপ নহে যে, সপ্তম দিনের পূর্বে নাম রাখা জায়িয নাই। -(ঐ)

(৫৪৮৭) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءَ فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِيُحَنِّكَهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ بِذٰلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ.

(৫৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা আবূ সালিহ (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র ও ফাতিমা বিনত মুনযির বিন যুবায়র (রহ.) হইতে, তাঁহারা উভয়ে বলেন, আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন হিজরতের জন্য বাহির হইলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে গর্ভে ধারণ করিতেছিলেন। কুবায় পৌঁছিলে তিনি আবদুল্লাহ (রাযি.)কে প্রসব করেন। প্রসবের পর (নবজাতককে নিয়া) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন, যেন তিনি তাকে (শিশুটিকে) খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে দিয়া বরকত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছ হইতে শিশুটিকে নিয়া নিজের কোলে রাখিলেন। তারপর একটি খেজুর আনিতে বলিলেন, তিনি (রাবী) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, উহা পাওয়ার পূর্বে তালাশ করিয়া সংগ্রহ করিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হইল। অতঃপর তিনি উহা চিবাইয়া নিজ মোবারক মুখ হইতে তাহার মুখে দিয়া দিলেন। ফলে তাহার পেটে প্রথম যাহা প্রবেশ করিল, তাহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (খেজুর চিবানো) লালা। হযরত আসমা (রাযি.) আরও বলেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য (বরকতের) দু'আ করিলেন, আর তাহার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখিলেন। তারপর সাত কিংবা আট বছর বয়সে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে বায়আত হওয়ার জন্য উপস্থিত হইল। (তাহার পিতা) হযরত যুবায়র (রাযি.) তাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাঁহার দিকে আগমন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃদ হাসিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে বায়আত করিয়া নিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বাহির হইলেন)। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী শরীফে العقيقة অধ্যায়ে تسمية المولود غداة يولد অনুচ্ছেদে স্বয়ং আসমা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই হাদীছ فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২২১)

فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بِقُبَاءٍ (কুবায় পৌঁছিলে তিনি আবদুল্লাহকে প্রসব করেন)। نُفِسَتْ শব্দটির ن বর্ণে পেশ ف বর্ণে যের দ্বারা مجهول হিসাবে পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে প্রসব করেন। আর এই কারণেই তাহার নিফাস হয় তথা নিফাস আসিয়া যায়। আর আগত রিওয়ায়তে আছে যে, এই শিশুটিই ছিল (মদীনায়) হিজরতের পর ইসলামের প্রথম নবজাতক। -(তাকমিলা ৪:২২১)

لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত হওয়ার জন্য ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বালকদের জন্য বায়'আত হওয়া জায়িয। আর প্রকাশ্য যে, ইহা বরকত ও কল্যাণ লাভের আশাবাদে হয়। -(তাকমিলা ৪:২২১)

(৫৪৮৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ.

(৫৪৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা (রহ.) তাঁহারা ... আসমা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা মুকাররমায় থাকা কালে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে গর্ভে ধারণ করেন। আমি (মক্কা মুকাররমা হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে) রওয়ানা হইলাম। তখন আমার গর্ভকাল (নয় মাস) পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আমি মদীনায় আসিয়া কুবায় অবতরণ করিলাম এবং কুবায় তাহাকে জন্ম দিলাম। অতঃপর (শিশুটি নিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তাহাকে (নবজাতককে) তাহার কোলে রাখিলেন। আর একটি খেজুর আনাইয়া উহা চিবাইলেন, অতঃপর তাঁহার মুবারক মুখ হইতে লালাসহ তাহার (শিশুটির) মুখে দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (খেজুর বিচানো) লালাই ছিল প্রথম বস্তু, যাহা তাহার পেটে প্রবেশ করিল। অতঃপর খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে দেওয়ার পর তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহার উপর বরকতের (দু'আ) দিলেন। আর এই শিশুটিই ছিল ইসলামে (মদীনার মুহাজিরগণের জন্য) প্রথম নবজাতক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَا مُتِمٌّ (তখন আমার গর্ভকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে)। مُتِمٌّ শব্দটির প্রথম م বর্ণে পেশ ও ت বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি সেই মহিলা যাহার প্রসবের সময়কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার গর্ভকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়াছে, আর তাহা হইতেছে নয় মাস। -(তাকমিলা ৪:২২১)

وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ (আর সে (আবদুল্লাহ বিন যুবায়র) ছিল ইসলামে প্রথম নবজাতক)। অর্থাৎ মুহাজিরগণের জন্য। আর সহীহ বুখারী শরীফে العقيقة অধ্যায়ে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم (ইহাতে তাহারা খুবই খুশি হইলেন। কেননা, তাহাদের ব্যাপারে বলা হইত যে, ইয়াহুদীরা তোমাদের উপর যাদু করিয়াছে। কাজেই কোন সন্তান জন্ম হইবে না)। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) স্বীয় 'আত-তাবকাত' গ্রন্থে আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, মুসলমান মুহাজিরগণ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলেন তখন তাহারা বহুদিন অবস্থান করিবার পরও তাহাদের কোন সন্তান জন্ম হইতেছিল না। তখন তাহারা বলিলেন, ইয়াহুদীরা আমাদের উপর যাদু করিয়াছে। এমনকি এই কথাটি খুবই আলোচনা হইতেছিল। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)ই মদীনা হিজরতের পর ইসলামের মুহাজিরগণের প্রথম নবজাতক। তখন মুসলমানগণ একবার তাকবীর বলিলেন, এমনকি যে মদীনা মুনাওয়ারা তাকবীর দ্বারা কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:২৪৮ পৃষ্ঠায় ফাযায়িল অধ্যায়ে আরও লিখেন, মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত অন্যত্র মুহাজিরগণের প্রথম নবজাতক হইতেছেন হাবশায় আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রহ.)। আর মুসলমানগণ মদীনায় হিজরতের পর আনসারগণের মধ্যে প্রথম নবজাতক হইতেছেন, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রাযি.)। যেমন ইবন আবী শায়বা (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, নু'মান বিন রশীদ (রাযি.)। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) হিজরী প্রথম সনে জন্মগ্রহণ করেন আর ইহাই নির্ভরযোগ্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২২২)

(৫৪৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

(৫৪৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)কে গর্ভে ধারণকৃত অবস্থায় (মদীনায়) হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি উসামা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৫৪৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ.

(৫৪৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে (নবজাতক) শিশুদের নিয়া আসা হইত। তিনি তাহাদের জন্য বরকতের দু'আ করিতেন এবং খেজুর চিবাইয়া তাহাদের মুখে দিতেন।

(৫৪৯১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

(৫৪৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন যুবায়রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিয়া আসিলাম, যাহাতে তিনি খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে দেন। তখন আমরা একটি খেজুর অনুসন্ধান করিলাম এবং ইহার অনুসন্ধান আমাদের জন্য দুস্কর ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২২৩)

(৫৪৯২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيْنَ الصَّبِيُّ". فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ "مَا اسْمُهُ". قَالَ فُلاَنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "لاَ وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ". فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

(৫৪৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মুনযির বিন আবূ উসায়দ (রাযি.)কে তাঁহার জন্মের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসা হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাঁহার মুবারক রানের উপর রাখিলেন। আবূ উসায়দ (রাযি.) নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সামনের কোন বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন। তাই আবূ উসায়দ (রাযি.) তাহার ছেলের ব্যাপারে কাহাকেও নির্দেশ দিলেন। তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক রানের উপর হইতে তুলিয়া নেওয়া হইল। তাহারা তাহাকে (শিশুটিকে) তুলিয়া নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচেতন হইলেন এবং বলিলেন, শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়দ (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহাকে সরাইয়া নিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নাম কি? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন অমুক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, না; বরং তাহার নাম মুনযির। এইভাবেই সেই দিন তাহার নাম রাখিলেন মুনযির।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَهِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সামনের কোন বস্তুতে মনোনিবেশ দিলেন)। لَهِيَ শব্দটির ل বর্ণে যবর ه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ اشتغل بشيء (তিনি কোন কিছুতে মশগুল হইলেন, মনোনিবেশ করিলেন)। আর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে لها অর্থাৎ ه বর্ণে যবর দ্বারা এবং শেষে الف বর্ণ। ইহা তাইয়্যি পরিভাষা। আর প্রথম পঠন অধিকাংশের পরিভাষা। তবে لها শব্দটি যখন لهو হইতে উদ্ভূত হয় তখন لها শব্দটির ه বর্ণে যবর ব্যতীত অন্য হরকতে পঠিত হয় না। শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ আছে।

فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক রান হইতে তুলিয়া নেওয়া হইল)। সম্ভবতঃ হালকা করিবার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রান হইতে শিশু তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:২২৩)

فَأَقْلَبُوهُ (তাহারা তাহাকে তুলিয়া নেওয়ার পর ...)। অর্থা ردوه وصرفوه (তাহাকে ফিরাইয়া নিলেন এবং খালি করিয়া দিলেন)। সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখায় অনুরূপই باب الافعال এর সীগা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কতিপয় অভিধান বিশেষজ্ঞ আপত্তি করিয়া বলেন, সহীহ অভিধানে তো اقلبوه শব্দটি همزه ব্যতীত قلبوه রহিয়াছে। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা বিরল পরিভাষায় الاقلاب ও ব্যবহৃত হয়।(ঐ)

فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচেতন হইলেন)। অর্থাৎ যেই বস্তুতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন উহা হইতে ফারিগ (অবসর) হইলেন)। -(তাকমিলা ৪:২২৩)

وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ (বরং তাহার নাম মুনযির)। অর্থাৎ যেই নামে তাহাকে নামকরণ করা হইয়াছে উহা তাহার জন্য উপযোগী নহে; বরং সে মুনযির। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, তাহার নাম মুনযির এই আশাবাদে রাখা হইয়াছে যে, তাহার ইলম লাভ হইলে যাহার দ্বারা সে সতর্ক করিবে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:৫৭৬ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নবজাতকের নাম মুনযির রাখিবার কারণ হইতেছে যে, তাহার পিতার দিকের চাচাতো ভাইয়ের নাম ছিল মুনযির বিন আমর (রাযি.)। তিনি বীরে মাউনায় শাহাদতবরণ করিয়াছিলেন আর তিনি ছিলেন তাহাদের আমীর। তাহার পূর্বসুরির যোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার আশাবাদে তাহার নাম মুনযির রাখিয়া দিলেন। -(তাকমিলা ৪:২২৪)

بَابُ جواز تكنية من لم يولد له وكنية الصغير

অনুচ্ছেদ ঃ যাহার সন্তান হয় নাই তাহার কুনিয়াত (ডাকনাম) রাখা এবং ছোটদের ডাকনাম রাখা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৫৪৯৩) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ قَالَ "أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ". قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

(৫৪৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম ছিলেন। আমার একটি (সৎ) ভাই ছিল, যাহাকে 'আবূ উমায়র' বলিয়া ডাকা হইত। তিনি (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছিলেন যে, সে দুধ ছাড়ানো বয়সের ছিল। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের বাড়ীতে) তাশরীফ আনিতেন। তখন তাহাকে দেখিয়া বলিতেন, হে আবূ উমায়র! নুগায়র (চড়ুই ছানাটি) কি করিয়াছে। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তিনি অনুরূপে তাহার সহিত রসিকতা করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে الانبساط الى الناس এবং الكنية للصبي অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২২৪)

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম ছিলেন)। এই হাদীছের অনুরূপ ইমাম আহমদ (রাযি.) নিজ 'মুসনাদ' গ্রন্থে ৩:১৮৮ পৃষ্ঠায় হুমায়দ আত-তাভীল (রহ.)-এর সূত্রে আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام سليم ـ ولها ابن من ابى طلحة يكنى ابا عمير وكان يمازحه ـ فدخل عليه فراه حزينا فقال مالى ارى ابا عمير حزينا؟ فقالوا مات نغره الذى كان يلعب به قال فجعل يقول ابا عمير ما فعل النغير؟ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার আম্মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর বাড়ীতে তাশরীফ নিতেন। আর (আমার সৎ পিতা) আবূ তালহা (রাযি.) হইতে তাঁহার একটি ছোট ছেলে ছিল, যাহার ডাক নাম আবূ উমায়র। তিনি তাহার সহিত কৌতুক করিতেন। একবার তাহার কাছে তাশরীফ নিয়া তাহাকে শোকাহত প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমাকে যে বিষন্ন অবস্থায় দেখিতেছি? তাহারা বলিলেন, তাহার নুগার (বুলবুল পাখি, চড়ুই পাখি)টি মরিয়া গিয়াছে যাহার সহিত সে খেলা করিত। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তখন তিনি (তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিতেন, হে আবূ উমায়র! কি করিয়াছে নুগায়র (বুলবুল ছানা, চড়ুই ছানা)টি? -(তাকমিলা ৪:২২৪)

وَكَانَ لِي أَخٌ (আর আমার একটি (সৎ) ভাই ছিল)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) 'জামউল উসায়িল' গ্রন্থের ২:২৫ পৃষ্ঠায় 'জামিউল উসূল' হইতে নকল করিয়াছেন যে, তাহার নাম কাবাশা। আর সে ছিল হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর মা এর শরীক ভাই। কেননা, তাহার মা ছিল উম্মু সুলায়ম এবং পিতা ছিলেন আবূ তালহা আনসারী (রাযি.)। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ১০:৪১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'কাবাশা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইনতিকাল করেন। আর এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে উমারা বিন যাদান (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়ত যাহা ছাবিত (রহ.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে আরও অতিরিক্ত বর্ণনাসহ বর্ণিত আছে যে, 'কাবাশা' ওই ছেলে লি যাহার মৃত্যুর খবর গোপন রাখিয়া সফর হইতে আগত স্বামী হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর সহিত রাত্রিতে সহবাস করিয়াছিলেন। যেমন ইতোপূর্বে ৫৪৮৪ নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২২৪)

يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ (যাহাকে 'আবূ উমায়র' বলিয়া ডাকা হইত)। এই রিওয়ায়ত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, বালকটি এই কুনিয়াত (ডাক নাম)-এ প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে সেই সকল বিশেষজ্ঞের অভিমত খন্ডন হইয়া গিয়াছে যাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উক্তি দ্বারা তাহার ডাক নাম রাখিয়াছিলেন। আর عمير (উমায়র) শব্দটি عمْر (م বর্ণে সাকিনসহ)-এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক বিশেষ্য)। সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাবাশা' অল্প বয়স প্রাপ্তির দিকে ইশারা করিয়াছিলেন। তবে প্রকাশ্য যে, عمير শব্দটি عمر

(م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে)-এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক বিশেষ্য)। আর তাহা হইল প্রসিদ্ধ নাম (উমর রাযি.-এর)। কল্যাণের আশাবাদে তাহার এই কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখা হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:২২৪)

كَانَ فَطِيمًا (সে দুধ ছাড়ানো বয়সের ছিল)। অর্থাৎ مفطوما (মায়ের দুধ ছাড়ানো হইয়াছে এমন (শিশু)) অর্থাৎ لم يكن غلاما رضيعا (দুগ্ধপায়ী বালক নহে)। -(তাকমিলা ৪:২২৫)

مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ (নুগায়র কি করিয়াছে)? النُّغَيْرُ শব্দটির ن বর্ণে পেশ غ বর্ণে যবরসহ مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। আর ইহা نغر এর تصغير (ক্ষুদ্রবাচক বিশেষ্য)। نغر হইল চড়ুই পাখি সাদৃশ্য লাল ঠোঁট বিশিষ্ট এক ধরণের পাখি। আর কেহ বলেন, উহা হইল চড়ুই ছানা। আর কেহ বলেন, ইহা হইল, লাল মাথা ছোট ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই পাখি। আর কেহ বলেন, মদীনাবাসীগণ ইহাকে বুলবুল নামে অভিহিত করেন। -(ফতহুল বারী ১০:৫৮৩)

আহলে হাদীছের কতক মুর্খ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, এই প্রকার 'নুগায়র' বর্ণিত হাদীছের দ্বারা কোন ফায়দা নাই। বস্তুতঃভাবে তাহাদের এই আপত্তি যথার্থ নহে; বরং এই হাদীছ হইতেই ফকীহগণ ষাটটির অধিক ফায়দা উদ্ভাবন করিয়াছেন : নিম্নে কয়েকটি ফায়দা উল্লেখ করা হইল।

(১) পদব্রজে ভাই-বন্ধুদের সাক্ষাৎ করা মুস্তাহাব। (২) প্রশাসক নিজ অধীনস্থদের মধ্য হইতে বিশেষভাবে কাহারও যিয়ারতে যাওয়া জায়িয। (৩) হাকিম একা পদব্রজে চলাচল করা জায়িয। (৪) কৌতুক করা জায়িয আছে। ইহা মুবাহমূলক সুন্নত, রুখসত নহে। (৫) পারিতোষিক পার্থক্য করণে সামর্থ্য নহে এমন বালকদের সহিত রসিকতা করা জায়িয। (৬) যাহার সন্তান নাই এমন বালকের কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখা জায়িয। (৭) ছোট শিশুরা পাখির সহিত খেলা করা জায়িয। (৮) পিতা-মাতা এতদুভয়ের ছোট শিশুদের মুবাহ বস্তু দ্বারা খেলা করার জন্য দেওয়া জায়িয আছে। (৯) ছোট শিশুদের জন্য মুবাহ খেলনা ক্রয়ে সম্পদ খরচ করা জায়িয।

হানাফীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলেন যে, মদীনা মুনাওয়ারায় শিকার করা জায়িয। ইহা হারাম শরীফে শিকারের অর্থে নহে। কিন্তু শাফিয়া ও অন্যান্যগণ ইহার জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ মদীনার বাহিরে শিকার করিবার পর মদীনায় নিয়া গিয়াছেন। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে জবাব দিয়া বলেন, ইহা নীতি বহির্ভূত। -(তাকমিলা ৪:২২৫-২২৭ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ছেলে ব্যতীত অন্যকে 'হে বৎস!' বলিয়া সম্বোধন করা জায়িয এবং সহৃদয়তা প্রকাশের লক্ষে তাহা করা মুস্তাহাব

(৫৪৯৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا بُنَيَّ".

(৫৪৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে স্নেহের পুত্র।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَا بُنَيَّ (হে বৎস)! ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ নিজের ছেলে ব্যতীত বয়সে অতি কনিষ্ঠ কাহাকেও 'হে আমার ছেলে!' কিংবা مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) রূপে 'হে বৎস!' কিংবা 'হে আমার সন্তান!' বলিয়া সম্বোধন করা জায়িয। আর ইহার অর্থ হইতেছে কোমলতা প্রদর্শন করা যে, সহানুভূতির দিক দিয়া তুমি আমার সন্তান তুল্য। অনুরূপ সমবয়সী কোন ব্যক্তিকে 'হে আমার ভাই!' বলিয়া সম্বোধন করা। ইহাও উপর্যুক্ত অর্থে ব্যবহৃত। আর যখন ইহা দ্বারা সহৃদয়তা প্রকাশ উদ্দেশ্য হয় তখন মুস্তাহাব হইবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাবাশা'কে সম্বোধন করিয়াছেন। -(নওয়াভী ২:২১০, তাকমিলা ৪:২২৮)

(৫৪৯৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي "أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ" قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ. قَالَ "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ".

(৫৪৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আমার হইতে অধিক কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! তাহার কোন্ ব্যাপারে তোমাকে জটিলতায় নিপতিত করিয়াছে? সে কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি আরয করিলাম, তাহারা তো ধারণা করিয়া থাকে যে, তাহার সঙ্গে পানির নহরসমূহ ও রুটির পাহাড়সমূহ থাকিবে। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে আরও অধিক সহজ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ (তাহার কোন্ ব্যাপারে তোমাকে জটিলতায় নিপতিত করিয়াছে?) يُنْصِبُكَ শব্দটি النصب (ক্লান্ত হওয়া, কষ্ট করা, জটিলতায় ফেলা) হইতে নিঃসৃত। আর ইহা হইতেছে التعب (ক্লান্তি, ক্লেশ) এবং المشقة (কষ্ট, জটিলতা)। অর্থাৎ ما يشق عليك ويتعبك منه (সে তোমাকে কি কষ্টে ফেলিয়াছে এবং তাহার হইতে তুমি কি ক্লান্তি বোধ করিতেছ?) ইনশাআল্লাহু তা'আলা كتاب الفتن এ দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:২২৮)

(৫৪৯৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُغِيرَةِ "أَيْ بُنَيَّ". إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ.

(৫৪৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুরাইজ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে রাবী ইয়াযীদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত অন্য কাহারও বর্ণিত হাদীছে মুগীরা (রাযি.)-এর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি 'হে বৎস"' নাই।

بَابُ الاِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি গ্রহণের বিবরণ

(৫৪৯৭) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاللهِ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا. قُلْنَا مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ

فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ". فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ.

(৫৪৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ বিন বুকায়র নাকিদ (রহ.) তিনি ... বুসর বিন সাঈদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারার আনসারীগণের একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) ভীত হইয়া, কিংবা (রাবী বলিয়াছেন) আতঙ্কিত হইয়া আমাদের কাছে আসিলেন। আমরা বলিলাম, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হযরত উমর (রাযি.) আমার কাছে লোক পাঠাইলেন, যেন আমি তাঁহার কাছে যাই। আমি (যাইয়া) তাঁহার দরজায় তিনবার সালাম জানাইলাম (এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম) কিন্তু তিনি আমাকে জবাব (প্রবেশের অনুমতি) দিলেন না। তাই আমি ফিরিয়া আসিলাম। তারপর (আমাকে ডাকিয়া নিয়া) তিনি বলিলেন, আমার কাছে আসার বিষয়ে তোমাকে কোন্ বিষয়ে বাধা দিল? আমি বলিলাম, আমি আপনার কাছে আসিয়াছিলাম এবং আপনার দরজায় (দাঁড়াইয়া) তিনবার সালাম জানাইয়াছিলাম (এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম) কিন্তু তাহারা আমার সালামের জবাব (প্রবেশের অনুমতি) দিলেন না। তাই আমি ফিরিয়া গিয়াছি। "আর অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি তিনবার (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চায়, আর তাহাকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে যেন ফিরিয়া আসে।" তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, এই বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন কর। অন্যথায় তোমাকে শাস্তি দিব। (কাজেই আপনাদের মধ্যে যে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন তিনি যেন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়) তখন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) বলিলেন, (এই হাদীছখানা তো সুপ্রসিদ্ধ কাজেই) তাহার সহিত কওমের সর্বাধিক কম বয়সের ছেলেই যাইবে। আবূ সাঈদ (খুদরী রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আমি কওমের কনিষ্ঠতম (আমিও এই হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করিয়াছি)। তিনি (উবাই বিন কা'ব রাযি.) বলিলেন, সুতরাং তাহাকেই নিয়া যাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ের التسليم والاستئذان ثلاثا অনুচ্ছেদে, البيوع অধ্যায়ের الخروج فى التجارة অনুচ্ছেদে এবং الاعتصام অধ্যায়ের الحجر على من قال ان احكام النبى صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থের الادب অধ্যায়ে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২২৯)

فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا (ভীত হইয়া কিংবা আতঙ্কিত হইয়া)। এতদুভয় শব্দের অর্থ একই। কেননা الذعر শব্দটির ذ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الفزع (ভয়, ভীতি, আতঙ্ক, শঙ্কা) অর্থে ব্যবহৃত। তাই এই স্থানে او (কিংবা) শব্দটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ হইবে। -(তাকমিলা ৪:২২৯)

فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ (আমি (তাঁহার দরজায় আসিয়া) তিনবার সালাম জানাইলাম (এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম) কিন্তু তিনি আমাকে জবাব (প্রবেশের অনুমতি) দিলেন না। সালামের জবাব (তথা প্রবেশের অনুমতি) না দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন রিওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। তবে সহীহ বুখারী শরীফের البيوع অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর (রাযি.) গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে মশগুল ছিলেন। -(ঐ)

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا الخ ("তোমাদের কেহ যদি তিনবার (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চায়, আর তাহাকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে যেন ফিরিয়া আসে")। ইহাই ঘরে প্রবেশের ইসলামী শরীআতের বিধান। এই বিষয়ে মহিমান্বিত আল্লাহ সূরা নূরে বিস্তারিত আহকামসহ কয়েকখানা আয়াত নাযিল করিয়াছেন। উলামায়ে ইযামের সর্বসম্মত মতে অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব এবং অনুমতি ব্যতীত কাহারও ঘরে প্রবেশ করা জায়িয নাই।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা ঃ কতিপয় আলিম বলেন, সালাম জানাইবার পূর্বে অনুমতি নিতে হইবে। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا (হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না, যেই পর্যন্ত না আলাপ-পরিচয় কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। -সূরা নূর ২৭) আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন : দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কাহারও গৃহে প্রবেশ করিও না। প্রথম استيناس শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারকগণের মতে ইহার অর্থ استئذان (অনুমতি হাসিল করা)। এই স্থানে استيناس শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইশারা রহিয়াছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদের সালাম দাও। কোন কোন তাফসীরকারক ইহার অর্থ নিয়াছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। আল্লামা কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করিয়াছেন। এই অর্থের দিক দিয়া আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নাই। তিনি আবূ আইয়্যুব আনসারী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সারমর্ম ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন। আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে প্রথমে সালাম দিবে, তারপর অনুমতি চাহিবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নিবে এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম দিবে।

জমহুরে উলামা (রহ.) বলেন, অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা হইতেছে প্রথমে বাহির হইতে সালাম দিবে, তারপর অনুমতি নিবে এবং অনুরূপ বলিবে السلام عليكم أأدخل؟ (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?) আর অধিকাংশ হাদীছ হইতে সুন্নত তরীকা ইহাই জানা যায় যে, প্রথমে বাহির হইতে সালাম দিবে, তারপর নিজের নাম নিয়া বলিবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করিতে চায়। ইমাম বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাহাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করিয়াছে। -(রূহুল মাআনী)

'সুনানু আবী দাউদ' গ্রন্থের الادب অধ্যায়ের كيف الاستئذان অনুচ্ছেদে আছে : عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : الج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم (রিব্'ঈ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ আমিরের জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে থাকা অবস্থায় তাঁহার কাছে বাহির হইতে বলিল : الج আমি কি ঢুকিয়া পড়িব?তিনি খাদিমকে বলিলেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার তরীকা জানে না, তুমি বাহিরে গিয়া তাহাকে শিখাইয়া দাও। সে বলুক السلام عليكم أأدخل (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?) খাদিম বাহিরে যাওয়ার পূর্বেই লোকটি তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কথা শ্রবণ করিয়া السلام عليكم أأدخل বলিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (গৃহে) প্রবেশের অনুমতি দিলেন)।

আল্লামা বায়হাকী (রহ.) শুআবুল ঈমান-এ হযরত জাবির (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لاتأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام (যে প্রথম সালাম না দেয়, তাহাকে (গৃহে) প্রবেশের অনুমতি দিও না)। -(তাফসীরে মাযহারী লি শায়খ ছানাউল্লাহ (রহ.) ৬:৪৮৯)

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি সংশোধন করিয়াছেন। প্রথমে সালাম দেওয়া উচিত এবং ادخل এর স্থলে الج শব্দের প্রয়োগ অসমীচীন। কেননা الج শব্দটি لوج হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকিয়া পড়া। শব্দটি মার্জিত ভাষার পরিপন্থী।

মোট কথা এই সকল হাদীছ হইতে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাহির হইতে এই সালাম করা হয়। যাহাতে ভিতরের লোক এই দিকে

মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম দিতে হইবে।

বলাবাহুল্য উপর্যুক্ত হাদীছগুলি হইতে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে। তবে ইহাতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়া অনুমতি চাওয়াই উত্তম। কাসিম বিন আসবাগ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর ফারূক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারে আসিয়া বলিলেনঃ السلام علی رسول الله السلام علیکم ایدخل عمر (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আস্‌সালামু আলাইকুম, উমর প্রবেশ করিতে পারে কি? -(ইবন কাছীর)

কিন্তু ইহা সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যখন গৃহবাসী তাহার আওয়াজ শুনিতে পায়। আর যদি বুঝিতে পারে যে, গৃহের অভ্যন্তর হইতে তাহার আওয়াজ ঘরবাসী শুনিতে পায় নাই, তাহা হইলে দ্বারের কড়া নাড়া কিংবা সঙ্কেত ধ্বনি (কলিং বেল)-এর বোতাম চাপ দেওয়াই যথেষ্ট। যেমন আমাদের যুগে অধিকাংশ বাড়ীর দ্বারসমূহে লাগানো থাকে। তবে দ্বারের কড়া নাড়া কিংবা সঙ্কেত ধ্বনির বোতাম চাপ দেওয়ার আদব হইতেছে যে, ঘরবাসী শুনে পরিমাণ হালকা ও মৃদ হইবে। ইহাতে যেমন প্রচণ্ডতা অবলম্বন না করা হয়। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন كانت ابواب النبی صلی الله علیه وسلم تقرع بالاظافیر (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারসমূহে নখরসমূহ দ্বারা শব্দ করা হইত)। আল্লামা খতীব (রহ.) স্বীয় 'জামি' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যেমন তাফসীরে কুরতুবী গ্রন্থের ১২:২১৭ পৃষ্ঠায় আছে। -(তাকমিলা ৪:২২৯-২৩০)

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থকার আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) লিখেন, সূরা নূরের আয়াতে يايها الذين امنوا বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, যাহা পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কতিপয় মাসয়ালা ইহার ব্যতিক্রম। তবে সেইগুলির ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীগণের অভ্যাসও তাহাই ছিল। তাঁহারা কাহারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মু আয়াস (রাযি.) বলেন, আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর ঘরে যাইতাম এবং প্রথমে তাঁহার কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতাম। -(ইবন কাছীর)

এই আয়াতের ব্যাপকতা হইতে জানা গেল যে, অন্য কাহারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহরাম ও গায়র-মাহরাম সকলই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। নারী নারীর কাছে গেলে কিংবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সকলের জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তাহার মা, বোন কিংবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তাহা হইলেও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আতা বিন ইয়াসার হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলঃ আমি আমার মাতার খেদমতে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাহিব? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। অনুমতি চাও। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলেও অনুমতি না নিয়া গৃহে প্রবেশ করিও না। লোকটি পুনরায় আরয করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো সর্বদা তাঁহার খেদমতেই থাকি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলেও অনুমতি না নিয়া গৃহে প্রবেশ করিও না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতে পছন্দ কর? সে বলিলঃ না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তাহার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকিতে পারে। -(মাযহারী)

এই হাদীছ হইতে আরও প্রমাণিত হইল যে, আয়াতে তোমদের নিজেদের গৃহ বলিয়া এমন গৃহ বোঝানো হইয়াছে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে– পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না।

মাসয়ালা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাহাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নহে; কিন্তু মুস্ত াহাব ও সুন্নত এই যে, সেইখানে হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.)-এর স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাহির হইতে গৃহে আসিতেন, তখন প্রথমে দরজার কড়া নাড়িয়া আমাকে হুশিয়ার করিয়া দিতেন, যাহাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। -(ইবন কাছীর)-(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট সূরা নূরের ২৭নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

فَلْيَرْجِعْ (তাহা হইলে সে যেন ফিরিয়া আসে)। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও গৃহবাসী জবাব না দেওয়ার কারণে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, প্রবেশের অনুমতি নাই। তাই সে ফিরিয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ (আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরিয়া যাও, তবে ফিরিয়া যাইবে, ইহাতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে। –সূরা নূর ২৮) অর্থাৎ ঘরবাসী কোন বস্তুতে মশগুল প্রভৃতি থাকার কারণে যদি আপনাকে আপাততঃ ফিরিয়া আসিতে বলেন, তাহা হইলে আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসা সমীচীন। সাক্ষাৎকারী ইহাকে খারাপ মনে করা কিংবা সেই স্থানে অটল হইয়া বসিয়া থাকা উভয়ই অসঙ্গত। কেননা, হয়তো তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, তাহার জন্য বাহির হইয়া আসা এবং সাক্ষাৎকারীর ইকরাম করা সম্ভবপর নহে। আর মানুষের জন্য উচিত নহে যে, সে অপরের সাক্ষাতের জন্য গিয়া তাহাকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করা।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) লিখেন, আমার শায়খ ও পিতা আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) নিজ তাফসীর 'মাআরিফুল কুরআন' ৬:৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, কোন ব্যক্তির কাছে টেলিফোন করার সময় যদি ধারণা থাকে যে, তিনি হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত কিংবা আরাম করিতেছেন তখন উহা হইতে বিরত থাকা উচিত। ইহা বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি অতি প্রয়োজন হয় তবে ভিন্ন কথা। অপরের সহিত টেলিফোনে দীর্ঘ কথা বলার প্রয়োজন হইলে কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে অনুমতি নেওয়া উচিৎ। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি কোন বিশেষ কাজে মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারেন। তাই তাহার কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। ফলে দীর্ঘ কথা তাহার কষ্টের কারণ হইতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৩০-৩১)

أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ (এই বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন কর)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই হাদীছ সেই ব্যক্তির দলীল যেই ব্যক্তি বলেন খবরে ওয়াহিদ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত নহে। আর তিনি ধারণা করেন যে, খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণেই হযরত উমর (রাযি.) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে দলীল হয় না; বরং তাহার অভিমত বাতিল। কেননা, খবরে ওয়াহিদ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হওয়ার উপর এবং ইহার আমল করা ওয়াজিব হওয়ার উপর খুলাফা রাশিদূন, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এবং উলামায়ে ইযাম ঐকমত্য রহিয়াছেন। বস্তুতঃভাবে হযরত উমর (রাযি.) হযরত আবূ মূসা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ রদ করেন নাই; বরং তাঁহার কাছে তাহার খুবই উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তবে উপযোগিতার দৃষ্টিকোন হইতে এইরূপ হুকুম দিয়াছেন, যাহাতে মিথ্যুক ও মুনাফিকরা তড়িঘড়ি করিয়া হাদীছ তৈরী করিবার সুযোগ না পায়। ইহা কেবল অজুহাতের দরজা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। আর যদি হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে খবরে ওয়াহিদ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত না হইত তাহা হইলে হযরত আবূ মূসা (রাযি.)-এর সহিত অপর এক সাহাবা হযরত আবূ সাঈদ (রাযি.) ঐকমত্য হওয়ায় কি প্রভাব ফেলিতে পারে। কেননা, দুই তিন ব্যক্তির বর্ণিত রিওয়ায়তও খবরে ওয়াহিদই যতক্ষণ পর্যন্ত না মুতাওয়াতির-এর দরজায় পৌঁছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৩১, নওয়াভী ২:২১০-২১১)

لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ (তাহার সহিত কওমের সর্বাপেক্ষা বয়সে অল্প ছেলেই যাইবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর এই উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যে, এই হাদীছ আমাদের বড়-ছোট সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ। এমনকি আমাদের কওমের সর্বাপেক্ষা বয়সে ছোট ছেলে পর্যন্ত ইহা মুখস্থ করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছে এবং সে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছে। (আহকার অনুবাদক বলিতেছি হাদীছখানা সুপ্রসিদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশ, প্রচার করণের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ হযরত উমর (রাযি.) প্রমাণ উপস্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:২১০)

(৫৪৯৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ.

(৫৪৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াযীদ বিন খুসায়ফা (রহ.) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ইবন আবূ উমর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আবূ সাঈদ (রাযি.) বলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে গিয়া সাক্ষ্য দিলাম।

(৫৪৯৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ". قَالَ أُبَيٌّ وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَوَاللَّهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ. أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا.

(৫৪৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর নিকট একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) রাগান্বিত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের মধ্যে কি কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছ যে, 'অনুমতি গ্রহণ তিনবার' ইহাতে যদি তোমাকে (প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাল, অন্যথায় তুমি ফিরিয়া আস। হযরত উবাই (রাযি.) বলিলেন, এই ব্যাপারে কী হইয়াছে? তিনি (আবূ মূসা আশআরী রাযি.) বলিলেন, গতকাল আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর কাছে আমি তিনবার (প্রবেশের) অনুমতি চাহিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। তাই আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর আজ তাঁহার কাছে গেলাম এবং তাঁহার কাছে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি গতকাল আসিয়াছিলাম এবং (প্রবেশের অনুমতির লক্ষ্যে) তিনবার সালাম দিয়া (জবাব না পাওয়ায়) ফিরিয়া গিয়াছিলাম। তিনি (খলীফা উমর রাযি.) বলিলেন, আমরা তোমার আওয়াজ শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমরা (গুরুত্বপূর্ণ কাজে) ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই তোমাকে (প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত তুমি অনুমতি চাহিতে থাকিলে না কেন? তিনি (আবূ মূসা আশআরী রাযি.) বলিলেন, আমি তো তেমন অনুমতি চাহিয়াছি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছ। তিনি (হযরত উমর রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমার পিঠে ও পেটে আঘাত করিব; কিংবা তুমি এমন লোক উপস্থিত করিবে, যে এই ব্যাপারে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তখন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহর কসম! (এই হাদীছ তো সুপ্রসিদ্ধ, আর আমাদের বড়-ছোট সকলেই জানে। সুতরাং) আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সের তরুণ ব্যক্তিই (তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) তোমার সহিত যাইবে। তখন আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে আসিলাম। অতঃপর বলিলাম, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ الخ (গতকাল আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর কাছে আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম)। প্রকাশ্যভাবে ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)-এর অনুমতি চাওয়া এবং ফিরিয়া আসিবার ঘটনা একদিনে হইয়াছিল। আর এই বিষয়ে হযরত উমর (রাযি.)-এর আপত্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনের দাবী সংলগ্ন পরের দিন হইয়াছিল। অথচ পরবর্তী রিওয়ায়তসমূহের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় উভয় ঘটনা একদিনে হইয়াছিল। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, হযরত উমর (রাযি.) যেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন উহা হইতে ফারিগ হওয়ার পর আবূ মূসা (রাযি.)-এর কথা স্মরণ হইল তখন তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাকে জানানো হইল যে, তিনি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন কিন্তু প্রেরিত দূত সেই সময় তাহাকে পান নাই। অতঃপর পরের দিন হযরত আবূ মূসা (রাযি.) নিজেই হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে আসিলেন। -(তাকমিলা ৪:২৩২)

(৫৫০০) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَا وَإِلَّا فَلَأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ". قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ قَالَ فَقُلْتُ أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هٰذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَتَاهُ فَقَالَ هٰذَا أَبُو سَعِيدٍ.

(৫৫০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (খুদরী রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ মূসা (আশআরী রাযি.) হযরত উমর (রাযি.)-এর দরজায় আসিয়া (গৃহে প্রবেশের) অনুমতি চাহিলেন। হযরত উমর (রাযি.) (আওয়াজ শুনিয়া মনে মনে) বলিলেন, একবার (অনুমতি চাওয়া) হইল। তারপর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাহিলেন, হযরত উমর (রাযি.) (মনে মনে) বলিলেন, দুইবার (অনুমতি চাওয়া) হইল। অতঃপর তৃতীয়বার অনুমতি চাহিলেন, তখন (খলীফা) উমর (রাযি.) (মনে মনে) বলিলেন, তিনবার (অনুমতি চাওয়া) হইল। অতঃপর তিনি (আবূ মূসা রাযি.) ফিরিয়া আসিলেন। পরে (হযরত উমর রাযি.) তাঁহার পিছনে লোক পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর বলিলেন, ইহা যদি এমন বিষয় হয় যাহা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (সরাসরি শ্রবণ করিয়া) স্মরণ রাখিয়াছ, তাহা হইলে উহার প্রমাণ পেশ কর। অন্যথায় তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। আবূ সাঈদ (খুদরী রাযি.) বলেন, তখন তিনি আমাদের (এক মজলিসের) নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, (কাহারও গৃহে প্রবেশের) অনুমতি গ্রহণ তিনবার। তিনি (আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.) বলেন, (মজলিসের) লোকরা তখন (এই কথায় আশ্চর্য হইয়া) হাসাহাসি করিতে লাগিল। তিনি (আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আপনাদের নিকট আপনাদেরই একজন মুসলমান ভাই আসিয়াছেন, যাহাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হইয়াছে, আর আপনারা হাসিতেছেন? (আবূ সাঈদ রাযি. বলিলেন) আপনি চলুন, এই শাস্তিতে আমি আপনার সহিত শরীক রহিয়াছি। তখন তিনি তাহাকে সঙ্গে নিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, এই যে, আবূ সাঈদ (আমার পক্ষে সাক্ষী)!

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَهَا অর্থাৎ فهات البينة (তাহা হইলে উহার প্রমাণ পেশ কর)। -(তাকমিলা ৪:২৩২)

فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ (লোকরা তখন (এই কথায় আশ্চর্য হইয়া) হাসাহাসি করিতে লাগিল)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) শাস্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ায় লোকেরা আশ্চর্য হইয়া হাসাহাসি করিতে লাগিলেন। কেননা, তাহারা এই বিষয়ে নিরাপদ ছিলেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) স্বীয় পক্ষে প্রমাণ পেশ করিবার ক্ষমতা থাকায় এবং কেহ অস্বীকার ব্যতীত তাহারা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছখানা শ্রবণ করায় তাঁহাকে শাস্তি দিতে কিংবা অপর কিছুই করিতে পারিবেন না। -(তাকমিলা ৪:২৩৩)

(৫৫০১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ.

(৫৫০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন হাসান বিন খারাশ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে রাবী বিশ্র বিন মুফায্যাল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ রাবী আবূ মাসলামা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন।

(৫৫০২) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ. فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا. قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هٰذَا بَيِّنَةً أَوْ لأَفْعَلَنَّ. فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا. فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

(৫৫০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... উবায়দ বিন উমায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ মূসা (আশআরী রাযি. একবার খলীফা) উমর (রাযি.)-এর নিকট (প্রবেশের) তিনবার অনুমতি চাহিলেন। তখন (অনুমতি না পাওয়ায়) তিনি যেন তাঁহাকে ব্যস্ততায় নিমগ্ন মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন উমর (রাযি.) বলিলেন, আমরা কি (আবূ মূসা) আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযি.)-এর আওয়াজ শ্রবণ করি নাই? তাহাকে (প্রবেশের) অনুমতি দাও। তখন তাঁহাকে হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে ডাকা হইল। তিনি তাঁহাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, এইরূপ করিতে তোমাকে কিসে বাধ্য করিয়াছে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) আমাদের এইরূপ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, অবশ্যই তুমি ইহার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করিবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই এমন করিব (শাস্তি দিব)। তিনি বাহির হইয়া গিয়া আনসারীগণের এক মজলিসে পৌঁছিলেন। তাঁহারা (বিষয়টি শ্রবণ করিয়া) বলিলেন, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প বয়সের ব্যক্তিই এই বিষয়ে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তখন আবূ সাঈদ (খুদরী রাযি. উঠিয়া) দাঁড়াইলেন এবং (খলীফা উমর রাযি.-এর নিকট গিয়া) বলিলেন, আমাদের এইরূপ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশটি আমার কাছে গোপন রহিয়াছে। (কারণ) বাজারসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য আমাকে এই নির্দেশ (শ্রবণ করা) হইতে অমনোযোগী রাখিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلْهَانِى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ (বাজারসমূহে ব্যবসায় আমাকে এই নির্দেশ (শ্রবণ করা) হইতে অমনোযোগী রাখিয়াছে)। الهاه হইল اذا جعله فى غفلة (যখন তাহাকে গাফিল রাখে, অমনোযোগিতায় রাখে)। আর الصفق

মুদ্রিত পৃষ্ঠা- ২০৯-২১৪/

শব্দটির ص বর্ণে যবর ف বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কেহ বলেন, ف বর্ণেও যবর দ্বারা পঠিত। ইহা الصفقة (চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন)-এর বহুবচন এবং العقد (গিঠ, বন্ধন, চুক্তি) এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা এই স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য মর্ম। অর্থাৎ আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বাজারসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত ছিলাম। ফলে আমি অনেক বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করিতে পারি নাই। তাই উহা অন্যদের হইতে আমাকে জানিতে হইয়াছে। ইহাতে হযরত উমর (রাযি.) স্বীয় পক্ষ হইতে বিনয় প্রকাশ এবং অক্ষমতার স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাসক কিংবা বয়স্ক ব্যক্তি তাহার হইতে বয়সে ছোটদের সামনে ইলম না থাকার স্বীকারোক্তিতে লজ্জার কোন কারণ নাই। -(ঐ)

(৫৫০৩) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

(৫৫০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হুসায়ন বিন হুরায়স (রহ.) তাহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী নাযর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি "বাজারসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্য আমাকে এই নির্দেশ (শ্রবণ করা) হইতে অমনোযোগী রাখিয়াছে"– বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৫০৪) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا أَبُو مُوسَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الأَشْعَرِيُّ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَيَّ رُدُّوا عَلَيَّ. فَجَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلٍ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ". قَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ. فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرُ إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. قَالَ عَدْلٌ. قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هٰذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

(৫৫০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুসায়ন বিন হুবায়স আবূ আম্মার (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদা (রাযি.)-এর সূত্রে আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হইতে, তিনি (আবূ বুরদা রাযি.) বলেন, আবূ মূসা (আশআরী (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম– এই (আমি) আবদুল্লাহ বিন কায়স (আবূ মূসা রাযি.-এর নাম)। কিন্তু তিনি তাঁহাকে (গৃহে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন না। অতঃপর (পুনরায়) বলিলেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এই যে, আবূ মূসা (তারপর তৃতীয়বার বলিলেন) 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এই যে, আশআরী, তারপর তিনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া) ফিরিয়া আসিলেন। তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, তোমরা (তাঁহাকে) আমার কাছে ফিরাইয়া আন, তোমরা (তাঁহাকে) আমার কাছে ফিরাইয়া আন। পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে কিসে ফিরাইয়া দিল? আমরা তো কোন এক (গুরুত্বপূর্ণ) কাজে নিমগ্ন ছিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি 'অনুমতি চাওয়া তিনবার' ইহাতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হইলে ভাল, অন্যথায় ফিরিয়া আস। তিনি

(উমর রাযি.) বলিলেন, এই বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়া আসিবে, অন্যথায় আমি এমন করিব, তেমন করিব (শাস্তি দিব)। তখন আবূ মূসা (রাযি. ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া) চলিয়া গেলেন। (খলীফা) উমর (রাযি. আরও) বলিলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে, বিকালে তাঁহাকে তোমরা মিম্বরের কাছে দেখিতে পাইবে। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। অতঃপর বিকালে তিনি যখন আসিলেন তখন তাঁহারা তাঁহাকে (মিম্বরের কাছে) দেখিতে পাইল। তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি বল, প্রমাণ পাইয়াছ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, জী, হ্যাঁ উবাই বিন কা'ব (রাযি.)। তিনি বলিলেন, ইনি বিশ্বস্ত! তখন তিনি (উমর (রাযি.) উবাই বিন কা'ব (রাযি.)কে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, হে আবূ তুফায়ল (উবাই রাযি.-এর কুনিয়াত)। ইনি কী বলেন? তিনি (উবাই বিন কা'ব রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হইবেন না। তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ পুতঃপবিত্র)। (আমার তো স্মরণ হইয়াছে। আমি অনুরূপ হইতে চাই না)। আমি কোন একটি বিষয় শ্রবণ করিবার পর সেই সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে আমার আগ্রহ হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ (সেই সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে আমার আগ্রহ হয়)। অর্থাৎ আমি তাহকীক করিতে এবং উহা সহীহ হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে পছন্দ করি। আর ইহা আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)কে মিথ্যার অপবাদ দেওয়ার জন্য ছিল না। ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, হযরত উমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাচাই ব্যতীত অধিক রিওয়ায়ত করার দরজা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৩৪)

(৫৫০৫) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَعَمْ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللهِ. وَمَا بَعْدَهُ.

(৫৫০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ বিন আবান (রহ.) তিনি ... তালহা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, উমর (রাযি.) (উবাই (রাযি.)কে লক্ষ করিয়া) বলিলেন, হে আবুল মুনযির (ইহা হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর অপর কুনিয়াত)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই বাণী শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তবে হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হইবেন না। কিন্তু তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর উক্তি سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ পুতঃপবিত্র, সুমহান) ও ইহার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيلَ مَنْ هٰذَا

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থীকে 'এই কে?' জিজ্ঞাসা করা হইলে জবাবে 'আমি' বলা মাকরূহ

(৫৫০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ هٰذَا". قُلْتُ أَنَا. قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ "أَنَا أَنَا".

(৫৫০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে আসিয়া (কড়া নাড়া দেওয়ার মাধ্যমে) তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভিতর হইতে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কে?' আমি (জবাবে) বলিলাম 'আমি'। তিনি (রাবী জাবির রাযি.) বলেন, তখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমি! আমি!

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে اذا قال من ذا قال انا অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ৫১৮৭নং, তিরমিযী ২৭১২নং এবং ইবন মাজা গ্রন্থে ৩৭৫৩নং-এর সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৩৫)

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে আসিলাম)। আর সহীহ বুখারী শরীফে এতখানি অতিরিক্ত আছে فى دين كان على ابى فدققت الباب (আমার পিতার ঋণ আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে দরজার কড়া নাড়া দিলাম)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই হাদীছে فدعوت দ্বারা মর্ম হইতেছে استاذنت بدق الباب (দরজার কড়া নাড়া দেওয়ার মাধ্যমে আমি অনুমতি চাহিলাম)। -(তাকমিলা ৪:২৩৫)

فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا أَنَا (তখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমি! আমি!)। এই বাক্যটির দুই অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাবির (রাযি.)-এর জবাব 'আমি' শব্দটিকে অস্বীকার করনার্থে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। (দুই) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন যে, انا (আমি) শব্দটি তো প্রত্যেক কথকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা পরিচিতি লাভ হয় না। আর পুরাপুরিভাবে এই হাদীছ দ্বারা অনুরূপ জবাব দেওয়া মাকরূহ প্রমাণিত হয়। কেননা, অনুমতি প্রার্থীকে সুস্পষ্টভাবে নিজের পরিচিতি দেওয়া অত্যাবশ্যক। আর যেই ব্যক্তি তাহার স্বর চিনে না তাহার সামনে এই জবাবে নতুন কোন ফায়দা নাই। আর যদিও অপর কাহারও কাছে তাহার স্বর জানাশোনা থাকে কিন্তু انا (আমি) শব্দটি এমন সংক্ষিপ্ত যে, ইহা স্বরের দ্বারা ভালভাবে পার্থক্য করা যায় না। অধিকন্তু এই উক্তিটির মধ্যে অহংকারের প্রভাব আছে। মানুষ ধারণা করিতে পারে তাহার পরিচিতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদিও ইহা হযরত জাবির (রাযি.)-এর হকে এই স্থানে অবর্তমান। কিন্তু ইহার শিক্ষা ব্যাপক।

এই হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, অনুমতি প্রার্থীর জন্য নিজের সেই পরিচিতি উল্লেখ করা ওয়াজিব যাহা অনুমতি দাতা (সম্বোধিত ব্যক্তি)-এর কাছে সুপরিচিত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, অনুমতি প্রার্থী যদি অনুমতি দাতার কাছে নিজের কুনিয়াত উল্লেখ ব্যতীত পরিচিতি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে নিজের কুনিয়াত (ডাকনাম) উল্লেখ করাতে কোন ক্ষতি নাই। অনুরূপ কোন ক্ষতি নাই এই পরিচয় দিয়া বলা انا الشيخ فلان (আমি অমুখ শায়খ), انا القارى فلان (আমি অমুক কারী) এবং انا القاضى فلان (আমি অমুক বিচারক)। যদি কুনিয়াত উল্লেখ ব্যতীত পার্থক্য করা না যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৩৬)

(৫৫০৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَنْ هٰذَا". فَقُلْتُ أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَنَا".

(৫৫০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (গৃহে প্রবেশের) অনুমতি চাহিলাম। বলিলেন, এই কে? আমি (জবাবে) বলিলাম, 'আমি'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ধমকের স্বরে) ইরশাদ করিলেন, আমি! আমি!

(৫৫০৮) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

(৫৫০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তিনি যেন তাহা (আমি! আমি, জবাব দেওয়া) অপছন্দ করিলেন।

بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়া দেখা হারাম হওয়ার বিবরণ

(৫৫০৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".

(৫৫০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাযি.) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়া তাকাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যাহা দিয়া তিনি নিজ মাথা মুবারক চুলকাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাকে দেখিলেন তখন বলিলেন, আমি যদি জানিতাম যে, তুমি আমাকে দেখিতেছ, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা (চিরুনি) দিয়া তোমার চোখে আঘাত করিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, চোখের কারণেই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ (সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাযি.) তাহাকে জানাইয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে اللباس অনুচ্ছেদে من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له অনুচ্ছেদে الديات অধ্যায়ে এবং الاستئذان অধ্যায়ে الاستئذان من اجل البصر অনুচ্ছেদে আছে। অধিকন্তু তিরমিযী ও নাসাঈ গ্রন্থে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৩৬)

أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ (জনৈক ব্যক্তি উঁকি দিয়া তাকাইল)। আল্লামা ইবন বাশকুয়াল (রহ.) আবুল হাসান বিন গায়ছ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, জনৈক লোকটি হইলেন মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবুল আস (রাযি.)। তবে তিনি ইহার সূত্র উল্লেখ করেন নাই। আর ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১২:২৪৩ পৃষ্ঠায় ফাকিহী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সুস্পষ্টভাবে নাই। অবশ্য হাফিয ইবন হাজার (রহ.) মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)। আর তাহা এই কারণে যে, আবূ দাউদ (রহ.) হুযায়ল বিন শুরাহবীল সূত্রে বর্ণনা করেন : قال

جاء سعد فوقف على باب النبى صلى الله عليه وسلم فقام يستأذن على الباب ـ فقال هكذا عنك ـ فانما الاستئذان من اجل البصر (তিনি বলেন, সা'দ আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার কাছে থামিল। অতঃপর দরজায় দাঁড়াইয়া (গৃহে প্রবেশের) অনুমতি চাহিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমার হইতে অনুরূপ? চোখের কারণেই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান)। তবে আবূ দাউদের রিওয়ায়তে এই সা'দ-এর নসব (তথা পিতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত)সহ উল্লেখ নাই। আর তিবরানীর রিওয়ায়তে আছে যে, তিনি সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)। কিন্তু উহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সা'দ (রাযি.)-এর চোখে আঘাত করিবার ধমকের কথা নাই। অধিকন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর ন্যায় জলীলুল কদর সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চোখে আঘাত করিবার ধমক দেওয়ার বিষয়টি সুদূর পরাহত। সম্ভবতঃ আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত জনৈক লোকটি বেদুঈন কিংবা মুনাফিকদের কেহ হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৩৬-২৩৭)

فِى جُحْرِ (ছিদ্র দিয়া)। جُحْرِ শব্দটির ج বর্ণে পেশ ح বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইল ثقب مستدير فى حائط او ارض (দেয়াল কিংবা যমীনে গোলাকার ফুটা, তথা ছিদ্র বা গর্ত)। -(তাকমিলা ৪:২৩৭)

وَمَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল)। مِدْرى শব্দটির م বর্ণে যের د বর্ণে সাকিন এবং শেষে الف مقصورة সংযোজনে পঠিত। তাহা হইল লৌহ শলাকা, যাহা দ্বারা মাথার চুল বিন্যস্ত করা হয়। আর কেহ বলেন, তাহা হইল চিরুনি সাদৃশ্য। আর কেহ বলেন, কাঠ খন্ডে তীক্ষ্ম শলাকা বিশিষ্ট যাহা চিরুটি সাদৃশ্য করিয়া তৈরী করা হয়। আর কেহ বলেন, ইহা কাঠি যাহা দ্বারা মহিলারা নিজের চুল বিন্যস্ত করে। আর এই শব্দটি পুংলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহার বহুবচন مدارى ব্যবহৃত হয়। আর একবচনে مدراة এবং مدراية ও ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:২৩৭)

يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ (যাহা দিয়া তিনি নিজ মাথা মুবারক চুলকাইতেন)। আর কতক রিওয়ায়তে يرجّل বর্ণিত হইয়াছে। এতদুভয় শব্দে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, চিরুনি করিবার পূর্বে প্রায়শ চুলকানো হয়। -(ঐ)

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى (আমি যদি জানিতাম যে, তুমি আমাকে দেখিতেছ)। আর কতক রিওয়ায়তে لو اعلم انك تنظر বর্ণিত হইয়াছে। উভয় বাক্যের মর্ম একই। -(তাকমিলা ৪:২৩৭)

لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ (তাহা হইলে অবশ্যই ইহা দিয়া তোমার চোখে আঘাত করিতাম)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম ইহাকে শুধুমাত্র ধমকের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তাহারা বলেন, এই অবস্থায় চোখে আঘাত করা জায়িয নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উঁকি দিয়া প্রত্যক্ষকারীর চোখে হালকা বস্তু নিক্ষেপ করা জায়িয। আর যদি হালকা বস্তু নিক্ষেপের দ্বারা চোখ ফুঁড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না যদি সে এমন ঘরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাহাতে মাহরাম মহিলা নাই। এই বিষয় অচিরেই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫৫১৩নং) হাদীছে আসিতেছে : مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ (যেই ব্যক্তি কোন কাওমের গৃহে তাহাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি দিয়া দেখে, তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া তাহাদের জন্য হালাল)। কাজেই ইহাকে শুধুমাত্র ধমক ও হালকা বস্তু নিক্ষেপের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। কেননা, ইচ্ছাকৃত তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া বৈধ বলা হইয়াছে। প্রকাশ্য যে, ইহা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যাহাকে ইহা ব্যতীত ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখা হইতে বারণ করা না যায়। আর কোন ব্যক্তির এই হক-অধিকার রহিয়াছে যে, তাহার নিজ হইতে ও পরিবারবর্গ হইতে এবং নিজ একান্ত বৈঠকে কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করা হইতে প্রতিহত করা। আর তাহার জন্য ইহাতে যুদ্ধ করাও জায়িয। সুতরাং হাদীছের মর্ম– আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। বাড়ীর মালিকের জন্য উঁকি দিয়া প্রত্যক্ষকারীকে যেইভাবে সম্ভব সেইভাবে প্রতিহত করা জায়িয। যদিও ইহা করিতে তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দিতে হয়। -(এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের অভিমত বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য 'ফতহুল বারী ১২:২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৪:২৩৭-২৩৮)

إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (চোখের কারণেই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে)। ঘরের মালিককে অপরিচিত লোকের দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তো শরীআতে অনুমতি গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি ঘরের সকল কিছু দেখিবার পর গৃহের মালিকের কাছে অনুমতি চায় তাহা হইলে তখন তাহার জন্য অনুমতি লাভের কোন অর্থ থাকে না। আবূ দাউদ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন বুসর হইতে রিওয়ায়ত করেন : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الايمن او الايسر، وذلك ان الدور لم يكن عليها ستور (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কওমের দরজায় তাশরীফ নিতেন তখন তিনি তাঁহার চেহারা বরাবর দরজাকে রাখিয়া দাঁড়াইতেন না। কিন্তু তিনি দরজার ডান কিংবা বাম পাশের কোণে দাঁড়াইতেন। আর ইহা এই কারণে যে, তখন দরজাসমূহে পর্দা টানানো থাকিত না)। -(তাকমিলা ৪:২৩৮)

(৫৫১০) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".

(৫৫১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল বিন সা'দ আনসারী (রাযি.) তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহের একটি দরজার ছিদ্র দিয়া তাকাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি চিরুনি ছিল, যাহা দিয়া তিনি নিজ মুবারক মাথার কেশবিন্যাস করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যদি আমি জানিতাম যে, তুমি (দরজার ছিদ্র দিয়া) দেখিতেছ, তাহা হইলে ইহা দিয়া আমি তোমার চোখে আঘাত করিতাম। চোখের কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা অনুমতি গ্রহণের বিধান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৫০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৫১১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

(৫৫১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী লায়ছ ও ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৫১২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

(৫৫১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক হুজরার অভ্যন্তরে (উঁকি

দিয়া) তাকাইল। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি তীরের ফলক কিংবা (রাবীর সন্দেহ) কয়েকটি ফলক নিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে দেখিতেছি যে, তিনি তাহার (ছোখে) খোঁচা দেওয়ার জন্য তাহার অসতর্কতার সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ بِمِشْقَصٍ (একটি তীরের ফলক দিয়া)। مِشْقَص শব্দটির م বর্ণে যের ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইল نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض (তীরের ফলক যখন ইহা প্রশস্ত ব্যতীত লম্বা আকারের হয়। -(ফতহুল বারী ১১:১৫)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা তীরের প্রশস্ত ফলক। -(নওয়াভী ২:২১২) সম্ভবত আনাস বিন মালিক (রাযি.) المدرى (লৌহ শলাকা, যাহা দ্বারা চুল বিন্যস্ত করা হয়)কে المشقص (তীরের ফলক)-এর সহিত উপমা দিয়াছেন।

يَخْتِلُهُ (তাহার অসতর্কতার সুযোগ খুঁজিতেছেন)। يَخْتِلُهُ শব্দটির ي বর্ণে যবর ت বর্ণে যের দ্বারা পঠিত অর্থাৎ তাহার অসতর্কতায় গোপনে হামলা করার সুযোগ চাহিতেছেন। আর الختل হইল নিক্ষেপকারী কর্তৃক কোন অসতর্ক ব্যক্তির দিকে তীর কিংবা বর্শা দ্বারা খোঁচা মারা। -(তাকমিলা ৪:২৩৯)

(৫৫১৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ ".

(৫৫১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন কাওমের গৃহে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি দিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া তাহাদের জন্য হালাল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ (তাহা হইলে তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া তাহাদের জন্য বৈধ আছে)। যদি ইহা ব্যতীত তাহাকে বারণ করিবার অন্য কোন পন্থা না থাকে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। -(ঐ)

(৫৫১৪) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ ".

(৫৫১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে (তোমার গৃহের অভ্যন্তরে) উঁকি দিয়া দেখে, আর তুমি তাহাকে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দাও, তাহা হইলে তোমার কোন গুনাহ নাই।

بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রত্যাশিতভাবে দৃষ্টি পড়া-এর বিবরণ

(৫৫১৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

(৫৫১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আকস্মিকভাবে (পর মহিলার উপর) দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাকে (এই মর্মে) নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার চোখ ফিরাইয়া নেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ আল-বাজালী (রাযি.)। তিনি মশহুর সাহাবী এবং হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অতীব সুন্দর আকৃতির লোক ছিলেন। এমনকি হযরত উমর (রাযি.) তাহাকে এই উম্মতের ইউসুফ বলিতেন। তিনি হিজরী ৫১ কিংবা ৫২ সনে ইনতিকাল করেন। আল্লামা তাবারী (রহ.) হযরত আলী (রাযি.) হইতে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন : جرير منا اهل بيت (জারীর (রাযি.) আমাদের আহলে বায়ত-এর অন্তর্ভুক্ত)। -(আল ইসাবা ১:২৩৩-২৩৪)

এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফের النكاح অধ্যায়ে ما يؤمر من غض البصر অনুচ্ছেদে এবং তিরমিযী শরীফের الادب অধ্যায়ে ما جاء في نظر الفجأة অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৪০)

عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ (আকস্মিকভাবে (পর মহিলার উপর) দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে)। اَلْفُجَاءَة শব্দটির ف বর্ণে পেশ ج বর্ণে মদ্দসহ যবর দ্বারা পঠিত। তবে ইহাকে ف পেশ ج বর্ণে সাকিনসহ فجأة মদ্দবিহীনও পড়া হয়। ইহাতে দুইটি পরিভাষা রহিয়াছে। আর ইহা হইল البغتة (হঠাৎ, আকস্মাৎ, আকস্মিকভাবে, আচমকা)। আর نَظَر الْفُجَاءَةِ এর অর্থ হইল অনিচ্ছায় আকস্মিকভাবে কোন অপরিচিতা মহিলার উপর চোখের দৃষ্টি পতিত হওয়া। প্রথমে পতিত দৃষ্টিতে কোন গুনাহ নাই। তবে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি দৃষ্টি স্থায়ী রাখে তাহা হইলে এই হাদীছের ভিত্তিতে সে গুনাহকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখ ফিরাইয়া নিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রহিয়াছে : قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ (মুমিনদেরকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি নত রাখে। –সূরা নূর ৩০)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, ইহা প্রমাণ যে, পথ চলাচলের সময় মহিলাদের উপর তাহাদের চেহারা পর্দা করা ওয়াজিব নহে। তবে ইহা তাহাদের জন্য سنة مستحبة (মুস্তাহাব তরীকা)। কিন্তু পুরুষদের জন্য শরয়ী সহীহ উদ্দেশ্য ব্যতীত সকল অবস্থায় তাহাদের হইতে নিজেদের চোখ অবনত করা ওয়াজিব। আর শরয়ী সহীহ উদ্দেশ্য হইতেছে সাক্ষ্য গ্রহণের অবস্থা, চিকিৎসা, তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার বাসনায়, দাসী ক্রয়ের জন্য কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন প্রভৃতিতে। তবে এই সকল ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ মুবাহ। ইহার অতিরিক্ত নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

এই মাসয়ালার বিস্তারিত আগত السلام অধ্যায়ে اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان الخ অনুচ্ছেদে 'ইনশাআল্লাহু তা'আলা' আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:২৪০)

(৫৫১৬) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইউনুস (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় ঃ সালাম

بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে-এর বিবরণ

(৫৫১৭) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ".

(৫৫১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মারযুক (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: আরোহী লোক পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট থাকা লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে يسلم الصغير অনুচ্ছেদে এবং تسليم القليل على الكثير অনুচ্ছেদে تسليم الماشي على القاعد এবং على الكبير অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে الاستئذان অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৪২)

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي (আরোহী লোক পদব্রজে চলাচলকারীকে সালাম দিবে)। আল্লামা আল-মাহাল্লাব (রহ.) বলেন, ইহার হিকমত হইতেছে যে, আরোহী ব্যক্তি যেন তাহার আরোহণের কারণে অহংকার না করে; বরং বিনয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। -(তাকমিলা ৪:২৪২)

وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ (আর পদব্রজে যাতায়াতকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে, والمار على القاعد (আর অতিক্রমকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে (সালাম দিবে))। ইহা পদব্রজে চলাচলকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা المار (অতিক্রমকারী, গমনকারী) শব্দটি ব্যাপক। ইহাতে পদব্রজে চলাচলকারী ও আরোহণে অতিক্রমকারী উভয় শামিল রহিয়াছে।

আল্লামা মাহাল্লাব (রহ.)-এর মতে গমনকারী ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেওয়ার হিকমত হইতেছে যে, গমনকারী ব্যক্তি ঘরবাসীর কাছে প্রবেশ করিবার সাদৃশ্য। আল্লামা মাযূরী (রহ.) বলেন, উপবিষ্ট ব্যক্তি প্রায়শ অতিক্রমকারীর পক্ষ হইতে কতক অনিষ্টের আশংকা করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া যখন সে আরোহী থাকে। ফলে সে যদি প্রথমে সালাম প্রদান করে তাহা হইলে উপবিষ্ট ব্যক্তি তাহার হইতে নিরাপদ ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া মনে করে। -(ফতহুল বারী ১১:১৭ সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৪:২৪২-২৪৩)

وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (আর অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে)। কেননা, অধিক সংখ্যক লোকের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। অধিকন্তু অধিক সংখ্যক লোকের তুলনায় অল্প সংখ্যক লোক কর্তৃক সালাম দেওয়া অতি হালকা ও সহজতর।

আল্লামা ফকীহ আবুল লায়ছ (রহ.) বলেন, এক জামাআত লোক যদি কোন কওমের কাছে প্রবেশ করে এবং তাহারা সালাম দেওয়া তরক করে তাহা হইলে ইহাতে সকলেই গুনাহাগর হইবে। আর যদি তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজন সালাম দিয়া দেয় তাহা হইলে সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি সকলেই সালাম দেয় তাহা হইলে ইহা উত্তম। আর যদি তাহারা জবাব দেওয়া তরক করে তাহা হইলে তাহারা সকলেই গুনাহগার হইবে। তবে যদি তাহাদের মধ্যে কোন একজন সালামের উত্তর দিয়া দেয় তাহা হইলে সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। -(ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩২৫, তাকমিলা ৪:২৪৩)

بَابُ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাব দেওয়া রাস্তায় বসার হক-এর বিবরণ

(৫৫১৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ". فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ "إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ".

(৫৫১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবূ তালহা (রাযি.) বলেন, আমরা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কি হইল যে, রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস কর? তোমরা রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস করা ত্যাগ করিবে। আমরা বলিলাম, আমরা তো বসিয়াছি কাহারও কোন অসুবিধা করিবার উদ্দেশ্য নিয়া নহে। আমরা বসিয়া আলাপ-আলোচনা ও কথা-বার্তা বলিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, যদি রাস্তায় বসা বর্জন করিতে না পার, তাহা হইলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করিবে। আর উহা হইতেছে দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের জবাব দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ أَبُو طَلْحَةَ (আবূ তালহা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) ব্যতীত 'সিহাহ সিত্তার' অন্য কোন ইমাম নকল করেন নাই। -(তাকমিলা ৪:২৪৪)

وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ (রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস কর)? الصُّعُدَاتِ শব্দটির ص এবং ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। তাহা হইল الطرقات (রাস্তাসমূহ)। الصعدات-এর একবচন صعيد যেমন الطرقات-এর একবচন طريق (রাস্তা) ব্যবহৃত হয়। আর ইহার বহুবচন صُعُد এবং صُعُدات আসে। আর مجالس الصعدات দ্বারা মর্ম হইতেছে المجالس الكائنة في الطرق (রাস্তাসমূহে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহ)। -(তাকমিলা ৪:২৪৪)

ان لم إِمَّا لَا (যদি তাহা না করিয়া না পার)। إِمَّا শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, ان لم تتركوا الجلوس فى الطرق فادوا حقها (রাস্তা-ঘাটে মেল-মজলিস করা যদি তোমরা বর্জন করিতে না পার, তাহা হইলে রাস্তার হক আদায় করিবে)। এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ اللباس অধ্যায়ে النهى عن الجلوس فى الطرقات واعطاء الطريق حقه অনুচ্ছেদের ৫৪৩৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৪:২৪৪)

(৫৫১৯) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ".

(৫৫১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়াদ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, রাস্তা-ঘাটে বসিয়া থাকা তোমরা ত্যাগ করিবে। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তায় আমাদের মেল-মজলিস না করিয়া উপায় নাই। সেইখানে আমরা (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলিয়া থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে রাস্তাকে উহার প্রাপ্য হক আদায় করিয়া দিবে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তার প্রাপ্য হক কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং নেক কাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৪৩৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৫২০) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৫২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... যায়দ বিন আসলাম (রহ.) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক সালামের উত্তর দেওয়া-এর বিবরণ

(৫৫২১) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ" ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৫৫২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। (সূত্র পরিবর্তন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পাঁচটি বস্তু মুসলমানের জন্য তাহার ভাইয়ের ব্যাপারে ওয়াজিব : (এক) সালামের উত্তর দেওয়া, (দুই) হাঁচিদাতার 'আলহামদুলিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য) বলার জবাবে ইয়ারহামু কাল্লাহ (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করুন) বলিয়া রহমতের দু'আ করা, (তিন) দাওয়াত কবূল করা, (চার) রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং (পাঁচ) জানাযার সঙ্গে যাওয়া। রাবী আবদুর রায্‌যাক (রহ.) বলেন, রাবী মা'মার (রহ.) এই হাদীছকে (ইবন শিহাব) যুহরী (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি রাবী ইবন মুসায়্যাব (রহ.)-এর সনদে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে পূর্ণ সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجنائز অধ্যায়ে الامر باتباع الجنائز অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ৫০৩০, তিরমিযী ২৭৩৮, নাসাঈ ৭০৩৮ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে ১৪৩৪ নং-এ আছে। -(তাকমিলা ৪:২৪৫)

رَدُّ السَّلَامِ (সালামের উত্তর দেওয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণের ইজমা নকল করিয়াছেন। আর সালামের জবাব দেওয়া ফরয (তথা ওয়াজিব)। সালামের সর্বনিম্ন বাক্য (সংক্ষিপ্ত সালাম) হইতেছে এইরূপ বলা السلام عليكم (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। আর যাহাকে লক্ষ্য করিয়া সালাম দেওয়া হইতেছে তিনি যদি একা হন তাহা হইলে সংক্ষিপ্ত সালাম হইতেছে السلام عليك (শান্তি বর্ষিত হউক আপনার উপর)। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উত্তম হইতেছে এইরূপ বলা السلام عليكم (শান্তি বর্ষিত হউক আপনাদের উপর)। যাহাতে তাহার সাথী দুই (লিখক) ফিরিশতা-ও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আর সালামের পূর্ণাঙ্গ বাক্য হইতেছে উহার সহিত এতখানি অতিরিক্ত সংযোজন করিয়া বলা যে, ورحمة الله (এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত)। অধিকন্তু ইহাও وبركاته (এবং তাঁহার বরকত)। আর যদি سلام عليكم বলে তাহা হইলেও ইহা যথেষ্ট হইবে। উলামায়ে ইযাম ورحمة الله وبركاته অতিরিক্ত সংযোজনের পক্ষে দলীল পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণের সালামের পদ্ধতি জানাইতে গিয়া السلام উল্লেখ করিবার পর رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ (হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও প্রভূত বরকত রহিয়াছে। -সূরা হুদ ৭৩) ইরশাদ করিয়াছেন। আর সকল মুসলমানই তাশাহুদে বলে السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته (হে নবী! শান্তি বর্ষিত হউক আপনার প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং বরকতও)। তবে প্রথমে সালাম দাতা عليكم السلام বলা মাকরূহ। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন عليك السلام (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হউক) বলিও না। কেননা, عليك السلام হইতেছে تحية الموتى (মৃতদের প্রতি সালাম প্রেরণ)-এর পদ্ধতি।

আর সালামের জবাব দেওয়ার তরীকা হইতেছে এইরূপ বলা যে, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته (আপনাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং বরকত)। প্রথমে و সহ। তবে যদি و ছাড়া বলা হয় তাহাও জায়িয। কিন্তু তিনি উত্তমকে বর্জন করিলেন। আর যদি কেহ সংক্ষিপ্তভাবে وعليكم السلام

কিংবা عليكم السلام বলে তাহাও যথেষ্ট হইবে। কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে عليكم বলা যথেষ্ট হইবে না। আর ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। আর যদি কেহ و সহ وعليكم বলিয়া জবাব দেয় তাহা যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শাফেয়ীগণের দুই দিকে অভিমত রহিয়াছে ....।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমি হযরত থানুভী (রহ.)-এর কতক কিতাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি লিখিয়াছেন সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আর সালাম দাতাকে শুনাইয়া বলা মুস্তাহাব।

অতঃপর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সালামের জবাব তাৎক্ষণিকভাবে হওয়া শর্ত। যদিও অনুপস্থিত কাহারও হইতে দূত মারফত আসে কিংবা পত্র মারফত আসে। তৎক্ষণাৎ জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আর ইমাম নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমি কিতাবুল আযকার গ্রন্থে সালাম সম্পর্কিত প্রায় দুইটি নোটবুক পরিমাণ ফায়দাসমূহ জমায়েত করিয়াছি। -(তাকমিলা ৪:২৪৫-২৪৬, নওয়াভী ২:২১২-২১৩)

وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (হাঁচিদাতার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলিয়া রহমতের দু'আ করা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) আল্লামা ছা'লাব (রহ.) হইতে নকল করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, تشميت শব্দটি মূলতঃ التسميت (س দ্বারা পঠনে) অর্থ দু'আ, তাহার জন্য সঠিক পথে থাকার দু'আ। س কে ش দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কাজেই تسميت العاطس এবং تسميته হইল ان يدعى له بالرحمة (হাঁচি দাতার জন্য রহমতের দু'আ করা) আল্লামা আযহারী (রহ.) ফকীহ লায়ছ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, تشميت হইল সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা। আল্লামা ইবনুল আম্বারী (রহ.) বলেন, যখন তাহার জন্য কল্যাণের দু'আ করা হয় তখন شمته وسمت عليه বলা হয়, আর কল্যাণের প্রতিটি দু'আকেই مشمت এবং مسمت বলে। যেমন শরহে নওয়াভী (রহ.) اللباس অধ্যায়ে تحريم استعمال الذهب والفضة الخ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন।

অতঃপর হাঁচিদাতার জন্য রহমতের দু'আ করা ওয়াজিব কিংবা সুন্নত। এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। আর এই ব্যাপারে সাধারণভাবে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) সুন্নত আলাল কিফায়া। আর ইহা শাফেয়ীগণের হইতে ইমাম নওয়াভী (রহ.) এবং মালেকীগণের হইতে আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) ও এক জামাআত আলিম গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহাদের হইতে নকল করিয়াছেন।

(২) ইহা ফরযে আইন। ইহা শাফেয়ীগণের এক জামাআত আলিম গ্রহণ করিয়াছেন। ইবন আবূ জামরা (রহ.) তাহাদের হইতে নকল করিয়াছেন। আর ইহা জমহুরে আহলে যাহিরের অভিমত। আর মালিকীগণের মধ্যে ইবন মুযায়ায়্যিন (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) হাশিয়াতুস সুনান গ্রন্থে ইহাকে শক্তিশালী বলিয়াছেন। আর ইহা আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.)-এর অভিমতের সারমর্ম।

(৩) ইহা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। আর ইহা হানাফিয়া ও জমহুরে হানাবিলা-এর মাযহাব। আর মালিকিয়াগণের মধ্য হইতে ইবন রুশদ ও ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর অভিমত। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:৬০৩ পৃষ্ঠায় তাহাদের হইতে নকল করিয়াছেন। আর তিনি তৃতীয় মাযহাবকেই দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়াছেন।

ওয়াজিব হওয়ার দলীল হইতেছে আগত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে الامر (নির্দেশ)-এর সীগা। এই স্থলে সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে অপর একখানা হাদীছ রহিয়াছে, যাহার শব্দ নিম্নরূপ : فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته (হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিলে উহার শ্রবণকারী প্রত্যেক মুসলমান

জবাবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলা হক)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, خمس تجب للمسلم على المسلم (পাঁচটি বিষয় মুসলমানের জন্য মুসলমানের উপর ওয়াজিব)। আর ইমাম আহমদ ও আবূ ইয়ালা (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে নকল করেন : (যখন তোমাদের মধ্যে কেহ হাঁচি দেয় সে যেন الحمد لله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য) বলে। আর তাহার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেন يرحمك الله (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করুন) বলে।

নিঃসন্দেহে ফকীহগণ এই সকল বস্তু দ্বারাও অনেক বস্তু ওয়াজিব প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু ওয়াজিবের উপর প্রমাণকারী হাদীছসমূহ ওয়াজিব আলাল কিফায়া হওয়ার বিরোধী নহে। যেমন সালামের জবাব দেওয়ার হাদীছসমূহ ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ করে। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে ইহা দ্বারা 'ওয়াজিব আলাল কিফায়া' মর্ম।

হাঁচিদাতার আদব হইতেছে যে, সে যত নিম্নস্বরে হাঁচি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ততখানি নিম্নস্বরে হাঁচি দিবে এবং উচ্চস্বরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিবে। আর নিজের চেহারা ঢাকিয়া নিবে যাহাতে মুখ কিংবা নাক হইতে নিঃসৃত কোন বস্তু নিকটে উপবিষ্ট কাহারও কষ্টের কারণ না হয়। আর না তাহার ঘাড় ডানে বামে ফিরাইবে। কারণ ইহাতে তাহার ক্ষতি হইতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে জায়্যিদ সনদে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন স্বীয় মুবারক হাত মুখের উপর রাখিতেন এবং স্বীয় স্বর নীচু রাখিতেন)। ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:৬০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

আর 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' তখনই জবাবে বলা ওয়াজিব যখন হাঁচিদাতা উচ্চস্বরে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলিবে। যেমন পরবর্তী (৫৫২২নং) আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَسَمِّتْهُ (আর সে হাঁচি দিয়া আল-হামদুলিল্লাহ বলিলেন, তাহার জবাবে ('ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিয়া) রহমতের দু'আ করিবে। আর যদি হাঁচিদাতা আল-হামদুলিল্লাহ না বলে তাহা হইলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করুন) বলাও ওয়াজিব নহে। অনুরূপ কাফির ব্যক্তির হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিবে না। তবে তাহার জন্য হিদায়তের দু'আ করা মুস্তাহাব। যেমন আবূ দাউদ শরীফে আবূ মূসা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : كانت اليهود يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول : يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم (ইয়াহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই আশায় হাঁচি দিত, যাহাতে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রহম করুন) বলেন। কিন্তু তিনি বলিতেন "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়ত করুন এবং তোমাদের অন্তর ঠিক করিয়া দিন।") তবে তাহাদের জন্য হিদায়তের দু'আকে تشميت বলা হইবে কি না এই বিষয়ে মতবিরোধ আছে। যাহারা تشميت কে রহমতের দু'আর সহিত নির্ধারিত বলেন, তাহাদের মতে ইহা تشميت নহে। আর যাহারা ইহাকে প্রত্যেক দু'আর জন্য ব্যাপক বলেন, তাহারা ইহাকে تشميت বলেন। এই ব্যাপারে আমরা ইতোপূর্বে অভিধানবিদগণের অভিমতসমূহ নকল করিয়াছি।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন, হাঁচিদাতা যদি পরম্পরা বারবার হাঁচি দিতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক বারই জবাব দেওয়া চাই যতক্ষণ না তিনবারে পৌঁছে। সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে জনৈক ব্যক্তিকে হাঁচি দিতে শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন يرحمك الله (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করুন)। অতঃপর দ্বিতীয় বার হাঁচি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, লোকটি সর্দিগ্রস্ত)।

ইমাম বুখারী (রহ.) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, يشمته واحدة وثنتين وثلاثا۔ وما كان بعد ذلك فهو زكام (হাঁচির জবাব একবার, দুইবার এবং তিনবার। তারপর হাঁচি দিলে তাহা সর্দি)।

'ফাতওয়া হিন্দিয়া' গ্রন্থের ৫:৩২৬ পৃষ্ঠায় আছে, হাঁচিদাতা যদি হাঁচি দিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে তাহা হইলে শ্রোতা ইহার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। আর ইহা তিনবার পর্যন্ত বলিবে। তিনবারের পর জবাব দেওয়া ইচ্ছাধীন। -(সিরাজিয়া) হাঁচিদাতা যদি একই মজলিসে বারবার হাঁচি দিতে থাকে তাহা হইলে তাহার পাশে উপস্থিত ব্যক্তিকে তিনবার জবাব দেওয়া সমীচীন। আর যদি সে তিনবারের অধিক হাঁচি দেয় এবং প্রত্যেকবার হাঁচি দেওয়ার পর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে তাহা হইলে তাহার পাশে উপস্থিত ব্যক্তি যদি প্রত্যেকবার 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিয়া রহমতের দু'আ করে তবে উত্তম আর যদি তিনবারের পর না বলে তাহা হইলেও ভাল। -(ফাতওয়ায়ে কাযী খান)। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, কেহ যদি বারবার হাঁচি দিতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকবার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিবে। আর যদি সর্বশেষে একবারে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলিয়া জবাব দিয়া দেয় তাহা হইলেও যথেষ্ঠ। -(তাতার খানিয়া)। -(তাকমিলা ৪:২৪৬-২৪৮ সংক্ষিপ্ত)

وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ (আর দাওয়াত কবূল করা)। ইহা সুন্নত। আর কেহ বলিয়াছেন, ইহা ওয়াজিব। কেননা, আগত রিওয়ায়ত الامر (নির্দেশ)-এর সীগা রহিয়াছে। তবে ইহা ওযর না থাকিবার সহিত শর্তায়িত। আর ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৪৩ পৃষ্ঠায় আছে, সাধারণ দাওয়াত কবূল করা হইতে পিছনে থাকা সমীচীন নহে। যেমন বিবাহ ও খাৎনার ভোজ প্রভৃতি। যদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে দাওয়াত কবূল হইল, সে আহার করুক কিংবা না। আর যদি আহার না করে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে রোযাদার না হইলে আহার করাই উত্তম। -(আল-খুলাসা)। আর যাহাকে ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া হয় আর সেই স্থানে যাইয়া খেলা-তামাশা কিংবা সঙ্গীত পরিবেশন হইতে দেখে তাহা হইলে তথায় বসিয়া পানাহার করায় কোন ক্ষতি নাই। তবে যদি তাহাদেরকে নিষেধ করার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে নিষেধ করিবে। আর ক্ষমতা না থাকিলে সবর করিবে। আর এই হুকুম সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি অনুসরণ যোগ্য না হন। আর যদি তিনি অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হন এবং তাহাদের নিষেধ করার ক্ষমতা না রাখেন তবে তিনি তথায় না বসিয়া বাহির হইয়া চলিয়া আসিবেন। আর যদি ভোজের কক্ষে উহা হয় তাহা হইলে তথায় বসা সমীচীন নহে, যদিও তিনি অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি না হন। আর এই সকল হুকুম উপস্থিতির পর। উপস্থিত হইবার পূর্বে যদি তাহা জানা থাকে তাহা হইলে উপস্থিত হইবে না। -(সিরাজুল ওহ্হাজ, তাকমিলা ৪:২৪৮)

وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ (রোগীকে দেখিতে যাওয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, রোগীকে দেখিতে যাওয়া সর্বসম্মত মতে সুন্নত। ইহা পরিচিত হউক বা অপরিচিত, আত্মীয় হউক বা অনাত্মীয়। ইমাম বুখারী (রহ.) ইহাকে দৃঢ়ভাবে ওয়াজিব বলিয়াছেন। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, ইহা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। আর জমহুরে উলামা বলেন, ইহা سنة مندوبة (মুস্তাহাবমূলক সুন্নত)। -(তাকমিলা ৪:২৪৮)

وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (জানাযার সহিত যাওয়া)। ইহাও সর্বসম্মত মতে সুন্নত। পরিচিত হউক বা অপরিচিত, আত্মীয় হউক বা অনাত্মীয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত মাসয়ালা الجنائز অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৪৮)

(৫৫২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ". قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ".

(৫৫২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেইগুলি কী? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন : (১) তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সালাম দিবে। (২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তুমি উহা কবূল করিবে, (৩) সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাহিলে, তুমি তাহাকে সৎ পরামর্শ দিবে, (৪) সে হাঁচি দিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিলে, তাহার জন্য তুমি 'ইয়ারহামু-কাল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করুন) বলিবে। (৫) সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তুমি তাহার সেবা-শুশ্রুষা করিবে এবং (৬) সে ইনতিকাল করিলে তাহার (জানাযার) সহিত যাইবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-নাসারা)কে আগে সালাম দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং তাহাদের সালামের জবাব দেওয়ার বিবরণ

(৫৫২৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ".

(৫৫২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আহলে কিতাবের কেহ তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলিবে 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ أَنَسًا (আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে كيف يرد على اهل الذمة السلام অনুচ্ছেদে استتابة المرتدين অধ্যায়ে اذا عرض الذمى او غير الخ অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ الادب অধ্যায়ে, তিরমিযী التفسير অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা الادب অধ্যায়ে আছে।

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (তখন তোমরা বলিবে 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও))। এই স্থলে দুইটি মাসয়ালা রহিয়াছে। প্রথম মাসয়ালা : আহলে কিতাবীদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া জায়িয কি না? এই মাসয়ালার বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা এই অনুচ্ছেদের শেষ হাদীছের অধীনে হইবে। দ্বিতীয় মাসয়ালা : আহলে কিতাব যদি প্রথমে সালাম দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সালামের জবাব দেওয়া হইবে কি না? জবাব দিতে হইলে কিভাবে জবাব দিতে হইবে? এই মাসয়ালার সমাধানই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাদের প্রতি জবাবে শুধুমাত্র 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও) বলিবে। 'ওয়া আলাইকুমুস সলাম' (তোমাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক) বলিবে না।

কতিপয় মালিকী মতাবলম্বী বিশেষজ্ঞ বলেন, তাহাদের জবাবে السِّلام عليكم (س বর্ণে যের পঠনে) বলিবে। السِّلام শব্দের অর্থ الحجارة (পাথর) অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি পাথর বর্ষিত হউক'। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) ইবন তাউস (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি বলেন علاكم السّلام (الف দ্বারা পঠনে) বলিবে অর্থাৎ ارتفع (উঁচু হওয়া, উত্তোলিত হওয়া) অর্থাৎ 'তোমাদের উপর পাথর উত্তোলিত হউক।' সালাফি সালিহীনের কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন,

মুসলিম শরীফ -১৯-১৫/১

তাহাদের সালামের জবাবে وعليكم السَّلام বলিবে। যেমন মুসলমানদের সালামে বলা হয়। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فاصفح عنهم وقل سلام (অতএব আপনি তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া নিন এবং বলুন সালাম। −সূরা যুখরুফ ৮৯)। আল্লামা আল-মাওয়ারদী (রহ.) ইহা নকল করিয়া কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী বিশেষজ্ঞ হইতে অপর এক পদ্ধতি নকল করিয়া বলেন, কিন্তু ورحمة الله (এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত) বলিবে না। হযরত ইবন আব্বাস ও আলকামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, জরুরতের সময় ইহা জায়িয। ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, যদি (তাহাদের) সালাম দেওয়া হয় তবে তো সালিহুন সালাম দিয়াছেন আর যদি বর্জন করা হয় তাহা হইলে তো তাঁহারাও (তাহাদেরকে সালাম দেওয়া) বর্জন করিয়াছেন। এক জামাআত উলামা বলেন, তাহাদের জবাব একেবারেই দিবে না। উপর্যুক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় তাহাই প্রাধান্য। আর তাহা হইল তাহাদের সালামের জবাবে শুধুমাত্র وعليكم (আর তোমাদের প্রতিও) বলিবে। -(ফতহুল বারী ১১:৪৫ সারসংক্ষেপ)

অচিরেই আগত ইবন উমর ও আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, ইয়াহুদীরা মুসলমানগণকে সালাম দিতে গিয়া السام عليكم বলিত। আর السَّام অর্থ الموت (মৃত্যু)। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমরা তাহাদের জবাবে শুধুমাত্র 'ওয়া 'আলাইকুম' বলি। আর এই জবাবটি এই হাদীছে وعليكم (واو সহ) বর্ণিত হইয়াছে। তবে আগত কতক রিওয়ায়তে عليك কিংবা عليكم (واو ব্যতীত) বর্ণিত হইয়াছে। উভয় জবাবই জায়িয। তবে واو সহ পঠনে অর্থ হইবে ان السام وهو الموت لا يختص بنا بل هو وارد عليكم في اوانه كما انه وارد علينا في اواننا (নিশ্চয়ই মৃত্যু, আর মৃত্যু তো কেবল আমাদের সহিত নির্দিষ্ট নহে; বরং উহা যথাসময়ে তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইবে। যেমন, উহা সঠিক সময়ে আমাদের উপরও অবতীর্ণ হইবে)। এই অর্থই সঠিক। আর কেহ বলেন, ইহাতে واو বর্ণটি الاستئناف (আরম্ভ, পুনরারম্ভ)-এর জন্য। উহ্য বাক্যটি হইবে وعليكم ما تستحقونه من الذم (আর তোমাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য ভর্ৎসনা রহিয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:২৪৯-২৫০)

(৫৫২৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ "قُولُوا وَعَلَيْكُمْ".

(৫৫২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আহলে কিতাবরা আমাদেরকে সালাম দিয়া থাকে, আমরা কিভাবে তাহাদের (সালামের) জবাব দিব? তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা জবাবে 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও) বলিবে।

(৫৫২৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ".

(৫৫২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ইবন উমর (রাযি.) হইতে শ্রবণ

করিয়াছেন : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ইয়াহুদীরা যখন তোমাদের প্রতি সালাম দেয় তখন তাহাদের কেহ (বিকৃত করিয়া) বলে, 'আস্সামু আলাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হউক)। তখন তুমি 'ওয়া আলাইকা' (তোমার উপরও) বলিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৫২৩নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৫৫২৬) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَقُولُوا وَعَلَيْكَ".

(৫৫২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন তখন তোমরা 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও) বলিবে।

(৫৫২৭) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ". قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ "قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".

(৫৫২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের মধ্য হইতে একদল (লোক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া সাক্ষাতের অনুমতি চাহিল, তখন তাহারা বলিল, السَّام عليكم (তোমাদের মৃত্যু হউক)। তখন হযরত আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (বরং তোমাদের প্রতি মৃত্যু ও অভিশাপ বর্ষিত হউক)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ সকল বিষয়ে উদারতা পছন্দ করেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলিলেন, তাহারা কি বলিয়াছে আপনি কি তাহা শ্রবণ করেন নাই? তিনি ইরশাদ করিলেন, আমিও তো বলিয়া দিয়াছি وعليكم (তোমাদের প্রতিও)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ (ইয়াহুদীদের মধ্য হইতে একদল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহাদের নাম জানা নাই। তবে আল্লামা তিবরানী (রহ.) যঈফ সনদে যায়দ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, بينا انا عند النبى صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل من اليهود- يقال له ثعلبة بن الحارث- فقال السام عليكم يا محمد فقال وعليكم (একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি যাহাকে ছা'লাবা বিন হারিছ বলা হইত, সামনে আসিয়া বলিল, ইয়া মুহাম্মদ! আপনাদের উপরে মরণ হউক)। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, 'তোমাদের উপরেও'। সুতরাং এই হাদীছ যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ উল্লিখিত একদলের মধ্যে সে একজন। আর সে-ই তাহাদের পক্ষ হইতে কথা-বার্তা বলিয়াছিল। যেমন সাধারণ রীতি রহিয়াছে যে, জামাআতের পক্ষ হইতে একজনই কথক হইয়া থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৫২)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে উদারতা পছন্দ করেন)। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও পূর্ণাঙ্গ সহনশীলতার প্রমাণ। -(তাকমিলা ৪:২৫০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতার হুকুম : এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী ও আহলে কূফা বলেন, জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক) যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) গালি দেয় তাহা হইলে তাহার উপর প্রচন্ডভাবে প্রহার করার শাস্তি আরোপিত হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা তাহার চুক্তি ভঙ্গ হইবে না এবং তাহাকে কতলও করা হইবে না। পক্ষান্তরে কোন মুসলিম। সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় তাহা হইলে তাহাকে কতল করা হইবে। কেননা, ইহার কারণে সে মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। মুরতাদকে কতল করা ওয়াজিব।

অনুচ্ছেদের হাদীছের প্রকাশ্য অর্থই ইহার প্রমাণ। কেননা السام عليكم (আপনার উপরে মরণ হউক) বাক্যটির মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের কতল করেন নাই। বরং সহীহ বুখারী শরীফে استتابة المرتدين অনুচ্ছেদে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে ঃ اتدرون ما يقول؟ قال السام عليك، قالوا يا رسول الله! الا نقتله؟ قال لا، اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم (তোমরা কি জান সে কি বলে? সে বলিয়াছে, আপনার উপরে মরণ হউক। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাহাকে কতল করিয়া দিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। তবে আহলে কিতাব যখন তোমাদের উপর সালাম দেয় তখন তোমরা (জবাবে) বল, তোমাদের উপরেও)। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে তাহাদের হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা হানাফীগণের মাযহাব এবং শাফেয়ীগণের এক রিওয়ায়ত রহিয়াছে। আর ইহা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমতও।

তবে মালিকী, হাম্বলী ও শাফেয়ীগণের এক জামাআতের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) গালি দেওয়া এমন একটি বস্তু যাহা জিম্মীদের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং এই অপরাধে হত্যা করা হইবে। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে যে, কা'ব বিন আশরাফ, আবূ রাফি' এবং ইবন খাত্তাল প্রমুখ এই অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। আর তাহারা আলোচ্য হাদীছের তাভীল (ব্যাখ্যা) করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদ্যতা সৃষ্টি উপযোগিতায় তাহাদেরকে কতল (হত্যা) করেন নাই। আর কেহ বলেন, তিনি ইহাকে তাহাদের পক্ষ হইতে গালির উপর প্রয়োগ করেন নাই; বরং ইহা মৃত্যুর জন্য দু'আ, যাহা নিশ্চিত। -(ফতহুল বারী ১২:২৮১)-(তাকমিলা ৪:২৫২-২৫৩)

(৫৫২৮) حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ". وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ.

(৫৫২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি বলিয়াছি 'আলাইকুম' (তোমাদের উপরে)। আর তাহারা و বর্ণটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৫২৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ "وَعَلَيْكُمْ". قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً". فَقَالَتْ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا فَقَالَ "أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".

(৫৫২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কয়েকজন ইয়াহুদী আসিল। অতঃপর তাহারা বলিল اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ (হে আবুল কাসিম! আপনার মৃত্যু হউক)। তিনি (জবাবে) বলিলেন, وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপরেও)। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমি (তাহাদের এমন কথা শুনিয়া) বলিলাম بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (বরং তোমাদের উপরে মৃত্যু ও কলঙ্ক হউক)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! তুমি মন্দ বাক্য প্রয়োগকারিণী হইও না। তখন তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিলেন, তাহারা কি উক্তি করিয়াছে তাহা কি আপনি শ্রবণ করেন নাই? তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহারা যাহা উক্তি করিয়াছিল তাহাই কি আমি তাহাদের ফিরাইয়া দেই নাই? আমি বলিয়াছি, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (বরং তোমাদের উপরে মৃত্যু ও কলঙ্ক হউক)। ইতোপূর্বে السَّامُ শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, ইহার س বর্ণে যবর এবং الف সাকিনসহ পঠিত। আর ইহাই মশহুর রিওয়ায়তসমূহে রহিয়াছে। আবূ উবায়দ (রহ.) ইহার তাফসীর الموت (মৃত্যু) দ্বারা করিয়াছেন। আর الذام শব্দটি নুক্তাযুক্ত ذ এবং م হালকাভাবে পঠিত। আর তাহা হইল الذم (নিন্দা, দোষারোপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা)। আর ইহা همزه সহ-ও পঠিত হয়। কিন্তু همزه ব্যতীতই প্রসিদ্ধ। الف বর্ণটি و হইতে রূপান্তরিত। الذم এবং الذيم-الذام শব্দগুলি العيب (দোষ-ত্রুটি, কলঙ্ক) অর্থে ব্যবহৃত। আর الدام (নুক্তাবিহীন د দ্বারা)ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে الدائم (স্থায়ী, স্থিতিশীল, শাশ্বত)। -(শরহে নওয়াভী ২:২১৪, তাকমিলা ৪:২৫৪)

لَاتَكُونِي فَاحِشَةً (তুমি মন্দ বাক্য প্রয়োগকারিণী হইও না)। আর আগত রিওয়ায়তে আছে فان الله لا يحب الفحش والتفحش (কেননা আল্লাহ তা'আলা কদর্যতা ও অশ্লীল পরায়নতা পছন্দ করেন না)। الفحش হইল কথায় এবং কর্মে কদর্য অবলম্বন করা। আর কেহ বলেন, الفحش হইল সীমালঙ্ঘন করা। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বাতিলপন্থীদের নির্বোধ উক্তি হইতে গুণীজন অমনোযোগিতার ভান করা মুস্তাহাব, যদি ইহাতে কোন গোলযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে। এই হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, কথায় কোমলতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব। চাই সম্বোধিত ব্যক্তি কাফির হউক কিংবা অবাধ্য। -(তাকমিলা ৪:২৫৪)

(৫৫৩০) وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ". وَزَادَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(৫৫৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, হযরত আয়িশা (রাযি.) তাহাদের দূরভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদেরকে গালি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! থাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা কদর্যতা ও অশ্লীল পরায়ণতা পছন্দ করেন না। আর তিনি ইহা সংযোজন করিয়াছেন যে, মহিমান্বিত আল্লাহ ইরশাদ করেন (অনুবাদ) আর তাহারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানান নাই ... শেষ পর্যন্ত -(খূবা মুজাদালা- ৮)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَهْ يَا عَائِشَةُ (থাম, হে আয়িশা)! مه শব্দটি اسم فعل এবং الامر (নির্দেশ) অর্থে ব্যবহৃত। ইহার অর্থ امسكى عما تقولين (তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা হইতে বিরত থাক)। আর কেহ বলেন, ইহা استفهام (প্রশ্নবোধক) অব্যয়, ما এর অর্থে ব্যবহৃত। আর ه বর্ণটি وقفه এর জন্য সংযোজিত। আর ইহা দ্বারা মর্ম হইল ما هذا الذى تقولين (তুমি ইহা কী বলিলে?) আর ইহা استفهام انكارى হইবে। -(তাকমিলা ৪:২৫৪)

(৫৫৩১) حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ "وَعَلَيْكُمْ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ "بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا".

(৫৫৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। তাহারা বলিল, السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ (হে আবুল কাসিম! আপনার উপরে মরণ হউক)। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপরেও)। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন তিনি (নিজে) রাগ হইয়া গিয়ছিলেন (এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন) তাহারা কি উক্তি করিল, আপনি কি শ্রবণ করেন নাই? তিনি ইরশাদ করিলেন, কেননা অবশ্যই শুনিয়াছি এবং তাহাদের উপর উহা ফিরাইয়া দিয়াছি। আর (জানিয়া রাখ) তাহাদের উপর অবশ্যই আমাদের দু'আ কবূল হয়। পক্ষান্তরে আমাদের উপর তাহাদের দু'আ কবূল হয় না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ (তাহাদের উপর অবশ্যই আমাদের দু'আ কবূল হয়)। অর্থাৎ আমাদের বদ-দু'আ তাহাদের উপর কবূল হয়। পক্ষান্তরে তাহাদের বদ-দু'আ আমাদের উপর অবশ্যই কবূল হয় না। কাজেই তাহাদের হইতে মরণের বদ-দুআটি আমাদের কোন ক্ষতি করিবে না। সুতরাং তাহাদের জবাবে অশ্লীল কথা বলার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। -(তাকমিলা ৪:২৫৫)

(৫৫৩২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ".

(৫৫৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথমে সালাম দিও না। আর তাহাদের কাহাকেও রাস্তা প্রত্যক্ষ করিলে তাহাকে উহার সংকীর্ণ অংশে চলিতে বাধ্য কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ (তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথমে সালাম দিও না)। জমহুরে উলামা ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, মুসলমানের জন্য জায়িয নাই যে, সে প্রথমে কাফিরকে সালাম দিবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী

(রহ.) ও অন্যান্যগণের মাযহাব। তবে এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, আমরা প্রথমে তাহাদেরকে সালাম দেওয়া জায়িয আছে। ইহা আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) নকল করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, السلام عليك বলিবে এবং عليكم শব্দটি বহুবচনে বলিবে না। আর তাহারা হাদীছসমূহের ব্যাপারে হুকুম وبافشاء السلام (আর সালামের বিস্তারসাধন কর) দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা বাতিল দলীল। কেননা সালামের ব্যাপক হুকুমের হাদীছসমূহ আলোচ্য হাদীছ "তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না" দ্বারা খাস হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কতিপয় আসহাব বলেন, তাহাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া মাকরূহ, হারাম নহে। আর এই অভিমতটিও যঈফ। কেননা النهى (নিষেধাজ্ঞা) হারাম করার জন্যই হয়। সুতরাং সঠিক হইতেছে তাহাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) এক জামাআত আলিম হইতে নকল করিয়াছেন যে, অতীব প্রয়োজনে কিংবা বিশেষ কারণে তাহাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া জায়িয আছে। ইহা আলকামা, নাখয়ী (রহ.)-এর অভিমত। আর আওযায়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি (তাহাদের) সালাম দেওয়া হয় তাহা হইলে তো সালিহুন সালাম দিয়াছেন আর যদি বর্জন করা হয় তাহা হইলে তো সালিহুন (তাহাদের সালাম দেওয়া) বর্জন করিয়াছেন।

ফাতওয়া হিন্দীয়া গ্রন্থের ৫:৩২৫ পৃষ্ঠায় আছে, যিম্মীদের প্রতি সালাম দেওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, তাহাদেরকে সালাম দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। আর কতিপয় আলিম বলেন, তাহাদেরকে সালাম দিবে না। আর ইহা তখনই যখন মুসলমানকে যিম্মীর কাছে কোন প্রয়োজন না থাকে। আর যদি তাহার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে যিম্মীকে সালাম দেওয়া সমস্যা নাই। ... ফকীহ আবূ লায়ছ (রহ.) বলেন, তুমি যদি কোন কওমের পাশ দিয়া অতিক্রম কর যাহাদের মধ্যে কাফিরও রহিয়াছে তাহা হইলে তোমার এখতিয়ার রহিয়াছে। তুমি চাহিলে السلام عليكم বলিবে আর ইহা দ্বারা মুসলমানগণের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়্যত করিবে। কিংবা তুমি চাহিলে السلام على من اتبع الهدى (হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিতদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বলিবে। (كذا فى الذهيرة)। -(ঐ)

فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (আর তাহাদের কাহাকে (মধ্যস্থ) পথে (চলিতে) দেখিলে তাহাকে উহার সংকীর্ণ অংশে চলিতে বাধ্য কর)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, তাহাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার্থে সংকীর্ণ পথ হইতে তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দিবে না। আর ইহার অর্থ এই নহে যে, তোমরা যদি তাহাদেরকে প্রশস্ত রাস্তায় প্রত্যক্ষ কর তাহা হইলে তাহাদেরকে রাস্তার কিনারা দিয়া চলিতে বাধ্য কর। যাহাতে তাহারা সংকীর্ণতায় পতিত হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তাহার অনুকরণ করিয়াছেন এবং বলেন, কেননা, ইহা দ্বারা তাহাদেরকে কোন কারণ ব্যতীত কষ্টে নিপতিত করা হয়। অথচ তাহাদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে আমাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, যিম্মী কাফিরদের রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া চলিতে দিবে না; বরং এক কিনারায় সংকীর্ণ পথে চলিতে দিবে যদি সেই রাস্তা মুসলমান চলাচল করে। আর যদি গাদাগাদি না হয় তাহা হইলে মধ্যস্থল দিয়া চলিতে দিতে কোন ক্ষতি নাই। আর রাস্তা সংকীর্ণ করার মর্ম এই নহে যে, তাহাকে ধাক্কা দিয়া গর্তে কিংবা দেয়ালে ফেলিয়া দিবে। -(নওয়াভী ২:২১৪, তাকমিলা ৪:২৫৫)

(৫৫৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ". وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(৫৫৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ...

(সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে– যখন তোমরা ইয়াহুদীদের প্রত্যক্ষ কর ...। আর শু'বা (রহ.)-এর সূত্রে ইবন জাফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তিনি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলিয়াছেন। আর রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, যখন তোমরা তাহাদের সাক্ষাৎ পাইবে'...। আর তিনি মুশরিকদের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৫৫৩৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

(৫৫৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি তাহাদের সালাম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে التسليم على الصبيان অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ৫২০২, তিরমিযী ২৬৯৭ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে ৩৭৪৪নং হাদীছে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৫৬)

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (তখন তিনি তাহাদের সালাম দিলেন)। কিশোরদের সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাদেরকে শরঈ আদবের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ইহাতে বয়স্ক লোকদের অহংকারের চাদর নিক্ষেপ এবং বিনয় আচরণ ও কোমলতা অবলম্বনের নিদর্শন রহিয়াছে। আল্লামা আবূ সাঈদ আল-মুতাওয়াল্লী (রহ.) التتمة গ্রন্থে বলেন, কিশোরদের প্রতি কেহ সালাম দিলে তাহার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নহে। কেননা কিশোররা ফরয আদায়ে আদিষ্ট নহে। তবে তাহার অভিভাবকের জন্য সমীচীন যে, তিনি তাহাদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সালামের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। যদি এক জামাআত লোকের প্রতি সালাম দেওয়া হয় এবং তাহাদের মধ্যে কিশোররাও থাকে, তাহা হইলে বয়স্করা ব্যতীত কিশোররা জবাব দেয় তাহা হইলে বয়স্কদের হইতে ওয়াজিব আদায় হইবে না। তাঁহার শায়খ কাযী হুসায়ন (রহ.)ও অনুরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা আল-মুসতাযহারী (রহ.) তাহা খন্ডন করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ হইতেছে যথেষ্ট হইবে না। আর যদি কোন বালক প্রথমে বয়স্ক লোককে সালাম দেয় তাহা হইলে সহীহ অভিমত অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তির উপর সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৩৩ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, ফিতনার আশংকা আছে এমন উজ্জল কিশোরের প্রতি সালাম দেওয়া শরীআতে বৈধ নহে। বিশেষ করিয়া যদি সে বয়োসন্ধির একান্ত নিকটবর্তী হয়। -(তাকমিলা ৪:২৫৬-২৫৭)

(৫৫৩৫) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৫৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) তিনি ... সাইয়্যার (রহ.)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৫৩৬) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

(৫৫৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী ও মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ (রহ.) তাহারা ... সাইয়্যার (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছাবিত বুনানী (রহ.)-এর সহিত পদব্রজে চলিতেছিলাম। তিনি কিশোরদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিবার সময় তাহাদের সালাম দিলেন আর (তখন) ছাবিত (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, তিনি হযরত আনাস (রাযি.)-এর সহিত পদব্রজে চলিতেছিলেন। তখন তিনি (আনাস রাযি.) কিশোরদের পাশ দিয়া গেলেন এবং তাহাদের সালাম দিলেন। অতঃপর হযরত আনাস (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত পদব্রজে চলিতেছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিশোরদের পাশ দিয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে সালাম দিলেন।

بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْعَلاَمَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ পর্দা তুলিয়া দেওয়া কিংবা অন্য কোন আলামতকে 'অনুমতি' গণ্য করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫৫৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ".

(৫৫৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে তোমার জন্য প্রবেশের অনুমতি হইল পর্দা তুলিয়া রাখা এবং (হুজরায়) আমার আলাপচারিতা শ্রবণ কর, যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ (আমার কাছে তোমার জন্য প্রবেশের অনুমতি হইল পর্দা তুলিয়া রাখা)। অর্থাৎ তুমি যখন দেখিবে যে, আমার ঘরের পর্দা উঠানো তাহা হইলে ইহা তোমার জন্য ঘরে প্রবেশে অনুমতির আলামত হইবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলামতের উপর ভরসা করিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি বুঝিয়া নেওয়া জায়িয আছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরার পর্দা উঠানো পাইতেন তখন তিনি কথার দ্বারা অনুমতি না নিয়া প্রবেশ করিতেন। আর এই কারণে সাহাবায়ে কিরাম ইহাকে ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর ফাযায়িলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর তাহারা বলিতেন, আমাদের জন্য অনুমতি না থাকিলেও তাহার জন্য অনুমতি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে প্রবেশে তাহার জন্য যেমন সহজ ছিল অন্যদের তাহা ছিল না।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থা, চরিত্র এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরের সহিত তাহার আন্তরিকতার বিষয়টি জানিতেন। -(তাকমিলা ৪:২৫৭)

وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (এবং (হুজরায়) আমার আলাপচারিতা শ্রবণ কর)। سوادى শব্দটির س বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ مسارتي (আমার আলাপচারিতা)। ইহা ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত কেবল তাঁহাকে আলাপ-আলোচনার অবস্থায় দেখিতে পাইলে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। আর السِّواد শব্দটির س বর্ণে যের দ্বারা পঠনে مساودة- হইতে ক্রিয়ামূল। যখন তাহার সহিত গোপন কথা বলা হয়। আর السَّواد (س বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) ساودة মূলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম। ইহাকে রূপকভাবে আলাপচারিতার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। কেননা, কেহ যখন আলাপচারিতা করেন তখন তিনি অপর ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া থাকেন। -(তাকমিলা ৪:২৫৮)

(৫৫৩৮) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হাসান বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রাকৃতি প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাহিরে যাওয়া মুবাহ-এর বিবরণ

(৫৫৩৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا. زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ.

(৫৫৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হইবার পর সাওদা (রাযি.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পেশাব-পায়খানার জন্য) বাহির হইলেন, তিনি ছিলেন স্থূল দেহী, দেহাকৃতিতে তিনি মহিলাদের উর্ধ্বে থাকিতেন যাহারা তাঁহাকে চিনেন, তাহাদের কাছে (পর্দায় আবৃত হইয়াও) নিজেকে লুকাইতে পরিতেন না। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে সাওদা! আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি আমাদের কাছে লুকাইতে পারিবেন না। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, কিভাবে আপনি বাহির হইয়াছেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, এই কথা শ্রবন করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন এবং রাত্রির খাবার গ্রহণ

করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে তখন গোশতযুক্ত একটি হাড় ছিল। সাওদা (রাযি.) (ঘরে) প্রবেশ করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাহির হইয়াছিলাম, উমর (রাযি.) আমাকে এই এই কথা বলিয়াছেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করেন। তারপর তাঁহার উপর হইতে (ওহী অবতরণ কালের) অবস্থা দূর হয়, আর তখনও হাড়টি তাঁহার হাতে ছিল। তাহা তিনি রাখিয়া দেন নাই। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন : তোমাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তবে তোমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হইবে। আর রাবী আবূ বকর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে "তাঁহার দেহ মহিলাদের উর্ধ্বে থাকিত।" আবূ বকর (রহ.) তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী হিশাম (রহ.) বলেন, (الحاجة প্রাকৃতিক প্রয়োজন) অর্থাৎ براز (মলত্যাগ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الوضوء অধ্যায়ে خروج النساء الى البراز অনুচ্ছেদে التفسير سورة الاحزاب অনুচ্ছেদে لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم অনুচ্ছেদে النكاح অধ্যায়ে خروج النساء لحوائجهن অনুচ্ছেদে এবং الاستئذان অধ্যায়ে اية الحجاب অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৫৮)

بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ (তাহার উপর পর্দার বিধান নাযিল হইবার পর)। ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর সহিত হযরত সাওদা (রাযি.)-এর পর্দা সংক্রান্ত ঘটনাটি পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পর। আর আগত যুহরী (রহ.) সূত্রে উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত (৫৫৪২নং) হাদীছ আলোচ্য হাদীছের বিপরীত হয়। কেননা, উহাতে আছে : كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك - فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم من الليالى عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر الا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب قالت عائشة فانزل الله الحجاب (আর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতেন, আপনার সহধর্মিণীগণের প্রতি পর্দার বিধান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা করেন নাই। কোন এক রাত্রিতে ইশার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী সাওদা বিন্ত যামআ (রাযি.) বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। হযরত উমর (রাযি.) তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে সাওদা! আমরা আপনাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার প্রতি প্রবল আকাঙ্খায় তিনি এইরূপ করিলেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা-বিধান অবতীর্ণ করিলেন)।

এতদুভয় রিওয়ায়তের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর সহিত হযরত সাওদা (রাযি.)-এর ঘটনাটি দুইবার হইয়াছিল। প্রথমবার পর্দা-বিধান নাযিল হইবার পূর্বে। যেমন ইবন শিহাব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। আর দ্বিতীয় পর্দা-বিধান নাযিল হইবার পরে। যেমন হিশাম (রহ.)-এর বর্ণিত আলোচ্য রিওয়ায়ত। আর এই সমন্বয়ের তায়ীদ হইতেছে যে, হযরত উমর (রাযি.) প্রথমবার হযরত সাওদা (রাযি.)কে এই বলিয়া ডাক দিয়াছিলেন যে, قد عرفناك يا سودة (হে সাওদা! আমরা আপনাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি)। আর দ্বিতীয়বার আয়াত নাযিল হইবার পর এই বলিয়া ডাক দিয়াছিলেন যে, يا سودة! والله ما تخفين علينا - فنظرى كيف تخرجين؟ (হে সাওদা! আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি আমাদের কাছ হইতে লুকাইতে পারিবেন না। গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন, কিভাবে আপনি বাহির হইয়াছেন)? হযরত উমর (রাযি.) যেন উম্মুহাতুল মু'মিনীনগণের পর্দা পালন করাকেই যথেষ্ট মনে করে নাই; বরং তিনি প্রত্যাশা করিতেন যে, তাহাদেরকে একেবারেই ঘর হইতে বাহির হইতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা অনুমোদন করেন নাই। -(তাকমিলা ৪:২৫৯)

تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا (দেহাকৃতিতে তিনি মহিলাদের মধ্যে উর্ধ্বে ছিলেন)। تَفْرَعُ শব্দটির ت এবং ر বর্ণে যবর এবং ف বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থাৎ تطولهن (মহিলাদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী)। কাজেই তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী। الفارع

হইল المرتفع العالى (উচ্চতর)। আর ইহার মর্ম হইতেছে যে, হযরত সাওদা (রাযি.) সাধারণ মহিলাদের মধ্যে দীর্ঘ দেহাকৃতির ছিলেন। ইহা দ্বারাই তাঁহাকে চিনা যাইত। আর ইহা হইতেই রাবীর উক্তি لا تخفى على من يعرفها (যাহারা তাহাকে চিনেন, তাহাদের কাছ হইতে নিজেকে লুকাইতে পারিতেন না)। অর্থাৎ যাহারা তাহাকে চিনেন তাহাদের হইতে নিজেকে লুকাইতে পারিতেন না, যদিও তিনি কাপড় দ্বারা আবৃত থাকিতেন। কেননা, তিনি দীর্ঘাঙ্গী হওয়ার দিক দিয়া একক।

وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ (আর তাঁহার হাতে তখনও গোশতযুক্ত একটি হাড় ছিল)। عرق শব্দটির ع বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ অর্থ সেই হাড় যাহাতে গোশত অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহাই মশহুর ব্যাখ্যা। -(তাকমিলা ৪:২৫৯)

فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ (রাবী হিশাম (রহ.) বলেন, অর্থাৎ মলত্যাগ)। الْبَرَازُ শব্দটির ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনেই মাশহুর রিওয়ায়ত। তাহা হইল মলত্যাগকারীর জন্য প্রশস্ত স্থান। আর এই ধরনের স্থানই প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা মলত্যাগের জন্য মনোনীত করা হইত। রাবী হিশাম (রহ.) মহিলাদের জন্য যেই প্রয়োজন (الحاجة)-এর জন্য বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে উহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, উহা দ্বারা মর্ম হইতেছে মল ত্যাগের জন্য বাহির হওয়া। আল্লামা জাওহারী (রহ.) الصحاح গ্রন্থে বলেন البراز শব্দটির ب বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ الغائط (পায়খানা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে এই মর্ম হওয়াই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, রাবী হিশাম (রহ.)-এর উক্তি يعنى البراز (অর্থাৎ মলত্যাগ) দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن (অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তবে তোমরা তোমাদের (কেবল) প্রয়োজনে বাহির হইবে)-এর তাফসীর করা উদ্দেশ্যে। তাই রাবী হিশাম (রহ.) বলিলেন, بحاجتهن (তাহাদের প্রয়োজনে) দ্বারা মর্ম হইতেছে الخروج للغائط (মলত্যাগের জন্য বাহির হওয়া)। জীবিকার প্রত্যেক প্রয়োজনে নহে। -(তাকমিলা ৪:২৫৯-২৬০)

(৫৫৪০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا. قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى.

(৫৫৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন, তবে তিনি বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন এমন এক মহিলা, যাহার দেহ থাকিত লোকদের উর্ধ্বে। তিনি (আরও) বলেন, আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের খাবার আহার করিতেছিলেন।

(৫৫৪১) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৫৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৫৪২) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ.

(৫৫৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাত্রি বেলা মানাসি-এর দিকে বাহির হইয়া যাইতেন। আর উহা (মানাসি') হইল প্রশস্ত ময়দান। অপর দিকে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতেন, আপনার সহধর্মিণীগণের প্রতি পর্দার বিধান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা করেন নাই। কোন এক রাত্রিতে ইশার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী সাওদা বিনত যাম'আ (রাযি.) বাহির হইলেন। তিনি দীর্ঘাঙ্গী মহিলা ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে সাওদা! আমরা আপনাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার প্রতি প্রবল আকাঙ্খায় তিনি এইরূপ করিলেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান অবতীর্ণ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا تَبَرَّزْنَ (যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন ...)। যখন কেহ মলত্যাগের জন্য প্রশস্ত ময়দানে বাহির হয় তখন تبرز الرجل বলা হয়। আর এই স্থানে মর্ম হইতেছে যখন তাহারা (সহধর্মিণীগণ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিতেন। -(তাকমিলা ৪:২৬০)

إِلَى الْمَنَاصِعِ (মানাসি'-এর দিকে)। الْمَنَاصِعِ শব্দটির م বর্ণে যবর ص বর্ণে যের দ্বারা পঠনে مقعد এর ওযনে منصع এর বহুবচন। ইহা হইতেছে بقيع (বাকী')-এর এলাকায় কতগুলি প্রসিদ্ধ স্থান। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, ইহাকে এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, মানুষ তথায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, অর্থাৎ (মল ত্যাগের মাধ্যমে) নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ফতহুল বারী গ্রন্থের ১:২৪৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) আযহারী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, উহা মদীনার বাহিরে কতগুলি স্থান। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) বলেন, ইহা কতগুলি স্থান যাহা মলত্যাগ করিবার জন্য খালি রাখা হয়। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাহ' গ্রন্থের ২:২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, সর্বাবস্থায় এই সকল স্থানগুলি ঘরসমূহে শৌচাগার তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা মলত্যাগের জন্য ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীতে যখন ঘরসমূহে শৌচাগার তৈরী করা হইল তখন তাঁহারা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হওয়া হইতে অমুখাপেক্ষী হইয়া গেলেন। -(ঐ)

وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ (আর উহা (মানাসি') হইল প্রশস্ত ময়দান)। অর্থাৎ واسعا (বিশালাকার, প্রশস্ত)। বিশাল সাগরকে بحر افيح বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:২৬০)

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ (অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ পর্দা-বিধান অবতীর্ণ করিলেন)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দা-বিধান নাযিল হয়। আর অপর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, যয়নব বিনত জাহাশ (রাযি.)-এর ওলীমার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। ইহার সমন্বয় হইতেছে যে, একটি আয়াত নাযিলের বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। -(তাকমিলা ৪:২৬০ সংক্ষিপ্ত)

(৫৫৪৩) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৫৫৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনে আজনাবিয়া মহিলার কাছে অবস্থান করা এবং তাহার কাছে প্রবেশ করা হারাম-এর বিবরণ

(৫৫৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ".

(৫৫৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন সাব্বাহ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সাবধান! কোন পুরুষ কোন অকুমারী (বিবাহিতা) মহিলার কাছে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিবে না; তবে যদি সে তাহার স্বামী হয় কিংবা মাহরাম হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ (অকুমারী (বিবাহিতা) মহিলার কাছে ...)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বিশেষভাবে অকুমারীকে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ কুমারী মেয়েরা পুরুষদের হইতে পর্দা করিয়া থাকে। ফলে কিভাবে তাহাদের কাছে প্রবেশ করিবে কিংবা তাহাদের কাছে রাত্রিযাপন করিবে? শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সতর্কতার বাক্য। কেননা, অকুমারী মহিলার কাছেই যখন রত্রি যাপন নিষিদ্ধ, যাহার কাছে সাধারণতঃ লোকদের প্রবেশ করা সহজ, তখন কুমারীর কাছে প্রবেশ করা এবং রাত্রি যাপন করা উত্তমভাবে নিষেধ হইবে। -(তাকমিলা ৪:২৭০)

إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا (তবে যদি সে তাহার স্বামী হয়)। অর্থাৎ اذا كان زوجالها (যদি সে তাহার স্বামী হয়)। এই মর্মই সুস্পষ্ট। তবে কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে ت দ্বারা পঠনও উল্লেখ করিয়াছেন। الا ان تكون ناكحا অর্থাৎ ان تكون المرأة ذات زوج حاضر، ويكون مبيتة শব্দটি تكون مؤنث غائب এর সীগায়। এই হিসাবে অর্থ হবে بحضرة زوجها (যদি মহিলার স্বামী বিদ্যমান থাকে। আর তাহার রাত্রি যাপন মহিলাটির স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় হয়)। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) কাযী ইয়ায (রহ.)-এর এই রিওয়ায়ত ও উহার ব্যাখ্যা খন্ডন করিয়া দিয়া বলেন, আলোচ্য হাদীছের মতনে উল্লিখিত রিওয়ায়ত সহীহ। ইহার অর্থ لايبيت رجل عند امرأة الا زوجها او ذو محرم منها (কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে রাত্রে যাপন করিবে না, তবে যদি সে তাহার স্বামী হয় কিংবা তাহার মাহরাম হয়। -(ঐ)

أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (কিংবা মাহরাম হয়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) المحرم এর সংজ্ঞায় বলেন ان المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التابيد لسبب مباح لحرمتها (মাহরাম হইল সেই সকল পুরুষ যাহার সহিত তাহার বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম হয়। মুবাহ তথা বৈধ কারণে প্রতিষ্ঠিত হয় বা তাহাকে হারাম করার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়)। অতঃপর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন আমাদের উক্তি على التابيد (স্থায়ীভাবে) দ্বারা স্ত্রীর বোন, ফুফী, খালা এবং নব বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়ে যতক্ষণ না তাহার মাতার সহিত সহবাস করা হয় প্রমুখ হইতে দূরত্বে অবস্থান করা হইয়াছে (কেননা তাহাদের সহিত বিবাহ স্থায়ীভাবে হারাম নহে)। আর আমাদের উক্তি

لسبب مباح (বৈধ কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইহা দ্বারা الموطوءة بشبهة (অস্পষ্টভাবে যৌন সঙ্গমকৃত মহিলা)-এর মাতা ও তাহার মেয়েকে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। কেননা, তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম। কিন্তু তাহা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে। কারণ وطأ الشبهة (সন্দেহযুক্ত, অস্পষ্টতায় যৌন সঙ্গম)কে মুবাহ, হারাম কিংবা এতদুভয় ব্যতীত আহকামে শরীআর পাঁচটির কোন একটির সহিত বিশেষণ লাগানো যায় না। কেননা ইহা مكلف (ভারার্পিত)-এর কর্ম নহে। আর আমাদের উক্তি لحرمتها (তাহাকে হারাম করার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইহা দ্বারা الملاعنة (শপথসহকারে ব্যভিচারের অপরাধকারীদ্বয়) হইতে দূরত্বে রাখা হইয়াছে। ইহা তো স্থায়ীভাবে (বিবাহ বন্ধন) হারাম বটে, কিন্তু তাহাকে حرمة (নিষিদ্ধতা)-এর কারণে নহে; বরং তাহাদের উভয়ে কঠোরতা (শত্রুতা)-এর কারণে।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, কতক হানাফীগণের মতে ব্যভিচারিণীর মা এবং মেয়েও। আর এই নিষিদ্ধতা যদিও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ইহার নিষিদ্ধতা মুবাহ কারণে অর্জিত হয় নাই। কাজেই পর্দার হকে তাহাকে 'মাহরাম' বলিয়া নামকরণ করা যায় না। আল্লামা যায়লঈ (রহ.) কতিপয় হানাফী ফকীহ হইতে ইহা নকল করিয়াছেন। কিন্তু সহীহ হইতেছে যে, দেখা-সাক্ষাতের বিধানে সেও মহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(রদ্দুল মুখতার ৬:৩৬৭ পৃষ্ঠায় فصل في النظر والمس দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৪:২৭০-২৭১)

(৫৫৪৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

(৫৫৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : সাবধান! তোমরা (গায়রে মাহরাম) মহিলাদের কাছে (একাকে) প্রবেশ করিবে না। তখন আনসারীগণের জনৈক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, দেবর তো মৃত্যু (তুল্য)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের النكاح অধ্যায়ে لا يخلون رجل بامراة الا ذو محرم والدخول على المغيبة অনুচ্ছেদে আছে। আর তিরমিযী শরীফে الرضاع অধ্যায়ে ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات অনুচ্ছেদে আছে।

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ (সাবধান! তোমরা মহিলাদের কাছে প্রবেশ করিবে না)। الدُّخُولَ শব্দটি التحذير (সাবধানবাণী, সতর্কীকরণ)-এর ভিত্তিতে النصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিপদ (ভয়ের বস্তু) হইতে সতর্কীকরণ করা হইয়াছে, যাহাতে সে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যেমন বলা হয় اياك والاسد (বাঘ হইতে সাবধান)। আর হাদীছের বাণী اياكم শব্দটি فعل مضمر এর مفعول হইয়াছে। উহ্য শব্দটি হইল اتقوا (তোমরা সতর্ক থাক)। আর উহ্য বাক্য হইবে : اتقوا انفسكم ان تدخلوا على النساء - والنساء ان يدخلن عليكم (তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (আজনবিয়াহ) স্ত্রীলোকদের কাছে প্রবেশ করা হইতে এবং মহিলারা নিজেদেরকে তোমাদের (আজনবীদের) কাছে প্রবেশ করা হইতে দূরে থাকিবে)। আর ইবন ওহাব

(রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : لاتدخلوا على النساء (তোমরা মহিলাদের কাছে প্রবেশ করিবে না)। আর প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তাহার সহিত একান্তে অবস্থান করা উত্তমভাবে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(ফতহুল বারী ৯:৩৩১)

আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহ.) স্বীয় 'ইহকামুল আহকাম, 'শরহে উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থের ৪:২০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, তাঁহার ইরশাদ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ (সাবধান! তোমরা মহিলাদের কাছে প্রবেশ করিবে না)। এই হুকুমটি গায়রে মাহারামদের জন্য নির্দিষ্ট। আর তাহাদের ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। ফলে অন্য একটি বস্তুর দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা জরুরী। আর তাহা হইতেছে যে, এই প্রবেশটি নির্জনতার চাহিদায় হইবে। আর এই প্রবেশের মধ্যে যদি নির্জনতার চাহিদা না থাকে তাহা হইলে নিষেধ নাই। আল্লামা দাকীকুল ঈদ যাহা বলিয়াছেন উহা হাদীছের বাচনভঙ্গির দৃষ্টিতে প্রাধান্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৭১)

أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?) অর্থাৎ আপনি আমাকে দেবরের হুকুম সম্পর্কে জানান। তাহার প্রবেশ কি জায়িয আছে? الحمو (দেবর) শব্দটি অধিকাংশ রাবী دلو এর ওযনে و দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী و এর পরিবর্তে همزه দ্বারা الوطأ এর ওযনে الحمأ সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী همزه এবং و ব্যতীত الاخ এর ওযনে الحم সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী همزه এর পূর্বে م বর্ণে হরকত দিয়া نبأ এর ওযনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর এই উল্লিখিত সকল পদ্ধতিই অভিধানের দৃষ্টিতে সহীহ। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে و দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

الحمو শব্দের অর্থ। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অভিধানবিদগণ একমত যে, الاحماء হইতেছে মহিলার স্বামীর দিকের নিকটাত্মীয়-স্বজন। যেমন, স্বামীর পিতা, চাচা, ভাই, ভাইয়ের ছেলে এবং চাচার ছেলে প্রমুখ। আর الاختان হইতেছে পুরুষের স্ত্রীর দিকে নিকটাত্মীয়-স্বজন। আর الاصهار (বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা) এই দুই প্রকারের উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বিশেষভাবে এবং তাহার অনুসরণে ইবন ফারিস ও দাউদী (রহ.) বলেন, الحمو হইতেছে স্ত্রীর পিতা। তবে ইবন ফারিস (রহ.) ইহার সহিত সংযোজন করিয়া বলেন, স্বামীর পিতাও। অর্থাৎ স্বামীর পিতা حمو المرأة এবং স্ত্রীর পিতা حمو الرجل আর ইহাই বর্তমানে লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আল্লামা আসমাঈ, তাবারী ও খাত্তাবী (রহ.) শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর ব্যাখ্যার অনুকরণে বলেন, الحمو শব্দটি স্বামী-স্ত্রীর সকল নিকটাত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে ব্যাপক। আর ইহার তায়ীদ আগত (৫৫৪৭নং) রাবী লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের ব্যাখ্যার দ্বারাও হয়। আর হাদীছের বাচনভঙ্গির দৃষ্টিতে ইহাই অধিক সহীহ। -(তাকমিলা ৪:২৭১)

الْحَمْوُ الْمَوْتُ (দেবর তো মৃত্যু)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৩৩২ পৃষ্ঠায় লিখেন الحمو (দেবর)-এর সহিত একান্তে বৈঠক প্রায়শঃ তাহার দ্বীনকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যায়, যদি গুণাহে সমাবৃত হয় কিংবা মৃত্যুর দিকে নিয়া যায় যদি গুনাহ সম্পাদিত করার কারণে রজম (শরঈ শাস্তি) ওয়াজিব হইয়া যায় কিংবা মহিলা স্বামীর অসন্তোষ নিয়া তালাক প্রাপ্তা হইয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইবে। যেমন আল্লামা কুরতুবী উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার দিকে ইশারা করিয়াছেন। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের স্ত্রী কিংবা ভ্রাতষ্পুত্রের স্ত্রীর সহিত একান্তে বৈঠকে মৃত্যুস্থলে অবতীর্ণ করিয়া দিতে

পারে। আর আরবীগণ কোন অপছন্দনীয় বস্তুকে মৃত্যুর সহিত তুলনা করেন। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ইহা এমন একটি বাক্য যাহা আরবীগণ বলিয়া থাকে الاسد الموت (বাঘ তো মৃত্যু) অর্থাৎ বাঘের সাক্ষাৎ মৃত্যু ছাড়া আর কি? ইহার অর্থ হইতেছে মৃত্যুকে ভয় করিবার ন্যায় ইহাকে ভয় কর। -(তাকমিলা ৪:২৭১-২৭২)

(৫৫৪৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ আবূ হাবীব (রহ.) হইতে এই সনদে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৫৪৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ.

(৫৫৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইবন ওহাব (রহ.) বলেন, লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)কে আমি বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, اَلْحَمْوُ শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই (দেবর-ভাশুর)) এবং স্বামীর আত্মীয়দের মধ্যে তাহার (স্বামীর ভাইয়ের) সমপর্যায়ের চাচাত ভাই প্রমুখ।

(৫৫৪৮) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ "لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ"

(৫৫৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রুফ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) আবদুর রহমান বিন জুবায়র (রাযি.)কে হাদীছ শুনাইয়াছেন যে, বনূ হাশিম সম্প্রদায়ের এক জামাআত লোক আসমা বিনত উমায়স (রাযি.)-এর কাছে আসিলেন। এমতাবস্থায় আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)ও (ঘরে) প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি (আসমা (রাযি.) তাঁহার স্ত্রী ছিলেন, তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি উহাকে (অনুমতিবিহীন প্রবেশ বলিয়া) অপছন্দ করিলেন। অতঃপর তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলেন এবং তিনি ইহাও বলিলেন, অকল্যাণের কিছুই প্রত্যক্ষ করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাহাকে ইহা হইতে নির্দোষ রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিলেন, আমার আজকের এই দিনের পরে কোন পুরুষ তাহার সহিত আর একজন কিংবা দুইজন পুরুষ ব্যতীত কোন এমন স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করিবে না যাহার স্বামী অনুপস্থিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (আসমা বিনত উমায়স (রাযি.) কাছে প্রবেশ করিলেন)। আসমা বিনত উমায়স (রাযি.) জলীলুল কদর সাহাবিয়া ছিলেন, দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার স্বামী জা'ফর বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর সহিত হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। তাহার (প্রথম) স্বামী জা'ফর (রাযি.) গযূয়ায়ে মাওতায় শাহাদাত বরণ করিবার পর তাঁহাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বিবাহ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইনতিকালের পর হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) তাঁহাকে বিবাহ করেন। আর হযরত উমর (রাযি.) তাহার কাছে المنام এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে তিনি বলিতেন : ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من ابى بكر- فقال لها على فما ابقيت لنا؟ (জা'ফর (রাযি.) হইতে উত্তম কোন যুবক এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রৌঢ় আমি দেখি নাই, তখন হযরত আলী (রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমার জন্য তুমি আর কি বাকী রাখিলে? -(ইসাবা ৪:২২৫-২২৬)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা ছিল পরিচিত কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গের একদল লোক। অধিকন্তু তাহারা ছিলেন ইসলামের পূর্বে সৎ চরিত্রবাণ ও অপবাদমুক্ত। সম্ভবতঃ ইহা পর্দার বিধান অবতরণের পূর্বেকার।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই ঘটনাটি পর্দা অবতীর্ণের পূর্বে হওয়ার অভিমতটি সহীহ নহে। কেননা, আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.)কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হুনায়নের দিন বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন হাফিয (রহ.) ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন আর ইহা নিশ্চিত পর্দা বিধান অবতীর্ণের পরের। প্রকাশ্য যে, তাহারা পর্দার আহকাম রক্ষা করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আত্মমর্যাদার চাহিদায় ইহাকে এই বলিয়া অপছন্দ করিয়াছেন যে, অকল্যাণের কিছু দেখি নাই। -(তাকমিলা ৪:২৭৩)

عَلَى مُغِيبَةٍ (যাহার স্বামী অনুপস্থিত)। مُغِيبَةٍ শব্দটির م বর্ণে পেশ غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে وهى المرأة التى غاب عنها زوجها (সেই স্ত্রী যাহার স্বামী তাহার হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছে) অধিকাংশ এই শব্দটি সেই স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাহার স্বামী শহরের বাহিরে মুসাফির অবস্থায় রহিয়াছে। তবে কখনও এই শব্দটি সেই স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার স্বামী ঘরে উপস্থিত নাই। যেমন আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:২৭৩)

إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ (কোন পুরুষ তাহার সহিত আর একজন পুরুষ কিংবা দুইজন ব্যতীত ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, দুইজন কিংবা তিনজন পুরুষ আজনাবিয়াহ (যে নারীর সহিত কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে অবৈধ নয়, ইসলামী পরিভাষায় সেই নারীকে ঐ পুরুষের জন্য আজনাবিয়াহ তথা অপরিচিতা বলে)-এর সহিত একান্তে বৈঠক জায়িয আছে। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মাশহুর মতে ইহাও হারাম। তাহারা আলোচ্য হাদীছের তাভীল (ব্যাখ্যা) করেন যে, এক জামাআত লোক তাহাদের সততা কিংবা মানবিকতা প্রভৃতি কারণে যৌন সঙ্গম জাতীয় অশ্লীল কাজে সমাবৃত হওয়া সদূর পরাহত। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যার দিকে ইশারা করিয়াছেন। আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হাদীছের বাণী (কোন পুরুষ তাহার সহিত আর একজন পুরুষ কিংবা দুইজন ব্যতীত) বাক্যটি অপবাদ দেওয়ার অজুহাতে বন্ধ করিবার লক্ষ্যে ইরশাদ করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা যদি এক জামাআত হন তাহা হইলে ইহার অবকাশ থাকে না। আর ইহা সেই সাধারণ ও বিশেষ যুগের সহিত সম্পৃক্ত। আর বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে দুই কিংবা তিন জন থাকার দ্বারা মন্দ-ধারণার আশংকামুক্ত হয় না। তবে যদি বেশী সংখ্যার এক জামাআত লোক হন কিংবা তাহাদের সহিত নেককার লোকজন থাকেন, তাহা হইলে মন্দ ধারণার আশংকা দূর হইয়া যাইবে। -(ঐ)

মুসলিম ফর্মা -১৬-১৬/২

بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَةً أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ هٰذِهِ فُلَانَةُ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেহ কোন লোককে মহিলার সহিত একাকী দেখিলে এবং সে মহিলা তাহার স্ত্রী কিংবা মাহরাম হইলে কুধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্য বলিয়া দেওয়া মুস্তাহাব যে, এই মহিলা অমুক

(৫৫৪৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ "يَا فُلَانُ هٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ".

(৫৫৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণের কোন একজনের সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁহার পাশ দিয়া এক লোক যাইতেছিলেন। তিনি তাহাকে ডাকিলেন। সে আসিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, হে অমুক! এই হইতেছে আমার অমুক স্ত্রী। তখন সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্য কাহারও সম্পর্কে আমি কুধারণা করিলেও হয়তো করিতাম। কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো কুধারণা করিতাম না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ (তাঁহার সহধর্মিণীগণের কোন একজনের সঙ্গে ছিলেন)। তিনি হইলেন হযরত সাফিয়্যা (রাযি.)। তখন আগত রিওয়ায়তে আছে যে, হযরত সাফিয়্যা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ইতিকাফ অবস্থায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় বিস্তারিত আসিতেছে ইনশাআল্লাহু তা'আলা। -(ঐ)

هٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ (এই হইতেছে আমার অমুক স্ত্রী)। হাকিম রিওয়ায়ত করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলিলেন, বস্তুতভাবে তাহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এইরূপ বলার কারণ হইতেছে যে, তিনি তাহাদের ব্যাপারে কুধারণার বশীভূত হইয়া অপবাদ দিয়া কাফির হইয়া যাওয়ার আশংকা করিয়াছিলেন। তাই তাহাদের প্ররোচিত শয়তান মিথ্যা অবপাদ সৃষ্টি করিয়া দিয়া তাহাদের ধ্বংস করিয়া দেওয়ার পূর্বে তাহাদেরকে নসীহতস্বরূপ জানাইয়া দিলেন। -(ফতহুল বারী ৪:২৮০)-(তাকমিলা ৪:২৭৪)

(৫৫৫০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ". فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا". أَوْ قَالَ "شَيْئًا".

(৫৫৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) (শব্দ বর্ণনায় তাহারা উভয়ে কাছাকাছি) তাঁহারা ... সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। এক রাত্রে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। তখন তাঁহার সহিত (কিছু সময়) কথা-বার্তা বলিলাম। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম তিনিও আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আমার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। (রাবী বলেন) তখন তাঁহার (সাফিয়্যা রাযি.)-এর বাসস্থান ছিল উসামা বিন যায়দ (রাযি.)-এর বাড়ীতে। তখন সেই স্থান দিয়া আনসারগণের দুই ব্যক্তি যাইতেছিলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এক মহিলার সহিত) প্রত্যক্ষ করায় দ্রুত চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমরা দুইজন স্বাভাবিক গতিতে চল। এই কিন্তু (আমার সহধর্মিণী) সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযি.)। তাহারা দুইজন আরয করিলেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমরা তো কিছুই মনে করি নাই)। তিনি ইরশাদ করিলেন, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। আর আমি আশংকা করিলাম যে, হয়তো সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোন মন্দ-ধারণা কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এই জাতীয় কোনকিছু সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ (তখন (সেই স্থান দিয়া) আনসারীগণের দুই ব্যক্তি যাইতেছিলেন)। আর ইতোপূর্বে হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে فمر به رجل (তখন তাঁহার কাছ দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন)। অর্থাৎ رجل শব্দটি একবচন। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা কম সংখ্যা অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এতদুভয়ের একজন অপর জনের অনুসরণে ছিলেন। অনুসৃতকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত অনুসরণকারীও রহিয়াছে। আর এই মতানৈক্য মূল হাদীছের সঠিকতায় কোন ব্যাঘাত ঘটায় না।

অতঃপর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত দুই ব্যক্তির নাম জানা নাই। তবে আল্লামা ইবন আত্তার (রহ.) 'শরহুল উমদা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, এতদুভয় ব্যক্তি হইলেন, উসায়দ বিন হুযায়দ ও আব্বাদ বিন বিশর (রাযি.) কিন্তু তিনি সনদ উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৭৫)

عَلَى رِسْلِكُمَا (তোমরা দুইজন স্বাভাবিক গতিতে চল)। رِسْلِكُمَا শব্দটির ر বর্ণে যের س বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ على هيئتكما في المشي (তোমরা উভয়ে স্বাভাবিকভাবে চল)। এই স্থানে অপছন্দনীয় কিছু নেই। উহ্য বাক্যটি হইল امشيا على هيئتكما (তোমরা দুইজন স্বাভাবিক গতিতে চল)। -(তাকমিলা ৪:২৭৫)

سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তাহাদের কাহারও হইতে কুধারণা করার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উপর বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক 'সুবহানাল্লাহ'! (আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র, সুমহান) বলিয়াছেন। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে وكبر عليها (আর তাহারা উভয়ে তাকবীর (الله اكبر) বলিলেন)। আর হুশায়ম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : فقال: يا رسول الله! هل نظن بك الا خيرا (তখন সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে তো আমরা কেবল ভাল ধারণা পোষণ করি)। -(তাকমিলা ৪:২৭৬)

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ (শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এই ক্ষমতা দান করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, সে মানুষকে অত্যধিক বিভ্রান্ত করিবার কারণে রূপকভাবে ইহা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে অনেক মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় : (১) ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মুবাহ বিষয়ে দর্শনার্থীর সহিত অবস্থান করা জায়িয আছে, (২) অন্যের সহিত কথা বলা বৈধ, (৩) স্ত্রীর সহিত একান্তে অবস্থান করা মুবাহ, (৪) স্ত্রীর জন্য মু'তাকিফ স্বামীর যিয়ারত করা জায়িয। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৪:২৭৬ সংক্ষিপ্ত)

(৫৫৫১) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ". وَلَمْ يَقُلْ "يَجْرِي".

(৫৫৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান আদ-দারেমী (রহ.) তিনি ... আলী বিন হুসায়ন (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত সাফিয়্যা (রাযি.) তাহার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রমযানের শেষ দশকে মসজিদে নববীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইতিকাফকালে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাঁহার সহিত কিছু সময় আলাপ-আলোচনা করিলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিদায় দিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর (হাদীছের বাকী অংশ) রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় পৌঁছে। আর তিনি يَجْرِى (চলাচল করে) বলেন নাই।

بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মজলিসে উপস্থিত হইয়া ফাঁকা স্থানে বসে পড়া; অন্যথায় সকলের পিছনে বসা-এর বিবরণ

(৫৫৫২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ لله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ".

(৫৫৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ ওয়াকিদ লাইছী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁহার সহিত আরও লোকজন ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনজন লোক আগমন করিলেন। তন্মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে আগাইয়া আসিলেন এবং একজন

চলে গেলেন। তিনি (আবূ ওয়াকিদ রাযি.) বলেন, তাহারা দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং অন্যজন তাহাদের পিছনে বসিলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস শেষ করিয়া (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন : আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলিব? তাহাদের একজন আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় নিল, আল্লাহ তা'আলাও তাহাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন (ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে কিংবা ফিরিয়া যাইতে) লজ্জাবোধ করিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহার ব্যাপারে (তাহাকে শাস্তি দিতে এবং রহমত হইতে বঞ্চিত করিতে) লজ্জাবোধ করিয়াছেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া হইতে) মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহার হইতে স্বীয় কুদরতী মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَوْلَى عَقِيل (উকায়ল-এর মুক্ত দাস)। বস্তুতঃভাবে আবূ মুররা (রাযি.) উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রাযি.)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। আর তিনি হইলেন উকায়লের বোন। তবে উকায়লের সহিত অবস্থান করার কারণে উকায়লের আযাদকৃত দাস বলা হইয়াছে। -(ফতহুল বারী ১:১৫৬)

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ (আবূ ওয়াকিদ লাইছী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العلم অধ্যায়ে من قعد حيث ينتهى به المجلس অনুচ্ছেদে এবং المساجد অধ্যায়ে الحلق والجلوس فى المسجد অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে।

فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ (সমাবেশের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা প্রত্যক্ষ করে ...)। الفرجة শব্দটির ف বর্ণে পেশ বা যবর দ্বারা পঠিত। তাহা হইল দুইটি বস্তুর মধ্যস্থলে ফাঁক। আর الحلقة শব্দটির ل বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহা হইল প্রত্যেক গোলাকার বস্তুর মাঝখানে খালি থাকা। ইহার বহুবচন حلق (প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত)। তবে একবচনে ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনও বর্ণিত আছে। ইহা বিরল, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিকর ও ইলমের মজলিস গোলাকার হওয়া মুস্তাহাব। আরও প্রতীয়মান হয় যে, যেই ব্যক্তি প্রথমে মজলিসের কোন স্থানে বসিবে সে উহার অধিক হকদার। -(তাকমিলা ৪:২৭৭)

فَأَوَى إِلَى اللّٰهِ فَآوَاهُ اللّٰهُ (তাহাদের একজন তো আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় নিল, আল্লাহ তা'আলাও তাহাকে আশ্রয় দিলেন)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সহীহ রিওয়ায়ত হইতেছে প্রথম (أوى) শব্দটি মদবিহীন পঠন এবং দ্বিতীয় (آواه الله) শব্দটি মদসহ। ইহা অভিধানে প্রসিদ্ধ। কুরআন কারীমে আছে إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ (যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। –সূরা কাহফ ১০) মদবিহীন। আর وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ (এবং তাহাদেরকে পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়াছিলাম। –সূরা মু'মিনূন ৫০) মদসহ। আর اوى الى الله এর অর্থ হইতেছে لجا اليه (তাঁহার নিকটে আশ্রয় নিল)। আর فاواه الله অর্থাৎ جازاه بنظير فعله بان ضمة الى رحمته ورضوانه (তাহার অনুরূপ কর্মের কারণে তাহাকে তাঁহার রহমত এবং সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইলমে মজলিসসমূহের আদব রক্ষা করা মুস্তাহাব এবং হালকার ফাঁকা স্থান বন্ধ করিয়া বসা উত্তম। যেমন নামাযে কাতারের খালি স্থান পূর্ণ করিয়া দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কাহারো কষ্ট না হইলে সামনে যাইয়া ফাঁকা স্থান পূর্ণ করা জায়িয আছে। তবে যদি কাহারও কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে তাহা হইলে মজলিসের শেষ প্রান্তে বসিয়া যাওয়া মুস্তাহাব। যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তি করিয়াছেন। আর ইহাতে সেই ব্যক্তির প্রসংশা বর্ণিত হইয়াছে যিনি কল্যাণ লাভে ভীড় করে। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৪:২৭৭)

وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا (আর অন্যজন লজ্জাবোধ করিয়াছে)। অর্থাৎ استحيا من مزاحمة الناس (লোকদের ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া মধ্যস্থানে বসিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযি.) তাহার লজ্জাবোধের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে তাঁহার শব্দ হইতেছে ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس (আর দ্বিতীয় জন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, অতঃপর আসিয়া বসিয়া গেলেন)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, তিনি মজলিসে না বসিয়া চলিয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন যেমন তাহার সাথী তৃতীয় জন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেন, কাযী ইয়ায (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.)-এর লজ্জার কারণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ছাড়া নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, মজলিসে বসার ব্যাপারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি মজলিসে কোন ফাঁকা স্থান পান কি না? যেমন তাহার সাথী প্রথম জন অগ্রসর হইয়া ফাঁকা স্থানে বসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন ফাঁকা স্থান পান নাই। কিংবা ফাঁকা স্থান পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত স্থানে যাতায়াত কালে লোকদের কষ্ট হওয়ার আশংকা করিয়াছিলেন। ফলে তিনি উহা করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। তাই তিনি মজলিসের প্রান্তেই বসিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৭৭-২৭৮)

فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ (তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করিয়াছেন)। অর্থাৎ رحمة ولم يعاقبه (তাহার প্রতি রহম করেন এবং তাহাকে আযাব দিবেন না)। তবে الاستحياء (লজ্জিত হওয়া, লজ্জা পাওয়া) শব্দটি ব্যবহার জটিল বিষয়। -(তাকমিলা ৪:২৭৮)

وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ (আর অপর (তৃতীয়) জন মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহার হইতে স্বীয় (কুদরতী) মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন)। অর্থাৎ سخط عليه (তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া)। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে কোন প্রকার ওযর ব্যতীত ফিরিয়া গিয়াছে। কিংবা লোকদের পশ্চাতে বসিতে আহমিকা প্রদর্শন করিয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সে মুনাফিকদের কেহ ছিল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাপাচারী ও তাহাদের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে খবর দেওয়া জায়িয আছে, যদি উহা লোকদের সতর্ক করার জন্য জানানো হয়। আর ইহা গীবতের মধ্যে গণ্য নহে। -(ফতহুল বারী ১:১৫৭)-(তাকমিলা ৪:২৭৮)

(৫৫৫৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى.

(৫৫৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মুনযির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা (রহ.) এই সনদে তাহার কাছে অনুরূপ মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِى سَبَقَ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আগে আসিয়া বসা বৈধ, বসা হইতে কোন মানুষকে উঠাইয়া দেওয়া হারাম-এর বিবরণ

(৫৫৫৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ"

(৫৫৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ কখনও কোন ব্যক্তিকে তাহার বসার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে لايقيم الرجل الرجل من مجلسه اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا অনুচ্ছেদে এবং الجمعة অধ্যায়ে لايقيم الرجل اخاه يوم الجمعة অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে। অধিকন্তু তিরমিযী ও আবূ দাউদ গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৭৮)

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ (তোমাদের কেহ কখনও কোন ব্যক্তিকে তাহার বসার স্থান হইতে উঠাইয়া দিবে না)। এই হাদীছের উপর আমলের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম একমত হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তিকে তাহার বসার স্থান হইতে উঠাইয়া সেই স্থানে বসা শরীআতে হারাম। তবে কতিপয় ফকীহ কতক অবস্থায় এই হুকুম হইতে ব্যতিক্রম রাখেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের শাফেয়ী আসহাব মসজিদের সেই স্থানকে ব্যতিক্রম রাখেন যাহাতে ফাতওয়া দেওয়া, কুরআন মাজীদ এবং অন্যান্য শরীআতের ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। আর এই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ইহার অধিক হকদার যখন সে উপস্থিত থাকে। অন্যের জন্য এই স্থানে বসার হক-অধিকার নাই।

হানাফী মাযহাব মতে এই সকল পদ্ধতিও হারাম হইতে ব্যতিক্রম নহে। আল্লামা ইবন নুজায়ম (রহ.) 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থের ২:৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, لايتعين مكان مخصوص لاحد - حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه - فسبقه غيره اليه - ليس له ازعاجه واقامته منه (কাহারও জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত কোন স্থান নাই। এমনকি কোন শিক্ষকের জন্য মসজিদে যদি কোন স্থান পাঠ দানের জন্য থাকে, আর উক্ত স্থানে প্রথমে কেহ আসিয়া বসিয়া যায় তবে তাহাকে কষ্ট দিয়া উঠাইয়া তথায় বসিবার হক নাই)। 'আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে : নিঃসন্দেহে অনুচ্ছেদের হাদীছের ব্যাপক অর্থ হানাফীগণের মাযহাবের তায়ীদ করে।

আল্লামা সারাখসী (রহ.) 'শারহুস সায়রিল কাবীর' বলেন, অনুরূপই মুসলমানগণের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিকার সমান হইয়া থাকে। যেমন প্রহরার ক্ষেত্রে, নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসার ক্ষেত্রে, হজ্জের জন্য মিনা ও আরাফাতের অবস্থানের ক্ষেত্রে, এমনকি যদি কেহ এক স্থানে সামিয়ানা টানায় আর তথায় অন্য কেহ অবতরণ করে তবে তাহারই অধিক হক। অন্যের জন্য তাহাকে স্থান হইতে উঠাইয়া দেওয়া বৈধ নহে। -(তাকমিলা ৪:২৭৯ সংক্ষিপ্ত)

(৫৫৫৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا".

(৫৫৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, কোন লোক কোন লোককে তাহার বৈঠক হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসিবে না; বরং তোমরা মজলিসে স্থান সম্প্রসারিত করিয়া দাও এবং প্রশস্ত করিয়া দাও (যাহাতে আগত ব্যক্তি বসিতে পারে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (বরং তোমরা মজলিসে স্থান সম্প্রসারিত করিয়া দাও এবং প্রশস্ত করিয়া দাও)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই নির্দেশখানা ওয়াজিবমূলক। কেননা, যখন তাহাদের নির্দেশ করা হইল যে, কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইবে না তখন মজলিসে উপস্থিতগণ স্থান প্রশস্ত করিয়া জায়গা করিয়া দিবে। আর নির্দেশটি মুস্তাহাবমূলকও হইতে পারে। কেননা ইহা ভালো চরিত্র ও সুন্দর আদবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বিশেষজ্ঞগণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اذا قيل لكم تفسحوا الخ (যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও ...)-এর মর্ম গ্রহণে মতানৈক্য করিয়াছেন। সুতরাং কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিস মর্ম। তাঁহারা তাঁহার নিকটে বসার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। আর কেহ বলেন, যুদ্ধের মধ্যে সারিতে বৈঠক মর্ম। আর কেহ বলেন, ইহা সেই প্রত্যেক মজলিসের ক্ষেত্রে ব্যাপক যাহাতে মুসলমানের কল্যাণ অনুষ্ঠিত হয়। আর এই মর্মই উত্তম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহুল উবাই, তাকমিলা ৪:২৮০)

(৫৫৫৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ "وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا". وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

(৫৫৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ

বর্ণনা করেন। কিন্তু তাহাদের বর্ণিত হাদীছে "বরং মজলিসের স্থান সম্প্রসারণ করিয়া দাও এবং প্রশস্ত করিয়া দাও" উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আমি (শায়খ নাফি' (রহ.)কে) জিজ্ঞাসা করিলাম এই বিধান কি জুমুআর দিনের জন্য? তিনি (জবাবে) বলিলেন, জুমুআ ও অন্যান্য দিনের জন্য (ব্যাপক)।

(৫৫৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

(৫৫৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ তাহার ভাইকে তাহার বসার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসিবে না। আর হযরত ইবন উমর (রাযি.)-এর স্বভাব ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য স্বীয় বসার স্থান হইতে উঠিয়া গেলে তিনি সেই স্থানে বসিতেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ الخ (আর ইবন উমর (রাযি.)-এর স্বভাব ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য স্বীয় বসার স্থান হইতে উঠিয়া গেলে তিনি সেই স্থানে বসিতেন না)। ইহা তাঁহার হইতে পরহেজগারী ছিল। কেহ যদি সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় বসার স্থান হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রদান করেন উক্ত স্থানে বসা তাঁহার জন্য হারাম ছিল না। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষ হইতে দুইভাবে পরহেজগারী ছিল। (এক) অনেক সময় লোকেরা লজ্জিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত ব্যতীতও নিজের বসার স্থান হইতে উঠিয়া তাহাকে বসিতে দিতেন। ইহা হইতে নিরাপদের জন্য অজুহাতের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইবন উমর (রাযি.) অনুরূপ করিতেন। (দুই) সান্নিধ্যের অগ্রাধিকার মাকরূহ কিংবা উত্তমের খেলাফ।

বলাবাহুল্য অপরের বসার স্থানে বসিবার নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে আগন্তুকের জন্য। সুতরাং পূর্ব হইতে বসা ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হইতেছে যে, তাহার হইতে বয়সে বড়, ইলমে পারদর্শি ব্যক্তিকে নিজের স্থান প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করিয়া দিবে। -(তাকমিলা ৪:২৮০-২৮১)

(৫৫৫৮) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... মামার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৫৫৯) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا".

(৫৫৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন তোমাদের কেহ জুমুআর দিনে তাহার ভাইকে উঠাইয়া দিয়া তাহার বসার স্থানে বসিবে না। তবে সে বলিবে, জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ (জুমুআর দিন)। অনুরূপ ঘটনা অধিকাংশ জুমুআর দিন সংঘঠিত হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষ ভাবে জুমুআর দিন উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় হুকুম ব্যাপক যেমন ইতোপূর্বে রাবী নাফি' (রহ.)-এর বর্ণিত (৫৫৫৬নং) হাদীছে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৮১)

بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেহ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে সে অগ্রাধিকারী হইবে

(৫৫৬০) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ". وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ "مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".

(৫৫৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন উঠিয়া যায়। আর রাবী আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, যেই ব্যক্তি নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যায়, অতঃপর সে স্থানে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উক্ত স্থানের অধিক হকদার)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের (শাফেয়ী মতাবলম্বী) আসহাব বলেন, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি মসজিদে কিংবা অন্য স্থানে নামাযের জন্য বসেন। অতঃপর ফিরিয়া আসার উদ্দেশ্যে (সামান্য সময়ের জন্য) উঠিয়া স্থান ত্যাগ করেন। আর তাঁহার স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াটি ওযূ কিংবা যৎসামান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য অতঃপর ফিরিয়া আসিবেন। তখন তাহার বসার স্থানটি বাতিল হইবে না; বরং সে যখন ফিরিয়া আসিবে তখন উক্ত নামায আদায়ের জন্য উক্ত স্থান তাহার অধিক হকদার। তাহার পূর্বের স্থানটিতে যদি অন্য কোন ব্যক্তি বসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে উঠাইয়া উক্ত স্থানে সে বসিয়া পড়িবে। আর এই হাদীছের ভিত্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিও তাহার স্থানটি ছাড়িয়া দিবে। আর শাফেয়ী মাযহাবের সহীহ অভিমত হইতেছে পূর্বের ব্যক্তি যদি (সামান্য সময়ের মধ্যে) ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহার স্থানে বসা ব্যক্তি স্থানটি ছড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন, আমাদের (শাফেয়ী) আসহাবের মতে সেই ব্যক্তি কেবল সংশ্লিষ্ট নামায আদায়ের জন্য অধিক হকদার হইবে অন্য ওয়াক্তের নামাযের জন্য নহে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) শাফেয়ী মাযহাবের অভিমতটি যাহা উল্লেখ করিলেন তাহা হুবহু হানাফী মাযহাবের অভিমতও। আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) স্বীয় 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের ১:৬৬২ পৃষ্ঠায় লিখেন : وينبغي تقييده (اى كون كل موضع من المسجد مباحا لكل احد بما اذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة-كما لو قام للوضوء مثلا-ولاسيما اذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده (মসজিদের যে কোন স্থান (আগত) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মুবাহ হওয়ার বিধানকে সেই ব্যক্তির জন্য সীমাবদ্ধকরণ সমীচীন যিনি আসন গ্রহণ করিবার পর প্রত্যাবর্তনের নিয়্যতে সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া বাহিরে যান। যেমন কেহ দাঁড়াইয়া উযূ করিবার জন্য গেলেন। বিশেষ করিয়া

যখন উক্ত স্থানে চিহ্নস্বরূপ কোন কাপড় রাখিয়া যান যে তাহার পূর্বে কেহ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাহারই হক প্রতিষ্ঠা হইবে)।

আর উপর্যুক্ত হুকুম কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য উক্ত স্থান হইতে অনুপস্থিত থাকিবে না। সুতরাং এই হুকুমের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যেমন কতক লোক মাগরিবের নামায আদায় করিবার পর উক্ত স্থানে ইশার নামায আদায়ের জন্য সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের জায়নামায রাখিয়া যায়। কেননা, আলোচ্য হাদীছ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি কোন এক নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করেন অতঃপর সামান্য সময়ের মধ্যে (উযূ প্রভৃতি শেষে) ফিরিয়া আসিয়া উক্ত নামাযে অংশগ্রহণের নিয়্যতে বাহিরে যান। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৮২)

بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الأَجَانِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ আজনবিয়া (অপরিচিতা) মহিলাদের কাছে হিজড়াকে প্রবেশ করিতে বাধাদান-এর বিবরণ

(৫৫৬১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هٰذَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لَا يَدْخُلْ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ".

(৫৫৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক হিজড়া তাহার কাছে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছিলেন। সে উম্মু সালামা (রাযি.)-এর ভাইকে বলিতে লাগিল, হে আবদুল্লাহ বিন আবূ উমাইয়া! আল্লাহ তা'আলা যদি আগামী দিনে আপনাদেরকে তায়িফ বিজয়ী করেন তাহা হইলে আপনাকে আমি গায়লান-এর মেয়েকে দেখাইব। সে (চলিবার সময় তাহার মেদ স্ফীত উদরে) চারিটি (ভাঁজ) নিয়া সামনে আসে আর আটটি (ভাঁজ) নিয়া পিছনে ফিরে। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শ্রবণ করিবার পর ইরশাদ করিলেন, ইহারা যেন আর কখনও তোমাদের কাছে প্রবেশ না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المغازى অধ্যায়ে غزوة الطائف অনুচ্ছেদে, النكاح অধ্যায়ে ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة অনুচ্ছেদে এবং اللباس অধ্যায়ে اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে فى الحلم فى المخنثين অনুচ্ছেদে, ইবন মাজা গ্রন্থের النكاح অধ্যায়ে المخنثين অনুচ্ছেদে এবং الحدود অধ্যায়ে المخنثون অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৮২)

أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا (এক হিজড়া তাহার কাছে (বসা) ছিল)। المخنث শব্দটির ن বর্ণে যের ও যবর দ্বারা পঠিত। যে চলনে, কথাবার্তা প্রকৃতিতে মেয়েলী সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। ইহা যদি তাহার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে

হইয়া থাকে তাহা হইলে নিন্দার কিছু নাই। সে ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে। আর যদি সে ইহা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিমতা অবলম্বন করে তাহা হইলে ইহা তিরস্কৃত। মেয়েলী আকৃতি ধারণকারীর উপর مخنث (হিজড়া) নাম প্রয়োগ হইবে, চাই সে নোংরা কর্ম করুক কিংবা না। আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন المخنث (হিজড়া) হইতেছে পুরুষদের মধ্য হইতে মেয়েলী আকৃতি ধারণকারী, যদিও তাহার হইতে অশ্লীল কর্ম সম্পাদনের বিষয়টি অনুভব করা না যায়। ইহা হাটা-চলা প্রভৃতিতে ভাঙ্গিয়া চলাচল হইতে উদ্ভূত। -(ফতহুল বারী ৯:৩৩৪-৩৩৫)

সহীহ বুখারী শরীফে المغازى অধ্যায়ে ইবন জুরায়জ (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই মুখান্নাছ-এর নাম হীত (هيت) আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ হিম্ব (هنب) সংরক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটি অধিক সহীহ। আর ইবন ইসহাক (রহ.) المغازى গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম মাতি (ماتع)। আল্লামা আবূ মূসা মাদানী (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, একটি হইতেছে তাহার নাম আর অপরটি উপাধি। আল্লামা ওকিদী (রহ.) বলেন, তাহারা দুই ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী)

আর এই মুখান্নাছ উম্মুহাতুল মুমিনীনের কাছে প্রবেশ করিবার কারণ হইতেছে যে, তাহার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করা হইয়াছিল যে, সে নারীর প্রতি আসক্তিহীন পুরুষ। -(তাকমিলা ৪:২৮৩)

يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ (হে আবদুল্লাহ বিন আবূ উমাইয়া!) তিনি উম্মু সালামা (রাযি.)-এর পিতার দিকের ভাই। তাহার মাতার নাম আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অত্যধিক বিদ্বেষী ছিলেন। তিনিই لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الخ বলিয়াছিলেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত চরম শত্রুতা পোষণ করিতেন। অতঃপর তিনি মুহাজির হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে সুকইয়া ও আরজ-এর মধ্যস্থলে রাস্তায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। আর তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কা মুকাররমার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে বারবার ইসলামের দাওয়াত পেশ করিতে থাকেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ছিল দৃঢ়তর সুন্দর। আর তিনি ফতহে মক্কার দিন মুসলমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর হুনায়ন ও তায়িফের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তায়িফের জিহাদে মুশরিকদের একটি নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হইয়া যান। -(উমদাতুল কারী ৯:৫১৮)

এই হাদীছে সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে উক্ত মুখান্নাছ লোকটি আবদুল্লাহ বিন আবূ উমাইয়্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া সংশ্লিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল। আর আল মুসতাগফিরী (রহ.) মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করেন যে, উক্ত মুখান্নাছ কথাটি আয়িশা (রাযি.)-এর ভাই আবুদর রহমান বিন আবূ বকর (রাযি.)কে বলিয়াছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, সে এই কথাটি উভয়কে বলিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:২৮৩)

فَإِنِّى أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ (তাহা হইলে আপনাকে আমি গায়লান-এর মেয়েকে দেখাইব)। তাহার নাম বাদিয়া বিনত গায়লান। তাহার পিতা গায়লান বিন সালামা। তিনিই দশ জন স্ত্রীসহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের মধ্য হইতে চারজন রাখার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি ছকীফ সম্প্রদায়ের নেতাদের একজন ছিলেন এবং হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার মেয়ে 'বাদিয়া'কে আবদুর রহমান বিন আওফ নিকাহ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:২৮৩)

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ (সে চারিটি (ভাঁজ) নিয়া সামনে আসে আর আটটি (ভাঁজ) নিয়া পিছনে ফিরে)। এই মেয়েটি স্থুলদেহী হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার পেটের দিকে চারিটি ভাঁজ রহিয়াছে। দুইটি ডান দিকে আর দুইটি বাম দিকে। অতঃপর পেছনের দিকে বাঁক ফিরিলে এই চারিটি ভাঁজ দুই দিকে বন্টিত হইয়া দেখায়। সুতরাং পিছনের দিকে ফিরিয়া চলিলে তাহার দুই মাজায় আটটি ভাঁজ পড়ে। ডান মাজায় চারিটি এবং বাম মাজায় চারিটি।

সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, সে মেয়েটির গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছে তাহার পেটটি পরিপূর্ণ। ফলে তাহার পেটে ভাঁজ প্রকাশিত হয়। আর ইহা স্থুলদেহী মহিলাদের ছাড়া হয় না। এই ধরনের গুণ বিশিষ্টা মহিলা আরবীগণের কাছে পছন্দনীয়।

لَا يَدْخُلْ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ (সে যেন তোমাদের কাছে আর প্রবেশ না করে)। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ আগত ৫৫৬২নং হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে রহিয়াছে যে, الا ارى اهذا يعرف ما ههنا (এ তো দেখিতেছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝেশুনে)। ইহার সারসংক্ষেপ হইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাহাকে এই ধারণা করিয়া সহধর্মিণীগণের কাছে আসার অনুমতি দিয়াছিলেন যে, সে নারী রহস্য সম্পর্কে অবহিত নহে। অতঃপর তিনি যখন তাহার কথা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, সে নারীর রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে বুঝে এবং অপরের কাছে বর্ণনা করে তখন তাহার প্রবেশ হারাম করিয়া দিলেন। আর অনেক রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হিজড়া (المخنث)কে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে বিতারিত করিয়া দেন। -(তাকমিলা ৪:২৮৪)

(৫৫৬২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَلاَ أَرَى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ". قَالَتْ فَحَجَبُوهُ.

(৫৫৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের কাছে প্রবেশ করিত। লোকেরা তাহাকে নারীর প্রতি অনাসক্তদের অন্তর্ভুক্ত মনে করিত। তিনি (রাবী) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরে) প্রবেশ করিলেন। তখন সে তাঁহার কোন এক স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌন্দর্য) বর্ণনা দিয়া বলিয়াছিল, যখন সামনে আগাইয়া আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়া আগাইয়া আসে এবং যখন ফিরিয়া যায় তখন আটটি (ভাঁজ) নিয়া ফিরিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই লোক তো দেখিতেছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে-শুনে। কাজেই সে যেন আর কখনও তোমাদের কাছে প্রবেশ না করে। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, অতঃপর তাঁহারা তাহার হইতে পর্দা করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ (নারীর প্রতি অনাসক্তদের অন্তর্ভুক্ত)। الإِرْبَة শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার আভিধানিক অর্থ الحاجة (প্রয়োজন, চাহিদা, অভাব, উদ্দেশ্য)। আর من غير اولى الاربة দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই সকল পুরুষ যাহাদের নারীর প্রয়োজন নাই, নারীদের প্রতি আগ্রহী নহে, যৌন কামনা নাই। পবিত্র কুরআনে তাহাদেরকেই আজনাবিয়া মহিলার কাছে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৮৪)

بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'আজনাবিয়া' মহিলা পথ শ্রান্ত হইলে তাহাকে আরোহণে সঙ্গী করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫৫৬৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ قَالَتْ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ "إِخْ إِخْ". لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي.

(৫৫৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আলা আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যুবায়র আমাকে বিবাহ করিলেন, তখন তাহার একটি ঘোড়া ছাড়া কোন সম্পদ, কোন গোলাম কিংবা অন্য কোন বস্তু পৃথিবীতে ছিল না। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, আমি তাঁহার ঘোড়াটিকে ঘাস দিতাম। তাহার সাংসারিক কাজ-কর্মও আঞ্জাম দিতাম। আমি তাহার পরিচর্যা করিতাম, তাহার পানিবাহী উটের জন্য খেজুর বীজ কুড়াইতাম। উহাকে ঘাস দিতাম, পানি নিয়া আসিতাম, তাঁহার ডোল ইত্যাদি মেরামত করিতাম এবং আটার খামির মাখিতাম। কিন্তু আমি ভালো রুটি তৈরী করিতে পারিতাম না। তাই আমার কয়েকজন আনসারী পড়শী আমাকে রুটি পাকাইয়া দিত। তাহারা ছিল নিঃস্বার্থ মহিলা। আমি যুবায়র (রাযি.)-এর জমি হইতে যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জায়গীর রূপে দিয়াছিলেন, খেজুর বীচি কুড়াইয়া আমার মাথায় করিয়া বয়ে আনিতাম। সে (জমি) ছিল এক ক্রোশের দুই তৃতীয়াংশ (প্রায় পৌনে দুই মাইল) দূরে। তিনি বলেন, একদা আমি আসিতেছিলাম আর বীচি (-এর বোঝা) আমার মাথায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত পাইলাম, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার সাহাবীগণের একটি ছোট জামাআত ছিল। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং (তাঁহার উটটি বসাইবার জন্য) ইখ্ ইখ্ (শব্দ) বলিলেন, যাহাতে আমাকে তিনি তাঁহার বাহনের উপর উঠাইয়া নিতে পারেন। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, আমি লজ্জাবোধ করিলাম আর আমি আপনার (যুবায়র রাযি.-এর) আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে অবগত। তখন তিনি (যুবায়র রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ তোমার মাথায় করিয়া বীচি বহন করিয়া আনাটা (আমার কাছে) তাঁহার সহিত তোমার আরোহণ হইতে অধিক কষ্টকর। তিনি (আসমা রাযি.)

বলেন, অতঃপর (আমার পিতা) হযরত আবূ বকর (রাযি.) আমার কাছে একটি দাসী পাঠাইয়া ছিলেন। ফলে ঘোড়াটি পরিচর্যার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া গেল। আর সে যেন আমাকে এই দায়িত্ব হইতে আযাদ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر (আসমা বিনত আবূ বকর রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের النكاح অধ্যায়ে باب الغيرة এ আর الجهاد অধ্যায়ে باب ماكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم الخ এ আছে। -(তাকমিলা ৪:২৮৫)

قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ (তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, আমি তাঁহার ঘোড়াটিকে ঘাস দিতাম)। ইহা তাহাদের উভয়ের মদীনায় হিজরতের পরের ঘটনা। আর তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ হইয়াছিল হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমায়। -(তাকমিলা ৪:২৮৫)

وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ (আর তাহার সাংসারিক কাজ-কর্মও করিতাম)। অর্থাৎ اكفى زبيرا مؤونة الفرس والقيام بمصالحة (যুবায়র (রাযি.)-এর পক্ষে ঘোড়াকে ঘাস দেওয়া এবং তাহার অন্যান্য কাজের আঞ্জাম দিতাম। আর তাহার কথা اسوسه (তাহার পরিচর্যা করিতাম) অর্থাৎ اقوده (বশীভূত ঘোড়াটি লালন-পালন করিতাম) -(ঐ)

وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ (তাহার পানিবাহী উটের জন্য খেজুর বীচি কুড়াইতাম, সরু করিতাম)। النَّوَى শব্দটি نواة এর বহুবচন। খেজুর বীচি। আর الناضح হইল الجمل الذى يسقى به (পানিবাহী উট)। -(তাকমিলা ৪:২৮৫)

وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (তাঁহার বালতি মেরামত করিতাম)। الغرب শব্দটির غ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الدلو الكبير ((চামড়ার) বড় বালতি, ডোল)। আর خرزة হইল ফুটা স্থান সেলাই করা। -(তাকমিলা ৪:২৮৫)

وَأَعْجِنُ (এবং আটার খামির মাখিতাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এইগুলির সবকিছুই দয়া ও মানবিকতার অন্তর্ভুক্ত। যাহা মানুষের মধ্যে ব্যাপক অনুশীলন রহিয়াছে। আর উহা হইতেছে স্ত্রী নিজ স্বামীর উপর্যুক্ত বিষয়াবলীর আঞ্জাম দেওয়া। অনুরূপ রুটি বানানো, রান্না করা, কাপড় ধৌত করিয়া দেওয়া ও ঘরের অন্যান্য কাজের আঞ্জাম দেওয়া। তবে এই সকলের কিছুই তাহার উপর ওয়াজিব নহে; বরং স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর প্রতি ইহসান। কাজেই সে যদি এই সকল কাজ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার গুনাহ হইবে না। তবে স্ত্রীর উপর দুইটি বস্তু ওয়াজিব তাহা হইতেছে স্বামীর সহবাসে অস্বীকার না করা এবং স্বামীর ঘরে থাকা।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) উপরে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এই সকল কাজগুলি স্ত্রীর উপর ওয়াজিব বলিয়া মনে করেন না। দ্বীনদারির ভিত্তিতেও নহে এবং বিচারকের রায়ের ভিত্তিতেও নহে। কিন্তু মালিকী এবং হানাফী মতাবলম্বীগণের মতে স্ত্রী ও কাজের ধরণ বিভিন্নতার ভিত্তিতে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কাজেই ঘরের বাহিরের কাজকর্ম যেমন ঘোড়ার পরিচর্যা, শস্য ক্ষেত্রে পানি সেচন ও খেজুর বীচি বহন করা স্ত্রীর উপর ব্যাপকভাবে ওয়াজিব নহে। তবে ঘরের অভ্যন্তরের কাজকর্ম যেমন রুটি তৈরী করা, শস্য চুর্ণ করা এবং রান্না করা। যদি স্ত্রী এমন পরিবারে হয় যাহাদের স্ত্রীগণ নিজের এবং ঘরের কাজ কর্মের আঞ্জাম দেয় না তাহাদের উপর এই সকল কাজের আঞ্জাম দেওয়া ওয়াজিব নহে। দ্বীনদারির ভিত্তিতেও নহে এবং বিচারকের রায়ের ভিত্তিতেও নহে। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি এমন পরিবারে হন যাহাদের স্ত্রীগণ ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তবে এই ধরণের ঘরের কাজ কর্মের আঞ্জাম দেওয়া দ্বীনদারির ভিত্তিতে ওয়াজিব। তবে হানাফীগণের মতে তাহাদের উপর বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে বাধ্য করা যাইবে না। ‘দররুল মুখতার’ গ্রন্থে আছে –

امتنعت المرأة من الطحن والخبز ان كانت ممن لاتخدم او كان بها علة - فعليه ان يأتيها بطعام مهيا - والا بان كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك - لايجب عليه ولايجوز لها اخذ الاجرة على ذلك - لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة - لانه عليه الصلاة والسلام قسم الاعمال بين على و فاطمة - فجعل اعمال الخارج على على رضى الله عنه والداخل على فاطمة رضى الله عنها مع انها سيدة نساء العالمين -

(স্ত্রী শস্য চুর্ণ ও রুটি তৈরী করিতে নিষেধ করিতে পারে যদি সে এমন পরিবারের হয় যাহারা ঘরের এই সকল কাজকর্ম করে না কিংবা সে রোগী হয়। তাহা হইলে স্বামী তাহার খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিবে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী এমন পরিবারের হয় যাহারা স্বয়ং ঘরের কাজকর্ম করিয়া থাকে এবং ইহার উপর সক্ষমও বটে, তবে স্বামীর উপর (তাহার খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা) ওয়াজিব নহে। আর স্ত্রীর জন্য ঘরের কাজকর্মের আঞ্জাম দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও জায়িয নাই। কেননা সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হইলেও ঘরের কাজকর্মের আঞ্জাম দেওয়া দ্বীনদারির ভিত্তিতে ওয়াজিব। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারিবারিক কাজ কর্মকে হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মাঝে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাযি.)কে ঘরের বাহিরের সকল কাজকর্মের আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব এবং হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে ঘরের কাজকর্মের আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। অথচ তিনি (হযরত ফাতিমা রাযি.) ছিলেন জগতসমূহের মহিলাগণের সায়্যিদা (নেত্রী))।

আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থকারের কথা : لوجوبه عليها ديانة (দ্বীনদারির ভিত্তিতে ইহা করা তাহার উপর ওয়াজিব হওয়ার কারণে)-এর উপরই ফাতওয়া। তবে সে তাহা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না। -(বাদাঈ) এ সম্পর্কে রদ্দুল মুখতার ৩:৫৭৯, আল-বাদাঈ ৪:২৪, আল-বাহরুর রায়িক ৪:১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অধিকন্তু এই স্থলে আল্লামা উবাই (রহ.) নিজ শরহের ৫:৪৪৬ পৃষ্ঠায় কাযী ইয়ায ও কুরতুবী (রহ.)-এর কথা নকল করিয়াছেন যে, মালিকী মাযহাবের অভিমতও হানাফী মাযহাবের অভিমতের অনুরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৮৫-২৮৬)

مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (যুবায়র (রাযি.)-এর জমি হইতে, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জায়গীর রূপে প্রদান করিয়াছিলেন)। ইমাম বুখারী (রহ.) فرض الخمس অনুচ্ছেদে তা'লীক হিসাবে আবূ যামরা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবায়র (রাযি.)কে বনূ নাযীরের সম্পদ হইতে এক খণ্ড জমি জায়গীর (চাকরির বেতন বা মাইনার পরিবর্তে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার কিংবা কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ বাদশাহ প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি) রূপে প্রদান করিয়াছিলেন।" আর ইহা ছিল তাহার মদীনা মুনাওয়ারায় গমনের প্রথম দিকে। ফলে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই ঘটনাটি পর্দা অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। ইহাকে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৩২৪ পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়াছেন। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত আসমা (রাযি.) পর্দা রক্ষা করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৮৬)

ثُمَّ قَالَ "إِخْ إِخْ" (অতঃপর তিনি ইখ্ ইখ্ বলিলেন)। إِخْ إِخْ শব্দদ্বয় همزه বর্ণে যের خ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা এমন একটি শব্দ যাহা উটের উদ্দেশ্যে বলা হয় যখন কেহ তাহার উটকে বসাইবার ইচ্ছা করেন। -(ঐ)

لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ (যাহাতে আমাকে তাঁহার পিছনে তুলিয়া নিতে পারেন)। ইহা দ্বারা শারেহ নওয়াভী (রহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন, রাস্তায় যদি কোন আজনবিয়া মহিলা ক্লান্ত হইয়া পড়ে তবে তাহাকে সওয়ারীতে তুলিয়া নেওয়া জায়িয আছে। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা তিনি শুধু উটের পিছনে তুলিয়া নেওয়ার মর্ম নিয়াছেন। কেননা আরোহী তাহার সহিত অপর কাহাকেও উটের উপর পিছনে উঠাইয়া নিলে এতদুভয়ের শরীর মিলিত হয় না। তবে যদি এতদুভয়ের শরীর মিলিত হয় তাহা হইলে কাহারও মতে জায়িয নাই। অতঃপর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ليحملنى خلفه বাণীর অধীনে লিখেন ইহা তো কেবল অবস্থার প্রেক্ষিতে ধারণ মাত্র। অন্যথায় এইরূপ মর্ম হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সওয়ারীর উপর তুলিয়া নিয়াছিলেন নিজে উহাতে আরোহী ছিলেন না; বরং তিনি অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। অন্য কাহারও জন্য নহে। আর তিনি আমাদেরকে এই মর্মে হুকুম দিয়াছেন যে, পুরুষ ও মহিলা পৃথক অবস্থান করিবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাবও অনুরূপ ছিল যে, তিনি আজনাবিয়া মহিলাদের হইতে দূরে থাকিতেন, যাহাতে উম্মত তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। আর এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাস হইবার কারণ হইতেছে যে, তিনি (আসমা রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মেয়ে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বোন এবং হযরত যুবায়র (রাযি.)-এর স্ত্রী। ফলে তিনি তাহার পরিবার বর্গেরই একজন। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সংযমী ব্যক্তি ছিলেন। আর মাহরাম মহিলাকে সর্বাবস্থায় সওয়ারীর পিছনে তুলিয়া নেওয়া জায়িয। ইহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। -(তাকমিলা ৪:২৮৭)

وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ (আর আমি আপনার (যুবায়র রাযি.-এর) আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে অবগত)। উহ্য বাক্যটি হইতেছে انى ذكرت هذه القصة لزبير وقلت له فاستحيت وعرفت غيرتك (আমি ঘটনাটি (আমার স্বামী) যুবায়র (রাযি.)-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। আর আমি তাঁহাকে (যুবায়র রাযি.কে) বলিলাম, তখন আমি লজ্জাবোধ করিলাম আর আমি ছিলাম আপনার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অবগত)। -(তাকমিলা ৪:২৮৭)

لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ (তোমার মাথায় খেজুরের বীচি বহন করিয়া আনাটা (আমার কাছে) তাঁহার সহিত আরোহণের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা হযরত যুবায়র (রাযি.) ইশারা করিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উটে আরোহণ করাটা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী নহে। কেননা, তিনি ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী (হযরত আয়িশা রাযি.)-এর বোন। ফলে সেই অবস্থায় তাহার সহিত বিবাহ হারাম ছিল। যদিও সে স্বামীবিহীন একাকী হয়। -(তাকমিলা ৪:২৮৭)

أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ (ইহার পর (আমার পিতা) আবূ বকর (রাযি.) আমার কাছে একটি দাসী পাঠাইয়া দিলেন।) অর্থাৎ جارية تخدمنى (আমার খেদমত করার জন্য একটি দাসী ...)। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রে "ة" বিহীন خادم ব্যবহৃত হয়। আর আগত রিওয়ায়তে আছে جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْىٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِى سِيَاسَةَ الْفَرَسِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু যুদ্ধ-বন্দী আসিলে তিনি তাহাকে একটি দাসী দিলেন। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, সে (দাসী) ঘোড়ার পরিচর্যা করিত যাহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল)। এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীটি হযরত আবূ বকর (রাযি.) প্রদান করিলেন যাহাতে তিনি দাসীটিকে তাঁহার মেয়ে হযরত আসমা (রাযি.)-এর কাছে পাঠাইয়া দেন। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদান করার বিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হইল এবং আবূ বকর (রাযি.) তাঁহার (আসমা (রাযি.)-এর) কাছে প্রেরণের বিষয়টিও সঠিক প্রমাণিত হইল। -(তাকমিলা ৪:২৮৭)

(৫৫৬৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَىْءٌ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْىٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا. قَالَتْ كَفَتْنِى سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّى مَئُونَتَهُ فَجَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِى ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ إِنِّى إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَىَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ

فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي. فَقَالَ هَبِيهَا لِي. قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

(৫৫৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ আল-গুবারী (রহ.) তিনি ... ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি ঘরের কাজে যুবায়র (রাযি.)-এর খেদমত করিতাম। আর তাঁহার একটি ঘোড়া ছিল। আমিই উহার পরিচর্যা করিতাম। ঘোড়াটির পরিচর্যা করার অপেক্ষা কোন কর্ম আমার কাছে কঠিনতর ছিল না। আমি উহার ঘাস কাটিতাম, উহার দেখাশুনা ও পরিচর্যা করিতে থাকিতাম। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি একটি দাসী পাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু যুদ্ধ-বন্দী আসিলে তিনি তাহাকে একটি দাসী প্রদান করিলেন। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, সে (দাসীটি) ঘোড়ার পরিচর্যা করায় আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হইলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়া বলিল, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন দুঃস্থ ব্যক্তি, আপনার বাড়ীর ছায়ায় বসিয়া বেচাকেনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি (আসমা রাযি.) বলিলেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়া দিলে (হয়তো) যুবায়র (রাযি.) তা প্রত্যাখ্যান করিবেন। কাজেই তুমি যুবায়র (রাযি.) উপস্থিত থাকা অবস্থায় আগমন করিয়া আমার কাছে আবেদন করিবে। অতঃপর সে যথাসময় আসিয়া বলিল, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন দুঃস্থ ব্যক্তি, আপনার বাড়ীর ছায়ায় বসিয়া বেচাকেনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি (আসমা রাযি.) বলিলেন, আমার বাড়ী (-এর ছায়া) ব্যতীত কি তোমার জন্য মদীনায় আর কোন জায়গা নাই? তখন যুবায়র (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে (বাড়ীর ছায়ায়) বেচাকেনা করিতে বাধা দিতেছ কেন? অতঃপর সে (বাড়ীর ছায়ায়) বেচাকেনা করিয়া (বেশ) উপার্জন করিল। আমি দাসীটি তাহার কাছে বিক্রি করিয়া দিলাম। এমন সময় যুবায়র (রাযি.) আমার কাছে প্রবেশ করিলেন। তখনও তাহার মূল্য আমার কোলের উপর ছিল। তিনি বলিলেন, এইগুলি আমাকে হেবা করিয়া দাও। তিনি (আসমা রাযি.) বলেন, (আমি বলিলাম) আমি এইগুলি সদকা করিয়া দিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي (আমার বাড়ী ব্যতীত কি তোমার জন্য মদীনায় আর কোন জায়গা নাই?) হযরত আসমা (রাযি.)-এর কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইহা অপছন্দ করিয়াছেন। কেননা, কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার ঘরের ছায়ায় বেচাকেনা করার দ্বারা হয়তো (তাহার স্বামী) যুবায়র (রাযি.)-এর অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দেয়। তাই লোকটিকে স্বয়ং তাঁহার হইতে অনুমতি নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। আর ইহা ছিল হযরত আসমা (রাযি.) কর্তৃক একটি কৌশল, যাহাতে এই অভাবগ্রস্ত লোকটিকে হযরত যুবায়র (রাযি.)-এর সন্তুষ্টিতে উপকৃত করা যায়। -(তাকমিলা ৪:২৮৮)

فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ (আমি দাসীটি তাহার কাছে বিক্রি করিয়া দিলাম)। অর্থাৎ সেই দাসীটি যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রাযি.) (নিজ মেয়ে) আসমা (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হযরত আসমা (রাযি.)-এর প্রয়োজন না থাকায় তাহাকে বিক্রি করিয়া উহার মূল্য সদকা করিয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৮৮)

بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الاِثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাহাকে বাদ দিয়া দুইজনের গোপনে কথা বলা হারাম-এর বিবরণ

(৫৫৬৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ".

(৫৫৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তিনজন (একত্রে) থাকিবে, তখন একজনকে বাদ দিয়া (অপর) দুইজন চুপি চুপি কথা বলিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاستئذان অধ্যায়ে لايتناجى اثنان دون الثالث অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:২৮৮)

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ (যখন তিনজন থাকিবে)। ثَلاَثَةٌ শব্দটি كان এ تامة এর فاعل হওয়ার কারণে رفع হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে اذا كانوا ثلاثةً (যখন তাহারা তিনজন হয়)। এই স্থলে ثلاثة শব্দটি كان এ ناقصة এর خبر হওয়ার কারণে نصب বিশিষ্ট হইবে। -(তাকমিলা ৪:২৮৮)

فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ (তখন একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে চুপি চুপি কথা বলিবে না)। ইহা خبر (جملة خبرية) হইলেও النهى (جملة انشائية) এর অর্থে ব্যবহৃত। আর এই নিষেধাজ্ঞার কারণ আগত (৫৫৬৮নং) হযরত ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে যে, فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ (কেননা ইহা তাহাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিবে) অর্থাৎ কানে কানে কথা বলার ফলে তৃতীয় ব্যক্তি একা থাকার কারণে দুশ্চিন্তায় পতিত হইবে। কেননা সে হয়তো ধারণা করিবে যে, তাহারা উভয়ে তাহার সম্পর্কে মন্দ কিছু আলোচনা করিয়াছে। কিংবা তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতার চক্রান্ত করিয়াছে। কাজেই একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে কানে কানে কোন কথা না বলাই সুন্দর আদব। যাহাতে ইহার দ্বারা পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি এবং সম্পর্ক ছিন্নের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। আর এই হুকুমের মধ্যে উহাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, একজনকে বাদ দিয়া এক জামাআত লোক চুপিচুপি কথা বলা।

বলাবাহুল্য এই হুকুম তো সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যখন তিনজন লোক একত্রে বসিয়া থাকে। অতঃপর একজনকে বাদ দিয়া অপর দুইজন কানে কানে কথা বলিবে। তবে যদি দুই ব্যক্তি প্রথম হইতেই গোপনে আলাপরত থাকে আর তৃতীয় ব্যক্তি এমন দূরে রহিয়াছে যে, তাহারা জোরে কথা বলিলেও সে শুনিবে না। এমতাবস্থায় উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের উভয়ের কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে আসা জায়িয নাই। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় الادب المفرد গ্রন্থে সাঈদ মাকবারী (রাযি.) হইতে নকল করেন যে, قال مررت على ابن عمر و معه رجل يتحدث. فقمت اليهما فلطم صدرى وقال اذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما (সাঈদ মাকবারী (রাযি.) বলেন, একদা ইবন উমর (রাযি.) জনৈক ব্যক্তির সহিত আলোচনারত অবস্থায় আমি তাহাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। তখন আমি তাহাদের পার্শ্বে দন্ডায়মান হইলে তিনি আমার বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, যখন তুমি দুইজনকে আলাপরত পাইবে তখন তাহাদের অনুমতি ব্যতীত তাহাদের কাছে দাঁড়াইবে না)।

আর আহমদ (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে অন্য সূত্রে সাঈদ (রাযি.) হইতে এতখানি অতিরিক্তসহ রিওয়ায়ত করেন : وقال اما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما (আর তিনি (সাঈদ রাযি.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যখন দুইজন লোক পরস্পর কানে কানে কোন কথা বলিতে থাকে তখন তাহাদের উভয়ের ব্যতীত তাহাদের কাছে তাহাদের অনুমতি ছাড়া (তৃতীয়) কেহ প্রবেশ করিবে না। -(ফতহুল বারী সংক্ষিপ্ত)-(তাকমিলা ৪:২৮৮)

(৫৫৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৫৫৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৫৬৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ".

(৫৫৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব, উসমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা তিনজন হইবে, তখন একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে কানে কানে কথা বলিবে না, যতক্ষণ না অন্য লোকদের সহিত মিলিত হইয়া যাও। এই কারণে যে, (অনুরূপ করিলে) তাহাকে দুশ্চিন্তায় নিপতিত করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتّٰى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ (যতক্ষণ না অন্য লোকদের সহিত মিলিত হইয়া যাও)। অর্থাৎ তিনজন অন্যদের সহিত মিশিয়া যায়। তখন তাহারা চার কিংবা উহার অধিক হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা যায়, যখন তাহারা চারজন হইয়া যাইবে তখন দুই জনকে বাদ দিয়া দুইজনে গোপনে কোন কিছু বলা নিষেধ নাই। কেননা, অপর দুইজনও চুপি চুপি কিছু বলিতে পারে।

সারকথা হইতেছে যে, দুইজন কানে কানে কথা বলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মজলিসে উপস্থিত তিনজনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়া দুই জনে বলিবে। আর যদি তাহাদের সহিত অপর কেহ থাকে তবে অবশিষ্টদের মধ্যে চুপি চুপি কিছু বলাতে ক্ষতি নাই। কেননা, তাহার জন্যও তাহার সাথীর ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:২৯০)

(৫৫৬৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ".

(৫৫৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন তিনজন হইবে, তখন দুইজন তাহাদের সাথীকে বাদ দিয়া চুপি চুপি কথা বলিবে না। কেননা, তাহা হইলে তাহাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিবে।

(৫৫৬৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৫৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

كِتَابُ الطِّبِّ

অধ্যায় ঃ চিকিৎসা

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন الطب শব্দটির ط বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইবনুস সায়্যিদ ط বর্ণে তিন হরকতে পঠন নকল করিয়াছেন। সকল পঠনে অর্থ চিকিৎসা, যাদু, দক্ষতা। আর চিকিৎসায় দক্ষ ব্যক্তিকে الطبيب (চিকিৎসক, ডাক্তার) বলে। ইহার جمع قلة হইতেছে اطبة এবং كثرت হইল اطباء (চিকিৎসকগণ)।

আরবীগণ বিশ্বাস করিত যে, যাদুর কারণেই রোগের সৃষ্টি। তাই তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদু দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিত। ফলে الطب শব্দটিকে السحر (যাদু) অর্থে ব্যাখ্যা করিত। আর ইহার ভিত্তিতেই হাদীছ শরীফে رجل مطبوع অর্থাৎ رجل مسحور (যাদুগ্রস্ত লোক) উল্লেখ হইয়াছে।

আর পরিভাষায় علم الطب হইতেছে, যাহা ইবন সীনা (রহ.) القانون গ্রন্থের ১:৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন ان الطب علم يعرف منه احوال بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة - ليحفظ الصحة حاصلة و يستردها زائلة (الطب) (চিকিৎসা) এমন একটি জ্ঞানের নাম যাহা দ্বারা মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া সুস্থ করা এবং অসুস্থতা দূরীভূত করার পদ্ধতি জানা যায়। যাহাতে সুস্থতা অর্জিত হয় এবং ধ্বংসশীল বস্তু অপসারিত হয়)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিভিন্ন রোগের কতিপয় চিকিৎসার কথা বর্ণিত হইয়াছে যাহা মুহাদ্দিছগণ নিজেদের কিতাবসমূহে ابواب الطب (চিকিৎসা অনুচ্ছেদসমূহ)-এ উল্লেখ করিয়াছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসা শরীআতে স্থান :

কতিপয় আলিম উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চিকিৎসা ও চিকিৎসার হাকীকতসমূহে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা শরীআতের কোন অংশ নয় যে, তিনি আমাদেরকে উহার উপর ঈমান এবং আমল করার নির্দেশ দিয়াছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চিকিৎসা সম্পর্কিত যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে উহা তাবলীগে রিসালতের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর না ইহা শরীআতের এমন অংশ যাহা অনুসরণ করা স্থান-কাল সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। শায়খ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থের ১:১২৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, জানিয়া রাখ যে, এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং হাদীছের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ উহা দুই প্রকার। (এক) তাবলীগে রিসালাত সম্পর্কিত যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (রাসূল তোমাদেরকে যাহা দেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন, তাহা থেকে বিরত থাক।

–সূরা হাশর ৭)। ইহা হইতেছে পরকালের ইলমসমূহ এবং উর্ধ্বলোকের বিস্ময়কর বিষয়সমূহ। যাহার সকল কিছুই ওহীর উপর নির্ভরশীল। আর ইহা হইতেই শরীআতের ইবাদাতসমূহের বিধানাবলী। ইহার কতক তো ওহী নির্ভরশীল আর কতক ইজতিহাদের উপর। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনী ব্যাপারে ইজতিহাদ ওহীর স্থলাভিষিক্ত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনী ব্যাপারের ইজতিহাদেও ভুলের উপর থাকা হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। (দুই) তাবলীগে রিসালতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ انما انا بشر۔ اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر (নিশ্চয় আমি মানুষ, যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন হুকুম করি তখন তোমরা ইহা ভালোভাবে ধর। আর যখন আমি তোমাদেরকে (দুন্ইয়ার ব্যাপারে) আমার অভিমতে কিছু বলি তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মানুষ)। আর تابير النخل (পুরুষ খেজুর গাছের হুল মেয়ে খেজুর গাছে লাগানো)-এর ঘটনাটি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : فانى انما ظننت ظنا۔ ولا تؤاخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به۔ فانى لم اكذب على الله (নিশ্চয় আমি তো একটি ধারণা করিয়াছিলাম মাত্র। কাজেই আমার ধারণার ভিত্তিতে কৃত উক্তি তোমাদের গ্রহণ করা জরুরী নহে। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন কিছু বলি তখন তোমরা ইহা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। কেননা আমি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে কিছু বলি না)। আর ইহার মধ্য হইতেই চিকিৎসা বিষয়ক ইরশাদসমূহ। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : عليكم بالادهم الاقرح (তোমাদের উপর কালো দানার সাহায্যে চিকিৎসা কর)। ইহা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসগতভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। ইবাদত হিসাবে নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৯২-২৯৩ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

অনুচ্ছেদ ঃ চিকিৎসা, ব্যাধি ও ঝাড়-ফুঁক এর বিবরণ

(৫৫৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ.

(৫৫৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর মাক্কী (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইয়া পড়িলে জিবরাঈল (আ.) এই দু'আ পড়িয়া তাঁহাকে ঝাড়ফুঁক দিলেন : بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার নামে, তিনি আপনাকে (রোগ) মুক্ত করুন, সকল ব্যাধি হইতে আপনাকে শিফা দান করুন। আর হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে, আর সকল বদ-নযর ওয়ালার অনিষ্ট হইতে।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَقَاهُ جِبْرِيلُ (জিবরাঈল (আ.) ঝাড়ফুঁক দিলেন)। ইহা দ্বারা الـرقيـة (ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে, ঝাড় ফুঁক, মন্ত্র, তাবীয, কবচ) জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেহ বলেন رقى শব্দটি ماضى এর সীগায় ر বর্ণে যবর এবং مستقبل -এর সীগায় যের দ্বারা يرقى পঠিত। অর্থ ঝাড়ফুঁক দেওয়া, মন্ত্র পড়া, যাদু করা। আর رقيت فلانا বাক্যটির ق বর্ণে যের দ্বারা ارقيه পঠনে التعويز (তাবীয) অর্থে ব্যবহৃত। আর الاسترقاء হইল তাবীয চাওয়া।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১০:১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, উলামায়ে কিরামের মতে তিন শর্তে ঝাড়ফুঁক ও তাবীয দেওয়া জায়িয। (১) ইহা যদি কালামুল্লাহ দ্বারা হয়, (২) আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত দ্বারা এবং আরবী ভাষায় কিংবা (৩) যাহার অর্থ অন্য লোকও জানে এবং এই আকীদা রাখে যে, সত্তাগতভাবে ঝাড়-ফুঁক ও তাবীযের মধ্যে কোন প্রভাব নাই। বরং আল্লাহ তা'আলার সত্তা কর্তৃক যাহা হয়। সম্ভবতঃ প্রথম শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ইহাতে যেন গায়রুল্লাহর সহায়তা নেওয়া না হয়। অন্যথায় স্পষ্ট যে, আল্লাহর নাম উল্লেখ করা শর্ত নহে। অচিরেই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রাবী আওফ বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আসিতেছে : তিনি বলেন, كنا نرقى فى الجاهلة فقلنا يا رسول الله! كيف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقا كم، لا باس بالرقا ما لم يكن فيه شرك (আমরা জাহিলিয়্যাত যুগে ঝাড়ফুঁক করিতাম, অতঃপর আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রতন্ত্র আমার সামনে পেশ কর। শিরক না থাকিলে ঝাড়ফুঁকে কোন ক্ষতি নাই।) এই হাদীছই অনুচ্ছেদের মূল।

তবে ঝাড়ফুঁক নিষেধ বর্ণিত হাদীছসমূহ কিংবা যাহারা ঝাড়ফুঁক করে না, তাহাদের প্রসংশায় বর্ণিত হাদীছসমূহ তো বস্তুতভাবে শিরকী বাক্য সম্বলিত কাফিরদের ঝাড়ফুঁকের উপর প্রয়োগ হইবে, কিংবা গায়রুল্লাহর সহায়তার উপর কিংবা যেই ঝাড়ফুঁকের অর্থ জানা নাই সেই মন্ত্র-তন্ত্রের উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, ইহাতে শিরকে সমাবৃত হওয়া হইতে নিরাপদ নহে। ফলে সতর্কতা অবলম্বনে ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৯৫) এই বিষয়ে বাংলা তৃতীয় খণ্ডে, ১৬৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

يُبْرِيكَ শব্দটির ى বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يعافيك من المرض (তিনি আপনাকে রোগমুক্ত করুন)। ইহা মূলতঃ الابراء (همزة দ্বারা) ছিল। প্রয়শঃ همزه টি লোপ করিয়া ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। -(তাকমিলা ৪:২৯৫)

(৫৫৭১) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ "نَعَمْ". قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

(৫৫৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন হিলাল সাওয়্যাফ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করিতেছেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তিনি (জিবরাঈল আ.) বলিলেন, بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি, সেই সকল বস্তু হইতে, যাহা আপনাকে কষ্ট দেয়, সকল আত্মার অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ-নযর হইতে আল্লাহ পাক আপনাকে শিফা দান করুন। আল্লাহ তা'আলার নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি"।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ (আল্লাহ তা'আলার নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়। আর ইহাতে ঝাড়ফুঁক ও দু'আ বৈধ হওয়ার উপর তাকীদ রহিয়াছে। আর ইহার পুনরাবৃত্তি "সকল আত্মার অনিষ্ট হইতে" বাক্য দ্বারা করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, نفس (আত্মা) দ্বারা نفس الادمی (মানুষের আত্মা) মর্ম। আর কেহ বলেন, نفس দ্বারা عين (বদ-নযর) মর্ম। কেননা النفس (আত্মা) শব্দটি عين (বদ-নযর)-এর উপরও প্রয়োগ হয়। যেমন কোন লোকের উপর বদ-নযর পতিত হইলে رجل نفوس বলা হয়। যেমন অন্য রিওয়ায়তে من شر كل ذى عين (প্রত্যেক বদ-নযর ওয়ালার অনিষ্ট হইতে) বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে او عين حاسد (কিংবা হিংসুকের বদ-নযর হইতে) বাক্যটি বিভিন্ন শব্দে তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কিংবা রাবীর সন্দেহ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:২৯৬)

(৫৫৭২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "الْعَيْنُ حَقٌّ".

(৫৫৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হইতেছে সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি কয়েক খানি হাদীছ উল্লেখ করিলেন, সেই সকল (হাদীছের) একটি হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, বদ-নযরের অনিষ্ট হক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب الطب অধ্যায়ে العين حق-এ আছে। -(তাকমিলা ৪:২৯২)

الْعَيْنُ حَقٌّ (বদ-নযর-এর অনিষ্ট হক)। অর্থাৎ বদ-নযর-এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাস্তব। আর الاصابة بالعين হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন লোকের উপর দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য হয়। ফলে তাহার দৃষ্টিও আশ্চর্য হওয়ার কারণে দৃষ্টিকৃতের ক্ষতিসাধিত হয়। আর বদ-নযর-এর পর দ্রষ্টাকে عائن বলে এবং দৃষ্টিকৃতকে معيون বলে। আল্লামা মাযূরী (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য হাদীছের ভিত্তিতে জমহুরে উলামা বলেন, বদ-নযর-এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাস্তব। -(তাকমিলা ৪:২৯৬ সংক্ষিপ্ত)

(৫৫৭৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا".

(৫৫৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারমী, হাজ্জাজ বিন শাঈর ও আহমদ বিন খিরাশ (রাযি.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, বদ-নযর-এর প্রতিক্রিয়া

হক। তাকদীরকে অতিক্রমকারী যদি কোন কিছু থাকিত, তাহা হইলে বদ-নযর অবশ্যই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিত। আর তোমাদের (বদ-নযর ওয়ালা ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ ধৌত করা পানি দিয়া রোগী)কে গোসল করিতে বলা হইলে তোমরা গোসল করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (তাকদীরকে অতিক্রমকারী কোন বস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে বদ-নযর অবশ্যই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিত)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া তথা ক্ষতি করিবার জন্য বদ-নযর প্রকাশ্য শক্তিশালী কারণ। কিন্তু ইহা তাকদীরকে অতিক্রম করিতে পারে না যেমন অন্যান্য প্রকাশ্য কারণ অতিক্রম করিতে পারে না। কাজেই যাহার জন্য সুস্থতা তাকদীরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে বদ-নযর-এর ন্যায় শক্তিশালী কারণও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যেমন বিষ মানুষকে ধ্বংস করিবার শক্তিশালী কারণ হওয়া সত্ত্বেও যাহার হায়াত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, যদি মানিয়া নেওয়া হয় কোন বস্তুর মধ্যে তাকদীরকে অতিক্রম করিবার শক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে বদ-নযরকে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু ইহাতেও তাকদীরকে অতিক্রম করার ক্ষমতা নাই, কাজেই অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কিভাবে তাকদীরকে অতিক্রম করিবার শক্তি থাকিতে পারে? -(তাকমিলা ৪:২৯৮)

وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا (আর তোমাদেরকে গোসল করিতে বলা হইলে তোমরা গোসল করিবে)। ইহা দ্বারা বদ-নযর-এর চিকিৎসার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। আবূ দাউদ শরীফে হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين (বদ-নযর ওয়ালা ব্যক্তিকে উযূ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে। অতঃপর উক্ত পানি দিয়া কুদৃষ্টি লাগিয়াছে এমন ব্যক্তিকে গোসল করাইয়া দিবে।) সুতরাং অনুচ্ছেদের হাদীছের মর্ম হইতেছে কুদৃষ্টির চিকিৎসার জন্য যখন তোমাদেরকে গোসল কিংবা ওযূ করিতে চাওয়া হয় তখন তোমরা গোসল করিবে। -(তাকমিলা ৪:২৯৮)

بَابُ السِّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদু-টোনা-এর বিবরণ

(৫৫৭৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ "يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ. فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قَالَ وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ. قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ". قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ "يَا عَائِشَةُ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ قَالَ "لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ".

(৫৫৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, লাবীদ বিন আ'সাম নামে বনূ যুরায়ক সম্প্রদায়ের এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করিল, তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, এই যাদুর প্রতিক্রিয়ায় এমনও হইত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল হইত যে, তিনি কোন (পার্থিব) বিষয় করিতেছেন। অথচ তিনি তাহা করিতেছেন না। অবশেষে একদিন কিংবা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করিলেন। তারপর ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সে বিষয়ে ফাতওয়া দিয়াছেন যেই বিষয়ে আমি তাঁহার কাছে ফাতওয়া চাহিয়াছিলাম? উহা এইরূপে যে, দুইজন (ফিরিশতা মানবাকৃতিতে) আমার কাছে আসিল। তাহাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপর জন আমার পায়ের কাছে বসিল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের ব্যক্তিটি আমার মাথার কাছের ব্যক্তিকে বলিল, লোকটির কি রোগ? অপরজন বলিল, যাদুগ্রস্ত। তিনি (প্রথমজন) বলিল, কে তাহাকে যাদু করিয়াছে? তিনি (দ্বিতীয়জন) বলিল, লাবীদ বিন আ'সাম। তিনি (প্রথমজন) বলিল, কোন বস্তু দ্বারা? তিনি (দ্বিতীয়জন) বলিল, চিরুণি, (আঁচড়ানোকালে চিরুণির সহিত) উঠা চুল এবং নর খেজুর গাছের মুকুলের আবরণীতে। তিনি (প্রথমজন) বলিল, উহা কোথায়? তিনি (দ্বিতীয়জন) বলিল, যু-আরওয়ান কূপে। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়া সেইখানে গেলেন। তারপর (প্রত্যাবর্তন করিয়া) বলিলেন, ইয়া আয়িশা! আল্লাহর কসম! সেই (কূপের) পানি যেন মেহদীপাতা ভিজানো (পানি)। আর তথাকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথাসমূহ। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আপনি তাহা জ্বালাইয়া ফেলিলেন না কেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, না, কেননা আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা আরোগ্য করিয়াছেন আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা অপছন্দ করি। আমি সেই বিষয়ে হুকুম দিলে উহা (কূপটি)কে দাফন করিয়া দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(বিস্তরিত ব্যাখ্যা বাংলা ৩য় খণ্ডে ১৬৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

أَفْتَانِى فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ (আল্লাহ তা'আলা আমাকে সে বিষয়ে ফাতওয়া দিয়াছেন, যেই বিষয়ে আমি তাঁহার সমীপে ফাতওয়া চাহিয়াছিলাম)। অর্থাৎ اجابنى فيما سئلته عنه (তাঁহার সমীপে যেই বিষয়ের আবেদন করিয়াছিলাম তাহা আমাকে প্রদান করা হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:৩০৬)

جَاءَنِى رَجُلَانِ (আমার কাছে দুই ব্যক্তি আসিল)। আর বায়হাকী স্বীয় আদ-দালাইল গ্রন্থের ৭:৯২ পৃষ্ঠায় আমরা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نائم اذ اتاه ملكان (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রে নিদ্রা অবস্থায় ছিলেন তখন দুই ফিরিশতা আগমন করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুই ব্যক্তি আগমনের ঘটনাটি স্বপ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হাফিয (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার মত ছিলেন, তাই তাহাদের উভয়ের কথাবার্তা তিনি শ্রবণ করেন। -(তাকমিলা ৪:৩০৬)

مَطْبُوبٌ অর্থাৎ هو مسحور (তিনি যাদুগ্রস্ত)। যখন কোন ব্যক্তিকে যাদু করা হয় তখন বলা হয় طُبَّ الرجل (ط বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত)। -(তাকমিলা ৪:৩০৬)

فِى مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (চিরুণি এবং (আঁচড়ানোকালে চিরুণির সহিত) উঠা চুল)। উভয় শব্দের م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর কখনও مشط শব্দের م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত হয়। مشط হইল একটি সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্র, যাহা দ্বারা চুল

পরিপাটি করা হয়। আর مشاطة হইল মাথা কিংবা দাড়ি আঁচড়ানোর সময় ঝরিয়া পড়া চুল। আর কতিপয় রিওয়ায়তে مشاقة (ق বর্ণ দ্বারা) বর্ণিত হইয়াছে। অর্থ একই। আর ق এবং ط বর্ণের مخرج নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ق বর্ণটি প্রায়শ ط বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৩০৭)

وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ (নর খেজুর গাছের মুকুলের আবরণীতে)। الجُبّ শব্দটির ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত, তাহা হইল খেজুর গাছের মুকুলের থলি অর্থাৎ আবরণ যাহা মুকুলের উপর থাকে। আর কতক রিওয়ায়তে ب এর পরিবর্তে ف দ্বারা جف বর্ণিত হইয়াছে। অর্থ একই। ইহা পুংলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হয়। এই কারণেই আলোচ্য হাদীছে বন্দীত্বসহ طلعة ذكر (নর খেজুর গাছের মুকুলের ..) বর্ণিত হইয়াছে। আর طلعة শব্দটি ذكر এর দিকে اضافة হইয়াছে। অর্থাৎ طلعة نخل مذكر (পুরুষ খেজুর গাছের মুকুল) -(তাকমিলা ৪:৩০৭)

فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ (যু-আরওয়ান কূপে)। আর কতক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে بئر ذروان (যারওয়ান কূপে)। ذروان শব্দটির ذ বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মূলতঃ بئر ذى اروان ই ছিল। অত্যধিক ব্যবহারের কারণে همزه কে সহজ করার লক্ষে ذ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া ذروان (যারওয়ান) হইয়াছে। আর ইহা মদীনার একটি কূপ, যাহা বনূ যুরায়কের বাগানে অবস্থিত। -(ঐ)

لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (সেই কূপের পানি যেন মেহদীপাতা ভিজানো (পানি) অর্থাৎ উহার পানির রং লাল)। কূপের পানির রং যেন এমন যাহাতে মেহেদী পাতা ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে। আর النقاعة শব্দটির ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ নিক্ষিপ্ত বস্তুর রঙে রঞ্জিত পানি। ইহার পানি পরিবর্তনের কারণ হয়তো প্রতিষ্ঠাকাল দীর্ঘ হওয়ার দরুণ কিংবা ইহাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সংমিশ্রণের কারণে হইয়া থাকিবে।

وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (আর সেইখানকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথাসমূহ)। সম্ভবতঃ খেজুর গাছের শীষগুলি দৃষ্টিতে কুৎসিত বলিয়া শয়তানের মাথাসমূহের সাদৃশ্য হইয়াছিল। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, الشياطين (শয়তানসমূহ) দ্বারা الحيات (সাপসমূহ) মর্ম। অধিকন্তু তথায় شجر الزقوم (তিক্ত ফলবিশিষ্ট এক প্রকার কন্টক বৃক্ষ) রহিয়াছে, তাহার শাখা-প্রশাখাকে শয়তানের মাথাসমূহের সহিত উপমা দেওয়া হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছকে যাক্কুম-এর সহিত উপমা দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩০৮)

أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ (তাহা হইলে আপনি তাহা পুড়িয়া ফেলিলেন না কেন?) প্রকাশ্য যে, এই বাক্যে সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল গ্রন্থিযুক্ত যাদুকৃত বস্তু যাহা কূপ হইতে বাহির করিয়াছিলেন। আর হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর এই উক্তির মর্ম হইতেছে যে, ইহা যদি আপনি জনসমক্ষে পুড়িয়া ফেলিতেন, মুখে মুখে কথা বলার মাধ্যমে প্রচারের জন্য, যাহাতে ইহা দ্বারা লোকদের উপদেশ লাভ হইত আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবও এই ব্যাখ্যার অনুকূলে। তবে আল্লামা কুরতুবী সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল লবীদ বিন আ'সাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩০৮)

وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا (আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা অপছন্দ করি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিরাট কোন ফ্যাসাদ দূর করার জন্য কোন কল্যাণ তরক করা যায়। -(তাকমিলা ৪:৩০৯)

فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ (আমি সেই বিষয়ে হুকুম দিলে তাহা দাফন করিয়া দেওয়া হইল)। অর্থাৎ কূপ। আল্লামা সামহুদী (রহ.) স্বীয় وفاء الوفاء গ্রন্থের ৩:১১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, হারিছ বিন কায়স এবং তাহার সাথীগণ ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তিনি বলেন, তাহারা অপর এক কূপ খনন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খনন কার্যে তাহাদের সহযোগিতা করেন। অবশেষে উহাতে পানি নির্গত হইল। ইহার পরই উক্ত কূপটি দাফন করিয়া দেওয়া হয়। -(তাবকাতে ইবন সা'দ ২:১৯৮)-(তাকমিলা ৪:৩০৯)

(৫৫৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيهِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ. وَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَأَخْرِجْهُ. وَلَمْ يَقُلْ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ "فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ".

(৫৫৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করা হইল অতঃপর রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছখানার পূর্ণ বিবরণসহ (উপর্যুক্ত) ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুয়ার কাছে গেলেন এবং সেইটির দিকে নযর করিলেন। আর সেই স্থানে খেজুর গাছ ছিল। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আপনি তাহা (জনসমক্ষে) বাহির করিয়া ফেলেন। আর তিনি বলেন নাই যে, 'আপনি তাহা পুড়িয়া ফেলিলেন না কেন? এবং তিনি ইহাও উল্লেখ করেন নাই যে, আমি হুকুম দিলে উহা (কূপটি)কে দাফন করিয়া দেওয়া হইল।

بَابُ السُّمِّ

অনুচ্ছেদ ঃ বিষ-এর বিবরণ

(৫৫৭৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ. قَالَ "مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ". قَالَ أَوْ قَالَ "عَلَيَّ". قَالَ قَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ "لَا". قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৫৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিসী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিষ মিশানো বকরীর গোশত নিয়া আসিল। তিনি উহা হইতে (কিছু) আহার করিলেন। অতঃপর তাহাকে (ইয়াহুদিনী)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসা হইল। তিনি তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি আপনাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে কিংবা তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার উপরে ক্ষমতা দিবেন এমন নয়। তাঁহারা (সাহাবীগণ) বলিলেন, আমরা কি তাহাকে কতল করিয়া ফেলিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তারপর হইতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলজিভ ও তালুতে (উহার প্রতিক্রিয়া) প্রত্যক্ষ করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الهبة অধ্যায়ে باب قبول الهدية من المشركين এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩০৯)

أَنَّ امْـرَأَةً يَهُودِيَّةً (এক ইয়াহুদী মহিলা)। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, তাহার নাম যয়নব বিনত হারিছ। তাহার স্বামীর নাম সালাম বিন মশকাম। -(এই পাপিষ্টা মহিলাই বকরীর রানে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আহার করিতে দিয়াছিল। (বিস্তরিত ঘটনা সীরাতে ইবন হিশাম ৪:৪৪ দ্রষ্টব্য)-(তাকমিলা ৪:৩১০)

قَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ "لَا" (তাঁহারা আরয করিলেন, আমরা কি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (মহিলাটিকে) কতল করেন নাই। কিন্তু আবূ দাউদ শরীফে আবূ সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত মুরসাল হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কতল করিতে নির্দেশ দিলে তাহাকে কতল করিয়া দিলেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়ত সহীহ হইলে উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিষ প্রয়োগে কাহাকেও হত্যা করিলে হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হইবে। ইহা জমহুরে উলামার অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইহাতে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু মুতায়াখ্‌খিরীনে হানাফীয়াগণ বিদ্রোহী অবাধ্যদের অনিষ্ঠ হইতে রক্ষার জন্য এই মাসয়ালায় জমহুরে উলামার অভিমতের উপর ফাতওয়া প্রদান করেন। -(তাকমিলা ৪:৩১১)

فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (তারপর হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলজিভ ও তালুতে (উহার প্রতিক্রিয়া) আমি প্রত্যক্ষ করিতাম)। اللهوات শব্দটির ৮ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে لهاة (আলজিভ, আলজিহ্বা)-এর বহুবচন। ইহা হইল سقف الفم (মুখের ছাদ) কিংবা اللحمة المشرفة على الحلق (কণ্ঠনালীর উচ্চ স্থানের গোশতের টুকরা)। আর কেহ বলেন, ইহা হইতেছে اقصى الحلق (কণ্ঠনালীর সর্বোচ্চ স্থান)। আর কেহ বলেন, হাসি দেওয়ার সময় মুখের যেই অংশ প্রকাশিত হয়। আর হযরত আনাস (রাযি.)-এর উক্তি فما زلت اعرفها (তারপর হইতে আমি প্রত্যক্ষ করিতাম)-এর মর্ম হইতেছে যে, বিষের সেই আলামত। যেন বিষের আলামত কালো কিংবা অন্য কোন চিহ্ন বাকী ছিল। -(তাকমিলা ৪:৩১১)

(৫৫৭৭) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ.

(৫৫৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন যায়দ (রহ.) ইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এক ইয়াহুদী মহিলা গোশতে বিষ মিশ্রিত করিয়া উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিল। ... অতঃপর (উপর্যুক্ত) রাবী খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৫৭৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً

لَا يُغَادِرُ سَقَمًا". فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى". قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.

(৫৫৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মুবারক ডান হাত দিয়া (ব্যথার স্থানে) তাহাকে মুছিয়া দিতেন। অতঃপর (দু'আয়) ইরশাদ করিতেন: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ "রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দিন, হে মানুষের পালনকর্তা। আর শিফা দান করুন, আপনিই শিফা দানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত আর কোন (নির্ভরযোগ্য) শিফা নাই। এমন শিফা দান করুন যাহার পর কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে।" তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইলেন এবং রোগভারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন আমি তাঁহার মুবারক হাত তুলিয়া ধরিলাম যাহাতে তিনি যেমন করিতেন, আমিও তেমন করিয়া (মুছিয়া) দিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার হাত হইতে তাঁহার মুবারক হাত টানিয়া নিলেন এবং পরে (দু'আয়) বলিলেন : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى অর্থাৎ "হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিন।" তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার ওফাত হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المرض অধ্যায়ে باب دعاء العائد এবং الطب অধ্যায়ে باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ও باب ما جاء في رفيق النبي صلى الله عليه وسلم এ للمريض এ রহিয়াছে। অধিকন্তু ইবন মাজা গ্রন্থে الجنائز এবং الطب অধ্যায়েও রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩১৩)

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ (রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দিন, হে মানুষের পালনকর্তা)। ইহা نداء مؤخر হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইতেছে يا رب الناس (হে মানুষের পালনকর্তা)। আর البأس হইল রোগ-ব্যাধি কিংবা কষ্ট। -(ঐ)

وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى (আর আমাকে মহান বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিন)। এই বাক্যের ব্যাখ্যায় কতিপয় আলিম বলেন যে, الرفيق (বন্ধু) দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই স্থান যাহাতে ফিরিশতা ও নবীগণের সাহচর্য লাভ হয়। আর তাঁহা হইল জান্নাত। ইবন ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনায় রহিয়াছে الرفيق الاعلى الجنة (মহান বন্ধু হইল জান্নাত)। আর কেহ বলেন, বরং الرفيق দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইতেছে যাহা এক এবং একাধিককে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়। অর্থাৎ الانبياء (নবীগণ) মর্ম। যাহা আল্লাহ তা'আলার বাণীতে রহিয়াছে مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁহাদের সান্নিধ্যই হইল উত্তম। -সূরা নিসা ৬৯)

আর এই শব্দটি একবচন গ্রহণে সূক্ষ্ম রহস্য হইতেছে যে, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে আহলে জান্নাতীগণ ইহাতে এক ব্যক্তি কলবের ভিত্তিতে তাহাতে প্রবেশ করিবেন। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) ইহাই বলেন। আর কতিপয় পশ্চিমা আলিম ধারণা করেন, সম্ভবতঃ الرفيق الاعلى (মহান বন্ধু) দ্বারা الله عز وجل (মহিমান্বিত আল্লাহ) মর্ম। কেননা, ইহা তাঁহারই সিফাত (গুণ)। যেমন ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ان الله رفيق يحب الرفق (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরম বন্ধু, তিনি বন্ধুত্বকে পছন্দ করেন) দ্বারা প্রমাণিত হয়। -(সহীহ মুসলিম)

বহু রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই বাক্যগুলিই ওফাতের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষে বলিয়াছিলেন। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ কথা এই শব্দ হওয়ার হিকমত হইতেছে যে, ইহাতে তাওহীদ এবং কলবী যিকর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এমনকি ইহা দ্বারা উপকার লাভ হইল যে, অপর হইতে রুখসত নেওয়ার জন্য মুখে যিকর শর্ত নহে। কেননা, কতক লোক কোন কারণে কথা বলিতে অপারগ হন। ফলে ইহা তাহার জন্য কোন ক্ষতিকারক নহে যদি তাহার কলব যিকর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। -(ফতহুল বারী গ্রন্থের ৮:১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠায় কিতাবুল মাগাযী-এর সারসংক্ষেপ)

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঝাড়ফুঁক জায়িয আছে। আগত অনুচ্ছেদে ইনশা আল্লাহু তা'আলা আরও বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:৩১৪-৩১৫)

(৫৫৭৯) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ. قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ. وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ.

(৫৫৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ বকর বিন খাল্লাদ (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে জারীর (রহ.)-এর সনদে বর্ণিত। তবে হুশায়ম ও শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে তিনি নিজ মুবারক হাত দিয়া তাহাকে (রোগীকে) মুছিয়া দিতেন। আর রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর মাধ্যমে আ'মাশ (রহ.) গৃহীত রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের শেষে রাবী বলিয়াছেন। পরবর্তীতে আমি এই হাদীছ মানসূর (রহ.)কে শুনাইলে তিনি বলিলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম (রহ.) হইতে, তিনি মাসরূক (রহ.) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযি.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৫৮০) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ".

(৫৫৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীকে দেখিতে গেলে (দু'আয়) বলিতেন : أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দিন, হে মানুষের পালনকর্তা! তাহাকে শিফা দিন, আপনিই শিফাদান-কারী। আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নাই। এমন শিফা, যাহা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

(৫৫৮১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ " أَذْهِبِ

الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ "وَأَنْتَ الشَّافِي".

(৫৫৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীর কাছে তাশরীফ নিলে তাহার জন্য দু'আ করিতেন। তিনি (দু'আয়) বলিতেন : أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ "রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দিন, হে মানুষের পালনকর্তা! আর আপনি শিফা দিন, আপনিই (প্রকৃত) শিফা দানকারী, আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নাই, এমন শিফা দিন, যাহা কোন (সংক্রামক) রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।" তবে রাবী আবূ বকর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তাহার জন্য দু'আ করিতেন এবং বলিতেন ...। তাহা ছাড়া তিনি বলিতেন, "আর আপনিই শিফাদানকারী"।

(৫৫৮২) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ

(৫৫৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আ) করিতেন ... অতঃপর (উপর্যুক্ত) রাবী আবূ আওয়ানা ও জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ (আর মুসলিম বিন সুবায়হ রহ.)। صُبَيْحٍ শব্দটির ص বর্ণে পেশ দ্বারা مصغر হিসাবে পঠিত। ইহা আবুয যুহা (রহ.)-এর নাম। এই স্থলে রাবী তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন আর সাবিক রিওয়ায়তে তাঁহার কুনিয়াত (উপনাম) উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩১৫)

(৫৫৮৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ".

(৫৫৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করিয়া ঝাড়-ফুঁক দিতেন : أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দিন হে মানুষের পালনকর্তা। আপনারই (কুদরতী) হাতে রহিয়াছে (প্রকৃত) শিফা। আপনি ব্যতীত আর কেহই (রোগ-ব্যাধি) দূরকারী নাই।

(৫৫৮৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আব্বিযাত (সূরা ফালাক ও নাস) পড়িয়া রোগীকে ঝাড়ফুঁক করা এবং দম করা-এর বিবরণ

(৫৫৮৫) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي. وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ.

(৫৫৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস ও ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার বর্গের কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি মুআববিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করিয়া তাহাকে ঝাড়-ফুঁক করিতেন। অতঃপর তিনি যখন ওফাত রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন আমি তাহাকে ফুঁক দিতে লাগিলাম এবং তাঁহারই মুবারক হাত দিয়া তাঁহার মুবারক শরীর মুছিয়া দিতে লাগিলাম। কেননা, আমার হাত হইতে তাঁহার হাত ছিল অধিক বরকতময়। আর রাবী ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে (بِالْمُعَوِّذَاتِ) এর স্থলে) بِمُعَوِّذَاتٍ (সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المغازى অধ্যায়ে باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته এ فضائل القران অধ্যায়ে باب فضل المعوذات এ الطب অধ্যায়ে باب الرقى بالقران والمعوذات ও باب المرأة ترقى الرجل ও باب النفث والرقية এ, আর الدعوات অধ্যায়ে باب التعوذ والقرأة عند المنام -এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ শরীফে الطب অধ্যায়ে, তিরমিযী শরীফে الدعوات অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الطب অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩১৬)

نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (তিনি 'মুআববিযাত' পাঠ করিয়া তাহাকে ঝাড়-ফুঁক করিতেন)। النفث হইল থুথুবিহীন হালকা ফুঁক দেওয়া। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, উহা থুথুবিহীন লালা, কিংবা হালকা থুথুসহ লালা। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে الطب অধ্যায়ে এই হাদীছ রিওয়ায়ত শেষে মা'মার (রহ.) উক্তি নকল করিয়াছেন যে, "আমি ইমাম যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন, তিনি (ইমাম যুহরী (রহ.) জবাবে) বলেন, তিনি তাঁহার দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন। অতঃপর এতদুভয় হাত দ্বারা তাহার (রোগীর) চেহারা মাসাহ করিয়া দিতেন।"

আর المعوذات হইল সুরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস। আর শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে جمع (বহুবচন)-এর সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই হওয়ার হিসাবে কিংবা ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে দুইটি সূরার কালিমার সংখ্যার ভিত্তিতে যাহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক প্রদান করা হয়।

আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, المعوذات দ্বারা এতদুভয় সূরা (ফালাক ও নাস)-এর সহিত সূরায়ে ইখলাসও মর্ম। আর ইহা ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ-এর فضائل القران অধ্যায়ের রিওয়ায়ত দ্বারাও তায়ীদ হয় : كان (صلى الله عليه وسلم) اذا اوى الى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيها ثم يقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس অর্থাৎ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ বিছানায় যাইতেন তখন তিনি স্বীয় উভয় হাতের তালু মিলাইতেন। অতঃপর সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস পাঠ করিয়া ফুঁক দিতেন।"

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'মুআববিযাত' দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া জায়িয। আর ইতোপূর্বে الطب (চিকিৎসা) অনুচ্ছেদসমূহে এই সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে যে, অর্থ অনুধাবনযোগ্য বাক্যসমূহ হওয়ার শর্তে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া জায়িয। আর ইহাতে গায়রুল্লাহর সাহায্য চাওয়া থাকিবে না। আর না ইহাকে (ঝাড়-ফুঁককে) সত্তাগতভাবে কোন প্রভাব আছে বলিয়া আকীদা বিশ্বাস করিবে; (বরং সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হইয়া থাকে) আর যে এই সকল শর্ত সমবেত করিতে পারিবে তাহার জন্য ঝাড়-ফুঁক দেওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। (তাকমিলা ৪:৩১৬)

তাবীযসমূহ লিপিবদ্ধ করণ

মূলতঃ ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি কুরআনে করীমের আয়াত পাঠ কিংবা আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নাম কিংবা তাঁহার সিফাত দ্বারা হইতে হইবে। ইহা দ্বারা রোগীকে ঝাড়-ফুঁক দিবে। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাবীযসমূহ লিখন এবং উহা শিশু ও রোগীর গলায় লটকাইয়া দেওয়া কিংবা ইহা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত লেখার কালি পান করাইয়া দেওয়ার বিষয়টি অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ও তাবেঈনে ইযাম (রহ.) হইতে প্রমাণিত আছে।

ইবন আবী শায়বা (রহ.) স্বীয় 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে ৮:৩৯ পৃষ্ঠায় আমর বিন শু'আয়ব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (শু'আয়ব বিন আমর রাযি.) হইতে, তিনি তাহার দাদা (আমর রাযি.) হইতে নকল করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি নিজ নিদ্রার মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সে যেন পড়ে :

بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وان يحضرون

উল্লেখ্য যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) তাহার সন্তানকে শিক্ষা দিয়াছেন।

অধিকন্তু ইবন আবী শায়বা (রহ.) আবূ ইসমাঈল (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)কে তা'বীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, لا بأس اذا كان في اديم (যদি চামড়াতে (লিখা) হয় তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই)।

হাফিয ইবন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় 'ফাতওয়া' গ্রন্থের ১৯:৬৪ পৃষ্ঠায় বলেন, বিপদগ্রস্ত ও অন্যান্য রোগীদের জন্য মুবাহ কালি দিয়া আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাহার যিকর হইতে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা জায়িয। আর ইহা তাহাকে গোসল দিবে এবং পান করাইবে। যেমন ইহা আহমদ (রহ.) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন আহমদ (রহ.) বলেন, আমি পিতাকে শুনাইয়াছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইযালা বিন উবায়দ (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুফয়ান (রহ.) তিনি মুহাম্মদ বিন আবূ লায়লা (রহ.) হইতে, তিনি হাকাম (রহ.) হইতে, তিনি সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন মহিলাদের প্রসবকালে কষ্টসাধ্য হয় তখন লিখিয়া দেওয়া সমীচীন :

بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ كَأَنَّهَا يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ۔ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

"আমার পিতা আহমদ বলেন, আমাদের নিকট সনদসহ উপর্যুক্ত মর্মার্থের আসওয়াদ বিন আমির (রহ.)। আর তিনি বলেন, এই দুআটি পবিত্র পাত্রে লিখিয়া তাহাকে পান করাইবে। আমার পিতা (আহমদ) আরও বলেন, ইহাতে ওয়াকী (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে পান করানো হইবে এবং বাদ বাকী পানি তাহার নাভিতে ছিটাইয়া দিবে। আবদুল্লাহ (বিন আহমদ (রহ.) আরও) বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখিয়াছি যে, তিনি মহিলাদের জন্য কোন বাটি কিংবা পবিত্র বস্তুতে লিখিয়া দিতেন।" অতঃপর ইবন তাইমিয়া (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর এই আছারখানা অন্যসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে তিনি বলেন, আলী বিন হাসান বিন শাকীক (রহ.) যিনি আছারের রাবী, তিনি বলেন, কাগজের মধ্যে লিখিবে অতঃপর (প্রসবিনীর) বাহুতে ঝুলাইয়া (বাঁধিয়া) দিবে। আলী (রহ.) বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে ইহা পরীক্ষা করিয়াছি (এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি) যে, ইহা হইতে অধিক কার্যকর আর কোন বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। অতঃপর যখন সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া যাইবে তখন দ্রুত ইহা খুলিয়া ফেলিবে। তারপর ইহাকে একটি বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া দিবে কিংবা দগ্ধ করিয়া দিবে। -(তাকমিলা ৪:৩১৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৫৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

(৫৫৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি 'মুআববিযাত' পাঠ করিয়া নিজ মুবারক শরীরে দম দিতেন। অতঃপর যখন তাঁহার ব্যাধি কঠিনতর হইয়া পড়িল তখন আমি তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার মুবারক হাত দিয়া তাঁহার শরীর মুছিয়া দিতাম সেই বরকতের প্রত্যাশায়।

(৫৫৮৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. إِلاَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

(৫৫৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির, হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উকবা বিন মাকরাম ও আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত তাহাদের কাহারও হাদীছে "তাঁহার হাতে বরকতের প্রত্যাশায়" বাক্যটি নাই। আর রাবী ইউনুস ও যিয়াদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইয়া পড়িলে নিজেকে 'মুআববিযাত' পাঠ করিয়া দম দিতেন এবং স্বীয় মুবারক হাতে নিজের শরীর মুছিয়া নিতেন।

(৫৫৮৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

(৫৫৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযি.)কে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের একটি পরিবারকে যে কোন বিষধর প্রাণীর বিষক্রিয়া হইতে মুক্তির জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (আমি আয়িশা (রাযি.)কে ... জিজ্ঞাসা করিলাম)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب رقية الحية والعقرب এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৩১৯)

مِنْ كُلِّ ذِى حُمَـةٍ (প্রত্যেক বিষধর প্রাণীর বিষক্রিয়া হইতে)। حُمَـةٍ শব্দটির ح বর্ণে পেশ م তাশদীদবিহীন পঠিত। আল্লামা ছা'লাবা (রহ.) প্রমুখ বলেন, ইহা হইল বিচ্ছুর বিষ। আর আল্লামা আল-কাযায (রহ.) বলেন, ইহা হইল বিচ্ছুর কাঁটা। আর আল্লামা ইবন সায়্যিদ (রহ.) অনুরূপ বলেন যে, তাহা হইল সেই হুল (কাঁটা) যাহা দ্বারা বিচ্ছু ও ভীমরুল-বোলতা দংশন করে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, الحمة হইল সাপ কিংবা বিচ্ছুদের হইতে সকল প্রকার বিষাক্ত প্রাণী। -(ফতহুল বারী ১০:১৫৬, তাকমিলা ৪:৩১৯)

(৫৫৮৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ.

(৫৫৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের এক পরিবারকে বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া হইতে শিফার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়াছেন।

(৫৫৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِى عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا "بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا". قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ "يُشْفَى". وَقَالَ زُهَيْرٌ "لِيُشْفَى سَقِيمُنَا".

(৫৫৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল যে, কোন মানুষ তাহার শরীরের কোন অংশে অসুস্থতা অনুভব করিলে কিংবা তাহাতে কোন ফোঁড়া কিংবা জখম হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মুবারক আঙ্গুল দিয়া এইভাবে করিতেন। রাবী সুফয়ান (রহ.) (আঙ্গুল দিয়া এইভাবে করিতেন তাহা বুঝানোর জন্য) নিজ শাহাদাত আঙ্গুলটি মাটিতে রাখিতেন অতঃপর তাহা তুলিয়া নিতেন এবং এই দু'আ পড়িতেন : بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার নামে আমাদের যমীনের ধূলা-মাটি আমাদের কাহারও লালার সহিত মিলাইয়া আমাদের পালনকর্তার হুকুমে তাহা দিয়া আমাদের রোগীর শিফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মালিশ করিতেছি।)" তবে রাবী ইবন আবূ শায়বা (রহ.) (নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে) বলিয়াছেন يُشْفَى আরোগ্য প্রদান করা হয়। আর রাবী যুহায়র (রহ.) (নিজ রিওয়ায়তে) বলিয়াছেন لِيُشْفَى سَقِيمُنَا আমাদের রোগীর শিফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদ-নযর, অবশতা, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও আসেব হইতে (মুক্তির জন্য) ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৫৯১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ الْعَيْنِ.

(৫৫৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বদ-নযর লাগা হইতে (শিফার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করিবার হুকুম দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب رقية العين এ আছে। আর ইবন মাজা শরীফেও الطب অধ্যায়ে باب من استرقى من العين এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩২১)

يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ (তাঁহাকে বদ-নযর লাগা হইতে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করিবার হুকুম দিতেন)। অর্থাৎ ان تطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين (বদ-নযর লাগার চিকিৎসায় ঝাড়-ফুঁকে বিশেষজ্ঞ লোককে অনুসন্ধান করিয়া ঝাড়-ফুঁক নেওয়ার হুকুম দিতেন।) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বদ-নযরের ঝাড়-ফুঁক নেওয়া শরীআত সম্মত। -(তাকমিলা ৪:৩২১)

(৫৫৯২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৫৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... মিস'আর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৫৯৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

(৫৫৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদ-নযর হইতে (শিফার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করিবার নির্দেশ দিতেন।

(৫৫৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرُّقَى قَالَ رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

(৫৫৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিষধর প্রাণীর বিষক্রিয়া, বিষফোঁড়া ও বদ-নযর হইতে (শিফার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়াছেন।

(৫৫৯৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ.

(৫৫৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-নযর, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও বিষফোঁড়া হইতে (শিফার জন্য) ঝাড়-ফুঁক নিতে অনুমতি দিয়াছেন।

(৫৫৯৬) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ "بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا". يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

(৫৫৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী সুলায়মান বিন দাউদ (রহ.) তিনি ... নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.)-এর ঘরে একটি বালিকার মুখমণ্ডলে দাগ প্রত্যক্ষ করিয়া ইরশাদ করিলেন, তাহার উপর বদ-নযর লাগিয়াছে, তাহার জন্য ঝাড়-ফুঁক কর। অর্থাৎ তাহার মুখমন্ডল হলুদ বর্ণ ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب رقية العين এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩২২)

رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً (তাহার চেহারায় দাগ প্রত্যক্ষ করিলেন)। سَفْعَةً শব্দটির س বর্ণে যবর ف বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে س বর্ণে পেশ দ্বারাও নকল করা হইয়াছে। এই হাদীছে سفعة শব্দটির তাফসীর صفرة (হলুদ) দ্বারা করা হইয়াছে। তবে ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.) ইহার ব্যাখ্যা السواد (কাল) দ্বারা করিয়াছেন। আর আসমাঈ (রহ.) কালোর উপর লাল দ্বারা করিয়াছেন। ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, سفعة এমন বর্ণ, যাহা (আসল) চেহারার বর্ণের বিপরীত হয়। তবে সকল অভিমতের মর্ম প্রায় কাছাকাছি। সার কথা হইল তাহার চেহারায় আসল বর্ণের ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৩২২-৩২৩)

بِهَا نَظْرَةٌ (তাহার উপর আসেব লাগিয়াছে)। অর্থাৎ বদ-নযর লাগিয়াছে। আর উলামায়ে কিরাম النظرة শব্দটিকে نظرة الجن (জিনের বদ-নযর)-এর উপর সীমাবদ্ধ করেন। সহীহ হইতেছে ব্যাপকের উপর প্রয়োগ করা। -(তাকমিলা ৪:৩২২-৩২৩)

(৫৫৯৭) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ "مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ". قَالَتْ لاَ وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ "ارْقِيهِمْ". قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ "ارْقِيهِمْ".

(৫৫৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম আল-আম্মী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযম পরিবারকে সাপের ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়াছিলেন। আর তিনি আসমা বিনত উমায়স (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমার কি হইল যে, আমার ভাই (তোমার স্বামী) জা'ফর (রাযি.)-এর সন্তানদের কৃশকায় প্রত্যক্ষ করিতেছি? তাহারা কি (বলযোগ্য খাদ্য দ্রব্যের) মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে? তিনি (আসমা রাযি.) জবাবে) আরয করিলেন, না, তবে তাহাদের উপর দ্রুত বদ-নযর লাগে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাদের ঝাড়-ফুঁক দাও। তিনি (আসমা রাযি.) বলিলেন, তখন আমি তাঁহার কাছে (দু'আটি) পেশ করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, (ঠিক আছে) তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের ঝাড়-ফুঁক দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً (আমার কি হইল যে, আমার ভাই (জা'ফর রাযি.)-এর সন্তানদের কৃশকায় প্রত্যক্ষ করিতেছি?) এই স্থানে اخيه (তাঁহার ভাই) দ্বারা মর্ম, জা'ফর বিন আবূ তালিব (রাযি.) এবং তাঁহার সন্তানেরা হইলেন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ (রাযি.)। আর আসমা বিনত উমায়স (রাযি.) ছিলেন জা'ফর বিন আবূ

তালিব (রাযি.)-এর বিবাহবন্ধনে তথা সহধর্মিণী। আর ضارعة এর অর্থ হইতেছে কৃশকায় দুর্বল (হালকা-পাতলা, ছিপছিপে রোগা)। মূলতঃ الضراعة হইতেছে الخضوع (বিনয়ী, অনুগত) এবং التذلل (লাঞ্ছিত, অবনত, বশীভূত হওয়া)। -(তাকমিলা ৪:৩২৩)

فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ (তখন আমি তাঁহার কাছে (দু'আটি) পেশ করিলাম)। অর্থাৎ যেই দু'আ দিয়া আমি তাহাদের ঝাড়-ফুঁক করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। -(তাকমিলা ৪:৩২৪)

(৫৫৯৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرْقِي قَالَ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ".

(৫৫৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ আমরকে সাপের ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দেন। রাবী আবূ যুবায়র (রহ.) আরও বলিয়াছেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একটি বিচ্ছু আমাদের এক লোককে দংশন করিল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (তাহাকে) ঝাড়-ফুঁক করি। তিনি ইরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার ভাইয়ের উপকার করিতে পারে সে যেন তাহা করে।

(৫৫৯৯) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ أَرْقِي.

(৫৫৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সা'দ বিন ইয়াহইয়া উমাভী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, তখন লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে ঝাড়-ফুঁক করি। আর তিনি أَرْقِي (আমি ঝাড়-ফুঁক করি) বলেন নাই। (বরং أَرْقِيهِ (আমি তাহাকে ঝাড়-ফুঁক করি) বলিয়াছেন)।

(৫৬০০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ. فَقَالَ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ".

(৫৬০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার একজন মামা ছিলেন, যিনি বিচ্ছু দংশনের ঝাড়-ফুঁক করিতেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক ও মন্ত্র-তন্ত্র হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, তখন তিনি (আমার মামা) তাঁহার খেদমতে আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করিয়া দিয়াছেন? অথচ আমি তো বিচ্ছুর (দংশনের) ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমাদের যে কেহ তাহার ভাইয়ের কোন উপকার করিতে সক্ষম হইলে সে যেন তাহা করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى (এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্ত্র নিষেধ করিয়া দিলেন)। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে জাহিলিয়্যাত যুগের শিরকী বিশ্বাস সম্বলিত মন্ত্রই তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণেই আগত (৫৬০২নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা তাঁহার সমীপে মন্ত্রটি পেশ করিলে তাহাতে তিনি কোন শিরকীযুক্ত অর্থ না পাওয়ায় তাহাকে উহা করিতে অনুমতি দিলেন। আর ইবন মাজা গ্রন্থে ইহা আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহার শব্দ এইরূপ : فقالوا يا رسول الله! انك قد نهيت عن الرقى وانا نرقى من الحمة فقال لهم: اعرضوا على فعرضوها- فقال لا بأس بهذه- هذه مواثيق অর্থাৎ তখন তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি তো মন্ত্র নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অথচ আমরা বিষধর প্রাণীর বিষক্রিয়া হইতে ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি। তখন তিনি তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা উক্ত মন্ত্র আমার সামনে পেশ কর। তখন তাহারা উহা পেশ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাতে কোন অসুবিধা (তথা শিরকী আকীদাযুক্ত কোন কিছু) দেখিতেছি না। (কাজেই) ইহা অনুমোদিত। -(তাকমিলা ৪:৩২৪)

(৫৬০১) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৬০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৬০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ "مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ".

(৫৬০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করিয়া দিলেন? তখন আমর বিন হাযম পরিবারের লোকজন আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে একটি মন্ত্র ছিল, যাহা দিয়া আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক করিতাম। আর আপনি তো মন্ত্র নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি (রাবী জাবির রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহারা উক্ত মন্ত্র তাঁহার সামনে পেশ করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, (ইহাতে) কোন অসুবিধা (তথা শিরকী আকীদা) দেখিতে পাইতেছি না। (কাজেই) তোমাদের যে কেহ তাহার ভাইয়ের কোনও উপকার করিতে সক্ষম হইলে সে যেন তাহার উপকার করে।

(৫৬০৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذٰلِكَ فَقَالَ "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ".

(৫৬০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আওফ বিন মালিক আশজাঈ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে মন্ত্র (দিয়া ঝাড়-ফুঁক) করিতাম। ফলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মন্ত্রগুলি আমার কাছে পেশ করিতে থাকিবে। মন্ত্রে কোন অসুবিধা নাই যদি না তাহাতে কোন শিরক (জাতীয় আকীদা) থাকে।

بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالأَذْكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ ও অন্যান্য দু'আ-যিক্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করিয়া বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫৬০৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ "وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ". ثُمَّ قَالَ "خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ".

(৫৬০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে ছিলেন, তাঁহারা কোন এক আরব গোত্রের বসতির পাশ দিয়া পথ অতিক্রমকালে তাহাদের কাছে অতিথেয়তার আবেদন করিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের অতিথেয়তা গ্রহণ করিল না। পরে তাহারা তাহাদের (সাহাবীগণ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমাদের মধ্যে কি কেহ মন্ত্র বিশেষজ্ঞ আছে? কেননা, বসতির সর্দার সাপে দংশিত হইয়াছে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। তখন তাহাদের (দলের) জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে তাহার কাছে গিয়া সূরা ফাতিহা দিয়া ঝাড়-ফুঁক করিল। ফলে (সর্দার) লোকটি সুস্থ হইয়া গেল। তারপর (ইহার বিনিময়ে) ঝাড়-ফুঁককারীকে ছাগলের একটি ছোট পাল দেওয়া হইল। তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করি (ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারি না)। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া সেই বিষয়টি তাঁহার সামনে বর্ণনা করিয়া আরয করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত অন্যকিছু দিয়া ঝাড়-ফুঁক করি নাই। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদু হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি কিরূপে জনিতে পারিলে যে, তাহা (সূরা ফাতিহা) দিয়া ঝাড়-ফুঁক করা যায়? অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের হইতে উহা (বিনিময় স্বরূপ) গ্রহণ কর এবং তোমাদের সহিত আমার জন্যও একটি অংশ রাখিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب الطب অধ্যায়ে النفث في الرقية ও باب الرقى بفاتحة الكتاب এ আছে। তাহা ছাড়া الاجارة এবং فضائل القران অধ্যায়েও আছে। আর আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের الطب অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে التجارات অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৩২৬)

كَانُوا فِي سَفَرٍ (তাঁহারা কোন এক সফরে ছিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৪:৪৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেন উক্ত সাহাবীগণ নির্ধারিতভাবে জানা নাই আর এই সফরটি নির্ধারিতভাবে জানা আছে। তবে ইবন মাজা গ্রন্থে আ'মাশ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, "আমাদের ত্রিশজনের একটি দলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সারিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর এক বসতিতে অবতরণ করিয়া তাহাদের কাছে মেহমানদারীর আবেদন করিলাম। কিন্তু তাহারা মেহমানদারী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।" এই রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফরটি একটি সারিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সংখ্যাও নির্ধারিত হইয়া গেল।

فَاسْتَضَافُوهُمْ অর্থাৎ طلبوا منهم الضيافة (তাহাদের কাছে আতিথেয়তার আবেদন করিলেন)। আর নাসাঈ শরীফে আ'মাশ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে এই ঘটনায় এতখানি অতিরিক্ত আছে : وقعت بليل (ঘটনাটি রাত্রিতে সংঘটিত হইয়াছিল)। -(তাকমিলা ৪:৩২৭)

لَدِيغٌ (সাপে দংশিত হইয়াছে)। اللدغ শব্দটি وزن এবং معنى এর দিক দিয়া اللسع (দংশন, কামড়, আঘাত)-এর অনুরূপ। আর তাহা হইল ضرب ذات الحمة من حية او عقرب (সাপ কিংবা বিচ্ছু জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী দংশন করা)। তবে অধিকাংশ বিচ্ছু দংশনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন আ'মাশ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এই ঘটনা নির্দিষ্টভাবে عقرب (বিচ্ছু) বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩২৭)

أَوْمُصَابٌ (কিংবা বিপদাক্রান্ত ...)। আর নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়তে আছে او مصاب في عقله (কিংবা তাহার বোধশক্তিতে বিভ্রাট ঘটিয়াছে)। ইহা রাবী হুশায়ম (রহ.) কর্তৃক সন্দেহ যে, গোত্রের সর্দার কি সাপে দংশিত হইয়াছে কিংবা তাহার বোধশক্তিতে বিভ্রাট ঘটিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ রিওয়ায়তে নিশ্চিতভাবে بانه كان لديغا (সে সাপে দংশিত হইয়াছে) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩২৭)

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ (তখন তাহাদের (দলের) জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হ্যাঁ)। আর সহীহ বুখারী শরীফে الاجارة অধ্যায়ে আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : فلدغ سيد ذلك الحي - فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شئ فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله ان يكون عند بعضهم شئ فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط! ان سيدنا لديغ - وسعينا له بكل شئ لا ينفعه، فهل عند احد منكم من شيئ؟ فقال بعضهم نعم والله، انى لارقى - ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا - فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا - فصالحوهم على قطيع من الغنم (তখন উক্ত মহল্লার সর্দার সাপে দংশিত হইল। অতঃপর তাহার চিকিৎসায় যাহা কিছু করার সকল কিছু করিল কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। তখন তাহাদের কতিপয় লোক বলিল, তোমরা যদি উক্ত দলের স্মরণাপন্ন হইতে যাহারা অবতরণ করিয়াছে। তাহা হইলে হয়তো তাহাদের মধ্যে কতক এই বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে পারিত। ফলে তাহারা তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল, হে (মুসাফির) দল! নিশ্চয়ই আমাদের সর্দার সাপে দংশিত হইয়াছে। আর আমরা সাধ্যমত তাহার চিকিৎসার সকল কিছু করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কোন উপকার হয় নাই। কাজেই তোমাদের মধ্যে কি কেহ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আছে? তখন তাহাদের কেহ বলিলেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই ঝাড়-ফুঁকে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের কাছে অতিথেয়তার আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করিলে না। কাজেই আমি তোমাদের জন্য কোন ঝাড়-ফুঁক করিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জন্য তোমরা সম্মানী নির্ধারণ কর। অতঃপর তাহারা তাহাদের মধ্যে বিনিময়রূপে একটি ছোট বকরী পাল প্রদানের চুক্তি করা হয়)। -(তাকমিলা ৪:৩২৭)

فَأُعْطِىَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ (ছাগলের একটি ছোট পাল দেওয়া হইল)। القطيع হইতেছে ছাগলের ছোট পাল। যেন ইহা বড় পাল হইতে কর্তন করা হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করিয়াছেন, সাধারণত القطيع এর মধ্যে দশ হইতে চল্লিশের মধ্যবর্তী কোন এক সংখ্যক হইবে। আর ইবন মাজা গ্রন্থে আ'মাশ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, তাহারা তাঁহাদেরকে ত্রিশটি ছাগল দিয়াছিল)। -(তাকমিলা ৪:৩২৭)

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ (আর তোমরা কিভাবে জানিলে যে, সূরা ফাতিহা দিয়া ঝাড়-ফুঁক করা যায়?) আদ-দারু-কুতনী সুলায়মান (রহ.) সূত্রে রিওয়ায়ত আছে যে, তখন আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! شيئ القى فى روعى (আমার অন্তরে একটি বস্তু ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়টি তাহার ইলম ছিল না। -(তাকমিলা ৪:৩২৭-৩২৮)

وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ (এবং তোমাদের সহিত আমার জন্যও একটি অংশ রাখিবে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা দ্বারা তাহাদের প্রতি ঘনিষ্ঠতা ও অন্তর প্রশান্তি করণে অতিশয়োক্তি প্রকাশ করার ইচ্ছা করিয়াছেন। আর তাহাদের এই বিষয়টি অবহিত করণ উদ্দেশ্য যে, ইহা নিঃসন্দেহে হালাল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ কথা (৪৮৭৪নং) হাদীছে আম্বর এবং হাদীছে আবূ কাতাদা (রাযি.) فى حمار الوحشى (জংলী গাধা)-এর ক্ষেত্রেও বলিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩২৮)

তা'লীমুল কুরআন মজীদ ও ইহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকে বিনিময় গ্রহণের মাসয়ালা :

শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, তা'লীমুল কুরআন মজীদের পারশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয। আর ইহা আবূ কালাবা, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর মাযহাব। তাহারা সাহল বিন সা'দ (রাযি.)-এর হাদীছ দ্বারাও দলীল দিয়া থাকেন যে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : زوجتكها بما معك من القران (তোমার কাছে কুরআন মজীদের যাহা কিছু আছে উহার বিনিময়ে আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম।) যেমন ইতোপূর্বে النكاح অধ্যায়ে গিয়াছে। তাঁহারা বলেন, তা'লীমুল কুরআন যখন নিকাহের ক্ষেত্রে বিনিময় ও মুহরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া জায়িয তাহা হইলে শিক্ষাদানেও বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, তা'লীমুল কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয নাই। আর অনুরূপ বলেন, আতা, যাহ্হাক বিন কায়স, যুহরী, হাশন, ইবন সীরীন, তাউস, শা'বী, নাখয়ী ও ইসহাক (রহ.)। যেমন ইবন কুদামা (রহ.) 'আল-মুগনী' গ্রন্থের ৬:১৪০ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। তাহাদের দলীলসমূহের কয়েকখানা নিম্নে উদ্ধৃতি করা হইল :

(১) আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا (তোমরা আমার আয়াতসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রি করিও না। –সূরা বাকারা ৪১) তবে এই দলীল যঈফ। কেননা ইহার বাচনভঙ্গি تحريف الايات (আয়াতসমূহকে বিকৃত করণ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) উবাই বিন কা'ব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, علمت رجلا القران فاهدى الى قوسا ـ فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من النار، فرددتها (আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিলাম। ফলে (বিনিময় স্বরূপ) আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। অতঃপর আমি ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উল্লেখ করিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যদি ইহা গ্রহণ কর তাহা হইলে তুমি আগুনের একটি ধনুক গ্রহণ করিলে। তাই আমি উহা ফেরত দিয়া দিলাম)। -(ইবন মাজা ২১৭৬)

আল্লামা হায়ছামী (রহ.) 'যাওয়ায়িদু ইবনে মাজা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার সনদে গড়মিল আছে। অধিকন্তু সনদে এক রাবী আবদুর রহমান বিন সালিম (রহ.) প্রসিদ্ধ নহেন। কেননা, আতীয়া আল-কালাঈ (রহ.) উবাই বিন কা'ব (রাযি.) হইতে শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু আল্লামা ইবন তুরকমানী (রহ.) 'জাওহারুন নাকী' গ্রন্থের ২:৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, এই হাদীছ হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা যাহবী (রহ.) আবূ ইদরীস খাওলানী (রহ.) সূত্রে উবাই (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, ইহা মুরসাল হাদীছ। جيد الاسناد (সনদ ভাল)।

(৩) আবদুর রহমান বিন শিব্ল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرءوا القران ولا تأكلوا به (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, কুরআন মজীদ শিক্ষা দাও, ইহার বিনিময়ে তোমরা কিছু আহার করিও না)। -(মুসনাদে আহমদ ৩:৪২৮) অনুরূপ তাহার হইতে ইবন আবী শায়বা, আবদুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমায়দ, আবূ ইয়ালা, তিবরানী এবং ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যেমন তাহাদের হইতে আল্লামা যায়লিঈ (রহ.) 'নসবুর রায়া' গ্রন্থের ৪:১৩৬ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন।

(৪) হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন من اخذ قوسا على تعليم القران قلده الله من النار (যেই ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ধনুক গ্রহণ করিল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তাহার গলায় অগ্নির ধনুক পরাইয়া দিবেন)। ইহাকে আল্লামা যাললিঈ (রহ.) 'আত-তানকীহ' হইতে স্বীয় 'নসবুর রায়া' গ্রন্থের ৪:১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা উছমান বিন সাঈদ আদ-দারমী (রহ.) সনদসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

আল্লামা আল-আইনী (রহ.) এই সকল হাদীছ নকল করিয়া বলেন, এই সকল হাদীছের কতক সম্পর্কে যদিও বক্তব্য আছে। কিন্তু ইহাদের কতিপয় কতিপয়ের তায়ীদ করে, বিশেষ করিয়া حديث القوس (ধনুকের হাদীছ) ইহা তো সহীহ। যেমন আমরা উল্লেখ করিলাম। আর যখন দুইটি 'নস' পরস্পর বিরোধী হয় এতদুভয়ের একটি মুবাহ এবং অপরটি হারাম। তখন ইহা রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

অনুরূপ বক্তব্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত (আলোচ্য) হাদীছেও রহিয়াছে ...। তাই আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) নিজ আসহাব হইতে আবূ সাঈদ (রাযি.)-এর হাদীছ নকল করিয়া তিনটি জবাব দিয়াছেন। (এক) উক্ত গোত্রের লোকেরা কাফির ছিল তাই তাহাদের মাল গ্রহণ করা জায়িয হইয়াছে। (দুই) মেহমানের হক আদায় করা ওয়াজিব। অথচ তাহারা তাহাদের মেহমানদারী করিল না। (তিন) ঝাড়-ফুঁক খাঁটি পুণ্য কর্ম নহে। সুতরাং ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয আছে।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, আমরা তাসলীম করি না যে, ঝাড়-ফুঁকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয হওয়ার বিষয়টি তা'লীমুল কুরআনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয হওয়ার উপর প্রমাণ করিবে।

ইহাই হানাফিয়া ও হাম্বলীগণের আসল মাযহাব। কিন্তু মুতায়াখ্খিরীনে হানাফিয়া এই মাসয়ালায় জরুরতের কারণে শাফেয়ীয়াগণের অভিমত অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়া থাকেন। যখন তাহারা এই দ্বীনী কর্মসমূহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশংকা করেন। যেমন হিদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে।

আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) স্বীয় 'আল-আরফুশ শযযী' গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় আযান অনুচ্ছেদে লিখেন, আযান, ইমামত ও তা'লীম-এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে মুতাকাদ্দিমুন (পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম) নিষেধ করিতেন আর মাতায়াখ্খিরুন (পরবর্তী উলামায়ে কিরাম) অনুমতি দেন। হিদায়া গ্রন্থকার মত প্রকাশ করেন যে, তা'লীমুল কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়িয হওয়ার অভিমতটি মাযহাব হইতে বাহির হইতে হয়। তবে কেহ বলিয়াছেন, ইহা জরুরতের জন্য মাত্র। আর 'ফাতওয়ায়ে কাযী খান' গ্রন্থে আছে যে, প্রাচীনকালে উলামায়ে কিরাম ও মুয়ায্যিনগণের জন্য বায়তুল মাল হইতে প্রয়োজনীয় সম্মানী বরাদ্ধ থাকিত। কিন্তু বর্তমানকালে তাহা নাই। কাজেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয হইবে। ইহা দ্বারা মাযহাব হইতে বাহির হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। উল্লেখ্য যে, কাযী খা (রহ.)-এর অভিমতের উপর ভরসা করা যায়। কেননা, তাহার মর্যাদা অতি উচ্চে। (كما صرح به قاسم بن قطلوبغا)-

'ফাতওয়ায়ে কাযী খা' গ্রন্থের ২:২৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত عبارة (বর্ণনাভঙ্গি) নিম্নরূপ :

قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله - انما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القران وكرهوا اخذ الاجر على ذلك لانه كان للمعلمين عطيات فى بيت المال فى ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة فى امر الدين واقامة الحسبة- وفى زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس فى امر الاخرة - فلو اشغلوا بالتعليم مع الحاجة الى مصالح المعاش يختل معاشهم قلنا بصحة الاجارة و وجوب الاجرة للمعلم-

অর্থাৎ "আশ-শায়খ আল-ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ফযল (রহ.) বলেন, মুতাকাদ্দিমুন হযরত তা'লীমুল কুরআনের জন্য বেতনভূক্ত লোক নিয়োগ করা মাকরূহ মনে করিতেন এবং তাঁহারা ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও মাকরূহ মনে করিতেন। কেননা, তখনকার সময়ে মুআল্লিমগণের জন্য বায়তুল মাল হইতে সম্মানী প্রদান করা হইত। অধিকন্তু দ্বীনী বিষয় এবং ইহার প্রতিষ্ঠার ছওয়াব লাভের প্রতি তাহাদের অতীব আগ্রহ ছিল। আর আমাদের সময়ে তাহাদের সম্মানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহও হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা যদি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা'লীমের মধ্যে মশগুল হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের জীবিকায় প্রবঞ্চিত হইবে। তাই আমরা বলিয়াছি বেতনভূক্ত লোক নিয়োগ করা সঠিক এবং মুআল্লিমের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ওয়াজিব।"

শায়খ আল ইমাম শামসুল আয়িম্মা সারখসী (রহ.) বলেন, বলখের শায়খগণ তা'লীমুল কুরআন মজীদের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয বলেন। আর তাহারা মদীনাবাসীগণের অভিমতের ভিত্তিতেই জায়িয বলেন। এই বাক্যটি সুস্পষ্ট করিয়াদিয়াছে যে, হানাফী শায়খগণ যাহারা তা'লীমুল কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয বলিয়া ফাতওয়া দিয়াছেন তাহারা এই ফাতওয়া আহলে মদীনার অভিমতের ভিত্তিতেই দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৩১)

(৫৬০৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

(৫৬০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বিশ্‌র (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে বলেন, সে (ঝাড়-ফুঁককারী) উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পড়িতে লাগিল এবং তাহার থুথু জমা করে লালা দিতে লাগিল। ফলে লোকটি সুস্থ হইয়া গেল।

(৫৬০৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ".

(৫৬০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা (সফরে) একটি মনযিলে অবতরণ করিলাম। তখন আমাদের কাছে একটি মহিলা আসিয়া বলিল, মহল্লার সর্দার সাপে দংশিত হইয়াছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে কি কেহ মন্ত্র বিশেষজ্ঞ আছে? তখন আমাদের এক ব্যক্তি উঠিয়া তাহার সহিত গেল, সে উত্তম ঝাড়-ফুঁক করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল না। সে সূরা ফাতিহা দিয়া ঝাড়-ফুঁক করিল। ফলে সে ভাল হইয়া গেল। তখন তাহারা (ইহার বিনিময়ে) তাহাকে কয়েকটি ছাগল দিল এবং আমাদের দুধ পান করাইল অতঃপর আমরা (আমাদের সাথীকে) বলিলাম, তুমি কি উত্তম ঝাড়-ফুঁক করিতে? সে বলিল, আমি তো সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়া তাহাকে ঝাড়-ফুঁক করি নাই। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত এই ছাগলগুলিকে এই স্থান হইতে নিব না। তারপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া তাঁহার কাছে উহা উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, সে কিভাবে বুঝিল যে, এই সূরা দিয়া ঝাড়-ফুঁক করা যায়? তোমরা ছাগলগুলি বন্টন করিয়া নাও এবং তোমাদের সহিত আমার জন্যও একটি অংশ রাখিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৬০৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৬০৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ.

(৫৬০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (রাবী) বলিয়াছেন, তখন তাহার সহিত আমাদের হইতে জনৈক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, আমরা যাহাকে ঝাড়-ফুঁক জানে বলিয়া ধারণা করিতাম না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ (আমরা যাহাকে ঝাড়-ফুঁক জানে বলিয়া ধারণা করিতাম না)। نَأْبِنُهُ শব্দটির ب বর্ণে যের বা পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ نظنه (আমরা তাহাকে ধারণা করিতাম ...)। তবে অধিকাংশ এই শব্দটি نتهمه (আমরা তাহাকে দোষারোপ করিতাম, আমরা তাহাকে সন্দেহ করিতাম, আমরা তাহাকে অপবাদ দিতাম)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই বাক্যটির উদ্দেশ্য হইতেছে انا لم نكن نعرف انه يعلم الرقية (আমরা তাহাকে ঝাড়-ফুঁক জানে বলিয়া অবহিত ছিলাম না)। -(তাকমিলা ৪:৩২৮)

بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক করার সময় আক্রান্ত স্থানে হাত রাখা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৬০৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ. ثَلاَثًا. وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ".

(৫৬০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উছমান বিন আবুল আস-সাকাফী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি ব্যথার কথা বলিলেন, যাহা তিনি মুসলমান হওয়ার সময় হইতে তাহার দেহে অনুভব করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার দেহের যেই অংশে ব্যথা অনুভব হয়, উহার উপর হাত রাখিয়া তিনবার 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করিবে এবং সাতবার : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার কুদরতের শরনাপন্ন হইতেছি, যাহা আমি (বর্তমানে) অনুভব করি এবং যাহা (ভবিষ্যতে) আশংকা করি, উহার মন্দ হইতে) পাঠ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ضَعْ يَدَكَ (উহার উপর হাত রাখিয়া ...)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ঝাড়-ফুঁককারী রোগীর বেদনাক্রান্ত স্থানে হাত রাখিয়া এবং উহাতে মাসাহ করার দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতি ইহা উপদেশমূলক নির্দেশ। -(তাকমিলা ৪:৩৩২)

مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (যাহা আমি অনুভব করি এবং যাহা আশংকা করি)। অর্থাৎ ما اجده الان واحذر وقوعه فى المستقبل (যাহা আমি বর্তমানে অনুভব করি এবং যাহা ভবিষ্যতে আশংকা করি)। -(তাকমিলা ৪:৩৩২)

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে এইরূপ শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা-এর বিবরণ

(৫৬০৯) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَىَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا". قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.

(৫৬০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হালাফ আল-বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবুল আলা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উছমান বিন আবুল আস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও কিরাআতের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া আমার জন্য এলোমেলো করিয়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ঐটা এক (শ্রেণীর) শয়তান যাহার নাম 'খিনযিব'। যখন তুমি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিবে তখন তাহার কবল হইতে রক্ষার জন্য اعوذ بالله (আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়

প্রার্থনা করিতেছি) পাঠ করিয়া তিনবার তোমার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করিবে। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমি তাহা করিলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَلْبِسُهَا عَلَيَّ (তাহা আমার জন্য এলোমেলো করিয়া দেয়)। অর্থাৎ يخلطها ويحدث لى الالتباس (তাহা এলোমেলো করিয়া দেয় এবং আমার জন্য সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করিয়া দেয়)। -(তাকমিলা ৪:৩৩৩)

خِنْزِبٌ (খিনযিব)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, خِنْزِبٌ শব্দটির خ বর্ণে যের ن বর্ণে সাকিন এবং ز বর্ণে যের ও যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, خ এবং ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা কাযী ইয়ায (রহ.) নকল করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, خ বর্ণে পেশ ও ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। যাহা ইবনুল আছীর (রহ.) 'নিহায়া' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন, তবে ইহা বিরল।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে ওয়াসওয়াসার অনুভব করিলে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করিয়া তিনবার বাম দিকে থু-থু নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। -(নওয়াভী ২:২২৪)

(৫৬১০) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ ثَلَاثًا.

(৫৬১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... উছমান বিন আবুল আস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সালিম বিন নূহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে ثَلَاثًا (তিনবার) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৬১১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৬১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... উছমান বিন আবুল আশ আছ-ছাকাফী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ... অতঃপর তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি রোগের ঔষধ রহিয়াছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৬১২) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

(৫৬১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মা'রূফ, আবূ তাহির ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ রহিয়াছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হইলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ (প্রত্যেক রোগের ঔষধ রহিয়াছে)। الدواء শব্দটির د বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ما يعالج به (যাহা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়)। আর কখনও د বর্ণে যের দ্বারা পঠিত হয়। ইহা لغة الكلابيين এ ব্যবহৃত। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলিয়াছেন। প্রয়শঃ এমন প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক রোগের চিকিৎসা করা হয়, অথচ নিরাময় হয় না। ইহার জবাবে কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, নিরাময় না হওয়াটা যথাযথ ঔষধ নির্বাচন না জানার কারণে হইয়া থাকে। ঔষধ না থাকার কারণে নহে। অনুরূপ রোগসমূহ যাহার সম্পর্কে বলা হয় ইহার কোন চিকিৎসা নাই, ইহাও চিকিৎসার পদ্ধতি না জানার কারণে। এই নহে যে, ঔষধ বিদ্যমান নাই।

فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (সুতরাং যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হইলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগ নিরাময় হয়)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হাদীছের অর্থ হইতেছে আল্লাহ তা'আলা যখন শিফা দেওয়ার ইচ্ছা করেন তখন সঠিক ঔষধ প্রয়োগ জানাইয়া দেন। আর যখন ধ্বংসের ইচ্ছা করেন তখন সঠিক ঔষধ সম্পর্কে অবহিত করা হয় না।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে ইশারা করা হইয়াছে যে, চিকিৎসা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। ইহা জমহুরে সালাফ ও খালাফ (রহ.)-এর মাযহাব। আর সেই সকল সুফিগণের বিরুদ্ধে দলীল যাহারা বলেন, প্রত্যেক বস্তু তাকদীরে নির্ধারিত আছে। কাজেই চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। উলামায়ে কিরামের দলীল হইতেছে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ। আর তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলাই কর্তা। ফলে চিকিৎসাও আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীনে। অনেক হাদীছে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'সুনানু আবরাআ' গ্রন্থে উসামা বিন শুরাইক আছ-ছা'লবী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالوا يا رسول الله! انتداوى؟ فقال نعم يا عباد الله! بداووا. فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন কতিপয় বেদুঈন আসিল। অতঃপর তাহারা আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি চিকিৎসা করিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দারা! নিশ্চয় মহান ও গৌরবময় আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই। তবে উহার জন্য শিফাও উদ্ভাবন করিয়াছেন একটি মাত্র রোগ ছাড়া। তাহারা আরয করিলেন, উহা কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ বার্ধক্য)। -(তাকমিলা ৪:৩৩৪)

(৫৬১৩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً".

(৫৬১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মারূফ ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... আসিম বিন উমর বিন কাতাদা (রহ.) বর্ণনা করেন যে, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) আল-মুকাননা' (রহ.)কে রোগ শয্যায় দেখিতে গেলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি শিংগা না লাগানো পর্যন্ত আমি উঠিব না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নিশ্চয় ইহাতে নিরাময় রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

المساقات অধ্যায়ে حل اجرة الحجامة অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বাংলা ১৫তম খণ্ডে।

(৫৬১৪) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ. فَقَالَ يَا غُلَامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ. فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا. قَالَ وَاللّٰهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ. فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ". قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ". قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

(৫৬১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আসিম বিন উমর বিন কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) আমাদের কাছে আমাদের পরিবারে আসিলেন, তখন এক ব্যক্তি খুজলী-পাঁচড়ায় কিংবা যখমে অসুস্থ ছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তুমি কি অসুস্থতা বোধ করিতেছ? সে বলিল, আমার খুজলী পাঁচড়া আমার জন্য কঠোররূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি তখন (নিজ খাদিমকে) বলিলেন, হে বালক! আমার কাছে একজন শিংগা প্রয়োগকারী নিয়া আস। তখন সে (রোগী) তাঁহাকে বলিল, শিংগা প্রয়োগকারী দিয়া আপনি কি করিবেন? হে আবূ আবদুল্লাহ! আমি ইহাতে শিংগার নল লাগাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সে বলিল, আল্লাহ তা'আলার কসম! মাছি আমার দেহে বসিলে কিংবা কাপড়ের ঘষা আমার দেহে লাগিলে তাহাতেই আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার জন্য অসহ্য হইয়া পড়ে (তাই আমি শিংগার ব্যথা কি করিয়া সহ্য করিব?)। অতঃপর যখন তিনি ঐ বিষয়ে তাহার অসহিষ্ণুতা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের ঔষধ পত্রের কোন কিছুতে যদি কল্যাণ থাকিয়া থাকে তবে তাহা শিংগার নল, মধুর শরবত পান কিংবা আগুনের সেঁকে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আরও) ইরশাদ করিয়াছেন, (একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত) আগুনে সেঁক লাগাইয়া চিকিৎসা করা আমি পছন্দ করি না। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সে একজন শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) নিয়া আসিল। সে তাহার শিংগা লাগাইল ফলে তাহার অসুস্থতাবোধ দূর হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَشْتَكِي خُرَاجًا (সে খুজলী-পাঁচড়ায় অসুস্থতা বোধ করিতেছিল)। خُرَاجًا শব্দটির خ বর্ণে পেশ ر তাশদীদ-বিহীন غراب এর ওযনে পঠিত। ইহা হইল ورم قرح يخرج بالبدن (শরীরে উদগত স্ফীত ক্ষত, খোস-পাঁচড়া)। ইহা ভারবাহী পশু এবং অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের শরীরে বাহির হয়। বহুবচনে اخرجة এবং خرجان ব্যবহৃত হয়। -(তাজুল উরূস লি যুবায়দী, তাকমিলা ৪:৩৩৫)

أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا (আমি তাহাতে একটি শিংগার নল লাগাইতে চাই)। مِحْجَمًا শব্দটির م বর্ণে যের ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে সেই যন্ত্র যাহা শিংগা লাগানোর স্থানে লাগাইয়া (দুষিত রক্ত) চোষণ করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৩৫)

فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ (তাহা হইল শিংগার নল)। شَرْطَةِ শব্দটির ش বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ শিংগাবিদের ছেদনকৃত স্থানে যাহা লাগায় তথা নল। المشط এবং المحجم দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইল বৈদ্য শিংগা লাগানোর স্থলে লোহার তৈরী নল রাখিয়া যাহা দ্বারা চোষণ করিয়া রক্ত বাহির করে। -(তাকমিলা ৪:৩৩৫)

أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ (কিংবা মধুর শরবত পান)। এই সম্পর্কে আগত অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আলোচনা করা হইবে।

أَوْ لَـذْعَةٍ بِنَـارٍ (কিংবা আগুনের সেঁকে রহিয়াছে)। لذعة শব্দটির ل বর্ণে যবর ذ বর্ণে সাকিনসহ অতঃপর ع বর্ণে পঠিত। তাহা হইল مرة من لذع وهو الخفيف من حرق النـار (একবার গরম লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া। আর ইহা হইতেছে হালকাভাবে অগ্নিতে দগ্ধ করা)। আর অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার الـكـيّ (সেক, দাহন, দগ্ধকরণ দাগ) দ্বারা উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ইহা তায়ীদ সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও হয়। الشفاء في ثلاث، شـربة عسل وشـرطة محـجـم، وكيـة نـار (তিনটি বস্তুতে শিফা রহিয়াছে মধুর শরবত পান, শিংগার নল এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ)। সহীহ বুখারীর উপর্যুক্ত রিওয়ায়ত এবং আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وما احب ان اكـتـوى (আমি আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লইয়া চিকিৎসা করা অপছন্দ করি) কিংবা انهى امتى عن الـكـى (আমি আমার উম্মতকে আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়া দাগ দিতে নিষেধ করিতেছি)-এর মধ্যকার সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ দিয়া চিকিৎসার পদ্ধতি এবং তাহাতে নিরাময় লাভ হইলেও কিন্তু আমি তাহা পছন্দ করি না, আর না আমার উম্মতকে এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করিতে পরামর্শ দেই। কেননা, ইহাতে ক্ষতি ও ফ্যাসাদের আশংকা রহিয়াছে। তবে একান্ত প্রয়োজনে ইহা দ্বারা চিকিৎসা করা যাইতে পারে। -(তাকমিলা ৪:৩৩৬-৩৩৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫৬১৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

(৫৬১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শিংগা লাগাইবার বিষয়ে অনুমতি চাহিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শিংগা লাগাইয়া দেওয়ার জন্য আবূ তায়বা (রাযি.)কে নির্দেশ দিলেন। তিনি (আবূ যুবায়র) বলেন, আমার মনে হয় যে, তিনি (জাবির রাযি.) বলিয়াছেন যে, তিনি (আবূ তায়বা রাযি.) ছিলেন তাহার দুধ ভাই কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) সে ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শিংগা লাগাইবার বিষয়ে অনুমতি চাহিলেন)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (সাধারণ) চিকিৎসা গ্রহণ করা সমীচীন নহে। কেননা, ইহাতে কখনও তাহার হইতে তাহার উদ্দেশ্যের বিরোধী হইতে পারে। আর যখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত সম্পাদন করা যায় না তখন গায়রে তাকাররুবাত ক্ষেত্রে উত্তমভাবে অনুমতির প্রয়োজন হইবে। তবে যদি একান্ত জরুরী হয় যেমন মৃত্যু কিংবা অনুরূপ কিছুর আশংকা হয় তাহা হইলে অনুমতির প্রয়োজন হয়। কেননা, ইহা ওয়াজিবের পর্যায়ে নির্ধারিত হইয়া যায়। অধিকন্তু শিংগা লাগাইবার জন্য অপরের সহিত সরাসরি অনুশীলন করার প্রয়োজন হয়। তাই এই ব্যাপারে অনুমতি অত্যাবশ্যক হয় যাহাতে স্বামী এমন লোক নির্বাচন করিতে পারেন, যাহার সহিত সরাসরি অনুশীলন করা হালাল হয়। আর এই কারণেই তো রাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তায়বা (রাযি.)কে প্রেরণের কারণ উল্লেখ করিয়া দিলেন যে, তিনি তাহার দুধভাই ছিলেন কিংবা আবূ তায়বা (রাযি.) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। কেননা, আজনবী বৃদ্ধা মহিলা যদি একান্ত প্রয়োজনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে ডাকে তবে তাহার চিকিৎসা কর্মটি সম্পাদন করিয়া দেওয়া জায়িয আছে। কেননা ইহাতে দুইটি ক্ষতির হালকাটি গ্রহণ করা হয়।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুধভাই দুধ বোনের চেহারা ও হাতদ্বয়ের তালু ছাড়াও দেখা জায়িয আছে। কেননা, শিংগা লাগানো তো এতদুভয় ছাড়া কবজি এবং মাথা প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ৪:৩৩৬-৩৩৮)

(৫৬১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

(৫৬১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর কাছে একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। সে তাহার একটি ধমনী কাটিয়া দিল, অতঃপর উক্ত স্থানে (রক্ত বন্ধের জন্য) আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়া দাগ দিয়া দিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طَبِيبًا (চিকিৎসক, ডাক্তার)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করানো ঠিক নহে। -(তাকমিলা ৪:৩৩৯)

فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ (সে তাহার একটি ধমনী কাটিয়া দিল, অতঃপর উক্ত স্থানে (রক্ত বন্ধের জন্য) আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়া দাগ দিয়া দিল)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একান্ত প্রয়োজনে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা আগুনে পোড়ানো লোহার সেঁক দেওয়া জায়িয আছে। ইহা গযুয়ায়ে আহযাবের ঘটনা যেমন আগত (৫৬১৮নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫৬১৭) وَحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

(৫৬১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মনসূর (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি 'সে তাহার একটি ধমনী কাটিয়া দিল' বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৬১৮) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৬১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশ্‌র বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সুফয়ান (রহ.) বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আহযাব (খন্দক)-এর দিন উবাই (ইবন কা'ব রাযি.)-এর (হাতের) প্রধান ধমনীতে তীর বিদ্ধ হইল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অগ্নিদগ্ধ লোহা দিয়া দাগ দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رُمِيَ أُبَيٌّ (উবাই (রাযি.) তীর বিদ্ধ হইলেন)। أُبَيٌّ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ উবাই বিন কা'ব (রাযি.)। কতক ইহাকে বিকৃতভাবে أبى (همزه) বর্ণে যবর ب বর্ণে যের দ্বারা) পাঠ করে। ইহা ভুল। কেননা হযরত জাবির (রাযি.)-এর পিতা আহযাবের পূর্বে উহুদের দিন শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৪০)

عَلَى أَكْحَلِهِ (তাহার (হাতের) প্রধান ধমনীতে)। الاكحل শব্দটি الافضل এর ওযনে পঠিত। প্রসিদ্ধ ধমনী। আল্লামা খলীল (রহ.) বলেন, ইহা জীবন শিরা। কেহ বলেন, ইহাকে রক্তবাহিকা নাড়িও বলে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড হইতে যে নাড়ি শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন করে। কাজেই প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইহার শাখা রহিয়াছে। তবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ইহার পৃথক পৃথক নাম রহিয়াছে। তাই হাতের প্রধান ধমনী কর্তন হইলে রক্ত বন্ধ হয় না। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা একটিই শিরা, হাতে হইলে الاكحل, রানে হইলে النسأ এবং পিঠে হইলে الأبهر বলে। -(তাকমিলা ৪:৩৪০)

(৫৬১৯) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

(৫৬১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর (হাতের) প্রধান ধমনীতে তীর বিদ্ধ হইল। তিনি (রাবী জাবির রাযি.) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজ মুবারক হাতে একটি চাকু দিয়া তাহার শিরা কাটিয়া দাগ দিয়া দিলেন, তারপর উহা ফুলিয়া উঠিলে দ্বিতীয়বার দাগ দিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজ হাতে একটি চাকু দিয়া তাহার শিরা কাটিয়া দাগ দিয়া দিলেন)। অর্থাৎ كواه ليقطع دمه (অগ্নিতে পোড়ানো লোহা দিয়া কর্তিত স্থানে দাগ দিয়া দিলেন, যাহাতে উহার রক্ত বন্ধ হইয়া যায়)। মূলতঃ الحسم হইতেছে القطع (কর্তন)।

بِمِشْقَصٍ (চাকু দ্বারা)। আর ইহা হইতেছে سكين (চাকু, ছুরি) কিংবা مقراض صغير (ছোট কাঁচি, কর্তন যন্ত্র)। -(তাকমিলা ৪:৩৪১)

(৫৬২০) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

(৫৬২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর দারিমী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) শিংগা লাগাইলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন। আর একবার তিনি নাকে ঔষধের ফোঁটা নিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে المساقات অধ্যায়ে باب البيوع ,এ باب خارج الحجام এ গিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে الاجارة অধ্যায়ে حل اجرة الحجامة অধ্যায়ে باب ذكر الحجام এবং الطب অধ্যায়ে باب السعوط এ আছে। তাহা ছাড়া আরও ছয় স্থানে আছে। -(ঐ)

وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (আর শিংগা প্রয়োগকারীকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন)। المساقات অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী ছিলেন আবূ তায়বা (রাযি.)। উক্ত অধ্যায়ে শিংগা প্রয়োগকারীকে

পারিশ্রমিক প্রদান জায়িয হওয়ার ব্যাপারে باب حل اجرة الحجامة এ (৩৯১৮নং হাদীছ বাংলা মুসলিম ১৫তম খণ্ডের ১৪৪ পৃ.) বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪১)

وَاسْتَعَطَ (আর তিনি নাকে ঔষধের ফোঁটা নিলেন)। وَاسْتَعَطَ শব্দটি باب الافتعال এর ماضى এর সীগা। তাহা হইল السعوط (س বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) অর্থাৎ সেই ঔষধ যাহা নাকের মধ্যে ফোঁটা ঢালিয়া দেওয়া হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৪১)

(৫৬২১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لاَ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

(৫৬২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আমর বিন আমির আনসারী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মলিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগাইয়াছিলেন। আর তিনি (যথাযথ) পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে কাহারও প্রতি যুলুম করিতেন না।

(৫৬২২) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : জ্বর হইল জাহান্নামের তাপ, কাজেই পানি দিয়া উহাকে ঠাণ্ডা কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب الطب অধ্যায়ে এ আর بدء الخلق অধ্যায়ে باب صفة النار এ আছে। তাহা ছাড়া ইবন মাজা গ্রন্থে الطب الحمى من فيح جهنم অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪২)

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (জ্বর হইল জাহান্নামের তাপ)। الفيح (শব্দটির ف বর্ণে যবর ى বর্ণে সাকিনসহ পঠিত) এবং الفوح উভয় শব্দের অর্থ হইতেছে তীব্র তাপ, দ্যুতি ও আগুন। আর 'জ্বর জাহান্নামের তাপ' এই বাণীকে কতিপয় আলিম হাকীকতের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা করেন যে, জ্বরগ্রস্তের শরীরের অর্জিত অগ্নিশিখা (তাপ) জাহান্নামের একটি টুকরা। আল্লাহ তা'আলা উপযোগী কারণে ইহার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন, যাহাতে আল্লাহ তা'আলার বান্দারা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন জান্নাতের স্বাচ্ছন্দের আনন্দ ও স্বাদসমূহ শিক্ষা ও প্রমাণস্বরূপ এই জগতে প্রকাশ করা হয়। আর অপর কতিপয় আলিম বলেন, ইহাকে উপমা দানের উপর প্রয়োগ করেন। ইহার অর্থ হইতেছে, জ্বরের তাপ জাহান্নামের তাপের সাদৃশ্য। ইহা দ্বারা নফসসমূহকে জাহান্নামের অগ্নিশিখার তীব্রতার উপর সতর্ক করা উদ্দেশ্য। উভয় ব্যাখ্যা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা অপর একটি প্রবল সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যা রহিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী শারেহীনের ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করি নাই। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অযথার্থ নহে। আর তাহা হইল জ্বর গুনাহের শাস্তির এক প্রকার যাহা দুনইয়াতেই মুমিনগণের জীবদ্দশায় প্রদান করার ফলে ইহা আখিরাতে তাহার গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কাজেই ইহা জাহান্নামের শাস্তির একটি টুকরা হইবে যাহা মুমিনকে তড়িঘড়ি করিয়া দুন্ইয়াতেই দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে

আখিরাতে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে না হয়। যেমন বায্যার কর্তৃক হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত মরফু হাদীছ দ্বারা ইহা তায়ীদ হয়। উক্ত হাদীছে আছে الحمى حظ كل مؤمن من النار (জ্বর প্রত্যেক মুমিনের জন্য জাহান্নামের (শাস্তির একটি) ভাগ)। ইহার সনদ হাসান। -(মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২:৩০৬ পৃ.।) তিবরানী (রহ.) 'কবীর' গ্রন্থে আবূ রায়হানা (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم - وهى نصيب المؤمن من النار (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জ্বর জাহান্নামের তাপ। আর ইহা জাহান্নামের (শাস্তি) হইতে মুমিনগণের অংশ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৪২)

فَابْرُدُوهَا (কাজেই পানি দিয়া উহাকে ঠাণ্ডা কর)। ابردو শব্দটির প্রথমে همزة الوصل এবং ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। কেননা, ইহা برد-يبرد হইতে ينصر-نصر এর ওযনে امر এর সীগা। ইহাই প্রধান সংরক্ষণ যাহা শারেহ নওয়াভী, কাযী ইয়ায, কুরতুবী, হাফিয ইবন হাজার (রহ.) প্রমুখ গ্রহণ করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, যবর বিশিষ্ট همزة القطع এবং ر বর্ণে যের দ্বারা الابراد হইতে পঠিত। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) প্রমুখ আল্লামা জাওহারী (রহ.) হইতে নকল করেন যে, ইহা لغة رُدَيْنَة (রুদাইনা পরিভাষা)। বরং আল্লামা কুরতুবী ইহাকে অবশ্যই ভুল সংরক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রথম পরিভাষাই অধিক সহীহ। -(তাকমিলা ৪:৩৪২)

بِالْمَاءِ (পানি দিয়া ...)। আল্লামা মাযরী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, যুগের কতিপয় চিকিৎসক আলোচ্য হাদীছকে পানিতে গোসল কিংবা ডুব দেওয়ার মর্ম নিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, নাউযুবিল্লাহ। কেননা, যুগের চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছেন যে, জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তি ঠান্ডা পানি দিয়া গোসল করিলে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। অতঃপর আল্লামা মাযরী (রহ.) তাহার কথা খণ্ডন করিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো গোসল করার এবং ডুব দেওয়ার হুকুম করেন নাই। তিনি শুধু মাত্র ابردوها بِالْمَاءِ (পানি দিয়া উহা ঠান্ডা কর) ইরশাদ করিয়াছেন। উহা ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা বক্ষদেশে পানি ছিটাইয়া (মুছিয়া) দেওয়া মর্ম হইবে। যেমন আগত আসমা (রাযি.) বর্ণিত (৫৬২৮নং) হাদীছে আছে।

বস্তুতঃভাবে পানি ব্যবহারের পদ্ধতি বিভিন্ন। এমনকি গোসল কিংবা সন্তরণের পদ্ধতির ব্যাপারেও প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন যে, ইহা অনেক জ্বরগ্রস্তের জন্য উপকারী। ডাক্তার জালইউনুস (রহ.) স্বীয় حيلة البراء গ্রন্থের দশম প্রবন্ধে লিখেন, ولو ان رجلا شابا حسن اللحم خصب البدن - فى وقت القيظ وفى وقت منتهى الحمى - وليس فى احشاءه ورم - استحم بماء البارد او سبح فيه - لانتفع بذلك وقال نحن نأمر بذلك بلا توقف (আর যদি সুস্বাস্থ্য উর্বর (সুঠাম) দেহ বিশিষ্ট কোন যুবক ব্যক্তির জ্বরের চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং প্রচন্ড তাপের সময় তাহার নাড়িভূড়িতে কোন স্ফীতি (ফুলা, টিউমার) না থাকে, তাহা হইলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা কিংবা তাহাতে সন্ত রণ করিবার দ্বারা অবশ্যই উপকার হইবে। তিনি আরও বলেন, আমরা ইতস্তত করা ব্যতীত ইহার হুকুম করিব।)

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আবূ বকর আর-রাযী (রহ.) স্বীয় 'আল-কবীর' কিতাবে লিখেন : اذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين ولا ورم فى الجوف ولا فتق - ينفع الماء البارد شربا - وان كان العليل خصب البدن والزمان حار - وكان معتادا الاستعمال الماء البارد من خارج - فليؤذن فيه (যদি সে শক্তিশালী হয়, জ্বর খুব প্রচণ্ড হয়, পরিণত অবস্থায় বলিয়া প্রমাণিত হয়, উদরে কোন স্ফীতি (ফুলা, টিউমার) না থাকে এবং হার্নিয়া রোগও না থাকে তাহা হইলে ঠাণ্ডা পানি পান করার দ্বারা উপকার হইবে। আর যদি পীড়িত লোকটি উর্বর (সুঠাম) দেহ-বিশিষ্ট হয় এবং গ্রীস্মকাল হয়। আর সে দেহের বহির্ভাগে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে ইহার (গোসলের) অনুমতি দেওয়া যায়)। -(ইহা আল্লামা উবনুল কায়্যিম (রহ.) স্বীয় الطب النبوى গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন।)

প্রাচীন অনেক ডাক্তার ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় ঠান্ডা পানি অনেক প্রকার জ্বরের উপকার হয়। যেমন দিবা জ্বর (حمى اليوم), হৃদযন্ত্র স্পন্দিত হওয়ার জ্বর, পিত্ত সংক্রান্ত জ্বরসমূহ।

আর আধুনিক চিকিৎসকগণ সর্বসম্মত ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন যে, জ্বর দূর করার ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানির প্রভাব খুবই কার্যকর। তাহারা জ্বরগ্রস্তদের বক্ষদেশে পানি দিয়া মুছিয়া দেন কিংবা ভিজা বস্ত্রখণ্ড তাহার কপাল (ললাট)-এ রাখিয়া দেন; বরং বরফযুক্ত পানিতে তোয়ালে ভিজাইয়া তাহার সমস্ত দেহ মুছিয়া দেন। এই পদ্ধতি চিকিৎসার মাধ্যমে জ্বরের তীব্রতা দূরীকরণে খুবই উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, নিঃসন্দেহে পানি দ্বারা জ্বরের চিকিৎসার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ যথার্থ সহীহ। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যেকের জন্য সমীচীন যে, জ্বরের প্রকারভেদ নির্ণয়ে ব্যবস্থা দানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হইবে। আর তাহার চিকিৎসা মোতাবিক নিজ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করিবে।

আর কোন কোন সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, فابردوها بماء زمزم (তাই যমযমের পানি দিয়া তোমরা ইহাকে ঠাণ্ডা কর)। -(আহমদ, নাসাঈ ও ইবন হিব্বান নকল করিয়াছেন)। আর ইবন হিব্বান (রহ.) ধারণা করেন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের مطلق (ব্যাপক) রিওয়ায়ত এই مقيد (বন্দীত্ব)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। সুতরাং জ্বর যমযমের পানি ব্যতীত ঠাণ্ডা হইবে না। তাহার অনুসরণে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, যমযমের পানির শর্তায়িত রিওয়ায়তখানা বিশেষভাবে মক্কাবাসীগণের জন্য সম্বোধিত। কেননা, তাহারা যমযমের পানি সহজে লাভ করিতে পারে। আর ইহাতে এমন বরকত রহিয়াছে, যাহা অন্যান্য পানির মধ্যে নাই। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের مطلق (ব্যাপক) হাদীছ মক্কাবাসীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৪২-৩৪৪)

(৫৬২৩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, জ্বরের প্রচন্ডতা জাহান্নামের তাপ হইতে। কাজেই পানি দিয়া তোমরা উহাকে ঠাণ্ডা কর।

(৫৬২৪) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপ হইতে, সুতরাং তোমরা উহাকে পানি দিয়া নিভাইয়া দাও।

(৫৬২৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাকাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.)

হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপ হইতে, কাজেই তোমরা উহাকে পানি দিয়া নিভাইয়া দাও।

(৫৬২৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপ হইতে, কাজেই তোমরা উহাকে পানি দিয়া ঠাণ্ডা কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الخلق অধ্যায়ে باب صفة النار وانها مخلوقة এ- এবং الطب অধ্যায়ে باب الحمى من فيح جهنم এ- আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪৫)

(৫৬২৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৬২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৬২৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ". وَقَالَ "إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

(৫৬২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আসমা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার কাছে জ্বরগ্রস্ত কোন মহিলাকে নিয়া আসিলে তিনি পানি আনিতে বলিতেন। অতঃপর উহা তাহার বক্ষদেশে ঢালিয়া দিতেন এবং বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : উহা পানি দিয়া ঠাণ্ডা কর। তিনি আরও বলিয়াছেন : উহা জাহান্নামের তাপ হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ فَاطِمَةَ (ফাতিমা (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির বিন যুবায়র বিন আল-আওয়াম (রহ.)। তিনি হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মাদানিয়া তাবেঈয়া ছিকাহ ছিলেন। তিনি তাহার স্বামী হিশাম হইতে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। -(তাহযীব ১২:৪৪৪) -(তাকমিলা ৪:৩৪৫)

عَنْ أَسْمَاءَ (আসমা (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে الحمى من فيح جهنم অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে الطب অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪৫)

بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ (জ্বরগ্রস্তা কোন মহিলাকে)। الْمَوْعُوكَة অর্থাৎ المحمومة (জ্বরগ্রস্তা)। কোন ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হইলে وُعِكَ المرء (مجهول রূপে) বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৪৫)

(৫৬২৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ "أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৬২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, "তাহার (জ্বরগ্রস্তার) ও তাহার কামিসের গিরেবানের মধ্যস্থলে পানি ঢালিয়া দিতেন।" আর রাবী আবূ উসামা (রাযি.) "উহা জাহান্নামের তাপ হইতে" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। আবূ আহমদ (রহ.) বলেন, ইবরাহীম বিন সুফয়ান (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাসান বিন বিশর (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। (তিনি বলেন) আমাদের নিকট আবূ উসামা (রাযি.) এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৬৩০) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

(৫৬৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... আবাইয়া বিন রিফা'আ (রহ.)-এর সূত্রে তাহার দাদা রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নিশ্চয়ই জ্বর জাহান্নামের বিস্ফোরণ হইতে (সৃষ্ট)। সুতরাং তোমরা উহাকে পানি দিয়া ঠাণ্ডা কর।

(৫৬৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ". وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ "عَنْكُمْ". وَقَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.

(৫৬৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না, মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নিশ্চয়ই জ্বর জাহান্নামের বিস্ফোরণ হইতে (সৃষ্ট)। কাজেই তোমাদের উপর হইতে উহাকে পানি দিয়া ঠাণ্ডা কর। তবে রাবী আবূ বকর (রহ.) عَنْكُمْ (তোমাদের উপর হইতে) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি (আবাইয়া রহ.) বলেন, রাবী রাফি' বিন খাদীজ (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন।

(৫৬৩২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لاَ تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ "لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

(৫৬৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতার সময়ে তাঁহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলাম। তিনি তখন ইশারায় বলিলেন যে, আমার মুখে ঔষধ ঢালিও না। আমরা (পরস্পর) বলিলাম, ইহা ঔষুধের প্রতি রোগীর বিতৃষ্ণার কারণ। (কাজেই ইহার উপর আমল করা জরুরী নহে)। অতঃপর যখন তিনি সচেতন হইলেন, তখন বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া হইবে– তবে আব্বাস (রাযি.) ব্যতীত। কারণ তিনি তোমাদের সহিত শরীক ছিলেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب مرض النبى المغازى অধ্যায়ে এ باب قتل الرجل المرأة الديات অধ্যায়ে এ এবং باب اللدود الطب অধ্যায়ে এ, صلى الله عليه وسلم وفاته আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪৭)

لَدَدْنَا (আমরা ঢালিয়া দিলাম)। অর্থাৎ আমরা তাঁহার অনিচ্ছায় মুখের এক পার্শ্বে ঔষধ ঢালিয়া দিলাম। আর اللدود শব্দটির ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ সেই ঔষধ যাহা রোগীর মুখের দুই পার্শ্বের কোন এক পার্শ্বে ঢালিয়া দেওয়া হয়। আর اللدود কর্মটি বুঝাইতে ل বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। -(তাকমিলা ৪:৩৪৭)

فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِى (তখন তিনি ইশারায় বলিলেন যে, আমার মুখে ঔষধ ঢালিও না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বোধগম্য ইশারা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত আদেশ-নিষেধের হুকুমের ন্যায় গৃহীত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণে নিষেধ না করা সত্ত্বেও এই স্থলে ঔষধ মুখে ঢালিয়া দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার সর্বাধিক সহীহ কারণ হইতেছে যে, তাঁহার অসুস্থতায় মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া অনুকূলে ছিল না। কেননা, আহলে বায়ত ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির স্ফীতি ও প্রদাহ জনিত রোগ (pleurisy) এ আক্রান্ত। ফলে তাহারা তাঁহাকে সেই উপযোগী চিকিৎসা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ذات الجنب (ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির স্ফীতি ও প্রদাহজনিত রোগ) ছিল না। অনুরূপই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহকীক করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩৪৭)

لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ (তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া হইবে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, যাহা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য, যাহাতে তাহারা অনুরূপভাবে রোগীর সেবা না করে। কাজেই ইহা শিষ্টাচার শিক্ষাদান ছিল। কিসাস ছিল না আর না প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল। ইহাই স্পষ্ট। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের স্বভাব ছিল না; বরং তিনি ক্ষমা এবং মার্জনা করিয়া দিতেন। -(তাকমিলা ৪:৩৪৮)

(৫৬৩৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ "عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ".

(৫৬৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... উকাশা বিন মিহসান-এর বোন উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার এক ছেলে, যে তখনও (দুধ ব্যতীত অন্য) খাদ্যদ্রব্য আহার করিবার বয়সে পৌঁছে নাই। তাহাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গেলাম। শিশুটি তাঁহার গায়ে পেশাব করিয়া দিল। তিনি পানি আনাইলেন এবং হালকাভাবে ধৌত করিয়া নিলেন। তিনি (উম্মু কায়স রাযি.) বলেন, আমি আর একবার আমার এক ছেলেকে নিয়া তাঁহার খেদমতে গেলাম− যাহার গলদেশে ব্যথার কারণে আমি তাহার প্রদাহ (নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া দিয়া) নিরাময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ন্যাকড়ার এই প্রক্রিয়ায় তোমাদের

সন্তানদের গলদেশের ব্যথার চিকিৎসা কর কেন? (বরং) তোমরা হিন্দুস্তানী চন্দন ব্যবহার করিবে। কেননা, উহাতে সাতটি (রোগের) উপশম রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটি ذَاتُ الْجَنْبِ (ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির প্রদাহঘটিত রোগ, **pleurisy**) এ গলা ব্যথায় হিন্দুস্তানী চন্দন নাকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিতে দিবে। আর ذات الجنب (গলা ব্যথা)-এ চোয়ালের এক পাশ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (উম্মু কায়স বিনত মিহসান রাযি.)। مِحْصَنٍ শব্দটির م বর্ণে যের ص বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কেহ বলেন, তাহার নাম أمية (উম্মিয়্যাহ)। তিনি মক্কা মুকাররমা প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারিণী। তিনি বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিজরত করিয়াছিলেন। তিনি উকাশা বিন মিহসান-এর বোন।

তাহার হইতে বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب السعوط بالقسط الهندى والبحرى ও باب ذات الجنب এবং باب العذرة- باب للدود এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الطب অধ্যায়ে এবং তিরমিযী الطهارة অধ্যায়ে আছে। আর এই হাদীছ আংশিক সহীহ মুসলিম শরীফের باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله এর মধ্যে গিয়াছে– ৬ষ্ঠ খণ্ড বাংলা মুসলিম। -(তাকমিলা ৪:৩৪৮)

فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ (তিনি পানি আনাইলেন এবং উহা ছিঁটাইয়া দিলেন)। الطهارة অধ্যায়ে ইহার ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে যে, হানাফীগণের মতে এই স্থানে الرش (ছিঁটাইয়া দেওয়া) দ্বারা الغسل الخفيف (হালকাভাবে ধৌত করা) মর্ম। -(তাকমিলা ৪:৩৪৯)

قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (যাহার গলদেশে ব্যথার কারণে আমি তাহার (নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া দিয়া) প্রদাহ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম)। الْعُذْرَةِ শব্দটির ع বর্ণে পেশ ذ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহার অর্থ وجع فى الحلق (গলা ব্যথা)। আর ইহাকেই سقوط اللهات (আলজিহ্বা অকৃতকার্যতা) বলে। আর কেহ বলেন ইহা اللهاة (আলজিভ)-এর নাম। আর আলজিভের নামে উহার ব্যথার নামকরণ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, ইহা হইল আলজিহ্বার নিকটবর্তী স্থান। আর اللهات শব্দটির ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে اللحمة التى تكون فى اقصى الحلق (একটি গোশতের টুকরা যাহা কণ্ঠনালীর সর্বোচ্চে থাকে) তথা আল জিহ্বা, আলজিভ। অনুরূপ ব্যাখ্যাই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:১৬৭ পৃষ্ঠায় করিয়াছেন।

আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) 'নিহায়া' গ্রন্থে ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, وجع فى الحلق يهيج من الدم (রক্ত তরাঙ্গায়িত হইয়া কণ্ঠনালীতে সৃষ্ট ব্যথা)। আল্লামা আয-যাহাবী (রহ.) স্বীয় الطب النبوى গ্রন্থে বলেন, العذرة হইতেছে وجع الحلق (গলা ব্যথা)।

আর الاعلاق হইল علاج العذرة بالعلاق (علاق শব্দটির ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে বাক্যটির অর্থ: গলা ব্যথায় নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া ঢুকাইয়া জমাট রক্ত বাহির করিয়া প্রদাহের চিকিৎসা করা) আর তাহা হইল غمز اللهاة بالاصبع (আঙ্গুল দিয়া আল-জিহবা খোঁচা মারা)। আর মদীনাবাসীগণ কণ্ঠনালীতে আঙ্গুল ঢুকাইয়া খোঁচা মারিয়া গলা ব্যথার চিকিৎসা করিত কিংবা ভালোভাবে পাকানো বস্ত্রখণ্ড (ন্যাকড়া) রোগীর নাসারন্ধ্রে ঢুকাইয়া খোঁচা দেওয়ার মাধ্যমে জমাট বদ্ধ রক্ত গলাইয়া প্রবাহিত করিয়া দেওয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিত। আর ইহাকেই دغرا-عزا-غمزا-اعلاقا এবং غدرا বলে। -(তাকমিলা ৪:৩৪৯)

عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ অর্থাৎ على ما تدغرن؟ (ন্যাকড়ার এই প্রক্রিয়ায় গলদেশের ব্যথার চিকিৎসা কর কেন?)। الهاء বর্ণটি وقف এর জন্য ব্যবহৃত। আর الدغر হইল غمز الحلق (কণ্ঠনালীতে খোঁচা মারা)। যেমন ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৪৯)

عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ (তোমরা (বরং) হিন্দুস্তানী চন্দন ব্যবহার করিবে)। ইহাকে القسط (ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে কুস্ত) এবং الكست (কুস্ত) বলে। আর এইখানে তিন প্রকারের বস্তু রহিয়াছে। একটি অপরটির সহিত সংমিশ্রণ সমীচীন নহে।

এক. العود الهندى العطرى (হিন্দুস্তানী আতরী চন্দন) যাহা البخور (ধূপ, লোবান) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে উর্দু ভাষায় اگر (আগর) বলে। ইহা হইল প্রসিদ্ধ সুগন্ধি, সুবাস। ইহার সহিত আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত العود الهندى (হিন্দুস্তানী চন্দন)-এর কোন সম্পর্ক নাই। আর ইহা গলা ব্যথায় উপকারীও নহে; বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি করিবে। যেমন এই বিষয়ে শায়খ কাশ্মীরী (রহ.) 'ফয়যুল বারী' গ্রন্থের ৪:৩৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

দুই. قسط اظفار (কুস্ত আযফার) ইহাকে الكُست (কুস্ত)ও বলে। ইহার ব্যাখ্যা الطلاق অধ্যায়ে বাংলা ১৪-৩ম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। আর ইহাকে اظفار الطيب (আযফারে তীব)ও বলে এবং ইহা উর্দু ভাষায় نخ বলে। ইহাও এক প্রকার সুগন্ধি, সুবাস। এই হাদীছে ইহাও মর্ম নহে।

তিন. العود الهندى (হিন্দুস্তানী চন্দন)। ইহাই এই হাদীছের মর্ম। হিন্দুস্তানী চন্দন হইতেছে ভারত উপমহাদেশে উৎপাদিত কুস্ত উদ্ভিদের শিকড়সমূহের কর্তিত কাষ্ঠ খণ্ডসমূহ। বিশেষভাবে ইহা কাশ্মীর ও চীনের শহরসমূহে হয়। ইহার মধ্যে এক প্রকার কস্ত সাদা রঙের হয় আর এক প্রকার কালো রঙের হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীগণ এতদুভয় কুসত নদী পথে জযীরাতুল আরবে আমদানী করিত। এই জন্যই ইহার নাম القسط البحرى (আল-কুসতুল বাহরী তথা সামুদ্রিক চন্দন) বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন ইহার নাম القسط الهندى এবং العود الهندى হইয়াছে। আর কখনও সাদা চন্দনকে القسط البحرى কিংবা القسط العربى বলা হয় এবং কালো চন্দনকে القسط الهندى (হিন্দুস্তানী কুসত) বলা হয়।

আর এই القسط الهندى (হিন্দুস্তানী চন্দন)কে উর্দু ভাষায় كوت কিংবা كوتهـ বলে। আর ফারসী ভাষায় كوشنه এবং ইংরেজীতে **Costus** বলে। ইহা المفردات الطبية এর আসহাব (বিশেষজ্ঞগণ) উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহা দুই প্রকার (১) সুস্বাদু এবং (২) তিক্ত। তাহারা আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্য হইতে রহিয়াছে যে, ইহা বক্ষ-ব্যাধিসমূহে এবং কফ-শ্লেষ্মা রোগ-ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। অধিকন্তু পেটের গ্যাস এবং স্ফীতি-টিউমার ব্যাধিতে ব্যবহারে উপকারী বলিয়া প্রমাণিত। (বুস্তানুল মুফরাদাত ২২৯ পৃষ্ঠা ও কিতাবুল মুফরাদাত ৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৪:৩৪৯-৩৫০)

مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (উহার মধ্যে একটি ذَاتُ الْجَنْبِ)। ডাক্তার মাহমূদ নাযিম (রহ.) স্বীয় الطب النبوى والعلم الحديث গ্রন্থের ৩:২৭২ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আরবীগণের ব্যাপক পরিভাষা ছিল যে, তাহারা বক্ষের পার্শ্বদ্বয়ের প্রত্যেক ব্যথাকে ذات الجنب বলিয়া নামকরণ করিতেন। চাই ইহা স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগ **(nervous debility)** হউক কিংবা মাংস পেশী সংক্রান্ত রোগ হউক কিংবা ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির প্রদাহ ঘটিত রোগ **(Pleurisy)** হউক প্রভৃতি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৫০ সংক্ষিপ্ত)

يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ (গলা ব্যথায় হিন্দুস্তানী চন্দন নাকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিতে দিবে)। অর্থাৎ يستعمل استعاطا (নাকে টানিয়া নিয়া ব্যবহার করিবে) অর্থাৎ নাকের মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিবে। -(ঐ)

وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ (আর ذات الجنب -এ চোয়ালের এক পাশ দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।) অর্থাৎ রোগীকে তাহার মুখের এক পাশ দিয়া ঔষধ ঢালিয়া দিবে। ইহা দ্বারা রোগীকে ঔষধ পান করানোর পদ্ধতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যখন তাহার জন্য বসা সম্ভব না হয়। কিংবা যে স্বীয় হাতে ঔষধ পান করে কিংবা যখন ইহাতে তাহার প্রচন্ড ব্যথা জ্বলিয়া উঠে। আর এই অবস্থায় তাহার মুখের পাশ দিয়া একটু একটু করিয়া ঔষধ ঢালিয়া দিবে, যাহাতে তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ শ্বাসরূদ্ধ ব্যতীত গিলিয়া ফেলিতে সহজ হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৫১)

(৫৬৩৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونُسُ أَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "عَلاَمَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الإِعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ". قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً.

(৫৬৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রাযি.), তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির মহিলাগণের অন্যতম। আর তিনি হইলেন আসাদ বিন খুযায়মা সম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য উকাশা বিন মিহসান (রাযি.)-এর বোন। তিনি (উবায়দুল্লাহ রহ.) বলেন, তিনি (উম্মু কায়স রাযি.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি নিজ একটি ছেলেকে নিয়া যে তখনও (দুধ ব্যতীত অন্য) খাদ্যদ্রব্য আহার করিবার বয়সে পৌঁছে নাই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন। আর তখন তিনি সেই ছেলেটি গলা ব্যথা উপশমের উদ্দেশ্য পাকানো ন্যাকড়া নাসারন্ধ্রে ঢুকাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাবী ইউনুস (রহ.) বলেন, أَعْلَقَتْ অর্থ غَمَزَتْ অর্থাৎ গলদেশে ব্যথা কিংবা রক্ত জমাটের আশংকায় নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া ঢুকাইয়া প্রদাহ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি (উম্মু কায়স রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : তোমরা ন্যাকড়ার এই প্রক্রিয়ায় তোমাদের সন্তানদের (গলদেশের ব্যথার) চিকিৎসা কর কেন? তোমরা (বরং) এই হিন্দুস্তানী চন্দন তথা কুস্‌ত ব্যবহার করিবে। কারণ ইহাতে অবশ্যই সাতটি (রোগের) উপশম রহিয়াছে। উহার মধ্যে ذَاتُ الْجَنْبِ (ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির প্রদাহ ঘটিত রোগ) একটি। রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, তিনি (উম্মু কায়স রাযি.) আমাকে আরও জানাইয়াছেন যে, তাহার উক্ত ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে পেশাব করিয়া দিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনাইলেন এবং উহা তাহার পেশাবের উপর ঢালিয়া (হালকাভাবে ধৌত করিয়া) দিলেন, তবে উহাকে খুব গুরুত্বসহকারে ধৌত করিলেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা-এর বিবরণ

(৫৬৩৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ". وَالسَّامُ الْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ.

(৫৬৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান এবং সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) তাহাদের জানাইয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন : কাল দানায় সকল রোগের নিরাময় রহিয়াছে তবে 'আস-সাম, হইতে নহে, আর السَّامِ (-এর অর্থ) হইল মৃত্যু। আর الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ (কাল দানা) হইল শূনীয (কালজিরা)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا (আবূ হুরায়রা (রাযি.) তাহাদের উভয়কে জানাইয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الطب অধ্যায়ে باب الحبة السوداء এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الطب অধ্যায়ে باب ما جاء الحبة السوداء এবং باب ما جاء في الكمأة والعجوة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৫১-৩৫২)

إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ (নিশ্চয়ই কাল দানায় ...)। الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ হইল এক প্রকার শস্যবীজের চারা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর উহার শাখা-প্রশাখা হইতে নির্গত শস্যদানা। আর এই শস্যদানার বহির্ভাগ কালো এবং (ভিতরভাগের) শাঁস তথা মজ্জা সাদা হয়। ইহাকে মিসরের স্থানীয় ভাষায় حبة البركة এবং والكمون الاسود ইয়ামানী স্থানীয় ভাষায় القحطة ফরাসী ভাষায় الشونيز উর্দু ভাষায় كلونجى ইংরেজী ভাষায় **Black Cumin** এবং বাংলা ভাষায় 'কালজিরা' বলা হয়।

شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ (প্রত্যেক রোগের উপশম রহিয়াছে)। আল্লামা খাত্তাবী ও ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, এই বাণীটি العام المخصوص منه البعض (ব্যাপক হইতে কতককে খাসকৃত)-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, কেননা উদ্ভিদের মধ্য হইতে এমন কোন বস্তুর মেজাজ নাই যাহাতে এমন সকল বিষয় সমাবেত করে যাহা চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বভাবগতভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া এক ঔষধ সর্বক্ষেত্রে উপশমকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইবে ইহা এমন প্রতিটি রোগের উপশম যাহা ঠাণ্ডা হইতে সৃষ্ট হয়। ইহার তায়ীদে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, চিকিৎসকগণের বক্তব্য অনুসারে কালজিরার তুলনায় মধু সমস্ত রোগের উপশম হওয়ার অধিক উপযোগী। তাহা সত্ত্বেও ইহার কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই তো আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (ইহাতে লোকদের জন্য শিফা রহিয়াছে– সূরা নহল ৬৮)কে অধিকাংশ ও অধিকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছকেও ইহার উপরই প্রয়োগ করা উত্তম হইবে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার পর ইবন আবী জামরা (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের ব্যাপারে লোকেরা আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহারা ইহাকে ব্যাপক হইতে খাস করিয়াছেন এবং তাহারা চিকিৎসাবিদ ও অনুশীলনকারীগণের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সুস্পষ্ট যে, এই অভিমতের প্রবক্তা ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা, আমরা যদি চিকিৎসাবিদগণের সত্যায়ন করি, অথচ তাহাদের জ্ঞানের মূল বিষয় সাধারণত অভিজ্ঞতার দ্বারা হইয়া থাকে যাহার ভিত্তি হইতেছে প্রবল ধারণা। সুতরাং তাহাদের কথা গ্রহণ করা হইতে যিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না তাঁহার বাণী সত্যায়ন করা উত্তম।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) লিখেন, উপর্যুক্ত সম্ভাবনাদ্বয়ের প্রত্যেকটিই জায়িয ও গ্রহণযোগ্য। আর এতদুভয়ের কোনটিই বারণকৃত নহে। তবে الكل (সকল, প্রত্যেক, গোটা) শব্দটি الاكثر (অধিকাংশ)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, এই নীতি আরবী ভাষায় এবং শরয়ী নসসমূহে ব্যাপক প্রচারিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা 'সাবা' (ইয়েমেনের একটি প্রাচীন গোত্র)-এর সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে ইরশাদ করেন : وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (তাহাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে। -(সূরা নামল ২৩)

আর ইহাকে প্রকাশ্যের উপরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেমন ইবন আবী জামরা (রহ.) প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কাজেই এই অর্থ গ্রহণ করাও অবাস্তব নহে। কেননা, চিকিৎসকগণের বক্তব্য হইতেছে যে, তাহারা কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে কালজিরার উপকারীতা পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপকারীতা প্রমাণিত না হওয়ার দ্বারা বস্তুতভাবে উহা উপকারী না হওয়ার উপর প্রমাণ করে না। কেননা, অনেক যুগ অতিক্রম হইয়া গেলেও এমন অনেক বস্তু রহিয়াছে যাহার কার্যকারীতা চিকিৎসকগণ গবেষণার আওতায় আনিতে পারেন নাই। আর কে এই কথা বলিতে সক্ষম যে, চিকিৎসকগণ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী খুলিয়া দিয়াছেন? বরং বস্তুর মধ্যে নতুন নতুন গুণাগুণ আবিস্কার হইয়া যাইতেছে। আর তাহা অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কালজিরা সকল রোগের উপশম হওয়ার অর্থ হইল, তাহা সকল রোগের ক্ষেত্রে, সকল সময়ে এবং সর্বোপরি বিচেনাহীনভাবে ব্যবহার করা হইবে না; বরং তাহা কখনো এককভাবে আবার কখনও অন্য দ্রব্যের সহিত সংমিশ্রণ করিবে। আর কখনও চুর্ণ করিয়া ব্যবহার করা হইবে। কখনও চুর্ণ না করিয়া ব্যবহার করিবে। কিংবা অপরের সহিত মিশাইয়া অথবা পানির সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ ইহার ব্যবহার নির্দিষ্টভাবে নয়; বরং যে কোন উপায়ে রোগীর শারীরিক অবস্থাভেদে ইহার ব্যবহার করা হইবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ইবন সীনা (রহ.) আল কানূন গ্রন্থে কালজিরার উপকারীতা উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালজিরা শ্বাস-প্রশ্বাস রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে, কফ তরল করে, কোষ্টকাঠিণ্য ও গ্যাষ্টিকের সমস্যা দূর করে। যদি চুর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া ফুটানো পানির সহিত পান করা হয়, তবে তাহা পিত্ত-পাথর গলাইয়া দিতে সাহায্য করে, মূত্র পাতলা করে এবং স্রাব স্বাভাবিক রাখে। চুর্ণ করিয়া কাতান কাপড়ে বাঁধিয়া যদি নিয়মিত ঘ্রাণ নেওয়া হয় তাহা হইলে শ্লেস্মা নিবারণে অত্যন্ত কাজ করে। এক 'মিসকাল' সমপরিমাণ কালজিরা পানির সহিত মিশাইয়া পান করিলে তাহা শ্বাস কষ্ট দূর করিয়া দেহকে সতেজ করিয়া তোলে। সিরকার সহিত জাল দিয়া নিয়মিত কুলি করিলে দাঁত ব্যথা উপশম হয়। পুরাতন মাথা ব্যথায় কালজিরা খুবই উপকারী যখন ইহাকে একরাত্রি সিরকার মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া পরের দিন চুর্ণ করিবে এবং নাকে টানিয়া ঘ্রাণ নিবে কিংবা রোগী নাকের মধ্যে শ্বাসের সহিত নিয়া ঝাড়িবে। আর ইহা চোখের পানি পড়া নিবারণ করে এবং শক্তি বর্ধনে উপকারী। ইত্যাদি।

ইবন্ সীনা (রহ.)-এর পরবর্তীতে কতিপয় চিকিৎসক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তৈল ও লোবানের সহিত কালজিরার চর্বি মিশাইয়া পান করিলে হারানো যৌন-স্পৃহা পুনরায় লাভ হয়। কালজিরার চুর্ণিত বস্তু পরিমাণমত হেলেঞ্চা (এক প্রকার তিক্ত স্বাদযুক্ত জলজ শাক)-এর রসের সহিত মিশাইয়া মলম তৈরী করতঃ চুল পড়া স্থানে মালিশ করিবে। ইহাতে চুল পড়া রোধ হইবে। আর ইহা গরম দুধের সহিত পরিমাণমত পান করিলে নিদ্রাহীনতার উপশমে বিশেষ উপকারী।

ইহা উকুন নির্মুলে এবং প্রসব সহজের জন্য উপকারী। অধিকন্তু মাথা ঘোরা রোগ, কর্ণ রোগ, বক্ষব্যাধি, প্লেগ রোগী, চর্মরোগ, শেথ রোগ, শোথ রোগ, হাড়ভাঙ্গা, ক্ষতচিহ্ন ও ছ্যাঁচার দাগ, গিরা ব্যথায় উপকারী। আর ইহা রক্তের কোলেষ্টরল গলানোর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। তাহা ছাড়া আরও অনেক রোগে উপকারী। আর এই সকল ফায়দা (উপকার)সমূহ চিকিৎসার পদ্ধতিসহ ডাক্তার মুহাম্মদ ইজ্জত (রহ.) স্বীয় معجزات الشفاء গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৫২-৩৫৩ সংক্ষিপ্ত)

السَّامُ (মৃত্যু) শব্দটি همزه ব্যতীত পঠিত। আর ইবন মাজা গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে الا ان يكون الموت (তবে ইহা যদি মৃত্যু (রোগ) হয়)। ইহা السام এর তাফসীর। -(তাকমিলা ৪:৩৫৪)

الشُّونِيزُ (শুনীয) শব্দটি ش বর্ণে পেশ দ্বারা। আর কেহ বলেন, যবর দ্বারা পঠিত। আর ইহাকে الشينيز ও বলে। ইহা তাহার ফারসী নাম। বলা হয় যে, ইহা মূলতঃ شش هينز ছিল। -(তাকমিলা ৪:৩৫৪)

(৫৬৩৬) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلِ الشُّونِيزُ.

(৫৬৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির, হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী উকায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী সুফয়ান ও ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ (কালজিরা) রহিয়াছে তিনি (তাহার ব্যাখ্যায়) الشُّونِيزُ (শূনীয) বলেন নাই।

(৫৬৩৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ دَاءٍ إِلاَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلاَّ السَّامَ ".

(৫৬৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এমন কোনও রোগ নাই কালজিরায় যাহার উপশম নাই। তবে মৃত্যু (রোগ) ব্যতীত।

بَابُ التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালবীনা (সাগুবালি, তরল হালুয়া) রোগীর অন্তর প্রশান্ত করে-এর বিবরণ

(৫৬৩৮) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ ".

(৫৬৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লাইছ বিন সা'দ (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার রীতি ছিল যখন তাঁহার পরিবারের কেহ ইনতিকাল করিত এবং সেই উপলক্ষে মহিলাগণ সমবেত হইত। অতঃপর পরিবারের লোকজন ও বিশিষ্ট (আত্মীয়-স্বজন) ব্যতীত অন্যান্যরা চলিয়া যাইত, তখন তিনি ছোট এক ডেক তালবীনা (হালুয়া) রান্না করার

নির্দেশ দিতেন। তাহা রান্না করা হইত; তারপর 'সারীদ' তৈরী করিয়া 'তালবীনা' উহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইত। অতঃপর তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিতেন, ইহা হইতে তোমরা আহার কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, 'তালবীনা' রোগীর অন্তর (পাকস্থলীর শির) প্রশান্ত করে এবং বিষণ্নতা কিছুটা দূরীভূত করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب التلبينة এবং الاطعمة অধ্যায়ে باب التلبينة للمريض এ আছে। আর ইবন মাজা শরীফে الطب অধ্যায়ে باب التلبينة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৫৫)

أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ (তিনি এক ডেক তালবীনা রান্না করার নির্দেশ দিতেন)। بُرْمَة শব্দটির ب বর্ণে পেশ ر বর্ণ সাকিনসহ পঠনে অর্থ ছোট ডেক (ডেকচি, রান্নার হাঁড়ি)-(তাকমিলা ৪:৩৫৫)।

مِنْ تَلْبِينَةٍ (তালবীনা) تَلْبِينَة শব্দটির ت বর্ণে যবর ل বর্ণে সাকিন এবং ب বর্ণে যেরসহ পঠিত। আর কখনও ইহাকে ها ব্যতীত تلبين বলা হয়। আল্লামা আল আসমায়ী (রহ.) বলেন, ইহা এক প্রকার তরল খাবার (হালুয়া, সুপ) যাহা আটা কিংবা আটার ভূষির সহিত মধু কিংবা দুধ মিশ্রিত করিয়া তৈরী করা হয়। শুভ্রতা ও কোমলতার দিক দিয়া দুধ সাদৃশ্য হওয়ার কারণে ইহাকে 'তালবীনা' নামকরণ করা হইয়াছে। আর ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, দুধ মিলাইয়া তৈরী করার কারণে 'তালবীনা' নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল বারী ১০:১৪৬)-(তাকমিলা ৪:৩৫৫ সংক্ষিপ্ত)

مَجَمَّةٌ (প্রশান্ত) শব্দটির م এবং ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ইহা مصدر ميمى হইয়া ذب- يجم- جمّ (যেমন يذب) হইতে اسم الفاعل এর সীগা। আর এই শব্দটির م বর্ণে পেশ এবং ج বর্ণে যেরসহ পঠনেও বর্ণিত হইয়াছে। আর এই পদ্ধতিতে الاجمام হইতে اسم فاعل এর সীগা। আর الجمّ এবং الاجمام এতদুভয়ের অর্থ الاراحة (প্রশান্তি)।

আল্লামা الموفق البغدادى (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত الفؤاد (অন্তর) দ্বারা راس المعدة (পাকস্থলীর প্রধান অংশ) মর্ম। কেননা, বিষণ্ন অন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শুষ্কতায় সমাবৃত করিয়া দুর্বল করে এবং বিশেষভাবে অল্প খাদ্য গ্রহণের কারণে পাকস্থলীকে দুর্বল করিয়া দেয়। ফলে তরল খাবার (হালুয়া, সুপ) ইহাকে সজীব, খাদ্য গ্রহণ এবং সামর্থ্যবান করিয়া তোলে। অনুরূপ ইহা রোগীর অন্তরকেও কার্যকর করে। কিন্তু রোগীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার পাকস্থলীতে তিক্ত, শ্লেষ্মা কিংবা দুষিত রস সমবেতভাবে মিশ্রিত থাকে। তাই এই হালুয়া পাকস্থলী হইতে উহা বিতাড়িত করে। -(ফতহুল বারী)

নাসায়ী শরীফে সংকলিত হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত মারফু হাদীছ দ্বারা ইহার তায়ীদ হয়। উক্ত হাদীছে আছে (والذى نفس محمد بيده انه (اى التلبينة) لتغسل بطن احدكم كما يغسل احدكم الوسخ عن وجهه بالماء (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) জান যাঁহার কুদরতী হাতে রহিয়াছে তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি নিশ্চয়ই হালুয়া তোমাদের কাহারও পেট এমনভাবে ধৌত করিয়া দিবে যেমন তোমাদের কেহ তাহার চেহারার ময়লা পানি দ্বারা ধৌত করে)।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি التلبينة (হালুয়া)কে البغيض النافع (অপছন্দনীয় হিতকর) নামকরণ করিয়াছিলেন। আর এই নামে তিনি নাম করণের কারণ হইতেছে যে, রোগীর জন্য হিতকর হওয়া সত্ত্বেও সে উহাকে অপছন্দ করে, যেমন অন্যান্য ঔষধকে অপছন্দ করে। -(তাকমিলা ৪:৩৫১-৩৫২)

بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মধু পান দ্বারা চিকিৎসা করা-এর বিবরণ

(৫৬৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اسْقِهِ عَسَلاً". فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ "اسْقِهِ عَسَلاً". فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ". فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

(৫৬৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, আমার ভাইয়ের দাস্ত হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। সে তাহাকে মধু পান করাইবার পর আসিয়া বলিল, আমি তাহাকে মধুপান করাইয়াছি কিন্তু তাহার দাস্ত আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি এইভাবে তাহাকে তিনবার বলিলেন। অতঃপর লোকটি চতুর্থবার আসিয়া বলিলে, তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। লোকটি বলিল, অবশ্যই আমি তাহাকে মধু পান করাইয়াছি কিন্তু দাস্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলাই সত্য বলিয়াছেন। তোমার ভাইয়ের পেটে অভিযোগ সত্য নহে। অতঃপর পুনরায় তাহাকে পান করাইলে সে সুস্থ হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب دواء المبطون এবং باب الدواء بالعسل এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الطب অধ্যায়ে باب ما جاء فى التداوى بالعسل এর মধ্যে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৫৬)

اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (তাহার দাস্ত হইতেছে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে اسْتَطْلَقَ শব্দটির ت বর্ণে পেশ ل বর্ণে যেরসহ পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সেই মতে ইহা مبنى للمجهول হইবে। অর্থাৎ كثر خروج ما فيه (পেটে যাহা আছে তাহা অধিক বাহির হইয়া যাইতেছে) ইহা দ্বারা الاسهال (পাতলা পায়খানা, দাস্ত, উদরাময়) বুঝানো উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ৪:৩৫৬)

اسْقِهِ عَسَلاً (তাহাকে মধু পান করাও)। ইহার উপর কতিপয় নাস্তিক আপত্তি করিয়াছে যে, মধু হইতেছে জোলাপ। কাজেই যেই ব্যক্তির দাস্ত হইতেছে তাহাকে ইহা কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে? উত্তর হইতেছে ইহার প্রবক্তা মূর্খতার পরিচয় দিয়াছে। কেননা, চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য যে, একই রোগের চিকিৎসা বিভিন্ন হইয়া থাকে রোগীর বয়স, স্বভাব, কাল, খাদ্য, পছন্দনীয়, ব্যবস্থাপনা এবং জন্মগত স্বভাবের শক্তি সামর্থ্য বিভিন্ন হওয়ার কারণে। আর দাস্ত বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট হয় এবং ইহার প্রকারও অনেক। আর চিকিৎসার পদ্ধতিও এই সকল প্রকারসমূহের প্রতিটি প্রকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। চিকিৎসকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, দাস্ত যাহা বদহজম কিংবা নাড়ীভূড়ি বিকৃতির কারণে সৃষ্টি হয় উহা মধুপানে উপশম হইবে। আল্লামা ডাক্তার আলাউদ্দীন আল-কাহ্‌হাল (জন্ম ৬৫০ মৃত্যু ৭২০) নিজ الاحكام النبوية فى الصناعة الطبية গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলোচ্য

হাদীছে উল্লিখিত ব্যক্তির দাস্ত বদহজমের কারণে সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মধুপান করাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই কারণেই আলোচ্য হাদীছ অন্য সূত্রে আগত (৫৬৪১ নং) হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে : عرب بطنه (তাহার বদহজম হইয়াছে) অর্থাৎ فسد هضمه واعلت معدته (তাহার বদহজম হইয়াছে এবং পাকস্থলী রুগ্ন হইয়াছে)।

বদহজম ও নাড়িভূড়ি বিকৃতি জনিত কারণে সৃষ্ট দাস্ত-এর চিকিৎসা মধুপানে উপকারী। ইহা প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকগণ স্বীকার করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩৫৬-৩৫৭ সংক্ষিপ্ত)

فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا (কিন্তু তাহার দাস্ত আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে)। মধু পান করাইবার পর যদি পাকস্থলী কিংবা নাড়িভূড়ি বিকৃতির কারণে সৃষ্ট দাস্ত বন্ধ হইত তাহা হইলে ইহা চিকিৎসার অংশ হিসাবে গণ্য করা হইত। আর রোগ যখন আরও বৃদ্ধি পাইল তখন লোকটি নিজ ধারণা মতে আতংকগ্রস্ত হইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওহী দ্বারা) জানিতেন যে, পরিশেষে ইহা দ্বারাই তাহার উপশম হইবে। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে ধারাবাহিকভাবে মধু পান করাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৫৭)

صَدَقَ اللّٰهُ (আল্লাহ তা'আলাই সত্য বলিয়াছেন)। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فيه شفاء للناس (ইহাতে লোকদের জন্য শিফা রহিয়াছে। –সূরা ......) এই আয়াতে فيه এর ه সর্বনামটি العسل (মধু)-এর প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইল যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী এই ঘটনায়ও অচিরেই সত্য প্রমাণিত হইবে। আর আয়াত এই কথার উপর প্রমাণ বহন করে না যে, মধু প্রত্যেক রোগের জন্য শিফা। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ شفاء (শিফা) শব্দটি نكرة (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) যাহা প্রতিষ্ঠিত করণ প্রসঙ্গে সংঘটিত। সুতরাং ইহা العموم (ব্যাপক)-এর উপর প্রমাণ করে না। আর আয়াতের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, মধু অনেক রোগে উপশমের জন্য কারণ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৫৭)

وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ (আর তোমার ভাইয়ের পেটের অভিযোগ সত্য নহে)। হিজাযবাসীগণ الكذب (মিথ্যা) শব্দটিকে الخطاء (ভুল)-এর স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ كذب بطن اخيك দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, নিশ্চয় এই ঔষধ তাহার জন্য উপকারী। আর রোগ স্থিতি থাকা ঔষধের ত্রুটির জন্য নহে; বরং তোমার ভাইয়ের পেট ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, ইহাতে বহু বিকৃত পদার্থ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। আর ঔষধ উপকারের জন্য পরিমাণ তো রোগের তীব্রতা ও লঘুত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়া থাকে। কাজেই রোগ যদি খুব তীব্র হয় তাহা হইলে অল্পকাল ঔষধ ব্যবহারে কোন উপকার হইবে না; বরং উপকারের জন্য পুনঃপুন এবং ধারাবাহিক ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পুনরায় মধু পান করাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৩৫৮)

فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (অতঃপর পুনরায় তাহাকে পান করাইলে সে সুস্থ হইয়া গেল)। فَبَرَأَ শব্দটির ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে হিজাযবাসীগণের পরিভাষায় قرأ এর ওযনে পঠিত। আর অন্যদের পরিভাষায় ر বর্ণে যের দ্বারা علم এর ওযনে পাঠ করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৫৮)

(৫৬৮০) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَخِى عَرِبَ بَطْنُهُ. فَقَالَ لَهُ "اسْقِهِ عَسَلًا". بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.

(৫৬৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন যুরারা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হইয়াছে (দাস্ত হইতেছে)। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। অতঃপর রাবী শুবা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَرِبَ بَطْنُهُ (তাহার পেট খারাপ হইয়াছে (দাস্ত হইতেছে))। عَرِبَ শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ فسد (খারাপ হওয়া, নষ্ট হওয়া, বিকৃত হওয়া, অকেজো হওয়া)। -(তাকমিলা ৪:৩৫৮)

بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা প্রভৃতির বিবরণ

(৫৬৪১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ "لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ".

(৫৬৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি উসামা বিন যায়দ (রাযি.)কে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্লেগ সম্পর্কে কি শ্রবণ করিয়াছেন? তখন তিনি (উসামা রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : প্লেগ একটি শাস্তি যাহা বনূ ইসরাঈল কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাহারও উপরে পাঠানো হইয়াছিল। কাজেই তোমরা কোন এলাকায় প্লেগের কথা শ্রবণ করিলে তথায় যাইও না। আর যখন কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দেয় আর তোমরা তথায় অবস্থানরত তখন তোমরা সেই স্থান হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না। রাবী আবূ নাযর (রহ.) বলিয়াছেন, শুধু পলায়নের উদ্দেশ্যে সেই স্থান হইতে বাহির হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (উসামা বিন যায়দ (রাযি.)কে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে,)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الطب অধ্যায়ে باب ما يذكر فى الطاعون এবং الانبياء অধ্যায়ে باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون এবং باب ما ذكر عن بنى اسرائيل فى الحبل এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الجنائز অধ্যায়ে باب ما جاء فى كراهة الفرار من الطاعون এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৫৮)

فِي الطَّاعُونِ (প্লেগ সম্পর্কে)। ইবন সীনা (রহ.) বলেন, "প্লেগ হইতেছে বিষাক্ত পদার্থ বিশিষ্ট ধ্বংসাত্মক স্ফীত যাহা দেহের কোমল, বগল, নোংরা গুপ্তাঙ্গ ও উরুর ভিতরের দিকের স্থানসমূহে সৃষ্টি হয়। আর ইহা অধিকাংশই বগলের নীচে, কানের পিছনে কিংবা নাকের ডগার নিকটবর্তী স্থলে হইয়া থাকে।"

الطَّاعُون শব্দটি অভিধানে فاعون এর ওযনে الطعن (আঘাত, খোঁচা, আক্রমণ) হইতে উদ্ভূত। বিশেষজ্ঞগণ ইহাকে মূল হইতে পরিবর্তন করিয়া এমন শব্দে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যাহা দ্বারা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক মৃত্যুর উপর

প্রমাণ বহন করে। আর আল্লামা আবূ বকর বিন আল আরাবী (রহ.) বলেন, (প্লেগ) হইল প্রভাবশালী যাতনা, যাহা জবাইকৃতের অনুরূপ রূহ চলিয়া যায়। -(ফতহুল বারী ১০:১৮০, তাকমিলা ৪:৩৫৯)

رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِى إِسْرَاءِيلَ (একটি শাস্তি যাহা বনূ ইসরাঈলের উপরে পাঠানো হইয়াছিল)। সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নুসখায় রাবীর সন্দেহসহ رِجْزٌ او عذاب বর্ণিত হইয়াছে। উভয় শব্দের বাংলা অর্থ শাস্তি। আর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে رجس ارسل على طائفة من بنى اسرائيل (একটি শাস্তি যাহা বনূ ইসরাঈলের একটি দলের উপরে পাঠানো হইয়াছিল)।

الرجس যদিও মূলতঃ অভিধানে النجاسة (নাপাকি, ময়লা) এবং الخبث (আবর্জনা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কখনো কখনো العذاب (শাস্তি) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (এমনি ভাবে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। –সূরা আল-আনআম ১২৫)।

সম্ভবতঃ আলোচ্য হাদীছে সেই ভোগান্তির দিকে ইশারা করা হইয়াছে যাহা বনূ ইসরাঈলকে গুনাহ সম্পাদনের কারণে মহামারী প্রদান করা হইয়াছিল। اسفار العهد القديم হইতে জানা যায় যে, তাহাদেরকে বহুবার প্লেগ-রোগ দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। আর সেই সকল প্রতিটি ঘটনাই আলোচ্য হাদীছের মর্ম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ইহা দ্বারা এইরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে যে, জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম বনূ ইসরাঈলকে প্লেগ রোগে সমাবৃত করিয়া কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। বরং অনেক রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, বনূ ইসরাঈলকে প্লেগের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে ফিরাউনের কওমকে প্লেগ (মহামারী) দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। তখন ফিরাউন হযরত মূসা (আ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিল : اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرجز الخ (আপনার রব্বের সমীপে আমাদের জন্য দু'আ করুন যাহা আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, অবশ্যই যদি আমাদের হইতে শাস্তি দূর করিয়া দেন)। ইহা سفر الخروج গ্রন্থের ৯:১-৭ পৃষ্ঠায়ও উল্লিখিত আছে। বরং উদ্দেশ্য যাহা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। নিশ্চয়ই প্লেগ (মহামারী) অধিকাংশই সীমালজ্ঘণকারী উম্মতসমূহের উপর শাস্তিস্বরূপ পতিত হইয়াছে। আর এই উম্মতে (মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হকে রহমত। কেননা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ان المطعون شهيد (নিশ্চয়ই প্লেগগ্রস্ত (মৃত্যুবরণকারী) শহীদ)। -(তাকমিলা ৪:৩৫৯-৩৬০ সংক্ষিপ্ত)

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ (কাজেই তোমরা কোন এলাকায় প্লেগের কথা শ্রবণ করিলে তথায় যাইও না)। ইহা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নহে। কেননা, ইহা সাধারণতঃ মুবাহ উপায়সমূহ অবলম্বন করা মাত্র। আর উপায়সমূহ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। -(তাকমিলা ৪:৩৬০)

فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ (তখন তোমরা সেই স্থান হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না)। কাযী ইয়ায (রহ.) প্রমুখ এক জামাআত সাহাবা (রাযি.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ করা জায়িয আছে। তাহাদের মধ্যে আবূ মূসা আশআরী, মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) রহিয়াছেন। আর তাবেঈনের মধ্যে আসওয়াদ বিন হিলাল ও মাসরূক রহিয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে কতিপয় বলেন, ইহা তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং স্থান ত্যাগ করা মাকরূহ, হারাম নহে। তাহাদের বিপরীতে এক জামাআত আলিম আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে প্লেগ আক্রান্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়াকে হারাম বলেন। আর এই অভিমতই শাফেয়ী মতাবলম্বী ও অন্যান্যের কাছে প্রাধান্য। আর ইহার তায়ীদ হইতেছে যে, স্থান ত্যাগ কারীর ব্যাপারে শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আহমদ এবং ইবন খাযীমা (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে হাসান সনদে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত হইয়াছে। উক্ত হাদীছের মধ্যে রহিয়াছে : قلت يا رسول الله! فما الطاعون؟ قال

غدة كغدة الابل-المقيم فيها كالشهيد-والنار من الزحف (আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্লেগ কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, উটের প্লেগের ন্যায় প্লেগ (মহামারী) হওয়া। এই এলাকায় অবস্থান করিয়া মৃত্যুবরণকারী শহীদের ন্যায়। আর পলায়নকারী হইতেছে জিহাদ হইতে পলায়নকারীর অনুরূপ। -(তাকমিলা ৪:৩৬০-৩৬১ সংক্ষিপ্ত)

لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ (শুধু পলায়নের উদ্দেশ্যে সেই স্থান হইতে বাহির হইবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কতক নুসখায় فِرَارٌ (পলায়ন) শব্দটি رفع (শেষ অক্ষরে পেশযুক্ত) হিসাবে আর কতক রিওয়ায়তে نصب (শেষ অক্ষরে যবরযুক্ত) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর উভয় পদ্ধতিই আরবী ভাষায় কানূন এবং অর্থের দিক দিয়া জটিল। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই রিওয়ায়ত আরবী ভাষাবিদদের কাছে দুর্বল এবং অর্থ প্রকাশের দিক দিয়া গোলযোগ রহিয়াছে। কেননা, বাক্যটির প্রকাশ্য অর্থ হইতেছে যে, পলায়নের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য সকল কারণে বাহির হওয়া নিষেধ। অথচ অন্য কারণে বাহির হওয়া নিষেধ নাই। ফলে বাক্যটির বিপরীত মর্ম হইতেছে, এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, ১ শব্দটি এই স্থানে রাবীর ভুল। সঠিক হইল ১ শব্দটি বিলুপ্ত করিয়া, যেমন অন্যসকল প্রসিদ্ধ রিওয়ায়তসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কতিপয় আরবী ভাষাবিদ النصب দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়তের একটি বৈধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, শব্দটি حال হওয়ার কারণে منصوب হইবে। আর ১ শব্দটি এই স্থানে الايجاب (হ্যাঁ-সূচক উক্তি)-এর জন্য الاستثناء (ব্যতিক্রম)-এর জন্য নহে। উহ্য বাক্যটি হইবে لاتخرجوا اذا لم يكن خروجكم الا فرارا منه

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, الرفع দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়তেরও একটি সহীহ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায়। আর এই বাক্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فلا تخرجوا فرارا منه (তখন তোমরা সেই স্থান হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না)-এর পরে রাবী আবূ নযর (রহ.) কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন। কাজেই পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি হইতেছে لاتخرجوا لا يخرجكم الا فرارا منه অর্থাৎ لاتخرجوا بحيث لايكون سبب خروجكم الا فرارا منه (পলায়নের উদ্দেশ্যে তোমরা সেই স্থান হইতে বাহির হইও না)। এই হিসাবেই বাক্যটির অনুবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৬২-৩৬৩)

(৫৬৪২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ". هٰذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ نَحْوَهُ.

(৫৬৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, প্লেগ আযাবের আলামত। মহিমান্বিত আল্লাহ তাহা দিয়া স্বীয় বান্দাদের কিছু লোককে বিপদগ্রস্ত করেন। সুতরাং কোন এলাকায় ইহার পাদুর্ভাবের খবর শ্রবণ করিলে তোমরা তথায় যাইও না। আর তোমরা কোন এলাকায় অবস্থানকালে সেখানে প্লেগ দেখা দিলে সেই স্থান হইতে পালায়ন করিও না। ইহা রাবী কা'নাবী (রহ.)-এর বর্ণনা আর রাবী কুতায়বা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তও অনুরূপ।

(৫৬৪৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ هٰذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا".

(৫৬৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... উসামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এই প্লেগ একটি শাস্তি, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে কিংবা বনূ ইসরাঈলের উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং কোন এলাকায় তাহা দেখা দিলে তাহা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে সে এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাইও না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে সে স্থানে প্রবেশ করিও না।

(৫৬৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا".

(৫৬৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আমির বিন সা'দ (রহ.) তাহাকে জানান যে, জনৈক ব্যক্তি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তখন উসামা বিন যায়দ (রাযি.) বলিলেন, আমি সেই বিষয়ে তোমাকে জানাইতেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা একটি আযাব কিংবা (রাবীর সন্দেহে) একটি শাস্তি যাহা আল্লাহ তা'আলা বনূ ইসরাঈলের একটি দলের কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তী কিছু লোকের উপরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজেই কোন এলাকায় উহার কথা শ্রবণ করিলে সেই এলাকায় তোমরা প্রবেশ করিও না। আর কোন এলাকায় অবস্থানরত অবস্থায় তোমাদের উপর উহা (প্লেগ) আসিয়া পড়িলে সেই স্থান হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না।

(৫৬৪৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৫৬৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী সুলায়মান বিন দাউদ এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন শায়বা (রহ.) তাঁহারা আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে ইবন জুরায়জ (রহ.)-এর সূত্রে তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৬৪৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ".

(৫৬৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : এই ব্যাধি কিংবা পীড়া একটি শাস্তি যাহা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী কতক উম্মত (জাতি)কে আযাব দেওয়া হইয়াছে। পরে উহা জমীনে বাকী রহিয়া গিয়াছে। ফলে এক সময় উহা চলিয়া যায়, আবার এক সময় উহা আগমন করে। সুতরাং যেই ব্যক্তি কোন এলাকায় উহা আছে বলিয়া জানিতে পারে সে যেন কোন অবস্থাতেই সেই এলাকায় না যায়, আর যেই ব্যক্তি

কোন এলাকায় অবস্থানরত অবস্থায় উহা আসিয়া পড়ে, সে যেন অবশ্যই সেই এলাকা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া চলিয়া না যায়।

(৫৬৪৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৫৬৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর সনদে তাঁহার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৬৪৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلْهَا". قَالَ قُلْتُ عَمَّنْ قَالُوا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا". قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لَا يُنْكِرُ قَالَ نَعَمْ.

(৫৬৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হাবীব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমার কাছে খবর পৌঁছিল যে, কূফায় প্লেগ দেখা দিয়াছে। তখন আতা বিন ইয়াসার (রাযি.) প্রমুখ আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তুমি যখন কোন এলাকায় থাকিবে, সেই স্থানে উহা দেখা দিলে সেই স্থান হইতে (পলায়নের উদ্দেশ্যে) বাহির হইও না। আর যদি তোমার নিকট খবর পৌঁছে যে, উহা উক্ত এলাকায় রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই স্থানে প্রবেশ করিও না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বলিলাম, এই হাদীছ কোন ব্যক্তি হইতে বর্ণিত? তাঁহারা বলিলেন, আমর বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি ইহা বর্ণনা করেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তাহারা বলিলেন, তিনি বাড়ীতে নাই। তিনি (রাবী হাবীব) বলেন, তখন আমি তাঁহার ভাই ইবরাহীম বিন সা'দ (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হযরত উসামা (রাযি.) সা'দ (রহ.)-এর কাছে হাদীছ বর্ণনা করিবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি (উসামা রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, নিশ্চয়ই এই ব্যাধি একটি শাস্তি কিংবা আযাব কিংবা আযাবের অবশিষ্টাংশ ... যাহা দিয়া তোমাদের পূর্ববর্তী (কতক) লোকদেরকে আযাব দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং কোন এলাকায় তোমাদের অবস্থানরত অবস্থায় উহা পতিত হইলে তখন তোমরা সেই এলাকা হইতে (পলায়নের উদ্দেশ্য) বাহির হইও না। আর যদি তোমাদের কাছে খবর পৌঁছে যে, উহা উক্ত এলাকায় রহিয়াছে, তাহা হইলে তোমরা সেই স্থানে প্রবেশ করিও না। রাবী হাবীব (রহ.) বলেন, আমি ইবরাহীম (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি কি শ্রবণ করিয়াছিলেন যখন হযরত উসামা (রাযি.) হযরত সা'দ (রাযি.)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন, আর তিনি তখন উহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি (ইবরাহীম রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ (তিনি অস্বীকার করেন নাই)।

(৫৬৪৯) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ.

(৫৬৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীছের প্রারম্ভে রাবী আতা বিন ইয়াসার (রহ.)-এর সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

(৫৬৫০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.

(৫৬৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন মালিক, খুযায়মা বিন ছাবিত এবং উসামা বিন যায়দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ... অতঃপর রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৬৫১) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৬৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... ইবরাহীম বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসামা বিন যায়দ ও সা'দ (বিন আবূ ওয়াক্কাস রাযি.) এতদুভয় বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের দুইজন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অতঃপর (উপর্যুক্ত) রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৫৬৫২) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৬৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ওয়াহাব বিন বাকিয়্যা (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম বিন সা'দ বিন মালিক (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (সা'দ বিন মালিক রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৬৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ.

فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ

تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمْهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عِدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

(৫৬৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি যখন 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন 'আজনাদ'বাসীগণের নেতা আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.) ও তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, প্রথম যুগের মুহাজিরগণকে আমার কাছে ডাকিয়া আন।

আমি তাঁহাদের ডাকিয়া আনিলে তিনি তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন এবং তাহাদের জানাইলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা (পরামর্শদানে) দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন, তাই আমরা আপনার ফিরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। আর কেহ কেহ বলিলেন, আপনার সাহিত প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রহিয়াছেন। তাই আমরা তাঁহাদেরকে এই মহামারীর মুখে আগাইয়া দেওয়া সমীচীন মনে করি না। তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, আপনারা আমার কাছ হইতে উঠিয়া যান। অতঃপর তিনি বলিলেন, আনসারীগণকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। আমি তাঁহাদেরকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিলে তিনি তাঁহাদের কাছেও পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারা মুহাজিরগণের পন্থা অবলম্বন করিলেন এবং মুহাজিরগণের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যেও মতপার্থক্য হইল। তখন তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, আপনারা আমার কাছ হইতে উঠিয়া যান। অতঃপর তিনি বলিলেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর (মদীনা মুনাওয়ারায়) হিজরতকারী কুরায়শের মুরব্বীগণের যাহারা এইখানে রহিয়াছেন, তাঁহাদেরকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (রাবী ইবন আব্বাস রাযি. বলেন) আমি তাঁহাদের ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহাদের দুইজনও কিন্তু দ্বিমত পোষণ করিলেন না; বরং তাঁহারা (সর্বসম্মতভাবে) বলিলেন। আমরা সমীচীন মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়া ফিরিয়া যান এবং তাঁহাদেরকে এই মহামারীর মুখে আগাইয়া দিবেন না।

তখন হযরত উমর (রাযি.) লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর থাকিব। তোমরাও ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর অবস্থান কর। তখন আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.) বলিলেন, ইহা কি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক (নির্ধারিত) তাকদীর হইতে পলায়ন করা? তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, হে আবূ উবায়দা! তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই কথা বলিলে (রাবী বলেন) উমর (রাযি.) তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অপছন্দ করিতেন, (তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন) হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর হইতে আল্লাহ তাআলারই তাকদীরের দিকে পলায়ন করিতেছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রত্যক্ষ কর যে, দুইটি প্রান্তর রহিয়াছে, যাহার একটি সবুজ শ্যামল আর অপরটি তৃণশূন্য; সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে (উট) চরাও, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার তাকদীরেই সে স্থানে চড়াইবে। আর যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চড়াও, তাহা হইলেও আল্লাহ তা'আলার তাকদীরেই সে স্থানে চড়াইবে। তিনি (রাবী ইবন আব্বাস রাযি.) বলেন, এই সময় আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.) আগমন করিলেন,

(এতক্ষণ) তিনি তাঁহার কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে আমার নিকট ইলম (শ্রুত হাদীছ) রহিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর খবর শ্রবণ কর, তখন তোমরা উহার উপর আগাইয়া যাইও না। আর যখন কোন এলাকায় তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তখন উহা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না। তিনি (রাবী ইবন আব্বাস রাযি.) বলেন, তখন হযরত উমর (রাযি.) আল্লাহ তা'আলার হামদ করিলেন, অতঃপর প্রস্থান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب ما يذكر فى الطاعون এবং باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون الحيل অধ্যায়ে এ আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ শরীফে الجنائز অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৬৫)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ (উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন)। আল্লামা সাইফ বিন উমর (রহ.) নিজ الفتوح গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা ছিল হিজরী ১৮ সনের রবিউস ছানী-এর ঘটনা। আর এই মহামারীটি মহররম মাসের প্রথমে শুরু হয় এবং সফর মাসের পর উহা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন তাহারা উমর (রাযি.)-এর কাছে পত্র দিলে তিনি রওয়ানা করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি যখন সিরিয়ার নিকটবর্তী (সার্‌গ-এ) পৌঁছিলেন তখন আরও কঠোরতর হইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেন। আর আল্লামা খলীফা বিন খায়্যাত (রহ.) লিখিয়াছেন যে, হযরত উমর (রাযি.) রওয়ানা হইয়া সার্‌গ পৌঁছার ঘটনাটি ছিল হিজরী সতের সনে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ১০:১৮৪, তাকমিলা ৪:৩৬৫)

حَتّٰى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (তিনি যখন 'সার্‌গ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন)। سرغ শব্দটির س বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, ر বর্ণেও যবর দ্বারা পঠিত। ইহা منصرف এবং غير منصرف উভয়ভাবে পঠন জায়িয। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইবন ওয়াযাহ (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, 'সার্‌গ' একটি শহর যাহার সূচনা হযরত আবূ উবায়দা (রাযি.) কর্তৃক হইয়াছিল। আর শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'সার্‌গ' একটি গ্রাম যাহা সিরিয়ার দিকে হিজাযের নিকটবর্তীতে অবস্থিত। প্রকাশ্য যে, ইহাই প্রাধান্য। সেই স্থানেই হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর সহিত 'আজনাদ'-এর আমীরগণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সার্‌গ এবং মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী দূরত্ব তের মারহালাহ। -(তাকমিলা ৪:৩৬৫-৩৬৬)

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ (আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.) ও তাঁহার সহকর্মীগণ)। তাঁহার সহকর্মীগণ হইলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইয়াযীদ বিন আবূ সুফয়ান, শুরাহবীল বিন হাসানা ও আমর বিন আস (রাযি.)। আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর (রাযি.) শহরসমূহ তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং হযরত খালিদ (রাযি.)কে যুদ্ধের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.) সেই দায়িত্বে আবূ উবায়দা (রাযি.)কে নিযুক্ত করেন। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.) সিরিয়া (শামদেশ)কে কয়েকটি সেনাবাহিনীতে বিভক্ত করিয়া দেন। উরদুন সেনাবাহিনী, হিমস সেনাবাহিনী, দেমেস্ক সেনাবাহিনী, ফিলিস্তিন সেনাবাহিনী ও কিনাসরীন সেনাবাহিনী। আর তিনি প্রত্যেক সেনাবাহিনীর জন্য একজন করিয়া আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐতিহাসিকগণের কেহ বলিয়াছেন কিনাসরীন হিমস-এর সহিত যুক্ত ছিল। ফলে ৪টি সেনাবাহিনী ছিল। অতঃপর ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার যুগে কিনাসিরীন (قنسرين) পৃথক করিয়া দেন। -(তাকমিলা ৪:৩৬৬)

مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ (মক্কা বিজয়ের বৎসর হিজরতকারী কুরায়শের মুরব্বীগণের মধ্যে)। مَشْيَخَة শব্দটি কতিপয় রাবী مرتبة -এর ওযনে م ও ى বর্ণে যবর এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলের ش বর্ণে সাকিনসহ সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী مسيرة এর ওযনে م বর্ণে যবর ش বর্ণে যের এবং ى বর্ণে সাকিনসহ সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ হইলেন সেই সকল লোক যাহারা মক্কা বিজয়ের বছর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিয়াছিলেন কিংবা মক্কা বিজয়ের সময় আত্মসমর্পণকারীগণ মর্ম কিংবা সেই সকল লোকের উপর প্রয়োগ হইবে যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে মুহাজিররূপে মদীনায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, যদিও মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। আর মক্কা বিজয়ের বৎসর হিজরতকারী কুরায়শ মুরুব্বীগণকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিবার দ্বারা সেই সকল কুরায়শ মুরুব্বীগণ হইতে বিরত থাকা হইয়াছে যাহারা একেবারেই হিজরত করে নাই; বরং মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, যিনি হিজরত করিয়াছেন তিনি সেই ব্যক্তি হইতে উত্তম যে হিজরত করেন নাই। যদিও মূলতভাবে হিজরতের ফযীলত সেই ব্যক্তির জন্য যিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করিয়াছেন। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ৪:৩৬৬)

إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ (আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর থাকিব)। অর্থাৎ সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় সফরকারী হিসাবে আমার বাড়ীতে প্রভাতে প্রত্যাবর্তন করিব। কাজেই তোমরাও ইহার উপর প্রভাত করিবে, প্রস্তুত হও। -(তাকমিলা ৪:৩৬৭)

أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ (ইহা কি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক (নির্ধারিত) তাকদীর হইতে পলায়ন করা?) অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ তা'আলার (নির্ধারিত) তাকদীর হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন? আর হিশাম বিন সা'দ (রহ.) সূত্রে ইবন খাযীমা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে : وقالت طائفة منهم ابو عبيدة أمن الموت نفرا؟ انما نحن بقدر۔ لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا (আবূ উবায়দা (রাযি.)-এর একদল লোক বলিলেন, মৃত্যু হইতে কি পলায়ন? আমরা তো তাকদীরের উপরই আছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কিছু অবশ্যই হইবে না। -(তাকমিলা ৪:৩৬৭)

لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (হে আবূ উবায়দা! আপনি ব্যতীত অন্য কেহ এই কথা বলিলে?) এই বাক্যে لَوْ (যদি) এর جواب উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ لو قالها غيرك لم يعجب منه (আপনি ব্যতীত অন্য কেহ এই কথা বলিলে আমি উহাতে আশ্চর্য হইতাম না)। আর আমি তো কেবল আপনার অগাধ জ্ঞান থাকার কারণে এই উক্তিতে আশ্চর্য হইয়াছি। অর্থাৎ আপনার ইলম ও সিদ্ধান্ত দানের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এই কথা কিভাবে বলিলেন? আর কেহ বলেন, এই স্থানে لو (যদি) শব্দটি التمنى (প্রত্যাশা)-এর জন্য ব্যবহৃত। কাজেই جواب এর প্রয়োজন নাই। ইহা আমার কাছে প্রাধান্য, আর প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রাযি.) এই কথাটি এই জন্য বলিয়াছিলেন যে, সাবধানতা ও সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল বিরোধী নহে; বরং ইহা আল্লাহ তা'আলার (নির্ধারিত) তাকদীরেরই অংশ। -(তাকমিলা ৪:৩৬৭)

وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ (আর উমর (রাযি.) তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অপছন্দ করিতেন)। অর্থাৎ مخالفته (তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ)। ইহা রাবী কর্তৃক جملة معترضة (মধ্যবর্তী বাক্য)। -(তাকমিলা ৪:৩৬৭)

نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর হইতে আল্লাহ তা'আলারই তাকদীরের দিকে পলায়ন করিতেছি)। এই বাক্য الفرار (পলায়ন) শব্দটি আকৃতিগত দিক দিয়া সাদৃশ্য থাকার কারণে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদিও ইহা শরীআতের দৃষ্টিতে পলায়ন করা নহে। তাঁহার কথার সারমর্ম হইতেছে সাবধানতা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বস্তুতভাবে আল্লাহ তা'আলার তাকদীর হইতে পলায়ন নহে। কেননা, আল্লাহ

তা'আলা এই দুন্‌ইয়ার ফলাফল লাভের জন্য উপায় অবলম্বনের শর্ত করিয়াছেন। আর التقدير المبرم (অপরিবর্তনীয় তাকদীর, চূড়ান্ত ভাগ্য) অজ্ঞাত। সুতরাং কেহ ইহাকে ভয় করিয়া পলায়ন করা التقدير المبرم হইতে পলায়ন করা হইবে না। যেহেতু ইহা অজানা। বস্তুতঃভাবে ইহা প্রকাশ্য ধ্বংসের হেতু হইতে পলায়ন।আর ইহা হইতেছে التقدير المعلق (নির্ভরশীল তাকদীর, ঝুলন্ত ভাগ্য)-এর অংশ। সুতরাং ইহা হইল التقدير المعلق এর দুই অংশের এক অংশ হইতে অপর অংশের দিকে পলায়ন। পক্ষান্তরে التقدير المبرم হইতে কাহারও জন্য পলায়ন করা সম্ভব নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৬৭)

لَهُ عِدْوَتَانِ (যাহার দুইটি প্রান্তর রহিয়াছে)। عِدْوَتَانِ শব্দটির ع বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠিত। আর العدوة হইল উপত্যকার উঁচু জায়গা। আর ইহা উপত্যকার পার। -(তাকমিলা ৪:৩৬৮)

إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ (এতদুভয়ের একটি সবুজ শ্যামল)। خَصِبَةٌ শব্দটির خ বর্ণে যবর কিংবা যের এবং ص বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর ইহা عظيمة এর ওযনে خصيبة ও বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির অর্থ এক অর্থাৎ ذات كلا او زرع (তৃণ কিংবা শস্য বিশিষ্ট তথা সবুজ শ্যামল)। আর الجدبة হইল ইহার বিপরীত। অর্থাৎ غير ذات زرع وكلا (শস্য ও তৃণশূন্য)।

فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ (তখন হযরত উমর (রাযি.) আল্লাহ তা'আলার হামদ করিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদের অনুকূলে তাহার সিদ্ধান্ত হওয়ায় (আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিলেন)। -(তাকমিলা ৪:৩৬৮)

(৫৬৫৪) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَسِرْ إِذًا. قَالَ فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَحِلُّ. أَوْ قَالَ هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

(৫৬৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... মা'মার (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে : তিনি (রাবী) বলেন, তিনি (উমর রাযি.) আবূ উবায়দা (রাযি.)কে আরও বলেন, বলুন তো, সে যদি তৃণশূন্য উপত্যকায় চড়ায় আর সবুজ শ্যামল প্রান্তর বর্জন করে, তাহা হইলে আপনি কি তাহাকে অক্ষম সাব্যস্ত করিবেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে এইবার চলুন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সফর করিয়া মদীনায় উপনীত হইয়া তিনি বলিলেন, ইহাই আবাসস্থল কিংবা তিনি বলিলেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা ইহাই অবতরণস্থল।

(৫৬৫৫) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ.

(৫৬৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ বিন হারিছ তাহার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি 'আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ' বলেন নাই।

(৫৬৫৬) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

(৫৬৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাযি.) শামদেশে (সিরিয়ায়) যাওয়ার জন্য সফরে বাহির হইলেন। 'সারগ' (নামক স্থানে) গেলে তাঁহার কাছে (খবর) পৌঁছিল যে, শামদেশে মহামারী দেখা দিয়াছে। তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.) তাঁহাকে জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনিবে, তখন উহার উপরে আগাইয়া যাইবে না। আর যখন কোন এলাকায় উহা দেখা দিবে, আর তোমরা তখন উক্ত স্থানে অবস্থানরত, তখন উহা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যাইও না। অতঃপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) 'সারগ' হইতে (বাড়ীর দিকে) প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর রাবী ইবন শিহাব (রহ.) হইতে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুসরণেই হযরত উমর (রাযি.) লোকদের নিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

بَابُ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পাখির কুলক্ষণ, পেটের কীট, নক্ষত্র প্রভাবে বর্ষণ ও পথ বিভ্রমের ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব বলিতে কিছু নাই। আর পালের মালিক তাহার অসুস্থ উট অন্য মালিকের সুস্থ উট পালের কাছে নিয়া আসিবে না-এর বিবরণ

(৫৬৫৭) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ". فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ "فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ".

(৫৬৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সংক্রামক ব্যাধি পেটের কীট ও পাখির (পেঁচকের) ডাক (কুলক্ষণ) বলিতে কিছু নাই। তখন এক বেদুঈন আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে সেই উট পালের অবস্থা কি, যাহা কোন বালুকাময় ভূমিতে থাকে যাহা নিরোগ, সবল। অতঃপর সেই স্থানে পাঁচড়া আক্রান্ত কোন উট আসিয়া উহাদের মাঝে ঢুকিয়া পড়িলে উহাদের সকলকেই পাঁচড়া আক্রান্ত করিয়া দেয়? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে প্রথম (উট)টিকে কে সংক্রামিত করিয়াছিল?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب لاهامة - এবং باب لاعدوى এবং باب الطيرة এর মধ্যে আছে। অধিকন্তু আবূ দাউদ শরীফে الطب অধ্যায়ে باب الطيرة এর মধ্যে এবং ইবন মাজা শরীফের المقدمة এ باب فى القدرة এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৭০)

لَاعَدْوَى (সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই)। العدوى রুগ্ন ব্যক্তির রোগ অপর (সুস্থ) ব্যক্তির দিকে সংক্রমিত হওয়া। আর অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ বিভিন্ন (সমন্বয় যোগ্য পরস্পর বিরোধী হাদীছ)। ইহার মধ্যে এমন কতিপয় হাদীছ আছে যাহা দ্বারা সংক্রমণকে প্রত্যাখ্যান করার কথা বুঝা যায়। যেমন (আলোচ্য) এই হাদীছ। আর অন্য হাদীছ এমন আছে যাহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংক্রমণের মধ্যে একস্তরের প্রভাব হইয়া থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : فر من المجزوم كما تفر من الاسد (কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত ব্যক্তি হইতে পলায়ন কর যেমন সিংহ হইতে পলায়ন করিয়া থাকে)। -(সহীহ বুখারী باب الجزام) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : لا يورد ممرض على مصح (উট পালের মালিক (তাহার) অসুস্থ উট অন্য মালিকের সুস্থ উটপালের কাছে নিয়া আসিবে না)-(সহীহ মুসলিম আগত ৫৬৬১নং হাদীছ) আর সাবিক الطاعون (প্লেগ) অনুচ্ছেদে (৫৬৫৬নং হাদীছে) গিয়াছে فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه (তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারীর (সংবাদ) শুনিবে, তখন ইহার উপরে আগাইয়া যাইবে না)।

এই সকল হাদীছসমূহের সমন্বয়ে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:১৬০ পৃষ্ঠায় এই সকল অভিমতসমূহের নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে সেই অভিমতটিই উল্লেখযোগ্য যাহা অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের কাছে প্রসিদ্ধ যে, বস্তুতভাবে সংক্রমণ অস্বীকৃত। তবে ايراد الممرض على المصح (উট পালের মালিক (তাহার) অসুস্থ উট অন্য মালিকের সুস্থ উটপালের কাছে নিয়া আসা) হইতে নিষেধাজ্ঞা এবং الفرار من المجزوم (কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হইতে পলায়ন)-এর নির্দেশ এই জন্য যে, যদি সুস্থ উট অসুস্থ উটের সহিত মেলামেশার পর অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর মুতাবিকই অসুস্থ হইয়াছে। অথচ কল্পনা করা হইবে যে, ইহা সংক্রমণের কারণে অসুস্থ হইয়াছে। ফলে আকীদা নষ্ট হইয়া যাইবে। আর এই ফাসিদ আকীদায় সমাবৃত হওয়া হইতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই নিষেধাজ্ঞা।

কিন্তু সংক্রমণ অনুচ্ছেদে অগ্রাধিকারযোগ্য নীতি উহাই যাহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে বায়হাকী ও ইবনুস সালাহ (রহ.) প্রমুখ হইতে নকল করিয়াছেন। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা প্রমাণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন لا عدوى (সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই) এই হিসাবে যে, জাহিলিয়াতের লোকেরা কর্মকে গায়রুল্লাহ-এর দিকে সম্বন্ধ করিয়া আকীদা পোষণ করিত। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলাই কোন কোন ব্যাধিতে এমন কিছু উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যাহা ব্যাধিগ্রস্ত ও সুস্থ প্রাণীর মেলামেশায় সৃষ্টি হইতে পারে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : فر من المجزوم فرارك من الاسد (কুষ্ঠ রোগী হইতে পলায়ন কর যেমন তুমি সিংহ হইতে পলায়ন কর) এবং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : لا يورد ممرض على مصح (উট পালের মালিক (তাহার) অসুস্থ উট অন্য মালিকের সুস্থ উটপালের কাছে নিয়া আসিবে না) আর الطاعون (প্লেগ, মহামারী) সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন : من سمع به بارض فلا يقدم (তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারীর (সংবাদ) শুনিবে, তখন ইহার উপরে আগাইয়া যাইবে না) ইহার প্রতিটিই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর মুতাবিক হইতেছে (সংক্রমণের কোন সত্তাগত ক্ষমতা নাই। যদি সংক্রমণের সত্তাগত ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে যেই এলাকায় সংক্রামক ব্যাধি সমাবৃত হইত সেই এলাকার ছোট বড় সকলেই আক্রান্ত হইত। কিন্তু তাহা হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৭০-৩৭১ সংক্ষিপ্ত)

وَلَاصَفَرَ (এবং পেটের কীট সংক্রামক বলিতে কিছু নাই)। ইহার ব্যাখ্যা প্রদানে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। কাতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে তাহারা মহররম মাসের হুরমতকে

সফর মাসের দিকে পিছাইয়া দিত। আর ইহাই (কুরআন মজীদে সূরা তাওবার ৩৭নং আয়াতে উল্লিখিত) النسيء (মাস পিছানো) যাহা তাহারা করিতেছিল। ইহা শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইমাম মালিক ও আবূ উবায়দা (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থের الطب অধ্যায়ে এই বাক্যে هو داء يأخذ البطن (ইহা একটি পীড়া যাহা পেট পাকড়াও করে দ্বারা করিয়াছেন। অর্থাৎ ক্ষুধায় কীট কর্তৃক পেট কামড়ানো ব্যাধি)।

আল্লামা روبة بن العجاج (রহ.) ইহার শরাহ এই বাক্যে করিয়াছেন هو حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس وهى اعدى من الجرب عند العرب (উহা সাপ (কীট) যাহা জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের পেটে হয়। আর আরবদের ধারণা মতে ইহার মাধ্যমে পাঁচড়া রোগ সংক্রামিত হয়)। এই প্রেক্ষিতে نفى الصفر (সফর প্রত্যাখ্যান করা)-এর মর্ম হইল, যাহা তাহারা বিশ্বাস করিত যে, ইহার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি রহিয়াছে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষ দিকে হযরত জাবির (রাযি.) সফর-এর ব্যাখ্যা كان يقال- دواب البطن (কথিত, পেটের কীটসমূহ) (ইহা যাহার পেটে হইবে তাহার প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু এবং ইহা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া তাহারা আকীদা পোষণ করিত)। আর এই ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখের ব্যাখ্যার তায়ীদ করে। কেননা, জাবির (রাযি.) হইতেছেন এই হাদীছের রাবীগণের একজন। (জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা ইহাকে রোগ-ব্যাধির মাস বলিয়া আকীদা পোষণ করিত)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:২৩০, তাকমিলা ৪:৩৭২)

وَلَاهَامَةَ (পাখির (পেঁচকের) ডাক (কুলক্ষণ) বলিতে কিছু নাই)। ইহার দুইটি ব্যাখ্যা রহিয়াছে। (১) আরবের লোকেরা পাখির ডাককে কুলক্ষণ বলিয়া আকীদা রাখিত। আর ইহা একটি প্রসিদ্ধ পাখি যাহাকে طير الليل বলা হয়। আর কেহ বলেন, ইহা পেঁচক। জাহিলী যুগের লোকেরা বলিত যদি এই পেঁচা কাহারও বাড়ীতে পতিত হয় তবে বাড়ীর মালিক কিংবা অন্য কাহারও মৃত্যু ঘটিবে। ইহা মালিক বিন আনাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা। (২) আরবের লোকেরা আকীদা পোষণ করিত যে, মৃতের হাড় কিংবা রূহ পেঁচায় রূপান্তরিত হইয়া ভ্রমণ করে। ইহা অধিকাংশ আলিমের অভিমত এবং ইহাই প্রসিদ্ধ। আর এই স্থানে দুইটি ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হইতে পারে। আর দুইটিকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল বলিয়া ইরশাদ করিয়াছেন এবং জাহিলী লোকদের ভ্রান্ত আকীদা খন্ডন করিয়া দিয়াছেন। الهامة শব্দটি م বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠনই প্রসিদ্ধ। আর কেহ বলেন তাশদীদসহ পঠিত। -(নওয়াভী ২:২৩০, তাকমিলা ৪:৩৭২-৩৭৩)

(৫৬৫৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ". فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

(৫৬৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) প্রমুখ ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট এবং পেঁচার কুলক্ষণ বলিতে কিছু নাই। তখন জনৈক বেদুঈন আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর ... রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَاطِيَرَةَ (আর কুলক্ষণ বলিতে কিছু নাই)। طِيَرَةَ শব্দটির ط বর্ণে যের ى বর্ণে যবর আর কখনও সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইতেছে التشاؤم (কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ, দুঃসংবাদ)। আর ইহার ক্রিয়ামূল হইতেছে تطير যেমন

مصدر الخيرة এর ক্রিয়ামূল تخير ব্যবহৃত হয়। কতিপয় অভিধানবিদ বলেন, এই দুইটি শব্দ ব্যতীত অনুরূপ مصدر (ক্রিয়ামূল) আর কোন শব্দে ব্যবহৃত হয় না। -(তাকমিলা ৪:৩৭৩)

(৫৬৫৯) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ عَدْوَى" . فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ . وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ" .

(৫৬৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধির কোন অস্তিত্ব নাই। তখন জনৈক বেদুঈন দাঁড়াইল, অতঃপর রাবী ইউনুস ও সালিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। আর শুআয়িব (রহ.) হইতে, তিনি যুহরী হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট সায়িব বিন ইয়াযীদ বিন উখত নামির (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট এবং পেঁচক পাখির কুলক্ষণ বলিতে কিছু নাই।

(৫৬৬০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ عَدْوَى" . وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ "لاَ عَدْوَى" . وَأَقَامَ عَلَى "أَنْ لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" . قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ عَدْوَى" . فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ "لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" . فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ قَالَ لاَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . قُلْتُ أَبَيْتُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ عَدْوَى" . فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ

(৫৬৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান বিন আওফ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই। তিনি আরও হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, উট পালের মালিক তাহার অসুস্থ উটগুলিকে সুস্থ উট পালের মালিকের (উটের) কাছে আনিবে না। রাবী আবূ সালামা (রহ.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) এই দুইটি হাদীছই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন। পরবর্তীতে আবূ হুরায়রা (রাযি.) তাঁহার বর্ণিত হাদীছ 'সংক্রামক ব্যাধি নাই' বর্ণনা করা হইতে নীরব থাকেন এবং "অসুস্থ উট পালের মালিক সুস্থ উটপালের মালিকের কাছে আনিবে না"-এর বর্ণনায় দৃঢ় থাকেন। তিনি (রাবী) বলেন, একদা আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর চাচাতো ভাই হারিছ বিন আবূ যুবাব (রহ.) বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি তো শ্রবণ করিতাম যে, আপনি এই হাদীছের সহিত আরও একটি হাদীছ আমাদের কাছে বর্ণনা করিতেন যাহা এখন বর্ণনা করা হইতে নীরব রহিয়াছেন। আপনি বর্ণনা করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই। তখন আবূ হুরায়রা (রাযি.) অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, অসুস্থ উট পালের মালিক সুস্থ উট পালের মালিকের কাছে নিয়া আসিবে না। তখন হারিছ (রহ.) এই বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্কে লিপ্ত হইলেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাগান্বিত হইয়া হাবশী ভাষায় কিছু বলিলেন। তিনি হারিছ (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ, আমি কি বলিতেছি? তিনি বলিলেন, না। আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, আমি বলিয়াছি, আমি অস্বীকার করিতেছি। (রাবী) আবূ সালামা (রহ.) বলেন, আমার জীবনের কসম! আবূ হুরায়রা অবশ্যই আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই। সুতরাং এখন আমি জানি না যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) কি ভুলিয়া গেলেন কিংবা একটি অপরটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَايُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (অসুস্থ উট পালের মালিক সুস্থ উট পালের মালিকের কাছে আনিবে না)। আর সহীহ বুখারী শরীফে ولا هامة অনুচ্ছেদে রিওয়ায়ত আছে لايوردن ممرض على مصح (অবশ্যই অসুস্থ উট পালের মালিক সুস্থ উট পালের মালিকের কাছে আনিবে না)। نون تاكيد অতিরিক্তসহ এবং ইহা نهى এর সীগা। তবে অনুচ্ছেদের শব্দ خبر হইলেও نهى এর অর্থে ব্যবহৃত। আর لَايُورِدُ শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে معروف এর সীগা। ইহার مفعول উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ الابل (উট)। আর الممرض (প্রথম م বর্ণে পেশ দ্বিতীয় م বর্ণে সাকিন ও ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) শব্দটি الامراض হইতে اسم فاعل এর সীগা। আর সেই হইল صاحب الابل المريض (অসুস্থ উটপালের মালিক) আর المصح (م বর্ণে পেশ ص বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) صاحب الابل السليمة من المرض (রোগ হইতে নিরাপদ উট পালের মালিক) বাক্যের অর্থ হইতেছে যাহার অসুস্থ উট রহিয়াছে তাহার জন্য সমীচীন নহে সে তাহার অসুস্থ উটগুলিকে সুস্থ উট পালের মালিকের (উট পালের) কাছে নিয়া যাইবে। ইহা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান হিসাবে ইরশাদ করিয়াছেন। আর পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইহাতে সংক্রমণের আকীদা অত্যাবশ্যক হইবে না। কেননা, সংক্রমণের আকীদা তখনই হইবে যখন ইহাকে সত্তাগতভাবে সংক্রমণের ক্ষমতাধর বলিয়া আকীদা রাখিবে। ইহা তো কেবল আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট বস্তুর প্রভাব মাত্র। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৭৪)

(৫৬৬১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا عَدْوَى". وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ "لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ". بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

(৫৬৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি (বলিতে কিছু) নাই। ইহার সহিত (আরও) বর্ণনা করিতেন অসুস্থ উট পালের মালিক (তাহার অসুস্থ উটগুলি) সুস্থ উট পালের মালিকের (সুস্থ উটগুলির) কাছে নিয়া আসিবে না। অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৬৬২) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৫৬৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... যুহরী হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৬৬৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ".

(৫৬৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি, পেঁচক পাখির কুলক্ষণ, নক্ষত্রের প্রভাব (-এ বর্ষণ) ও সফর মাস অশুভ (বা ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট বলিতে কিছু) নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا نَوْءَ (নক্ষত্রের প্রভাব (-এ বর্ষণ বলিতে কিছু) নাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিতাবুল ঈমানের ১৩৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(বাংলা মুসলিম ২য় খণ্ড)

(৫৬৬৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ".

(৫৬৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ ও ভূত-প্রেত (কর্তৃক পথ ভুলাইবার আকীদা-এর অস্তিত্ব) নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا غُولَ (ভূত-প্রেত (কর্তৃক পথ ভুলাইবার আকীদা-এর অস্তিত্ব) নাই)। غول শব্দটির غ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, জমহুরে উলামা বলেন, আরবীগণ ধারণা করিত যে, নির্জন প্রান্তরে ভূত-প্রেত রহিয়াছে। আর তাহারা শয়তান জাতীয়। তাহারা লোকদের পথ ভুলাইয়া দেয়। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। অতঃপর তাহাদেরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আকীদা বাতিল বলিয়া ইরশাদ করিয়াছেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হাদীছ শরীফে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের অস্বীকার করা মর্ম নহে; বরং এই হাদীছে আরবীগণের এই ধারণা যে, "নির্জন প্রান্তরে পথ ভুলানো বিভিন্ন রূপধারী ভূত-প্রেত রহিয়াছে"-কে খণ্ডন করা মর্ম। তাঁহারা বলেন, لا غول এর অর্থ لا تستطيع ان تضل احدا (কাহাকেও প্রথভ্রষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই)। ইহার সাক্ষ্য হইতেছে অপর হাদীছ : لا غول ولكن استعالى ((মাঠে-প্রান্তরে পথ ভুলানো বিভিন্ন রূপধারী) ভূত-প্রেত (-এর অস্তিত্ব) নাই। তবে জিনের ইন্দ্রজাল (তথা ভেলকি) রহিয়াছে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, السعالى শব্দটির س এবং ع বর্ণে যবরসহ পঠিত। তাহারা হইল سحرة الجن (জিনের ভেলকি) অর্থাৎ জিনের মধ্য হইতে ভেলকি ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারী আছে। অন্য হাদীছে আছে اذا تغولت الغيلان فنادوا بالاذان (ভূত-প্রেত যখন পথ ভুলাইয়া দেয় তখন তোমরা উচ্চস্বরে আযান দাও)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমে তাহাদের মন্দ দূরীভূত কর। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছে

তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই (বরং তাহার সত্তাগতভাবে ক্ষতি করার শক্তিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। যতখানি তাহাদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমতা দেন ততখানি করিতে পারে। আর তাহা তো তাকদীরে লিপিবদ্ধ অনুসারেই হয়)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৭৬-৩৭৭)

(৫৬৬৫) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ عَدْوَى وَلاَ غُولَ وَلاَ صَفَرَ".

(৫৬৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম বিন হাইয়্যান (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি, পথ ভুলানো ভূত-প্রেত এবং পেটের কীট (বলিতে কিছু) নাই।

(৫৬৬৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ". وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ "وَلاَ صَفَرَ". فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

(৫৬৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সংক্রামক ব্যাধি, পেটের কীট ও নির্জন প্রান্তরে পথ ভুলানো ভূত-প্রেত (বলিতে কিছু) নাই। (রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.) বলেন) আমি আবূ যুবায়র (রহ.)কে উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হযরত জাবির (রাযি.) তাহাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وَلاَصَفَرَ এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর আবূ যুবায়র (রহ.) বলিলেন الصفر হইল البطن (পেট)। কেহ জাবির (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, دواب البطن (পেটের কীটসমূহ) বলা হইত। তিনি (রাবী ইবন জুরায়জ রহ.) বলেন, তিনি الغول এর ব্যাখ্যা করেন নাই। রাবী আবূ যুবায়র (রহ.) বলেন, ইহা সেই সকল ভূত-প্রেত যাহারা নির্জন প্রান্তরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া লোকদের পথ ভুলাইয়া দেয়।

بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ কুলক্ষণ, শুভ লক্ষণ এবং কোন্ বস্তুসমূহে দুর্বিপাক রহিয়াছে-এর বিবরণ

(৫৬৬৭) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ".

(৫৬৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি : কুলক্ষণ (বলিতে কিছু) নাই। তবে উহার মধ্যে উত্তম হইল اَلْفَأْلُ (শুভলক্ষণ)। কেহ আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! اَلْفَأْلُ কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ভালো কোন কথা, যাহা তোমাদের কেহ শুনিতে পায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সাবিক অনুচ্ছেদের প্রথমে সংকলন করা হইয়াছে। আর উহা এই হাদীছই শুধুমাত্র الْفَأْلُ (শুভলক্ষণ) শব্দটি অতিরিক্ত রহিয়াছে। আর এই অতিরিক্ত অংশসহ সহীহ বুখারী শরীফে الطب অধ্যায়ে باب الفأل এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৭৮)

وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ (তবে উহার মধ্যে উত্তম হইল الْفَأْلُ (শুভলক্ষণ))। الْفَأْلُ (সুলক্ষণ, লক্ষণ) শব্দটির ف বর্ণে যবর همزه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কখনও সহজভাবে الفال (ফাল) পঠিত। আর ইহার বহুবচন فئول (همزه বর্ণে জযম দ্বারা পঠনে) ব্যবহৃত হয়। উহা হইল বস্তুর ডান পাশ। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, الفأل হইল শ্রুত কথার কিংবা অনুভূত বস্তুর দিকে পত্যাবর্তন। ইহার অর্থ হইতেছে উদ্দেশ্য সফলের একটি চিন্তা বিবেকের মধ্যে উদয় হইবে। আর কখনও ইহা অশুভ লক্ষণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা অধিকাংশই সুলক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর এই স্থানে ইহাই মর্ম। আর হাদীছ শরীফের বাণী خيرها (উহার মধ্যে উত্তম হইল)-এর ها সর্বনামটি الطيرة (অশুভ লক্ষণ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, خير (উত্তম)-এর اضافة (সম্বন্ধ) الطيرة (কুলক্ষণ)-এর দিকে করা দ্বারা اضافة توضيح وبيان (স্পষ্ট করণ ও বিশ্লেষণকরণ) উদ্দেশ্য।

اضافة جزئية (অংশের সম্বন্ধ) নহে। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই স্থানে اضافة কে حقيقة (প্রকৃত)-এর উপর হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা الطيرة (অশুভ লক্ষণ) শব্দটি অশুভ লক্ষণ ও শুভলক্ষণ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, জাহিলী যুগের লোকেরা পাখি ছাড়িয়া দিয়া বাম দিকে গেলে অশুভ লক্ষণ এবং ডান দিকে উড়িয়া গেলে শুভ লক্ষণ বলিয়া মানিয়া নিত। সারকথা হইতেছে যে, الطيرة (লক্ষণ) الفأل (সুলক্ষণ) আর উহা হইল التيمن (ডান দিক, শুভলক্ষণ)। -(ঐ)

الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ (ভালো কোন কথা, যাহা তোমাদের কেহ শুনিতে পায়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহার উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শুভ কোন কথা যেমন কেহ يا سالم (হে সুস্থ) বলিয়া সম্বোধন করিল কিংবা কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী ব্যক্তি يا واجد (হে লাভকারী) সম্বোধন শুনিয়া তাহার অন্তর আশার সঞ্চার হইল যে, সে সুস্থ হইবে এবং লাভ করিবে। -(তাকমিলা ৪:৩৭৮)

(৫৬৬৮) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ. وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

(৫৬৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী উকায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি 'আমি শ্রবণ করিয়াছি' বলেন নাই। আর রাবী শুআয়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মেযন রাবী মা'মার (রহ.) বলিয়াছেন।

(৫৬৬৯) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ".

(৫৬৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি ও কুলক্ষণ (বলিতে কিছু) নাই। তবে ফাল (শুভলক্ষণ) তথা ভাল শব্দ ও উত্তম কথা আমাকে আনন্দিত করে।

(৫৬৭০) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ". قَالَ قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ".

(৫৬৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, সংক্রামক ব্যাধি ও কুলক্ষণ (বলিতে কিছু) নাই। তবে الْفَأْلُ (শুভলক্ষণ) আমাকে আনন্দিত করে। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিল : الْفَأْلُ কি? তিনি জবাবে ইরশাদ করিলেন, উত্তম কথা।

(৫৬৭১) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ".

(৫৬৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সংক্রামক ব্যাধি ও কুলক্ষণ (-এর সত্তাগত অস্তিত্ব) নাই। আর আমি ভালো লক্ষণ পছন্দ করি।

(৫৬৭২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ".

(৫৬৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সংক্রামক ব্যাধি, পেঁচক (পাখির) অশুভ ও কুলক্ষণ (-এর সত্তাগত অস্তিত্ব) নাই। আর আমি ভালো লক্ষণ পছন্দ করি।

(৫৬৭৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ".

(৫৬৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ায় শুভাশুভ রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب الطيرة এবং باب لا عدوى এর মধ্যে। আর البيوع অধ্যায়ে باب شراء الابل الهيم او الاجرب এ;

باب ما يتقى من شؤم المرأة এর মধ্যে باب مايذكر من سؤم الفرس الجهاد অধ্যায়ে النكاح এবং এ অধ্যায়ে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবন মাজায় রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৮০)

الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ (ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ায় শুভাশুভ রহিয়াছে)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম ইহাকে প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই বস্তুসমূহ প্রত্যাখ্যাত কুলক্ষণ হইতে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এইগুলি অশুভ বলিয়া মনে করে তাহার জন্য এইগুলি পরিবর্তন করা জায়িয আছে। (অর্থাৎ বাড়ী বিক্রি, স্ত্রীকে তালাক এবং ঘোড়াকে বিক্রি করিয়া দেওয়া জায়িয আছে) ইহা ইমাম মালিক ও ইবন কুতায়বা (রহ.)-এর অভিমত। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে الطب অধ্যায়ে ইবনুল কাসিম (রহ.) হইতে, তাঁহাকে কেহ এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন তিনি বলিলেন, كم من دار سكنها ناس فهلكوا (অনেক এমন ঘর রহিয়াছে যাহাতে লোকেরা বসবাস করিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে)। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.) ইহাকে প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মর্ম হইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত তকদীর কখনও ঘরে বসবাস অপছন্দনীয় হওয়ার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া যায়। তখন ইহাই তাহার سبب (কারণ) হইয়া যায়।

আল্লামা ইবন আবদিল বার (রহ.) কতিপয় আলিমের অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছ প্রাথমিক হুকুম ছিল। অতঃপর এই আয়াত مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ (পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে –সূরা হাদীদ ২২) দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৬২ পৃষ্ঠায় ইহাকে খণ্ডন করিয়া বলেন, রহিত হওয়ার হুকুমটি সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় না। বিশেষ করিয়া কুলক্ষণ প্রত্যাখ্যান করিবার পর আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত বস্তুসমূহে কুলক্ষণ আছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই কারণেই কতিপয় আলিম আলোচ্য হাদীছের তাভীল (উপযোগী ব্যাখ্যা) করিয়া বলেন, যদি কুলক্ষণ থাকিত তাহা হইলে এই তিনটি বস্তুর মধ্যে থাকিত। যেহেতু এই তিনটি বস্তুর মধ্যে কুলক্ষণ নাই সেহেতু প্রমাণিত হইল কোন বস্তুর মধ্যে কুলক্ষণ নাই। ইহা আগত (৫৬৭৬ নং) মুহাম্মদ বিন যায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও তায়ীদ হয় যে, কোন জিনিসের মধ্যে যদি বস্তুতভাবে অশুভ বলিয়া কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে ঘোড়া, স্ত্রী ও বাড়ীর মধ্যে থাকিত।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আমার মতে এই হাদীছের প্রাধান্য ব্যাখ্যা এই যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, এই তিনটি বস্তুতে কুলক্ষণ প্রমাণিত করিবার দ্বারা প্রকৃত কুলক্ষণ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, এই সকল বস্তু যখন স্বভাবের অনুকূলে না হয় তখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাহাকে সর্বদা কষ্ট দিতে থাকে। যেমন কুলক্ষণে প্রবক্তাদেরকে কষ্ট দিয়া থাকে। আর বিশেষভাবে এই তিন বস্তুকে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে, এইগুলির কারণে বড় এবং বেশী মসীবতে পড়িতে হয়। কেননা, প্রত্যেকেই এই তিনটি বস্তুর সহিত দীর্ঘ সুহবতে থাকিতে হয়। মানুষ দৈনিক কয়েক বার এইগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কাজেই এইগুলিই যদি স্বভাবের বিপরীত হয় তাহা হইলে ইহা মানুষকে সবসময় কষ্ট দিতে থাকিবে। আর ইহা দীর্ঘ সময় ধরিয়া কষ্ট পৌঁছাইতে থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এইগুলি হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং কোন উত্তম বস্তু দ্বারা ইহা পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে।

আর ইহা সেই হাদীছ দ্বারা তায়ীদ হয় যাহা বায্যার (রহ.) সা'দ বিন আবূ ওককাস (রাযি.) হইতে মরফু হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ثلاث من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيئ (সুখের বস্তু তিনটি : নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী এবং স্বচ্ছন্দ বাহন)-(কাশফুল অসতার ২:১৫৬)। তবে ইহার সনদ শক্তিশালী নহে। কিন্তু আহমদ গ্রন্থে সহীহ সনদে এই মর্মে আরও পূর্ণাঙ্গ হাদীছ সংকলন করিয়াছেন। উহার শব্দসমূহ এই রূপ : من سعادة ابن ادم ثلاثة - ومن شقوة ابن ادم ثلاثة : من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة والمسكن

الصالح والمركب الصالح۔ ومن شقوة ابن ادم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء (আদম (আ.)-এর সন্তানের সৌভাগ্যের (সুখের) বস্তু তিনটি। আর আদম (আ.) সন্তানের দুর্ভাগ্যের (দুঃখের) বস্তুও তিনটি। আদম (আ.) সন্তানের সুখের বস্তু হইতেছে সৎ স্ত্রী, যথাযোগ্য বাড়ী এবং যোগ্য বাহন। আর আদম (আ.)-এর সন্তানের দুঃখের বস্তু হইতেছে অসৎ স্ত্রী, অনুপযোগী বাড়ী এবং দুর্বল বাহন)-(এই হাদীছ আল্লামা আল হায়ছামী (রহ.) মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থের ৪:২৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা আহমদ, বায্যার এবং তিরমিযী (রহ.) স্বীয় "আল কবীর" এবং 'আল আওসাত' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আহমদ গ্রন্থের সনদ সহীহ।)

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : ان يكن من الشؤم شئ حق ففى الفرس والمرأة والدار (কোন জিনিসের মধ্যে যদি বস্তুতঃভাবে অশুভ বলিয়া কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে ঘোড়া, স্ত্রী ও বাড়ীর মধ্যে থাকিত)। অর্থাৎ যদি প্রকৃতপক্ষে কুলক্ষণ বলিয়া কিছু থাকিত তবে এই বস্তুগুলিতে থাকিত। কেননা এইগুলির কারণে অনেক সময় দুঃখে পতিত হইতে হয় যেমন তথাকথিত কুলক্ষণে বিশ্বাসীরা দুঃখে সমাবৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কুলক্ষণ প্রমাণিত নহে। তবে যেই ব্যক্তি নেককার স্ত্রী, যথাযোগ্য বাসস্থান এবং স্বচ্ছন্দ বাহন লাভ করে সেই ব্যক্তি এই দুন্ইয়ায় সৌভাগ্যবান। আর যেই ব্যক্তি এই তিন বস্তুতে মন্দে সমাবৃত হয় সেই ব্যক্তি এই দুন্ইয়ায় দুর্ভাগা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৮০-৩৮১)

(৫৬৭৪) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِى ثَلَاثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ".

(৫৬৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সংক্রামক ব্যাধি ও অশুভ লক্ষণ (বলিতে কিছু) নাই; স্ত্রী, ঘোড়া এবং বাড়ী এই তিনটি বস্তুতে শুভাশুভ রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫৬৭৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৬৭৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الشُّؤْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

(৫৬৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ...আবদুল মালিক বিন শু'আয়িব বিন লায়ছ (রহ.)

তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) নিজ পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুভাশুভ বিষয়ে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী ইউনুস বিন ইয়াযীদ ব্যতীত তাহাদের কেহ ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে সংক্রামক ব্যাধি ও কুলক্ষণের উল্লেখ করেন নাই।

(৫৬৭৬) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَىْءٌ حَقٌّ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

(৫৬৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাকম (রহ.) তিনি ... ইবন উমর হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন : কোন জিনিসের মধ্যে যদি বস্তুতভাবে অশুভ (বলিয়া কিছু) থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়া, স্ত্রী ও বাড়ীর মধ্যে থাকিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৫৬৭৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৫৬৭৭) وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ "حَقٌّ".

(৫৬৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি حَقٌّ (বস্তুতঃভাবে) শব্দটি বলেন নাই।

(৫৬৭৮) وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِى شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ".

(৫৬৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : শুভাশুভ লক্ষণ বলিতে যদি কোন বস্তুতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোড়া, বাসস্থান ও স্ত্রীর মধ্যে রহিয়াছে।

(৫৬৭৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ كَانَ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ". يَعْنِى الشُّؤْمَ.

(৫৬৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যদি থাকে তাহা হইলে স্ত্রী, ঘোড়া ও বাসস্থানে অর্থাৎ শুভাশুভ লক্ষণ।

(৫৬৮০) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেয়াছেন।

(৫৬৮১) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ".

(৫৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে আবূ যুবায়র (রহ.) জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির (রাযি.) হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বস্তুতে যদি শুভাশুভ থাকে তাহা হইলে আবাস, খাদিম ও ঘোড়ার মধ্যে রহিয়াছে।

بَابُ تَحْرِيمِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতিষী ও জ্যোতিষীর কাছে গমনাগমন করা হারাম-এর বিবরণ

(৫৬৮২) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ. قَالَ "فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ". قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ".

(৫৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতিপয় কাজ আমরা জাহিলী যুগে করিতাম, আমরা জ্যোতিষদের কাছে যাইতাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, এখন আর তোমরা জ্যোতিষদের নিকট যাইও না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বলিলাম, আমরা শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করিতাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা এমন একটি বস্তু, যাহা তোমাদের কেহ কেহ তাহার হৃদয়ে অনুভব করে তাহা যেন তোমাদের কাজকর্ম হইতে বিরত না রাখে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছ আরও পূর্ণাঙ্গভাবে باب تحريم الكلام في الصلاة এ গিয়াছে। তথায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(সহীহ মুসলিম বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ডে ১০৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ (আর তোমরা জ্যোতিষের কাছে যাইও না)। الْكُهَّانَ শব্দটি كاهن (জ্যোতিষ, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা)-এর বহুবচন। সে এমন ব্যক্তি যে অদৃশ্যাবলীর খবর দিয়া থাকে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আরব দেশে তিন প্রকারের জ্যোতিষ (জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ, ভাগ্যরেখাবিদ, **astrologer**) ছিল। (এক) মানুষের মধ্যে কিছু লোক ছিল যাহারা জিনদের সহিত সম্পর্ক রাখিত। অতঃপর তাহারা আসমান হইতে (ফিরিশতাগণের সিদ্ধান্তের কিছু) শ্রবণ করিয়া উক্ত লোকদের জানাইয়া দিত। এই প্রকার জ্যোতিষকর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের মাধ্যমে বন্ধ হইয়া যায়। (দুই) দুন্‌ইয়ার দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানের গোপন খবর আনিয়া তাহাদের কাছে বলিয়া দিত। এই প্রকারের অস্তিত্ব বর্তমানে থাকা কিয়াসের বিপরীত নহে। তবে মু'তাযিলা ও কতিপয় মুতাকাল্লিমীনের মতে উপর্যুক্ত উভয় প্রকারকে অস্বীকার করে এবং অসম্ভব বলিয়া গণ্য করে। এই দ্বিতীয় প্রকার অসম্ভব নহে এবং ইহার অস্তিত্বও বিরল নহে। কিন্তু তাহাদের কথা সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রিত। আর তাহাদের কথা শ্রবণ করা এবং সত্যায়ন করা হইতে ব্যাপকভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। (তিন)

গণকবিদরা। এই প্রকারের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় লোককে অর্জনের ক্ষমতা দান করেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশ মিথ্যা। -(তাকমিলা ৪:৩৮৪)

(৫৬৮৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذِكْرَ الطِّيَرَةِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ.

(৫৬৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী মালিক (রহ.) তাঁহার বর্ণিত হাদীছে 'শুভ-অশুভ' উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহাতে জ্যোতিষী-এর উল্লেখ করেন নাই।

(৫৬৮৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ".

(৫৬৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... মু'আবিয়া বিন হাকাম সুলামী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যুহরী (রহ.) বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করেন, যাহা তিনি আবূ সালামা (রহ.) হইতে, তিনি মুআবিয়া (বিন হাকাম সুলামী রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তবে ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি (রাবী) বলেন, আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক আছে, যাহারা রেখা অঙ্কন করতঃ (ভাগ্য নির্ণয়) করিয়া থাকে। তিনি ইরশাদ করিলেন, নবীগণের মধ্যে কোন নবী ছিলেন যিনি (মু'জিযা হিসাবে) রেখা অঙ্কণ করিয়া (ভাগ্য নির্ণয়) করিতেন। কাজেই যাহার রেখা (ঘটনাক্রমে) তাঁহার (নবীর) রেখার মুয়াফিক হইবে, তাহা হইলে তদ্রূপই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ (আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক আছে যাহারা (বালিতে) রেখা অঙ্কন করিয়া ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকে)। অর্থাৎ তাহারা علم الرمل (বালুবিদ্যা)-এর মাধ্যমে রেখা অঙ্কন করিয়া (ভাগ্য নির্ণয়) কর্মে মশগুল রহিয়াছে। হাজী খলীফা (রহ.) নিজ কাশফুয যনূন গ্রন্থে علم الرمل (বালুবিদ্যা)-এর সংজ্ঞা এই বাক্যে দিয়াছেন : هو علم يعرف به الاستدلال على احوال المسئلة حين السؤال باشكال الرمل (ইহা এমন একটি বিদ্যা যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসার পর বালুতে রেখা অঙ্কন করিয়া জিজ্ঞাসিত বিষয়ের অবস্থাবলীর উপর ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। আর তাহা হইল বড় তারকার সমসংখ্যক বারটি রেখা। এই শাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়ই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমিত বস্তু। (কাজেই ইহা ইলমের স্তরে পৌঁছে না)। -(তাকমিলা ৪:৩৮৫)

كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ (নবীগণের মধ্যে কোন নবী ছিলেন যিনি রেখা অঙ্কণ করতঃ (ভাগ্য নির্ণয় করিতেন)। কেহ বলেন, তিনি হইলেন হযরত ইদ্রীস (আ.)। আর কেহ বলেন, দানিয়াল (আ.)। কাশফুয্‌যনূন গ্রন্থকার 'মিসবাহুর রমল' কিতাব হইতে নকল করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন : এই ইলম, মু'জিযা স্বরূপ ছয়জন নবী (আ.)কে প্রদান করা হইয়াছিল। তাহারা হইলেন, আদম (আ.), ইদ্রীস (আ.), লুকমান (আ.), আরমিয়া (ارميا) (আ.)), শু'ইয়া (شعيا) (আ.)) এবং দানিয়াল (আ.)। -(তাকমিলা ৪:৩৮৫)

فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ (অতএব যাহার রেখা তাঁহার (নবী (আ.)-এর রেখার অনুরূপ হইবে তাহা হইলে তদ্রূপই)। অর্থাৎ তাহা সঠিক। তবে ইহা অসম্ভবের সহিত শর্তায়িত। সারমর্ম হইতেছে যে, যেই নবী (আ.) রেখা অঙ্কন করিয়া ভাগ্য নির্ণয় করিতেন, তিনি তো তাহা করিতেন মু'জিযা স্বরূপ, যাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। কাজেই কাহারও জন্য সম্ভব নহে যে, সে নবী (আ.)-এর রেখা অঙ্কনের অনুরূপ রেখা অঙ্কন করিবে। ফলে শর্ত অস্তিত্বহীন হইয়া গেল। আর অবশিষ্ট রহিল বারণ এবং নিষেধাজ্ঞা। আর বর্তমানে রেখা অঙ্কনকারী যাহারা ভাগ্য নির্ণয়ের দাবী করে। তাহা অনুমান ব্যতীত কিছুই নহে। ইহাতে علم يقين (দৃঢ়বিশ্বাসে জ্ঞান) লাভ হয় না যাহা নবী (আ.)-এর রেখা অঙ্কন দ্বারা লাভ হইত। আর আমাদেরকে ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করিতে এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে মশগুল হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর এই কারণে এই সকল বস্তুসমূহে মশগুল হওয়া নিষিদ্ধ। -(তাকমিলা ৪:৩৮৫)

(৫৬৮৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ".

(৫৬৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জ্যোতিষবিদরা কোন বিষয়ে আমাদের খবর দিত, পরে উহা আমরা বাস্তবে পরিণত পাইতাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা একটি বস্তুর সত্য কথা, যাহা কোন জিন (আসমানের ফিরিশতাগণের কথা হইতে) ছিন্‌তাই করিয়া আনিয়া উহা তাহার দোসর ঠাকুরের কানে ঢুকাইয়া দিত। আর সে উহার সহিত একশতটি মিথ্যা সংযোজন করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الطب অধ্যায়ে باب الكهانة এ এবং الادب অধ্যায়ে باب قول الرجل للشئ ليس بشئ এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৮৬)

تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ (উহা একটি বস্তুর সত্য কথা, যাহা কোন জিন ছিন্‌তাই করিয়া ...)। অর্থাৎ من كلام الملائكة (ফিরিশতাগণের কথা হইতে)। যেমন পরবর্তী ৫৬৮৮ নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৮৬)

(৫৬৮৬) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسُوا بِشَيْءٍ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ".

(৫৬৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, হযরত আয়িশা (রাযি.) বলিয়াছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জ্যোতিষদের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বলিলেন, তাহাদের কথা (নির্ভরযোগ্য) কোন বস্তু নহে। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা অনেক সময় কোন বিষয় (আগাম) কথা বলে, যাহা বাস্তবও হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ঐ কথাটিই বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত, যাহা জিনরা (ফিরিশতাগণের আলোচনা হইতে কিছু কথা) চুরি করিয়া আনে এবং মুরগীর মত কুট্ কুট্ করিয়া উহা তাহার দোসর ঠাকুরের কানে ঢালিয়া দেয়। পরে তাহারা (ঠাকুররা) উহার সহিত একশতটিরও বেশী মিথ্যা সংযোজন করিয়া নেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسُوا بِشَيْءٍ (তাহাদের কথা কোন বস্তু নহে)। অর্থাৎ ليس قولهم بشئ يعتمد عليه (তাহাদের কথা কোন বস্তুই নহে, যাহার উপর নির্ভর করা যায়)। -(তাকমিলা ৪:৩৮৬)

فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (উহা তাহার দোসর ঠাকুরের কানে ঢালিয়া দেয়)। فيقر শব্দটির ى বর্ণে যবর ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহা শারেহ নওয়াভী (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ق বর্ণে যবর দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। যখন কাহারও (মাথার) উপর (পানি) ঢালিয়া দেওয়া হয় তখন বলা হয় قررت على رأسه دلوا (তাহার মাথার উপর বালতি রাখিয়া দিয়াছি, স্থাপন করিয়াছি)। সুতরাং যেন বলা হইয়াছে صب في اذنه ذلك الكلام (উক্ত কথা তাহার কানের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে জিন্‌রা যখন শ্রুত কথাটি তাহার দোসর ঠাকুরের কানে ঢালিয়া দেয় তখন ঠাকুররা উহা নকল করে। যেমন মুরগীর কুট্ কুট্ শব্দ যখন মোরগ শ্রবণ করে তখন সে তাহার শব্দের সাড়া দেয়। -(তাকমিলা ৪:৩৮৬-৩৮৭)

(৫৬৮৭) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(৫৬৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মা'কিল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ যাহা তিনি যুহরী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৬৮৮) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هٰذَا".

قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ

هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" .

(৫৬৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আনসারীগণের জনৈক ব্যক্তি জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এক রাত্রিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসা ছিলেন। এমন সময় একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হইল, ফলে উহা জ্বলিয়া উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই ধরণে (তারকা) নিক্ষিপ্ত হইলে জাহিলিয়্যাত যুগে তোমরা কি বলিতে?

তাঁহারা আরয করিলেন, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার (প্রেরিত) রাসূলই ভাল জানেন। আমরা বলিতাম, আজ রাত্রিতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হইল কিংবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জানিয়া রাখ যে, উহা কাহারও মৃত্যু কিংবা কাহারও জন্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় না; বরকতময় ও সুমহান নামের অধিকারী আমাদের পালনকর্তা যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা দেন, তখন আরশ বহনকারী ফিরিশতারা তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তাসবীহ পাঠ করেন সেই সকল আসমানের ফিরিশতাগণ, যাহারা তাহাদের নিকটবর্তী; অবশেষে তাসবীহ পাঠ তাহার নিকবর্তী (দুন্‌ইয়ায়) আসমানের বাসিন্দাদের পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর আরশ বহনকারী (ফিরিশতাগণ)-এর নিকটবর্তী যাহারা তাহারা আরশ বহণকারীগণের বলে, তোমাদের পালনকর্তা কি ইরশাদ করিলেন? তখন তাহারা তাহাদের যাহা বলিয়াছেন, তাহারা সেই খবর সরবরাহ করেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আসমানসমূহের বাসিন্দাগণ একে অপরকে খবর আদান-প্রদান করেন। এমনকি যে, এই নিকটবর্তী আসমানে খবর পৌঁছিয়া যায়। তখন জিন্‌রা ছিনতাই করিয়া গোপন খবরটি শুনিয়া নেয় এবং তাহাদের দোসর জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। আর ফিরিশতাগণ যখন জিনদের দেখিয়া ফেলেন তখন জ্বলন্ত উলকা নিক্ষেপ করেন। কাজেই যেই খবর জিন নিয়া আসে, যদি ততখানি বলে, তাহা হইলে উহা সঠিক হয়। তবে তাহারা উহাতে মিথ্যা সন্নিবিষ্ট ও সংযোজিত করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيُرْمَوْنَ بِهِ (ফিরিশতাগণ জ্বলন্ত উলকা নিক্ষেপ করেন)। অর্থাৎ অনুরূপ তারকা যাহা তোমরা পতিত হইতে প্রত্যক্ষ কর। আর এই হাদীছখানা যেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদের তাফসীর : إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকা রাজির দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং তাহাকে সংরক্ষিত করিয়াছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হইতে, তাহারা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং চারিদিক হইতে তাহাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়, তাহাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে বিরামহীন শাস্তি, তবে কেহ ছোঁ মারিয়া কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। –সূরা সাফ্‌ফাত: ৬-১০) -(তাকমিলা ৪:৩৮৮)

وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ (কিন্তু তাহারা ইহাতে মিথ্যা সন্নিবিষ্ট করে)। يَقْرِفُونَ শব্দটির ر এবং ى বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يخلطون ويكذبون (তাহারা মিথ্যা সংমিশ্রণ করে)। -(কামূস) কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহাকে يقذفون (ذ বর্ণ দ্বারা) সংরক্ষণ করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) তাঁহার শায়খ হইতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা يرقون (ى বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) অর্থাৎ يزيدون (তাহারা অতিরিক্ত সংযোজন করে)। অর্থাৎ তাহারা যাহা শুনিয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত বলে। -(তাকমিলা ৪:৩৮৮)

(৫৬৮৯) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ". وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ "وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ". وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللَّهُ "حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ". وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ "وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ".

(৫৬৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী ইউনুস (রহ.) বলিয়াছেন : আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনসার সাহাবীগণের মধ্য হইতে কয়েকজন সাহাবী আমাকে জানাইয়াছেন। আর রাবী আওযায়ী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, কিন্তু তাহারা উহাতে (মিথ্যা) সন্নিবিষ্ট ও সংযোজিত করিয়া দেয়। আর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, ইহাতে তাহারা বৃদ্ধি ও সংযোজিত করে। অধিকন্তু রাবী ইউনুস বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ (যখন তাহাদের মন হইতে ভয়-ভীতি দূর হইয়া যাইবে, তখন তাহারা পরস্পরে বলিবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বলিলেন? তাহারা বলিবে, তিনি সত্য বলেছেন। -সূরা সাবা ২৩) আর রাবী মা'কিল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, যাহা রাবী আওযায়ী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, "কিন্তু তাহারা উহাতে (মিথ্যা) সন্নিবিষ্ট ও সংযোজিত করে।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫৬৮৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৬৯০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

(৫৬৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) ... সাফিয়্যা হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সহধর্মিণী হইতে। তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি আররাফ (গণক, জ্যোতিষ)-এর কাছে গেল এবং তাহাকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চল্লিশ রাত্রির কোন নামায কবূলকৃত (ছাওয়াব প্রদান করা) হয় না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ أَتَى عَرَّافًا (যেই ব্যক্তি আররাফ-এর কাছে গেল)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة (আররাফ হইল সেই ব্যক্তি যে অপহৃত স্থান এবং হারানো বস্তুর স্থান প্রভৃতির সংবাদ দানের অনুশীলন করে)। আর الكهانة (জ্যোতিষবিদ))-এরই এক প্রকার। -(তাকমিলা ৪:৩৮৯)

لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (তাহার চল্লিশ রাত্রির কোন নামায কবূলকৃত হয় না)। অর্থাৎ ইহার ছাওয়াব দেওয়া হইবে না, অন্যথায় ফরয তাহার যিম্মা হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কাজেই এই স্থানে القبول (কবূল-গৃহীত)-এর অর্থ قبول الاجابة والاثابة (সম্মতি প্রদানে এবং ছাওয়াব প্রদানে গৃহীত)। قبول الاصابة (সঠিক হিসাবে গৃহীত) মর্ম নহে। আর চল্লিশ রাত্রি বিশেষায়িত করার কারণ সম্পর্কে কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা শরীআতের গোপন রহস্য, যাহা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রজ্ঞাময় ইলম দ্বারা নির্ধারিত। আর উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন : এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য চল্লিশ দিনের প্রভাব রহিয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৮৯)

بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে দূরে থাকা-এর বিবরণ

(৫৬৯১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ".

(৫৬৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আমর বিন শারীদ (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (শারীদ বিন সওয়ায়দ ছাকাফী রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, সাকীফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি কুষ্ঠাক্রান্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে খবর পাঠাইলেন যে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বায়আত করিয়া নিয়াছি; কাজেই তুমি ফিরিয়া যাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বায়আত করিয়া নিয়াছি। কাজেই তুমি ফিরিয়া যাও)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুসাফাহ ব্যতীত বায়আত করিলেন। আর ইহা সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ : فر من المجذوم كما تفر من الاسد (কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে পলায়ন কর, যেমন সিংহ হইতে পলায়ন করিয়া থাক)। ইতোপূর্বে باب لا عدوى (সংক্রামক ব্যাধি নাই ... অনুচ্ছেদ)-এ আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইহা 'সংক্রামক ব্যাধি' অস্বীকৃতি বর্ণিত হাদীছের বিপরীত নহে। কেননা, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে সরিয়া থাকা তো সতর্কতা এবং আসবাব এখতিয়ারীর স্তরের সাবধানতা অবলম্বন মাত্র।

আর এই হাদীছের আলোকেই উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাবধানতা অবলম্বনে কুষ্ঠ রোগীকে মসজিদে যাইতে এবং লোকদের সহিত মিলামিশা করিতে নিষেধ করা যাইতে পারে। আর কুষ্ঠ রোগীর স্ত্রীর জন্য নিকাহ ছিন্ন করিবার এখতিয়ার আছে কি? এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে নিকাহ ছিন্ন করার এখতিয়ার আছে। আর হানাফীগণের মতে এখতিয়ার নাই। বিস্তরিত ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৪:৩৯০)

كِتَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় ঃ সাপ ইত্যাদি নিধন

কতিপয় নুসখায় এই অধ্যায়কে كتاب الحيوان (অধ্যায়: প্রাণী) নামে নামকরণ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯১)

(৫৬৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ.

(৫৬৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠে দুইটি সাদা রেখা বিশিষ্ট বিষধর সাপ হত্যা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা, উহা দৃষ্টি শক্তি ছিনাইয়া নেয় এবং গর্ভবতীর সন্তান গর্ভপাত করাইয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الخلق অধ্যায়ে باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯১)

بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ (পিঠে দুইটি সাদা রেখা বিশিষ্ট বিষধর সাপ হত্যা করিতে ...)। الطُّفْيَتَيْنِ শব্দটির ط বর্ণে পেশ ف বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা الطفية শব্দের দ্বিবচন। এই স্থানে الطفيتين দ্বারা মর্ম হইতেছে দুইটি সাদা রেখা যাহা সাপের পিঠে হইয়া থাকে। মূলতঃ الطفية হইল خوصة المقل অনুরূপই অভিধানবিদ ও হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ তাফসীর করিয়াছেন। তবে তাহারা خوص المقل এর সুস্পষ্ট কোন মর্ম বর্ণনা করেন নাই। বলাবহুল্য খেজুর এবং নারিকেল গাছের পাতার ন্যায় লম্বা চিকন পাতাকে خُوص বলে। আর المقل হইল এক প্রকার গাছ, কখনও ইহা খেজুর গাছের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ রেখাটি লম্বা এবং চিকন হওয়ার কারণে ইহার সহিত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯১)

فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ (কেননা, উহা দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া নেয়)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই সাপটি দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া নেয় (চোখ ঝলসাইয়া দেয়) এবং এই সাপটি মানুষের চোখের উপর শুধুমাত্র নযর দেওয়ার দ্বারা মানুষের চোখ অন্ধ হইয়া যায়। আর আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাহার চোখে এই শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। উলামায়ে কিরাম বলেন, সাপসমূহের মধ্যে এমন এক প্রকার সাপ রহিয়াছে যাহার নাম الناظر (আন-নাযির)। যখন তাহার দৃষ্টি মানুষের চোখের উপর পতিত হয় সেই মুহূর্তেই উহার মৃত্যু হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৪:৩৯১)

وَيُصِيبُ الْحَبَلَ (এবং গর্ভবতীর সন্তান গর্ভপাত করাইয়া দেয়)। এই বাক্যের অর্থ হইতেছে যে, গর্ভবতী মহিলা যদি এই প্রকার সাপের উপর দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে আতঙ্কে সাধারণতঃ তাহার গর্ভপাত হইয়া যায়। আর ইমাম মুসলিম (রহ.) যুহরী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, "মনে হয় ইহার বিষের কারণে।" -(তাকমিলা ৪:৩৯১)

(৫৬৯৩) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ.

(৫৬৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। আর তিনি বলেন, লেজকাটা ও পিঠে দুইটি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الأَبْتَرُ অর্থাৎ যাহার লেজ নাই কিংবা খাট লেজ বিশিষ্ট সাপ। -(তাকমিলা ৪:৩৯২)

(৫৬৯৪) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ". قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

(৫৬৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ নাকিদ (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা সকল সাপ হত্যা কর। বিশেষভাবে পিঠে দুইটি সাদা রেখা বিশিষ্ট ও লেজ খসিয়া পড়িয়াছে (এমন সাপ মারিয়া ফেল)। কেননা এই দুইটি গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটায় এবং (মানুষের) দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দেয়। তিনি (রাবী) বলেন, তাই ইবন উমর (রাযি.) যেই কোন সাপ পাইতেন উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেন। একদা আবূ লুবাবা বিন আবদুল মুনযির কিংবা যায়দ বিন খাত্তাব (রহ.) তাহাকে দেখিলেন যে, তিনি একটি সাপ (মারিয়া ফেলার জন্য) ধাওয়া করিয়াছেন তখন তিনি (আবূ লুবাবা কিংবা যায়দ রাযি.) বলিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর-বাড়ীতে বসবাসরত (সাপ) হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ (সালিম (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাযি.) হইতে। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الخلق অধ্যায়ে باب قول الله تعالى و بث فيها من كل دابة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯২)

وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً (আর তিনি একটি সাপ ধাওয়া করিতেছেন)। অর্থাৎ সাপটি হত্যা করিবার জন্য অনুসন্ধান ও অনুসরণ করিতেছেন। -(তাকমিলা ৪:৩৯২)

إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর-বাড়ীতে বসবাসরত সাপ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। نَهَى শব্দটি সম্ভবতঃ معروف এর সীগা হইবে। তখন انه এর ه সর্বনাম এবং نهى এর মধ্যে ضمير الفاعل উভয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা مجهول এর সীগা হইবে। আর ذوات البيوت দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই সকল সাপ যাহারা ঘরসমূহে বসবাস করে। ইমাম যুহরী (রহ.) সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে ইহার ব্যাখ্যা এই শব্দে করিয়াছেন وهى العوامر অর্থাৎ الجن التى تسكن البيوت (ঘরে বসবাসকারী জিন) তাই জিন হওয়ার সম্ভাবনায় ঘরে বসবাসকারী সাপ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অচীরেই আবূ সাঈদ (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫৭০৯ নং) হাদীছে বিস্তারিতভাবে আসিতেছে যে : ان لهذه البيوت عوامر- فاذا رايتم منها شيئا فحرجوا

عليه ثلاثا۔فان ذهب والا فاقتلوه (নিশ্চয়ই এই সকল বাড়ি-ঘরে আরও কতক বসবাসকারী রহিয়াছে। কাজেই সেই ধরণের কোন কিছু তোমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাহাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করিবে। ইহাতে যদি তাহারা চলিয়া যায় তবে ভাল, অন্যথায় তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেল)। আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইবনুল মুবারক (রহ.) হইতে ذوات البيوت এর তাফসীর এই শব্দে নকল করিয়াছেন : انها الحية التى تكون كأنها فضة ولاتلتوى فى مشيتها -(তাকমিলা ৪:৩৯২)

(৫৬৯৫) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى". قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ. فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

(৫৬৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুকুর হত্যা করিবার হুকুম জারী করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, সাপ ও কুকুরগুলি মারিয়া ফেল। আর বিশেষভাবে পিঠের উপর দুইটি রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ মারিয়া ফেল। কেননা, এতদুভয় (মানুষের) চোখের জ্যোতি নষ্ট করিয়া দেয় এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, আমাদের মনে হয় উহা তাহাদের বিষের কারণে, তবে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। রাবী সালিম (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলিয়াছেন : অতঃপর আমার অবস্থা এমন হইল যে, কোন সাপ প্রত্যক্ষ করিলে উহাকে আমি হত্যা না করিয়া ছাড়িতাম না। একদা আমি বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী একটি সাপ (হত্যা করিবার জন্য) ধাওয়া করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় যায়দ বিন খাত্তাব কিংবা আবূ লুবাবা (রাযি.) আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, আর আমি উহার পিছনে ধাওয়া করিয়া যাইতেছিলাম। তখন তিনি (যায়দ কিংবা আবূ লুবাবা রাযি.) বলিলেন, ওহে আবদুল্লাহ! থামো, আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইগুলিকে হত্যা করিয়া দেওয়ার হুকুম দিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলিকে (হত্যা করিতে) নিষেধও করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْ أَبُو لُبَابَةَ (কিংবা আবূ লুবাবা রাযি.)। لُبَابَةَ শব্দটির ل বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। প্রসিদ্ধ সাহাবী রাযি.। তাহার নাম বশীর بشير এর ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি আওসী, তিনি একজন নেতা ছিলেন, উহুদের জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা হয় যে, তিনি বদরের জিহাদেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মদীনা মুনাওয়ারার কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিয়াছিলেন। তিনি হযরত উছমান (রাযি.)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন। এই হাদীছ ব্যতীত সহীহ গ্রন্থে তাঁহার হইতে আর কোন হাদীছ বর্ণিত নাই। -(ফতহুল বারী ৬:৩৪৮-৩৪৯, তাকমিলা ৪:৩৯৩)

(৫৬৯৬) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ

كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتّٰى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ". وَلَمْ يَقُلْ "ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ".

(৫৬৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাসান আল-হুলওয়ানী (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী সালিহ (রহ.) বলিয়াছেন, অবশেষে আবূ লুবাবা বিন আবদুল মুনযির (রাযি.) এবং যায়দ বিন খাত্তাব (রাযি.) আমাকে দেখিলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে বলিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী সাপ নিধন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে তোমরা সকল সাপ হত্যা করিয়া ফেল। আর তিনি পিঠের উপর দুইটি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ বলেন নাই।

(৫৬৯৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ. فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

(৫৬৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ লুবাবা (রাযি.) ইবন উমর (রাযি.)-এর সহিত তাহার বাড়ীতে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া নেওয়ার ব্যাপারে কথা বলিলেন। যাহা দিয়া তিনি মসজিদের দিকে যাতায়াতের রাস্তা নিকটবর্তী করিতে পারেন। তখন কিশোররা (মাটি খুড়িতে গিয়া) একটি ছোট সাপের খোলস পাইল। তখন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, তোমরা ইহাকে খুঁজিয়া বাহির কর, অতঃপর মারিয়া ফেল। তখন আবূ লুবাবা (রাযি.) বলিলেন, তোমরা উহাকে হত্যা করিও না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী নিরীহ সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (নিরীহ সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। الْجِنَّان শব্দটির ج বর্ণে যের ن বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে جانّ (নিরীহ সাপ)-এর বহুবচন। আর উহা হইল الحية الصغيرة (ছোট সাপ)। -(তাকমিলা ৪:৩৯৩)

(৫৬৯৮) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتّٰى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ.

(৫৬৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বা বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন উমর (রাযি.) সকল সাপ মারিয়া ফেলিতেন। অবশেষে আবূ লুবাবা বিন আবদুল মুনযির আল-বাদরী (রাযি.) আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী-ঘরের নিরীহ সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে তিনি (ইবন উমর (রাযি.) হত্যা করা হইতে) বিরত থাকিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ (হযরত ইবন উমর (রাযি.) সকল প্রকারের সাপ হত্যা করিয়া ফেলিতেন)। সহীহ বুখারী শরীফে بدء الخلق অধ্যায়ে ইবন উমর (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, ان النبى صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له- فوجد فيه سلخ حية- فقال انظروا اين هو؟ فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك فلقيت ابا لبابة فاخبرنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان- الا كل ابتر ذى طفيتين- فانه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার একটি দেয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহাতে তিনি সাপের খোলস দেখিতে পান। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, দেখ, কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখিলেন (এবং তাহাকে জানাইলেন) তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাকে মারিয়া ফেল। এই কারণে আমি সাপ মারিয়া ফেলিতাম। অতঃপর আবূ লুবাবা (রাযি.)-এর সহিত আমার দেখা হইল। তিনি আমাকে জানাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। পিঠের উপর দুইটি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা হত্যা করিও না। কেননা, এইগুলি গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করিয়া দেয়। তাই এই জাতীয় সাপ মারিয়া ফেল। -(তাকমিলা ৪:৩৯৩-৩৯৪)

(৫৬৯৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ.

(৫৬৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, নাফি' (রহ.) আমাকে জানান যে, তিনি আবূ লুবাবা (রাযি.)কে ইবন উমর (রাযি.)-এর কাছে এই মর্মে হাদীছের খবর দিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরের) নিরীহ সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫৭০০) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

(৫৭০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী (রহ.) তিনি ... আবূ লুবাবা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন। ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয-যুবাঈ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে এই মর্মে হাদীছ রহিয়াছে যে, তাঁহাকে আবূ লুবাবা (রাযি.) জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী নিরীহ সাপগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫৭০১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلاَدَ النِّسَاءِ.

(৫৭০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) জানাইয়াছেন যে, আবূ লুবাবা বিন আবদুল মুনযির আনসারী (রাযি.)-এর বাসস্থান কুবায় ছিল। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় (মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে) স্থানান্তরিত হইলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাঁহার (আবূ লুবাবা রাযি.)-এর সহিত বসা ছিলেন এবং তাহার জন্য একটি ছোট দরজা (বাড়ীতে কিংবা ঘরে প্রবেশের জন্য) খুলিতেছিলেন। হঠাৎ তাহারা বাড়ী-ঘরে বসবাস জাতীয় একটি সাপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহারা উহাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলে আবূ লুবাবা (রাযি.) বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইগুলিকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (রাবী এইগুলি বলিয়া) বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লেজ কাটা ও পিঠে দুইটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছেন। আর বলা হইল যে, সেই দুইটি হইল এমন, যাহারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসাইয়া দেয় এবং (গর্ভবতী) মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَفْتَحُ خَوْخَةً (একটি ছোট দরজা খুলিতে ছিলেন)। خَوْخَةً শব্দটির خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ হইতেছে দুই বাড়ী কিংবা দুই ঘরের মধ্যস্থল দিয়া প্রবেশের জন্য ফাঁক করা, ছোট দরজা তৈরী করা। আর ইহা কখনও স্বতন্ত্র দেয়ালেও হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ৪:৩৯৪)

(৫৭০২) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هٰذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

(৫৭০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... নাফি (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাঁহার একটি ভাঙ্গিয়া ফেলা দেয়ালের কাছে একটি সাপের খোলস প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, ইহাকে তালাশ করিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেল। হযরত আবূ লুবাবা আনসারী (রাযি.) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি সেই সকল সাপ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন যেইগুলি ঘর-বাড়ীতে (বসবাস করিয়া) থাকে; তবে লেজ কাটা ও পিঠে দুই সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ (হত্যা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন)। কেননা, সেই দুইটি হইল এমন, যাহারা দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া নেয় এবং মহিলাদের পেটে যাহা আছে তাহা পতিত করাইয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ (একটি সাপের খোলস প্রত্যক্ষ করিলেন)। الوبيض হইল اللمعان (চকচক করা) -(তাকমিলা ৪:৩৯৫)

وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ (এবং এতদুভয় মহিলাদের পেটে যাহা আছে তাহা পতিত করাইয়া দেয়)। يَتَتَبَّعَانِ অর্থাৎ يسقطانه (এই দুইটি উহা (পেটের বাচ্চা) পতিত করাইয়া দেয়, গর্ভপাত ঘটায়)। আর التتبع (অনুসন্ধান করা) শব্দটি سقط (পতিত হওয়া, স্থলিত হওয়া)-এর مجازا (রূপকার্থে) ব্যবহৃত। সম্ভবতঃ এতদুভয় ইহার অনুসন্ধান করে। আর আল্লাহ তা'আলা উহাদের উভয়ের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য তৈরী করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৩৯৫)

(৫৭০৩) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

(৫৭০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... নাফি (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা আবূ লুবাবা (রাযি.) হযরত ইবন উমর (রাযি.)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর বাড়ীর নিকটে অবস্থিত একটি প্রাসাদের কাছে ছিলেন, তখন তিনি (ইবন উমর রাযি.) একটি সাপ হত্যা করিবার জন্য ওঁৎ পাতিয়া ছিলেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী লায়ছ বিন সা'দ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَعِنْدَالأُطُمِ (তিনি প্রাসাদের নিকটে ছিলেন)। الأُطُمِ শব্দটির همزه এবং ط বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ القصر (প্রাসাদ)। ইহার বহুবচন آطام ব্যাবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:৩৯৫)

(৫৭০৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} . فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ "اقْتُلُوهَا" . فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا" .

(৫৭০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মিনায়) একটি গুহায় ছিলাম। তখন তাঁহার উপর وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا (সূরাটি) অবতীর্ণ হইয়াছিল। আর আমরা তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে উহা তরতাজা শ্রবণ করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সামনে আসিয়া হাজির হইল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, ইহাকে তোমরা হত্যা করিয়া ফেল। আমরা উহাকে হত্যা করিবার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করিলাম। কিন্তু সে আমাদের হারাইয়া চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তোমাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যেমন তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে جزا الصيد অধ্যায়ে باب ما يقتل المحرم من الدواب এবং بدء الخلق অধ্যায়ে باب اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغسله এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯৫)

اقْتُلُوهَا (ইহাকে তোমরা হত্যা করিয়া ফেল)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারাম শরীফে ইহরাম অবস্থায় সাপ নিধন করা জায়িয আছে। কেননা, মিনা হারাম শরীফের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯৬)

(৫৭০৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৫৭০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ এবং উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭০৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى.

(৫৭০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুহরিম ব্যক্তিকে মিনায় একটি সাপ নিধন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৫৭০৭) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ.

(৫৭০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মিনায়) একটি গুহায় ছিলাম। (হাদীছের পরবর্তী অংশ) রাবী জারীর ও আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৭০৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَىَّ أَنِ اجْلِسْ . فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ ".

فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا . فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ".

(৫৭০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন যুহরা (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সায়ব (রহ.) জানান যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর কাছে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন, তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি তাঁহাকে নামাযরত অবস্থায় পাইলাম এবং তাঁহার নামায শেষ করা পর্যন্ত তাহার কাছে অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তখন ঘরের কোণে রাখা খেজুরের কাঁদির শুকনা দন্ড স্তূপের মধ্যে কোনকিছুর নড়াচড়া শব্দ শ্রবণ করিলাম। লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, ইহা একটি সাপ। তখন আমি উহাকে হত্যা করিবার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হইলাম, তখন তিনি (নামাযরত অবস্থায়) আমাকে ইশারা করিলেন, আমি যেন বসিয়া থাকি, আমি বসিয়া

রহিলাম। অতঃপর নামায শেষে বাড়ীর একটি ঘরের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, তুমি কি এই ঘরটি দেখিতে পাইতেছ? আমি বলিলাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, সেইখানে নববিবাহিত আমাদের এক যুবক থাকিত। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খন্দকের জিহাদে রওয়ানা করিলাম। ঐ যুবক দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাহিয়া নিত এবং তাহার পরিবারের কাছে ফিরিয়া যাইত। একদা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার যুদ্ধাস্ত্র তোমার সাথে নিয়া যাও। কেননা, আমি তোমার উপরে বনূ কুরায়যা (ইয়াহুদীদের আক্রমণ)-এর আশংকা করিতেছি।

লোকটি যুদ্ধাস্ত্র নিয়া (বাড়ীতে) ফিরিয়া গেল। সেই স্থানে সে তাহার (নব) স্ত্রীকে দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিল এবং (তাহার প্রতি সন্ধিহান হইয়া) বল্লম দিয়া তাহাকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে উহা তাহার দিকে তাক করিয়া ধরিল। মর্যাদা বোধ তাহাকে পাইয়াছিল। তখন সে (স্ত্রী) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আপনার বল্লমটি নিজের কাছে থামাইয়া রাখুন এবং ঘরে প্রবেশ করুন। যাহাতে আপনি উহা দেখিতে পান, যাহা আমাকে (ঘর হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছে। সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল যে, একটি বিরাটাকার সাপ বিছানার উপরে কুণ্ডুলী পাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে ইহার দিকে বল্লম তাক করিয়া উহা দ্বারা ইহাকে গাঁথিয়া ফেলিল। অতঃপর বাহির হইয়া তাহা (বল্লমটি) বাড়ীর মধ্যে গাঁথিয়া রাখিল। তখন উহা নড়াচড়া করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল এবং (মুহূর্তের মধ্যে) সাপ অথবা যুবক এতদুভয়ের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী ছিল তাহা অনুমান করা গেল না। তিনি (আবূ সাঈদ রাযি.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়া ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের খাতিরে তাহাকে জীবিত করিয়া দেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য ইসতিগফার কর। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, মদীনায় কতিপয় জিন রহিয়াছে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই (সাপ ইত্যাদি রূপে) তাহাদের কোন কিছু তোমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাহাকে তিনদিন সতর্ক সংকেত দিবে। তারপরও যদি তোমাদের সামনে তাহা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবে। কেননা, সে শয়তান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى عَرَاجِينَ (খেজুরের কাঁদির শুকনা দন্ড স্তুপের মধ্যে)। عَرَاجِينَ শব্দটি عرجون এর বহুবচন। অর্থ খেজুরের কাঁদির শুকনা দন্ড। -(তাকমিলা ৪:৩৯৬)

إِلَىَّ أَنِ اجْلِسْ (তখন তিনি (নামাযে থাকা অবস্থায়) আমাকে ইশারা করিলেন, আমি যেন বসিয়া থাকি)। অর্থাৎ উক্ত সাপটি হত্যা করিতে অগ্রগামী হইতে নিষেধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই ইশারাটি হালকাভাবে করিয়াছিলেন। যাহা আমলে কাছীর হিসাবে গণ্য হয় নাই, যাহা নামাযকে ফাসিদ করিয়া দেয়। আর ইহা অন্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত হইতে সংরক্ষণের জন্য জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৩৯৭)

فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ (আর এই যুবক দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাহিয়া নিত)। আর এই অনুমতি আল্লাহ তা'আলার বাণীর অনুকুলেই ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ (এবং রাসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হইলে তাঁহার কাছ হইতে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলিয়া যাইবে না –সূরা নূর ৬২)। আর أنصاف النهار (দুপরের দিকে)। انصاف শব্দের همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ منتصف (মধ্যাহ্ন)। আর তিনি স্বীয় পরিবারের কাছে তাহার অবস্থা জানিয়া প্রয়োজন পূর্ণ এবং স্ত্রীর আনন্দদানের জন্য। কেননা সে নববধূ ছিল। -(শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ আছে)-(তাকমিলা ৪:৩৯৮)

فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا (এতদুভয়ের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী ছিল)। অর্থাৎ যুবকটি সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। এমনকি জানা যায় নাই সাপটি কি তাহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছে কিংবা তিনি উহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কেননা, সাপরূপী জিনকে হত্যা করিবার কারণে তাহার প্রতিশোধে জিনেরা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৩৯৮)

(৫৭০৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ". وَقَالَ لَهُمُ "اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ".

(৫৭০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সায়িব (রহ.) নামে জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। আর তিনি আমাদের নিকট আবূ সায়িব (রহ.) নামে পরিচিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর কাছে প্রবেশ করিলাম। আমরা বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁহার খাটের নীচে নড়াচড়ার শব্দ শ্রবণ করিলাম। অতঃপর আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি যে, উহা একটি সাপ ... অতঃপর রাবী সায়ফী (রহ.)-এর সূত্রে মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই এই সকল বাড়ী-ঘরে আরও কতিপয় (প্রাণী) বসবাসকারী রহিয়াছে। কাজেই সেই ধরনের কোন কিছু তোমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাহাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করিবে। ইহাতে যদি (তাহারা) চলিয়া যায় তাহা হইলে ভালো। অন্যথায় তাহাকে তোমরা হত্যা করিয়া ফেলিবে। কেননা সে কাফির (অবাধ্য)। আর তিনি তাহাদের (মৃত তরুণের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমরা তোমাদের সাথীকে দাফন কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا (তাহাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করিবে)। التحريج শব্দটির আভিধানিক অর্থ التضييق (সংকোচিত করণ, সংকটাপন্নকরণ, কড়াকড়িকরণ)। আর এই স্থানে মর্ম হইতেছে الانذار (ভীতিপ্রদর্শন করা, সতর্ক করা)। কেননা, তাহাদের জন্য ঘরে বাস করা সংকোচন বটে। -(ঐ)

(৫৭১০) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ".

(৫৭১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মদীনা মুনাওয়ারায় জিনদের একটি দল রহিয়াছে, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই যেই ব্যক্তি এই সকল বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)দের কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে, সে যেন তাহাকে তিনবার ভীতিপ্রদর্শন করে। তারপরও যদি তাহার সামনে তাহা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে যেন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। কেননা, সে (কাফির) শয়তান।

بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

অনুচ্ছেদ ঃ গিরগিটি হত্যা করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫৭১১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمَرَ .

(৫৭১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু শরীক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে গিরগিট (টিকটিকি জাতীয় এক প্রকার সরীসৃপ; **Chameleon**) হত্যা করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তবে ইবন আবূ শায়বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে امر (নির্দেশ দিয়াছেন) রহিয়াছে (অর্থাৎ ها (তাহাকে) সর্বনামটি নাই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ (উম্মু শারীক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب خبر بدء الخلق অধ্যায়ে الاوزاغ এবং الانبياء অধ্যায়ে باب قول الله واتخذ الله ابراهيم خليلا রহিয়াছে।

এই উম্মু শারীক (রাযি.)-এর নাম গুয়াইয়্যা। আর কেহ বলেন, গুযাইলা। আর কেহ বলেন, তিনি হইলেন আমিরিয়া কুরাইশিয়া, যেমন আগত হাদীছে রহিয়াছে। কেহ বলেন, তিনি আনসারিয়া আর কেহ বলেন, দুসিয়া। সম্ভবতঃ তিনিই সেই মহিলা যিনি নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হিবা করিয়া দিয়াছিলেন। আর তাহার ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ফাতিমা বিনত কায়স (রাযি.)-এর ঘরে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাকে ইবন উম্মে মাকতুম (রাযি.)-এর ঘরে থাকার জন্য বলিয়াছিলেন। -(ইসাবা ৪:৪৪৫-৪৪৬)-(তাকমিলা ৪:৩৯৯)

أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ (তাঁহাকে গিরগিট (বড় টিকটিকি)সমূহ হত্যা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন)। الأَوْزَاغ শব্দটি وزغة (প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত (বড় গিরগিট বিশেষ)-এর বহুবচন। আর ইহাই প্রসিদ্ধ دُوَيْبَة (ক্ষুদ্র প্রাণী)। আল্লামা الدميرى (রহ.) স্বীয় حيات الحيوان গ্রন্থের ২:৩৮১ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই প্রকারের গিরগিট বধির হয়। আর তাহার স্বভাবের মধ্যে রহিয়াছে যে, যেই ঘরে যাফরানের সুগন্ধি রহিয়াছে সে ঘরে সে প্রবেশ করে না। সাপের সহিত তাহার বন্ধুত্ব রহিয়াছে। সে গর্ভবতী করে মুখ দ্বারা এবং সাপের শুভ্রতার ন্যায় সে শুভ্র হয়। শীতকালে চার মাস নিজ গর্তে বসবাস করে তখন সে কিছুই আহার করে না। (আঞ্চলিক পরিভাষায় ইহাকে কাকলাস বলে)।

সহীহ মুসলিম-এর গ্রন্থকার (রহ.) এই হাদীছকে এই স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করিয়াছেন। আর সহীহ বুখারী শরীফে الانبياء অধ্যায়ে এতখানি অতিরিক্ত আছে وقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام (আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন : সে ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য কৃত অগ্নিকুণ্ডে (প্রজ্জ্বলন বৃদ্ধির জন্য) ফুঁক দিয়াছিল)।

আর ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইবন মাজাহ শরীফে الصيد অধ্যায়ে সহীহ সনদে ফাকিহ বিন মুগীরা-এর আযাদকৃত দাসী সায়িবা (রহ.) হইতে বর্ণিত : انها دخلت على عائشة فرأت فى بيتها رمحا موضوعا ـ فقالت يا ام المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به الاوزاغ ـ فإن نبى الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ابراهيم (عليه

السلام) لما القى فى النار لم تكن فى الارض دابة الا اطفات النار غير الوزغ ـ فانها كانت تنفخ عليه ـ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله (একদা তিনি (সায়িবা) হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ঘরে একটি প্রস্তুতকৃত বর্শা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, ইয়া উম্মাল মু'মিনীন। ইহা দ্বারা আপনি কি করিবেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইহা দ্বারা বড় গিরগিটি (কাকলাস) হত্যা করিব। কেননা, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানাইয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন জমিনের এমন কোন জন্তু-জানোয়ার বাকী ছিল না যে অগ্নি নির্বাপিতকরণে চেষ্টা করে নাই। তবে গিরগিট (কাকলাস) ছাড়া। কেননা, সে অগ্নি বৃদ্ধিকরণে উহাতে ফুঁক দিতেছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন)।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, এই বিষয়ে আমার অন্তরে যাহা উদয় হইয়াছে– আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় উহার (গিরগিটর) মন্দ স্বভাবের বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর উহাকে হত্যা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদানের কারণ হইতেছে যে, সে ক্ষতি ও কষ্টপ্রদানকারী। অন্যথায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগের গিরগিটর অপকর্মের শাস্তি এই যুগের গিরগিটকে দেওয়া যায় না। সুতরাং হত্যা করার নির্দেশ দেওয়ার কারণ মূলতঃ কষ্টপ্রদান ও ক্ষতিসাধন। অধিকন্তু ইহাকে হত্যা করা সায়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তানদের নেক কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৩৯৯-৪০০)

(৫৭১২) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا. وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ. اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.

(৫৭১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালাফ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু শারীক (রাযি.) জানান যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বড় গিরগিটি (কাকলাস) হত্যা করিবার হুকুম সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে উহা হত্যা করিয়া ফেলার নির্দেশ দিয়াছেন। আর উম্মু শারীক (রাযি.) হইলেন আমির বিন লুআই সম্প্রদায়ের একজন মহিলা। আর এই হাদীছের বর্ণনায় রাবী ইবন আবূ খালাফ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.)-এর শব্দ এক অভিন্ন। আর রাবী ইবন ওয়াহব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের কাছাকাছি।

(৫৭১৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

(৫৭১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আমির বিন সাঈদ (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (সাঈদ বিন আবূ ওয়াক্কাস রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় গিরগিটি (কাকলাস) হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আর উহাকে فويسق (ক্ষুদ্র-দুরাচারী) নামকরণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (আর উহাকে فويسق (ক্ষুদ্র-দুরাচারী) নামকরণ করিয়াছেন)। فويسق শব্দটি فاسق (দুরাচারী, অন্যায়কারী, পাপাচারী, ফাসিক)-এর تصغير (ক্ষুদ্রবাচক বিশেষ্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি দুরাচারীর নামকরণ করিয়াছেন فويسق যাহাদেরকে হারাম শরীফে হত্যা করা বৈধ। মূলতঃ الفسق হইল الخروج (বহিরগমন, বাহিরে গমন)। আর উল্লিখিত দুরাচারীরা অত্যধিক ক্ষতি ও কষ্টপ্রদানের দিক দিয়া ভালো কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির স্বভাব চরিত্র হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪০১)

(৫৭১৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ "الْفُوَيْسِقُ". زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

(৫৭১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় গিরগিটিকে ক্ষুদ্র দুরাচারী বলিয়াছেন। তবে রাবী হারমালা (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আয়িশা রাযি.) বলিয়াছেন। তবে আমি তাঁহাকে তাহা হত্যা করিবার নির্দেশ দিতে (সরাসরি) শ্রবণ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب خير مال بدء الخلق অধ্যায়ে المسلم غنم الخ এবং الحج অধ্যায়ে باب ما يقتل المحرم من الدواب এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪০১)

وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (তবে আমি তাঁহাকে তাহা হত্যা করিবার নির্দেশ দিতে (সরাসরি) শ্রবণ করি নাই)। তবে ইতোপূর্বে (৫৭১১নং হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবন মাজা গ্রন্থে আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله (তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন)। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, তিনি নিজে সরাসরি নির্দেশ দেওয়ার কথাটি শ্রবণ করেন নাই। তবে তিনি ইহা অন্য সাহাবী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের (৩৩০৬ নং) রিওয়ায়তে রহিয়াছে : انها سمعت من سعد بن ابى وقاص (তিনি (আয়িশা রাযি.) সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪০১)

(৫৭১৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ".

(৫৭১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি বড় গিরগিটি (কাকলাস) প্রথম আঘাতে হত্যা করিবে, তাহার জন্য এত এত পরিমাণ ছাওয়াব রহিয়াছে। আর যেই ব্যক্তি তাহাকে দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করিবে, তাহার জন্য এত এত পরিমাণ ছাওয়াব রহিয়াছে, (অর্থাৎ) প্রথম বারের চাইতে কম। আর যদি তাহাকে তৃতীয় আঘাতে হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার জন্য এত এত পরিমাণ ছাওয়াব রহিয়াছে তবে দ্বিতীয় বারের চাইতে কম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً (প্রথম আঘাতে মারিয়া ফেলিবে, তাহার জন্য এত এত পরিমাণ ছাওয়াব রহিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে উহাকে হত্যা কর্মে দ্রুত অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করা এবং লক্ষ্য রাখা। কেননা, যদি উহাকে কয়েকটি আঘাতে হত্যা করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে হয়তো পালাইয়া যাইবে এবং হত্যা করা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৪:৪০১)

(৫৭১৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذٰلِكَ".

(৫৭১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সুহায়ল (রহ.) হইতে রাবী খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে একমাত্র রাবী জাবীর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত ব্যতিক্রম। তাহার বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যেই ব্যক্তি প্রথম আঘাতে বড় গিরগিটি হত্যা করিবে তাহার জন্য একশতটি ছাওয়াব লিখা হয়। আর দ্বিতীয় আঘাতে (হত্যা করিলে) ইহার হইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে (হত্যা করিলে) ইহার হইতে আরও কম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ (তাহার জন্য একশতটি ছাওয়াব লিখা হয়)। ইহা প্রথম (৫৭১৫ নং) অবোধগম্য (مبهم) রিওয়ায়তের তাফসীর। তবে ইহা আগত রিওয়ায়ত فى اول ضربة سبعين حسنة (প্রথম আঘাতে (হত্যা করিলে) সত্তরটি ছাওয়াব (লিখা হয়)-এর সহিত বিরোধপূর্ণ হয়। আর এই বৈপরীত্যের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, (প্রথমতঃ) কম সংখ্যা অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। (দ্বিতীয়তঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সত্তরটি ছাওয়াব লিখা হয়-এর খবর জানাইয়াছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা আরও ত্রিশটি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। সেই মুতাবিক আগত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। (তৃতীয়) অবস্থার বিভিন্নতার কারণে ছাওয়াব লিখাও বিভিন্ন হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪০২)

(৫৭১৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً".

(৫৭১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : প্রথম আঘাতে (হত্যা করিলে) সত্তরটি ছাওয়াব (লিখা হয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَتْنِي أُخْتِي (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার বোন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুরূপই অধিকাংশ নুসখায় রহিয়াছে। আর কতিপয় নুসখায় রহিয়াছে اخى (আমার ভাই) পুংলিঙ্গে। আর কতক

রিওয়ায়তে ابى (আমার পিতা)। কাযী ইয়ায (রহ.) তিন অভিমত উল্লেখ করিয়া বলেন, তাহারা বলিয়াছে ابى (আমার পিতা) রিওয়ায়তটি ভুল। তবে আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে (রাবী সন্দেহসহ) اخى او اختى (আমার ভাই কিংবা আমার বোন) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সুহায়ল (রহ.)-এর বোন হইতেছে সাওদা আর তাহার দুই ভাই হইলেন, হিশাম এবং আব্বাদ (রহ.)। -(তাকমিলা ৪:৪০২)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিঁপড়া হত্যা করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৫৭১৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ".

(৫৭১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি পিঁপড়া নবীগণের মধ্য হইতে কোন এক নবী (আ.)কে কামড় দিয়াছিল। তখন তিনি পিঁপড়াসমূহের বাসা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, ফলে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করিলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কামড় দিয়াছিল। অথচ তুমি কি না (পিঁপড়া) জাতিসমূহের একটি জাতি (দল)কে (জ্বালাইয়া) ধ্বংস করিয়া দিলে যাহারা (আল্লাহ তা'আলার) তাসবীহ পাঠ করিতেছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে ১৫৩ নং অনুচ্ছেদে এবং بدء الخلق অধ্যায়ে باب اذا وقع الذباب فى شراب احدكم الخ এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪০৩)

قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ (নবীগণের মধ্য হইতে কোন এক নবী (আ.)কে কামড় দিয়াছিল)। قَرَصَتْ অর্থাৎ لدغت (সে কামড় দিয়াছিল, দংশন করিয়াছিল)। কেহ বলেন এই নবী হইলেন, হযরত উযায়র (আ.)। তবে হাকীম তিরমিযী (রহ.) স্বীয় 'নাওয়াদির' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি হইলেন হযরত মূসা (আ.)। এই কারণেই আল্লামা কালাবাযী (রহ.) স্বীয় 'মাআনিল আখবার' এবং আল্লামা কুরতুবী (রহ.) নিজ 'তাফসীর' গ্রন্থে ইহা (শেষটি)কে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ৬:৩৫৮, তাকমিলা ৪:৪০৩)

(৫৭১৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".

(৫৭১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী (আ.) একটি গাছের নীচে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি পিঁপড়া তাঁহাকে কামড় দিল। তাই তিনি তাহার আসবাবপত্র সরাইতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উহার নীচ হইতে বাহির করা হইল। তারপর তাহার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তখন আল্লাহ

তা'আলা তাঁহার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করিলেন তাহা হইলে একটি মাত্র (অপরাধী) পিঁপড়াকে (শাস্তি প্রদান করিলে) না কেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ الخ (তাই তিনি তাহার আসবাবপত্র সরাইতে নির্দেশ দিলেন)। جِهَاز শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তবে যের দ্বারা পঠনও জায়িয। অর্থাৎ متاعه (তাঁহার আসবাবপত্র)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সম্ভবতঃ পিঁপড়াগুলি আসবাবপত্রের নীচে ছিল কিংবা ইহার আশেপাশে। ফলে তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, পিঁপড়াগুলি জ্বালাইয়া দিলে উহার সহিত আসবাবপত্রও জ্বলিয়া যাইবে। তাই তিনি আসবাবপত্র সরাইয়া নেওয়ার হুকুম দিলেন যাহাতে শুধু পিপীলিকাগুলির উপর অগ্নি পতিত হইয়া জ্বলিয়া যায়। -(তাকমিলা ৪:৪০৩)

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا (তারপর তাহার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলে ...)। ইতোপূর্বের (৫৭১৮নং) রিওয়ায়তে আছে فامر بقرية النمل (তখন তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন) আর قرية النمل হইল যেই স্থানে পিঁপড়াসমূহ এক সঙ্গে বসবাস করে। আরবীগণ বাসাবাড়ীসমূহ বিভিন্ন নামে নামকরণ করেন। কাজেই তাহারা মানুষের বাসস্থান (স্বদেশ, মাতৃভূমি, আবাসভূমি)কে বুঝানোর জন্য وطن উটের বাসস্থানকে عطن সিংহের আস্তানাকে عرين এবং غابة হরিণের বাসস্থানকে كناس গুইসাপ (গিরগিটি)-এর বাসস্থান (গুহা)কে وجار পাখির বাসা বুঝানোর জন্য عش ভীমরুলের বাসাকে كور ইয়ারবূ (ইঁদুর জাতীয় এক প্রকার প্রাণী, **jerboa**)-এর বাসস্থানকে نافق এবং পিঁপড়ার বাসা বুঝানোর জন্য قرية ব্যবহার করিয়া থাকেন। -(ফতহুল বারী গ্রন্থে অনুরূপ আছে, তাকমিলা ৪:৪০৩)

فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ فهلا عاقبت نملة واحدة (তাহা হইলে একটি মাত্র (অপরাধী) পিঁপড়াকে শাস্তি প্রদান করিলে না কেন?) সে-ই তো তোমাকে কামড় দিয়াছিল। কেননা, সে-ই অপরাধী। আর তাহাকে ছাড়া অন্যান্য পিঁপড়াগুলি তো অপরাধ করে নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ উক্ত নবী (আ.)-এর শরীআতের উপর প্রয়োগ হইবে। তাহার শরীআতে পিঁপড়াকে হত্যা করা এবং অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলা জায়িয ছিল। ফলে মূল হত্যা ও জ্বালানোর ব্যাপারে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা হয় নাই; বরং কামড়দাতা একটিমাত্র অপরাধী পিঁপড়া ছাড়া অন্যান্যদের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করায় তিরস্কার করা হইয়াছে।

আর আমাদের শরীআতে জন্তু-জানোয়ারকে অগ্নিতে জ্বালাইয়া মারা জায়িয নাই। আর পিঁপড়া হত্যা করা শাফেয়ী মাযহাবে জায়িয নাই। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দলীল সহীহ সনদে আবূ দাউদ গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার প্রকার জন্তু হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন : পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ এবং সবুজ কাঠঠোকরা" (পাখি)।

'আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া' গ্রন্থের ৫:৩৬১ পৃষ্ঠায় আছে : "পিঁপড়া হত্যা করার ব্যাপারে আলোচনা আছে। মুখতার মতে সে যদি প্রথমে কষ্ট প্রদান করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করায় কোন ক্ষতি নাই। আর যদি সে প্রথমে কষ্ট প্রদান না করে তাহা হইলে হত্যা করা মাকরূহ। আর সর্বসম্মত মতে তাহাকে পানিতে নিক্ষেপ করা মাকরূহ।" ইহাতে দুই রিওয়ায়তে চমৎকার সমন্বয় হইয়া গেল।

প্রসঙ্গতঃ জানা থাকা ভালো

আল্লামা আদ-দামিরী (রহ.) 'হায়াতুল হিওয়ান' গ্রন্থের ২:৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেন : تَنَمُّلْ (হামাগুড়ি দিয়া চলা)-এর কারণে النملة (পিঁপড়া, পিপীলিকা) নামকরণ করা হইয়াছে। আর সে অত্যধিক গতিময় এবং অল্প স্থিরতা বিশিষ্ট। পিঁপড়া বিবাহ-শাদী ও যৌন কর্ম করে না। তবে তাহার হইতে সামান্য বস্তু জমিনে পতিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ডিম সৃষ্টি হইয়া তাহাদের জন্ম হয়। আর البيض (ডিম) শব্দটির ض বর্ণে পঠিত। শুধুমাত্র

بيظ النمل (পিঁপড়ার ডিম)-এর অর্থে ظ দ্বারা পঠিত। পিঁপড়া জীবিকা অন্বেষণে শ্রেষ্ঠ কৌশলী। সে যখন কোন খাদ্য পায় তখন অন্যান্যদের অবহিত করে যাহাতে তাহারা তাহার দিকে নিয়া যায়। আর তাহার স্বভাব হইতেছে গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা ...। আর যখন যে কোন দানার ব্যাপারে নষ্ট হইবার আশংকা করে তখন সে উহা গুহা হইতে বাহির করিয়া জমিনের উপর নিয়া আসে এবং ছড়াইয়া দেয়। আর এই কাজটি তাহারা অধিকাংশই চন্দ্রের আলোতে রাত্রিতে করে। বলা হয় তাহাদের জীবন খাদ্যের উপর নির্ভরশীল নহে। আর উহা এই কারণে যে, তাহার এমন ফাঁক বিশিষ্ট পেট নাই যাহাতে খাদ্য সংকুলান হয়; বরং তাহার পেট দুইভাগে কর্তিত। তবে খাদ্য দানাটি কর্তন করিয়া শুধু নাকে ঘ্রাণ নিলেই তাহার শক্তি যোগানের জন্য যথেষ্ঠ।

আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৭:৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

ويحكى ان سليمان عليه السلام سال نملة : ما يكفيك من الاكل فى سنة واحدة؟ قالت حبة من القمح- فامر بها فحبست فى قاروة- و وضع معها حبة قمح - فتركوها سنة فطلبها ففتح فم القارورة فاذا فيها النملة ولم تاكل الا نصفها- فقال لها ما قلت؟ ما كولى حبة قمح فى سنة؟ فقالت يا نبى الله! ولكن انت ملك عظيم الشان مشتغل بالامور الكثيرة فخفت ان تنسانى سنتين- فاكلت نصف القمحة - و ادخرت نصفها للسنة الاخرى - فتعجب سليمان عليه السلام من امرها و ادراكها

(বর্ণিত আছে, একদা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম একটি পিপীলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক বছরে তোমার জন্য কতখানি খাদ্য যথেষ্ট হয়। সে (পিঁপড়া জবাবে) বলিল, গমের একটি দানা। তখন হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তাহাকে একটি কাঁচের বোতলে আবদ্ধ কর এবং তাহার সহিত একটি গমের দানা রাখিয়া দাও। অতঃপর তাহারা তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিল। এক বছর অতিক্রম করার পর তিনি তাহাকে তলব করিলেন। তখন কাঁচের বোতলের মুখ খোলা হইলে দেখা গেল পিপীলিকা তথায় বহাল তবীয়তে রহিয়াছে এবং সে মাত্র অর্ধেক গম আহার করিয়াছে। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল নাই? বছরে গমের একটি দানা আমার খাদ্য। পিঁপড়া আরয করিল, ইয়া নবীআল্লাহ! তবে যে আপনি আযীমুশ্‌শান বাদশাহ! অনেক কাজে ব্যাস্ত। আমি আশংকা করিয়াছি যে, আপনি হয়তো আমাকে দুই বছর ভুলিয়া থাকিবেন। তাই আমি অর্ধেক গম আহার করিয়াছি আর অর্ধেক দ্বিতীয় বছরের জন্য সংরক্ষণ (সঞ্চয়) করিয়া রাখিয়াছি। হযরত সুলায়মান (আ.) তাহার কর্ম ও উপলব্ধি ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪০৪)

(৫৭২০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".

(৫৭২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহা হইল সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। এই কথা বলার পর তিনি কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিলেন। (উহার একটি হইল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : নবীগণের মধ্য হইতে এক নবী (আ.) একটি গাছের নীচে অবতরণ করিলেন। তখন একটি পিঁপড়া তাঁহাকে দংশন করিল। তখন তিনি আসবাবপত্র সরাইবার নির্দেশ দিলেন। উহার নীচ হইতে তাহাকে বাহির করা হইল এবং তিনি তাহার সম্পর্কে হুকুম দিলে তাহাদের অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।

তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন, তাহা হইলে তাহা হইতে একটি মাত্র (অপরাধী) পিঁপড়াকে (শাস্তিতে সীমাবদ্ধ রাখা হইল) না কেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিড়াল হত্যা করা হারাম-এর বিবরণ

(৫৭২১) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ".

(৫৭২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যুবাঈ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে (জাহান্নামের) শাস্তি প্রদান করা হয় যে, সে বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এমনকি সেইটি মরিয়া গেল। ইহার ফলেই সে জাহান্নামে গেল। যে মহিলাটি বিড়ালটিকে আটকাইয়া রাখিয়া নিজেও উহাকে পানাহার করায় নাই আর না উহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় (ইঁদুর প্রভৃতি) আহার (করিয়া জীবন রক্ষা) করিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন উমর (রাযি.) হইতে। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المساقات অধ্যায়েও باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها এ আছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে باب فضل سقى الماء এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪০৫)

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ (এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয় যে ...)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৬:৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, মহিলাটির নাম জানা নাই। তবে এক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে সে হিমইয়ারিয়া (حميرية) ছিল। আর অপর রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে সে বনূ ইসরাঈলের ছিল। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, হিমইয়ার (حمير) গোত্রের একটি দল ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে তাহাকে কখনও দ্বীনের সহিত সম্বন্ধ করিয়া আর কখনও সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪০৫)

تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (যাহাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় (ইঁদুর প্রভৃতি) আহার (করিয়া জীবন রক্ষা) করিতে পারে)। خَشَاش শব্দটির خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তবে পেশ এবং যের দ্বারা পঠনও জায়িয। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যমীনের পোকা-মাকড় এবং ইঁদুর প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ। এই হাদীছে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই বিড়ালটিকে আটকাইয়া হত্যা করিবার কারণে মহিলাটিকে আযাব দেওয়া হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ মহিলাটি কাফির ছিল তাই তাহাকে প্রকৃত জাহান্নামে আযাব দেওয়া হইতেছিল কিংবা তাহার হিসাব (কঠোরভাবে) নেওয়া হইয়াছিল। কেননা, যাহার হিসাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহাকে আযাব দেওয়া হয়। অতঃপর এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, মহিলাটি কাফির হইবে এবং তাহার কুফরীর কারণে আযাব দেওয়া হইতেছিল আর এই বিড়ালটির কারণে তাহার আযাব বৃদ্ধি করা হয় কিংবা সে মুসলিম ছিল এবং এই বিড়ালটির

কারণে আযাব দেওয়া হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, যাহা প্রকাশিত হয় যে, সে মুসলিম ছিল। আর এই গুনাহের কারণে জাহান্নামে গেল।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিড়াল ধরা এবং বাঁধিয়া রাখা জায়িয আছে যদি তাহাকে পানাহারে কষ্ট দেওয়া না হয়। আর এই হুকুমের মধ্যে বিড়াল ছাড়াও এই ধরনের অন্যান্য প্রাণী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তবে যেই ব্যক্তি তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে তাহার উপর উহাকে পানাহার করানো ওয়াজিব। -(তাকমিলা ৪:৪০৫)

(৫৭২২) وَحَدَّثَنِى نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

(৫৭২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৭২৩) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَٰلِكَ.

(৫৭২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭২৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".

(৫৭২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে নিজে বিড়ালটিকে পানাহার করায় নাই এবং তাহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই যাহাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় (ইঁদুর প্রভৃতি) আহার (করিয়া জীবন রক্ষা) করিতে পারে।

(৫৭২৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِهِمَا "رَبَطَتْهَا". وَفِى حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ "حَشَرَاتِ الأَرْضِ".

(৫৭২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয় রাবীর বর্ণিত হাদীছে رَبَطَتْهَا (সে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল) রহিয়াছে। আর রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে (خشاش الارض যমীনের পোকা-মাকড়-এর স্থলে) حشرات الارض (যমীনের কীট-পতঙ্গ) রহিয়াছে।

(৫৭২৬) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

(৫৭২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৭২৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৫৭২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মর্যাদাবান জন্তু-জানোয়ারকে পানাহার করানোর ফযীলত-এর বিবরণ

(৫৭২৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

(৫৭২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : জনৈক ব্যক্তি কোন এক রাস্তা দিয়া পদব্রজে চলিতেছিল, এমতাবস্থায় তাহার অত্যধিক পিপাসা পাইল। সে একটি কূপ প্রত্যক্ষ করিয়া উহাতে অবতরণ করিয়া (তৃপ্তিসহকারে) পানি পান করিল। তারপর সে বাহির হইয়া আসিল। তখন সে দেখিতে পাইল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে এবং কাদামাটি চাটিতেছে। তখন লোকটি (মনে মনে) বলিল, নিশ্চয়ই এই কুকুরটির আমার ন্যায় তীব্র পিপাসা পাইয়াছে। তখন সে (পুনরায়) কূপে অবতরণ করিল এবং নিজ (চামড়ার) মোজায় পানি ভর্তি করিয়া উহা স্বীয় মুখে কামড় দিয়া আটকাইয়া ধরিয়া (কূপের) উপরে উঠিল এবং কুকুরটিকে পান করাইল। করুণাময় আল্লাহ তাহার (এই আমলের) কদর করিলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তাঁহারা (সাহাবীগণ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে কি আমাদের জন্যও এই সকল জন্তু-জানোয়ারের প্রতি সদাচরণের ছাওয়াব রহিয়াছে। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, প্রতিটি (জীবিত) 'তাজা কলিজায়' ছাওয়াব রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المساقات অধ্যায়ে باب فضل سقى الماء এ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও তিন স্থানে আছে এবং আবূ দাউদ শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

يَمْشِي بِطَرِيقٍ (এক রাস্তা দিয়া পদব্রজে চলিতেছিল)। আর দারু কুতনী (রহ.) الموطات গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে يمشى بطريق مكة (মক্কা মুকাররমার এক রাস্তা দিয়া পদব্রজে চলিতেছিল)। -(ফতহুল বারী ৫:৪১, তাকমিলা ৪:৪০৭)

كَلْبٌ يَلْهَثُ (একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে)। يَلْهَثُ শব্দটির ৪ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার مصدر হইতেছে اللهث ইহাও ৪ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইল ক্লান্ত হইয়া উর্ধ্ব শ্বাস টানা। আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, لهث الكلب হইল পিপাসায় কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া রাখা। অনুরূপ পাখিরাও। আর لهث الرجل হইল, যখন মানুষ ক্লান্ত হয়। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

الثَّرَى (কাদামাটি)। অর্থাৎ الارض الندية (সিক্ত মাটি, সেঁতসেঁতে যমীন)। অর্থাৎ يكدم بغيه الارض الندية (সে মুখের (সামনের দাঁত) দ্বারা কাদামাটি কামড়াইতে (চাটিতে) ছিল)। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ (এই কুকুরটির (পিপাসা) পাইয়াছে)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ الكلب শব্দ بلغ এর مفعول হিসাবে نصف (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহার فاعل হইতেছে مثل الذى كان بلغ منى (আমার পিপাসার মত) مثل শব্দ مرفوع হিসাবে পঠিত। অর্থাৎ ان الكلب اصابه مثل ما صابنى (নিশ্চয়ই কুকুরটির আমার মত পিপাসা পাইয়াছে)। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ الكلب শব্দটি بلغ এর فاعل গণ্য করিয়া পেশ দ্বারা পঠন সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহার مفعول হইল مثل الذى كان بلغ منى কাজেই مثل শব্দে منصوب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে। অথ্যাৎ বাক্যটি ان هذا الكلب قد بلغ مبلغا مثل الذى بلغ منى হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

أَمْسَكَهُ بِفِيهِ (সে উহা স্বীয় মুখে কামড় দিয়া আটকাইয়া ধরিয়া ...)। বস্তুতভাবে ইহা করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কূপ হইতে আরোহণের জন্য তাহার উভয় হাত দ্বারা অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। আর ইহা দ্বারা অনুভব করা যায় যে, কূপ হইতে উপরে উঠা তাহার জন্য কত কষ্টকর ছিল। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ (তাহারা (সাহাবীগণ) আরয করিলেন)। জিজ্ঞাসাকারীগণের মধ্যে সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শাম (রাযি.) ছিলেন। যেমন ইবন মাজা, আহমদ ও ইবন হিব্বান-এর রিওয়ায়তে আছে। -(ঐ)

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (প্রতিটি 'তাজা (জীবিত) কলিজায়' ছাওয়াব রহিয়াছে)। এই স্থানে رطبة (তাজা) দ্বারা 'জীবন সত্তা' মর্ম। কেননা, তাজা জীবন-এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন মানুষ কিংবা প্রাণী মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার অঙ্গসমূহ শুকাইয়া যায়। আর الكبد (কলিজা) দ্বারা মর্ম হইতেছে ذو الكبد (কলিজা বিশিষ্ট) কিংবা ذات الكبد (কলিজার অধিকারী)। আর كل كبد এর مضاف উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইল فى ارواء كل ذى كبد حى اجر (প্রতিটি জীবিত কলিজাবিশিষ্টের সাহায্যের মধ্যে ছাওয়াব রহিয়াছে)। কিংবা فى فضاء حاجة كل ذى كبد اجر (প্রতিটি কলিজা বিশিষ্টের প্রয়োজন পূরণের মধ্যে ছাওয়াব রহিয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:৪০৭)

(৫৭২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا".

(৫৭২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা পতিতা মহিলা গরমের দিনে একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশ দিয়া চক্কর দিতে প্রত্যক্ষ করিল। সেইটি পিপাসায় তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছিল। তখন সে তাহার (মোজার উপর পরিধেয় চামড়ার) বিশেষ জুতা দিয়া তাহার জন্য পানি উঠাইয়া আনিল এবং পান করাইল। ফলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

امْـرَأَةً بَـغِيًّا (জনৈকা পতিতা মহিলা)। অর্থাৎ فاحشة (কুকর্মকারিণী) কিংবা مومسة (বেশ্যা, পতিতা)। -(তাকমিলা ৪:৪০৮)

يُطِـيفُ শব্দটি ى বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الاطافة (চারদিকে ঘুরা) হইতে নিঃসৃত। আর طاف এবং اطاف শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত। উহা হইল الدوران حول الشئ (কোন বস্তুর চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা)। -(ঐ)

قَـدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ (সেইটি পিপাসায় তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছিল)। أَدْلَعَ শব্দটি الادلاع (জিহবা) বাহির করা, ঝুলাইয়া দেওয়া) হইতে উদ্ভূত। আর তাহা হইল اخراج اللسان لشدة العطش (তীব্র পিপাসায় জিহ্বা বাহির করা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪০৮)

بِمُوقِهَا (সে তাহার (মোজার উপর পরিধেয় চামড়ার) জুতা দিয়া ...)। موق শব্দটির م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার ব্যাখ্যা الخف (মোজা) দ্বারা করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৭:৪৬৭ পৃষ্ঠায় উহা খণ্ডন করিয়া ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা হইতেছে মোজার উপর পরিধেয় চামড়ার জুতা বিশেষ। আর ইহাকে الجرموق (মোজার উপর পরিধেয় বিশেষ জুতা)ও বলা হয়। -(ঐ)

فَغُفِـرَ لَـهَا (ফলে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইল)। ইহা দ্বারা যদি সগীরা গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া মর্ম হয় তাহা হইলে এই মাগফিরাত প্রসিদ্ধ ব্যাপক নীতির উপরই রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করিয়া দেয়। –সূরা হুদ ১১৪)। আর যদি কবীরা গুনাহসহ সকল গুনাহ ক্ষমা করা মর্ম হয় তাহা হইলে ইহা আল্লাহ তা'আলার রহমতের উপর সোপর্দ। কেননা, তাঁহার রহমত সকল বস্তুর উপর সুপরিসর। -(তাকমিলা ৪:৪০৯)

(৫৭৩০) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِى إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ"

(৫৭৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: একদা একটি কুকুর একটি কূপের পাশ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছিল। পানির পিপাশায় তাহাকে মৃত প্রায় করিয়া দিয়াছিল। তখন বনূ ইসরাঈলের পতিতাদের মধ্য হইতে জনৈকা পতিতা তাহাকে প্রত্যক্ষ করিল এবং (তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া) তাহার জন্য সে নিজ (মোজার উপর পরিধেয় চামড়ার বিশেষ) জুতা খুলিয়া নিল এবং উহা দ্বারা তাহার জন্য পানি উঠাইয়া নিয়া তাহাকে পান করাইল। ইহার ফলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

كِتَابُ الألفاظ من الأدب وغيرها

অধ্যায় ঃ শব্দচয়ন ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

(৫৭৩১) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ".

(৫৭৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। মহিমান্বিত আল্লাহ ইরশাদ করেন, আদম সন্তান জামানা (সময় ও কাল)কে গাল-মন্দ করে, অথচ আমিই জামানা, আমার কুদরতী হাতেই রাত্র ও দিন (-এর বিবর্তন) হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب لاتسبوا الادب অধ্যায়ে باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله التوحيد অধ্যায়ে আর سورة الجاثية ,এ التفسير অধ্যায়ে الدهر ,এ এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪১০)

يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ (আদম সন্তান জামানাকে গাল-মন্দ করে)। আর الكبرى গ্রন্থে ইবন উয়ায়না (রহ.) সূত্রে, তিনি যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মারফু হিসাবে এই হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে : كان اهل الجاهلية يقولون انما يهلكنا الليل والنهار- هو الذى يمتنا ويحيينا- وقال الله تعالى فى كتابه: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا الاية قال فيسبون الدَّهْرُ قال الله تبارك وتعالى- يوذينى ابن ادم، يسب الدهر وانا الدهر الخ (জাহিলী যুগের লোকেরা বলিত, অবশ্যই আমাদের রাত এবং দিনে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আর উহাই আমাদের মৃত্যু ও জীবন দান করে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাব (আল কুরআন)-এ ইরশাদ করেন : (অনুবাদ) তাহারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ : (আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদের ধ্বংস করে। –সূরা জাসিয়া ২৪) তিনি বলেন, লোকেরা মহাকাল (জামানা)কে গাল-মন্দ করে। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন। "আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, যামানাকে গালি-মন্দ করে, অথচ আমিই তো যামানা।"

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আরবদের স্বভাব ছিল যে, তাহাদের উপর যখন কোন বালা-মুসীবত তথা মৃত্যু, বার্ধক্য-জরাগ্রস্ত, সম্পদ ধ্বংস কিংবা অন্য কোন ক্ষতি হইত তখন মহাকালকেই গাল-মন্দ করিত, তাহারা বলিত : يا خيبة الدهر (হে মহাকালের ব্যর্থতা)! এবং অনুরূপ শব্দাবলী দ্বারা মহাকাল (জামানা)কে গাল-মন্দ করিত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহাকালকে গাল-মন্দ করিও না। অর্থাৎ বিপদ দাতাকে গাল-মন্দ করিও না। তোমরা যখন বিপদ দাতাকে গাল-মন্দ কর তখন উহা মহিমান্বিত আল্লাহর উপর পতিত হয়। কেননা, তিনি বিপদ দাতা এবং তাহা অবতরণকারী। আর মহাকাল তো জামানা, ইহাতে তাহার কোন কর্ম নাই; বরং সময় ও কাল হইতেছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্ঠ বস্তু। -(নওয়াভী ২:২৩৭, তাকমিলা ৪:৪১০-৪১১)

وَأَنَا الدَّهْرُ (আর আমিই মহাকাল)। الدَّهْرُ শব্দটি انا এর خبر (বিধেয়) হওয়ার কারণে رفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ হইতেছে যে, তোমরা যে আকস্মিক দুর্ঘটনাকে মহাকালের সহিত সম্বন্ধ কর। বস্তুতঃভাবে ইহার কর্তা আমিই। ইহাতে জামানা (মহাকাল)-এর কোন দখল নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই হাদীছে অপর একটি রিওয়ায়ত নকল করিয়াছেন যে, الظرف এর ভিত্তিতে الدهر শব্দটি نصب (শেষ অক্ষরে যবর) দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ انا اقلب الليل والنهار مدة الدهر (আমি সময়কালে রাত ও দিনের বিবর্তন করিয়া থাকি) কিংবা انا موجود مدة الدهر (আমি সময়কালে বিদ্যমান)। এই রিওয়ায়তকে যদিও এক জামাআত আলিম সঠিক বলিয়াছেন কিন্তু رفع (শেষ অক্ষরে পেশ) দ্বারা পঠনের রিওয়ায়তই উত্তম এবং প্রধান্য। কেননা, ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। আর পরবর্তী (৫৭৩৪ নং) রিওয়ায়ত فان الله هو الدهر (কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়) দ্বারা তায়ীদ হয়। -(তাকমিলা ৪:৪১১)

(৫৭৩২) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ".

(৫৭৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময় ও কালকে গাল-মন্দ করে, অথচ আমিই সময় ও কাল, রাত্র ও দিন আমিই বিবর্তন করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ (আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, এমন কথা দ্বারা আমাকে সম্বোধন করে যাহা কষ্ট হয় এমন কাহারও কষ্ট পৌঁছিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কষ্ট পৌঁছা হইতে পুতঃপবিত্র। আর ইহা তো কথার মধ্যে বৃদ্ধি করিয়া বলা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহার হইতে এই ধরনের কথা উচ্চারিত হয় সে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষে পতিত হয়। -(তাকমিলা ৪:৪১১)

(৫৭৩৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا".

(৫৭৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে, হে মহাকালের ব্যর্থতা! তোমাদের কেহ যেন, 'হে মহাকালের ব্যর্থতা' (আমার সময় মন্দ) না বলে, কেননা আমিই তো জামানা (মহাকাল): আর রাত্র ও দিন আমিই পরিবর্তন করি, যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন উহাদের দুইটিকে সংকুচিত করিয়া দেই।

(৫৭৩৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ".

(৫৭৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ যেন, 'হে (হায়) কালের দুর্ভাগ্য' না বলে। কেননা, আল্লাহ, তিনিই কাল ও সময়।

(৫৭৩৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ".

(৫৭৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা কাল সময়কে গালি দিও না। কেননা, আল্লাহ, তিনিই কাল সময়।

بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ العنب (আঙ্গুর)কে الكرم নামকরণ মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৭৩৬) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ. فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ".

(৫৭৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাইর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ জামানাকে গাল-মন্দ করিবে না। কেননা, আল্লাহ তিনিই জামানা। আর তোমাদের কেহ العنب (আংগুর)কে (মর্যাদা দানে উদ্দেশ্যে) الكرم (মর্যাদাশীল) বলিবে না। কেননা الكرم (মর্যাদাশীল) হইল মুসলিম ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

العنب কে الكرم নামে নামকরণের নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, الكرم এমন একটি নাম, বিশেষতঃ যাহা সেই যুগে মদের উৎস ও উপকরণ ছিল, তাহা এই মর্যাদা পাইতে পারে না; বরং একজন মুসলিম ব্যক্তি যে মদ পান করা হইতে বাঁচিয়া থাকে তাহারই এই নাম হওয়া অধিক হকদার।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) আল্লামা মাযুরী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, যখন الخمر (মদ) তাহাদের জন্য হারাম করা হইল। তখন তাহাদের স্বভাব الكرم এর উপর অনুপ্রাণিত ছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হারাম বস্তুটির এই নামে নামকরণে অপছন্দ করেন। -(তাকমিলা ৪:৪১৩)

فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ (কেননা الكرم হইল মুসলিম ব্যক্তি) আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তিকে সৃষ্টিগত ভাবে মর্যাদা দানের কারণে কিতাবসমূহে মুমিন ব্যক্তিকে الكرم (আভিজাত্য, মর্যাদাশীল ও বদান্যতা) নামে অভিহিত করা হয়। ফলে একজন মুসলমানই এই নামের যোগ্য। -(তাকমিলা ৪:৪১৩)

(৫৭৩৭) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُولُوا كَرْمٌ. فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ".

(৫৭৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা (আঙ্গুরকে) كرم বলিও না। কেননা الكرم হইল মুমিনের কলব।

(৫৭৩৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ".

(৫৭৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা আঙ্গুরকে الكرم নামে নামকরণ করিও না। কেননা, বস্তুতভাবে الكرم হইল মুমিন ব্যক্তি।

(৫৭৩৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمُ. فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ".

(৫৭৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ অবশ্যই (আঙ্গুরকে) الكرم বলিবে না। কেননা, الكرم তো হইল মুমিনের কলব।

(৫৭৪০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ. إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ".

(৫৭৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হইতেছে সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন : এই কথা বলিয়া তিনি কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করিলেন। সেই সকল হাদীছের একটি হইতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ কখনও العنب (আঙ্গুর)কে الكرم বলিবে না। الكرم তো হইল মুসলিম ব্যক্তি।

(৫৭৪১) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ". يَعْنِي الْعِنَبَ.

(৫৭৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশ্‌রাম (রহ.) তিনি ... আলকামা বিন ওয়ায়ল (রহ.) তাঁহার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা (আঙ্গুরকে) الكرم বলিও না; বরং الْحَبَلَةُ বল। অর্থাৎ الْعِنَبَ (আঙ্গুর)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قُولُوا الْحَبَلَةُ (তোমরা الْحَبَلَةُ বল) الْحَبَلَةُ শব্দটি ح এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহাই প্রসিদ্ধ। তবে ح বর্ণে পেশ ও ب বর্ণে সাকিনসহ বর্ণিত আছে। ইহা হইল شجر العنب (আঙ্গুরগাছ) আর কেহ বলেন, গাছের মূল। আর কেহ বলেন, গাছের কর্তিত ডাল। আর ইহা ভাল কাঠবিশিষ্ট এক প্রকার গাছ (سمر) এর ফল এবং উহার শাখা-প্রশাখার নামও। -(তাকমিলা ৪:৪১৪)

(৫৭৪২) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ. وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ".

(৫৭৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আলকামা বিন ওয়ায়ল (রহ.) তাঁহার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা (আঙ্গুরকে) الْكَرْمُ বলিও না। তবে তোমরা الْعِنَبُ (আঙ্গুর)কে الْحَبَلَةُ বল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْحَبَلَةُ (আল হাবালাহ্) আঙ্গুরের একটি প্রচলিত নাম। যাহার অর্থ আঙ্গুরের গাছ বা উহার শাখা-প্রশাখা। কাজেই الْعِنَبُ (আঙ্গুর)কে যদি অন্য নামে উল্লেখ করিতে চাও, তাহা হইলে 'আল-হাবালাহ' নামে উল্লেখ কর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ আবদ (দাস), আমাত (দাসী) এবং মাওলা (মনিব) এবং সায়্যিদ (নেতা) শব্দসমূহ ব্যবহার করা হুকুম-এর বিবরণ

(৫৭৪৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي. كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي".

(৫৭৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ অবশ্যই আমার বান্দা ও আমার বাঁদী বলিবে না। কেননা, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তোমাদের প্রত্যেক মহিলাই আল্লাহ তা'আলার বাঁদী। তবে তোমার বলা চাই, আমার চাকর, আমার চাকরাণী এবং আমার সেবক আমার সেবিকা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العتق অধ্যায়ে باب كراهية التطاول على الرقيق এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে باب لايقول المملوك ربى و ربى এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪১৪)

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي (তোমাদের কেহ অবশ্যই আমার বান্দা ও আমার বাঁদী বলিবে না)। অর্থাৎ তোমাদের কেহ যেন স্বীয় ক্রীতদাস-দাসীকে তাহার আবদ (বান্দা) কিংবা তাহার আমাত (বাঁদী) গুণে গুণান্বিত না করে। কেননা, বস্তুতভাবে দাসত্ব তো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হইয়া থাকে। আর ইহাতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে যাহা কোন সৃষ্ট নিজের জন্য অনুরূপ ব্যবহার উপযোগী নহে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এই সকলের মর্ম হইতেছে যে, অহংকার মুক্ত হইয়া আল্লাহ তা'আলার সামনে বিনয় প্রকাশই উদ্দেশ্য। আর ইহাই পালিতের জন্য উপযুক্ত। সকল আলিমের মতে এই নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ হইবে। মাকরূহে তাহরিমী নহে। ইমাম বুখারী (রহ.) ইহার উপর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ (এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ, তাহাদেরও। –সূরা নূর ৩২) এবং অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন عَبْدًا مَّمْلُوْكًا (অপররের মালিকানাধীন গোলামের। –সূরা নাহল ৭৫) এই আয়াতে العبد (বান্দা) শব্দটিকে الرقيق (দাস)-এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। তবে আলোচ্য হাদীছ শরীফের ইরশাদে কথার মধ্যে আদব ও বিনয় প্রদর্শনের অনুপ্রেরণা দেওয়া হইয়াছে এবং নিজেকে উঁচু মনে করা ও অহংকারী হওয়া হইতে বাচিয়া থাকিয়া আচার-আচরণে সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করতঃ দাসদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কোমল আচরণের মাধ্যমে অন্তরসমূহে প্রবোধ দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪১৫)

(৫৭৪৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي . فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَاىَ . وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي . وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي" .

(৫৭৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ অবশ্যই আমার বান্দা (দাস) বলিবে না। কেননা, তোমাদের প্রত্যেকই আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও দাস। তবে সে বলিবে, আমার সেবক। আর কোন আবদ (দাস) স্বীয় মনিবকে 'আমার রব্ব' বলিবে না। তবে বলিবে আমার সায়্যিদ (মনিব)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي (আর কোন আবদ (দাস) স্বীয় মনিবকে 'আমার রব্ব' বলিবে না)। অর্থাৎ দাস তাহার মনিবকে 'রব্ব'-এর গুণে গুণান্বিত করিবে না এবং يا ربى (হে আমার রব্ব) বলিয়া সম্বোধন করিবে না। কেননা, নিশ্চয় ربوبية (প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব এবং পালনকর্তা) হওয়া আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে আর কেহ তাহার অংশীদার নাই। উলামায়ে ইযাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে ربّ (রব্ব তথা পালনকর্তা) শব্দটি اضافة (সম্বন্ধ) বিহীন ব্যাপকভাবে কাহারও জন্য জায়িয নাই। যেমন কাহাকেও اله (মাবূদ) বলা জায়িয নাই। তবে الاضافة (সম্বন্ধ)সহ অন্যের ক্ষেত্রেও জায়িয আছে। যেমন তাহাদের কথা رب الدار (ঘরের মালিক), رب المال (সম্পদের মালিক) এবং رب الثوب (কাপড়ের মালিক)। যেমন এই শব্দটি اضافة (সম্বন্ধ)সহ ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদে রহিয়াছে : اذكرنى عند ربك (তুমি তোমার মনিব (বাদশাহ)-এর কাছে আমার আলোচনা করিবে –সূরা ইউনুস ৪২) এবং অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ (তুমি তোমার প্রভু (বাদশাহ)-এর কাছে ফিরিয়া যাও –সূরা ইউসুফ ৫০) এবং অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ (অতঃপর শয়তান তাহাকে তাহার প্রভু (বাদশাহ)-এর কাছে আলোচনার কথা ভুলাইয়া দিল। -সূরা ইউসুফ ৪২)। অনুরূপ হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ان تلد الامة ربتها (দাসী তাহার মনিবকে জন্ম দিবে)। উপর্যুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তানযিহী নিষেধাজ্ঞা মর্ম। যেমন উপর্যুক্ত হাদীছে আমার বান্দা (দাস) আমার বাঁদী (দাসী) বলার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাকরূহে তানযিহী মর্ম। অধিকাংশ আলিমের অভিমত ইহাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪১৫)

وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي (বরং বলিবে আমার সায়্যিদ (নেতা))। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে السيد (নেতা) শব্দটি প্রয়োগ করা জায়িয। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদ দ্বারাও জায়িয প্রমাণিত হয় : وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (উভয়ে মহিলার সায়্যিদ (স্বামী)কে দরজার কাছে পাইল। –সূরা ইউসুফ ২৫) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ সা'দ বিন মুআয (রাযি.)-এর সম্পর্কে قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্য দাঁড়াও) এবং সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর সম্পর্কে اسمعوا ما يقول سيدكم (তোমরা তোমাদের সর্দার কি বলে তাহা শুন)। আর হাসান বিন আলী (রাযি.)-এর সম্পর্কে ان ابنى هذا سيد (নিশ্চয়ই আমার এই বৎস সায়্যিদ)। এই সকল নসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে سيد (নেতা) শব্দটি ব্যবহার করা জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৪১৫-৪১৬)

(৫৭৪৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا "وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلاَىَ" . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ "فَإِنَّ مَوْلاَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" .

(৫৭৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে উল্লিখিত হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে গোলাম তাহার সায়্যিদ (মনিব)কে 'আমার মাওলা' বলিবে না। আর রাবী মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের মাওলা হইলেন আল্লাহ তা'আলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ (আর গোলাম তাহার সায়্যিদ (মনিব)কে 'আমার মাওলা' বলিবে না)। আলোচ্য এই হাদীছ পরবর্তী (৫৭৪৬ নং) হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হয় : উক্ত হাদীছে আছে ولا يقل احدكم ربى وليقل سيدى مولى (আর তোমাদের কেহ 'আমার রব্ব' বলিবে না; বরং আমার সায়্যিদ, আমার মাওলা (মনিব) বলিবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, مولى শব্দ ব্যবহার করা মাকরূহ নহে। আর মুহাদ্দিছগণ হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, আ'মাশ (রহ.) হইতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ রাবীগণ বিভিন্নভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহাদের কতিপয় রাবী এই হাদীছে وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ (আর গোলাম তাহার মনিবকে 'আমার মাওলা' বলিবে না) উল্লেখ করিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী এই অতিরিক্ত অংশ উহ্য করিয়া দিয়াছেন। মুহাদ্দিছগণ বলেন, এই হাদীছে অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়া বর্ণিত রিওয়ায়ত অধিক সহীহ। পক্ষান্তরে হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ বিভিন্নভাবে বর্ণিত নাই। কাজেই ইহাই অন্যদের উপর প্রাধান্য হইবে। বিশেষভাবে যখন গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে মাওলা (المولى) শব্দটি ব্যবহার করা জায়িয হওয়ার উপর বহু দলীল বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁহার সহায়। –সূরা তাহরীম ৪)

অধিকন্তু المولى শব্দটির (কর্তা, প্রভু, মনিব, বন্ধু, মিত্র, সাহায্যকারী, চাচাতো ভাই, মুক্ত দাস প্রভৃতি) বহু অর্থ রহিয়াছে। ফলে মাওলা শব্দটি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা মাকরূহ নহে।

ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে উলামা ও মাশায়িখকে লোকেরা 'মাওলানা' (আমাদের নেতা) সম্বোধন করে। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। আর যাহারা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া আপত্তি করেন তাহাদের আপত্তি যথার্থ নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪১৬-৪১৭)

(৫৭৪৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي. وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي. وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غُلَامِي".

(৫৭৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হইতেছে সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিলেন। (উক্ত হাদীছের একখানা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ (মনিবের ব্যাপারে এইভাবে) বলিবে না যে, তোমার রব্বকে পান করাও, তোমার রব্বকে খানা দাও, তোমার রব্বকে উযূ করাও। তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ (নিজেও) বলিবে না, আমার রব্ব; বরং বলিবে, আমার সায়্যিদ (নেতা), আমার মাওলা (মনিব)। আর তোমাদের কেহ আমার বান্দা, আমার বাঁদী বলিবে না; বরং বলা চাই, আমার সেবক, আমার সেবিকা, আমার গোলাম।

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ নিজ দূরবস্থা প্রকাশে আমার মন খবীস (ইতর-নিকৃষ্ট) হইয়া গিয়াছে বলা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৭৪৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِى. وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِى ". هٰذَا حَدِيثُ أَبِى كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرْ " لَكِنْ ".

(৫৭৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : তোমাদের কেহ অবশ্যই (নিজের দুরবস্থা প্রকাশে) বলিবে না, আমার আত্মা খবীস (দুষ্ট, ইতর) হইয়া গিয়াছে; বরং বলিবে, আমার মন বিমর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহা রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের ভাষা। আর রাবী আবূ বকর (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হাদীছে لَكِنْ (তবে) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب لايقل خبيث نفسى এ রহিয়াছে। আর আবূ দাউদ গ্রন্থেও الادب অধ্যায়ে باب لايقال خبيث نفسى এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪১৭)

وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِى (বরং বলিবে, আমার মন বিমর্ষ হইয়া গিয়াছে)। اللقس শব্দের আভিধানিক অর্থ পাকস্থলী পরিপূর্ণ ও অসুস্থ (অস্থির) হওয়া। আর কেহ বলেন, ব্যবহারের দিক দিয়া لقس (সংকোচিত, বিমর্ষ, অসুস্থ) এবং الخبث (দুষ্কর্মা হওয়া, খবীছ হওয়া, দুষ্ট হওয়া, মন্দ হওয়া) প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে خُبُثَ শব্দটি ব্যাপক এবং অধিক মন্দ। আল্লামা রাগিব (রহ.) বলেন, الخبث শব্দটি ই'তিকাদে বাতিল। কথায় মিথ্যা এবং কর্মে নিকৃষ্ট (ঘৃণ্য, কদর্য, জঘন্য) বুঝানোর জন্য প্রয়োগ হয়। الخبث এবং اللقس শব্দদ্বয় যদিও ব্যবহারের দিক দিয়া একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু الخبيث শব্দটি অধিক নিকৃষ্ট ও জঘন্য। মর্মের মধ্যে অনেক নিকৃষ্টতা জমায়েত করে। অধিকন্তু ইহা السب (গালি দেওয়া)-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে اللقس শব্দটি, ইহা গালি দেওয়া ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে প্রাধান্য দিয়া তুলনামূলক সুন্দর উক্তি প্রয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই ব্যক্তির সম্পর্কে ইরশাদ, যে সালাত আদায় না করিয়া নিদ্রা যায় : فاصبح خبيث النفس كسلان (অতঃপর সে খারাপ মনে অকর্মণ্য অবস্থায় সকাল করে) ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অস্পষ্ট (অনির্ধারিত) ব্যক্তির মন্দ অবস্থার বিবরণ জানাইয়াছেন। কাজেই এই শব্দটি তাহার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা নিষেধ নাই। তাহা ছাড়া আলোচ্য হাদীছে নিষেধ দ্বারা তানযিহীমূলক নিষেধ মর্ম। (তাকমিলা ৪:৪১৭-৪১৮)

(৫৭৪৮) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৫৭৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ মুআবিয়া (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭৪৯) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِى. وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِى ".

(৫৭৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন হুনায়ফ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ 'আমার মন খবীছ হইয়া গিয়াছে' বলিবে না; বরং বলিবে আমার মন অসুস্থ ও বিমর্ষ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫৭৪৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আর এই হাদীছও উক্ত অধ্যায়ের উনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিশ্‌ক-আম্বর ব্যবহার এবং তাহা শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হওয়ার বিবরণ এবং ফুল ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৫৭৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا". وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

(৫৭৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : বনূ ইসরাঈলের খাট আকৃতির এক মহিলা দুইজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলার সহিত পদব্রজে চলিতেছিল। সে (নিজেকে উঁচু দেখানোর জন্য এবং লোকদের চোখে ধরা না পড়ার উদ্দেশ্যে) কাঠের দুইটি পা তৈরী করিয়া নিল এবং স্বর্ণ দিয়া ছিদ্রবিহীন কোঠারাবিশিষ্ট একটি আংটি বানাইল। অতঃপর উক্ত কোঠারার ভিতরে মিশ্‌ক ভর্তি করিল। আর উহা হইল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি। পরে সে ঐ মহিলার মধ্যস্থলে থাকিয়া চলিতে লাগিল। ফলে লোকেরা তাহাকে চিনিতে পারিল না। তখন সে তাহার হাত দিয়া এইভাবে ঝাড়া দিল। (রাবী) শু'বা (রহ.) মহিলার হাত ঝাড়া ভঙ্গী নকল করিয়া দেখানোর উদ্দেশ্যে) স্বীয় হাত ঝাড়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ (সে কাঠের দুইটি পা তৈরী করিয়া নিল)। অর্থাৎ নিজেকে দীর্ঘাঙ্গীরূপিনী করার জন্য। ফলে সে তাহার দুই সাথীর সমানুপাতিক হইয়া যাইবে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের শরীআতে সহীহ হুকুম হইতেছে যে, সে যদি নিজেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে করে যাহাতে কেহ তাহাকে চিনিয়া ক্ষতিসাধন না করিতে পারে কিংবা অনুরূপ কিছু উদ্দেশ্যে হয় তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। আর যদি সে ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য কিংবা পুরুষদের উপর দীর্ঘাঙ্গী সাদৃশ্যতা প্রদর্শনে প্রতারণা করা উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহা হারাম।

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ (সে স্বর্ণ দিয়া ছিদ্রবিহীন কোঠারা বিশিষ্ট একটি আংটি বানাইল ...)। معلق مغلقا مطبقا مطبق শব্দদ্বয় ذهب এর صفت হিসাবে جر (শেষ বর্ণে যের) দ্বারা পঠিত। আর কতিপয় নুসখায় রহিয়াছে। যাহা خاتما এর صفت হিসাবে نصب (পেশ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠিত। বাক্য সারমর্ম হইতেছে : ان الخاتم كان مجوفا ليس له منفذ وقد حشته مسكا (আংটিটি ছিদ্রবিহীন কোঠারা বিশিষ্ট (শূন্যগর্ভ) ছিল। তাই উহার ভিতরে সে মিশক ভরিয়া দিয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৪১৯)

وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ (আর উহা হইল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিশ্‌ক ব্যবহার করা জায়িয। ইহা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে কতিপয় শি'আ মতাবলম্বীদের হইতে বর্ণিত আছে

যে, তাহারা ইহাকে হারাম ও নাজাসাত বলে। কেননা ইহা মূলতঃ রক্ত কিংবা জীবিত জন্তু হইতে একটি অঙ্গ পৃথককৃত যাহা মৃতের হুকুম। কিন্তু মিশক এই কায়দা হইতে ব্যতিক্রম কিংবা ইহা গর্ভস্থ সন্তান, ডিম ও দুধের হুকুম। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মিশ্‌ক পাক। ইহা শরীর ও কাপড়ে ব্যবহার করা বৈধ, ইহা বিক্রি করা জায়িয। আর এই বিধান বর্ণনা করাই অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ৪:৪১৯, নওয়াভী ২:২৩৯)

(৫৭৫১) حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ.

(৫৭৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ ইসরাঈলরে এক মহিলার কথা উল্লেখ করিলেন, যে তাহার আংটিটি মিশ্‌ক দিয়া ভরিয়া রাখিয়াছিল। আর (তিনি ইরশাদ করেন) মিশ্‌ক হইল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি (পাক-পবিত্র, ব্যবহার করা বৈধ)।

(৫৭৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ".

(৫৭৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কাহারও কাছে কোন ফুল পেশ করা হইলে সে যেন উহা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা, উহার বোঝা হালকা এবং ঘ্রাণ উত্তম।

(৫৭৫৩) حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَبُو طَاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৭৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী, আবূ তাহির ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাঁহারা ... নাফি' হইতে, তিনি বলেন, ইবনু উমর (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি সুগন্ধি জ্বালাইতেন, তখন খাঁটি উদ আগর, উহার সহিত অন্য কোন সুগন্ধি না মিশাইয়া জ্বালাইতেন। আর (কখনও) আগরের সহিত কর্পূর ঢালিয়া দিতেন। অতঃপর বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবেই সুগন্ধি জ্বালাইয়া ব্যবহার করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ (ইবনু উমর (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি সুগন্ধি জ্বালাইতেন)। الاستجمار দ্বারা এই স্থানে التبخر بالطيب (ধূপ দ্বারা সুবাসিত হওয়া) মর্ম। আর ইহা المجمر (ধূপদানি) হইতে উদ্ভূত। ইহা হইল البخور (ধূপ, লোবান)। -(তাকমিলা ৪:৪২০)

بِالأَلُوَّةِ শব্দটি همزه বর্ণে যবর ও পেশ দ্বারা ل বর্ণে পেশ এবং و বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। তাহা হইল العود يتبخر به (উদ আগর, যাহা জ্বালাইয়া সুবাসিত হওয়া যায়)। আল্লামা আসমাঈ (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা ফার্সি معرب শব্দ। -(তাকমিলা ৪:৪২০)

غَيْرِ مُطَرَّاةٍ (খাঁটি)। অর্থাৎ ইহার সহিত অন্যকিছু যেমন মিশ্‌ক, আম্বর না মিশাইয়া। -(তাকমিলা ৪:৪২০)

كِتَابُ الشعر

অধ্যায় ঃ কবিতা

(৫৭৫৪) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ "هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا". قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "هِيهِ". فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ "هِيهِ". ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ "هِيهِ". حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

(৫৭৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আমর বিন শারীদ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা (শারীদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বাহনে) সহযাত্রী ছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার স্মৃতিতে উমাইয়া বিন আবুস-সালত-এর কবিতার কি কোন কিছু আছে। আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, আবৃত্তি কর। তখন আমি তাঁহাকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, আরও আবৃত্তি কর। অতঃপর আমি তাঁহাকে আর একটি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তিনি (তৃতীয়বার) ইরশাদ করিলেন, আরও আবৃত্তি কর। এমনকি আমি তাঁহাকে (এইভাবে) একশতটি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ (আমর বিন শারীদ (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ শারীদ বিন সুয়ায়দ আস-ছাকাফী (রাযি.)। তাহার হইতে ইতোপূর্বে অনূদিত ৫৬৯১ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীছ ইবন মাজা গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে باب الشعر এর মধ্যে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪২১)

مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ (উমাইয়া বিন আবুস-সালত-এর কবিতার কিছু ...)। সে জাহিলী যুগে প্রসিদ্ধ কবি ছিল। সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ পাঠ করিয়াছিল। ফলে সে মূর্তিপূজা ত্যাগ করিয়াছিল। সে অচীরেই একজন নবীর আবির্ভাবের খবর দিয়াছিল। আর সে তাঁহাকে (প্রেরিত) নবী হইবার আশা পোষণ করিয়াছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌছিল তখন সে তাঁহার প্রতি হিংসার বশীভূত হইয়া কুফরী করিয়াছিল। তাহার কিছু কবিতা কিসাসুল আম্বিয়ায় নকল করা হইয়াছে। সে যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও আহলে কিতাবের অনেক বাণী গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আরবীগণ বুঝিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তাহার কিছু কবিতা আবৃতি করিয়া শুনাইলেন তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার জিহ্বা মুমিন এবং অন্তর কাফির। -(ইবন কুতায়বা (রহ.)-এর الشعر والشعراء গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪২১)

شَيْئًا (বস্তু) শব্দটি কতিপয় নুসখায় رفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠনে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহা নহভী কানূনের মুতাবিক। তবে আমাদের নুসখায় نصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। অবশ্য ইহাকেও عامل উহ্য গণ্য করিয়া তাবীল (ব্যাখ্যা) করা সম্ভব। আর উহ্য বাক্যটি হইবে هل تحفظ من شعر امية شيئا (তোমাদের স্মৃতিতে কবি উমাইয়া-এর কবিতার কোন কিছু কি সংরক্ষিত আছে)? কিংবা اهل تذكر من شعر امية شيئا (তোমার স্মরণে উমাইয়া-এর কবিতার কোনকিছু কি সংরক্ষিত আছে) কিংবা هل تحمل معك من شعر امية شيئا (তোমার কাছে উমাইয়া-এর কবিতার কি কোন কিছু হিফয আছে)? -(তাকমিলা ৪:৪২১)

"قَالَ "هِيـهِ (তিনি ইরশাদ করিলেন, পড়িতে থাক)। هِيـه শব্দটির ه বর্ণে যের এবং ى ও শেষ ه বর্ণে সাকিনসহ পঠনে আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহাকে আল্লামা নওয়াভী (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছেন শেষ ه বর্ণে যের দ্বারা। ইহা استزادة (অধিক চাওয়া, আরও পাইতে চাওয়া) শব্দ। ইহার অর্থ زد (তুমি আরও বৃদ্ধি কর)। মূলতঃ এই শব্দটি همزة এর সহিত إيـه ছিল। যদি শেষ ه বর্ণে তানভীনসহ পঠিত হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা অনির্ধারিত হাদীছ (কথা)-এর মধ্যে বৃদ্ধি করিতে চাওয়া মর্ম হয়। আর যদি তানভীনবিহীন যের দ্বারা পঠিত হয় তাহা হইলে নির্ধারিত হাদীছ (কথা)-এর মধ্যে আরও বৃদ্ধি করিতে চাওয়া মর্ম। -(ঐ)

حَتّٰى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ (এমনকি আমি তাঁহাকে একশতটি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবিতা আবৃত্তি করা এবং তাহা পাঠ করিয়া শোনানো জায়িয আছে। অধিকন্তু সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও জায়িয প্রমাণিত হয়। উক্ত হাদীছে আছে : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞা (সারগর্ভ উক্তি, তাৎপর্য, দর্শন) রহিয়াছে।

এই হাদীছ ছাড়াও অন্য হাদীছ দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবিতা শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত আছে। আর কবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাযি.)-এর জন্য মসজিদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে মিম্বর স্থাপন করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি উহাতে উপবিষ্ট হইয়া পংক্তি আবৃত্তি করিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন (পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন)।

পক্ষান্তরে কবিতা এবং কবিগণের তিরস্কারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ * اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ * وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ * اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا (বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে, তাহারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হইয়া ফিরে? এবং এমন কথা বলে, যাহা তাহারা করে না। তবে তাহাদের কথা ভিন্ন, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। −সূরা শু'আলা ২৪-২৭)

অনুরূপ আগত (৫৭৬২নং) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : لان يمتلى جوف الرجل قيحا يريه خير من ان يمتلى شعرا (কোন ব্যক্তির পেট পুঁজে ভর্তি হইয়া যাওয়া (যাহা তাহার উদরকে পচাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়) তাহা কবিতায় ভর্তি হইয়া যাওয়া হইতে উত্তম)।

উপর্যুক্ত দলীলসমূহের সমন্বয় উহাই যাহা ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হাসান সনদে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ الحسن ودع القبيح (কবিতার কিছু ভাল আর কিছু মন্দ। ভালোগুলি গ্রহণ কর এবং মন্দগুলি বর্জন কর)।

আবূ ইয়ালা (রহ.) যঈফ সনদে ইবন উমর (রাযি.) হইতে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন : الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام (কবিতা কথা (উক্তি, বক্তব্য)-এর স্থলাভিষিক্ত। কাজেই ইহার উত্তমগুলি উত্তম কথার অনুরূপ এবং মন্দগুলি মন্দ কথার অনুরূপ)। সুতরাং তিরস্কৃত কবিতার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে সেই সকল কবিতা যাহাতে কুফর কিংবা ফিসক সম্বলিত পংক্তি রহিয়াছে। যেমন মিথ্যা দাবীসমূহ। (আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ (এবং এমন কথা বলে, যাহা তাহারা করে না। −সূরা শু'আরা ২৬) ও অশ্লীল কথা নির্দিষ্ট আজনাবিয়া মহিলা কিংবা দাড়িবিহীন বালক সম্পর্কে প্রেমের কবিতা রচনা করা। না হক কোন মানুষ সম্পর্কে কিংবা কোন ব্যক্তির কারণে তাহার গোত্রের উপর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করা। কিংবা অনুরূপ গুনাহ ও অপরাধজনিত কবিতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা এবং আবৃত্তি করা জায়িয নাই। তবে অভিধানের কোন শব্দের প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইবে।

আর সেই সকল কবিতার ভালো অর্থ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যেমন তাওহীদ ও হামদ বারী তা'আলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা এবং অন্যান্য ভালো ও নেক অর্থ সম্বলিত কবিতা লিখা ও আবৃত্তি করার মধ্যে ইনশা-আল্লাহু তা'আলা ছাওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি মুবাহ অর্থ সম্বলিত কবিতা হয় তাহা হইলে মুবাহ হইবে। আল্লামা

বাগভী (রহ.) স্বীয় 'ম'জামুস সাহাবা' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি মালিক বিন উমায়র আসলামীকে তাহার স্ত্রী, স্ত্রীর প্রেমের ও তাহার সওয়ারীর প্রশংসায় যৌবন ও বিনোদনের দিনগুলি স্মরণে কবিতা লিখা ও আবৃত্তির অনুমতি দিয়াছিলেন। যেমন এই সম্পর্কে ইনশা আল্লাহু তা'আলা সামনে আসিতেছে। অনুরূপ হযরত হাস্‌সান ও কা'ব (রাযি.) কর্তৃক অনির্দিষ্ট মহিলা সম্পর্কে লিখিত কাসীদা (দীর্ঘ কবিতা)-এর আবৃত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করা প্রমাণিত আছে। তিনি ইহাতে নিষেধ করেন নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনির্ধারিত মহিলা সম্পর্কে প্রেমের কবিতা লেখা ও আবৃত্তি করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৪২২-৪২৩)

(৫৭৫৫) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(৫৭৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আহমদ বিন আবদাহ (রহ.) তাঁহারা ... শারীদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার পিছনে সহ-আরোহী করিলেন। অতঃপর এতদুভয় রাবী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭৫৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ قَالَ "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ "فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ".

(৫৭৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... শারীদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে বলিলেন। অতঃপর রাবী ইবরাহীম বিন মায়সারা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : সে তো প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। আর রাবী ইবন মাহদী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে : তিনি ইরশাদ করিলেন, সে তো তাহার কবিতায় প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ (সে তো প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল)। অর্থাৎ انه كاد (সে তো প্রায়)। إِنْ এই স্থানে المثقله হইতে مخففه বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, কবি উমাইয়া বিন আবুস্ সালত-এর রচিত কবিতাসমূহে যেই অর্থ প্রকাশ করে ইহা তো প্রজ্ঞাময় সহীহ অর্থ, যাহা সাধারণত একজন মুসলিম ব্যক্তি হইতেই প্রকাশ হইতে পারে। ফলে কবি উমাইয়্যা তো প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা তাহার তাকদীরে নাই। -(তাকমিলা ৪:৪২৩)

(৫৭৫৭) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ".

(৫৭৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ ও আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি বলেন, আরবদের কবিতামালার মধ্যে অধিকতর কাব্যময় কথা হইতেছে লাবীদ (রাযি.)-

এর (কবিতা) মেযন أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে সবই বাতিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب ما يجوز الرقاق আর باب ايام الجاهلية فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে এবং من الشعر والرجز والحداء الادب অধ্যায়ে باب الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله এ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজায় অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪২৩)

كَلِمَةُ لَبِيدٍ (লাবীদ (রাযি.)-এর কথা (কবিতা))। الكلمة দ্বারা এই স্থানে কথার একটি পংক্তি মর্ম। আর এই 'লাবীদ' হইলেন ইবন রাবীআ বিন মালিক আল-আমিরী (রাযি.)। তাহার উপনাম আবূ উকাইল। তিনি ছিলেন জাহিলীদের একজন কবি। তিনি ইসলামী যুগ পাইয়াছিলেন। বনূ কিলাবের প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাহারা নিজ শহরে ফিরিয়া যান। তারপর কবি লাবীদ (রাযি.) কূফা চলিয়া যান এবং সেই স্থানে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফত যুগ পর্যন্ত বসবাস করেন। অবশেষে তিনি তথায় ১২০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আর কেহ বলেন, ১৩০ বছর। আর কেহ বলেন, ১৪০ বছর। তবে তাহার ৯০ বছর জাহিলী যুগের আর বাদবাকী ইসলামী যুগে ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটি পংক্তি কেবল আবৃত্তি করিতেন,

الحمد لله اذ لم ياتنى اجلى * حتى كسانى من الاسلام سربالا (আল্লাহ তা'আলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তিনি আমাকে সেই পর্যন্ত মৃত্যু দেন নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে ইসলামী পোশাক পরাইয়াছেন)। -(তাকমিলা ৪:৪২৩-৪২৪)

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে সবই বাতিল)। ইহা কবি লাবীদ (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ কাসীদার একটি পংক্তি : ইহার প্রথম পংক্তি হইল,

الا كل شئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل

(জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে সবই বাতিল, আর সকল স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই ধ্বংসশীল)। আর কাসীদার শেষ পংক্তিটি হইল,

وكل امرئ يوما سيعلم سعيه * اذا كشفت عند الاله المحاصل

(সেই দিন প্রত্যেক লোকই স্বীয় চেষ্টা-কর্ম সম্পর্কে জানিতে পারিবে, যখন ইলাহ-এর সামনে অর্জিত বস্তু (আমল নামা) খুলিয়া দেওয়া হইবে)।

কতিপয় আলিম ধারণা করিয়াছেন যে, লাবীদ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের পরে আবৃত্তি করিয়াছেন। যেমন শেষ পংক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পুনরুজ্জীবনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় اصابة গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও পুনরুজ্জীবনের প্রতি বিশ্বাসীগণের মধ্যে ছিলেন। যেমন জাহিলী যুগের অনেক বুদ্ধিজীবি পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৪২৪-৪২৫)

(৫৭৫৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ".

(৫৭৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কবিকুলের কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক সত্য লাবীদ (রাযি.) কবির কথা (তাহা হইল) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে সবই বাতিল)।

আর (জাহিলীয়্যাত যুগের কবি) ইবন আবুস সালত তো প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।

(৫৭৫৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ".

(৫৭৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্য পংক্তি যাহা কোন কবি বলিয়াছেন : (তাহা হইতেছে) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সবই বাতিল)।

আর (জাহিলীয়্যাত যুগের কবি) ইবন আবুস সালত তো প্রায় মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।

(৫৭৬০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ".

(৫৭৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইরশাদ করিয়াছেন : কবিগণ যাহা বলিয়াছে, উহার মধ্যে সর্বাধিক সত্য (কবি লাবীদের) পংক্তি : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু রহিয়াছে সবই বাতিল)।

(৫৭৬১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ". مَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ.

(৫৭৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : সর্বাধিক সত্য কথা হইল কবি লাবীদ (রাযি.)-এর পংক্তি : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ (জানিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে সবই বাতিল)। তিনি (এই হাদীছের রাবী) ইহার অতিরিক্ত বর্ণনা করেন নাই।

(৫৭৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا". قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ "يَرِيهِ".

(৫৭৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কোন ব্যক্তির পেট পুঁজে ভর্তি হইয়া যাওয়া যাহা তাহার উদর পচাইয়া বরবাদ করিয়া দেয়, তাহা কবিতায় ভর্তি হওয়া হইতে উত্তম। রাবী আবূ বকর (বিন আবূ শায়বা রহ.) বলেন, তবে (আমার শায়খ) হাফস (রহ.) তাহার বর্ণিত রিওয়ায়তে يَرِيهِ (পচাইয়া বরবাদ করিয়া দেয়) কথা বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَيْحًا يَرِيهِ (পুঁজে (ভর্তি হইয়া যাওয়া) যাহা তাহার উদর পচাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়)। القيح শব্দটি الصديد (পুঁজ, ক্ষতস্থানের দূষিত রস) অর্থে ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। আর يريه শব্দটির ى বর্ণে যবর ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الورى হইতে উদ্ভূত। আর তাহা হইল এক প্রকার রোগ যাহা উদর নষ্ট করিয়া দেয়। -(তাকমিলা ৪:৪৩১)

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا (তাহা কবিতায় ভর্তি হওয়া হইতে উত্তম)। কতিপয় আলিম এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা সেই সকল কবিতার উপর প্রয়োগ হইবে যাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (নাউযু বিল্লাহ) কুৎসা রটনা রহিয়াছে। বস্তুতঃভাবে ইহা দ্বারা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত কুৎসা রটিত কবিতা মর্ম নহে; বরং অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত তিরস্কৃত কবিতাসমূহ মর্ম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫৭৬৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

(৫৭৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি বলেন, তোমাদের কাহারও উদর পুঁজে ভর্তি হইয়া যাওয়া যাহা তাহার উদরকে পচাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা কবিতায় ভর্তি হওয়া হইতে উৎকৃষ্ট।

(৫৭৬৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

(৫৭৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আরজ (নামক স্থান)-এ সফর করিয়াছিলাম। তখন একজন কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আসিতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা শয়তানটাকে পাকড়াও কর কিংবা (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তোমরা শয়তানটাকে রুখিয়া দাও। কোন ব্যক্তির উদর পুঁজে ভর্তি হইয়া যাওয়া তা কবিতায় ভর্তি হওয়া হইতে উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ يُحَنِّسَ (ইউহান্নাস (রহ.) হইতে)। يحنس শব্দটির ى বর্ণে পেশ ح বর্ণে যবর ن বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। অনুরূপই التقريب গ্রন্থে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ن বর্ণে যের দ্বারা পঠনও

বৈধ বলিয়াছেন এবং শেষে س বর্ণ। আর الخلاصة গ্রন্থে ش বর্ণে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইলেন ইবন আবূ মূসা (রহ.)। আর তাহাকে বলা হয়, ইবন আবদুল্লাহ, আবূ মূসা আল-মাদানী আল আসাদী, তিনি মাসআব বিন যুবায়র (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম। ইমাম নাসাঈ ও ইবন হিব্বান (রহ.) তাহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাহার হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া সিহাহ সিত্তার আর কোন ইমাম নকল করেন নাই।

بِالْعَرْجِ (আরজ (নামক স্থান)-এ)। الْعَرْجِ শব্দটির ع বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৭৮ মাইল দূরবর্তীতে অবস্থিত পাহাড়ীদের একটি গ্রামের নাম। -(তাকমিলা ৪:৪৩২)

خُذُوا الشَّيْطَانَ (তোমরা শয়তানটাকে ধরিয়া ফেল)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, যাহারা কবিতা অল্প হউক বা বেশী আবৃত্তি করা নিষেধের প্রবক্তা তাহারা এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া থাকেন। যেমন হাসান, মাসরূক এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রহ.)। আর তাহাদের বিপরীতে যথেষ্ঠ সংখ্যক উলামা রহিয়াছেন। তাহারা বলেন, ইহা উত্তম কথার ন্যায় উত্তম এবং মন্দ কথার ন্যায় মন্দ। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত লোকটি সম্ভবতঃ তিরস্কৃত কবিতা আবৃত্তিতে মশগুল হইয়াছিল। অন্যথায় ইতোপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছিল। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীদ বিন সুয়ায়দ ও হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাযি.)-এর দ্বারা কবিতা আবৃত্তি করাইয়াছিলেন। আর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) হইতে অনেক কবিতা বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি আল্লামা ইবন সায়্যিদুন নাস (রহ.) যেই সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) হইতে কিছু কবিতা বিশেষতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কাসীদা রচনা ও আবৃত্তি রহিয়াছে তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া একটি কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। হাফিয (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৫৩৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪৩২)

بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

(৫৭৬৫) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".

(৫৭৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন বুরায়দা (রহ.) স্বীয় পিতা (বুরায়দা রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি নরদশীর (পাশা) খেলা খেলিল, সে যেন স্বীয় হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাহার (সুলায়মান (রহ.)-এর) পিতা হইতে)। অর্থাৎ বুরায়দা বিন হাসীব (রাযি.)। এই হাদীছ আবূ দাউদ ও ইবন মাজা উভয় গ্রন্থের الادب অধ্যায়ে باب اللعب بالنرد এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৩৩)

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ (যেই ব্যক্তি নরদশীর (পাশা) খেলিল)। نردشير শব্দটির ن বর্ণে যবর ر ও د বর্ণে সাকিন এবং ش বর্ণে যের দ্বারা পঠনে فارسية معربة শব্দ। প্রসিদ্ধ (পাশা) খেলার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ইহা মূলতঃ

অনারবের একজন বাদশাহর নাম। তাহার নামেই খেলার নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, সে-ই ইহার প্রবর্তক। যেমন ইহা আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) المهمات হইতে নকল করিয়াছেন। আর ইহার নাম الارن এবং الكعاب ও আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৩৩)

صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (তাহার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করিল)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন : ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে শূকর জবাই করাকে বুঝানো হইয়াছে। আর ইহা জবাই করা হারাম। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, পরোক্ষভাবে ইহা আহার করা মর্ম। কেননা, যেই ব্যক্তি শূকর আহার করে তাহার হাত শূকরের মাংস লাগিয়া দূষিত (কলঙ্কিত, নোংরা) হয়, আর ইহাকে জবাই করা দ্বারা তাহার হাত নোংরা হয়। আর সর্বক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নরদশীর (পাশা) খেলা নাজায়িয। আর এই বিষয়ে সকল আলিম একমত রহিয়াছেন। শুধুমাত্র ইবন মুগাফ্ফাল, ইবনুল মুসায়্যিব এবং ইবন ইসহাক আল মারূযী (রহ.) হইতে ব্যতিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। 'নায়লুন আওতার' গ্রন্থের ৮:৮৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। আর জমহুরে উলামা ইহার উপর কিয়াস করিয়া শতরঞ্জ (দাবা) খেলাকে নাজায়িয বলেন। আল্লামা আল-হাসকাফী (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বলেন : ...وكره تحريما اللعب بالنرد، وكذا الشطرنج (আর পাশা খেলা মাকরূহে তাহরিমা, অনুরূপ দাবা খেলাও ...)। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) দাবা খেলাকে মুবাহ বলেন। আর এই হুকুম, যখন ইহা বাজি (জুয়া) ধরিয়া, ধারাবাহিকতায় এবং ওয়াজিব কর্ম ত্রুটি করিয়া না হয়। অন্যথায় উম্মতের সর্বসম্মত মতে হারাম। -(রদ্দুল মুখতার ৬:৩৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বলাবাহুল্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যদিও দাবা খেলাকে হারাম বলেন নাই, কিন্তু ইহা তাঁহার মতেও মাকরূহ। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন। তবে দাবা খেলা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি পাশা খেলা মাকরূহ হওয়ার অনুরূপ নহে।

হযরত ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আবূ মূসা আশআরী, আবূ সাঈদ খুদরী ও আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা দাবা খেলাকে মাকরূহ মনে করিতেন। আবার সুস্পষ্টভাবে হযরত ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রাযি.), ইবন সীরীন, হিশাম বিন উরওয়া, ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং ইবন জুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা দাবা খেলাকে মুবাহ মনে করিতেন। যেমন নায়লুল আওতার গ্রন্থের ৮:৯৫ পৃষ্ঠায় আছে। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, কিন্তু হাদীছের কোন কিতাবে তাহাদের হইতে কোন রিওয়ায়ত আমি পাই নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা)

كِتَابُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ঃ স্বপ্ন

(৫৭৬৬) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ".

(৫৭৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা (রাযি.) হইতে তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিতাম যাহাতে ভয় পাইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম, তবে আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করার প্রয়োজন হইত না। অবশেষে আমি হযরত আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম এবং উক্ত বিষয়টি তাঁহার কাছে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ভালো স্বপ্ন (الرُّؤْيَا) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আর মন্দ স্বপ্ন (الْحُلْمُ) শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। সুতরাং তোমাদের কেহ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যাহা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তাহার বাম দিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং ইহার অনিষ্ঠ হইতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ পাঠ করে) তাহা হইলে উহা তাহার কোন অনিষ্ঠ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُعْرَى مِنْهَا (যাহাতে ভয় পাইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম)। أُعْرَى শব্দটি ارمى এর ওযনে همزه বর্ণে পেশ দ্বারা مبنى للمجهول হিসাবে পঠিত। অর্থাৎ تصيبنى الحمى (আমাকে জ্বরগ্রস্ত করিয়া ফেলিত)। যখন কোন ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত কিংবা সুখী হয় তখন عرى الرجل (ع বর্ণে পেশ ر বর্ণে তাশদীদবিহীন যের) يعرى (ى বর্ণে দ্বারা) مبنى للمجهول হিসাবে বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৩৭)

غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ (তবে আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করার প্রয়োজন হইত না)। أُزَمَّلُ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ যবর। অর্থাৎ আমাকে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করার কিংবা চাদর মুড়ানোর প্রয়োজন হইত না। যেমন মুহরিম ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন। মর্ম হইতেছে স্বপ্নে এমন বস্তু প্রত্যক্ষ করিতাম যাহার কারণে বাহ্যিকভাবে কঠোর ভয় পাইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম। আমার মধ্যে এবং জরগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। তবে জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তি স্বভাবত কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে আমি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত হইতাম না। -(তাকমিলা ৪:৪৩৭)

حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ (অবশেষে আমি হযরত আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম)। আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে بدء الخلق অধ্যায়ে باب صفة ابليس وجنوده এবং الطب অধ্যায়ে باب النفث فى الرقية এবং التعبير অধ্যায়ে باب الرؤيا من الله ও باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين এবং باب من النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام এবং باب الحلم من الشيطان الخ এবং باب اذا رائ ما كره এবং ملا يخبر بها ولا يذكرها এ আছে। আর আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৩৭)

الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ (ভালো স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে হয়)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, الحلم (ح বর্ণে পেশ পঠনে অর্থ হইল) নিদ্রিত ব্যক্তিকে যাহা দেখানো হয় উহার নাম। তবে الرؤيا শব্দটি অধিকাংশ ভালো ও সুন্দর কোন বস্তু স্বপ্নে দেখার উপর প্রয়োগ হয়। পক্ষান্তরে الحلم শব্দটি অধিকাংশ মন্দ এবং কুৎসিৎ বস্তু স্বপ্নে দেখার উপর প্রয়োগ হয়। আর কোন কোন সময় এতদুভয়ের একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

আর الرؤيا শব্দটির সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সহিত এবং الحلم শব্দটির সম্বন্ধ শয়তানের সহিত করার বিষয়টি সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, الحلم এর সম্বন্ধ শয়তানের সহিত করিবার কারণ হইতেছে যে, শয়তান স্বপ্ন দ্রষ্টাকে ভয়-আতংক ও চিন্তার মধ্যে নিপতিত করে। ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, মন্দস্বপ্ন যদিও তাকদীর মুতাবিক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হয়, কিন্তু শয়তানই ইহার কারণ। যেমন সে অন্যান্য মন্দ কর্মসমূহের কারণ হইয়া থাকে। আর এই প্রকার হইতেই আল্লাহ তা'আলার সমীপে ('আউযুবিল্লাহ' বলিয়া) আশ্রয় প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা, ইহা শয়তানী খিয়াল গোলমালে সমাবৃত করে। সুতরাং তাহার হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া সত্য অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে আসিয়া বাম দিকে তিনবার হালকা থু-থু নিক্ষেপ করতঃ অপর কাতে পরিবর্তন হইয়া যাইবে। যেমন হাদীছ শরীফে নির্দেশ রহিয়াছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহার হইতে অপছন্দনীয় ভয়-আতংক দূর করিয়া দিবেন। -(তাকমিলা ৪:৪৩৮ সংক্ষিপ্ত)

فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا (তখন সে যেন তাহার বাম দিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে)। হাদীছ শরীফে বর্ণিত মন্দ স্বপ্নদ্রষ্টার করণীয় আদব মোটামোটি ছয়টি ঃ (এক) তাহার মন্দ হইতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, (দুই) শয়তান হইতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে (আউযুবিল্লাহ পাঠ করিয়া) আশ্রয় প্রার্থনা করা। (তিন) বাম দিকে তিনবার (হালকাভাবে) থু-থু নিক্ষেপ করা। (চার) কখনও কাহারও কাছে এই স্বপ্ন উল্লেখ করিবে না। (পাঁচ) সেই লোকটি দাঁড়াইয়া (দুই রাকআত) নামায আদায় করিয়া নিবে। যেমন আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে : فان رأى احدكم ما يكره فليقم فليصل (যদি তোমাদের কেহ স্বপ্নে মন্দ কিছু দেখে তখন সে যেন দাঁড়াইয়া যায় অতঃপর (দুই রাকআত) নামায আদায় করে। (ছয়) সে যেই কাতে শুইয়াছিল সেই কাত পরিবর্তন করিয়া অন্য কাতে শুইবে। অবশ্য এই ছয়টি আদব বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই সকল সমন্বয়কৃত সকল কর্মগুলির উপর আমল করা চাই। সুতরাং কেহ মন্দ কিছু স্বপ্নে দেখিলে বাম দিকে থু-থু নিক্ষেপ করিয়া বলিবে اعوذ بالله من الشيطان ومن شرها (আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান ও তাহার মন্দ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি) আর তাহার পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া নিবে এবং দুই রাকআত নামায আদায় করিবে। ফলে সকল হাদীছের উপর আমল হইয়া যাইবে।

আর কতিপয় রিওয়ায়তে فلينفث (তখন সে যেন থু-থু নিক্ষেপ করে)-এর স্থলে فليتفل (তখন সে যেন লালা ফেলে) কিংবা فليبصق (তখন সে যেন থুক ফেলে) রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ রিওয়ায়তে النفث শব্দ রহিয়াছে, আর তাহা হইলে نفخ لطيف بلا ريق (লালাবিহীন হালকা ফুঁক দেওয়া)। কাজেই التفل এবং البصق শব্দদ্বয় النفث এর উপর পরোক্ষভাবে প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৩৯)

(৫৭৬৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ.

(৫৭৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাঁহারা তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছে রাবী আবূ সালামা (রাযি.)-এর উক্তি "আমি স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম। তবে আমাকে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করার প্রয়োজন হইত না"। খানা উল্লেখ করেন নাই।

(৫৭৬৮) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أُعْرَى مِنْهَا. وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ "فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ".

(৫৭৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে أُعْرَى مِنْهَا (ভয় পাইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম) বাক্যটি নাই। আর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে। যখন সে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবে তখন সে যেন তিনবার তাহার বাম দিকে (হালকা) থু-থু ফেলে।

(৫৭৬৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ". فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَىَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَمَا أُبَالِيهَا.

(৫৭৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.)কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, الرُّؤْيَا (সুস্বপ্ন) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এবং الْحُلْمُ (মন্দ স্বপ্ন) শয়তানের পক্ষ হইতে। কাজেই তোমাদের কেহ যখন এমন কোন বিষয় স্বপ্নে দেখে যাহা সে অপছন্দ করে। তখন সে যেন তাহার বাম দিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং উহার অনিষ্ট হইতে (আউযুবিল্লাহ পাঠ করার মাধ্যমে) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা, এইভাবে আমল করিলে উহা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি (রাবী) বলেন, আমি এমন স্বপ্নও প্রত্যক্ষ করিতাম যাহা আমার জন্য পাহাড় হইতেও অধিক কঠিন ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই হাদীছ যখন আমি শ্রবণ করিয়াছি, তখন আর সেই সকলের কোন পরওয়া করি না।

(৫৭৭০) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ "وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ".

(৫৭৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র

পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী আস-সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তিনি বলেন, রাবী আবূ সালামা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখিতাম যাহা ... । আর রাবী লায়ছ ও ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আবূ সালামা (রাযি.)-এর উক্তি হইতে হাদীছের শেষ পর্যন্ত অংশ নাই এবং রাবী ইবন রুমহ এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আর সেই (স্বপ্নদ্রষ্টা) ব্যক্তি যেই কাতে নিদ্রা যাইতেছিল সেই কাত পরিবর্তন করিয়া অন্য কাতে শুইবে।

(৫৭৭১) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ".

(৫৭৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : সুস্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে। কাজেই যেই ব্যক্তি কোন স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিল আর উহাতে কোন কিছু অপছন্দ হইল, তখন সে যেন তাহার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান (-এর কারসাজি) হইতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে (তাহা হইলে) উহা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আর (বিশেষ করিয়া) কাহাকেও উক্ত দুঃস্বপ্নের কথা জানাইবে না। আর যদি সে কোন সুস্বপ্ন প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে যেন খুশী হয়। আর যাহাকে সে মুহব্বত করে, এমন (মুত্তাকী আলিম) লোক ছাড়া কাহারও কাছে ব্যক্ত না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا (আর কাহারও কাছে উক্ত স্বপ্নের কথা জানাইবে না)। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার কারণ হইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অপছন্দনীয় তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) প্রদান করিবে। আর ইহার সম্ভাব্য তো আছেই ফলে অনুরূপই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীর মুতাবিক সম্পাদিত হইয়া যাইবে। কেননা, স্বপ্ন পাখির পায়ে (ঝুলন্ত অবস্থায়) প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ হইতেছে যে, ইহার যখন দুইটি সম্ভাব্য দিক রহিয়াছে তখন উহার একটির উপর তাবীর করা হইলে উহার নিকটবর্তীটির উপরই সম্পাদিত হয়।

শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর উল্লিখিত উক্তিটি একটি কথার উপর ভিত্তি। আর তাহা হইতেছে স্বপ্নের তাবীর প্রথমে যাহা করা হয় উহার উপরই সম্পাদিত হয়। আর এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার একটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে হাসান সনদে হযরত আবূ রযীন আল-উকায়লী (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে : الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر، فاذا عبرت وقعت (স্বপ্নে তা'বীর না করা পর্যন্ত পাখির পায়ে ঝুলন্ত (অর্থাৎ শুভ-অশুভ উভয় দিকে সম্ভাব্য) থাকে। অতঃপর যখন উহার তা'বীর করা হয় তখন সেই মুতাবিকই আরোপিত হয়)। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) ইহাকে শর্তের সহিত শর্তায়িত করিয়াছেন যে, তা'বীরকারী যদি সঠিক ব্যাখ্যাদাতা হয় তাহা হইলে তদ্রুপই হইবে। অন্যথায় সে যদি তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)-এর মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যাদাতা না হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন তাহার তা'বীর মুতাবিক আরোপিত হইবে না।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর তাহকীকের ভিত্তিতেও ইমাম নওয়াভী (রহ.)-এর উল্লিখিত দিকনির্দেশনার কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। কেননা, দুঃস্বপ্ন কাহারও কাছে ব্যক্ত করিবার নিষেধাজ্ঞার হিকমত রহিয়াছে। কেননা অনভিজ্ঞ তা'বীরকারীর মুতাবিক না হইলে তো অন্ততঃ দুঃস্বপ্নদ্রষ্টা অপছন্দনীয় তা'বীর শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তরে ভয় ও আতংক আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই হিকমতের কারণেই কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৪১)

وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ (আর যাহাকে সে মুহব্বত করে, এমন লোক ব্যতীত কাহারও কাছে ব্যক্ত করিবে না)। কেননা, বিদ্বেষী হয়তো হিংসা-বিদ্বেষে অপছন্দনীয় তা'বীর করিয়া দিবে, ফলে (প্রথম তাবীর মুতাবিক স্বপ্ন প্রয়োগ হইবার অভিমতের ভিত্তিতে) মন্দ তা'বীর অনুযায়ী স্বপ্ন প্রয়োগ হইবে। কিংবা (অনভিজ্ঞের তাবীর মুতাবিক না হইলেও) স্বপ্নদ্রষ্টাকে দুঃচিন্তাসমূহে সমাবৃত করিবে। -(তাকমিলা ৪:৪৪২)

(৫৭৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ".

(৫৭৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ও আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাকাম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্ন দেখিতাম, যাহা আমাকে অসুস্থ করিয়া দিত। (তিনি বলেন) পরে আমি (একদা) আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম (এবং আমার বিষয়টি আলোচনা করিলাম) তখন তিনি (কাতাদা রাযি.) বলিলেন, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিতাম, যাহা আমাকে রোগগ্রস্ত করিয়া দিত। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিলাম, সুস্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে। কাজেই তোমাদের কেহ যখন এমন (সুস্বপ্ন) প্রত্যক্ষ করে যাহা সে পছন্দ করে, তাহা হইলে যাহাকে সে মুহব্বত করে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও কাছে ব্যক্ত করিবে না। আর যখন এমন (দুঃস্বপ্ন) প্রত্যক্ষ করে যাহা সে অপছন্দ করে। তখন সে যেন তাহার বামদিকে তিনবার (হালকা) থু-থু নিক্ষেপ করে এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের মন্দ হইতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাহারও নিকট তাহা ব্যক্ত না করে। কেননা, নিশ্চয়ই (দু'আ পড়ে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে) সেই স্বপ্ন তাহার কোনও ক্ষতি করিবে না।

(৫৭৭৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ".

(৫৭৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের কেহ যখন এমন স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করে যাহা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তাহার বামদিকে তিনবার (হালকা) থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান (-এর অনিষ্ট হইতে) আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে যেই কাতে নিদ্রায় ছিল সেই পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া নেয়।

(৫৭৭৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ". قَالَ "وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ". فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

(৫৭৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মক্কী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন : যখন (কিয়ামতের) সময় নিকটবর্তী হইয়া যাইবে তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা (অবাস্তব) হইবে না। আর তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যভাষী লোক সর্বাধিক সত্য (বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হইবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। আর স্বপ্ন তিন (প্রকার)। (প্রথম প্রকার) সুস্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে সুসংবাদ স্বরূপ। আর (দ্বিতীয় প্রকার) (মন্দ) স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে পেরেশানী সৃষ্টির জন্য। আর (তৃতীয় প্রকার) স্বপ্ন যাহা মানুষ তাহার নফসের সহিত কথা বলে তাহা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তোমাদের কেহ যদি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে যেন (নিদ্রা হইতে) উঠিয়া দাঁড়ায় এবং (দুই রাকআত) নামায আদায় করে এবং তাহা মানুষের কাছে ব্যক্ত না করে। তিনি (আরও) বলিয়াছেন, আমি (স্বপ্নে) হাতকড়া (অবস্থায় দেখা) পছন্দ করি এবং গলায় বেড়ী (দেখা) অপছন্দ করি। কেননা, হাতকড়া দ্বীন-ধর্মে সুদৃঢ় থাকা (-এর নিদর্শন)। (রাবী আইয়্যুব সাখতিয়ানী (রহ.) বলেন) তবে আমি জানি না যে, তাহা (এই শেষ কথাটি) মূল হাদীছের অংশ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ) কিংবা রাবী (মুহাম্মদ) ইবন সীরীন (রহ.)-এর (ব্যাখ্যামূলক) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের التعبير অধ্যায়ে باب القيد في المنام এ আছে। তাহাছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৪২)

لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ (তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা (অবাস্তব) হইবে না)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্বপ্ন অধিকাংশ সত্য হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যদিও ইহার কিছু বস্তু সত্যে প্রমাণিত না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে প্রাধান্য হইতেছে যে, ইহা একেবারেই মিথ্যা না হওয়া মর্ম। কেননা, النفى বর্ণটি كاد এর উপর লওয়া হইয়াছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) المفهم গ্রন্থে বলেন, ইহার মর্ম আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত اخر الزمان দ্বারা সেই زمان (কাল, যুগ, সময়) মর্ম যেই যুগে দাজ্জালকে কতল করিবার পর হযরত ঈসা (আ.)-এর সহিত মুসলমানগণ অবশিষ্ট থাকিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বর্ণিত আছে : فيبعث الله عيسى بن مريم فيمكث فى الناس سبع سنين - ليس بين اثنين عداوة فكان اهل هذا الزمان احسن هذه الامة حالا بعد الصدر الاول واصدقهم اقوالا - فكانت رؤياهم لا تكذب (অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা বিন মারইয়াম (আ.)কে প্রেরণ করিবেন। তখন তিনি লোকদের মধ্যে সাত বৎসর অবস্থান করিবেন। সেই সময় দুই জনের মধ্যে কোন শত্রুতা থাকিবে না। তখনকার যুগের লোকেরা এই উম্মতের মধ্যে প্রথম যুগের লোকগণের পরে হাল-অবস্থার দিক দিয়া সর্বাধিক ভালো এবং কথাসমূহের দিক দিয়া সর্বাধিক সত্যবাদী হইবে। ফলে তাহাদের স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না)। -(তাকমিলা ৪:৪৪৩)

وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا (আর তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যভাষী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য (ও বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হইবে)। ইহা তো অনুরূপই হইবে। কেননা, যেই ব্যক্তি সত্যভাষী হয় তাহার অন্তর নূরানী এবং উপলব্ধি ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। ফলে সহীহ মর্মই তাহার মেধায় উদ্ভাসিত হইবে। অনুরূপ যাহার অবস্থা অধিকাংশ এমন হয় যে, জাগ্রত অবস্থায় সত্যভাষী হইলে নিদ্রায়ও ইহা তাহার সঙ্গী হয়। ফলে সত্য ব্যতীত দেখে না। পক্ষান্তরে মিথ্যুক। কেননা, তাহার অন্তর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ফলে সে অবাস্তব দুঃস্বপ্ন ব্যতীত কিছু দেখে না। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ৪:৪৪৩-৪৪৪)

وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (আর মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ)। এর রিওয়ায়তে অনুরূপই পঁয়তাল্লিশভাগ বর্ণিত হইয়াছে। আর অধিকাংশ রিওয়ায়তে ছিচল্লিশ ভাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিম শরীফের আগত (৫৭৮৫নং) ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ আছে। সত্তর অংশের এক অংশ। আর তিবরানী যঈফ সনদে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন : ছিয়াত্তর অংশের এক

অংশ। ইবন অবদুল বার (রহ.) আবদুল আযীয বিন মুখতার (রহ.) সূত্রে ছাবিত (রাযি.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, ছাব্বিশ ভাগের এক ভাগ। আহমদ ও আবূ ইয়ালা (রহ.) এই অনুচ্ছেদে একখানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন যাহার শব্দ : قال ابن عباس انى سمعت العباس بن عبد المطلب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من المؤمنين جزء من خمسين جزء من النبوة (ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন : ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ)। তিরমিযী ও তাবারী (রহ.) আবূ রযীন আল-উকায়লী (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছে রিওয়ায়ত করিয়াছেন চল্লিশ। আর তাবারী (রহ.) অন্য সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে চল্লিশ ভাগের একভাগ।

আর তাবারী (রহ.) উবাদা (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন ৪৪ ভাগের ১ ভাগ। আহমদ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে ৪৯ ভাগের ১ ভাগ। আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) المفهم গ্রন্থে ৭ উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে সর্বমোট ১০টি অভিমত হইল।

নওয়াভী (রহ.) স্বীয় শরহের মধ্যে উবাদা (রাযি.) হইতে ২৪, ইবন উমর (রাযি.) হইতে ২৬, ৭২, ৪২, ২৭, ২৫ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা আইনী স্বীয় উমদাতুল-কারী গ্রন্থের ১১:২৮৭ পৃষ্ঠায় এই সকল রিওয়ায়তসমূহ নকল করিয়াছেন যাহার সংখ্যা ১৬টিতে পৌঁছিয়াছে।

তবে সুস্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ হওয়ার অর্থ হইতেছে যে, نبوة শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি হইতেছে ভবিষ্যতে কিছু সংবাদ জানা কিংবা আংশিক ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে অদৃশ্যের বিষয় অবগত হওয়া। আর সুস্বপ্ন যাহা মুমিন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে তাহা প্রয়শঃ এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা দ্বারা স্বপ্নদ্রষ্টা নবী নামকরণ হওয়া কিংবা স্বপ্নদ্রষ্টা নবুওয়াত পাওয়া অত্যাবশ্যক নহে। যেমন পথভ্রষ্ট কাদিয়ানী দল ধারণা করিয়া থাকে। কেননা, নবুওয়াতের সকল পদ্ধতি ও প্রকারসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উল্লেখ্য কোন বস্তুর অংশ অর্জনের দ্বারা পূর্ণ বস্তু অর্জন অত্যাবশ্যক নহে।

যাহা হউক উপর্যুক্ত বিভিন্ন রিওয়ায়তসমূহের বৈপরীত্বের সমন্বয় পদ্ধতি। তবে যেই সকল বিশেষজ্ঞ সংখ্যা বর্ণনার রহস্য বর্ণনা করিতে বিরত রহিয়াছেন তাঁহারা তো সমন্বয় সাধনেও উত্তমভাবে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। তবে অন্যান্য উলামায়ে ইযাম এই সকল রিওয়ায়তসমূহের তাবীল করিয়াছেন। আল্লামা তাবারী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা স্বপ্ন দ্রষ্টাদের বিভিন্নতার উপর প্রয়োগ হইবে। কাজেই মুমিন ব্যক্তিটি যদি সালিহ হন তাহা হইলে তাহার স্বপ্ন ৪৬ ভাগের ১ ভাগ। আর যদি ফাসিক হয় তাহা হইলে তাহার স্বপ্ন ৭০ ভাগের ১ ভাগ। অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকওয়া ও পরহিযগারীর স্তর ও অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৪৪-৪৪৭)

فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ (ভালো স্বপ্ন)। এই বাক্যটি موصوف কে الصفة এর দিকে اضافة করার শ্রেণীভুক্ত। -(তাকমিলা ৪: ৪৪৭)

قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ (তিনি বলেন, আর আমি হাতকড়া পছন্দ করি)। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে হাতকড়া দেখা পছন্দ করি। কেননা, ইহার তাবীল হইতেছে দ্বীনের উপর অবিচল থাকা। আর এই বাক্যের প্রবক্তার নির্ধারণে রাবীগণের মতানৈক্য হইয়াছে। আগত মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইহার প্রবক্তা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)। আর কাতাদা (রহ.)-এর সূত্রে ইবন সীরীন (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ। আর রাবী আবদুল ওহহার (রহ.)-এর বর্ণিত এই রিওয়ায়তে সন্দেহসহ বলিয়াছেন ইহা আমার জানা নাই যে, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ কিংবা রাবী ইবন সীরীন (রহ.)-এর কথা।

তবে উপর্যুক্ত প্রত্যেক পদ্ধতিতে হাতকড়া স্বপ্নে দেখার সহীহ তাবীর হইতেছে দ্বীন-ধর্মের উপর অবিচল ও সুদৃঢ় থাকার পরিচায়ক। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ১২:৪০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন যেই

ব্যক্তি স্বপ্নে হাতকড়া দেখে তাহার তাবীর কি হইবে? প্রকাশ্য তো ব্যাপকভাবে প্রত্যেক পদ্ধতিতে তাবীর হইবে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা। কিন্তু আহলে তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিদ) ইহাকে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করেন যখন উহাতে অন্য কোন قرينه (লক্ষণ, প্রসঙ্গ) হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা যদি মুসাফির কিংবা রোগী হয় তাহা হইলে হাতকড়া স্বপ্নে দেখার তাবীর হইবে তাহার সফর এবং রোগ দীর্ঘ হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৪৭ সংক্ষিপ্ত)

وَأَكْرَهُ الْغُلَّ (আর গলায় বেড়ী অপছন্দ করি)। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে আমার গলায় বেড়ী অবস্থায় দেখা অপছন্দ করি। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহার কারণ বর্ণনা করেন যে, গ্রীবায় বেড়ী দেখা তিরস্কৃত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের গুণ বর্ণনা করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন : إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ (যখন বেড়ী ও শৃঙ্খল তাহাদের গলদেশে পড়বে। –সূরা মুমিন ৭১) কেননা, গলায় বেড়ী দেখা কুফর, বিদআত, মিথ্যা সাক্ষ্য ও যুলুমের হুকুমে শিকার হওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৪৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫৭৭৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি এই হাদীছে বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন : (স্বপ্নে) হাতকড়া দেখা আমাকে মুগ্ধ করে এবং গলায় বেড়ী (দেখা) আমি অপছন্দ করি। কেননা (স্বপ্নে) হাতকড়া (অবস্থায় দেখা) দ্বীন-ধর্মে অবিচলতা (-এর নিদর্শন)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৫৭৭৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য।

(৫৭৭৬) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(৫৭৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন যামানা (কিয়ামতের) নিকটবর্তী হইবে ... অতঃপর অনুরূপই রাবী হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৫৭৭৭) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ. إِلَى تَمَامِ الْكَلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ " الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, আর তিনি তাঁহার বর্ণনায় "আর আমি (স্বপ্নে) গলায় বেড়ী (দেখা) অপছন্দ করি" পূর্ণ বাক্য পর্যন্ত অংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর "স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৭৭৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাঁহারা ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(৫৭৭৯) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ.

(৫৭৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭৮০) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয় মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(৫৭৮১) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন খলীল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুসলমানের স্বপ্ন যাহা সে দেখে কিংবা যাহা তাহার সম্পর্কে দেখানো হয়। আর রাবী ইবন মুসহির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে : "ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।"

(৫৭৮২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : নেক্কার লোকের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(৫৭৮৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৭৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন মুনযির (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭৮৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.

(৫৭৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) তাঁহার পিতার সনদে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৭৮৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : সুস্বপ্ন নবুওয়াতের সত্তরভাগের এক ভাগ।

(৫৭৮৬) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৭৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৭৮৭) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ "جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

(৫৭৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় ইবন উমর (রাযি.) বলিয়াছেন : (স্বপ্ন) নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي"

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখিয়াছে

(৫৭৮৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي".

(৫৭৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে অবশ্যই আমাকে দেখিয়াছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب اثم من العلم অধ্যায়ে باب من التعبير এবং باب من سمى باسماء الانبياء الادب এ كوب على النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে باب من رای النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৫১)

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখিয়াছে)। এই হাদীছে কয়েকটি আলোচনা রহিয়াছে। প্রথম আলোচনা ঃ (এক) দেখা-এর মর্ম নির্ণয়ে দুইটি অভিমত আছে। মুহাম্মদ বিন সীরীন, ইমাম বুখারী ও কাযী ইয়ায এবং এক জামাআত আলিম বলেন, আলোচ্য হাদীছে উপযোগী স্থল হইল যখন কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ শামায়িল-আকৃতিসহ দেখিবে। হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, যেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার শামায়িলসহ (স্বপ্নে) দেখিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার দেখা সঠিক। ইহাতে শয়তানের কোন প্রভাব নাই।

(দুই) অপর এক জামাআত আলিম বলেন, তাঁহাকে তাঁহার জীবদ্দশার পূর্ণাঙ্গ শামায়িলসহ ভাল (স্বপ্ন) দেখা শর্ত নহে; বরং স্বপ্নদ্রষ্টা যদি দেখার সময় তাহার অন্তরে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা হইলেই যথেষ্ট। চাই তাহার দেখা আসল শামায়িলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুতাবিক হউক কিংবা বিপরীত। কাজেই তাহার দেখা সঠিক এবং শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত। তবে ইহার তাবীল হইবে। যেমন শায়খ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইংরেজী টুপি মাথা দেওয়া অবস্থায় স্বপ্নে দেখে। তখন সে আতংকিত হইয়া মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)কে লিখিয়া জানান। পত্রের জবাবে তিনি লিখেন, ইহাতে তাঁহার দ্বীনের উপর খ্রীস্টানের প্রভাব হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি তাহাকে কিছু জানাইয়াছেন, কোন বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন কিংবা কোন বস্তু হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহা হইলে তাহার জন্য কি ইহা শরঈ দলীল হইবে? উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে ইহা দ্বীনে শরীআতের দলীল হইবে না। হ্যাঁ ইহা যদি শরীআতের হুকুম আহকামের বিরোধী না হয় তাহা হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার দেখা মুতাবিক আমল করা উত্তম ও ভালো।

তৃতীয় আলোচনা ঃ যেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবে তাহার জন্য কি সুহবত প্রমাণিত হইবে? আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ২:১৫৬ পৃষ্ঠায় জবাব দিয়াছেন যে, তাহার জন্য সুহবত প্রমাণিত হইবে না (অর্থাৎ সে সাহাবী হইবে না)। কেননা, সাহাবী হওয়া তাহাদেরই সৌভাগ্যে লাভ হইয়াছে যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালত যুগে মুমিন অবস্থায় দেখিয়া সেই অবস্থায় ইনতিকাল করিয়াছেন কিংবা সে তাঁহার পার্থিব জীবনে সরাসরি (মুমিন অবস্থায়) দেখিয়াছেন। সুতরাং সেই দৃষ্টান্ত (সৌভাগ্য) ঐ ব্যক্তির লাভ হইবে না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ওফাতের পর স্বপ্নে দেখিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে খবর পরিবেশনাকারী (সংবাদদাতা) ছিলেন। রওযাহ (কবর) জীবনে নহে। -(তাকমিলা ৪:৪৫১-৪৫৩)

(৫৭৮৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي". وَقَالَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ".

(৫৭৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অচিরেই (হিজরতের মাধ্যমে) আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইবে। কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না। আর তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আবূ সালামা (রাযি.) বলেন, আবূ কাতাদা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যেই ব্যক্তি আমাকে (স্বপ্নে) দেখিল সে নিশ্চয়ই সত্যই দেখিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইবে)। কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে مارای (যাহা দেখিয়াছে)-এর ব্যাখ্যা سیری (অচিরেই দেখিবে)। কেননা ইহা নিশ্চিত সত্য। আর কেহ বলেন, অচিরেই আমাকে কিয়ামতের দিন দেখিবে। তাহার এই অভিমত দুর্বল। কেননা কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা সেই ব্যক্তির সহিত নির্দিষ্ট নহে যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। আর কেহ বলেন, ইহার যথার্থ মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যেই সকল লোক হিজরত করে নাই। তাহারা স্বপ্নে দেখিলে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইবেন। -(তাকমিলা ৪:৪৫৩, নওয়াভী ২:২৪৩)

(৫৭৯০) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَمِّي. فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

(৫৭৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আমার চাচা (যুহরী (রহ.) দুইখানা হাদীছ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সনদে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ সমানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫৭৯১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي" .وَقَالَ "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ".

(৫৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল, সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখিল। কেননা, শয়তানের পক্ষে আমার আকৃতি ধারণ করা সম্ভব নহে। তিনি (আরও) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যখন দুঃস্বপ্ন দেখিবে, সে যেন নিদ্রার মধ্যে তাহার সহিত শয়তানের খেলা-তামাশার (কারসাজির) কথা কাহাকেও না জানায়।

(৫৭৯২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي".

(৫৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখিল, সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখিল। কেননা, শয়তানের পক্ষে সম্ভব নহে যে, সে আমার সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।

بَابُ لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার মধ্যে তাহার সহিত শয়তানের খেলা-তামাশার (কারসাজির) খবর কাহাকেও যেন না জানায়

(৫৭৯৩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ".

(৫৭৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যে, একদা একজন বেদুঈন তাঁহার খেদমতে আসিয়া বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার মাথা কর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে আর আমি তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলিতেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ধমক দিয়া ইরশাদ করিলেন, স্বপ্নে তোমার সহিত শয়তানের কারসাজির খবর কাহাকেও জানাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ (স্বপ্নে তোমার সহিত শয়তানের কারসাজির খবর কাহাকেও জানাইবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী মারফত অবগত হইয়াছিলেন যে, তাহার এই স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন কিংবা স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থার প্রেক্ষিতে কিংবা ইহা অপছন্দনীয় বস্তু, যাহা শয়তানের পক্ষ হইতে পেরেশানী সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। অন্যথায় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীগণ তাহাদের কিতাবে 'মাথা কর্তন'-এর তা'বীর সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন : তাহারা ইহাকে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রাপ্ত নিয়ামত হইতে পৃথক হওয়ার পরিচায়ক কিংবা তাহার রাজত্ব হাতছাড়া হইবে। তবে যদি সে দাস হয় তাহা হইলে আযাদ হইয়া যাইবে। রোগী হইলে সুস্থ হইবে, করজদার হইলে তাহার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইবে, সে হজ্জ না করিয়া থাকিলে হজ্জ করিতে পারিবে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিলে প্রফুল্লতা লাভ করিবে কিংবা আতংকগ্রস্ত থাকিলে নিরাপত্তা লাভ করিবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:২৪৩, তাকমিলা)

(৫৭৯৪) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَعْرَابِيِّ "لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ". وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ "لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ".

(৫৭৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রাযি.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (একদা) এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমার মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উহা গড়াইতেছে আর আমি তাহার পিছনে জোরে দৌঁড়াইতেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার নিদ্রায় তোমার সহিত শয়তানের খেলা-ধুলার (কারসাজির) বিষয়টি মানুষের কাছে বর্ণনা করিবে না। আর তিনি (রাবী জাবির রাযি.) বলেন, এই ঘটনার পর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা দিতে শ্রবণ করিয়াছি। উহাতে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ অবশ্যই স্বপ্নের মধ্যে তাহার সহিত শয়তানের খেলা-ধুলার বিষয়টি বর্ণনা করিবে না।

(৫৭৯৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ. قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ "إِذَا لُعِبَ بِأَحَدِكُمْ". وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ.

(৫৭৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমার মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি (রাবী) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, যখন শয়তান তোমাদের কাহারও সহিত তাহার নিদ্রার মধ্যে ক্রীড়া-কারসাজি করে, তখন সে যেন উহা মানুষের কাছে বর্ণনা না করে। আর রাবী আবূ বকর (বিন আবূ শায়বা রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে "যখন তোমাদের কাহারও সহিত ক্রীড়া-কারসাজি করা হয়" রহিয়াছে। আর তিনি 'শয়তান' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা-এর বিবরণ

(৫৭৯৬) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَّهَا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اعْبُرْهَا". قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ وَلِينُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا". قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ "لاَ تُقْسِمْ".

(৫৭৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজিব বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রাযি.) কিংবা আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিতেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিল ...। (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) আর শব্দ তাহারই ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা (রহ.) খবর দিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিতেন যে, জনৈক লোক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, শামিয়ানা হইতে ঘি ও মধু ঝরিয়া পড়িতেছে আর লোকদের দেখিলাম তাহারা উহা হইতে তাহাদের হাতের অঞ্জলি ভরিয়া নিয়া যাইতেছে। কেহ বেশী পরিমাণ নিতেছে আর কেহ অল্প পরিমাণে। আর একটি রশি আকাশ হইতে যমীন পর্যন্ত সংযোগকারী দেখিলাম। আর দেখিলাম আপনি উহা ধরিলেন এবং উপরে উঠিয়া গেলেন। অতঃপর আপনার পরে জনৈক লোক উহা ধরিল এবং সে উপরে উঠিয়া গেল, তারপর অপর এক ব্যক্তি উহা ধরিল এবং সে-ও উপরে উঠিয়া গেল। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি উহা ধরিল এবং উহা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। পরে তাহা তাহার জন্য জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং সে-ও উপরে উঠিয়া গেল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক! আল্লাহ তা'আলার শপথ! অবশ্যই আপনি আমাকে সুযোগ দিবেন তাহা হইলে আমি এই স্বপ্নটি তা'বীর করিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আপনি তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করুন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, শামিয়ানাটি (হইল) ইসলামের (রূপক) শামিয়ানা। আর যে ঘি ও মধুর ফোঁটা ঝড়িয়া পড়িতেছিল তাহা হইতেছে আল-কুরআন-এর মধুরতা ও কোমলতা, আর মানুষেরা যে তাহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া নিয়া যাইতেছিল, তাহা হইল কুরআন কারীম হইতে (ইলম) কেহ অধিক পরিমাণে আর কেহ অল্প পরিমাণে আহরণ করিতেছে। আর আকাশ হইতে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত রশিটি হইল হক ও সত্য, যাহার উপরে আপনি রহিয়াছেন এবং তাহা ধারণ করিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাহা দিয়া আপনাকে উপরে তুলিয়া নিলেন। অতঃপর আপনার পরে এক ব্যক্তি তাহা ধারণ করিবে এবং উহা দিয়া সে-ও উপরে উঠিয়া যাইবে, অতঃপর এক ব্যক্তি উহা ধারণ করিবে এবং উহা দিয়া সে-ও উপরে উঠিয়া যাইবে। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহা ধারণ করিবে এবং উহা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবে। পরে উহা তাহার জন্য জুড়িয়া দেওয়া হইবে এবং উহা দিয়া সে উপরে উঠিয়া যাইবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমাকে বলিয়া দিন আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক! আমি কি ঠিক ব্যাখ্যা করিয়াছি কিংবা ভুল করিয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আপনি কতক ঠিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন আর কতক ভুল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি (আবূ বকর রাযি.) আরয করিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহা আমি ভুল ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা অবশ্যই আপনি আমাকে বর্ণনা করিয়া দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন, এইভাবে শপথ করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের التعبير অধ্যায়ে باب من لم ير الرؤيا لاول عابر এবং باب رويا الليل এ আছে। আবূ দাউদ গ্রন্থে السنه অধ্যায়ে باب فى الخلفاء এবং তিরমিযী শরীফে الرؤيا অধ্যায়ে باب ما جاء فى الرؤيا النبى صلى الله عليه وسلم এর মধ্যে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الرؤيا অধ্যায়ে باب تعبير الرؤيا এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৫৬-৪৫৭)

ظُلَّةً (শামিয়ানা) শব্দটির ظ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ سحابة لها ظل (ছায়াপ্রদ মেঘ)। আর খেজুর পাতার বুনট প্রভৃতি ছায়াপ্রদ প্রত্যেক বস্তুকে ظُلة বলা হয়। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহা বলিয়াছেন। আর ইবন মাজা গ্রন্থে ইবন উয়ায়না (রহ.) সূত্রে بين السماء والارض (আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে) বাক্য অতিরিক্ত রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৫৭)

تَنْطِفُ (ঝড়িয়া পড়িতেছে) শব্দটির ط বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তবে পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয। ইহার অর্থ হইতেছে تقطر (ফোটায় ফোটায় পড়িতেছে)। যখন পানি প্রবাহিত হয় তখন نطف الماء বলা হয়। -(ঐ)

يَتَكَفَّفُونَ অর্থাৎ ياخذون باكفهم (তাহাদের হাতের অঞ্জলিসমূহ ভরিয়া নিয়া যাইতেছে)। আল্লামা খলীল (রহ.) বলেন تكفف হইল بسط كفه لياخذ (নেওয়ার জন্য তাহার হাত বিছাইয়া দিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৫৭)

وَأَرَى سَبَبًا (আর একটি রশি দেখিলাম) سببا অর্থাৎ حبلا রশি। -(তাকমিলা ৪:৪৫৮)

فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ (আর আমি দেখিলাম আপনি তাহা ধরিলেন)। সম্বোধনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য। -(তাকমিলা ৪:৪৫৮)

فَانْقَطَعَ بِهِ অর্থাৎ انقطع الحبل ثم وصل به (রশিটি ছিঁড়িয়া গেল, অতঃপর উহা তাহার জন্য জুড়িয়া দেওয়া হইল)। -(তাকমিলা ৪:৪৫৮)

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ (অতঃপর অপর একজন লোক তাহা ধরিল এবং তাহা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল)। উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীতে একজনের পর একজন লোক ধরিলেন, তাহারা হইলেন, (প্রথম) তিন খলীফা। আর উছমান (রাযি.) তিনিই ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেলেন অতঃপর জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৪৫৮)

لَا تُقْسِمْ (এইভাবে শপথ করিবেন না)। আর ইবন মাজা গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে لا تقسم يا ابا بكر (হে আবূ বকর! এইভাবে কসম করিবেন না)। আর দারমী ও আওয়ান-এর রিওয়ায়তে আছে ما الذى اصبت؟ وما الذى اخطأت فأبى ان يخبره (যাহা আমি ঠিক বলিয়াছি, যাহা আমি ভুল করিয়াছি? (তাহা আমাকে বর্ণনা করিয়া দিন) তখন তিনি তাহাকে ইহা জানাইতে অস্বীকার করিলেন)।

আল্লামা মাহলব (المهلب) বলেন, হযরত আবূ বকর (রাযি.) কর্তৃক তা'বীরের বিবরণ এই যে, শামিয়ানাটি হইল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আহলে জান্নাতীগণের জন্য প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্য হইতে একটি নিয়ামত। অনুরূপ বনূ ইসলাঈলের উপরও ছিল। আর মধু, ইহাকে তো আল্লাহ তা'আলা লোকদের জন্য শিফা করিয়া দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন : شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ (অন্তরের রোগের নিরাময় –সূরা ইউনুস ৫৭)। কুরআন মাজীদ শ্রবণে শ্রুতিমধুর : যেমন মধু পানে সুস্বাদু। অনুরূপ হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ان فى السمن شفاء (নিশ্চয় ঘি-এর মধ্যে শিফা রহিয়াছে)।

অতঃপর এক জামাআত হাদীছের ব্যাখ্যাকার আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত হযরত আবূ বকর (রাযি.) কর্তৃক তা'বীরে কিছু ভুল হওয়ার কথাটি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কতিপয় আলিম বলেন, স্বপ্নের তা'বীরে তাঁহার ভুল ছিল না; বরং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'বীর করার পূর্বে তা'বীর করণে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাঁহার ভুল হইয়াছে। কিংবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে। তবে ইহা বিতর্ক যোগ্য। কেননা, হাদীছের প্রকাশ্য বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'বীরের কিছু অংশে ভুল হওয়ার দিকে ইশারা করিয়াছেন। অধিকন্তু তা'বীর দ্রুত সম্পন্ন করণে যদি ভুল হইত, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিতেন না।

আল্লামা ইবন তীন ও তহাভী (রহ.) বলেন, তাঁহার ভুলের স্থল হইল العسل (মধু) এবং السمن (ঘি) এতদুভয়ের তাফসীর একই বস্তু তথা কুরআন মাজীদ দ্বারা করণে। উপযোগী ছিল العسل (মধু)-এর তাফসীর কুরআন মজীদ দ্বারা এবং السمن (ঘি)-এর তাফসীর সুন্নত তথা হাদীছ দ্বারা করণ। আল্লামা খতীব (রহ.) ইহাকে আহলে তা'বীর-এর উক্তি দ্বারাও তায়ীদ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

আর কতিপয় আলিম বলেন, ভুলের কারণ হইতেছে তিনি রশি দ্বারা হক গণ্য করিয়াছেন। অথচ হযরত উছমান (রাযি.) দ্বারা হক (الحق) ছিঁড়িয়া যায় নাই। কাজেই রশির তাফসীর الولاية (প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা) দ্বারা করণ সঠিক ছিল। কেননা, প্রথমে প্রশাসন নবুওয়াত দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। অতঃপর খিলাফতের দিকে রূপান্তর হইয়াছে এবং তাহা আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর (রাযি.)-এর দ্বারা ধারাবাহিকতা রক্ষা হইয়াছে। অতঃপর তাহা হযরত উছমান (রাযি.)কে ধারণার ভিত্তিতে অন্যায় (হত্যা)-এর মাধ্যমে কর্তিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার নির্দোষ (براءة) বর্ণনা দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাকেও উপরে উঠাইয়া নিলেন এবং তাঁহার সাথীবর্গের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, বাহ্যিকভাবে যদিও উপর্যুক্ত কারণসমূহের মধ্যে সর্বশেষ কারণটি উত্তম, কিন্তু আমার মতে সেই ভুল নির্ধারণে খোঁজাখুঁজি করা সমীচীন নহে যাহার দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করিয়াছেন। আর ইহা দুই কারণে : (প্রথম কারণ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইহার যেই অংশে ভুল করিয়াছেন বর্তমানে আর কাহারও জন্য উক্ত অংশের সঠিক ইলমের দাবী করা সম্ভব নহে। কেননা, সিদ্দীক (রাযি.)-এর মর্যাদা তাঁহার পরবর্তীদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। কাজেই সুস্পষ্ট নস ব্যতীত তাঁহার ভুল বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকা নিরাপদ। (দ্বিতীয় কারণ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ভুলের কারণ জানিতে আবেদন করা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করা হইতে বিরত রহিয়াছেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষ উপযোগিতার কারণে তাহা গোপন রাখিয়াছেন। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা উপযোগী মনে করিয়াছেন তাহা প্রকাশে পর্যালোচনা (পরীক্ষা) করা আমাদের জন্য সমীচীন নহে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১২:৪৩৭ পৃষ্ঠায় কতিপয় সালাফ হইতে খুবই চমৎকার উদ্ধৃতি করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তা'বীরে এই ভুলের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আবূ বকর (রাযি.) তা'বীর করণে অগ্রগামী হওয়া ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে ভুল নির্ধারণে সায়্যিদিনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে অগ্রগামী আরও মারাত্মক ভুল হইবে। কজেই যে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহার জন্য ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়।

তবে আল্লামা কিরমানী (রহ.) সেই সকল বিশেষজ্ঞগণের ওযর বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা উহার কারণ বর্ণনায় পর্যালোচনা করিয়াছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ক্ষতির আশংকায় ভুলের কারণ বর্ণনা করেন নাই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে উক্ত ক্ষতি (হযরত উছমান (রাযি.)-এর হত্যার বিষয়টি জানিয়া গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া)-এর আশংকা দূরীভূত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া তাঁহারা সকলেই তো কেবলমাত্র সম্ভাবনাময় কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর আল্লামা কিরমানী (রহ.) যাহা উল্লেখ করিলেন তাহা কতই না উত্তম সেই সকল সালাফে সলিহীনের দায়মুক্তির ক্ষেত্রে যাহারা নিজেদের ইজতিহাদ মুতাবিক এই বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়াছেন। অন্যথায় নিঃসন্দেহে অনুরূপ বিষয়সমূহে নীরব থাকা এবং আল্লাহ সুবহানাহুর ইলমের দিকে সোপর্দ করা অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ পন্থা। -(তাকমিলা ৪:৪৫৮-৪৬০)

(৫৭৯৭) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

(৫৭৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, উহুদ (-এর জিহাদ) হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তনের সময় জনৈক লোক তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম একটি শামিয়ানা, উহা হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু ঝরিতেছে। অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৭৯৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ أَحْيَانًا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْيَانًا يَقُولُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

(৫৭৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) কিংবা আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, (রাবী মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) বলেন, আমার শায়খ) আবদুর রায্যাক (রহ.) বলেন, রাবী মামার (রহ.) কখনও বর্ণনা করিতেন ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, আবার কখনও বর্ণনা করিতেন আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে এই মর্মে যে, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিল, অতঃপর সে বলিল, নিশ্চয়ই আমি আজ রাত্রে (স্বপ্নে) একটি শামিয়ানা দেখিয়াছি। অতঃপর তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৭৯৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَهُ". قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ ظُلَّةً. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৫৭৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে (ফজরের নামায আদায়ের পর যে সকল বিষয় আলোচনায় অভ্যস্ত ছিলেন উক্ত বিষয়সমূহের একটি ছিল যে, তিনি প্রায়ই) বলিতেন, তোমাদের কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে সে উহা আমার কাছে ব্যক্ত করুক। তাহা হইলে আমি তাহাকে উহার তা’বীর বলিয়া দিব। তিনি (রাবী) বলেন, তখন জনৈক লোক আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (স্বপ্নে) একটি শামিয়ানা দেখিয়াছি। অতঃপর তাহাদের (উপর্যুক্ত রাবীগণের) অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন-এর বিবরণ

(৫৮০০) حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ بنِ قعنبٍ حدثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ عن ثابتٍ البُنَانِيِّ عن انسِ بنِ مالِكٍ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "رأيتُ ذاتَ ليلةٍ فِيما يَرَى النَّائِمُ كأَنَّا فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ".

(৫৮০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা’নাব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : এক রাত্রে আমি দেখিলাম যেইভাবে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে। যেন আমরা উকবা বিন রাফি’ (রাযি.)-এর বাড়ীতে রহিয়াছি। তখন আমাদের সামনে ইবন তাব (নামক) খেজুর হইতে কিছু তাজা খেজুর নিয়া আসা হইল, তখন আমি ইহার তা’বীর করিলাম, দুন্ইয়াতে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি। আর আমাদের দ্বীন অবশ্যই উত্তম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ (উকবা বিন রাফি’ (রাযি.)-এর বাড়ীতে)। তিনি হইলেন আনসারী সাহাবী (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৪৬১)

مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ (ইবন তাব (নামক) খেজুর হইতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা হইল প্রসিদ্ধ খেজুরের মধ্য হইতে এক প্রকার পাকা-তাজা খেজুর। ইহাকে عذق ابن طاب - تمر ابن طاب - رطب ابن طاب এবং عرجون ابن طاب বলা হইয়া থাকে। আর ইহা (খেজুর) আহলে মদীনার ইবন তাব নামে জনৈক লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। -(তাকমিলা ৪:৪৬১, নওয়াভী ২:২৪৪)

فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ (তখন আমি ইহার তা’বীর করিলাম, দুন্ইয়াতে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ হইতে তা’বীর নির্ণয় করিয়াছেন যে, عقبة (উকবা) হইতে العاقبة (পরিণতি, পরিণাম, ফলাফল) এবং رافع (রাফি’) হইতে الرفعة (উচ্চাসন, উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি) আর আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, الرطب (পাকা-তাজা খেজুর) হইতে الدين (দ্বীন-ধর্ম) তা’বীর করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪৬১ সংক্ষিপ্ত)

(৫৮০১) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَبَنِيْ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ".

(৫৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... নাফি’ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাহার কাছে এই মর্মে

হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি নিদ্রার মধ্যে আমাকে একটি মিসওয়াক দিয়া মিসওয়াক করিতে প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন দুই ব্যক্তি আমাকে আকৃষ্ট করিল যাহাদের একজন অপরজন হইতে বয়সে বড়। অতঃপর আমি তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হইল 'বড়কে দিন'। তখন আমি তাহাদের উভয়ের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাহার কাছে এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন)। সহীহ মুসলিম الزهد অধ্যায়ের باب مناولة الاكبر এর মধ্যেও এবং সহীহ বুখারী শরীফে الوضوء অধ্যায়ে باب رفع السواك الى الاكبر এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬২)

فَقِيْلَ لِى كَبِّرْ (তখন আমাকে বলা হইল 'বড়কে দিন')। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিকে দিন। আল্লামা তিবরানী (রহ.) আল-আসওয়াদ গ্রন্থে নঈম বিন হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে এই শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন امرنى جبريل ان اكبر (জিবরাঈল (আ.) বড়কে দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন)।

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আর ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় খাদ্য, পানীয়, হাঁটা-চলা ও কথাবার্তা। এই সকল বিষয়েও বয়স্কগণ অগ্রাধিকার পাইবে। আল্লামা মাহলব (রহ.) বলেন, এই হুকুম সেই সময় হইবে যখন লোকজন মজলিসের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বসা না থাকে। সুতরাং যখন তাহারা ধারাবাহিকভাবে বসা থাকিবে তখন ডানকে অগ্রাধিকার দেওয়া সুন্নত। -(ফতহুল বারী ১:৩৫৭, তাকমিলা ৪:৪৬২)

(৫৮০২) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ أَنِّى أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِىَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِى رُؤْيَاىَ هَذِهِ أَنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِى آتَانَا اللّٰهُ بَعْدُ يَوْمَ بَدْرٍ".

(৫৮০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আমির আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশআরী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : আমি নিদ্রায় (স্বপ্নে) দেখিলাম যে, আমি মক্কা হইতে এমন এক দেশে হিজরত করিয়া যাইতেছি যেই স্থানে খেজুর গাছ রহিয়াছে। তাহাতে আমার কল্পনা এই দিকে গেল যে, উহা ইয়ামামা অথবা 'হাজর' হইবে। অতঃপর (বাস্তবে) দেখি যে, উহা হইল মদীনা (যাহার জাহিলী যুগের নাম) ইয়াছরিব। আর আমি আমার এই স্বপ্নে আরও প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমি একটি তরবারী নাড়াচাড়া করিলাম, ফলে উহার মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহা ছিল উহুদের (জিহাদের) দিনে, যাহা মুমিনগণের উপর আপতিত হইয়াছিল। অতঃপর আমি আর একবার সেই তরবারী নাড়াচাড়া করিলে তাহা পূর্বের হইতে আরও উত্তম হইয়া গেল। পরে মূলত তাহা হইল সেই (মক্কা) বিজয় ও ঈমানদারদের সম্মিলন, যাহা আল্লাহ তা'আলা সংঘঠিত করিলেন। আমি উহাতে একটি গরুও প্রত্যক্ষ করিলাম। আর আল্লাহ তা'আলাই কল্যাণের অধিকারী। মূলত উহা হইল উহুদের (জিহাদের) দিন (শাহাদাতপ্রাপ্ত) মুমিনগণের দলটি। আর কল্যাণ হইল সেই কল্যাণ যাহা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা দান করিয়াছেন এবং নিষ্ঠার সেই ছাওয়াব যাহা আল্লাহ তা'আলা আমাদের বদরের (জিহাদের) দিনের পরে প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب علامات الانبياء অধ্যায়ে এবং باب من قتل من المسلمين يوم احد ও باب فضل من شهد بدرا এবং المغازى النبوة فى الاسلام অধ্যায়ে এবং باب اذا هز سيفا فى المنام ও باب اذا راى بقرا تنحر التعبير অধ্যায়ে এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬২)

فَذَهَبَ وَهَلِى (ইহাতে আমার কল্পনা গেল)। আসহাবে হাদীছ وهلى শব্দের ه বর্ণে যবর দ্বারা রিওয়ায়ত করে। তবে অভিধানবিদ ه বর্ণে সাকিনসহ উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হয় وهلت (ه বর্ণে যবরসহ) وهلا (ه বর্ণে যবরসহ) اذا ذهب همك اليه وانت تريد غيره (যখন তোমার কল্পনা একদিকে গেল, অথচ তুমি ইহার ভিন্ন দিকের ইচ্ছা করিয়াছিলে)। আর وهل وهلا (ه বর্ণে যবরসহ পঠনে) الفزع (আতঙ্ক, ভীতি, সাহায্য, আশ্রয়) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৬৩)

أَوْ هَجَرُ (কিংবা হাজর)। هَجَرُ শব্দটির ه এবং ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে বাহরাইনের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আর তাহাতে আবদুল কায়েস গোত্রের বাড়ী-ঘর রহিয়াছে। তাহারা অন্যদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কতিপয় ব্যাখ্যাকার ধারণা করেন যে, এই স্থানে 'হাজর' দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার একটি গ্রাম মর্ম। কিন্তু ইহা অবাস্তব। কেননা, ইহা ক্ষুদ্রগ্রাম, যাহার পরিচিতি নাই। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতে স্থান হওয়া আরও সুদূর-পরাহত। আর কেহ বলেন, 'হাজর' ইয়ামানেরও একটি শহর। কাজেই ইহা ইয়ামামা এবং হাজর-এর মধ্যকার সন্দেহসহ বর্ণনা ক্ষেত্রে উত্তম ব্যাখ্যা। কেননা ইয়ামামা হইতেছে মক্কা এবং ইয়ামান মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি স্থান। -(ফতহুল বারী ৭:২২৮, তাকমিলা ৪:৪৬৩)

فَإِذَا هِىَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ (পরে (বাস্তবে) দেখি যে, উহা হইল মদীনা (যাহার জাহিলী যুগের নাম) ইয়াছরিব)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বপ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটি ইজতিহাদী বিষয়। তাই সঠিক এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে যদি ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহী মারফত হয়। আর নিঃসন্দেহে নবীগণের স্বপ্ন ওহী। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্বপ্নে শুধু "খেজুর গাছ বিশিষ্ট স্থানে হিজরত করিতে দেখিয়াছেন" ফলে এই পরিমাণ স্বপ্ন অকাট্যভাবে প্রমাণিত, কেননা ইহা ওহী। আর বাস্তবেও যাহা দেখানো হইয়াছে তাহা হইয়াছে। তবে উক্ত স্থানটি নির্দিষ্ট করিয়া তখন কোন কিছু ওহী প্রেরণ করা হয় নাই। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবল ধারণা ও ইজতিহাদের পন্থায় ইয়ামামা কিংবা 'হাজর' তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে বাস্তবে দেখা গেল উহা এতদুভয় স্থান ছাড়া (খেজুর গাছ বিশিষ্ট যমীন) মদীনা (যাহার জাহিলী যুগের নাম) ইয়াছরিব।

আর ইয়াছরিব (يثرب) মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীন নাম। হাদীছ শরীফে মদীনা ইয়াছরিব বলিতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, تثريب শব্দ (-এর অর্থ তিরস্কার, দোষারোপ, নিন্দা, ধমক) অপছন্দনীয়। অধিকন্তু ইহা জাহিলীদের নাম। কেহ বলেন, সম্ভবত আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা নামের সহিত ইয়াছরিব শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে। আর কেহ বলেন, জায়িয বর্ণনার জন্য, আর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞা মর্ম, তাহরিমীমূলক নহে। আর কেহ বলেন, যাহারা ইহাকে এই নামেই বুঝে তাহাদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই কারণেই এই নামের সহিত শরঈ নাম একসাথে উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন المدينة يثرب (মদীনা-ইয়াছরিব)-(নওয়াভী ২:২৪৪, তাকমিলা ৪:৪৬৩)

وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا (আর আমি উহাতে একটি গরুও দেখিলাম)। আর ইবনুল আসওয়াদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে উরওয়া (রহ.) হইতে بقرا تذبح (যবেহ করা গরুর) রহিয়াছে। অনুরূপ আবূ ইয়ালা (রহ.) সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছেও রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬৪)

فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ (মূলত তাহা হইল উহুদের (জিহাদের) দিনে (শাহাদাতপ্রাপ্ত) মুমিনগণের দলটি)। সম্ভবত তিনি এই তা'বীরটি البقر শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা البقر শব্দটি ق বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ شق البطن (পেট বিদারন)। সম্ভবতঃ ذبح البقر (গরু যবেহ) এবং قتل الانسان (মানুষ হত্যা)-এর মধ্যকার সাদৃশ্যতা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আহলে তা'বীর স্বপ্নে গরু দেখার বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৬৪)

ثَوَابُ الصِّدْقِ (নিষ্ঠার সেই ছাওয়াব)। অর্থাৎ ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد (যুদ্ধে আন্তরিকতা ও জিহাদে ধৈর্যধারণের ছাওয়াব)। -(তাকমিলা ৪:৪৬৫)

آتَانَا اللهُ بَعْدُ يَوْمَ بَدْرٍ (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বদরের জিহাদের পরে প্রদান করিয়াছেন)। بَعْدُ শব্দের د বর্ণে পেশ ও يوم শব্দের م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ظرف এর اتاه হইয়াছে। আর অন্য রিওয়ায়তে بَعْدَ শব্দের د বর্ণে যবর এবং يوم শব্দের م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে তারকীবে مضاف اليه হইবে। আর উভয় পদ্ধতিতে এই স্থানে يوم بدر (বদরের (জিহাদের) দিকে) দ্বারা غزوة بدر الثانية (গযুয়ায়ে দ্বিতীয় বদর) মর্ম। আর উহাকে بدر الموعد ও বলা হয়। ইহা উহুদের পূর্বে সংঘটিত জিহাদ নহে। কেননা, 'বদরুল মাওয়িদ' উহুদের জিহাদের পরে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহাতে যুদ্ধ সম্পাদিত হয় নাই। মুশরিকরা যখন উহুদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন মুসলমানগণ বলিলেন আগামী বৎসর বদরের স্থলে তোমাদের সহিত প্রতিজ্ঞা (সাক্ষাৎ ইত্যাদির জন্য পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা) রইল। যথাসময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্বশীল সাহাবাগণকে নিয়া বদরের দিকে রওয়ানা করিলেন। কিন্তু মুশরিকরা হাযির হয় নাই। ফলে ইহাকে بدر الموعد (বদরুল মাওয়িদ) নামকরণ করা হয়। সুতরাং الصدق (সত্য, নিষ্ঠা, সততা) দ্বারা তাহাদের প্রতিজ্ঞায় নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়ার এবং বিপরীত না করার দিকে ইশারা করিয়াছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা ইহার বিনিময়ে তাহাদেরকে ছাওয়াব এবং ইহার পর সংঘটিত কুরায়যা, খায়বর এবং পরবর্তী অন্যান্য জিহাদসমূহ বিজয় দান করিলেন। -(তাকমিলা ৪:৪৬৫)

(৫৮০৩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ أَتَعَدَّى أَمْرَ اللهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنِّي لأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي". ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ". فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ".

(৫৮০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, মুসায়লিমা কাযযাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া বলিতে থাকিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তাঁহার (ওফাতের) পর নেতৃত্ব আমাকে দেওয়ার অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে আমি তাহার অনুসরণ করিব। সে

তাহার সম্প্রদায়ের অনেক লোকজন নিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় আসিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে আগাইয়া গেলেন। আর তখন তাঁহার সহিত ছাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস (রাযি.) ছিলেন। আর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ছিল খেজুর শাখার একটি টকুরা। অবশেষে তিনি সহচর বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়া থামিলেন এবং আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তুমি যদি আমার কাছে এই (নগন্য খেজুর ডালের) টুকরাটিও দাবি কর, তাহাও আমি তোমাকে দিব না এবং আমি কোন অবস্থাতেই তোমার (প্রার্থিত খেলাফত কিংবা অংশিদারিত্বের) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বিধান লংঘন করিব না। আর তুমি যদি (অবাধ্য হইয়া) পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধ্বংস করিবেন। আর আমি নিশ্চিতই ধারণা করি যে, যাহা স্বপ্নে আমাকে দেখানো হইয়াছে তাহা তোমার ব্যাপারে দেখানো হইয়াছে। আর আমি ইহার অতিরিক্ত তোমার সাথে কথা বলতে চাই না, তবে এই ছাবিত (রাযি.) আমার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া চলিলেন।

অতঃপর (রাবী) ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, পরে আমি (আবূ হুরায়রা রাযি.-এর কাছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– "তোমাকেই মনে করি যে, আমাকে স্বপ্নে যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হইয়াছে" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাকে জানান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি নিদ্রায় (স্বপ্নে) আমার দুই হাতে দুইটি স্বর্ণের কংকন দেখিতে পাইলাম, সেই দুইটির অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিল। স্বপ্নে আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হইল যে, উক্ত দুইটিতে ফুঁক দিন। আমি সেই দুইটি ফুঁক দিলে সেই দুইটি উড়িয়া গেল। তখন সেই (স্বপ্নে দেখা) কংকন দুইটি তা'বীর করিলাম দুই জন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার, যাহারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করিবে। (রাবী বলেন) তাহাদের দুই জনের একজন হইল সান'আবাসী (অভিশপ্ত-মিথ্যুক আল-আসওয়াদ) আল-আনসী আর অপরজন হইল ইয়ামামাবাসী মুসায়লিমা (কায্যাব)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে علامات النبوة فى الاسلام অনুচ্ছেদে, المغازى অধ্যায়ে باب وفد بنى حنيفة এবং باب قصة الاسود العنسى এ, আর التعبير ও التوحيد অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬৫)

قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ (মুসায়লিমা কায্যাব আসিল)। مُسَيْلِمَةُ শব্দটির م বর্ণে পেশ ل বর্ণে যের দ্বারা مصغر (ক্ষুদ্রকরণ) হিসাবে পঠিত। ইবন তামামা বিন কবীর। বনূ হানীফ-এর লোক। হিজরী ১০ম সনে (মিথ্যা) নবুওয়াতের দাবী করিয়াছিল। আর বনূ হানীফার লোকেরা (নাউযুবিল্লাহ) তাহাকে رحمان اليمامة (রহমানুল ইয়ামামা) বলিয়া ডাকিত। সে-ই তাহার সম্প্রদায়ের লোকজনসহ মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়াছিল। অতঃপর সে বিনত হারিছ-এর বাড়ীতে অবতরণ করে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে باب قصة الاسود العنسى এর মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন উতবা-এর রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে আছে, সে (মহিলা) হইতেছে রমলা বিন্ত হারিছ। আর তাহার ঘরটি প্রতিনিধি দলসমূহের (দূতদের) জন্য প্রস্তুতকৃত ছিল। -(ফতহুল বারী ৮:৯২, তাকমিলা ৪:৪৬৫)

وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ (আর তুমি যদি (অবাধ্য হইয়া) পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধ্বংস করিবেন)। অর্থাৎ আমার অনুসরণ করা হইতে যদি পশ্চাতে ফিরিয়া যাও তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কতল করিবেন। আর العقر হইল القتل (হত্যা)। আর আল্লাহ তাআলা তাহাকে ইয়ামামার যুদ্ধে হত্যা করিয়া দিয়াছেন। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা ৪:৪৬৬)

وَإِنِّى لأُرَاكَ الَّذِى أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ (আর আমি নিশ্চিতই ধারণা করি যে, যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে, তাহা তোমার ব্যাপারে দেখানো হইয়াছে)। لأُرَاكَ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে لاظنك (আমি অবশ্যই তোমাকে ধারণা করি) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ (যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে, তাহা তোমার ব্যাপারে দেখানো হইয়াছে) দ্বারা সেই স্বপ্নের দিকে ইশারা করা হইয়াছে যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হইয়াছিল। বাক্যটির মর্ম হইতেছে انى اظنك الشخص الذى ارانى الله فيه الرؤيا (নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সেই লোকটিকেই ধারণা করি যেই লোকটিকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন)। -(তাকমিলা ৪:৪৬৬)

وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّى (তবে এই ছাবিত (রাযি.) আমার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে)। এই ছাবিত (রাযি.) দ্বারা মর্ম ছাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস (রাযি.) যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন যখন তিনি মুসায়লিমার কাছে গিয়াছিলেন। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর জবাব দেওয়ার দায়িত্ব হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযি.)-এর উপর সোপর্দ করিবার কারণ হইতেছে যে, তিনি ছিলেন খতীব (বক্তা), প্রতিনিধি দলসমূহের বক্তৃতা ও গালভরা কথার জবাবদানে পারদর্শী। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৮:৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন, তিনি ছিলেন আনসারীগণের খতীব। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে جوامع الكلم (অল্প বাক্যে বহু অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা) দান করা হইয়াছিল। কাজেই তিনি মুসায়লিমাকে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। আর তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, সে যদি সম্বোধনে দীর্ঘ আলোচনা করিতে চায় তাহা হইলে এই ব্যাপারে আমার পক্ষে এই খতীব (ছাবিত রাযি.)-এর সহিত কথা বলিতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম কর্তৃক অবাধ্য ও বিরোধিতাকারী ব্যক্তিদের জবাব দানের জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিতে পারেন। -(তাকমিলা ৪:৪৬৬)

فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (পরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম)। অর্থাৎ سالت ابا هريرة عن الرؤيا التى اشار اليها صلى الله عليه وسلم فى قوله اريت فيك ما اريت (আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই স্বপ্ন যাহার দিকে তিনি এই ইরশাদ "আমাকে স্বপ্নে যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হইয়াছে" দ্বারা ইশারা করিয়াছেন, তাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। -(তাকমিলা ৪:৪৬৬)

فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ (তখন আমি (স্বপ্নে দেখা) কংকন দুইটির ব্যাখ্যা করিলাম দুই জন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার)। আল্লামা মাহলব বলেন, বস্তুতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকন (বালা) দুইটির তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) দুইজন মিথ্যুক দ্বারা করিয়াছেন। কেননা, الكذب (মিথ্যা) হইল কোন বস্তুকে উহার যথাস্থানে না রাখিয়া ভিন্ন স্থানে রাখা। কাজেই তিনি যখন স্বীয় দুই বাহুতে দুইটি স্বর্ণের কংকন দেখিলেন, অথচ এতদুভয় তাঁহার পরিধানের বস্তু নহে; কেননা, এতদুভয় মহিলাদের গহনার অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অচিরেই এমন দুইজন আত্মপ্রকাশ করিবে যে ইহার যোগ্য নহে। অধিকন্তু এতদুভয় সোনার হওয়ার বিষয়টি। আর স্বর্ণ তাহার পরিধানে নিষিদ্ধ রহিয়াছে– ইহা মিথ্যা হওয়ার উপর দলীল। তাহা ছাড়া الذهب (স্বর্ণ, সোনা) শব্দটি الذهاب (যাওয়া, প্রস্থান) হইতে উদ্ভূত। সুতরাং জানা গেল ইহা এমন একটি বস্তু যাহা তাহার হইতে প্রস্থান করিবে। আর ইহার তাবীর হইতেছে যে, তাঁহাকে এতদুভয়ে ফুঁক দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল (আর সেই দুইটিতে ফুঁক দেওয়ার) ফলে উড়িয়া গেল। ইহা দ্বারা বুঝা গেল এতদুভয়ের বিষয়টি স্থায়ী হইবে না। -(ফতহুল বারী ১২:৪২১, তাকমিলা ৪:৪৬৭)

يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي (যাহারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করিবে।)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহার ব্যাখ্যা লিখেন, এতদুভয়ের দাপট আমার পরে প্রকাশিত হইবে। অন্যথায় তাহারা উভয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিল। ইহার অনুসরণে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেন, তবে আল-আসওয়াদ আল-আনসীর দাপট তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং প্রকাশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ مِنْ بَعْدِي (আমার পরে) দ্বারা بعد بعثتي (আমার রিসালত (-এর দায়িত্ব) প্রাপ্তির পরে) মর্ম হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৬৭)

فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ (তাহাদের দুই জনের একজন হইল আল-আনসী)। অর্থাৎ আল-আসওয়াদ আল-আনসী (ن বর্ণে সাকিনসহ পঠিত)। তাহার নাম 'আবহালা বিন কা'ব। তাহাকে যুল খিমার-ও বলা হইত। কেননা সে তাহার চেহারা ওড়না দিয়া ঢাকিয়া রাখিত। বায়হাকী (রহ.) 'দালায়িল' গ্রন্থে নু'মান বিন বযরাজ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-আসওয়াদ আল-কায্‌যাব বাহির হইল। সে ছিল বনূ আনস-এর একজন। আর তাহার সহিত দুইটি শয়তান ছিল, তাহাদের একটিকে 'সাহীক' এবং অপরটিকে 'শাকীক' বলা হইত। আর তাহারা উভয়ে মানুষের নতুন কর্মসমূহের প্রত্যেকটি তাহাকে জানাইয়া দিত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে হযরত রাযান (রাযি.) সান'আ শহরের প্রশাসক ছিলেন। তিনি ইনতিকাল করিলেন, তখন শয়তান আসিয়া আসওয়াদের কাছে এই খবর জানাইয়া দিল। তখন সে তাহার সম্প্রদায়ের কাছে গেল। অবশেষে সান'আ বাদশা হইল এবং রাযান (রাযি.)-এর স্ত্রী মারযুরানাকে বিবাহ করিয়া নিল। এই ঘটনা দাদুইয়া ও ফায়রুয প্রমুখ জানিতে পারিয়া এক রাত্রে আসওয়াদ-এর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ফাররুয (অভিশপ্ত মিথ্যুক) আল আসওয়াদকে হত্যা করিয়া তাহার মাথা ছেদন করিয়া দিলেন। তাহারা মহিলাটিকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহারা এই খবর মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছাইয়া ছিলেন। ফলে এই খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় জানানো হইয়াছিল। আবুল আসওয়াদ হইতে, তিনি উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের একদিন ও একরাত্রি পূর্বে আল-আসওয়াদ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আর কেহ বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাফনের সকালে মিথ্যুক আল-আসওয়াদ-এর হত্যার খবর পৌঁছিয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৬৭)

وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ (আর অপরজন হইল মুসায়লিমা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৮:৯০ مغازى অধ্যায়ে লিখেন, এই ঘটনা হইতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মহৎগুণের অধিকারীর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দুইটি কংকনে ফুঁক দেওয়ায় তাহা উড়িয়া যায়, ইহার একটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। আসওয়াদ তো তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই হত্যা করা হইয়াছে। আর মুসায়লিমা বহাল তবীয়তে সুদৃঢ় ছিল। অবশেষে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) (-এর খেলাফতে ওয়াহশী রাযি.) তাহাকে হত্যা করেন। ফলে ইহাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৬৮)

(৫৮০৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ فَوَضَعَ فِي يَدَىَّ أُسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَىَّ وَأَهَمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَىَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ".

মুসলিম ফর্মা -২০-২৬/২

(৫৮০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হইতেছে সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি কয়েকখানি হাদীছ উল্লেখ করিলেন, উহার একটি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন, একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহ নিয়া আসা হইল। তখন আমার হাতে দুইটি স্বর্ণের বালা দেওয়া হইলে সেই দুইটি আমার কাছে অতীব ভারী মনে হইল এবং এইগুলি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিল। তখন আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হইল যে, আমি যেন সেই দুইটির উপরে ফুঁক দেই। তখন আমি ফুঁক দিলে সেই দুইটি চলিয়া গেল। আমি সেই দুইটি তা'বীল (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করিলাম সেই দুই মিথ্যুক (নবী দাবীদার) যেই দুই জনের মধ্যে আমি রহিয়াছি। (অর্থাৎ) সানআবাসী আসওয়াদুল আনসী এবং ইয়ামাবাসী মুসায়লিমাতুল কায্যাব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَاحَدَّثَنَاأَبُوهُرَيْرَةَ (যেই সকল হাদীছ আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب علامات النبوة فى الاسلام এবং المغازى অধ্যায়ে باب وفد بنى حنيفة ও باب قصة الاسود العنسى এবং التعبير অধ্যায়ে باب اذا طار الشئ فى المنام ও باب النفخ فى المنام এ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬৮)

أُتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ (আমার কাছে যমীনের ভান্ডারসমূহ দেওয়া হইল)। أُتِيتُ অর্থাৎ اوتيت ইহা اعطيت (আমাকে দান করা হইল) অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ কতিপয় নুসখায় و বর্ণসহ اوتيت বর্ণিত হইয়াছে। আর কখনও و বর্ণটি উহ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, خزائن الارض (যমীনের ভান্ডারসমূহ) দ্বারা মর্ম হইতেছে, যাহা এই উম্মত কিসরা ও কায়সর প্রভৃতির রাজ্য বিজয় লাভের মাধ্যমে তাহাদের ধন-ভান্ডার গণীমত হিসাবে লাভ করিবে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা যমীনের খনিজদ্রব্য যাহা যমীনের অভ্যন্তরে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা মর্ম। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বলেন; বরং ব্যাপকভাবে উপর্যুক্ত সকল কিছুই মর্ম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ১২:৪২৪, তাকমিলা ৪:৪৬৮)

فَوَضَعَ فِي يَدَيَّ (তখন আমার হাতে রাখিয়া দেওয়া হইলে)। وضع শব্দটির و এবং ض বর্ণে যবর দ্বারা معروف হিসাবে পঠিত। আর ইহার فاعل এর ضمير মেধাতে নির্ধারিত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কতিপয় রাবী و বর্ণে পেশ ض বর্ণে যের দ্বারা مجهول এর সীগা হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু اسوارين শব্দটি نصف (হালাতে নাসবী)রূপে পঠিত হওয়ায় প্রশ্ন হয়। আর আল্লামা ইবনুত তীন (রহ.) ইহার কারণ বর্ণনায় কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়াছেন, যাহার উপর আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) রাযী নহেন। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) معروف এর সীগায় বর্ণিত রিওয়ায়তকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪৬৮)

أُسْوَارَيْنِ (দুইটি বালা) শব্দটি همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অভিধানে سوار (বালা, চুড়ি, কংকন, কাঁকন, বাজুবন্ধ) শব্দটি তিনভাবে পঠিত। كتاب এর ওযনে سوار এবং غراب এর ওযনে سوار আর এই হাদীছে যেমন اسوار রহিয়াছে। -(কামূস)-(তাকমিলা ৪:৪৬৮)

الَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا (যেই দুই জনের মধ্যে আমি রহিয়াছি)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) 'আল-মাকহাম' গ্রন্থে যাহা সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন তাহা– এই স্বপ্নের সহিত এই তাবীলের সম্পর্ক হইতেছে যে, সান'আবাসী এবং ইয়ামামা বাসীরা মুসলমান ছিলেন। আর তাহারা ইসলামের জন্য দুইটি বাহু-এর ন্যায় ছিলেন। অতঃপর যখন তাহাদের মধ্যে দুইজন মিথ্যুক নবী আত্মপ্রকাশ করিল, তখন এতদুভয় শহরের অধিকাংশ অধিবাসীরা তাহাদের উভয়ের

ভ্রান্ত দাবী, সাজানো কথা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোকায় পতিত হয়। কাজেই দুই হাত দুইটি শহরের স্থলাভিষিক্ত এবং দুইটি বালা দুইজন মিথ্যুকের স্থলাভিষিক্ত ছিল। আর এতদুভয় বালা স্বর্ণের মধ্যে তাহাদের উভয়ে সাজানো ও অলংকৃত কথার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, الزخرف স্বর্ণের নামসমূহের একটি নাম। -(শরহে উবাই দ্রষ্টব্য, তাকমিলা ৪:৪৬৮-৪৬৯)

(৫৮০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا".

(৫৮০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় শেষে লোকদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি গত রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (সামুরা বিন জুনদাব (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের صفة الصلاة অধ্যায়ে الجنائز এবং باب عقد الشيطان على قافية التهجد- باب يستقبل الامام الناس اذا سلم অধ্যায়ে البيوع এবং باب ما قيل فى اولاد المشركين অধ্যায়ে باب اكل الربا وشاهده وكاتبه রহিয়াছে। তাহা ছাড়া التعبير، الادب، التفسير- الانبياء- بدء الخلق- الجهاد অধ্যায়ে রহিয়াছে। আর তিরমিযী শরীফে الرؤيا অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৬৯)

هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا (তোমাদের মধ্যে কেহ কি গত রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ?) البارحة অর্থাৎ فى الليلة الماضية (গত রাত্রে) ইহা সেই বিশেষজ্ঞের বিপরীতে দলীল যিনি বলেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে স্বপ্নে তা'বীর করা মাকরূহ। সম্ভবতঃ আবদুর রায্যাক (রহ.) নকল করেন মা'মার (রহ.) হইতে, তিনি সাঈদ বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি তাহাদের কতিপয় আলিম হইতে, তিনি বলেন : لاتقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس (তোমার স্বপ্ন মহিলার কাছে ব্যক্ত করিও না। আর না সূর্য উদয়ের পূর্বে কাহাকেও জানাইবে)। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহা খন্ডন হইয়া যায়; বরং আল্লামা আল-মাহলব (রহ.) বলেন, স্বপ্নে তা'বীর (ব্যাখ্যা)-এর জন্য সকল সময় হইতে উত্তম সময় হইতেছে ফজরের নামাযের সময়। কেননা, তখন সময় নিকটবর্তী থাকায় স্বপ্নদ্রষ্টার যথাযথ স্মরণ থাকে। ইহাতে ভুল সংমিশ্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর জীবিকা সম্পর্কিত কাজকর্মে অল্প ব্যস্ততার দরুন মেধা স্থির থাকে। ফলে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছে তাহাই হুবহু পেশ করিতে পারে। -(ফতহুল বারী ১২:৪৪০ সংক্ষিপ্ত)

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) ফজরের নামাযের পর ইমাম সাহেব লোকদের দিকে মুখ করিয়া বসা মুস্তাহাব। (খ) ইলম শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনে কেবলার দিকে পিঠ দিয়া বসা জায়িয। (গ) ইমাম সাহেবের জন্য মুস্তাহাব হইতেছে যে, তিনি ফজর বাদ নিজ অনুসারীগণের হাল-অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৭০)

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় ঃ ফযীলত

بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ মর্যাদা নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহাকে পাথর কর্তৃক সালাম করা প্রসঙ্গ

(৫৮০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ".

(৫৮০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান রাযী ও মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাহম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ আম্মার শাদ্দাদ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ওয়াসিলা বিন আসকা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিতেন, নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে 'কিনানা'-কে নির্বাচন করিয়া মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। আর কিনানা (-এর পুত্র নযর) হইতে 'কুরায়শ'কে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। আর কুরায়শ (বংশ) হইতে বনূ হাশিমকে নির্বাচন করিয়া মনোনীত করিয়া নিয়াছেন এবং বনূ হাশিম হইতে বাছাই করিয়া আমাকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ (আবূ আম্মার শাদ্দাদ (রহ.) হইতে)। তিনি হইলেন শাদ্দাদ বিন আবদুল্লাহ আল-কারশী, আবূ আম্মার আদ-দামেশকী (রহ.)। হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম, কিবারে তাবেঈগণের একজন। -(তাহযীব ৪:৩১৭ সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৪:৪৭১)

سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ (ওয়াসিলা বিন আসকা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب ما جاء فى فضل النبى صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭১)

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ (নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে 'কিনানা'-কে নির্বাচন করিয়া মনোনীত করিয়া নিয়াছেন)। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, الاصطفاء (মনোনীত করা, বাছাই করা) অর্থ সমষ্টিগত লোকজন হইতে এমন একজন খাঁটি-স্বচ্ছ লোককে মনোনীত করা যাহার সমকক্ষ (তাঁহার যুগের) আর কেহ নাই। আর 'কিনানা' হইলেন, কিনানা বিন খাযীমা বিন মাদরিকা বিন ইলয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ বিন আদনান। -(তাকমিলা ৪:৪৭২)

مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে) ولد শব্দটি اسم جمع হিসাবে و এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত কিংবা ولد শব্দের বহুবচন হওয়ার হিসাবে و বর্ণে পেশ এবং ل বর্ণে সাকিনসহ পঠিত।(ঐ)

قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ (কিনানা (-এর পুত্র নযর) হইতে 'কুরায়শ'কে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন)। কুরায়শ বংশ কোথায় জমায়েত হইয়াছে এই বিষয়ে বংশ তালিকা বিশারদগণের মতবিরোধ হইয়াছে। ফলে কেহ বলেন, ফিহর বিন মালিক-এর সহিত। আর কেহ বলেন নযর বিন কিনানার সহিত। প্রসিদ্ধ হইতেছে কুরায়শ-এর বংশ নযর হইতে উৎপত্তি। আর নযর ছাড়া কিনানা-এর আরও সন্তানাদি ছিল। তাহাদের সহিত কুরায়শ-এর সম্বন্ধ করা হয় না। -(তাকমিলা ৪:৪৭২)

(৫৮০৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ".

(৫৮০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি মক্কায় একটি পাথরকে ভালোভাবে জানি, যে আমার প্রতি (রিসালতের দায়িত্ব) প্রেরিত হওয়ার পূর্বেও সালাম করিত, আমি এখনও উহাকে নিশ্চিতভাবে চিনিতে পারি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب في ايات اثبات نبوت الخ এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭২)

كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ (যে আমাকে সালাম করিত)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা রহিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় জড়-পদার্থেও বুঝ-বিবেচনা ক্ষমতা রহিয়াছে। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার বাণীর মুয়াফিক যাহা পাথর সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ (এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসিয়া পড়িতে থাকে। –সূরা বাকারা ৭৪) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (এবং এমন কিছু নাই যাহা তাহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাহাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না। –সূরা বনী ইসরাঈল ৪৪) তবে এই আয়াতে উল্লিখিত তাসবীহের পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। সহীহ হইতেছে উহা আসল অর্থে (حقيقة) তাসবীহ পাঠ করে। আর আল্লাহ তা'আলা উহাদের মধ্যে যথাযোগ্য বুঝ বিবেচনা দান করিয়াছেন। যেমন ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কতিপয় বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করিয়াছেন, যেই পাথর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিত উহা হইল 'হাজরে আসওয়াদ'। যেমন শরহে উবাই গ্রন্থে রহিয়াছে। আর অপর বিশেষজ্ঞগণ বলেন, উহা হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য পাথর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৭২)

قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ (রিসালতের দায়িত্ব প্রেরিত হওয়ার পূর্বে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের দায়িত্ব প্রেরিত হওয়ার আগে যেই সকল আলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল উহাকে ارهاص (চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষণ) নামে অভিহিত করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৭২)

بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান-এর বিবরণ

(৫৮০৮) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ".

(৫৮০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা আবূ সালিহ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি কিয়ামতের দিবসে আদম (আ.)-এর সন্তানগণের সর্দার হইব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাহার কবর উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রা রাযি.)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফের السنة অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭৩)

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (আমি কিয়ামতের দিবসে আদম (আ.)-এর সন্তানগণের সর্দার হইব)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) লিখেন, আল্লামা আল-হারুবী (রহ.) বলেন, السيد هو الذى يفوق قومه من الخير (সর্দার হইতেছে সেই ব্যক্তি যিনি নিজ গোত্রের মধ্যে কল্যাণ (মহত্ত্ব ও বদান্য)-এর দিক দিয়া উচ্চস্থানে রহিয়াছেন)। আর অন্য বিশেষজ্ঞ বলেন, তিনি হইলেন সেই ব্যক্তি যিনি দুর্যোগ ও কষ্ট-ক্লেশসমূহে জাতির প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করেন। আর তিনি তাহাদের কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করিয়া দেন এবং তাহাদের অসুবিধাসমূহ দূরীভূত করিয়া দেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিবস)। অথচ তিনি দুন্ইয়া ও আখিরাতে আদম (আ.)-এর সন্তানগণের সর্দার। কাজেই 'কিয়ামতের দিবস'-এর শর্তায়িত করার কারণ হইতেছে যে, সেই দিন প্রত্যেকের উপর তাঁহার সর্দারী প্রকাশিত হইবে। তখন কোন প্রতিরোধকারী ও অবাধ্য প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকিবে না। পক্ষান্তরে দুন্ইয়া। দুন্ইয়াতে তো কাফির সম্রাটরা এই ব্যাপারে তাহার বিরোধিতা করিয়াছে এবং মুশরিকরা ইহার দাবী করিয়াছে। আর এই শর্তটি প্রায় আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-এর নিকটবর্তী। তিনি ইরশাদ করেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর। -সূরা মুমিন ১৬) অথচ পূর্বেও বাদশাহাত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলারই ছিল। তিনিই মালিকুল আমলাক, মালিকুল মুলূক, শাহানশাহ, রাজাধিরাজ। তবে দুন্ইয়াতে কেহ রাজত্বের দাবীদার ছিল কিংবা কাহারও দিকে রূপকার্থে ইহার সম্বন্ধ করা হইত। কিন্তু আখিরাতে ইহার প্রত্যেকটির অবসান হইয়া যইবে।

বলাবহুল্য, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে আবূ সাইদ খুদরী (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে উহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতখানি অতিরিক্তসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ولافخر (আর ইহাতে অহঙ্কার নাই) অর্থাৎ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা অহঙ্কার ও আত্মগর্ব কিংবা অপরের উপর দম্ভ প্রকাশার্থে বলেন নাই। বস্তুত তিনি ইহা দ্বারা প্রকৃত বস্তু বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। যাহা বিশ্বাস (اعتقاد) করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। সুতরাং ইহা রিসালতের তাবলীগ ও নি'য়ামতের বর্ণনা দেওয়ার শ্রেণীভূক্ত।

তবে যে, অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে لاتفضلوا بين الانبياء (তোমরা নবীগণের মধ্যে কাহাকেও ফযীলত দিও না)। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) ইহা পাঁচ পদ্ধতিতে জবাব দিয়াছেন। (১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে যে, "আদম (আ.)-এর সন্তানগণের সর্দার" তাহা জানিবার পূর্বে বলিয়াছেন। অতঃপর অবহিত হওয়ায় আলোচ্য হাদীছ ইরশাদ করিয়াছেন। (২) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ খানা আদব ও বিনয় প্রকাশে বলিয়াছেন। (৩) নিষেধাজ্ঞা তো সেইরূপ ফযীলত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে, যাহার উপর ফযীলত দেওয়া হয় তাঁহার মর্যাদা যদি ক্ষুণ্ন করা হয়। (৪) বস্তুতঃভাবে সেইরূপ ফযীলত দেওয়া নিষেধ যাহা দ্বারা বাদানুবাদ ও ফিৎনার সৃষ্টি করে। (৫) বিশেষভাবে নফস নবুওয়াতের মধ্যে ফযীলত দেওয়া নিষেধ, ইহাতে ফযীলত নাই। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফযীলত দেওয়া যায় এবং এই প্রকার ফযীলত ই'তিকাদ করাও জরুরী। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (এই রসূলগণ– আমি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর মর্যাদা দিয়াছি। –সূরা বাকারা ২৫৩)। -(নওয়াভী ২:২৪৫, তাকমিলা ৪:৪৭৪)

بَابُ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

(৫৮০৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الثَّمَانِينَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

(৫৮০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' সুলায়মান বিন দাউদ আতাবী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনিতে বলিলেন, তখন একটি প্রশস্ত তলবিশিষ্ট অগভীর পেয়ালা আনা হইল। (তিনি উহাতে হাত রাখিলেন) তখন লোকেরা উযূ করিতে লাগিল। আমি অনুমান করিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ষাট হইতে আশির মধ্যে হইবে। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, আমি পানির দিকে তাকাইয়া রহিলাম– যাহা তাঁহার আংগুলসমূহের মাঝ হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহির হইতেছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ইমাম মুসলিম (রহ.) এই অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় মু'জিযা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু সংখ্যক মু'জিযা রহিয়াছে। এমনকি উলামায়ে কিরাম এই সম্পর্কে বিরাটাকারের স্বতন্ত্র কিতাবসমূহ রচনা করিয়াছেন। ইহার প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের মধ্যে 'দালায়িলুন নবুওয়াত লি-বায়হাকী, দালায়িলুন নবুওয়াহ লি-আবী নঈম ও আল খাসায়িসুল কুবরা লি-সূয়ূতী (রহ.)। -(তাকমিলা ৪:৪৭৪ সংক্ষিপ্ত)

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب الغسل والوضوء অধ্যায়ে الوضوء এ باب الوضوء من التور এবং في المخص الخ- باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة এ আছে। আর الانبياء অধ্যায়ে باب علامات النبوة في الاسلام এ আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭৫)

فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (তখন একটি প্রশস্ত তলবিশিষ্ট অগভীর পেয়ালা আনা হইল)। رَحْرَاحٍ শব্দটি خلخال এর ওযনে ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, الرحراح হইল প্রশস্ত ডিশ (গামলা, থালা) জাতীয় পাত্র। তলদেশ অগভীর বিশিষ্ট। অনুরূপ পাত্রে বেশী পানি সংকুলান হয় না। ফলে ইহা মু'জিযার উপর

বড় প্রমাণ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:৩০৪ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিবার পর বলেন, এইরূপ পাত্র طست (চিলুমচি, গামলা, বেসিন)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। -(তাকমিলা ৪:৪৭৫)

فَحَزَرْتُ (আমি অনুমান করিলাম)। অর্থাৎ خرصت وقدرت (আমি অনুমান করিলাম এবং পরিমাণ নির্ধারণ করিলাম)। -(তাকমিলা ৪:৪৭৫)

أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ (আমি পানির দিকে তাকাইয়া রহিলাম– যাহা তাঁহার আংগুলসমূহের মাঝ হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহির হইতেছিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই নির্গমনের পদ্ধতি সম্পর্কে দুইটি অভিমত বর্ণিত আছে। (১) কাযী ইয়ায (রহ.) আল্লামা মাযনী ও অধিকাংশ আলিম হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইতেছে খোদ অঙ্গুল হইতেই ফোয়ারার ন্যায় পানি উদ্ভব হইতেছিল। তাহারা বলেন, ইহা পাথর হইতে নির্গত ঝর্ণা হইতেও অধিক বড় মু'জিযা। (২) সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা পানিকেই বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, ফলে আঙ্গুলসমূহের মাঝ হইতে ফোয়ারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। খোদ আঙ্গুল হইতে নহে। তবে এতদুভয় পদ্ধতিতে প্রকাশ্য মু'জিযা ও উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭৬)

(৫৮১০) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

(৫৮১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম, তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গিয়াছিল আর লোকজন উযূর পানি অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা উহা পাইলেন না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু উযুর পানি আনা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানির পাত্রে তাহার মুবারক হাত রাখিয়া দিলেন এবং লোকজনকে উহা হইতে উযূ করিবার জন্য বলিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, পানি তাঁহার মুবারক আঙ্গুলসমূহের নীচ হইতে নির্গমন হইয়া বাহির হইতেছে। তখন লোকেরা উযূ করিল। অবশেষে তাহাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই উযূ করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ (আর লোকজন উযূর পানি অনুসন্ধান করিতেছিলেন)। الْوَضُوءَ শব্দটি و বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ সেই পানি যাহা দ্বারা উযূ করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৭৬)

حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (অবশেষে তাহাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই উযূ করিল)। এই কথোপকথনটি توضأ جميعهم حتى اخرهم (তাহারা সকলেই উযূ করিলেন, এমনকি তাহাদের শেষ ব্যক্তিটিও)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা কিরবানী (রহ.) বলেন, حتى শব্দটি التدريج (পর্যায়ক্রম)-এর জন্য এবং من শব্দটি البيان (বর্ণনা)-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ توضأ الناس حتى توضأ الذين عند اخرهم (লোকেরা উযূ করিলেন, এমনকি তাহাদের শেষ ব্যক্তিটিও উযূ করিলেন)। আর ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে 'তাহাদের সকলেই উযূ করার কথা বুঝানো হইয়াছে। আর عند শব্দটি فى (তে, এ, মধ্যে, অভ্যন্তরে) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেন বলা হইল, الذين هم فى اخرهم (যাহারা তাহাদের শেষে ছিল) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে من শব্দটি الى

(পর্যন্ত) অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা কিরমানী ও হাফিয ইবন হাজার (রহ.) শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর অনুসরণ করিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ১:৩৭১, তাকমিলা ৪:৪৭৬, নওয়াভী ২:২৪৫)

(৫৮১১) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهْ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ. قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمِائَةِ.

(৫৮১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, 'যাওরা' হইল মদীনার বাজার ও মসজিদের নিকট একটি স্থান। তখন তিনি এক পেয়ালা পানি আনিতে বলিলেন, যাহাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাঁহার হাতের পাঞ্জা মুবারক উহাতে রাখিলেন। তখন তাঁহার আঙ্গুলসমূহের মধ্য হইতে পানি নির্গমন হইতে লাগিল আর তাঁহার সাহাবীগণ (রাযি.) সকলেই উযূ করিলেন, তিনি (রাবী কাতাদা রহ.) বলেন, আমি (হযরত আনাস (রাযি.)কে) জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ হামযা (আনাস (রাযি.)-এর কুনিয়াত) তাঁহারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, তাঁহারা প্রায় তিনশতজন ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمِائَةِ (তাহারা প্রায় তিনশতজন ছিলেন)। অর্থাৎ قريبا من ثلاثمائة (প্রায় তিনশতজনের মত)। এই রিওয়ায়ত ইতোপূর্বে বর্ণিত রাবী ছাবিত (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ যে, "তাহারা ষাট হইতে আশি পর্যন্ত ছিল"-এর বিপরীত হয়। ইহার সমন্বয়ে শারেহ নওয়াভী ও হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এতদুভয় হাদীছকে দুইটি বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুলসমূহের মাঝ হইতে পানি উদ্বেলিত হওয়ার ঘটনা বহুবার এবং বহু স্থানে হইয়াছে। আর ইহা এমন অধিক পরিমাণ সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার সমষ্টির দ্বারা التواتر المعنوى এর মাধ্যমে العلم القطعى (অকাট্য ইলম)-এর ফায়দা দেয়। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কোন নবী (আ.) হইতে অনুরূপ মু'জিযা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৭৭ সংক্ষিপ্ত)

(৫৮১২) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأُتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ.

(৫৮১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। তখন একটি পানির পাত্র আনা হইল, যাহা (-র পানিতে) তাঁহার আঙ্গুলসমূহ ডুবিতেছিল না কিংবা ঐ পরিমাণ (পানি) যাহার মধ্যে তাহার আঙ্গুলসমূহ ডুবাইতে পারেন। অতঃপর তিনি রাবী হিশাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৮১৩) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدْمَ وَلَيْسَ

عِنْدَهُمْ شَىْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِى كَانَتْ تُهْدِى فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "عَصَرْتِيهَا". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا".

(৫৮১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মু মালিক (রাযি.) তাঁহার একটি চামড়ার পাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ঘি হাদিয়া হিসাবে পাঠাইতেন। তাহার ছেলেরা (কোন কোন সময়) তাহার কাছে আসিয়া (রুটি আহারের জন্য) তরকারি চাহিত। কিন্তু তখন তাহাদের কাছে কিছু থাকিত না। তাই তিনি (উম্মু মালিক) সেই পাত্রটির কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন– যাহাতে করিয়া তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (ঘি) হাদিয়া পাঠাইতেন। তখন তিনি উহাতে কিছু ঘি পাইয়া যাইতেন। পরে উহা তাহার ঘরের (রুটি মাখিবার) তরকারির কাজ দিতে থাকিল, যতক্ষণ না সে উহা নিংড়াইয়া ফেলিলেন। পরে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি সেইটি নিংড়াইয়া ফেলিয়াছ? তিনি (উম্মু মালিক) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তুমি উহাকে (না নিংড়াইয়া) যথাবস্থায় রাখিয়া দিলে উহা (ঘি) থাকিয়াই যাইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ (উম্মু মালিক)। আল-আনসারিয়া (রাযি.)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ইসাবা' গ্রন্থের ৪:৪৭০ পৃষ্ঠায় ইবন আবী আসিম ও ইবন আবী হায়ছামা (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, "উম্মু মালিক আল-আনসারিয়া (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ঘি নিয়া আসিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাযি.)কে উহা নিংড়াইয়া রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর পাত্রটি তাহাকে ফেরত দিয়া দিলেন। আশ্চর্য যে, উহা ভর্তি। অতঃপর তিনি (উম্মু মালিক রাযি.) আসিয়া আরয করিলেন, ইহা হইতে কি কিছু পতিত হইয়াছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বস্তু? তিনি (উম্মু মালিক রাযি.) বলিলেন, আমার হাদিয়া আপনি আমাকে ফেরত দিয়াছেন। তখন তিনি বিলাল (রাযি.)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তো অবশ্যই নিংড়াইয়া রাখিয়াছি, এমনকি লজ্জাবোধ করিয়াছি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য সুখকর হউক। ইহা বরকত, হে উম্মু মালিক! ইহা বরকত! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ইহার ছাওয়াব দ্রুত প্রদান করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪৭৮)

فِى عُكَّةٍ (একটি (চামড়ার) পাত্রে)। কামূস গ্রন্থকার বলেন العكة শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ القربة (পানি বা দুধ রাখার জন্য চামড়ার তৈরী পাত্র, মশক, ভিস্তি) হইতে ছোট ঘি রাখিবার পাত্র। ইহার বহুবচন عكك আসে। -(তাকমিলা ৪:৪৭৮)

فَيَسْأَلُونَ الأُدْمَ (অতঃপর তাহারা তরকারি চাহিত)। الأُدْمَ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অভিধানে الادام (সালন)। যাহা দিয়া রুটি আহার করা হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৭৮)

(৫৮১৪) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ".

(৫৮১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি খাবার চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিল, তিনি তাহাকে অর্ধ ওয়াসক যব খাওয়ার জন্য দিলেন। লোকটি উহা হইতে আহার করিতে থাকিল আর তাহার স্ত্রী এবং তাহাদের উভয়ের মেহমানরাও। অবশেষে সে (একদিন) উহা মাপিয়া দেখিল। ফলে উহা শেষ হইয়া গেল। পরে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (জানাইতে) আসিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যদি উহা মাপিয়া না দেখিতে, তাহা হইলে তোমরা উহা হইতে আহার করিতে থাকিতে এবং উহা তোমাদের জন্য (দীর্ঘদিন) বিদ্যমান থাকিত।

(৫৮১৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلاَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ". فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا". قَالاَ نَعَمْ.

فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَىْءٍ قَالَ وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ أَوْ قَالَ غَزِيرٍ شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ "يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا".

(৫৮১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তিনি ... মু'আয বিন জাবাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের বৎসর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (জিহাদের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইলাম। তখন তিনি (দুই) নামায একসাথে আদায় করিতেন অর্থাৎ যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করিতেন এবং মাগরিব ইশা একত্রে আদায় করিতেন। অবশেষে একদিন (এমন) হইল যে, নামায বিলম্বিত করিলেন। অতঃপর বাহিরে তাশরীফ আনিয়া যুহর (শেষ ওয়াক্তে) ও আসর (প্রথম ওয়াক্তে) একত্র আদায় করিলেন, অতঃপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করিলেন, অতঃপর আবার বাহিরে তাশরীফ আনিলেন এবং মাগরিব (শেষ ওয়াক্তে) ও ইশা (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, ইনশাআল্লাহু তা'আলা তোমরা আগামীকাল 'তাবুক প্রস্রবণে' পৌঁছিবে আর চাশতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেই স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে যে-ই সেই স্থানে (প্রথমে) পৌঁছিবে সে যেন উহার পানির কিছুই স্পর্শ না করে– যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আসিয়া পৌঁছি। আমরা (যথাসময়েই) সেই স্থানে পৌঁছিলাম। ইতোমধ্যে দুই ব্যক্তি আমাদের পূর্বে সেই স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার ন্যায় ক্ষীণ ধারায় সামান্য কিছু পানি প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি (মুআয রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি উহার কিছু পানি স্পর্শ করিয়াছ? তাঁহারা দুইজন বলিল, জী, হ্যাঁ।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দুইজনকে তিরস্কার করিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার যাহা ইচ্ছা, তাহাদেরকে তিনি তাহাই বলিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সাহাবীগণ তাহাদের হাত দিয়া

অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প করিয়া (পানি) উত্তোলন করিলেন, অবশেষে উহা একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ (পানি) সঞ্চিত হইল। তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার মধ্যে তাঁহার মুবারক দুই হাত এবং মুখ ধৌত করিলেন এবং পরে উক্ত পানি উহাতে (প্রস্রবণে পাত্রটি) উল্টাইয়া (ঢালিয়া) দিলেন। ফলে প্রস্রবণটি প্রবল পানির ধারায় কিংবা তিনি (রাবী) বলিয়াছেন, প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হইতে থাকিল। রাবী আবূ আলী (রহ.) সন্দেহসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, (উর্ধ্বতন) রাবী ইহার মধ্যে কোনটি বলিয়াছেন। অবশেষে লোকেরা প্রয়োজনমত পানি পান করিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে মু'আয! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহা হইলে অচিরেই তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, প্রস্রবণের এই স্থানটি বাগানসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ (মু'আয বিন জাবাল (রাযি.) তাহাকে জানন)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر অধ্যায়ে صلاة المسافرين এ (বাংলা মুসলিম ৯ম খন্ড ২৪ পৃষ্ঠায়) ও সংকলন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা ও মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৭৯)

فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ (তখন তিনি (দুই) নামায একত্রে আদায় করিতেন)। হানাফীগণের মতে جمع صوری (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) একত্রে আদায় করা হইয়াছে। দুই নামায এক ওয়াক্তে নহে। আর অন্যান্য ইমামগণের মতে جمع حقيقى (প্রকৃতভাবে) দুই নামায একত্রে এক ওয়াক্তে আদায় করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহীহ মুসলিম বাংলা ৯ম খন্ডে ২৪-২৮ পৃষ্ঠায় হাদীছ নং ১৫১১ ও ১৫১৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا (সে যেন উহার পানির কিছুই স্পর্শ না করে)। এই নিষেধাজ্ঞার হিকমত কোন রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই। আর না কোন শারেহীনের কেহ এই ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপস্থিতিতে পানির বরকত প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি আশংকা করিয়াছিলেন তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে কেহ উহা স্পর্শ করিলে পানি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আল্লামা বাজী (রহ.) নিষেধাজ্ঞার হিকমতের বর্ণনায় এতখানি অতিরিক্ত সংযোজন করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম কর্তৃক সার্বজনীন বিষয়ে মুসলমানের শরীকানায় উপকারী বস্তুসমূহে যেমন পানি ও চারণভূমিতে উপযোগিতার বিবেচনায় নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন। -(তাকমিলা ৪:৪৮০)

وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ (আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার ন্যায় ক্ষীণ ধারায় সামান্য কিছু পানি প্রবাহিত হইতেছিল)। تَبِضُّ শব্দটির ب বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ تقطر وتسيل قليلا قليلا (ফোটায় ফোটায় ও অল্প অল্প প্রবাহিত হইতেছিল)। বলা হয় بئر بصوض যখন কূপের পানি অল্প অল্প বাহির হয়। আর অল্প বৃষ্টিকে البضيضة বলা হয়। -(কামূস)

আর কতিপয় রাবী تبص (নুক্তাবিহীন ص বর্ণ দ্বারা) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার অর্থ تبرق وتلمع (চমকাইতেছিল এবং ঝলকাইতেছিল)। আর ইহার ব্যাখ্যা الرشح (ঘর্মাক্ত হওয়া) দ্বারা করা সম্ভব। কেননা ইহা শব্দটির দুই অর্থের একটি যাহা কামূস গ্রন্থে রহিয়াছে। আর প্রস্রবণের পানি প্রশস্ততায় সল্পতার কারণে জুতার ফিতার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮০)

فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দুইজনকে তিরস্কার করিলেন)। অর্থাৎ لامهما وعاتبهما (তাহাদের দুই জনকে তিরস্কার করিলেন এবং তাহাদের দুইজনকে ভর্ৎসনা করিলেন)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাকিম কর্তৃক কথা ও তিরস্কারের মাধ্যমে কাহাকেও আদব শিক্ষা দেওয়া নিন্দনীয় নহে।

আর তাহারা দুইজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধ অমান্য করণ সম্পর্কে আল্লামা বাজী (রহ.) 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে বলেন, কেননা তাহারা দুইজন নিষেধ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। কিংবা তাহারা উভয়ে নিষেধাজ্ঞা মাকরূহের উপর প্রয়োগ করিয়াছিল, কিংবা ভুলিয়া গিয়াছিল, যদি তাহারা উভয়ে খাঁটি মুমিন হইয়া থাকেন। তবে আবূ বশর আদ-দুলাবী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে انهما كانا من المنافقين (তাহারা দুইজন মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৮০)

فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (ফলে প্রস্রবণটি প্রবল পানি ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল)। منهمر অর্থাৎ كثير ওয়ানহুর আল-মা الصب والدفع (অনেক গড়াইয়া ও স্রোতধারায়)। আল্লামা আল-মাজদ (রহ.) কামূস অভিধানে বলেন, وانهمر الماء হইল انسكب وسال (বহিয়া যাওয়া ও প্রবাহিত হওয়া) আর الهمار হইল السحاب السيال (প্রবাহিত মেঘ)। আর মুয়াত্তা গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে بماء كثير (অনেক পানি ধারায় ...)। -(তাকমিলা ৪:৪৮০)

يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ (হে মু'আয! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহা হইলে অচিরেই ...)। অর্থাৎ بقرب (হে মু'আয! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহা হইলে অচিরেই ...) অর্থাৎ يا معاذ ان طالت بك حياة ان اطال الله عمرك (যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার হায়াত দীর্ঘ করিয়া দেন)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, হযরত মু'আয (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরেও জীবিত থাকিবেন। আর দ্বিতীয়বার এই স্থানে গমন করিবেন। অনুরূপই হইয়াছিল। আর হযরত মু'আয (রাযি.) সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় তিনি ইনতিকাল করেন। -(তাকমিলা ৪:৪৮০)

قَدْ مُلِئَ جِنَانًا (এই স্থানটি বাগানসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে)। جِنَانًا অর্থাৎ بساتين (বাগানসমূহ)। ইহা جنة এর বহুবচন। -(তাকমিলা ৪:৪৮১)

(৫৮১৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اخْرُصُوهَا". فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ "أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ". وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ". فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا "كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا".

فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ". فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ "هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". ثُمَّ قَالَ "إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ دُورَ الأَنْصَارِ فَجَعَلَنَا آخِرًا. فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خَيَّرْتَ دُورَ الأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا. فَقَالَ "أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ".

(৫৮১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুমায়দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। আমরা 'ওয়াদিল কুরা' নামক এলাকায় এক মহিলার একটি বাগানের কাছে পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহার (খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর, আমরা ইহার অনুমান করিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ওয়াসক (প্রায় পঞ্চাশ মন) পরিমাণ অনুমান করিলেন এবং তাহাকে (মহিলাটিকে) বলিলেন, আমরা ইনশা আল্লাহু তা'আলা তোমার এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসা পর্যন্ত এই পরিমাণ ধরিয়া রাখ। পরে আমরা অগ্রসর হইলাম এবং তাবুক পৌঁছিয়া গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, অদ্য রাত্রে প্রচন্ড বায়ূ প্রবাহ তোমাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। কাজেই তোমাদের কেহ যেন তাহার মাঝে দাঁড়াইয়া না থাকে এবং যাহার উট আছে, সে যেন তাহার দড়ি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখে। (ঐ রাত্রে) প্রচন্ড বায়ূ প্রবাহিত হইল। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইলে বাতাস তাহাকে উঠাইয়া নিয়া অবশেষে 'জাবালই তাইয়্যি' নামক পাহাড়ে ফেলিয়া দিল। তখন 'আয়লা' শহরের প্রশাসক ইবনুল আলমা-এর দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে একটি পত্র নিয়া আসিল এবং তিনি তাহাকে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাহার কাছে একটি পত্র লিখাইয়া পাঠাইলেন এবং তাহার জন্য একটি চাদর হাদিয়া পাঠাইলেন। তারপর আমরা আগাইয়া চলিতে চলিতে 'ওয়াদিল কুরা' (কুরা উপত্যকায়) পৌঁছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাগানের মালিক) মহিলাটিকে তাহার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহার ফল কি পরিমাণে পৌঁছিয়াছে?

সে (মহিলা) বলিল, দশ ওয়াসক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি দ্রুত যাইতেছি। তোমাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা হয়, সে আমার সহিত দ্রুত যাইতে পারে। আর যাহার ইচ্ছা, সে অবস্থান করিতে পারে। আমরা রওয়ানা হইয়া গেলাম, এমনকি মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই (মদীনা) হইল 'তাবা' (পবিত্র ও উত্তম স্থান)। আর এই যে উহুদ! ইহা এমন পাহাড়, যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার বনূ নাজ্জার, তারপর বনূ আবদিল আশহাল, অতঃপর বনূ হারিছ বিন খাযরাজ, অতঃপর বনূ সাঈদা পরিবার। আর আনসারদের প্রতিটি গোত্রই উত্তম। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইলে (তাঁহার গোত্রের) আবূ উসায়দ (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি দেখেন নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার গোত্রগুলির মাঝে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদের গোত্রকে তালিকার শেষে রাখিয়াছেন। তখন সা'দ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজিয়া পাইলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আনসার গোত্রগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদের শেষে রাখিয়াছেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, শ্রেষ্ঠ তালিকাভুক্ত হওয়াও কি তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ নহে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ (আবূ হুমায়দ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফের الحج অধ্যায়ে باب فضل احد (বাংলা ১৩তম খণ্ডে ৩২৬১নং হাদীছ)-এ আছে। আর সহীহ বুখারী শরীফের الزكوة অধ্যায়ে باب خرص التمر এবং فضائل المدينة অধ্যায়ে باب المدينة طابة এ আছে। অধিকন্তু الجزية والموارعة - مناقب الانصار এবং المغازى অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮১)

এই আবূ হুমায়দ (রাযি.) হইলেন আস-সায়িদী। প্রসিদ্ধ সাহাবী (রাযি.)। তাঁহার নাম আবদুর রহমান বিন সা'দ (রাযি.)। তিনি উহুদ ও পরবর্তী জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে কিংবা ইয়াযীদের খিলাফতের প্রথম দিকে কিংবা শেষ দিকে ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা ৪:৪৭, তাকমিলা ৪:৪৮১)

فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى (আমরা ওয়াদিল কুরা (কুরা উপত্যকায়) পৌঁছিলাম)। -(বাংলা ১৩তম খণ্ডে ৯০ পৃষ্ঠায় ৩২৬১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ (এক মহিলার একটি বাগানের কাছে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই মহিলার নাম কোনও সূত্রে কিছুই জানা যায় নাই। -(তাকমিলা ৪:৪৮১)

اخْرُصُوهَا (তোমরা ইহার (খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর)। اخْرُصُو শব্দটির ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ احزروا كم يخرج من تمرها (তোমরা অনুমান কর তাহার খেজুর কি পরিমাণ হইবে?) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলিম ব্যক্তি নিজ শিষ্যদেরকে এই ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া মুস্তাহাব। সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা সাহাবীগণকে অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। যাহা মুসলমানগণ (বায়তুল মালের) সনদসমূহ আদায় করার জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। আর মহিলাটিকে এই মর্মে নির্দেশ দান করা যে, আমরা ইনশা আল্লাহু তা'আলা তোমার এইখানে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত ইহা হইতে প্রাপ্ত খেজুরের পরিমাণ ধরিয়া রাখ– যাহাতে অনুমান সঠিক কিংবা ভুল হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। -(তাকমিলা ৪:৪৮১)

فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ (কাজেই তোমাদের কেহ যেন উহার মাঝে দাঁড়াইয়া না থাকে)। আর আল্লামা ইবন ইসহাক (রহ.)-এর 'আল-মাগাযী' গ্রন্থে রিওয়ায়ত আছে لا يخرجن احد منكم الليلة الا ومعه صاحب له (আজ রাত্রে তোমাদের কেহ যেন বাহির না হয় তবে যদি তাহার কোন সাথী তাহার সহিত থাকে)। (ক) ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ উম্মতের প্রতি দয়াদ্রতা প্রমাণিত হইয়াছে। (খ) প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দেওয়া জায়িয। -(তাকমিলা ৪:৪৮১)

فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ (তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইলে বাতাসে তাহাকে উঠাইয়া নিল)। আর আল্লামা ইবন ইসহাক (রহ.) 'আল-মাগাযী' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করেন, তখন লোকেরা তাহাই করিল যাহা তাহাদের হুকুম করা হইয়াছিল। তবে বনূ সা'য়িদা-এর দুই ব্যক্তি। তাহাদের একজন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হইয়াছিল আর অপরজন নিজ উটের তালাশে বাহির হইয়াছিল। যে নিজ উটের তালাশে বাহিরে ছিল তাহাকে বাতাস উঠাইয়া নিল। সর্বশেষে 'জাবালাই তাইয়্যি' নামক পাহাড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিল। -(ফতহুল বারী ৩:৩৪৫ সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৪:৪৮২)

أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ (তাহাকে 'জাবালাই তাইয়্যি' নামক পাহাড়ে ফেলিয়া দিল)। طَيِّئٍ শব্দটির ط বর্ণে যবর ى বর্ণে তাশদীদসহ যের, ইহার পর همزه দ্বারা পঠিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। আর তাহারা দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে বসবাস করিত। তাহাদের একজনের নাম 'আজা' আর অপরজনের নাম 'সালমা'। দুই পাহাড়ের নাম, একজন পুরুষ ও একজন মহিলার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। আর তাহাদের এতদুভয় সম্পর্কে উক্ত স্থানে ঘটনা আছে। যাহা আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থের ৪:৪১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, 'আজা' নিজ প্রেমিকা 'সালমা'কে নিয়া পলায়ন করে। অতঃপর তাহারা দুই পাহাড়ে আসে এবং উহাতে বসবাস স্থাপন করে। অতঃপর সালমার ভ্রাতাগণ তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া তাহারা সালমাকে পাকড়াও করিয়া এক চোখ উৎপাটন করিয়া তাহাকে এক পাহাড়ে রাখিয়া যায় আর أَجَأ (আজা)কে দুই

হাত পিঠমোড়া দিয়া বাধিয়া অপর পাহাড়ে রাখিয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহাদের দুইজনের নামে দুইটি পাহাড়ের নামকরণ করা হইয়াছে। অতঃপর منازل طيّئ (তাইয়্যি গোত্রের বাসগৃহসমূহ)কে جبلى طيّئ (জাবালাই তাইয়্যি) নামে নামকরণ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮২)

رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ ('আয়লা' শহরের প্রশাসক ইবনুল আলমা-এর দূত)। أَيْلَةَ শব্দটির همزه বর্ণে যবর ى বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর। আর আল্লামা ইবন ইসহাক (রহ.) নিজ মাগাযী গ্রন্থে নকল করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক পৌঁছিলেন তখন আয়লার প্রশাসক ইউহান্না বিন রুবা-এর দূত আসিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সন্ধিচুক্তি করেন।" হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার নাম 'ইউহান্না' এবং পিতার নাম 'রুবা'। সম্ভবত 'আলমা' হইতেছে তাহার মাতার নাম। -(তাকমিলা ৪:৪৮২)

وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ (আর তিনি তাহাকে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া পাঠাইলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' ৩:৩৪৫ বলেন, উল্লিখিত খচ্চরটির নাম দুলদুল। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহাকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৪৮২)

فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ (তখন সে (মহিলা) বলিল, দশ ওয়াস্‌ক)। عشرة শব্দটি نزع الخافض এর ভিত্তিতে منصوب হওয়ার কারণে نصب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে। অর্থাৎ جاء بقدر عشرة اوسق (দশ ওয়াস্‌ক পরিমাণ (খেজুর) আসিয়াছে)। কিংবা حال হওয়ার কারণে نصب হইবে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যাওয়ার পথে এই খেজুর বাগানে যেই পরিমাণ খেজুর হওয়ার কথা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৩)

هٰذِهِ طَابَةُ (ইহা তাবা)। মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। আর طَابَةُ শব্দটি تانيث ও علمية এই দুই سبب পাওয়া যাওয়ার কারণে غير منصرف হইয়াছে। এই অর্থ হইতেছে الطيبة (উৎকৃষ্ট বস্তু, পবিত্র জিনিস)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামে নামকরণ করিয়াছেন। আর মদীনার পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াছরিব'। -(তাকমিলা ৪:৪৮৩)

وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (আর ইহা এমন পাহাড়, যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি)। ইহার ব্যাখ্যা হজ্জ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহার সরসংক্ষেপ হইতেছে যে, কতিপয় বিশেষজ্ঞ তাবীল করিয়াছেন যে, পাহাড়বাসী অর্থাৎ আনসার। কেননা, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহব্বত করিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদের মুহব্বত করিতেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ হাকীকত তথা প্রকৃত অর্থেই করিয়াছেন। আর পাহাড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহব্বত করা নিষেধ নাই। কেননা, তিনি রহমাতুল লিল আলামীন ছিলেন। আর উহাতে তো গাছ ও পাথর রহিয়াছে। ইতোপূর্বে আলোচতি হইয়াছে যে, পাথর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিত। -(তাকমিলা ৪:৪৮৩)

إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ (আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার বনূ নাজ্জার)। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, বনূ নাজ্জারের পরিবার আনসারীদের অন্যান্য পরিবার হইতে মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম। আর বনূ নাজ্জার হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদার মামাগণ। কেননা, জনাব আবদুল মুত্তালিব-এর মাতা তাহাদের মধ্য হইতেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ নিয়া তাহাদের বাড়ীতেই অবতরণ করিয়াছিলেন। ফলে অন্যদের তুলনায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। আর নাজ্জার হইল তাহম উল্লাহ বিন ছ'আলাবা বিন আমর বিন আল-খাযরাজ-এর উপাধী। -(তাকমিলা ৪:৪৮৩)

ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ (তারপর বনূ আবদিল আশহাল)। তাহারা আউস গোত্রের। আর আবদুল আশহাল হইলেন ইবন জাশম বিন হারিছ বিন খাযরাজ আসগর ইবন আমর। আর তিনি হইলেন লবীত বিন মালিক বিন আউস। আর আউস হইল আনসারী বংশের দুই গোত্রের একটি। কেননা, তাহাদের দুইটি গোত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ। তাহারা দুই ভাই, তাহাদের উভয়ের মা কবীলা বিনত আরকাম। উমদা গ্রন্থে অনুরূপ আছে। বনূ আবদুল আশহাল হইলেন সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর গোত্র। -(তাকমিলা ৪:৪৮৩)

ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ (অতঃপর বনূ সাঈদা পরিবার)। তাহারা হইলেন খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর তাহারাই সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর গোত্র। -(তাকমিলা ৪:৪৮৪)

فَجَعَلْتَنَا آخِرًا (আর আপনি আমাদেরকে শেষে রাখিয়াছেন)। প্রকাশ্য যে, ইহা অস্বীকৃতি ও প্রতিবাদ হিসাবে নহে; বরং ইহা তো প্রতিষ্ঠিত করণ হিসাবে ছিল। -(তাকমিলা ৪:৪৮৪)

أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ (শ্রেষ্ঠ তালিকাভুক্ত হওয়া কি তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ নহে?) بِحَسْبِكُمْ এর س বর্ণে সাকিনসহ পঠনে اولا يكفيكم؟ (তোমাদের কি যথেষ্ঠ নহে)? -(তাকমিলা ৪:৪৮৪)

(৫৮১৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِبَحْرِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৮১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আমর বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে, এই সনদে "আনসারদের প্রত্যেক পরিবারের ফযীলত রহিয়াছে" পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহার পরবর্তী অংশ সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) সম্পর্কে রিওয়ায়তে উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী উহায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (ইবনুল আলমার) জন্য তাহাদের শহর লিখিয়া দিলেন, তবে রাবী উহায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহার কাছে চিঠি লিখাইয়া পাঠাইলেন।" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِبَحْرِهِمْ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (ইবনুল আলমার) জন্য তাহাদের শহর লিখিয়া দিলেন)। ইহা আযলার প্রশাসক ইবনুল আলমা-এর ঘটনার সহিত সম্পর্কশীল। আর البحر দ্বারা البلد (শহর) মর্ম। আহলে আরব কখনও কখনও البحر এবং البحرة শব্দ البلد (শহর) এবং القرية (গ্রাম) অর্থে ব্যবহার করেন কিংবা اهل بحرهم মর্ম। কেননা, তাহারা সমুদ্র তীরে বসবাস করিত। আর কেহ বলেন, البحر দ্বারা الارض (যমীন) মর্ম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দেশটিকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব তাহাকেই দিয়াছিলেন। আল্লামা ইবন ইসহাক (রহ.) এই পত্রটি উল্লেখ করিয়াছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযলার প্রশাসক (বাদশা)-এর কাছে লিখাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিসমিল্লাহ লিখার পর লিখেন : هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة واهل ايلة- سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي (এই পত্র আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহ তা'আলার রসূল মুহাম্মাদুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হইতে ইউহান্না বিন রুবা ও আয়লাবাসীদের জন্য নিরাপত্তা। জলে-স্থলে, নৌকা ও জানবাহনে তাহাদের জন্য যিম্মাদার আল্লাহ তা'আলা ও নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম))। -(উমদাতুল কারী ৪:৪১৬ এবং ফতহুল বারী ৩:৩৪৬)-(তাকমিলা ৪:৪৮৪-৪৮৫)

بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ وَعِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াক্কুল এবং তাঁহাকে মানুষের (অনিষ্ঠ) হইতে আল্লাহ তা'আলার হিফাযত প্রসঙ্গে

(৫৮১৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللهُ. قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ". ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৮১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ ইমরান মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত নাজদের দিকে এক গযুয়ায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি কাঁটাবনযুক্ত উপত্যকায় পাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার তরবারিখানি সেই গাছের শাখাসমূহের কোন একটি শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর লোকেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিল, তখন আমি নিদ্রায়, সে তরবারিটি হাতে নিল। আমি জাগ্রত হইলাম, এমতাবস্থায় সে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কিছু অনুভব করিবার পূর্বেই দেখি তরবারি তাহার হাতে উন্মুক্ত। সে আমাকে বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ! সে দ্বিতীয়বার বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে তখন তরবারিটি কোষবদ্ধ করিল। আর সে যে ওই বসিয়া আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কিছুই বলিলেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة এবং المغازى অধ্যায়ে باب غزوة ذات الرقاع এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৫)

غَـزْوَةً قِبَـلَ نَجْـدٍ (নাজদের দিকে এক গযুয়ায়)। অচিরেই ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে আছে উহা ছিল গযুয়ায়ে যাতুর রিকা'। -(তাকমিলা ৪:৪৮৬)

إِنَّ رَجُـلًا أَتَانِـى (এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিল)। ইমাম বুখারী (রহ.) মুসাদ্দাদ (রহ.) সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নাম গাওরাছ বিন হারিছ। আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) এই ঘটনায় লিখিয়াছেন উক্ত বেদুঈনের নাম দা'ছুর। আর সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আলোচনা প্রকাশিত হয় যে, এতদুভয় দুই গযুয়ার ঘটনা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল বারী ৭:৪২৮, তাকমিলা ৪:৪৮৬)

وَالسَّيْفُ صَلْـتًا (তরবারি উন্মুক্ত)। صَلْـتًا (উজ্জ্বল, চকচকে, উন্মুক্ত, কোষমুক্ত) শব্দটির ص বর্ণে যবর পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ مسلولا (কোষ মুক্ত তরবারি) অর্থে ব্যবহৃত। ইহা حال হওয়ার কারণে منصوب (শেষ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৬)

فَـشَامَ السَّيْفَ (তখন সে তরবারিটি কোষবদ্ধ করিল)। অর্থাৎ اغمده (তরবারি খাপে ভরিয়া রাখা, কোষবদ্ধ করা)। আর এই শব্দটি বিপরীত অর্থ প্রকাশক। যখন তরবারি কোষমুক্ত করা হয় তখন شامه (সে তরবারি কোষমুক্ত করিল) বলা হয়। আবার যখন তরবারি কোষবদ্ধ করা হয় তখনও شامه (সে তরবারি কোষবদ্ধ করিল) বলা হয়। আর বেদুঈন লোক যখন ইহা চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিল যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার তাওয়াককুলের উপর সুদৃঢ় রহিয়াছেন তখন বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহার দিকে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) পৌঁছা যাইবে না। তাই তাহার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহার যাহা ইচ্ছা ছিল তাহা তরক করিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৭)

(৫৮১৯) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِى سِنَانُ بْنُ أَبِى سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ.

(৫৮১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... সিনান বিন আবূ সিনান দুআলী ও আবূ সালাম বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করেন যে, জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.), আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত নাজদ-এর দিকে একটি গযুয়ায় গেলেন, অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিলেন, তখন তিনিও তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়া আসেন। একদা দুপরের আহারের পর বিশ্রামকালে সমুপস্থিত হইল ... অতঃপর রাবী ইবরাহীম বিন সা'দ ও মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৮২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত অগ্রসর হইতে থাকিলাম। অবশেষে আমরা যখন যাতুর-রিকায পৌঁছিলাম ...। অতঃপর রাবী যুহরী

(রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কিছুই বলিলেন না।

بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই হিদায়ত ও ইলমসহ প্রেরিত হইয়াছেন, উহার দৃষ্টান্তের বিবরণ

(৫৮২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلأً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ".

(৫৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশআরী ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ বুরদা ও আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেই হিদায়ত ও ইলম সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন : উহার উপমা সেই বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন যমীনে বর্ষিত হইল, আর সেই যমীনের উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করে। আর কোন কোন যমীন থাকে কঠিন, যাহা পানি আটকাইয়া রাখে, ফলে আল্লাহ তা'আলা উহা দিয়া মানুষের উপকার পৌঁছান এবং তাহারা উহা হইতে নিজেরা পান করে, (পশুপালকে) পান করায় ও পশু চরায়। আর (বৃষ্টির পানি) সেই যমীনের আরও কতকাংশে বর্ষিত হইল– যাহা উঁচু অনুর্বর, যাহা কোন পানি আটকাইয়া রাখে না আর না কোন ঘাস-পাতাও উৎপন্ন করে। এই হইল সেই সকল লোকের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ তা'আলার দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সেই সকল দিয়া উপকৃত করেন যাহা দিয়া আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ফলে সেই ব্যক্তি নিজে ইলম অর্জন করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় উপমা হইল ঐ লোকদের যাহারা তাহার প্রতি মাথা তুলিয়াও তাকায় না এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ হিদায়তও কবূল করে না– যাহা দিয়া আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العلم অধ্যায়ে باب فضل من علم وعلم এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৮)

فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ (প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করে)। الكلأ শব্দটি همزه সহ মদবিহীন পঠিত। তাজা ও শুকনা ঘাস-পাতা উভয়কে الكلأ বলে। আর العشب শব্দটির ع বর্ণে পেশ ش বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ শুধু النبت الرطب (তাজা ঘাস-পাতা)। ইহাতে عام (ব্যাপক)-এর পর خاص (বিশেষ) উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৮৯)

وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন)। أَجَادِبُ শব্দটি الجدب (শুষ্ক, অনুর্বর, কঠিন, বন্ধ্যা) ج এবং د বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা এমন কঠিন ভূমি যাহাতে পানি নিঃশেষিত হয় না। -(তাকমিলা ৪:৪৮৯)

فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ (এই হইল সেই সকল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান লাভ করে)। فَقُـهَ শব্দের ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ صار فقيها (সে ফকীহ হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:৪৮৯)

بَابُ شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ এবং তাহাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় হইতে গুরুত্বসহারে সতর্কীকরণ প্রসঙ্গে

(৫৮২২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ".

(৫৮২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি বলিয়াছেন, আমার উপমা এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাহা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন উহার উপমা সেই ব্যক্তি দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে তাহার স্বগোত্রের নিকট আসিয়া বলে, হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার দুই চোখে শত্রুবাহিনী দেখিয়া আসিয়াছি, আর আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। কাজেই আত্মরক্ষা কর। তখন তাহার সম্প্রদায়ের একদল তাহার কথা মানিয়া নিল এবং রাত্রের অন্ধকারে সুযোগে (স্থান ত্যাগ করিয়া) চলিয়া গেল। আর একদল তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া ভোর পর্যন্ত স্বস্থানে থাকিয়া গেল। ফলে শত্রুবাহিনী প্রত্যুষে তাহাদের উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাদেরকে সমুলে ধ্বংস করিয়া দিল। সুতরাং এই হইল তাহার দৃষ্টান্ত যে আমার আনুগত্য করিল এবং আমি 'যাহা' নিয়া আসিয়াছি উহার অনুসরণ করিল। এবং সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার নাফরমানী করিল এবং যেই হক (সত্য) নিয়া আসিয়াছি উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب الانتهاء এ- باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে الاعتصام بالكتاب والسنة এবং عن المعاصى আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৯০)

رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ (আমি আমার দুই চোখে (শত্রু)বাহিনী দেখিয়া আসিয়াছি)। অর্থাৎ ريت جيش العدو - متأهبا للاغارة عليكم (আমি শত্রুবাহিনী দেখিয়াছি, তোমাদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। -(ঐ)

وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (আর আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, মূলত এই কথাটি বলা হইত, যখন কোন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে আতঙ্কে তাহাদেরকে সতর্কবার্তা অবহিত করণের ইচ্ছা করিত তখন স্বীয় কাপড় খুলিয়া অনাবৃত হইয়া যাইত। ইহা দ্বারা তাহাদের ইশারা করা হয় যে, তাহারা তাহাদের হইতে দূরে থাকিতেই তাহাদের জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবে। আর অধিকাংশ এই কাজটি সম্প্রদায়ের প্রহরী (সেনাদলের অনুসন্ধানী অগ্রভাগে অবস্থানকারী) করিয়া থাকে। আর তিনিই তাহাদের নেতা ও তত্ত্বাবধায়ক (সার্জেন্ট) হন। -(তাকমিলা ৪:৪৯০ সংক্ষিপ্ত)

فَالنَّجَاءَ (অতএব আত্মরক্ষা করে) শব্দটির ن বর্ণে যবর এবং همزه বর্ণে الاغراء এর ভিত্তিতে نصب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৯০)

فَأَدْلَجُوا (এবং তাহারা রাত্রির আধারে ভ্রমণ শুরু করিল)। أَدْلَجُوا শব্দটির همزةالقطع বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থাৎ ساروااول الليل (তাহারা রাতের প্রথম অংশে ভ্রমণ শুরু করিল, কিংবা ساروا الليل كله (তাহারা সারারাত্রি ভ্রমণ করিল, পথ চলিল)। বস্তুতঃভাবে الادلاج হইল الاكرام এর অনুরূপ। الدخول فى الدلجة (د বর্ণে যবর দ্বারা) পঠনে রাত্রির আঁধারে। -(তাকমিলা ৪:৪৯১ সংক্ষিপ্ত)

فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ (তাহারা সুযোগে (স্থান ত্যাগ করিয়া) চলিয়া গেল)। مُهْلَتِهِمْ শব্দটির م বর্ণে পেশ ه বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ برفقهم (তাহারা অনায়াসে, সহজে, স্বচ্ছন্দে, অবকাশে, সুযোগে, সুবিধা মতে)। আর এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে على مهلهم (م ও ه বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) বর্ণিত হইয়াছে। অর্থ একই। অর্থাৎ তাহাদেরকে শত্রুর প্রতি অবহেলা করার প্রয়োজন হইবে না। কেননা, তাহারা আগে আগে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৪৯১)

فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ (ফলে শত্রুবাহিনী প্রত্যুষে তাহাদের উপর আক্রমণ করিল)। অর্থাৎ তাহাদের উপর সকালবেলা আক্রমণ করিল। ইহাই আসল অর্থ। অতঃপর রূপকভাবে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাহার উপর যেই কোন সময় আকস্মিকভাবে আঘাত করে। -(তাকমিলা ৪:৪৯১)

وَاجْتَاحَهُمْ (এবং তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া দিল)। ইহা মূলত عاد-يعود এর ওযনে جاح-يجوح ছিল। আর الاسم হইল الجائحة (দুর্যোগ, বিপদ, মহামারী, প্রলয়, ধ্বংস)। -(তাকমিলা ৪:৪৯১)

(৫৮২৩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ".

(৫৮২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তি দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে আগুন জ্বালাইয়াছে ফলে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ উহাতে পতিত হইতে লাগিল। আমি তোমাদের (রক্ষার জন্য) কোমরবন্ধ ধরিয়া টানিতেছি আর তোমরা উহাতে সবেগে পতিত হইতে যাইতেছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। ইহা সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে باب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب এ এবং الرقاق অধ্যায়ে باب الانتهاء عن المعاصى এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে الامثال অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৯২)

وَالْفَرَاشُ (এবং কীট-পতঙ্গ)। الْفَرَاشُ শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। এক প্রকার পাখি (পতঙ্গ, প্রজাপতি)-এর নাম, যাহার ডানা (বাহু, পাখা) দেহ হইতে বড়। আর ইহা ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকারের রহিয়াছে। অনুরূপ ডানাসমূহও। তাহারা আলো এবং আগুনকে পছন্দ করে এবং উহাতে লাফাইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুপ্রবৃত্তি অভিলাষিদেরকে ইহার সহিত সাদৃশ্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাদের পাকড়াও করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৯২)

فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ (আর আমি তোমাদের কোমরবন্ধ ধরিয়া টানিতেছি)। حجز শব্দটির ح বর্ণে পেশ ج বর্ণে যবর। আর কেহ পেশ দ্বারা অতঃপর ز বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইহা حجزة এর বহুবচন। আর তাহা হইল مقعد الازار

(লুঙ্গি আটককৃতের স্থান, বন্দীর স্থান)। আর ومن السراويل موضع التكة (পায়জামার ফিতার স্থান, কোমরবন্ধ)। -(তাকমিলা ৪:৪৯২)

(৫৮২৪) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৫৮২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮২৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا".

(৫৮২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হইল সেই সকল হাদীছ, যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর সেইগুলি হইতে তিনি কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করেন। উহার একটি হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল, তখন তাহাতে তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হইল তখন কীট-পতঙ্গ এবং সেই সকল প্রাণী যাহারা আগুনে পড়িতে থাকে, তাহাতে পড়িতে লাগিল, আর সেই ব্যক্তি সেইগুলিকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তাহাকে হারাইয়া দিয়া উহাতে ঢুকিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ইরশাদ করেন, ইহাই হইল তোমাদের অবস্থা এবং আমার অবস্থা। আমি আগুন হইতে রক্ষার প্রয়াসে তোমাদের কোমরবন্ধগুলি ধরিয়া রাখি ও বলি, আগুন হইতে দূরে থাক। আর তোমরা আমাকে হারাইয়া দিয়া উহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছ।

(৫৮২৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي".

(৫৮২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার দৃষ্টান্ত এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল, ফলে ফড়িং দল এবং পতঙ্গ উহাতে পড়িতে লাগিল আর সেই ব্যক্তি তাহাদেরকে উহা হইতে তাড়াইতে লাগিল। আর আমিও আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধসমূহ ধরিয়া টানিতেছি। আর তোমরা আমার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতেছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ (ফলে ফড়িং দল)। الْجَنَادِبُ শব্দটি جندب (ج এবং د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে)-এর বহুবচন। আর কেহ বলেন, جُنْدَب শব্দটির د বর্ণে যবর এবং جندب শব্দটির ج বর্ণে যের د বর্ণে যবর দ্বারাও পঠিত। আল্লামা আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, الجندب হইল সৃষ্টিগতভাবে ফড়িং। পঙ্গপালের মত তাহার চারিটি

ডানা আছে। আর সেই ছোট ডানা দিয়া উড়ে। রাত্রিতে কর্কশ শব্দ করে। অর্থাৎ জোরে চিৎকার করে। -(শরহে নওয়াভী ২:২৪৮, তাকমিলা ৪:৪৯৩)

وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى (আর তোমরা আমার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতেছ)। تَفَلَّتُ (ছুটিয়া যাওয়া, পালাইয়া যাওয়া) শব্দটি باب التفعل হইতে ت ও ف বর্ণে যবর এবং ل বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, ت বর্ণে পেশ ف বর্ণে সাকিন এবং ل বর্ণে যেরসহ পঠনে باب الاكرام হইতে। উভয় পদ্ধতি পঠন সহীহ। -(তাকমিলা ৪:৪৯৩)

بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়ার বিবরণ

(৫৮২৭) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَثَلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِلَّا هٰذِهِ اللَّبِنَةَ. فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ".

(৫৮২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। আমার দৃষ্টান্ত এবং অন্য নবীগণের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অবস্থার সহিত তুলনীয়, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং সে উহা সুন্দর ও সুদৃশ্য করিল। পরে (দর্শনার্থী) লোকেরা উহার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, ইহা হইতে সুন্দর কোন প্রাসাদ আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে এই একটি ইটের স্থান খালি রহিয়াছে। (তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন) আমিই হইলাম সেই ইটখানি। (যাহা দ্বারা নবওয়াতের প্রাসাদ পূর্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আমার পর আর অন্য কোন নতুন নবী নাই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الامثال অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৪৯৩)

مَثَلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا (আমার দৃষ্টান্ত এবং অন্য নবীগণের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অবস্থার সহিত তুলনীয়, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিল)। কেহ বলেন, المشبه به (উপমান) এক আর المشبه (উপমেয়) জামাআত। কাজেই التشبيه (উপমাদান) কিভাবে সহীহ হইল। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার জবাবে বলেন, الانبياء (নবীগণ)কে এক ব্যক্তি গণ্য করা হইয়াছে। কেননা التشبيه (উপমাদান)-এর উদ্দেশ্য كل (সকল) হিসাবে ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। অনুরূপ বাড়ী, প্রাসাদ সমাবেশ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। -(তাকমিলা ৪:৪৯৩ সংক্ষিপ্ত)

فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ (পরে (দর্শনার্থী) লোকেরা উহার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল)। يُطِيفُونَ শব্দটি الاطافة (চারিদিকে ঘুরানো, ঘুরাইয়া আনা, বেষ্টন করা) হইতে উদ্ভূত। আর طاف (তাওয়াফ করা, প্রদক্ষিণ করা) এবং اطاف উভয় শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

إِلَّا هٰذِهِ اللَّبِنَةَ (তবে এই একটি ইটের স্থান (খালি রহিয়াছে))। اللَّبِنَةَ শব্দটির ل বর্ণে যবর ب বর্ণে যের পঠনে অর্থ অট্টালিকাদি নির্মাণের জন্য চারিকোণাকৃতি আয়তক্ষেত্রের তুল্য মৃত্তিকা খন্ড বিশেষ। ইহা অগ্নিদগ্ধ না করার পূর্বে لبنة (কাঁচা ইট) এবং অগ্নিদগ্ধ করার পর اجرة (ইট) বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:৪৯৪)

(৫৮২৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَلاَّ وَضَعْتَ هَا هُنَا لَبِنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ". فَقَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم "فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ".

(৫৮২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এই হইল সেই সকল হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেন। উহার একটি হইল, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার তুলনা এবং আমার পূর্বেকার নবীগণের তুলনা সেই ব্যক্তির অবস্থার সহিত তুলনীয়, যে কতিপয় ঘর তৈরী করিল, উহা সুন্দর করিল, সুদৃশ্য করিল এবং পূর্ণাঙ্গ করিল কিন্তু উহার কোণসমূহের কোন একটি কোণে একখানি ইটের স্থান (খালি রাখা) ব্যতীত। লোকেরা সেই ঘরগুলির চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল আর সেই ঘরগুলি তাহাদের মুগ্ধ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় তাহারা বলিতে লাগিল, এই স্থানে একখানি ইট লাগাইলেন না কেন? তাহা হইলে তো আপনার প্রাসাদ পূর্ণাঙ্গ হইত। অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমিই হইলাম সেই ইটখানি।

(৫৮২৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ".

(৫৮২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার আগেকার নবীগণের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং উহা সুন্দর ও সুদৃশ্য করিল। তবে উহা কোণসমূহের কোন এক কোণায় একটি ইটের স্থান (খালি রাখা) ব্যতীত। লোকেরা উহার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল আর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হইল না কেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : আমিই হইলাম সেই ইটখানি এবং আমি নবীগণের শেষ নবী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (আর আমি নবীগণের শেষ নবী)। অর্থাৎ اخر النبيين لا نبى بعدى (সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নাই)। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়া এবং তাঁহার পরে আর কোন নবী না থাকার বিষয়টি মুতাওয়াতির অকাট্য নসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। খতমে নবুওয়াত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকীদা রাখা দ্বীনে শরীআতে জরুরী বিষয়। ইহার সামান্যতম সন্দেহ পোষণকারী ও অস্বীকারকারী কাফির।

মুফতী আযম আল্লামা মুহাম্মদ শফী (রহ.) স্বীয় মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে সূরা আহযাবের ৪০নং আয়াত: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার রসূল এবং শেষ নবী)-এর তাফসীরে লিখেন : এই আয়াতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা আসিয়াছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁহাকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি নবীকূলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। خاتم শব্দে দুই প্রকারের কিরাআত আছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসিমের কিরাআত خاتم - এর ت বর্ণের উপর যবর রহিয়াছে। অন্যান্য ইমামগণের কিরাআত অনুযায়ী ت বর্ণে যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خاتم উভয়ের একই অর্থ শেষ। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ অর্থই দাঁড়ায়। কেননা, কোন বস্তু বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যের ও যবর দ্বারা পঠনে خاتم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থ কামূস, সিহাহ, লিসানুল আরব ও তাজুল-উরূস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রহিয়াছে।

আয়াতে প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হইয়াছে। এই জন্য বাহ্যত خاتم الرسل বা خاتم المرسلين শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। অথচ কুরআন মজীদে তদস্থলে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। অধিকন্তু আলোচ্য হাদীছেও خاتم النبيين বর্ণিত হইয়াছে।

কারণ এই যে অধিকাংশ আলিমগণের মতে নবী ও রাসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই– তা এই যে, নবী সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁহাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি ওহী নাযিল করিয়া ধন্য করিয়াছেন। চাই তাঁহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীআত নির্ধারিত হইয়া থাকুক– অথবা পুর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীআতের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য আদিষ্ট হইয়া থাকুক– যেমন হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর গ্রন্থ ও শরীআতের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

অপর পক্ষে রাসূল শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাঁহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরীআত প্রদান করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে রাসূল শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থের ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবীকূলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীআতের অধিকারী নবী হউক কিংবা পূর্ববর্তী অনুসারী হউন। ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট যতপ্রকারের নবী হইতে পারেন তাঁহার (নবীজীর) মাধ্যমে ইঁনাদের সকলের পরিসমাপ্তি ঘটিলো। তাঁহার পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হইবেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মুফতী আযম মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর "খতমুন নবুওয়াত" দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৪:৪৯৪, মাআরিফুল কুরআন)

(৫৮৩০) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ". فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(৫৮৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত ... অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ ".

(৫৮৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি বাড়ী নির্মাণ করিল এবং সে উহা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করিল, তবে একখানি ইটের স্থান ব্যতীত। লোকেরা উহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল আর পরস্পর বলিতে লাগিল, যদি এই একখানি ইটের স্থান খালি না থাকিত (তাহা হইলে চমৎকার হইত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমিই হইলাম সেই ইটের স্থান। আমি আগমন করিলাম এবং নবীগণ (আলাইহিমুস্সালাম)-এর সিলসিলা সমাপ্ত করিলাম।

(৫৮৩২) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ بَدَلَ أَتَمَّهَا أَحْسَنَهَا.

(৫৮৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... সালীম (ইবন হাইয়ান রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি أَتَمَّهَا (উহা সম্পূর্ণ করিল)-এর পরিবর্তে أَحْسَنَهَا (উহা সুন্দর করিল) বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন উম্মতের উপর রহম করার ইচ্ছা করিলে সেই উম্মতের নবীকে তাহাদের পূর্বে ওফাত দেন-এর বিবরণ

(৫৮৩৩) وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَىٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ ".

(৫৮৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আবূ মূসা (রহ.) হইতে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে আর যিনি তাহার হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন তিনি হইলেন ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী (রহ.)। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উসামা (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন : যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে কোন উম্মতের প্রতি রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করেন, তখন তাহাদের নবীকে তাহাদের পূর্বেই ওফাত দিয়া তুলিয়া নেন এবং তাঁহাকে তাহাদের যুগের অগ্রগামী ও পূর্ববর্তী করেন। আর যখন কোন উম্মতের ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাহাদের নবীর জীবিত অবস্থায় তাহাদের আযাব দেন এবং এই অবস্থায় তাহাদের ধ্বংস করেন যে, তিনি (নবী আ.) তাহা দেখিতে পান। অতঃপর তাহাদের ধ্বংস দেখিয়া তাঁহার চোখ শীতল করেন, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার (আনীত) আদর্শ অমান্য করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ শুধু ইমাম মুসলিম সংকলন করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত অন্য পাঁচ ইমামের কেহ সংকলন করেন নাই। আল্লামা মাযরী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলিত মুনকাতি' হাদীছসমূহের একটি। কেননা তিনি বলিয়াছেন : حدثت عن ابى اسامة (আবূ উসামা (রহ.) হইতে এই হাদীছ আমার কাছে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা হাকীকী ইনকিতা' নহে। তবে ইহা مجهول রিওয়ায়ত। অবশ্য কতিপয় নির্ভরযোগ্য নুসখায় আছে ঃ আল্লামা আল-জলুদী (রহ.) বলেন ঃ حدثنا ابن المسيب الارعيانى قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى بهذا الحديث عن ابى اسامة باسناده সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহার সনদ মুত্তাসিল। -(তাকমিলা ৪:৪৯২)

بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য 'হাউয' (কাউছার) প্রমাণিত হওয়া এবং উহার গুণাবলী-এর প্রসঙ্গে

(৫৮৩৪) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ".

(৫৮৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) হইতে, তিনি ... জুনদাব (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি 'হাউয'-এর কাছে তোমাদের জন্য অগ্রগামী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ جُنْدَبًا (জুনদাব (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب فى الحوض এ আছে। প্রকাশ্য যে, এই হাদীছের রাবী জুনদাব বিন আবদুল্লাহ বিন সুফয়ান আল-বাজালী (রাযি.)। তাঁহার উপনাম আবূ আবদুল্লাহ। কখনও তাঁহাকে তাঁহার দাদার সহিত সম্বন্ধ করিয়া বলা হয়, জুনদাব বিন খালিদ বিন সুফয়ান (রাযি.)। তাঁহাকে জুনদাব আল-খায়রও বলা হয়। আল্লামা খলীফা (রহ.) বলেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর যুগের ফিৎনার সময় ইনতিকাল করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় 'আত তারীখ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন তিনি হইলেন সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা হিজরী ষাট হইতে সত্তর সনের মধ্যে ইনতিকাল করিয়াছেন। -(তাহযীব ২:১১৬, ইসাবা ১:২৫০, তাকমিলা ৪:৪৯৭)

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ (আমি 'হাউয'-এর কাছে তোমাদের জন্য অগ্রগামী)। অর্থাৎ হাউযুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। অনেক সময় 'হাউযুল কাউছার'-এর উপর প্রয়োগ হয়। মূলত 'আল-কাউছার' হইল জান্নাতের একটি নদী। ইহা হইতে দুইটি নালা হাউযুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে গিয়াছে। যেমন আগত ছাওবান (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে আছে।

ইমাম মুসলিম (রহ.) এই অনুচ্ছেদে হাউযুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রমাণে অনেক হাদীছ সংকল করিয়াছেন। এই সকল হাদীছ 'হাউয' অস্বীকারকারী খারেজী ও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে দলীল। আর মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাউযুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম متواتر معنى (মুতাওয়াতির স্তরের) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) 'আল-মাফহাম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ত্রিশ জনের অধিক সাহাবা (রাযি.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহাদের হইতে সহীহায়ন গ্রন্থদ্বয়েই বিশ জনের অধিক সাহাবা (রাযি.) হইতে হাদীছ নকল করা হইয়াছে। কাযী

ইয়ায (রহ.) পচিশজন সাহাবা কিরামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাদের হইতে 'হাউয' সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) তাঁহাদের সহিত আরও তিনজন সংযোজন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ১১:৪৬৮ ও ৪৬৯ পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছিয়াছে।

প্রসিদ্ধ হইতেছে যে, বিশেষভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'হাউয' হইবে। কিন্তু তিরমিযী শরীফে আছে : ان لكل نبى حوضا (প্রত্যেক নবী (আ.)-এর জন্য 'হাউয' আছে)। অতঃপর তিরমিযী ইহা মুত্তাসিল এবং মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকার দিকে ইশারা করিয়াছেন। তবে মুরসাল হওয়াই অধিক সহীহ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, মুরসাল বটে, ইবন আবি দুন্‌ইয়া (রহ.) সহীহ সনদে হাসান (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ان لكل نبى حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا ـ يدعو من عرف من امته ـ الا انهم يتباهون ايهم اكثر تبعا ـ وانى لأرجو ان اكون كثرتهم تبعا (নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবী (আ.)-এর জন্য 'হাউয' আছে। আর তিনি উহার কাছে দন্ডায়মান থাকিবেন। তাঁহার হাতে থাকিবে লাঠি। তিনি তাহার উম্মতের মধ্যে যাহাকে চিনিতে পারিবেন তাহাকে ডাকিবেন। তবে তাঁহারা তাহাদের অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে গর্ব করিবেন যে, কাহার অনুসারীর সংখ্যা অধিক। আর আমি অবশ্য প্রত্যাশা করি যে, আমার অনুসারীর সংখ্যাই তাহাদের হইতে অধিক হইবে)।

এই হাউয-এর স্থান সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম আলোচনা করিয়াছেন। কতিপয় আলিম বলেন, ইহা পুলসিরাতের পূর্বে। আর অপর এক দল আলিম বলেন, পুলসিরাতের পরে এবং জান্নাতের পূর্বে। প্রত্যেক দল নিজেদের পক্ষে অনেক রিওয়ায়ত উপস্থাপন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা পুলসিরাতের পূর্বে। তবে কতক বিশেষজ্ঞ আপত্তি করিয়া বলেন, ইহা কিভাবে তখন সম্ভব হইবে যে, জান্নাত হইতে দুইটি নালা হাউয-এ পৌঁছিবে? অথচ হাউয এবং জান্নাতের মধ্যস্থলে পুলসিরাত। আর এই পুলসিরাতটি তো জাহান্নামের উপর স্থাপিত হইবে।

এই আপত্তির জবাবে কতিপয় আলিম বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দুইটি 'হাউয' হইবে একটি পুলসিরাতের পূর্বে আর অপরটি পুলসিরাতের পরে। আর এই হাদীছকেই আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারী গ্রন্থের ১০:৬৮৮ পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু আসল আপত্তির জবাব এইভাবে দেওয়া সম্ভব যে, দুনইয়ার অবস্থাবলীর উপর আখিরাতের অবস্থাবলী কিয়াস করা যায় না। আর ইহা প্রমাণিত যে, জান্নাতের অবস্থাবলী কোন মানুষের জন্য কল্পনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং জান্নাত হইতে দুইটি নালা দিয়া পানি সরবরাহের হাকীকত কিভাবে কল্পনা করা যাইবে? ফলে হাউয পুলসিরাতের আগে অবস্থিত হইবে। তাহা সত্ত্বেও জান্নাতের পানি দুইটি নালা দিয়া হাউয-এ সরবরাহ হইবে যাহা অদ্য কল্পনাতীত। অধিকন্তু হাউয-এর স্থান নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ নহে; বরং গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে উহা প্রমাণিত করা এবং নেক আমলের মাধ্যমে ইহার কাছে পৌঁছিবার চেষ্টা করা। আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইহার কাছে পৌঁছার এবং ইহার পানি পান করার তৌফিক দান করুন। আমীন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৪৯৭-৪৯৮)

(৫৮৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫৮৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... জুনদাব (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৮৩৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ". قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا يَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ "إِنَّهُمْ مِنِّي. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي".

(৫৮৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি : আমি হাউয-এর নিকট তোমাদের জন্য অগ্রগামী। যেই ব্যক্তি সেই স্থানে আগমন করিবে, সে-ই পান করিবে, আর যেই ব্যক্তি উহা হইতে (পানি) পান করিবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না। আর আমার নিকট এমন কতিপয় দল উপনীত হইবে, যাহাদের আমি চিনিতে পারিব এবং তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর আমার এবং তাহাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করা হইবে। রাবী আবূ হাযিম (রহ.) বলেন, আমি যখন এই হাদীছ তাঁহাদের কাছে বর্ণনা করি, তখন নুমান বিন আবূ আয়্যাশ (রহ.) শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আপনি কি সাহল (রাযি.)কে অনুরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (আবূ হাযিম রহ.) বলেন, তখন আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি (নু'মান রহ.) বলিলেন, আর আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি অবশ্যই তাহাকে (এই হাদীছে আরও কিছু) অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিবেন, ইহারা তো আমার উম্মত। তখন বলা হইবে, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, তাহারা আপনার পরে কি (বিদআতী) আমল করিয়াছে? তখন আমি তাহাদেরকে বলিব, যাহারা আমার পরে (আমার আনীত দ্বীনে) রদ-বদল করিয়াছে তাহারা দূরে থাক, দূরে থাক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتَ سَهْلًا (সাহল (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। অর্থাৎ ইবন সা'দ (রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب في الحوض এবং الفتن অধ্যায়ে باب ما جاء في قوله تعالى الخ এ আছে। - (তাকমিলা ৪:৪৯৮)

وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا (আর যেই ব্যক্তি উহা হইতে (পানি) পান করিবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না)। অর্থাৎ ইহার পর তাহাকে তৃষ্ণার্ত হওয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তবে অধিক পানকারীদের তো বাসনা থাকিবে যাহারা পানের স্বাদ লাভের ওয়ারিছ হইবে। আর প্রকাশ্য যে, ইহা জান্নাতবাসীগণ হইতে বিতারিত হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাউয হইতে পানি পান হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভের পর হইবে। কেননা তাহারা আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। আর কেহ বলেন, যেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না এমন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ হাউয হইতে পানি পান করিতে পারিবে না। তবে কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বাহ্যিক হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় উম্মতের সকলেই উহার পানি পান করিবে, তবে

যাহারা (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যাহারা পান করিবার পর (গুনাহের কারণে) জাহান্নামে প্রবেশ করিবে তাহারা সম্ভবতঃ জাহান্নামে তৃষ্ণার্ত হওয়ার শাস্তি ভোগ করিবে না; বরং অন্যান্যভাবে শাস্তি ভোগ করিবে। আর ইহা অনুরূপই যেমন বলা হইয়াছে যে, উম্মতের সকলেই তাহাদের ডান হাতে আমল নামাসমূহ গ্রহণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিবেন শাস্তি দিবেন। আর কেহ বলেন, বস্তুত যে তাহার কিতাব (আমল নামা) ডান হাতে গ্রহণ করিবে সে তো নাজাতপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। -(তাকমিলা ৪:৪৯৯)

وَلَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى (আর আমার নিকট এমন কতিপয় দল উপনীত হইবে, যাহাদের আমি চিনিতে পারিব এবং তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে)। এই বাণীর সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) উম্মতের কতিপয় লোক হাউয-এ উপনীত হইতে চেষ্টা করিবে তখন তাহাদেরকে উহা হইতে বারণ করা হইবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের চিনিতে পারিবেন এবং তাহাদেরকে হাউয-এর দিকে আহ্বান করিয়া উহা হইতে পানি পান করাইয়া মহানুভবতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইবে যে, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, তাহারা আপনার পরে কতকিছু মন্দ আমলসমূহ (বিদআত) উদ্ভাবন করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের হইতে এই বলিয়া দায়মুক্ত (সম্পর্কহীন) হইয়া যাইবেন, দূর হও, দূর হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের চিনিবার পরেও হাউয-এ উপনীত হইতে যেই সকল লোককে বারণ করা হইবে সেই সকল লোকদের নির্ধারণে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অভিমত পাইয়াছি :

১. তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগে (যাকাত অস্বীকার করিয়া) মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর এই অভিমতকে অধিকাংশ শারেহীন গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিমতের উপর পরবর্তী (৫৮৪৩নং) হাদীছের ভিত্তিতে প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে اصحابى اصحابى (আমার আসহাব, আমার আসহাব) বলিয়াছেন। কেননা যাহারা (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হইয়া যায় তাহাদেরকে 'সাহাবী' বলা হয় না। উহার জবাব এইভাবে দেওয়া সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দটি তাঁহার জীবদ্দশার দৃষ্টিতে বলিয়াছেন। আর ইহা হয়তো তাঁহাকে তাহাদের মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি জানানো হয় নাই কিংবা তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল কিন্তু তিনি হাউযে অগ্রগামীর সময় উম্মতের প্রতি তাহার স্নেহশীলতার দরুন ভুলিয়া যাইবেন। যখন তাহাদের কৃতকর্ম স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে তখন তিনি তাহাদের হইতে দায়মুক্ত হইয়া যাইবেন।

২. তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিক ছিল। আর তাহাদের প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে তাহাদের উপর اصحاب৷৷ শব্দটি শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩. তাহারা হইল কবীরা গুনাহকারী ও বিদআত উদ্ভাবনকারী যাহারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে হাউয হইতে বারণ করা হইবে। অতঃপর তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে। আর এই তাবীলও প্রকাশ্য হাদীছের অনুকূলে নহে। কেননা, اصحاب البدع (বিদআতীরা) তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ তাহাদের উপর اصحابى (আমার সহচর) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার জবাব এইভাবে দেওয়া যায় যে, সুহবত শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইহার উপর কর্দমাক্ত হয় যাহা আহমদ ও তিবরানী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন আবূ বাকরা

(রহ.) হইতে ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني (আমার হাউয-এর কাছে এমন কতিপয় লোক উপনীত হইবে যাহারা আমার সহচর এবং আমাকে দেখিয়াছে)। ইহার সনদ সহীহ, যেমন 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কাহাকেও চাই সে ফাসিক হউক কিংবা বিদআতী 'দূর হও', 'দূর হও' বলা সুদূরপরাহত বলিয়াও মনে হয়। বিস্তারিত জানার জন্য 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৩৮৫ পৃষ্ঠায় باب كيف الحشر দ্রষ্টব্য।

বলাবাহুল্য এই হাদীছের প্রাধান্য তাবীল হইতেছে প্রথম তাবীল (ব্যাখ্যা)। অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা মর্ম হইতেছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে যাহারা (যাকাত অস্বীকার করিয়া) মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। আর এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া রাফেযীরা বিশ্বাস করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (ওফাতের) পরে অধিকাংশ সাহাবা (রাযি.) মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। এই ভ্রান্ত আকীদা হইতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর তাহাদের এই বিশ্বাস অত্যন্ত নির্বোধ। কেননা, হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গ স্পষ্টভাষী যে, সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর তুলনায় হাউয-এ উপনীত হইতে বাধাগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা খুবই নগন্য। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নাম اصيحابي (ক্ষুদ্রকরণ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই ক্ষুদ্রকরণ শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের সংখ্যা অপ্রতুল, সামান্য। যেমন আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং কিভাবে ইহার হুকুম দেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ সাহাবা (রাযি.)-এর অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। অথচ তাঁহাদের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও তারীখের গ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটিতে অসংখ্য ফাযায়িল প্রমাণিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলার সমীপে এই প্রকারের বিভ্রান্তি হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার আশ্রয় কামনা করিতেছি। -(তাকমিলা ৪:৪৯৯-৫০১)

سُحْقًا سُحْقًا (দূরে থাক, দূরে থাক)। শব্দদ্বয় س বর্ণে পেশ ح বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থাৎ بُعْدًا (দূরে থাক, দূর হও, দূর হউক, ধ্বংস হউক)। আর السحيق (দূরবর্তী, দূর অবস্থিত) হইল البعيد (দূরবর্তী, দূর, সুদূরপরাহত, অসম্ভব, অবাস্তব)। আর سحقا শব্দ مصدر (ক্রিয়ামূল) হওয়ার কারণে نصب (শেষ বর্ণে যবর) হইয়াছে। আর তাকীদের লক্ষে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫০১)

(৫৮৩৭) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

(৫৮৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... সাহল (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং নু'মান বিন আবূ আইয়্যাশ হইতে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (পূর্ববর্তী রাবী) ইয়াকুব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮৩৮) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا". قَالَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ

مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ". قَالَ فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا

(৫৮৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন উমর যাব্বী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমার হাউয-এর দূরত্ব এক মাসের পথ। উহার সকল কোণ এক সমান, উহার পানি রূপা হইতে শুভ্র, উহার সুগন্ধি মিশক অপেক্ষা সুগন্ধযুক্ত এবং উহার পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার ন্যায়। যেই ব্যক্তি ইহা হইতে পান করিবে, সে ইহার পরে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। তিনি (রাবী ইবন আবূ মুলায়কা রহ.) বলেন, আর আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি হাউয-এর পার্শ্বে থাকিব, যাহাতে দেখিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা আমার কাছে আসিল। আর আমার সম্মুখ হইতে কিছু লোককে বাধা প্রদান করা হইবে। তখন আমি বলিব, ইয়া রব্ব! ইহারা তো আমার লোক এবং আমার উম্মত। তখন বলা হইবে, আপনি অবহিত নহেন যে, আপনার পরে ইহারা কি (সকল মন্দকর্ম) করিয়াছে? আল্লাহ তা'আলার শপথ! ইহারা আপনার পরে ইহাদের পিছনের দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। তিনি (রাবী নাফি' রহ.) বলেন, তাই বর্ণনাকারী ইবন আবূ মুলায়কা (রহ. দু'আয়) বলিতেন : আয় আল্লাহ! আমরা আপনার সমীপে আশ্রয় চাহিতেছি, আমাদের পিছনে ফিরিয়া যাওয়া হইতে এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় সমাবৃত হওয়া হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب في الحوض এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫০১)

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ (আমার হাউয-এর দূরত্ব এক মাসের পথ। উহার সকল কোণ এক সমান)। অর্থাৎ ইহার পার্শ্বদেশসমূহের দূরত্ব সমান। ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, হাউযের দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান। আর অচিরেই হাউযের আয়তন সম্পর্কিত বিভিন্ন রিওয়ায়ত এই অনুচ্ছেদে রাবী উকবা বিন আমির (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইনশাআল্লাহু তা'আলা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৪:৫০২)

مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ (উহার পানি রূপা হইতে অধিক শুভ্র)। الْوَرِقِ শব্দটি و বর্ণে যবর ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ الفضة (রুপা, রৌপ্য, রুপো)। আর সহীহ বুখারী শরীফে সাঈদ বিন আবূ মারইয়াম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : ابيض من اللبن (দুধ হইতে অধিক সাদা)। উভয় রিওয়ায়তের মর্ম কাছাকাছি। কেননা, ইহা দ্বারা পানি শুভ্রতায় আধিক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, আরবী ব্যাকরণবিদের কানূন মুতাবিক اشد بياضا (অধিকতর সাদা) বলার দাবী ছিল, ابيض من كذا নহে। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবিতায় ইহার অনুমতি দিয়াছেন। আর তাহাদের কেহ কেহ অল্প-স্বল্পের বৈধতা দিয়াছেন। যেমন এই হাদীছ ও অন্যান্য স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৪৭২ পৃষ্ঠায় বলেন, আমি বলিতেছি যে, ইহা সম্ভবতঃ রাবীগণ কর্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছে। এই কারণেই সহীহ মুসলিম শরীফে আগত আবূ যার (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫৮৫১নং) হাদীছে ماءه اشد بياضا من اللبن (সেই হাউযের পানি দুধ হইতে অধিকতর সাদা) বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু আহমদ গ্রন্থে ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে এবং ইবন আবী আসিম গ্রন্থে আবূ উমামা (রাযি.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫০২)

وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ (আর উহার সুগন্ধি মিশক অপেক্ষা সুগন্ধযুক্ত)। আর আগত আবূ যার ও ছাওবান (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে আছে واحلى من العسل (এবং মধু হইতেও অধিক মিষ্টি)। আর আহমদ গ্রন্থে ইবন উমর (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে এবং ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে : وابرد من الثلج (এবং বরফ হইতেও অধিক ঠাণ্ডা) আর তিরমিযী শরীফে ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, وماؤه اشد بردا من الثلج (আর হাউযের পানি বরফ হইতেও অধিকতর ঠাণ্ডা)। -(ফতহুল বারী সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৪:৫০২)

وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ (এবং উহার পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার ন্যায়)। الكيزان শব্দটির ك বর্ণে যেরসহ পঠনে الكوز (ك বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন)-এর বহুবচন (অর্থ ছোট জগ, মগ, কুজা) ইহা দ্বারা অধিক সংখ্যা বর্ণনা করা মর্ম। -(তাকমিলা ৪:৫০২)

قَالَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (তিনি বলেন, আর আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন)। এই কথার প্রবক্তা হইলেন, রাবী ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.)। তিনি প্রথমে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অতঃপর আসমা (রাযি.) হইতেও হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কাজেই হাদীছখানা সনদসহ বর্ণিত। আর এই হাদীছ মুআল্লাক (ঝুলন্ত, সংলগ্ন, সংযুক্ত) নহে। যেমন কতক ধারণা করিয়াছেন। আর আসমা (রাযি.)-এর বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب في الحوض এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫০২)

(৫৮৩৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ أَصْحَابِهِ "إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ فَوَاللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ فَلأَقُولَنَّ أَىْ رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ".

(৫৮৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার সাহাবীগণের সম্মুখে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি হাউয-এর কাছে তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা আমার নিকট আসিবে, তাহাদের অপেক্ষায় থাকিব। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমার কাছ হইতে অবশ্যই কতিপয় লোককে বিরত রাখা হইবে। তখন আমি বলিব, আয় রব্ব! (ইহারা তো) আমার-ই এবং আমার উম্মতেরই (অন্তর্ভুক্ত লোক)। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিবেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, তাহারা আপনার পরে কি আমল করিয়াছে। তাহারা তো তাহাদের পিছনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করিয়া গিয়াছে।

(৫৮৪০) وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَيُّهَا النَّاسُ". فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ اسْتَأْخِرِي عَنِّي. قَالَتْ إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ. فَقُلْتُ إِنِّي مِنَ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّاىَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأَقُولُ فِيمَ هَذَا فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا".

(৫৮৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউনুস বিন আবদুল আ'লা সাদাকী (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি 'হাউয' সম্পর্কে লোকদের আলোচনা করিতে শুনিতাম। কিন্তু আমি (নিজ কানে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি নাই। পরবর্তীতে যখন একদিন উক্ত বিষয়ের আলোচনা আসিল, এমতাবস্থায় যে, একটি মেয়ে আমার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বীয় উপস্থিত সাহাবীগণকে) সম্বোধন করিতে শ্রবণ করিলাম যে, হে লোক সকল ...! তখন আমি মেয়েটিকে বলিলাম, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও। সে বলিল, তিনি তো পুরুষলোকদের ডাক দিয়াছেন এবং মহিলাদের ডাক দেন নাই। (উম্মু সালামা (রাযি.) বলিলেন) আমি বলিলাম, আমিও তো লোকদের একজন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আমি তোমাদের জন্য হাউয-এর নিকট অগ্রগামী হইব। কাজেই সাবধান! আমার কাছে তোমাদের এমন কেহ যেন না আসে, যাহাকে আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইবে, যেমন হারানো উটকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন আমি বলিতে থাকিব, কেন তাহাদেরকে তাড়ানো হইতেছে? তখন (জবাবে) বলা হইবে। আপনি অবশ্যই জানেন না, তাহারা আপনার পরে (দীনের মধ্যে) কী নতুন বিষয়ের (বিদআতের) উদ্ভাবন করিয়াছে? তখন আমিও বলিব, দূরে থাক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقُلْتُ إِنِّي مِنَ النَّاسِ (তখন আমি বলিলাম, আমিও তো লোকদের একজন)। ইহা দ্বারা প্রতীযমান হয় যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) পূর্ণাঙ্গ বোধশক্তি ও পর্যাপ্ত ইলমের অধিকারিণী ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী শ্রবণে অতীব আগ্রহী ও প্রত্যাশী ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের আনুগত্যে আসক্তি ছিলেন। কেননা, ايها الناس (হে লোকসকল) বাক্যটি হুকুম শ্রবণকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর উম্মু সালামা (রাযি.) বুঝিতেন যে, যখনই কুরআন মজীদ কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দরূপ (صيغة) এ সম্বোধন করেন তখন পুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকেরা অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে তিনি তাঁহার ইরশাদ শ্রবণ এবং হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫০৪)

(৫৮৪১) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ تَمْتَشِطُ "أَيُّهَا النَّاسُ". فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا كُفِّي رَأْسِي. بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ.

(৫৮৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'ন রাকাশী, আবূ বকর বিন নাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। হে লোক সকল ...! এই সময় উম্মু সালামা (রাযি.) চুল আঁচড়াইতেছিলেন। তখন তিনি কেশ বিন্যাসকারিণী (মেয়েটি)কে বলিলেন, আমার মাথা আঁচড়ানো বন্ধ রাখ। ... অতঃপর রাবী কাসিম বিন আব্বাস (রহ.) হইতে রাবী বুকায়র (রহ.)-এর বর্ণিত (উপর্যুক্ত) হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮৪২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى

الْمِنْبَرِ فَقَالَ "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا".

(৫৮৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাহিরে আসিয়া উহুদবাসীগণের জন্য মৃতের উপর নামাযের ন্যায় নামায আদায় করিলেন। অতঃপর মিম্বরের দিকে ফিরিয়া আসিয়া ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার 'হাউয' প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর আমাকে অবশ্যই যমীনের ভান্ডারসমূহের চাবিসমূহ কিংবা ইরশাদ করিয়াছেন যমীনের চাবিসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করিতেছি না যে, তোমরা আমার (ওফাতের) পরে শিরকে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করিতেছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجنائز অধ্যায়ে باب الصلاة على الشهيد এ باب علامات النبوة فى الاسلام অধ্যায়ে الانبياء এবং রহিয়াছে। অধিকন্তু المغازى এবং الرقاق অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ৪:৫০৪)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাহিরে আসিয়া উহুদবাসীগণের উপর নামায আদায় করিলেন ...)। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের শেষ বৎসরের ঘটনা ছিল। এই কারণেই আগত উকবা বিন আমির (রাযি.)-এর বর্ণিত (৫৮৪৯নং) হাদীছের শেষ দিকে রহিয়াছে : قال عقبة فكانت اخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر (উকবা (রাযি.) বলেন এই ছিল মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার শেষ দেখা)। আর এই স্থানে الصلاة (নামায) দ্বারা তাহাদের কবরসমূহের উপর الصلاة (জানাযার নামায) মর্ম। আর সহীহ বুখারী শরীফে المغازى অধ্যায়ে এই হাদীছ আরও স্পষ্টভাবে রাবী হায়াত বিন শুরায়হ (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে উহার শব্দ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট বছর পর উহুদের শহীদগণের উপর জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর ন্যায় নামায আদায় করিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৩:২১১ পৃষ্ঠায় লিখেন, উহুদের জিহাদ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী এগার সনের রবীউল আওয়াল মাসে ওফাত পাইয়াছিলেন। ইহার ভিত্তিতে সহীহ বুখারীর বিজয়ায়তে 'আট বছর পর' অর্থাৎ ভাঙ্গা অর্ধবছরসহ। অন্যথায় ভাঙ্গা অর্ধ বছর ছাড়া সাত বছর পরে হইবে। (মোটকথা সাড়ে সাত বছর পরে)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫০৪)

صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ (মৃতের উপর নামাযের ন্যায়)। অর্থাৎ জানাযার নামাযের ন্যায়। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৪:১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন। اى مثل صلاته على الميت (অর্থাৎ মৃতের উপর তাঁহার (জানাযায়) নামায আদায়ের মত)। আর ইহা সেই সকল বিশেষজ্ঞের অভিমত খন্ডন হইয়া যায় যাহারা বলেন, এই স্থলে হাদীছসমূহে বর্ণিত الصلاة (নামায) الدعا (দু'আ)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। এই মতের প্রবক্তাগণ হইতেছেন ইবন হাব্বান, বায়হাকী ও নওয়াভী (রহ.) (কেননা, তাহারা শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বনে শহীদগণের

উপর জানাযার নামায নিষেধ করেন)। এমনকি নওয়াভী (রহ.) বলিয়াছেন : এই স্থানে الصلاة দ্বারা মর্ম হইতেছে الدعاء (দু'আ)। তবে মৃতের উপর নামাযের মত হওয়ার অর্থ হইতেছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের জন্য এমনভাবে দু'আ করিয়াছিলেন– যেমনভাবে মৃতের জন্য দু'আ করায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, আমি বলিব, এই ব্যাপারে তাহাদের মাযহাবের উপর চলার জন্য হাদীছে শব্দের যথার্থ অর্থ পরিবর্তন করা তাহার জন্য ইনসাফ হইবে না।

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই স্থানে الصلاة (নামায)-এর তাবীল الدعاء (দু'আ) দ্বারা করা এই জন্য খন্ডন হইয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বৎসর শুরুতে উহুদের শহীদগণের কাছে যাইয়া দু'আ করিবার অভ্যাস ছিল। যেমন মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা গ্রন্থে আছে।

সুতরাং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ বর্ণিত الصلاة (নামায) দ্বারা যদি الدعاء (দু'আ) মর্ম হয় তাহা হইলে এই الصلاة (নামায)-এর কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। অথচ হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গযুয়ায়ে উহুদের আট বছর পর ইহা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কোন বৎসর করেন নাই। নিঃসন্দেহে প্রকাশ্যভাবে হানাফী মতাবলম্বীগণের অভিমত হইতেছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদের শহীদগণের উপর জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন। তবে কতিপয় শাফেয়ীগণের পক্ষ হইতে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, হানাফীগণ তো কবরসমূহের উপর জানাযার নামায আদায় করা বৈধ মনে করেন না। ইহার জবাব হইতেছে যে, হানাফীগণ তো কবরের উপর তখন জানাযার মাকরূহ মনে করেন যখন মৃতের শবদেহ নষ্ট হইয়া যায়। আর প্রকাশ্য যে, শহীদগণের শবদেহসমূহ নষ্ট হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫০৫)

وَإِنِّى وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ وانا اشهد لكم (আর আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী)। -(ঐ)

وَاللّٰهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْآنَ (আর আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার 'হাউয' প্রত্যক্ষ করিতেছি)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ হইবে। আর তখন যেন তাঁহার সেই হালাতে পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'হাউয' প্রকাশ্যভাবে হাকীকী (প্রকৃত) হাউয রহিয়াছে যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আর উহা বর্তমানেও সৃষ্টকুলে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হলফ করানো ব্যতীতও কোন বস্তুর গৌরবদান ও তাকীদের লক্ষ্যে হলফ করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৫০৫, নওয়াভী ২:২৫০)

مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى (আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করিতেছি না যে, তোমরা আমার (ওফাতের) পরে শিরকে লিপ্ত হইয়া পড়িবে)। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদিয়া তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক কখনও সমষ্টিগতভাবে ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাইবে না। তবে কিছু একজন একজন করিয়া কিংবা কিছু দল ফিরিয়া যাইতে পারে। ইহাতে হাদীছে ভাষ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটাইবে না। আর আল্লামা উবাই (রহ.) অপর একটি সম্ভাব্যতা উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে শুধুমাত্র সেই সময়ে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫০৫)

وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا (তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করিতেছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িবে)। অর্থাৎ فى خزائن الارض (যমীনের ধনভান্ডারের) কিংবা فى الدنيا (পৃথিবীতে, পার্থিব)। ইহা পূর্বে উল্লেখ ব্যতীত সর্বনামের ব্যবহার। শ্রেণীভুক্ত। মোটকথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দুনইয়ায় প্রতিযোগিতা করা হইতে সাবধান করিয়াছেন। কেননা, ইহাই লোকদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির বড় কারণ। আর শত্রুতা ও ঘৃণা উদ্রেক করে এবং তাহাদেরকে

আ'মাল-আখলাক বিকৃত হওয়ার দিকে টানিয়া নিয়া যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঞ্চয় করা এবং উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম করেন নাই। কেননা, হালাল পন্থায় ধন-সম্পদ লাভ করা পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলার নি'মত। সুতরাং উহার মুহব্বতে নিমগ্ন হওয়া এবং উহাকে নিষিদ্ধ পন্থায় অন্বেষণ করা নিষেধ। শরয়ী পন্থায় অর্জন করা নিষেধ নহে। আর যেহেতু ধন-সম্পদের আধিক্য প্রায়শ এই সকল খারাপের দিকে নিয়া যায় সেহেতু প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদের উপর সীমাবদ্ধ করাই উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫০৬)

(৫৮৪৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ". قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.

(৫৮৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের জন্য (জানাযার) নামায আদায় করিলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়া জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর ন্যায় ইরশাদ করিলেন : আমি 'হাউয'-এর কাছে তোমাদের অগ্রগামী। আর জানিয়া রাখ, উহার প্রস্থ যেমন 'আয়লা' হইতে 'জুহফা'-এর দূরত্ব। আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করিনা যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হইবে। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনইয়াকে ভয় করি যে, ইহা অর্জনে প্রতিযোগিতায় তোমরা লিপ্ত হইয়া পড়িবে, আর পরস্পর হানাহানি করিবে, ফলে তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাবী উকবা (রাযি.) বলেন, এই ছিল মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার শেষ দেখা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ (জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর ন্যায়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৩৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন, জীবিতদের বিদায়দানকারীর মত হওয়া প্রকাশ্য। কেননা, হাদীছে বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই কর্মটি তিনি জীবনের শেষ দিকে করিয়াছিলেন। তবে মৃতদের বিদায়দানকারীর মত সম্ভবতঃ সাহাবী এই কথা দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বশরীরে মৃতদের যিয়ারত ইহার পর বন্ধ হইয়া যায়। কেননা, তিনি ওফাতের পরেও জীবিত রহিয়াছেন তো পরলৌকিক জীবন হিসাবে। ইহা তাঁহার পার্থিব জীবনের সাদৃশ্য নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, 'মৃতদের বিদায়দানকারী' দ্বারা মর্ম যাহা হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে ইশারা করিয়াছেন যে, আহলে বাকীর জন্য ইসতিগফার। -(তাকমিলা ৪:৫০৬)

وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ (উহার প্রস্থ যেমন 'আয়লা' হইতে 'জুহফা'-এর দূরত্ব)। 'জুহ্ফা' একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। বর্তমানেও এই নামেই মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যস্থলে রাবিগের নিকটবর্তীতে অবস্থিত। ইহা সিরিয়াবাসীদের মীকাত। আর 'আয়লা' সিরিয়ার দিকে কুলযুম সাগরের তীরে অবস্থিত বসতিপূর্ণ শহর ছিল। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, 'আয়লা' শহরটি তাঁহার যুগে ধ্বংসাবশেষ ছিল। 'আয়লা' এবং মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যকার দূরত্ব মন্থরগতিতে ভ্রমণে প্রায় এক মাসের পথ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাউয-এর আয়তন বর্ণনায় বিভিন্ন রিওয়ায়ত রহিয়াছে। ইতোপূর্বে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) বর্ণিত (৫৮৪৪নং) রিওয়ায়তে আছে : حوضى مسيرة شهر (আমার হাউয-এর দূরত্ব এক মাসের পথ)। আর আগত আনাস (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে আছে আমার হাউয-এর পরিমাণ যেমন আয়লা এবং ইয়ামানের সান'আ মধ্যকার দূরত্ব। আর হুযায়ফা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে সান'আ পরিবর্তে 'আদন' রহিয়াছে। আর এতদুভয় (একই স্থানের) দুইটি নাম। আর আবূ যার (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে 'উমান এবং আয়লা'-এর মধ্যকর দূরত্বের সমান। এই স্থানে عـمـان (উমান) শব্দটির ع বর্ণে পেশ م বর্ণে তা তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহা খালীজুল আরাবী-এর একটি প্রসিদ্ধ শহর। আর এই সকল রিওয়ায়তে বর্ণিত স্থানসমূহের দুরত্ব কাছাকাছি। কেননা, প্রত্যেকটির দূরত্ব প্রায় একমাসের পথ কিংবা বেশী কিংবা কম।

কিন্তু অপর রিওয়ায়তসমূহে দূরত্বের সীমা উহাদের হইতে অল্প বর্ণিত হইয়াছে। যেমন উকবা বিন আমির (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে 'আয়লা' হইতে জুহফা। আগত হারিছা (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। তাঁহার হাউয সান'আ এবং মদীনার মধ্যকার দূরত্বে সমান। হযরত ছাওবান (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আদন এবং আম্মান আল বালকা-এর মধ্যকার দূরত্বে সমান। আর عـمّـان (আম্মান) শব্দটি এই স্থানে ع বর্ণে যবর م বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। বর্তমানে উরদুন-এর রাজধানী। আর মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে ছাওবান (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে বুসরা হইতে সান'আ মধ্যকার দূরত্বের সমান কিংবা আয়লা হইতে মক্কা মুকাররমা মধ্যবর্তী দূরত্বে সমান। আর ইবন মাজা ও ইবন আবূ শায়বা গ্রন্থে কা'বা হইতে বায়তুল মুকাদ্দাস-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর এই সকলের দূরত্ব কাছাকাছি। সবগুলির দূরত্ব অর্ধ মাসের পথ। কিংবা ইহা হইতে সামান্য কম কিংবা বেশী।

আর এই বিষয়ে সর্বনিম্ন দূরত্ব পথ আগত ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, যেমন জারবা এবং আযরুহ মধ্যকার দূরত্বের সমান। তবে নাফি' বর্ণিত রিওয়ায়তে এতুদভয়ের ব্যাখ্যা এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, এতদুভয় সিরিয়ার দুইটি গ্রাম। এতদুভয়ের দূরত্ব তিন রাত্রির পথ।

উলামায়ে কিরাম এই বিভিন্নতার সমন্বয় করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা পরিমাণে মতানৈক্য হইয়াছে। কেননা, ইহা তো এক হাদীছে হয় নাই। কাজেই এই গরমিল বর্ণনাকারীগণ হইতে হইয়াছে। আর ইহা তো বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন সাহাবাগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রবণও করিয়াছেন বিভিন্ন স্থানে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমানিক দূরত্ব বর্ণনা করিয়াছেন হাকীকী দূরত্ব নহে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ব্যক্তিগণের পরিচিতির উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দিক উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক কওম তাহাদের পরিচিতির দৃষ্টিতে সম্বোধিত হইয়াছেন।

তবে 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার কাছে উত্তম যাহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর তাবীলের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, কম সংখ্যা বেশী সংখ্যা নিষেধ করে না। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কম দূরত্বের বিষয়টি খবর দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে বেশী দূরত্বের বিষয়টি জানানো হইয়াছে। তখন তিনি সেই মুতাবিক জানাইয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কিছুর পর কিছু পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

আর জারবা এবং আযরুহা-এর রিওয়ায়ত যাহা তিন দিনের দূরত্বের উপর প্রমাণ করে। ইহা তাহকীকে আল্লামা যিয়াউদ্দীন আল-মুকাদ্দিসী (রহ.) স্বীয় রিসালায় বলেন, হাউয সম্পর্কে এই রিওয়ায়তের বর্ণনা প্রসঙ্গে শব্দে ভুল আছে। অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছ রিওয়ায়ত করেন যে, ফাওয়ায়িদে আবদুল করীম আদ-দীরাআকূলী (রহ.) হাসান সনদে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন, উহাতে আছে عرضه مثل ما بينكم وبين جربا واذرح (হাউয-এর পরিসর তোমাদের মধ্যে এবং জারবা ও আযরুহ-এর মধ্যের দূরত্বের ন্যায়)। ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের শব্দ

লোপ হইয়া গিয়াছে। উহার উহ্য বাক্যটি হইবে كما بين مقامي وبين جربا واذرح (যেমন আমার অবস্থান স্থল হইতে জারবা ও আযরুহা-এর মধ্যকার দূরত্বের সমান) আর দারু কুতনী প্রভৃতি গ্রন্থেও এই পরিমাণ উহ্য থাকার বিষয়টি প্রমাণিত। উহার শব্দ হইতেছে ما بين جربا واذرح (মদীনা এবং জারবা ও আযরুহা-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। ইহা 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৪৭২ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ। -(তাকমিলা ৪:৫০৬-৫০৮)

(৫৮৪৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي. فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".

(৫৮৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি 'হাউয'-এর নিকট তোমাদের অগ্রগামী। আর আমি অবশ্যই কতিপয় দলের ব্যাপারে বিতর্ক করিব এবং আমি অবশ্যই তাহাদের ব্যাপারে পরাভূত হইয়া যাইব। তখন আমি বলিব, ইয়া রব্ব! (ইহারা তো) আমার আসহাব, আমার সহচর। তখন বলা হইবে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, তাহারা আপনার (ওফাতের) পরে কি (নতুন বিষয় দীনে) উদ্ভাবন করিয়াছে?

(৫৮৪৫) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ "أَصْحَابِي أَصْحَابِي".

(৫৮৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি 'আমার আসহাব, আমার সহচর' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫৮৪৬) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ.

(৫৮৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ওয়াইল (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী আ'মাশ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রাবী মুগীরা (রহ.) সূত্রে রহিয়াছে "আমি আবূ ওয়াইল (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।"

(৫৮৪৭) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ كِلاَهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ.

(৫৮৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মুগীরা ও আ'মাশ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৮৪৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ". فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ "الأَوَانِي". قَالَ لاَ. فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ "تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ".

(৫৮৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন রাযী' (রহ.) তিনি ... হারিছা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তাঁহার হাউয মদীনা ও সান'আর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তখন মুসতাওরিদ (রাযি.) তাহাকে (হারিছা রাযি.কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (পান) পাত্র সম্পর্কে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (হারিছা রাযি. জবাবে) বলিলেন, না। তখন মুসতাওরিদ (রাযি.) বলিলেন, তথায় নক্ষত্রের ন্যায় (পান) পাত্রসমূহ দেখা যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ (তখন মুসতাওরিদ (রাযি.) তাঁহাকে (হারিছা রাযি.-কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন)। الْمُسْتَوْرِدُ শব্দটির م বর্ণে পেশ س বর্ণে সাকিন ت বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিন এবং ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন ইবন শাদ্দাদ বিন আমর কুরশী কেহরী। সাহাবীর ছেলে সাহাবী (রাযি.)। তিনি মিসর বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং কূফায় বসতি স্থাপন করেন। আর বলা হয় যে, তিনি হিজরী ৪৫ সনে ইনতিকাল করেন। সহীহ বুখারী শরীফে তাঁহার হইতে বর্ণিত এই ছাড়া অন্য কোন হাদীছ নাই। -(ফতহুল বারী ১১:৪৭৫, তাকমিলা ৪:৫০৯)

(৫৮৪৯) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ.

(৫৮৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আরআরা (রহ.) তিনি ... হারিছা বিন ওয়াহব খুযাঈ (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি এবং তিনি অনুরূপভাবে হাউয-এর উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তিনি মুসতাওরিদ (রাযি.) ও তাহার কথার উল্লেখ করেন নাই।

(৫৮৫০) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ".

(৫৮৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী এবং আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে একটি হাউয থাকিবে যাহার উভয় পার্শ্বে দূরত্ব হইবে (আমার এই অবস্থান স্থল হইতে) 'জারবা' ও আযরুহা-এর মধ্যবর্তী স্থানের সমান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الرقاق অধ্যায়ে باب فى الحوض এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে السنة অধ্যায়ে باب فى الحوض এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫০৯)

إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا (নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে একটি হাউয ...)। অর্থাৎ অচিরেই তোমরা ভবিষ্যতে তথা আখিরাতে একটি হাউয দেখিতে পাইবে। আর প্রায়শ الامام শব্দটি المستقبل (ভবিষ্যৎ, আগামী, সম্মুখে অগ্রসরমান, সামনে আগমনকারী, ভবিষ্যৎকাল)-এর অর্থে প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ৪:৫০৯)

كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ (যেমন (দূরত্ব আমার এই অবস্থান স্থল হইতে) 'জারবা' ও আযরুহা-এর মধ্যবর্তী স্থানের সমান)। শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর মতে جَرْبَا (জারবা) শব্দটি মদবিহীন পড়া সহীহ। আর সহীহ বুখারী শরীফে মদসহ বর্ণিত হইয়াছে। তবে কতক বিশেষজ্ঞ ইহাকে জায়িয বলিয়াছেন আর অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞ না জায়িয বলিয়াছেন। আর أَذْرُحَ (আযরুহা) শব্দটির همزه বর্ণে যবর ذ বর্ণে সাকিন এবং ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। উভয়ই সিরিয়ার দুইটি স্থানের নাম। -(তাকমিলা ৪:৫০৯)- এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৫৮৪৯নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৮৫১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى "حَوْضِي".

(৫৮৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে একটি হাউয থাকিবে যাহার প্রশস্ততা (আমার এই অবস্থান স্থল হইতে) জারবা ও আযরুহ-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে 'আমার হাউয' রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫৮৪৩ ও ৫৮৫০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৮৫২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ. ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(৫৮৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (উবায়দুল্লাহ রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। উায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি (নাফি' (রহ.)কে জারবা ও আযরুহা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, সিরিয়ার দুইটি গ্রাম। উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাত্রির পথ। আর ইবন বিশর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে 'তিন দিনের পথ।'

(৫৮৫৩) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.

(৫৮৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮৫৪) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا".

(৫৮৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের সামনে (আখিরাতে) একটি হাউয থাকিবে যাহার প্রশস্থতা (আমার এই অবস্থানের স্থান হইতে) জারবা ও আযরুহা-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেইখানে আকাশের নক্ষত্রের মত জগসমূহ থাকিবে। যেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া উক্ত হাউয হইতে পান করিবে, পরবর্তীতে সে আর কখনও তৃষ্ণার্থ হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই স্থানে আবদুল্লাহ (রাযি.) দ্বারা আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) মর্ম। যদিও আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে অনির্ধারিতভাবে যখন উল্লেখ করা হয় তখন মর্ম হয় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৫১১)

(৫৮৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلاَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ".

(৫৮৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম এবং ইবন আবূ উমর আল মক্কী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাউয-এর পেয়ালার সংখ্যা কত হইবে? তিনি ইরশাদ করিলেন যাঁহার কাবজায়ে কুদরতে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম! সেই হাউয-এর পেয়ালা (এর সংখ্যা) আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির সংখ্যা হইতেও বেশী এমন অন্ধকার রাত্রির যাহা মেঘমুক্ত থাকে, সেইগুলি জান্নাতেরই পেয়ালা। যেই ব্যক্তি ঐ পেয়ালা হইতে পান করিবে, পরবর্তীতে আর তৃষ্ণার্ত হইবে না। ঐ হাউয-এর মধ্যে জান্নাত হইতে প্রবাহিত দুইটি নালার সংযোগ রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি ঐ হাউয হইতে পান করিবে সে আর পিপাসার্ত হইবে না। সেই হাউয-এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হইবে। সেই হাউযের প্রশস্ততা আম্মান হইতে আয়লার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেই হাউয-এর পানি দুধ হইতে অধিক সাদা এবং মধু হইতেও অধিক মিষ্টি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلاَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ (এমন অন্ধকার রাত্রির যাহা মেঘমুক্ত থাকে)। أَلَا শব্দটি তাশদীদবিহীন আরম্ভ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মেঘমুক্ত অন্ধকার রাত্রিকে খাস করা হইয়াছে। কেননা, তারকারাজি মেঘমুক্ত অবস্থায়ই অধিক প্রদর্শিত হয়। আর بالمظلمة দ্বারা মর্ম হইতেছে যেই রাত্রিতে চন্দ্র না থাকা অবস্থায় নক্ষত্র ও তারকারাজি উদিত থাকে। কেননা, চন্দ্র অনেক নক্ষত্র ও তারকারাজিকে আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। আর المصحية হইল সেই রাত্রি যাহাতে আকাশে মেঘ থাকে না।

آنِيَةُ الْجَنَّةِ (সেইগুলি জান্নাতেরই পেয়ালা)। آنِيَةُ শব্দটি উহ্য مبتدا (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়) হওয়ার কারণে رفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ هى انية الجنة (সেইগুলি জান্নাতেরই পেয়ালা)। তবে اعنى উহ্য ধরিয়া انية শব্দে نصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠনও জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৫১১)

يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ (ঐ হাউয-এর মধ্যে জান্নাত হইতে প্রবাহিত দুইটি নালার সংযোগ রহিয়াছে)। يَشْخُبُ শব্দটি خ বর্ণে পেশ কিংবা যবর দ্বারা পঠিত। الشخب হইল السيلان (প্রবাহ, নিঃসরণ)। মূলতঃ السخب হইতেছে দোহনকারী বকরীর ওলানে প্রতি স্পর্শ ও চাপ দেওয়ার ফলে হাতের নীচ দিয়া যাহা বাহির হয়। আর الميزاب (নালা) শব্দটি وزب الشئ يزب (যেমন وعد-يعد) وزوبا হইতে উদ্ভূত। اذا سال (যখন প্রবাহিত হয়)। ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এই দুইটি নালা হাউযে কাউছার হইতে। -(তাকমিলা ৪:৫১১)

(৫৮৫৬) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ". فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ "مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ". وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ "أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ".

(৫৮৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার (প্রেরিত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি আমার হাউয-এর পার্শ্বে থাকিব। ইয়ামানবাসীদের জন্য (অন্যান্য) মানুষকে সরাইয়া দিব। আমি আমার লাঠি দিয়া হাউয-এর পানির উপর আঘাত করিব যাহাতে তাহাদের উপর উহা প্রবাহিত হয়। অতঃপর তাঁহাকে হাউয-এর প্রশস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার এই অবস্থান স্থল হইতে আম্মানের দূরত্বের সমান। অতঃপর উক্ত হাউয-এর পানি (-এর স্বাদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, দুধ হইতেও অধিক সাদা এবং মধু হইতেও অধিক মিষ্টি। জান্নাত হইতে প্রবাহিত দুইটি নালা দিয়া অত্যধিক বেগে সেই হাউয-এর মধ্যে পানি আসিতে থাকিবে। এতদুভয়ের একটি (নালা) স্বর্ণের আর অপরটি রৌপ্যের।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي (আমি আমার হাউয-এর পার্শ্বে থাকিব)। العقر শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত, যখন হাউয-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কেননা ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে উটের অবস্থানস্থল যখন উহা পানির কাছে অবতরণ করে। -(তাকমিলা ৪:৫১২)

أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ (ইয়ামানবাসীদের জন্য (অন্যান্য) মানুষকে সরাইয়া দিব)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তিনি ইয়ামানবাসীদেরকে পান করানোর মধ্যে অগ্রাধিকার দিবেন। ফলে তাহাদের পান না করা পর্যন্ত অন্যান্য লোকদেরকে উহা হইতে সরাইয়া দিবেন। তাহাদের সম্মান ও পুরস্কারার্থে। কেননা, তাহারা লোকদের উপর ঈমান গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আনসারগণ ইয়ামানবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহারা পান না করা পর্যন্ত অন্যান্যদেরকে তিনি সরাইয়া রাখিবেন যেমনভাবে তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহার দুশমনদের ও বিপদসমূহকে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। -(ঐ)

حَتّٰى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ (যাহাতে তাহাদের উপর উহা প্রবাহিত হয়)। يَرْفَضَّ শব্দটির ى বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন ف বর্ণে যবর এবং ض বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে الارفضاض (অশ্রু বা ঘাম নিঃসৃত হওয়া, ঝারা, বিক্ষিপ্ত হওয়া) হইতে مضارع (বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাহক ক্রিয়া)-এর সীগা তথা শব্দরূপ। ইহার অর্থ السيلان (প্রবাহ, নিঃসরণ) অর্থাৎ লোকদেরকে আমি সরাইয়া রাখিব যে পর্যন্ত না ইয়ামানবাসীদের উপর (হাউয-এর পানি) প্রবাতি হইয়া যায়। অভিধানবিদ বলেন, الارفضاض শব্দটি الدمع (অশ্রু, চোখের জল) হইতে উদ্ভূত। যখন বিচ্ছিন্নতায় অশ্রু ঝরানো হয় তখন ارفضّ الدمع বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:৫১২)

مِنْ مَقَامِى إِلٰى عَمَّانَ (আমার এই অবস্থান স্থল হইতে আম্মানের দূরত্বের সমান)। عَمَّانَ শব্দটির ع বর্ণে যবর م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে আম্মান আল-বালকা। উরদুন-এর রাজধানী। -(তাকমিলা ৪:৫১২)

يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ (দুইটি নালা দিয়া অত্যধিক বেগে সেই হাউয-এ পানি আসিতে থাকিবে)। يَغُتُّ শব্দটির غ বর্ণে পেশ বা যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ দুইটি নালা দিয়া প্রচন্ড বেগে সেই হাউয-এ পানি ধারাবাহিক আসিতে থাকিবে। তাহারা বলেন, মূলত ইহা اتباع الشئ الشئ (বস্তু বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন করা) হইতে উদ্ভূত। আর কতিপয় নুসখায় يعبّ বর্ণিত হইয়াছে। يعبّ শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত العَبّ হইল الشرب بسرعة فى نفس واحد (এক নিশ্বাসে দ্রুততার সহিত পান করা)। আর এই স্থানে মর্ম হইল الدفق (বেগে প্রবাহিত হওয়া)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে يثعب অর্থাৎ يتفجر (উহা বেগে প্রবাহিত হইবে, বিস্ফোরিত হইবে)। -(ঐ)

يَمُدَّانِهِ (জান্নাত হইতে উভয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, জোয়ার আসিবে)। يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ শব্দটির ى বর্ণে যবর م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يزيدانه ويكثرانه (উভয় (নালা)-এর মাধ্যমে অধিক হারে এবং বেশী হারে হাউযে (পানি আসিতে থাকিবে)। -(তাকমিলা ৪:৫১৩)

(৫৮৫৭) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هِشَامٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ".

(৫৮৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে হিশাম (রহ.)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এই হাদীছে বলিয়াছেন : তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন : আমি কিয়ামতের দিবসে হাউয-এর পার্শ্বেই থাকিব।

(৫৮৫৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَ الْحَوْضِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ هٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةَ فَقُلْتُ انْظُرْ لِي فِيهِ فَنَظَرَ لِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

(৫৮৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... ছাওবান (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাউযের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। (রাবী মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) বলেন) অতঃপর আমি ইয়াহইয়া বিন হাম্মাদ (রহ.)কে বলিলাম, আমি এই হাদীছ আবূ আওয়ানা (রহ.) হইতেও শ্রবণ করিয়াছি। তখন তিনি (ইয়াহইয়া বিন হাম্মাদ রহ.) বলিলেন, আমি এই হাদীছ শু'বা (রহ.) হইতেও শ্রবণ করিয়াছি। (রাবী মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) বলেন) অতঃপর আমি বলিলাম যে, আপনি এই হাদীছ সম্পর্কে আমাকে কিছু সময় দিন, তিনি আমাকে সময় দিলেন এবং আমাকে হাদীছখানা শুনাইয়া দিলেন।

(৫৮৫৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالاً كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ ".

(৫৮৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন সাল্লাম জুমাহী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অবশ্যই আমি আমার হাউয হইতে কিছু লোককে সরাইয়া দিব, যেইভাবে অপরিচিত উট সরাইয়া দেওয়া হয়।

(৫৮৬০) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫৮৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহ.) হইতে। তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

(৫৮৬১) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ".

(৫৮৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউযের প্রশস্ততার পরিমাণ আয়লা এবং ইয়ামানের সান'আর দূরত্বের সমান। আর সেই খানে পানির জগগুলি (-এর সংখ্যা) আকাশের তারকারাজির সংখ্যার ন্যায়।

(৫৮৬২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِي فَلأَقُولَنَّ أَىْ رَبِّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي. فَلَيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ".

(৫৮৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অবশ্যই হাউযের কাছে এমন কিছু লোক আগমন করিবে যাহারা দুন্‌ইয়াতে আমার সাহচর্য লাভ করিয়াছিল। এমনকি আমি যখন তাহাদের দেখিতে পাইব এবং তাহাদেরকে আমার সম্মুখে নিয়া আসা হইবে, তখন আমার কাছে আসিতে তাহাদেরকে বাধা দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি বলিব, ইহারা আমার সহচর, ইহারা আমার সাথী। তখন আমাকে বলা হইবে, আপনি অবশ্যই অবগত নহেন যে, আপনার পরে ইহারা কি বিদ্‌আত (উদ্ভাবন) করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اخْتُلِجُوا دُونِي (তখন আমার কাছে আসিতে তাহাদেরকে বাধা দেওয়া হইবে)। اخْتُلِجُوا শব্দটি الاختلاج (কম্পন, শিহরণ, আলোড়ন) হইতে مجهول এর শব্দরূপ। অর্থাৎ اقتطعوا دوني (তখন আমার নিকট আসিতে তাহাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা হইবে)। আর এই স্থানে الاختلاج শব্দটি الانتزاع (উৎপাটন, অপসারণ, দূরীকরণ, ছিনতাই) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৪:৫১৪)

(৫৮৬৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى وَزَادَ "آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ".

(৫৮৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, উহার পেয়ালাগুলি নক্ষত্রসমূহের সংখ্যার সমান।

(৫৮৬৪) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا بَيْنَ نَاحِيَتَىْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ".

(৫৮৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নাযর তামীমী ও হুরায়ম বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, আমার হাউযের দুই প্রান্তের মাঝে ততখানি দূরত্ব, যতখানি দূরত্ব মদীনা ও সান'আর মধ্যে রহিয়াছে।

(৫৮৬৫) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا شَكَّا فَقَالاَ أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ "مَا بَيْنَ لاَبَتَىْ حَوْضِي".

(৫৮৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয় রাবীর বর্ণিত হাদীছে সন্দেহসহ বলিয়াছেন : কিংবা মদীনা ও উম্মানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আর আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে (ناحيتى حوضى এর স্থলে) مَا بَيْنَ لاَبَتَىْ حَوْضِي (আমার হাউযের দুই পার্শ্বের মধ্যকার দূরত্ব এতখানি) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا بَيْنَ لاَبَتَىْ حَوْضِي (আমার হাউযের দুই পার্শ্বের মধ্যকার দূরত্ব এতখানি)। لاَبَتَىْ অর্থাৎ ناحيتيه (হাউযের দুই প্রান্তের)। মূলত اللابة হইল الحرة (প্রস্তর ভূমি)। মদীনার দুই প্রান্তে প্রস্তর ভূমি থাকার কারণে لابتا المدينة বলা হয়। অতঃপর রূপকভাবে جانب (পার্শ্ব)-এর অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫১৫) বিস্তারিত ৩২০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা বাংলা ১৩তম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

(৫৮৬৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ".

(৫৮৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুযযী (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে তিনি বলেন, আনাস বলেন, আল্লাহ তা'আলার (প্রেরিত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : হাউযের কাছে আকাশের নক্ষত্রসমূহের ন্যায় অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র দেখিতে পাইবে।

(৫৮৬৭) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِثْلَهُ وَزَادَ "أَوْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ".

(৫৮৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার (প্রেরিত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, কিংবা আকাশের নক্ষত্রসমূহের সংখ্যা হইতেও অধিক।

(৫৮৬৮) حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلاَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ".

(৫৮৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওয়ালীদ বিন শুজা' বিন ওয়ালীদ আস-সুকূনী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : জানিয়া রাখ, হাউযের নিকট আমি তোমাদের অগ্রগামী হইব। উহার দুই পার্শ্বের দূরত্ব সান'আ ও আয়লার দূরত্বের সমান। উহার পান পাত্রগুলি যেন নক্ষত্রসমূহের ন্যায়।

(৫৮৬৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ "أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ".

(৫৮৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, আমি আমার গোলাম নাফি'-এর মাধ্যমে জাবির বিন সামুরা (রাযি.)-এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম যে, আপনি আমাকে এমন কোন হাদীছ সম্পর্কে অবহিত করুন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে লিখে পাঠান, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি হাউযের নিকট তোমাদের অগ্রগামী থাকিব।

بَابُ اكرمه بقتال الملائكة معه

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে ফিরিশতাগণের জিহাদ করার দ্বারা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা

(৫৮৭০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

(৫৮৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি উহুদের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডানে এবং বামে দুই ব্যক্তি দেখিয়াছি। তাঁহাদের উভয়ের পরনে সাদা পোশাক ছিল। ইহার পূর্বে কিংবা পরে আর কখনও তাঁহাদেরকে প্রত্যক্ষ করি নাই। আসলে তাঁহারা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ (আসলে তাঁহারা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) ছিলেন)। রাবী সা'দ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অবহিত হইবার পরই জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে ছিলেন জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফিরিশতাগণ উহুদের জিহাদের দিনও অবতরণ করিয়াছিলেন যেমনভাবে বদরের জিহাদের দিন অবতরণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫১৬)

(৫৮৭১) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

(৫৮৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডানে ও বামে দুইজন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহাদের পরনে সাদা পোশাক ছিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে জিহাদ করিয়াছিলেন, প্রচন্ড যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কিংবা পরে আমি আর তাহাদের প্রত্যক্ষ করি নাই।

بَابُ فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বীরত্ব-এর বিবরণ

(৫৮৭২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ "لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا". قَالَ "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ". قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

(৫৮৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, সাঈদ বিন মানসূর, আবূ রবী' আতাকী ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে অতি সুন্দর, অতি দানশীল এবং শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। কোন এক রাত্রিতে মদীনাবাসীগণ ঘাবড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। যেই দিক হইতে শব্দ আসতেছিল, লোকেরা সেই দিকে ছুটিয়া চলিল। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাহাদের সাক্ষাত হয় আর তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। কারণ শব্দের দিকে প্রথম তিনিই ছুটিয়া

গিয়াছিলেন। তখন তিনি আবূ তালহা (রাযি.)-এর জিনবিহীন ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। তাঁহার মুবারক কাঁধে ছিল তরবারী। আর তিনি বলিতেছিলেন, তোমরা ভীত হইও না। তোমরা ভীত হইও না। তিনি (আরও) ইরশাদ করেন : আমি এই ঘোড়াকে সমুদ্রের মত পাইয়াছি কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা তো সমুদ্র। ইতোপূর্বে এই ঘোড়ার গতি ধীর ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب الشجاعة فى الحرب والجبن এ এবং আরও ১১টি অনুচ্ছেদে আছে। অধিকন্তু আবূ দাউদ الادب অধ্যায়ে, তিরমিযী الجهاد অধ্যায়ে এবং ইবন মাজা الجهاد অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫১৭)

أَحْسَنَ النَّاسِ (সকল মানুষের মধ্যে অতি সুন্দর)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৪৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন : হযরত আনাস (রাযি.) এই তিনটি গুণাবলীতে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়টি جوامع الكلم (অল্প বাক্যে অধিক অর্থবোধক উক্তি)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এইগুলি চরিত্রাবলীর মা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি থাকে। ইহার একটি হইতেছে ক্রুদ্ধ, যাহার পূর্ণাঙ্গতা হইল বীরত্ব। দ্বিতীয়টি হইতেছে লিপ্সা, যাহার পূর্ণাঙ্গতা দানশীলতা আর তৃতীয়টি হইতেছে বুদ্ধিমত্তা, যাহার পূর্ণাঙ্গতা হইতেছে প্রজ্ঞার সহিত কথা বলার ক্ষমতা। -(তাকমিলা ৪:৫১৭-৫১৮)

وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (কোন এক রাত্রিতে মদীনাবাসীগণ ঘাবড়াইয়া পড়িয়াছিলেন)। অর্থাৎ তাহারা রাত্রিতে শব্দ শুনিয়া এই ভাবিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাদের উপর শত্রুর হামলা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫১৮)

وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ (তখন তিনি আবূ তালহা (রাযি.)-এর জিনবিহীন ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন)। আবূ তালহা (রাযি.) হইলেন, উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর স্বামী। আনাস (বিন মালিক রাযি.)-এর মা। আবূ তালহা (রাযি.)-এর নাম যায়দ বিন সাহল (রাযি.)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপরের ঘোড়া ধার নেওয়া জায়িয আছে। আর عُرْى শব্দটির ع বর্ণে পেশ ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা মূলতঃ عرى يعرى (যেমন رضى يرضى) হইতে مصدر (ক্রিয়ামূল)। আর কখনও ইহা اسم الفاعل (কর্তাবিশেষ্য)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ عارمن الثياب (কাপড়সমূহের ধারকারী)। জিনবিহীন ঘোড়াকে الفرس العرى বলা হয়। -(কামূস)। ঘোড়া পরিচালনায় দক্ষতাপূর্ণ ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে জিনবিহীন ঘোড়া আরোহণ করা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া যুদ্ধে। সুতরাং ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ বীরত্ব, যুদ্ধের কৌশলে দক্ষ এবং অশ্বারোহী হিসাবে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৪:৫১৮)

لَمْ تُرَاعُوا (তোমরা ভীত হইও না)। অর্থাৎ সেই স্থানে তোমাদের ভয়ভীতির কোন কিছু নাই। الروع হইতেছে الخوف (ভয়-ভীতি, শঙ্কা, ডর, আশঙ্কা, আতঙ্ক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যটি নিজ সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের পর ভয়-ভীতি দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৪:৫১৮)

وَجَدْنَاهُ بَحْرًا (আর আমি এই ঘোড়াকে সমুদ্রের মত পাইয়াছি)। অর্থাৎ আমি এই ঘোড়াটিকে দৌড় ও চেতনায় দ্রুতগামী পাইয়াছি। যেন সে সমুদ্র। আর কখনও البحر শব্দটি বিশেষভাবে দ্রুতগামী ঘোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:৫১৯)

(৫৮৭৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

(৫৮৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, কোন এক সময় (রাত্রিতে শব্দ শ্রবণে) মদীনায় ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা (রাযি.)-এর একটি ঘোড়া ধার করিয়া নিলেন। উহাকে 'মনদূব' বলা হইত। তিনি উহার উপর আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি আতঙ্কের কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি নাই। আর আমি এই ঘোড়াটিকে পাইয়াছি সমুদ্রের মত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ (উহাকে 'মনদূব' বলা হইত)। المندوب (মনদূব) শব্দটি المسنون (মাসনূন)-এর সমার্থক। ইহা আবূ তালহা (রাযি.)-এর ঘোড়ার নাম। শারেহ নওয়াভী (রহ.) কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অশ্ব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মনদূব' নামে তাঁহার একটি ঘোড়া ছিল। ইহা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, এই ঘটনার পর আবূ তালহা (রাযি.) সংশ্লিষ্ট ঘোড়াটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া রূপে দিয়াছিলেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'বাহর' নামে অপর একটি ঘোড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা এই ঘোড়াটি নহে;বরং 'বাহর' নামের ঘোড়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়ামান হইতে আগত ব্যবসায়ীদের হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। -(আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৬:৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন)। -(তাকমিলা ৪:৫১৯)

وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (আর আমি এই ঘোড়াটিকে পাইয়াছি সমুদ্রের মত)। إِنْ শব্দটি المثقلة হইতে مخففة রূপে ব্যবহৃত। আর ل বর্ণটি অতিরিক্ত। ইহা বাসরিয়্যীনের মাযহাব। আর কূফিয়্যিউন বলেন, ان শব্দটি نافيه (না-সূচক) এবং ل বর্ণটি الا (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আমি ইহাকে সমুদ্রের মত ছাড়া পাই নাই)। এই কারণেই ফেরাউনের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ إِنْ هٰذَانِ لَسٰحِرٰنِ (এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর। –সূরা তোয়াহা ৬৩)-এর তাফসীর (এই দুইজন যাদুকর ব্যতীত আর কিছুই নহে) দ্বারা করিয়াছেন। -(ইহা উমদাতুল কারীর সংক্ষিপ্ত এবং ফতহুল বারী ৫:২৪১ পৃষ্ঠা, তাকমিলা ৪:৫১৯)

(৫৮৭৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَرَسًا لَنَا. وَلَمْ يَقُلْ لأَبِي طَلْحَةَ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا.

(৫৮৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইবন জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে 'আমাদের ঘোড়া' রহিয়াছে। আবূ তালহা (রাযি.)-এর জন্য কথাটি বলেন নাই। আর রাবী খালিদ (রহ.) সূত্রে কাতাদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, আমি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

بَابُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দানশীলতা-এর বিবরণ

(৫৮৭৫) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا

يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

(৫৮৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ ইমরান মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দানশীলতায় সর্বাধিক দাতা। আর অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে তাঁহার দানশীলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত। কেননা, জিবরাঈল (আ.) প্রতি বৎসর রমযান মাসে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতেন। রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সামনে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন। যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবাহিত বাতাস হইতেও অধিক দান করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الوحى, بدء অধ্যায়ে, باب اجود ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يكون فى رمضان অধ্যায়ে الصوم এ باب ذكر الملائكة الخلق অধ্যায়ে এবং المناقب ও فضائل رمضان অধ্যায়ে আছে। তাহা ছাড়া নাসাঈ শরীফে الصيام অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫২০)

وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (আর অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে তাঁহার দানশীলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত)। أَجْوَدَ শব্দটির অধিকাংশ রিওয়ায়তে رفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠিত। কেননা, ইহা كان এর اسم হইয়াছে এবং ইহার خبر উহ্য রহিয়াছে। আর ইহা আরবীগণের উক্তি اخطب ما يكون الامير فى يوم الجمعة এর অনুরূপ। কিংবা ইহা مرفوع (শেষ বর্ণে পেশ) হইবে مبتدا হিসাবে, যাহা المصدر এর দিকে مضاف হইয়াছে। আর উহা হইল ما يكون এবং ما বর্ণটি مصدرية আর ইহার খবর فى رمضان শব্দটি। উহ্য বাক্যটি اجود اكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان হইবে। সহীহ বুখারী শরীফে আল উসয়ালী (রহ.)-এর রিয়োয়তে اجود শব্দটি كان এর خبر হিসাবে نصب (শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা রহিয়াছে। ইহার اسم হইতেছে সর্বনাম, যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। -(ফতহুল বারী ১:৩০-৩১, তাকমিলা ৪:৫২০)

فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সামনে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে فيدارسه القران (আর তাঁহারা পরস্পর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে অধিক হারে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৪:৫২০)

أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (প্রবাহিত বাতাস হইতেও অধিক দান করিতেন)। শরীআতের পরিভাষায় الجود হইতেছে اعطاء ما ينبغى لمن ينبغى (যাহার জন্য যতখানি (যে পরিমাণ) দান সমীচীন তাহাকে ততখানি দান করা। এই কারণে রমযান শরীফ দান করিবার মৌসুম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের উপর অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে অধিক নি'আমত বর্ষণ করেন। -(তাকমিলা ৪:৫২১)

(৫৮৭৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৫৮৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী-এর বিবরণ

(৫৮৭৭) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفًّا. قَطُّ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاللهِ.

(৫৮৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও আবূ রবী' (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দশ বছর খিদমত করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি কখনও আমাকে 'উহ' শব্দও বলেন নাই এবং কোন সময় আমাকে 'এইভাবে কেন করিলে?', ওইভাবে কেন কর নাই' তাহাও বলেন নাই। আবূ রবী' (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু সম্পর্কে যাহা খাদিমের করা উচিত নয়। আর তিনি তাহার উক্তি 'আল্লাহ তা'আলার কসম'-এর উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِمَ فَعَلْتَ كَذَا (এইভাবে কেন করিলে?) ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, যাহা হইয়া গিয়াছে উহার উপর তিরস্কার বর্জন করিতেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যিহবা তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হইতে পবিত্র ছিল। আর এই তিরস্কার বর্জনের মাধ্যমে খাদিমের অন্তরের বন্ধুত্ব চাওয়া হয়। যাহা নিঃসন্দেহে সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫২২)

لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ (যাহা খাদিমের করা উচিত নয়)। অনুরূপই অধিকাংশ ছাপানো নুসখায় রহিয়াছে। কিন্তু আল্লামা উবাই-এর নুসখায় لشيء مما يصنعه الخادم রহিয়াছে। আর ইহাই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৪৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহাই সঠিক অর্থ প্রকাশক। কেননা, ইহার মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ খাদিম যাহা করিয়াছে উক্ত কোন বস্তু সম্পর্কে ইহা বলেন নাই। কাজেই বর্তমানে ছাপানো নুসখায় ليس শব্দটির অর্থ কোন দিকের বিবেচনায় সুস্পষ্ট নহে। ফলে প্রকাশ্য যে, নুসখা লিখকগণের কাহারও হইতে ইহা বিকৃত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫২২)

(৫৮৭৮) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ.

(৫৮৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৮৭৯) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ

أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللهِ مَا قَالَ لِى لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلاَ لِشَىْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا

(৫৮৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন আবূ তালহা (রাযি.) আমার হাত ধরিয়া আমাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হইলেন। অতঃপর আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস অতীব বুদ্ধিমান যুবক, সে আপনার খেদমত করিবে। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি সফর ও ইকামত অবস্থায় তাঁহার খিদমত করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি যে কোন কাজই করিয়াছি "কেন তুমি এইটি এমনভাবে করিলে?" এইরূপ তিনি বলেন নাই। আর যে কোন কাজই আমি করি নাই, "কেন তুমি এইটি এমনভাবে কর নাই?" এইরূপও বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِى (আবূ তালহা (রাযি.) আমার হাত ধরিয়া ...)। তিনি হইলেন তাঁহার মা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর স্বামী। -(তাকমিলা ৪:৫২২)

فَانْطَلَقَ بِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর আমাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হইলেন)। আর কতিপয় রিওয়ায়তে আছে তাঁহার মা উম্মু সুলায়ম (রাযি.)ই তাঁহাকে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতের জন্য পেশ করিয়াছিলেন। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, সম্ভবতঃ তাহারা দুইজনই পরামর্শের মাধ্যমে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে পেশ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫২২)

(৫৮৮০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِى سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ سِنِينَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِى قَطُّ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ عَابَ عَلَىَّ شَيْئًا قَطُّ.

(৫৮৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নয় বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করিয়াছি। আমার জানা নাই, তিনি কখনও আমাকে বলিয়াছেন "কেন তুমি এই কাজ করিলে?" এবং কোন বিষয়ে আমাকে কখনও তিরস্কারও করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ سِنِينَ (আমি নয় বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করিয়াছি)। আর ইতোপূর্বে (৫৮৭৭নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে 'দশ বছর'। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৪৬০ পৃষ্ঠায় তাহকীক পূর্বক লিখিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রাযি.) নয় বছর ও কয়েক মাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করিয়াছেন। কাজেই কোন রাবী উদ্ধৃত মাসসমূহ বাদ দিয়া নয় বছর বলিয়াছেন। আর কতিপয় রাবী উদ্ধৃত মাসসমূহ পূর্ণ এক বছর ধরিয়া দশ বছর বলিয়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫২৩)

(৫৮৮১) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي- قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ "يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ". قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَنَسٌ وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

(৫৮৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'আন রাক্কাশী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদা তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার হুকুম দিলেন। তখন আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমি যাইব না। অথচ আমার অন্তরে ছিল, যেই কাজের জন্য আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়াছেন, আমি সেই কাজে যাইব। অতঃপর আমি বাহির হইয়া ছেলেদের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা বাজারে খেলা করিতেছিল। আকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিছন দিক দিয়া আসিয়া গ্রীবায় ধরিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি তাহার দিকে তাকাইলাম তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উনায়স! তুমি কি ঐ স্থানে গিয়াছিলে যেই স্থানে যাওয়ার জন্য তোমাকে হুকুম দিয়াছিলাম? তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্য যাইতেছি। আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নয় বছর তাঁহার খিদমত করিয়াছি, কিন্তু আমার জানা নাই, কোন কাজ আমি করিয়াছি সেই সম্পর্কে বলিয়াছেন এমন এমন কেন করিলে? কিংবা কোন কাজ করি নাই, সেই সম্পর্কে বলেন নাই, তুমি অমুক অমুক কাজ কেন করিলে না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاللهِ لَا أَذْهَبُ (আল্লাহর কসম! আমি যাইব না)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ তাহার উক্তি لَا أَذْهَبُ (আমি যাইব না) এবং অনুরূপ কথা এই কারণে যে, তখন আনাস (রাযি.) গায়রে মুকাল্লাফ বালক ছিলেন। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদব শিক্ষার লক্ষ্যে কোন শাস্তি দেন নাই; বরং তিনি রসিকতাকারী রূপে সদয় আচরণে মুচকি হাসা অবস্থায় তাহার গ্রীবা ধরিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুকুম মুতাবিক সেই স্থানে যাওয়ার তাহার নিয়্যত ছিল। কিন্তু তিনি তো ইহা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন। যেমন কতিপয় বালক বড়দের সহিত করিয়া থাকে। এই কারণেই হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫৩৩)

نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ (হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্য যাইতেছি)। অর্থাৎ انا فى سبيلى اليه (আমি উহার দিকে যাওয়ার রাস্তায় আছি)।

(৫৮৮২) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

(৫৮৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ ও আবূ রবী' (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

بَابُ فِي سخائه رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদান্যতা-এর বিবরণ

(৫৮৮৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا.

(৫৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেহ কোন বস্তু চাহিলে কখনও তিনি 'না' বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب حسن الخلق والسخاء الخ এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫২৪)

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেহ কোন বস্তু চাহিলে কখনও তিনি 'না' বলেন নাই)। কতিপয় আলিম ইহার উপর প্রশ্ন করিয়া বলেন, আল-কুরআনুল করীমে ইরশাদ হইয়াছে لا اجد ما احملكم عليه (আমি কিছু পাই নাই যাহাতে আমি তোমাদের সাওয়ার করাইতে পারি)। অধিকন্তু হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশআরী সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন : والله لا احملكم (আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না)। যেমন ইতোপূর্বে كتاب الأيمان والنذور এর মধ্যে (৪১৪২নং) হাদীছে আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের জবাব কৃত্রিমতা অবলম্বনে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিয়াছেন যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়ে উহার জবাবে যাহা উদয় করিয়া দিয়াছেন। হযরত জাবির (রাযি.)-এর কথাটি অধিকাংশের ক্ষেত্রে বলিয়াছেন। যেমন লোকেরা اكثر (অধিকাংশ)-এর উপর كل (সকল, সমগ্র, গোটা)-এর হুকুম প্রয়োগ করেন। সারকথা হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযর ব্যতীত কখনও কোন যাচনাকারীকে ফিরাইয়া দিতেন না। কাজেই মর্ম এই নহে যে, তিনি কখনও "لا" (না) শব্দটি বলেন নাই। আর ইহা খুবই প্রকাশ্য। -(তাকমিলা ৪:৫২৪)

(৫৮৮৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً.

(৫৮৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে অনুরূপ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৫৮৮৫) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

(৫৮৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নযর তায়মী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে ইসলাম গ্রহণকারীদের কেহ কোন বস্তু চাহিলে তিনি অবশ্যই তাহা দিয়া দিতেন। আনাস (রাযি.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। তিনি তাহাকে এত বেশী পরিমাণ ছাগল প্রদান করিলেন যাহাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি নিজ গোত্রের

লোকদের কাছে গিয়া তাহাদের বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশী দান করেন যে, তাঁহার অভাবের কোন ভয় থাকে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ (তিনি তাহাকে এত বেশী ছাগল দিলেন যাহাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া যাইবে)। অর্থাৎ বহু ছাগল যেন উহা দ্বারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। আল্লামা খফাজী (রহ.) 'নসীমুর রিয়ায' গ্রন্থের ২:৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই লোকটি ছিলেন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা আল জুমাহী। আগত ৫৮৮৭নং হাদীছে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। আর এই দান ছিল হুনায়নের প্রাপ্ত গণীমতের মাল হইতে। -(তাকমিলা ৪:৫২৫)

أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً (তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এত বেশী দান করেন)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, দান পাওয়ার উৎসাহ প্রদানে তাহাদের তিনি ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিতেন না; বরং তাহার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তাহা করিতেন। কেননা, প্রচুর দান করার সহিত নবুওয়াতের দাবী দ্বারা যিনি তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রাচুর্য, যাঁহাকে কেহ কোন বস্তুতে অক্ষম করিতে পারিবে না। আর ইহার তায়ীদ হয় যাহা আল্লামা উবাই (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, লোকটির উক্তি لاتخشى الفاقة (তাঁহার অভাবের কোন ভয় থাকে না) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততা থাকিবার কারণে তাঁহার অভাবের কোন ভয় থাকে না। আর অনুরূপ বিশ্বস্ততা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কেহ কোনক্রমেই হাসিল করিতে পারে না। -(তাকমিলা ৪:৫২৫)

(৫৮৮৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَىْ قَوْمِ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ. فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

(৫৮৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ছাগলগুলি চাহিলে তিনি তাহাকে উহা দিয়া দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক সকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এত অধিক দান করেন যে, তিনি অভাবের কোন ভয় করেন না। তখন তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, মানুষ যদি শুধুমাত্র দুন্‌ইয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়, তাহা হইলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম তাহার কাছে দুনইয়া ও দুন্‌ইয়ার যাবতীয় সম্পদ হইতে অধিক প্রিয় হইবে।

(৫৮৮৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ.

(৫৮৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (যুহরী রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। তারপর তাঁহার সহিত যেই মুসলমানগণ ছিলেন, তাহাদের নিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। আর তাঁহারা সকলেই হুনায়নে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দীনের এবং মুসলমানদের সাহায্য করেন। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে একশত উট দান করিলেন। অতঃপর একশত উট, অতঃপর একশত উট দান করিলেন। রাবী ইবন শিহাব (যুহরী রহ.) বলেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাযি.) আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাফওয়ান (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করিলেন এবং এত পরিমাণে আমাকে দান করিলেন যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন, অথচ আমাকে লাগাতার দান করিতে থাকিলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ইবন শিহাব (যুহরী রহ.) হইতে)। এই হাদীছের প্রথম অংশ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً পর্যন্ত রাবী যুহরী (রহ.)-এর মুরসাল হাদীছ। অতঃপর ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) সূত্রে সাফওয়ান (রাযি.) হইতে মুসনাদ হাদীছ। আর এই সূত্রে ইমাম তিরমিযী الزكوة অধ্যায়ে باب ما جاء فى اعطاء المؤلفة قلوبهم এ موصول (সংযুক্ত) সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫২৬)

وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে একশত উট দান করিলেন)। তিনি হইলেন, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা বিন খালফ বিন ওহাব আল-জুমাহী। তিনি ছিলেন জাহিলী যুগে সর্বশেষ দশজন মর্যাদাবানের একজন। তাহার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফ বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। আর সাফওয়ান মক্কা বিজয়ের দিন পালাইয়া গিয়াছিল। আর তাহার স্ত্রী নাজিয়া বিনত ওয়ালীদ বিন মুগীরা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সাফওয়ানকে তাহার চাচার ছেলে হযরত উমায়র বিন ওয়াহব (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দেন। ফলে তিনি সে হুনায়ন এবং তায়িফের যুদ্ধে মুশরিক অবস্থায় উপস্থিত হন। আর তাহার হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র ধার নিয়াছিলেন। আর তাহাকে হুনায়নের দিন গণীমতের মাল হইতে প্রচুর দান করেন। এমনকি সাফওয়ান বলিয়াছিল اشهد ما طابت بهذا الا نفس نبى (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এইরূপ শুভ হওয়া খোদ নবী ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে)। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (পূর্ব) স্ত্রী নাজিয়া (রাযি.)কে তাহার কাছে ফেরত দেন। হযরত সাফওয়ান (রাযি.) মদীনায় কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি দেন এবং মক্কা মুকাররমায়ই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করেন। -(আল ইসাবা ২:১৮১, তাকমিলা ৪:৫২৬)

فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِى حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ (অথচ আমাকে লাগাতার দান করিতে থাকিলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম গ্রহণে অন্তর জয়ের জন্য কাফিরদেরকে গণীমতের মাল দেওয়া যায়। আর ইহা তো তখনই জায়িয যখন মুসলমানের প্রয়োজনে তাহাকে আহ্বান করা হয়। তবে যাকাত মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়িয নাই। আর সাদাকার আয়াতে اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ (যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন। −সূরা তাওবা ৬০) দ্বারা সেই সকল লোক মর্ম যাহারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইসলামের উপর তাহাদের দৃঢ়তার জন্য (যাকাতের মাল) দেওয়া হইবে কিংবা তাহাদের সমকক্ষ লোকদের ইসলাম গ্রহণে বিবেচনার লক্ষ্যে আগ্রহী করিবার জন্য। আর কোন রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর জয়ের জন্য কাফিরদেরকে যাকাতের মাল প্রদান

করিয়াছেন। মুহাক্কিকগণ এই অভিমতের উপরই রহিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরুল কুরতুবী, তাফসীরুল মাযহারী এবং মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থে المؤلفة قلوبهم আয়াতের অধীনে দ্রষ্টব্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫২৬)

(৫৮৮৮) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِي عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا.

(৫৮৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যদি আমাদের নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসে, তাহা হইলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব এবং তিনি উভয় হাত মিলাইয়া ইশারা করিলেন, তারপর বাহরাইন হইতে মাল আসার পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হইয়া যান। পরে আবূ বকর (রাযি.)-এর নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসে। তিনি একজন ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাহার কিছু ওয়াদা কিংবা ঋণ রহিয়াছে, সে যেন তাহা নিতে আসে। তখন আমি দাঁড়াইয়া বরিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি বাহরাইন হইতে আমাদের নিকট মাল আসে, তাহা হইলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব। এই কথা শুনিয়া আবূ বকর (রাযি.) এক অঞ্জলি উঠাইলেন এবং বলিলেন, গণণা করিয়া দেখ। আমি উহা গণনা করিয়া দেখিলাম তাহাতে পাঁচশত রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহার আরও দ্বিগুণ তুমি নিয়া যাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا অধ্যায়ে এ রহিয়াছে। অধিকন্তু الشهادات - فرض الخمس - الجزية এবং المغازى الهبة অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫২৭)

لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ (যদি আমাদের নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী নবম সনে বাহরাইনের অগ্নিপূজকদের সহিত জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি করিয়াছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)কে জিযিয়া গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর মাল নিয়া আগমন করিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে সাহাবীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের الجزية অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমর বিন আওফ (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে আছে। ইহার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির (রাযি.)-এর সহিত এই মর্মে ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আগামী বছর বাহরাইন হইতে জিযিয়া আসিলে তোমাকে দিব। -(তাকমিলা ৪:৫২৭)

مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাহা কিছু ওয়াদা কিংবা ঋণ রহিয়াছে, সে যেন উহা নিতে আসে)। কতিপয় আলিম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কৃত ওয়াদার খেলাফ করা জায়িয নহে। তাই ইহা পরিশোধ করা দায়মুক্তির নামান্তর। আর কেহ বলেন, হযরত আবূ বকর (রাযি.) ইহা নফল হিসাবে করিয়াছেন। অন্যথায় ইহা পরিশোধ করা তাহার উপর অত্যাবশ্যক ছিল না। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং জাবির (রাযি.)-এর কাছে সাক্ষী উপস্থাপনের দাবী করেন নাই। কেননা, তিনি (আবূ বকর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিম্মায় কোন বস্তু রাখিয়া যান নাই। আর তিনি (জাবির) তো বায়তুল মাল হইতে কিছু দাবী করিয়াছেন। আর ইহা ইমামের উপর অর্পিত দায়িত্ব। তিনি নিজ বিবেচনায় তাহা সম্পাদন করিবেন। -(ফতহুল বারী ৫:২৯ এবং ৬:২৪২, তাকমিলা ৪:৫২৭)

(৫৮৮৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(৫৮৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হইয়া গেলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে আলা বিন হাযরামী (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে মাল আসিল তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঋণ রহিয়াছে কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন অঙ্গীকার রহিয়াছে, যে যেন আমার নিকট আসে ... অতঃপর রাবী ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ (আলা বিন হাযরামী (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে)। আলা বিন হাযরামী (রাযি.) জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। জি'ররানা হইতে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বন্টন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বাহরাইনের প্রশাসক আল-মুনযির বিন সাভীরের কাছে তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাওয়াতে সারা দিয়া আল-মুনযির বিন সাভী ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত শহরের অগ্নিপূজকদের সহিত জিযিয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (আলা রাযি.কে) বাহরাইনের কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাহার পিতা আল-হাযরামীর নাম زهرمز (যহরময) ছিল। তিনি ফারসী গোলাম ছিলেন, হাযরামাওতের জনৈক ব্যক্তি তাহাকে চুরি করিয়া নিয়া যায়। অতঃপর তাহাকে এক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া মক্কা মুকাররমায় নিয়া আসিয়া আযাদ করিয়া দেন। তিনি একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন, মক্কা মুকাররমায় বসবাস স্থাপন করেন। তাহার হইতে অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়। তাহারই এক মেয়ে সু'বা (الصعبة) কে আবূ সুফয়ান বিবাহ করেন। তাহার মনীব যেহেতু হাযরামাওতের অধিবাসী ছিলেন তাই তাহার নাম হাযরামী হইয়াছে। এমনকি তাহার নামের উপর এই উপনাম প্রাধান্য পাইয়াছে। আলা বিন হাযরামী (রাযি.) প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারী। আর তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে ইনতিকাল করেন। -(ফতহুল বারী ৬:২৬২, তাকমিলা ৪:৫২৮)

بَابُ رَحْمَتِهِ صلى الله عليه وسلم الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ছেলেদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া ও বিনয় এবং তাহার মর্যাদা-এর বিবরণ

(৫৮৯০) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ" . ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ قَدِ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُولَ. فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللّٰهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ" .

(৫৮৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ ও শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : রাত্রিতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। আমি তাঁহার নাম আমার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর নামে রাখি। অতঃপর তিনি ঐ সন্তানকে উম্মু সাইফ নামক এক মহিলাকে (দুধ পান করানোর জন্য) দিলেন। তিনি একজন কর্মকারের স্ত্রী। তাহাকে (কর্মকারকে) আবূ সাইফ বলা হয়। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সাইফ-এর নিকট যাইতেছিলেন আর আমিও তাঁহার সহিত যাইতেছিলাম। আমরা যখন আবূ সাঈফের ঘরে উপস্থিত হই, তখন সে তাহার ফুঁকনীতে ফুঁ দিতেছিল। পূর্ণ ঘর ধোয়ায় ভরপুর ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে দ্রুত দৌড়াইয়া যাইয়া বলিলাম, হে আবূ সাইফ! তুমি একটু অপেক্ষা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিয়াছেন। সে অপেক্ষা করিল, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং যাহা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বলিলেন। আনাস (রাযি.) বলেন, আমি ঐ ছেলেকে দেখিলাম, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বড় বড় শ্বাস ফেলতেছিল। তাহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি ইরশাদ করেন : চোখ কাঁদিতেছে, মন ব্যথিত হইতেছে, মুখে আমরা কিছু বলিতেছি না; তবে আমাদের রব্ব যাহা পছন্দ করেন। আল্লাহর কসম, হে ইবরাহীম! আমরা তোমার জন্য খুবই ব্যথিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجنائز অধ্যায়ে باب قول النبى صلى الله عليه وسلم انا بك لمحزونون এ আছে।

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ (অতঃপর তিনি ঐ সন্তানকে উম্মু সাইফ নামক এক মহিলাকে দিলেন)। তাবকাতে ইবন সা'দ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন সা'সা হইতে ওয়াকিদী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, "যখন তাঁহার সন্তান ইবরাহীম (রাযি.) জন্মগ্রহণ করেন তখন আনসারী মহিলাগণ এই মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন যে, তাহাদের কে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উম্মু বুরদা বিনত মুনযির বিন যায়দ বিন লবীদ-এর কাছে দিলেন, যিনি আদি বিন নাজ্জার গোত্রের ছিলেন। আর তাঁহার স্বামীর নাম বারা বিন

আউস বিন খালিদ বিন জা'দ। তিনিও আদি বিন নাজ্জার গোত্রের। অতঃপর তিনিই তাঁহাকে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা হিজরত করিয়া প্রথমে) বনূ নাজ্জারেই ছিলেন।" কাযী ইয়ায (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, বারা বিন আউস-এর উপনাম আবূ সাইফ। আর তাহার স্ত্রী হইলেন খাওলা বিনত মুনযির। তাহার উপনাম উম্মু বুরদা। আর সহীহ রিওয়ায়ত মতে এই উম্মু বুরদার উপর উম্মু সাইফ ব্যবহৃত হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৩:১৭৩ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়া বলেন, যাহা সমন্বয় করা হইয়াছে তাহা অসম্ভাব্য নহে, কিন্তু ইমামগণের কেহ সুস্পষ্টভাবে বলেন নাই যে, বারা বিন আউস-এর উপনাম আবূ সাইফ আর না আবূ সাইফের নাম বারা বিন আউস ছিল।

তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ইসাবা' গ্রন্থের ৪:৯৯ পৃষ্ঠায় অন্য সূত্রে সমন্বয় করিতে গিয়া বলেন, ওয়াকিদী (রহ.) যাহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহা যদি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ উম্মু বুরদা প্রথমে তাহাকে দুধ পান করাইয়াছিলেন অতঃপর পরিবর্তন করিয়া উম্মু সাইফকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য দেওয়া হইয়াছিল। অন্যথায় আলোচ্য সহীহ হাদীছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই নির্ভরযোগ্য। -(তাকমিলা ৪:৫২৯)

امْـرَأَةِقَـيْنٍ (কর্মকারের স্ত্রী)। قَـيْنٍ শব্দটির ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الـحداد (কর্মকার, লৌহকার, কামার) অর্থে ব্যবহৃত। আর আবূ সাইফ কর্মকার ছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫২৯)

فَـانْطَلَقَ يَأْتِـيـهِ (একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সাইফ-এর নিকট যাইতেছিলেন)। সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইয়াছিল যে, (ইবরাহীম) অসুস্থ। ফলে তাঁহার অবস্থা জানার জন্য গিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫২৯)

وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ (তিনি (ইবরাহীম) বড় বড় শ্বাস ফেলিতেছিল)। কেহ বলেন, ইহা كاد - يكاد এর অভিধানে অর্থ يقارب بها الموت (মৃত্যুর নিকটবর্তী হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৪:৫৩০)

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ (চোখ কাঁদিতেছে, মন ব্যথিত হইতেছে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ আয়ত্বের বাহিরের ক্রন্দনে অশ্রুপাত হওয়া ধৈর্যের বিপরীত নহে। প্রকৃত ধৈর্য উহাই যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ولا نقول الا ما يرضى ربنا (আর আমরা এমন কিছু বলি না; কিন্তু আমাদের রব্ব যাহা পছন্দ করেন)। ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর সোপর্দ করা এবং বিশ্বাস করা যে, উহাই যথার্থ এবং হিকমতের মুয়াফিক। -(ঐ)

(৫৮৯১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ".

(৫৮৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শিশুদের প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শনকারী আর কাহাকেও আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে) ইবরাহীম (রাযি.) মদীনার উঁচু ভূমিতে (গ্রামাঞ্চলে) দুধ পান করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থানে যাইতেন। আমরাও তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি দাইয়ের ঘরে প্রবেশ করিতেন। আর সেখানে ধোঁয়া

থাকিত। কেননা, তাহার বংশ কর্মকার ছিল। তিনি ছেলেকে কোলে নিতেন এবং স্নেহ করিতেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেন। রাবী আমর বিন সাঈদ (রাযি.) বলেন, যখন ইবরাহীম (রাযি.) ইনতিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : আমার ছেলে ইবরাহীম, দুধ পান করা অবস্থায় ইনতিকাল করিয়াছে। তাহার জন্য দুইজন দাই মা রহিয়াছে, যাহারা তাহাকে জান্নাতে দুধ পান করার সময়সীমা পর্যন্ত দুধপান করাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ (আর সেইখানে ধোয়া হইত)। অর্থাৎ ধোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ হইত, কেননা আবূ সাইফ কর্মকার ছিল। আর সে হাপর তথা ফুঁকনীতে ফুঁ দিতেছিল। -(তাকমিলা ৪:৫৩০)

وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ (তাহার জন্য দুইজন দাই মা রহিয়াছে, যাহারা জান্নাতে তাহাকে দুধ পান করার সময়সীমা পর্যন্ত দুধপান করাইবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইবরাহীম (রাযি.) ইনতিকাল করেন যখন তাহার বয়স ষোল মাস কিংবা সতের মাস ছিল। ফলে দুধ পানের সময়সীমা দুই বৎসর পূর্ণ হইতে যতমাস বাকী ছিল উক্ত মাসসমূহে এতদুভয় দাই-মা তাহাকে দুধ পান করাইবেন। আর তিনি ইনতিকালের সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁহার এবং তাঁহার পিতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে তাহার দুধ পানের সময়সীমা (দুই বছর) পর্যন্ত তাঁহারা দুধ পান করাইবেন।

আর ইবরাহীম (রাযি.) হিজরী ৮ম সনের যুলহিজ্জা মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে সকল ঐতিহাসিক একমত। আর আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) বলেন, আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের তিন মাস পূর্বে ইনতিকাল করেন। -(নওয়াভী ২:২৫৪, ফতহুল বারী ৩:১৭৩, তাকমিলা ৪:৫৩১)

(৫৮৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ". وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ "مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ".

(৫৮৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু বেদুঈন লোক আসিল। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের স্নেহ করেন? তখন (জবাবে উপস্থিত) সকলে বলিলেন হ্যাঁ। পরে তাহারা বলিল, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তো স্নেহ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি কি করিব? আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হইতে দয়াদ্রতা দূর করিয়া নিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) (স্বীয় বর্ণিত রিওয়ায়তে) বলেন, তোমাদের অন্তর হইতে দয়াদ্রতা ...।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته এ আছে। ইবন মাজা গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩১)

قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ (কিছু বেদুঈন লোক আসিল)। সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত আকরা বিন হারিস (রাযি.) ছিলেন। যেমন আগত হাদীছে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩১)

وَأَمْلِكُ (আমি কি করিব?)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে أوأَمْلِكُ (আমি কি করিব?) রহিয়াছে। কাজেই সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে همزة الاستفهام উহ্য রাখা হইয়াছে। আর এই স্থানে الاستفهام (জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন)টি الانكار (অস্বীকৃতি, প্রত্যাখ্যান)-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ لا اقدر ان اجعل الرحمة في قلبك بعد

ان نزعها الله منه (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তর হইতে দয়া ছিনাইয়া নেওয়ার পর তোমাদের অন্তরে দয়া সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার আমি ক্ষমতা রাখি না। -(তাকমিলা ৪:৫৩১)

(৫৮৯৩) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ".

(৫৮৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আকরা বিন হাবিস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাসান (রাযি.)কে (স্নেহভরে) চুমু দিতে দেখিলেন। তখন আকরা বিন হাবিস (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দশটি সন্তান রহিয়াছে। আমি তাহাদের কাহাকেও চুমু দেই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহারা দয়া করে না (আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক) তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب رحمة الادب অধ্যায়ে الولد এ আছে। আর আবূ দাউদ শরীফে الادب অধ্যায়ে এবং তিরমিযী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩২)

أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ (আকরা বিন হাবিস রাযি.)। তিনি হইলেন আত তামীমী, আল মুজাশিয়ী আদ-দারেমী। মাথায় টাকযুক্ত থাকায় আল-আকরা নামকরণ হইয়াছে। তিনি জাহিলিয়্যাত যুগে বিচারক ছিলেন। সুন্দর ইসলাম গ্রহণকারীগণের একজন। খালিদ (রাযি.)-এর সহিত ইয়ামামা ও ইরাক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং শুরাহবীল (রাযি.)-এর সহিত দাওমাতুল জান্দাল-এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগে শরীফ ছিলেন। হযরত উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে খুরাসানে সৈন্য নিয়া যাওয়ার সময় জুরজান নামক স্থানে আহত হন। আর কেহ বলেন, তিনি তাহার দশ পুত্রের সহিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হইয়া যান। -(আল ইসাবা ১:৭৩, তাকমিলা ৪:৫৩২)

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ (যাহারা দয়া করে না (আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক) তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে না)। خبر হওয়ার ভিত্তিতে উভয় শব্দে رفع (শেষ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত) হইবে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অধিকাংশের ক্ষেত্রে। আল্লামা আবুল বাকা (রহ.) বলেন, من শব্দটি موصولة হইবে। তবে شرطية হওয়াও জায়িয। তখন উভয় শব্দে جزم (সাকিন) দ্বারা পঠিত হইবে। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, কথার বাচনভঙ্গিতে خبر হিসাবে পঠন অধিক সদৃশপূর্ণ। কেননা, এই কথাটি উক্ত ব্যক্তির উক্তি ان لي عشر من الولد الخ (আমার দশটি সন্তান রহিয়াছে। আমি তাহাদের কাহাকেও স্নেহভরে চুমু দেই নাই)-এর খন্ডনে ইরশাদ হইয়াছে। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি এই ধরণের কর্ম করে তাহার প্রতি দয়া করা হইবে না। আর যদি من শব্দটি شرطيه হয় তাহা হইলে বাক্যে কতক انقطاع হইবে। কেননা, شرط এবং جواب شرط প্রারম্ভ বাক্য হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অন্য পদ্ধতির পঠনের তুলনায় من কে شرطية হিসাবে গণ্য করিয়া উভয় শব্দে جزم (সাকিন) দ্বারা পঠনই উত্তম। কেননা ইহা ضرب المثل (উদাহরণ দেওয়া)-এর শ্রেণীভূক্ত হইবে। -(ফঃ বারী ১০:৪২৯, তাক: ৪:৫৩২)

(৫৮৯৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

মুসলিম শরীফ- ২০-৩০/১

(৫৮৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৮৯৫) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ".

(৫৮৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না, সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণা প্রদর্শন করিবেন না।

(৫৯৯৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

(৫৮৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন আবূ উমর ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী আ'মাশ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক লজ্জা-এর বিবরণ

(৫৮৯৭) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

(৫৮৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আহমদ বিন সিনান (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পর্দানশীল কুমারী হইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন কোন বস্তুকে তিনি অপছন্দ করিতেন, আমরা তাঁহার চেহারা মুবারক দেখিয়াই অনুভব করিতে পারিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب باب الحياء ও باب من لم يواجه الناس بالعتاب الادب অধ্যায়ে এবং باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে এর মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া ইবন মাজা গ্রন্থে الزهد অধ্যায়ে باب الحياء এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৩)

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً الخ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীল কুমারী হইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন)। এই সম্পর্কে বিস্তারিত باب بيان عدد شعب الايمان الخ (ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ...)-এর অধীনে সহীহ মুসলিম শরীফের বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا (পর্দানশীল কুমারী হইতেও)। الْعَذْرَاءِ হইল الجارية البكر (কুমারী কন্যা, অবিবাহিত বালিকা)। আর الخدر হইল ستر يجعل لها فى جنب البيت (পর্দা, যাহা কুমারীর জন্য ঘরে এক পার্শ্বদেশে টানানো হয়)। -(তাকমিলা ৪:৫৩৪)

عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ (আমরা তাঁহার চেহারা মুবারক দেখিয়াই অনুভব করিতে পারিতাম)। অর্থাৎ লজ্জাশীলতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোন কথা বলিতেন না; বরং তাঁহার চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হইয়া যাইত। ফলে তাঁহার অপছন্দ হওয়ার বিষয়টি আমরা বুঝিতে পারিতাম। আর ইহা সেই সময় যখন উহা তাবলীগের প্রয়োজনে কথা বলা জরুরী না হইত। আর তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন তখন প্রায়শ প্রজ্ঞাময় পদ্ধতিতে আলোচনা করিতেন। -(তাকমিলা ৪:৫৩৪)

(৫৮৯৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا". قَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ.

(৫৮৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... মাসরূক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর কাছে গিয়াছিলাম যখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.) কূফায় আসিয়াছিলেন। তিনি (হযরত মুআবিয়া রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া বলিলেন, তিনি অশ্লীল কথা বলিতেন না এবং অশ্লীল কথা নকলও করিতেন না। তিনি (মুআবিয়া রাযি.) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যাহার চরিত্র ভালো। রাবী উছমান (বিন আবূ শায়বা রহ. حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ (এর স্থলে حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ (যখন তিনি মুআবিয়া (রাযি.)-এর সহিত কূফায় আসিয়াছিলেন) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (আমরা আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর কাছে গিয়াছিলাম)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এবং فضائل الصحابة ও الادب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৪)

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا (তিনি অশ্লীল কথা বলিতেন না এবং অশ্লীল কথা নকলও করিতেন না)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, মূলতঃ الفحش হইল সীমা হইতে অতিরিক্ত ও সীমা হইতে বহির্গমন। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন الفاحش হইল البذيئ (অশ্লীল, হীন, নোংরা, অশিষ্ট)। আল্লামা ইবনুল আরফা (রহ.) বলেন, আরবীগণের নিকট الفواحش হইল القبائح (খারাপ, মন্দ, নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য, কুৎসিত, কদর্য, বীভৎস ও জঘন্য কথা ও কর্মসমূহ)। আল্লামা আল-হারুভী (রহ.) বলেন الفاحش হইল ذو الفحش (অশ্লীলকারী, সীমালজ্ঘণকারী) আর المتفحش হইল যে কৃত্রিমতায় অশ্লীলতা অবলম্বন করে। -(নওয়াভী ২:২৫৫)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেন فاحشا অর্থাৎ ناطقا بالفحش (অশ্লীল কথক) যে খারাপ কথাবার্তায় সীমালজ্ঘন করে। আর المتفحش হইল المتكلف بذلك (খারাপ কথাবার্তা নকল করা, কৃত্রিমতা অবলম্বন করা) অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে সৃষ্টিগত বা উপার্জিত কোন প্রকার অশ্লীলতা ছিল না। -(তাকমিলা ৪:৫৩৪-৫৩৫)

(৫৮৯৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الأَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৮৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ تَبَسُّمِهِ صلى الله عليه وسلم وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুচকি হাসি এবং উত্তম জীবন-যাপন-এর বিবরণ

(৫৯০০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صلى الله عليه وسلم.

(৫৯০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সিমাক বিন হারব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ, অনেকবার। তিনি ফজরের নামায যেই স্থানে আদায় করিতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সেই স্থান হইতে উঠিতেন না। অতঃপর যখন সূর্য উদয় হইত, তখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন। লোকেরা কথাবার্তা বলিত, জাহিলী যুগের বিষয়ে আলোচনা করিত এবং হাসিত আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (আমি জাবির বিন সামুরা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম)। তিনি হইলেন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর বোনের ছেলে। তাঁহার মাতা হইলেন খালিদা বিন্ত আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.)। তাহার পিতা সামুরা বিন জুনাদাব (রাযি.)ও সাহাবী ছিলেন। তিবরানী গ্রন্থে জাবির বিন সামূরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে একশত বারের অধিক বসিয়াছি। আর সহীহ গ্রন্থে

তাঁহার হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত দুই হাজার বারের অধিক নামায আদায় করিয়াছি। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন এবং হিজরী ৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা ১:২১৩)

তাঁহার বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে المساجد অধ্যায়ে باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح ও আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে الصلاة অধ্যায়ে আছে এবং নাসায়ী শরীফে السهو অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৫)

فَيَأْخُذُونَ فِى أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ (জাহিলী যুগের বিষয়ে আলোচনা করিত)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) জাহিলী যুগ ও ইহার পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিষয় নিয়া আলোচনা করা জায়িয। (খ) লোকজন একত্রিত হইয়া মুবাহ আলোচনা করা জায়িয। (গ) হাসি দেওয়া জায়িয, তবে মুচকি হাসির মধ্যে সীমিত রাখা উত্তম। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ে অনুরূপ করিতেন। -(তাকমিলা ৪:৫৩৬)

بَابُ فِى رَحْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ وَأَمْرِ السُّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্যের হুকুম-এর বিবরণ

(৫৯০১) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَغُلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ".

(৫৯০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আতাবী, হামিদ বিন উমর, কুতায়বা বিন সাঈদ এবং আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন আর আনজাশাহ নামক একজন কালো (হাবশী) গোলাম (উট চালনার) গীত গাহিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আনজাশাহ! ধীরে চল এবং কাঁচপাত্রবাহী উটের ন্যায় (সতর্কতার সহিত) হাঁকাইয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب ما يجوز من الشعر والزجر والحداء এর আরও তিনটি অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৬)

أَنْجَشَةُ (আনজাশাহ)। আল্লামা বালাযরী (রহ.) বলেন, তিনি হাবশী ছিলেন এবং তাহার উপনাম ছিল 'আবূ-মারিয়া'। আর তিবরানী গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুখান্নাছ (মেয়েলী)দের একজন ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(আল-ইসাবা ১:৮১, তাকমিলা ৪:৫৩৬)

يَحْدُو ((উট চালনা) গীত গাহিতেছিল)। শব্দটি الحُدِىّ হইতে। ইহা হইতেছে উট চালকের গান যাহা দ্বারা ভ্রমণের সময় উটকে অনুপ্রাণিত করা হয়। আর আবূ দাউদ তায়লিসী (রহ.) নকল করেন হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি ছাবিত (রাযি.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন : كان انجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال (আনজাশাহ (রাযি.) মহিলাদের (হাঁকাইয়া) পরিচালনা করিতেছিলেন আর বারা বিন মালিক (রাযি.) পুরুষগণকে চালনা করিতেছিলেন)। -(তাকমিলা ৪:৫৩৬)

رُوَيْدَكَ (ধীরে চল) অর্থাৎ أرفق (সহজে চল, কোমল আচরণ কর)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, رويدا শব্দটি উহ্য موصوف এর صفت হওয়ার কারণে منصوب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে। অর্থাৎ سق سوقا رويدا (হাঁকাও, ধীরে ধীরে হাঁকাও কিংবা احدحدوا رويدا (গান গাহিয়া গাহিয়া (উট) হাঁকাও, ধীরে ধীরে হাঁকাও) কিংবা مصدر (ক্রিয়ামূল)-এর ভিত্তিতে ارود رويدا যেমন ارفق رفقا কিংবা حال হওয়ার ভিত্তিতে অর্থাৎ سر رويدا (ভ্রমণ কর, ধীরে ধীরে) কিংবা رويدك শব্দটি الاغراء এর ভিত্তিতে منصوب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে কিংবা فعل مضمر এর مفعول (কর্মপদ) অর্থাৎ الزم رفقك কিংবা مصدر এর ভিত্তিতে অর্থাৎ ارود رويدك হইবে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৬)

سَوْقًا (হাঁকাইয়া নাও) শব্দটি الاغراء এর ভিত্তিতে منصوب (শেষ বর্ণে যবর) হইবে অর্থাৎ ارفق سوقا কিংবা مصدر এর ভিত্তিতে অর্থাৎ سق سوقا হইবে। আর আগত (৫৯০৪নং) হাদীছে আছে رويدا سوقك بالقوارير (কাঁচ পাত্রসমূহ নিয়া ধীরে ধীরে চল)। -(তাকমিলা ৪:৫৩৭)

بِالْقَوَارِيرِ (কাঁচ পাত্রসমূহ নিয়া) শব্দটি قارورة (কাঁচ পাত্র, কাঁচের বোতল)-এর বহুবচন। আর ইহা হইল الزجاجة (কাঁচের টুকরা, কাঁচ, শিশি, বোতল, কাঁচপাত্র)। ইহাতে পানীয় অবস্থান করে বলিয়া এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মর্ম নিয়াছেন। আর ইহা কমনীয় পরোক্ষ ইঙ্গিত। কেননা, মহিলারা কমনীয়তায়, নম্রতায় এবং কাঠামোগত দুর্বলতায় কাঁচের সাদৃশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদের মর্ম নির্ণয়ে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন অভিমত দিয়াছেন। আল্লামা খাত্তাবী প্রমুখ বলেন, আনজাশাহ হাঁকানোর মধ্যে তীব্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর উট তাহার গীত শ্রবণের প্রচন্ডতার সহিত চলিতেছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করিয়াছিলেন যে, ইহাতে মহিলারা ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে। তাই তিনি তাহাকে ধীরে ধীরে উট হাঁকাইতে নির্দেশ দিলেন। যেমন কাঁচ পাত্রসমূহবাহী উটের ব্যাপারে করা হইয়া থাকে।

আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আনজাশাহ ছিলেন সুন্দর স্বরের অধিকারী। আর প্রায়শ প্রেমকাব্য বিশিষ্ট কবিতাসমূহ সুর করিয়া পরিবেশন করা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করিয়াছিলেন যে, মহিলারা যদি সুর করিয়া পরিবেশনকৃত উট হাঁকাইয়া নেওয়ার গীত শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহাদের অন্তরসমূহে কোন প্রকার ফিতনায় সমাবৃত হইতে পারে। ফলে তিনি তাহাকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং কাঁচপাত্রবাহী উট দ্রুত হাঁকানোর দ্বারা কাঁচপাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সহিত সুন্দর স্বরের মাধ্যমে গাহিয়া যাওয়া গীতের প্রভাবে মহিলাদের সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যাওয়াকে উপমা দিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আর ইহাকেই কথার সহিত অধিক সাদৃশ্য গণ্য করিয়াছেন। -(ঐ)

(৫৯০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ.

(৫৯০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী' আতাকী, হামিদ বিন উমর ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯০৩) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ "وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ". قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

(৫৯০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণের কাছে তাশরীফ আনিলেন। আনজাশাহ নামক একজন উট চালক (গীত গাহিয়া) তাঁহাদের উট হাঁকাইতেছিল, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমার জন্য আফসোস, হে আনজাশাহ! কাঁচপাত্রসমূহ নিয়া ধীরে ধীরে চল। আবূ কিলাবা (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি কথা বলিয়াছেন যাহা তোমাদের কেহ বলিলে তাহাকে দোষারোপ করা হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ (তাহাকে দোষারোপ করা হইত)। আবূ কিলাবা (রহ.)-এর উক্তির দিক নির্দেশনার ব্যাপারে শারেহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, আবূ কিলাবা (রহ.) তো ইহা ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন। কেননা, তাহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা অবলম্বন এবং বাতিলের সহিত হকের বিরোধিতা ছিল। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেক বস্তুতে আপত্তি উত্থাপন করিত। কাজেই এই কথাটি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারও হইত তাহা হইলে তোমাদের স্বভাব মতে তাহাকে দোষারোপ করিতে। কিন্তু এখন আর তোমাদের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কেননা, এই কথাটি এমন মহান ব্যক্তিত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে যিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) افصح الفصحاء (শুদ্ধভাষীগণের মধ্যে অধিকতর শুদ্ধভাষী) ছিলেন।

আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ আবূ কিলাবা (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে, এই রূপকালঙ্কার ব্যবহার অলঙ্কার শাস্ত্রে বাগ্মিতাপূর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সম্ভব হইয়াছে। আর যদি অন্য কাহারও হইতে প্রকাশিত হইত যাহা অলঙ্কার শাস্ত্রে বাগ্মিতা নাই তাহা হইলে তাহাকে দোষারোপ করা হইত। তিনি বলেন, এই মর্মই আবূ কিলাবা (রহ.)-এর পদমর্যাদার উপযুক্ত।

তবে আবূ কিলাবা (রহ.)-এর কথাটির অপর একটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ দ্বারা ইশারা করিয়াছেন যে, সুর দিয়া কবিতা পরিবেশনের দ্বারা দ্রুত মহিলাদের উপর প্রভাব করিয়া ফেলে, তাহারা ফিতনায় সমাবৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে জনগণের সামনে ঘোষণা করিয়া দেওয়া উত্তম বিবেচিত নহে। আর প্রায়শই লোকেরা ইহা উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো সংশোধক ও প্রচারক হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা উল্লেখ করিতে লজ্জা বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) আবূ কিলাবা (রহ.)-এর কথাকে এই অর্থের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, এই হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) উট চালনায় কবিতা আবৃত্তি করা জায়িয। (খ) মহিলাদের নিয়া সফর করা এবং مجاز (পরোক্ষ, রূপক) ব্যবহার জায়িয। (গ) পুরুষদের হইতে এবং তাহাদের কথা শ্রবণ হইতে দূরে থাকা চাই। তবে যদি ওয়ায-নসীহত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে পারে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৮, নওয়াভী ২:২৫৬)

(৫৯০৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَىْ أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

(৫৯০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের সহিত

ছিলেন এবং একজন উট চালক তাঁহাদের উট হাঁকাইতেছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আনজাশাহ! কাঁচপাত্র নিয়া (সতর্কতার সহিত) হাঁকাও।

(৫৯০৫) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ " . يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ .

(৫৯০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সুকণ্ঠ উট চালনার গায়ক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন : ধীরে ধীরে হাঁকাও, হে আনজাশাহ! কাঁচপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিও না অর্থাৎ দুর্বল মহিলারা (পড়িয়া যাইতে পারে)।

(৫৯০৬) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ .

(৫৯০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ‘একজন সুকণ্ঠ উট চালনার গায়ক’ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ و تواضعه لهم

অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণ, তাঁহার মাধ্যমে বরকত লাভ এবং তাহাদের জন্য তাঁহার বিনয়ভাব দেখানো-এর বিবরণ

(৫৯০৭) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

(৫৯০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুজাহিদ বিন মূসা, আবূ বকর বিন নযর বিন আবূ নযর এবং হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায আদায় করিতেন তখন মদীনার খাদিমরা (বরকত লাভের উদ্দেশ্যে) তাহাদের পাত্রসমূহে করে পানি নিয়া আসিত। তাঁহার কাছে পাত্র আনা হইলে তিনি উহাতে হাত মুবারক ডুবাইয়া দিতেন। আর প্রায়শ শীতের সকালেও তিনি উহাতে হাত মুবারক ডুবাইয়া দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ (প্রায়শ শীতের সকালেও তিনি উহাতে হাত মুবারক ডুবাইয়া দিতেন)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচন্ড ঠান্ডায়ও নিজ সাহাবীগণের প্রত্যাশা পূরণে বাধা হইত না। তাঁহাদের প্রয়োজন পূরণে নিজে কষ্ট স্বীকার করিতেন। আর তাঁহারাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর স্পর্শ দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইহা করিতেন এবং তিনিও স্বীয় মুবারক হাত উহাতে ডুবাইয়া দিতেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরণের বরকত লাভের নিয়ত করা জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৩৯)

(৫৯০৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلٍ.

(৫৯০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি দেখিয়াছি ক্ষৌরকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুন্ডাইতেছেন আর সাহাবীগণ তাঁহার চারিপাশ ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা চাহিতেন যে, কোন চুল মুবারক যেন মাটিতে পতিত না হয়; বরং কাহারও না কাহারও হাতে পড়ে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ আয়িম্মায়ে সিত্তার মধ্য হইতে একমাত্র ইমাম মুসলিম সংকলন করিয়াছেন। আর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের ৩:১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, এই হাদীছ সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল দ্বারা বরকত লাভ হয়। আর ইহা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মীনায় মুন্ডানো) স্বীয় চুলসমূহ সাহাবীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। আর ইহা তো কেবলমাত্র বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল। এই হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের চুল পাক। -(তাকমিলা ৪:৫৪০)

(৫৯০৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَ فِي عَقْلِهَا شَىْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ "يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ". فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

(৫৯০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলার আকলের মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমার প্রয়োজন আছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে অমুকের মা! তুমি (রাস্তার পাশে) কোন গলি দেখিয়া নাও। আমি তোমার কাজের আঞ্জাম দিয়া দিব। অতঃপর তিনি কোন এক (চলাচল) পথের (পাশে) নিরিবিলি স্থানে তাহার দেখা হইলে সে তাহার প্রয়োজন সারিয়া নিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফের الادب অধ্যায়ে باب الجلوس فى الطرقات এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪০)

فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ (অতঃপর তিনি কোন এক পথের নিরিবিলিতে তাহার সহিত দেখা হইলে সে তাহার প্রয়োজন সারিয়া নিল)। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার সহিত চলাচল রাস্তার কোন এক পাশে নিরিবিলিতে তাহার প্রয়োজন পূর্ণ এবং ফাতওয়া দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আর ইহা আজনবিয়া মহিলার সহিত একান্তে দন্ডায়মান নহে। কেননা, ইহা লোকদের চলাচল রাস্তায় এবং তাহাদের প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সে (মহিলা) ছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাহাদের আলোচনা শুনে নাই। আর এই হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৯৬৮)

بَابُ مُبَاعَدَتِهِ لِلآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلّٰهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহের কর্ম হইতে দূরে থাকা এবং মুবাহ কাজের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করা, নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ না নেওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা হানিকর ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করা-এর বিবরণ

(৫৯১০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৫৯১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হইত, তখন তিনি সহজটি গ্রহণ করিতেন। যদি না উহা দোষের হইত। আর যদি উহা দূষণীয় হইত, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে সকলের চাইতে অধিকতর দূরে থাকিতেন। নিজের ব্যাপারে কখনও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না, তবে যদি মহিমান্বিত আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হইত (তাহা হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب صفة النبى المناقب অধ্যায়ে باب اقامة الحدود অধ্যায়ে এবং باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا الادب অধ্যায়ে বং صلى الله عليه وسلم এবং باب كم التعزير و الادب ও باب اقامة الحدود এ রহিয়াছে। আর আবূ দাউদ গ্রন্থে الادب অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪১)

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হইত)। প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে দুন্‌ইয়াবী বিষয়সমূহে ইখতিয়ার। অর্থাৎ যখনই লোকদের কেহ তাঁহাকে দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিত কিংবা দুইটি বিষয়ের মধ্যে তাঁহার দ্বিধা সৃষ্টি হইত, তখন তিনি এতদুভয়ের সহজটি গ্রহণ করিতেন যদি না উহা দোষের (পাপের) কর্ম হইত। আর কতিপয় আলিম ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দুইটি বিষয়ের মধ্যে ইখতিয়ার দিতেন তখন তিনি এতদুভয়ের মধ্য হইতে সহজটি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার উপর مالم يكن اثما (যদি না উহা দোষের (পাপের কর্ম) হইত) দ্বারা প্রশ্ন হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এমন দুইটি বিষয়ে ইখতিয়ার দিতে পারেন না, যাহার একটি পাপ। তাঁহাদের পক্ষে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে দুইটি মুবাহ বিষয়ে ইখতিয়ার দেওয়া, যাহার একটি পাপের দিকে টানিয়া নেওয়ার আশংকা থাকে। ফলে তিনি সেইটি ইখতিয়ার করেন যাহা পাপের দিকে নিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর অপরটি বর্জন করিতেন।

যাহা হউক প্রত্যেক ব্যাখ্যা মতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সহজ বিষয়টি ইখতিয়ার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। আর প্রকৃতপক্ষে তিনি সহজটি ইখতিয়ার করিতেন। ইহা আল্লাহ তা'আলার সামনে দাসত্ব

ও বিনয় প্রদর্শন করার অধিক অনুকূলে। কেননা, যেই ব্যক্তি অধিকতর কঠিন ও জটিলতর বিষয়টি গ্রহণে প্রাধান্য দেয়, সে যেন নিজেকে বীর্যশালী ও শক্তিশালী বলিয়া দাবী করে। আর ইহা দাসত্ব ও বিনয়ের চাহিদার বিপরীত। অধিকন্তু কঠিনতর বিষয়টি গ্রহণের দ্বারা নিজেকে এমন কাজসমূহে পতিত করা হয়, যাহা প্রায়শ মানুষ করিতে অক্ষম হয়। আর ইহা 'হক্কুন নফস'-এর বিপরীত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫৯১১) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلٍ بْنِ شِهَابٍ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৫৯১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন আবদা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي رِوَايَةِ فُضَيْلٍ بْنِ شِهَابٍ (ফুযায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে : ইবন শিহাব)। অর্থাৎ রাবী ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহ.) যুহরীর নাম : মুহাম্মদ বিন শিহাব (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। আর রাবী জারীর (রহ.) তাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন 'মুহাম্মদ যুহরী' নামে।

(৫৯১২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

(৫৯১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যখন এমন দুইটি বিষয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হইত যাহার একটি অপরটি হইতে সহজ, তখন তিনি সহজটিকেই গ্রহণ করিতেন, যদি উহা দোষের না হইত। আর দুষণীয় হইলে তিনি উহা হইতে সর্বাধিক দূরে থাকিতেন।

(৫৯১৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ أَيْسَرَهُمَا. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

(৫৯১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে أَيْسَرَهُمَا (এতদুভয়ের সহজটি) পর্যন্ত রিওয়ায়ত করেন। আর তাহারা উভয়ে ইহার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই।

(৫৯১৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৫৯১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার

নিজ হাতে কোন দিন কাহাকেও মারেন নাই, কোন স্ত্রীলোককেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত। আর যে তাঁহার ক্ষতি করিয়াছে, তাহার হইতে প্রতিশোধও গ্রহণ করেন নাই। তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর মর্যাদা হানিকর কোন কিছু করিলে তিনি উহার প্রতিশোধ নিয়াছেন।

(৫৯১৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(৫৯১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা এই সনদে একে অপর হইতে কিছু অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِينِ مَسِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দেহের সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমলতা-এর বিবরণ

(৫৯১৬) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الأُولَى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي - قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

(৫৯১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন হাম্মাদ বিন তালহা কান্নাদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত যোহরের নামায আদায় করিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন, আমিও তাঁহার সহিত বাহির হইলাম। সামনে কয়েকটি শিশু আসিল, তিনি একজন একজন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের গালে হাত বুলাইলেন। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, তিনি আমার গালেও হাত বুলাইলেন। আমি তাঁহার (মুবারক) হাতে এমন শীতলতা ও সুরভী পাইয়াছি যেন তিনি আতরওয়ালার পাত্রে পতিত হাত বাহির করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ (আমর বিন হাম্মাদ বিন তালহা কান্নাদ রহ.)। اَلْقَنَّادُ শব্দটির ق বর্ণে যবর ن বর্ণে তাশদীদসহ القند (মিছরী) বিক্রেতার দিকে সম্বন্ধ। আর القند হইল السكر (চিনি, মিছরী)। -(আল আনসার লি সুমআনী)। আল্লামা ইবন মুঈন ও আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, তিনি অতিশয় সত্যবাদী। আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, তিনি রাফিযীদের একজন ছিলেন। হযরত উছমান (রাযি.) সম্পর্কে আপত্তিমূলক কথা বলিলে তাহাকে সুলতান ডাকিয়া পাঠান তখন তিনি পালাইয়া যান। আর আল্লামা মুতীন (مطين) বলেন, তিনি ছিকাহ ছিলেন। তিনি হিজরী ২২২ সনের সফর মাসে ইনতিকাল করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাহার হইতে দুইখানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আবূ দাউদ ও নাসাঈ গ্রন্থে তাহার বর্ণিত রিওয়ায়ত আছে। -(আত-তাহযীব ৭:২৩, তাকমিলা ৪:৫৪২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া আয়িম্মায়ে সিত্তার আর কেহ সংকলন করেন নাই। -(তাকমিলা ৪:৫৪৩)

اضافة صَلَاةُ الْأُولٰى (যোহরের নামায)। ইহা الموصوف (বিশেষিত)কে الصفة (বিশেষণ)-এর দিকে (সংযোজন) করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে صلاة الظهر (যোহরের নামায)। -(তাকমিলা ৪:৫৪৩)

يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ (তিনি একজন একজন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের গালে (মুবারক) হাত বুলাইলেন)। তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনে এবং তাঁহার মুবারক হাতের বরকত তাহাদেরকে প্রদানের জন্য। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৪:৫৪৩)

مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ (আতরওয়ালার পাত্র হইতে)। جُؤْنَة শব্দটির ج বর্ণে পেশ همزه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর হালকাভাবে পঠনও জায়িয আছে। আর উহা হইল আতরওয়ালার সামগ্রীতে পতিত বস্তু। -(ঐ)

(৫৯১৭) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ- عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ أَنَسٌ مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৯১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর দেহ মুবারক) হইতে অধিক সুগন্ধিময় কোন আম্বর, মিশ্ক কিংবা অন্য কোন বস্তুর ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করি নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর দেহ মুবারক) হইতে অধিক কোমল কোন মিহি রেশমী বা রেশমী বস্ত্র আমি স্পর্শ করি নাই।

(৫৯১৮) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৯১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর দারিমী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন। তাঁহার ঘাম যেন মুক্তা। যখন তিনি পদব্রজে চলিতেন তখন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতেন। আমি মিহি কোন রেশমী কাপড় বা রেশমী বস্ত্রকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতের তালুর মত মোলায়েম পাই নাই। আর মিশ্ক ও আম্বরের মধ্যেও আমি ঐ সুগন্ধ পাই নাই যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দেহে পাইয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে البر والصلة অধ্যায়ে باب ما جاء فى خلق النبى صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪৪)

أَزْهَرَ اللَّوْنِ (ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের)। তাহা হইল الابيض المستنير (আলোকোদ্ভাসিত শ্বেতবর্ণ)। আর ইহাই বর্ণসমূহের মধ্যে অধিকতর সুন্দর বর্ণ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৪)

كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ (তাঁহার ঘাম যেন মুক্তা)। অর্থাৎ নির্মলতা ও শুভ্রতায়। -(তাকমিলা ৪:৫৪৪)

إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ (যখন তিনি পদব্রজে চলিতেন তখন সামনের দিকে ঝুকিয়া চলিতেন)। تَكَفَّأَ শব্দটি همزه সহ পঠিত। আবার همزه বিহীন হালকাভাবে পঠন হয়। কতিপয় ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, ডানে-বামে ঝুঁকিয়া চলা।

যেমন নৌকা ডানে-বামে ঝুঁকিয়া চলে। কিন্তু আল্লামা আযহারী (রহ.) বলেন, ইহা ভুল। কেননা, ইহা অহঙ্কারীর বৈশিষ্ট্য। বস্তুতভাবে ইহার মর্ম হইতেছে তিনি পদব্রজে চলিবার সময় সম্মুখপানে ঝুঁকিয়া চলিতেন। -(ঐ)

دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً (মিহি রেশমী কাপড় বা রেশমী বস্ত্রকেও ... পাই নাই। ইহা خاص (বিশেষ)-এর عام (ব্যাপক) ব্যবহারের শ্রেণীভুক্ত। কেননা, الديباج (মিহি রেশমী কাপড়) ও الحرير (রেশমী বস্ত্র)-এর এক প্রকার। -(তাকমিলা ৪:৫৪৪)

أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতের তালুর মত মোলায়েম ...)। ইহা সেই রিওয়ায়তের বিপরীত নহে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, انه صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতদ্বয়ের তালুদ্বয় পুরু ছিল)। আর الشثن এর ব্যাখ্যা الغليظ (মোটা, পুরু, শক্ত) দ্বারা করা হইয়াছে। কেননা তাঁহার মুবারক হাতের তালু গোশত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার মুবারক হাতের তালু অতিশয় স্থূলকায় হওয়া সত্ত্বেও খুবই কোমল ছিল। -(ঐ)

بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘামের সুগন্ধি ও উহা দ্বারা বরকত লাভ-এর বিবরণ

(৫৯১৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ". قَالَتْ هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

(৫৯১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন এবং দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিলেন। তিনি ঘামিতেছিলেন আর আমার মা একটি শিশি নিয়া তাহা মুছিয়া মুছিয়া উহাতে ভর্তি করিতে লাগিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগিয়া গেলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি ইহা কি করিতেছ? আমার মা বলিলেন, ইহা আপনার (মুবারক) ঘাম, যাহা আমরা সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করি। আর ইহা তো সকল সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ ইমাম বুখারী (রহ.) الاستئذان অধ্যায়ে باب من زار قوما فقال عندهم এ আছে। আর নাসাঈ শরীফের الزينة অধ্যায়ে باب ما جاء في الانطاع এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪৫)

فَقَالَ عِنْدَنَا (আমাদের এইখানে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিলেন)। অর্থাৎ نام (নিদ্রা গেলেন) আর এই قال শব্দটি قال - يقيل - قيلولة হইতে উদ্ভূত। قيلولة শব্দের অর্থ মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম। আর قال - يقول হইল القول হইতে উদ্ভূত। القول অর্থ কথা, উক্তি, বাণী, বচন, প্রতিশ্রুতি, বক্তব্য, বর্ণনা, মত।

আল্লামা আল মাহলাব (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিবর্গের জন্য বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোকজনের বাড়ীতে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নেওয়া শরীআতে বৈধ। কেননা, ইহা দ্বারা হৃদ্যতা স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ভালোবাসা জোরদার হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৪৫)

فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ (তখন তিনি তাহা মুছিয়া মুছিয়া সংগ্রহ করিতেছিলেন)। تَسْلُتُ শব্দটির ل পেশ বা যের দ্বারা পঠিত। سلت (মুছিয়া ফেলা, টানিয়া বাহির করা) হইতে مضارع -এর সীগা। অর্থাৎ যখন কোন বস্তু টানিয়া বাহির করা হয় আর القصعة হইল আঙ্গুল দ্বারা মুছিয়া আনা হয়। -(কামূস)-(তাকমিলা ৪:৫৪৫)

(৫৯২০) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ - قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ - قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ". فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ "أَصَبْتِ".

(৫৯২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাযাঈ বোন) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর ঘরে যাইতেন এবং তাহার বিছানায় নিদ্রা যাইতেন। আর তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) তখন ঘরে থাকিতেন না। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, একদা তিনি তাশরীফ আনিলেন এবং তাঁহার বিছানায় বিশ্রাম নিলেন। অতঃপর তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) আসিলে তাহাকে কেহ উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার ঘরে তোমার বিছানায় নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তিনি (আমার মা উম্মু সুলায়ম (রাযি.) ইহা শুনিয়া ঘরে) প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি ঘামিতেছেন আর তাহার ঘাম চামড়ার বিছানায় জমিয়াছে। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) তাহার কৌটা খুলিলেন এবং সেই ঘাম মুছিয়া মুছিয়া (জমা করিয়া) শিশিতে ভর্তি করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি করিতেছ? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের শিশুদের বরকতের প্রত্যাশায় নিতেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তুমি ঠিক করিতেছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا(এবং তাঁহার বিছানায় নিদ্রা যাইতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, "তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহরাম ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাহরাম মহিলাদের কাছে যাওয়া এবং তাহাদের ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।" সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা তিনি ইতোপূর্বে বর্ণিত الامارة অধ্যায়ে باب عزوالبحر এর দিকে ইশারা করিয়াছেন যে, উম্মু হারাম বিনত মিলহান (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাযাঈ (দুধ পান সম্পর্কীয়) বোন ছিলেন। আর এই উম্মু সুলায়ম (রাযি.) হইলেন উম্মু হারাম (রাযি.)-এর বোন। কাজেই উম্মু হারাম (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে যেই হুকুম উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর ক্ষেত্রেও সেই হুকুম প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৬, নওয়াভী ২:২৫৭)

وَلَيْسَتْ فِيهِ (আর তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) তখন ঘরে থাকিতেন না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপরের মালিকানা বস্তু ব্যবহারে প্রচলিত অনুমতিই যথেষ্ট। যদি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, মালিক ইহা অপছন্দ করিবে না; বরং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করিবে। -(তাকমিলা ৪:৫৪৬)

وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ (আর তাঁহার ঘাম (চামড়ার বিছানার উপর) জমিয়াছে)। আসলে الاستنقاء হইল ফল প্রভৃতি হইতে নির্যাস বাহির করা এবং উহা জমায়েত করা। -(তাকমিলা ৪:৫৪৬)

فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا (তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) তাহার কৌটা খুলিলেন)। عتيدة শব্দটির ع বর্ণে যবর ت বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ হইবে ছোট বাক্স-এর অনুরূপ, যাহাতে মহিলারা নিজেদের মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী রাখে। আর ইহা العتاد (সরঞ্জাম, সম্ভার, সামগ্রী) হইতে গৃহীত। আর ইহা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত। -(তাকমিলা ৪:৫৪৬)

فَفَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন)। الفزع শব্দের অর্থ استيقظ من نومه (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিদ্রা হইতে জাগ্রহ হইলেন, সজাগ হইলেন)। -(নওয়াভী ২:২৫৭)

نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا (আমাদের শিশুদের বরকতের প্রত্যাশায় নিতেছি)। ইহা ইতোপূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়ত هذا عرقك نجعله في طيبا (ইহা আপনার ঘাম, যাহা আমরা সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করি)-এর বিপরীত নহে। কেননা, তিনি (উম্মু সুলায়ম) দুইটি কাজের জন্যই জমা করিয়াছিলেন। ফলে এক রাবী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন অপর রাবী তাহা উল্লেখ করেন নাই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ اصبت (তুমি সঠিক করিতেছ)। ইহা দলীল যে, আম্বিয়া (আ.) এবং নেককারগণের চিহ্ন দ্বারা বরকত লাভ করা জায়িয। যদি ইহা শিরকে সমাবৃত না করে। আলহামদুলিল্লাহ এই মাসয়ালার বিস্তারিত আলোচনা الامارة (প্রশাসন) অধ্যায়ে গিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪৬)

(৫৯২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نَطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا" . قَالَتْ عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي.

(৫৯২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মু সুলায়ম (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে তাশরীফ নিতেন এবং দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিতেন। উম্মু সুলায়ম (রাযি.) তাঁহার জন্য একটি চামড়া বিছাইয়া দিলে তিনি উহার উপর দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম (قيلولة) করিতেন। তিনি খুব ঘামিতেন আর উম্মু সুলায়ম (রাযি.) উহা জমা করিতেন এবং সুগন্ধির শিশিসমূহে উহা রাখিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহা দেখিয়া) ইরশাদ করিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! ইহা কী? তিনি আরয করিলেন, আপনার ঘাম, আমি ইহা সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া রাখি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَطْعًا শব্দটি ن বর্ণে যের ط বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ চামড়ার বিছানা।

أَدُوفُ بِهِ طِيبِي (আমি ইহা সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া রাখি)। أَدُوفُ শব্দটি অধিকাংশ রিওয়ায়তে د দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ اخلط (আমি মিশ্রিত করি)। -(নওয়াভী ২:২৫৭)

কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৭২ পৃষ্ঠায় দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা ذ দ্বারা পঠিত। আর আল্লামা ফিরোজাবাদী (রহ.) ذ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আল-কামূস ৩:১৪০ পৃষ্ঠায় বলেন, الدوف হইল الخلط والبل بماء ونحوه (পানি প্রভৃতির সহিত সিক্ত ও সংমিশ্রণ করা। -(তাকমিলা ৪:৫৪৮)

بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَرْدِ وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

অনুচ্ছেদ ঃ শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ওহী আসিলে তিনি ঘামিয়া যাইতেন-এর বিবরণ

(৫৯২২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا .

(৫৯২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, শীতের দিনের সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী নাযিল হইত অতঃপর তাঁহার মুবারক কপালে প্রবাহিত হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الوحى অনুচ্ছেদে এবং بدء الخلق অধ্যায়ে باب ذكر الملائكة এ আছে। আর তিরমিযী শরীফের المناقب অধ্যায়ে এবং নাসায়ী শরীফে الافتتاح অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৪৭)

إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ (শীতের দিনের সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী নাযিল হইত)। لَيُنْزَلُ শব্দটি المجهول কিংবা المعروف এর সীগা। ইহা দ্বারা মর্ম نزول الوحى (ওহী নাযিল হওয়া)। আর إن শব্দটি المثقلة (ভারাক্রান্ত) হইতে مخففة (হালকাকৃত) রূপে পঠিত। -(তাকমিলা ৪:৫৪৮)

ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا (অতঃপর তাঁহার মুবারক কপালে ঘাম প্রবাহিত হইত)। অর্থাৎ সাক্ষাতের প্রচন্ডতার কারণে ছিল, যাহা ওহী গ্রহণ করার কষ্ট হইতে সৃষ্ট হইত। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد- فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا (আমি প্রচন্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, ওহী শেষ হইলেই তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়িত)। হযরত আয়িশা (রাযি.) এই উক্তি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিলরত অবস্থায় ভোগান্তি যাহা দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর প্রচণ্ড শীতের দিনে ঘাম ঝরিয়া পড়া স্বাভাবিকতর বিপরীত হওয়াই অত্যধিক কষ্ট-ক্লান্তি সহ্য করার প্রমাণ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৮)

(৫৯২৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ "أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُولُ".

(৫৯২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ বিন হিশাম (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাছে কীভাবে ওহী আসে? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন : কোন কোন সময় উহা ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর ইহা আমার উপর অধিক কষ্টদায়ক হয়। অতঃপর ওহী থামিয়া যায়, আর আমি তাহা মুখস্থ করিয়া নেই। আবার কখনও এক ফিরিশতা পুরুষের আকৃতিতে (ওহী নিয়া) আসেন এবং তিনি যাহা বলেন আমি তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ (হারিছ বিন হিশাম রাযি.) আল-মাখযূমী। তিনি আবূ জাহলের সহোদর ভাই। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তিনি সম্মানিত সাহাবীগণের একজন ছিলেন। সিরিয়া বিজয়ে শাহাদাত বরণ করেন। -(তাকমিলা ৪:৫৪৮)

ص يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (উহা ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে)। الصلصلة শব্দটি উভয় ص বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আসলে ইহা কতিপয় লৌহা কতিপয়ের উপর পতিত হওয়ার ধ্বনি। অতঃপর ইহা প্রত্যেক ধ্বনিত হওয়া (বাজিয়া উঠা)-এর উপর প্রয়োগ হয়। আর কেহ বলেন, ইহা একের পর এক অবিরাম আসা ধ্বনি (আওয়াজ) যাহা প্রথমবারের মত উপলব্ধি করা যায় না।

উপমার ক্ষেত্রে (وجه التشبيه) বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উপমাটি ধ্বনিত হওয়ার সহিত নহে; বরং ইহার প্রচণ্ডতা এবং একের পর এক অবিরাম আওয়ায হওয়ার সহিত। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একের পর এক আওয়াজ শ্রবণ করিতেন। আর ইহা প্রথম শ্রবণে স্পষ্ট বর্ণনা করিতে পারিতেন না, এমনকি তিনি পরে বুঝিয়া নিতে পারিতেন। আর কেহ বলেন; বরং ফিরিশতার পাখার হালকা আওয়াজ। ওহী নাযিলের পূর্বে এই ধ্বনির হিকমত হইতেছে যে, যাহাতে কান ওহীর ধ্বনি শ্রবণ মনোযাগী হইয়া যায় আর কানে শুধু উহাই ধ্বনিত হয় এবং অন্যকোন ধ্বনি অবশিষ্ট না থাকে।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই উপমার সূক্ষ্ম দিক-নির্দেশনা উহাই দেখিয়াছি যাহা শায়খ মুহিউদ্দীন বিন আরাবী (রহ.) লিখিয়াছেন : উহা হইতেছে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-এর ধ্বনি যাহা প্রত্যেক দিক হইতে শোনা যায় এবং কোন একটি দিক নির্ধারণ করা যায় না। আর ঘণ্টার ধ্বনি তদ্রূপই। কাজেই তখন উপমার ক্ষেত্র (وجه الشبه) হইবে যে, তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কাছে সকল পার্শ্ব ও সকল দিক হইতে আসিত। ইহা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) 'ফয়যুল বারী' গ্রন্থের ১:১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর অস্পষ্ট নহে যে, এই অভিমতের দৃষ্টিতে উপমা (تشبيه) দ্বারা প্রকৃত উপমা (حقيقى تشبيه) মর্ম নহে। কেননা আল্লাহ তা'আলা উপমা হইতে পুতঃপবিত্র। আর ইহা তো উপলব্ধির নিকটবর্তী করণের মতবাদ প্রদান মাত্র। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৮)

وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ (আর ইহা আমার উপর অধিক কষ্টদায়ক হয়)। ইহা হইতে বুঝা যায় উল্লেখ্য ওহী সবই কষ্টদায়ক। কিন্তু এই বিশেষণের ওহী অত্যধিক কষ্টদায়ক। আর ইহা সুস্পষ্ট। কেননা, পরিচিত কথোপকথনে কোন ব্যক্তির কথা বুঝা হইতে ঘণ্টার ধ্বনিত হওয়ার ন্যায় আওয়াজ হইতে কোন কথা বুঝিয়া নেওয়া অধিক কঠিন। ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, রীতিসিদ্ধ নিয়ম হইল বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা, আর এই স্থানে ইহা হয়তো রূহানিয়াত প্রাধান্য হওয়ার মাধ্যমে শ্রোতা প্রবক্তার গুণে গুণান্বিত হওয়া। আর ইহা প্রথম প্রকার। কিংবা প্রবক্তা শ্রোতার গুণে গুণান্বিত হওয়া। আর ইহা হইল মানবাকৃতি ধারণ করা। ইহা দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকার নিঃসন্দেহে অধিক কষ্টদায়ক। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:২০ পৃষ্ঠায় অনুরূপ লিখিয়াছেন। আর সঠিক হইতেছে যে, অনুরূপ কথার মর্মার্থ আকলসমূহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন উহার বিস্তারিত খোঁজাখুঁজিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এই সকল অবস্থা তো কেবল অনুশীলন দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে ইহার কোন রাস্তা নাই। আর না এই বিষয়ে অনুমান করার দ্বারা মূল্যায়ন করার অবকাশ আছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৯)

ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي (অতঃপর ওহী থামিয়া যায়)। يَفْصِمُ শব্দটির ى বর্ণে যবর ص বর্ণে যের দ্বারা معروف হিসাবে পঠিত। অর্থাৎ আমাকে যাহা আচ্ছাদিত করিত তাহা অপসারণ হইয়া দীপ্তি হইত। কতিপয় রাবী ইহাকে ى বর্ণে পেশ দ্বারা الافصام হইতে مجهول হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। মূলতঃ الفصم হইল القطع (কর্তন, ছিন্ন করণ, বন্ধকরণ)। আর কেহ বলেন, الفصم শব্দটি ف দ্বারা পঠনে বিচ্ছেদবিহীন কর্তন করা। আর القصم (ق দ্বারা)

পঠনে বিচ্ছেদসহ কর্তন করা। কাজেই এই স্থানে الفصم শব্দ উল্লেখ করিয়া ইশারা করা হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আ.) তাঁহার হইতে পৃথক হইয়াছেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন। এতদুভয়ের সম্পর্ক স্থিতি রহিয়াছে। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ৪:৫৪৯)

مَلَكٌ فِى مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ (পুরুষের আকৃতিতে এক ফিরিশতা আসেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে : يتمثل لى الملك رجلا (ফিরিশতা পুরুষের আকৃতিতে আমার সহিত ...)। এই স্থানে ফিরিশতা দ্বারা জিবরাঈল (আ.) মর্ম। যেমন কতিপয় রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রমাণ যে, ফিরিশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিতে পারে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:২১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, সঠিক হইতেছে ফিরিশতা পুরুষের আকৃতি ধারণের এই অর্থ নহে যে, ফিরিশতা সত্তাগতভাবে পরিবর্তন হইয়া পুরুষ লোক হইয়া যায়; বরং ইহার অর্থ এই যে, তিনি সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত আকৃতিতে প্রকাশিত হইতেন। আর এই প্রকাশের দ্বারা সত্তা দূর হইত না; বরং দ্রষ্টার দৃষ্টিতে গোপন হইত। আর প্রকাশ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে التمثل (দেখা দেওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, আকৃতি ধারণ করা, অনুরূপ করা) শব্দটি হাকীকত পরিবর্তনের শ্রেণীভূক্ত নহে। ইহা তো পুরুষের প্রতিচ্ছবিতে প্রকাশিত হওয়া মাত্র। তাঁহার সৃষ্টির হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৪৯)

(৫৯২৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ.

(৫৯২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হইত তখন ইহাতে তাঁহার খুবই কষ্ট হইত এবং তাঁহার চেহারা মুবারক মলিন হইয়া যাইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (তখন ইহাতে তাঁহার খুবই কষ্ট হইত এবং তাঁহার চেহারা মুবারক মলিন হইয়া যাইত)। كُرِبَ শব্দটির ك বর্ণে পেশ ر বর্ণে যেরসহ পঠিত। অর্থাৎ اصابه كرب (তাঁহার খুব কষ্ট হইত)। আর تربد এর অর্থ علته غبرة (তিনি ধূলির রং ধারণ করিতেন)। আর الربد হইল সাদা রং পরিবর্তন হইয়া কাল রং ধারণ করা। আর ওহীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার এই অবস্থা সৃষ্টি হইত। -(তাকমিলা ৪:৫৫০)

(৫৯২৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ فَلَمَّا أُتْلِىَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

(৫৯২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন ওহী নাযিল হইত, তখন তিনি মাথা নীচু করিয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার সাহাবীগণও মাথা নীচু করিতেন। অতঃপর যখন ওহী (অবতরণ) শেষ হইয়া যাইত, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক উঠাইতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمَّا أُتْلِىَ عَنْهُ (অতঃপর যখন ওহী (অবতরণ) শেষ হইয়া যাইত)। বর্তমানে নুসখায় অনুরূপ আছে। اتلى শব্দটি همزه বর্ণে পেশ ت বর্ণে সাকিন ও ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। الإتلاء (পিছনে রাখা, আগে যাওয়া, অনুগামী

করা) হইতে مجهول এর সীগা। প্রকাশ্য যে, ইহার অর্থ خلى وترك (বন্ধ করা, ছুড়িয়া দেওয়া, খালি করা, বিরত হওয়া এবং ছাড়িয়া দেওয়া) কিংবা انقطع الوحى (ওহী শেষ হওয়া)। আর কতিপয় রিওয়ায়তে أجلى جلواء (সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, উজ্জ্বল) এবং اجلاء (দূরীভূত করা, অপসারণ করা) হইতে। আর কতিপয় রিওয়ায়তে إنجلى (স্পষ্ট হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, দূরীভূত হওয়া, অবসান হওয়া) হইতে। আর ইহাই অধিক স্পষ্ট। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে اتلى শব্দটি অভিধানের দৃষ্টিতে উপযোগী নহে। আর ইহাই আল্লামা আল-মাযরী (রহ.)-এর কথা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। -(শরহুল উবাই, তাকমিলা ৪:৫৫০)

بَابُ صفة شعره صلى الله عليه وسلم وحليته

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ, গুণাবলী ও আকৃতি-এর বিবরণ

(৫৯২৬) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

(৫৯২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ তাহাদের কেশ কপালের উপর ঝুলাইয়া রাখিত। আর মুশরিকরা সিঁথি কাটিত। যেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কোন আদেশ আসিত না, সেই বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবগণের অনুসরণ করা পছন্দ করিতেন। তাই তিনি স্বীয় কেশ মুবারক কপালে ঝুলাইয়া রাখিতেন। আর পরবর্তীতে সিঁথি কাটিতে থাকিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب المناقب অধ্যায়ে باب اتيان البهود النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مناقب الانصار অধ্যায়ে এবং صفة النبى صلى الله عليه وسلم المدينة এবং اللباس অধ্যায়ে باب الفرق এর মধ্যে আছে। আর ইবন মাজা গ্রন্থে اللباس অধ্যায়ে আছে। -(ঐ)

يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ (তাহাদের কেশগুলি কপালের উপর ঝুলাইয়া রাখিত)। يَسْدُلُونَ শব্দটির د বর্ণে যের দ্বারা পঠিত, পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয। অর্থাৎ يتركون شعرنا صينهم على جبهتهم (তাহারা তাহাদের কপালের কেশগুলি সম্মুখভাগের উপর ছাড়িয়া দিত)। উলামায়ে কিরাম (রহ.) বলেন, তিনি সম্মুখভাগে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে القصة (ললাটের কেশগুচ্ছ)-এর ন্যায় গ্রহণ করা। -(তাকমিলা ৪:৫৫১)

يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ (তাহারা সিঁথি কাটিত)। يَفْرُقُونَ শব্দটির ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত, তবে যের দ্বারা পঠন জায়িয। তাহা হইল কতিপয় কেশ কতিপয় কেশ হইতে পৃথক করা, যাহা মাথার কেশ দুইভাগে ভাগ হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে সিঁথি। -(তাকমিলা ৪:৫৫১)

ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ (পরবর্তীতে সিঁথি কাটিতে থাকিতেন)। এই কারণে উলামায়ে কিরাম সিঁথি কাটা সুন্নত বলেন। আর অন্যান্য কতিপয় আলিম বলেন, কেশ ঝুলাইয়া রাখা এবং সিঁথি কাটা উভয়ই জায়িয। তবে সিঁথি কাটা উত্তম। কেননা, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কর্মের শেষ কর্ম। নওয়াভী (রহ.) ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৫১)

(৫৯২৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৫৯২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم.

(৫৯২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম আকৃতির পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশী। মাথার কেশ কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত ছিল। তিনি ছিলেন লাল পোশাক পরিহিত। তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে অধিক সুন্দর কিছু আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ (বারা (রাযি.) হইতে আমি শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এবং اللباس অধ্যায়ে باب الثوب الاحمر ও باب الجعد এ আছে। আর আবূ দাউদ الترجل অধ্যায়ে, তিরমিযী المناقب অধ্যায়ে এবং নাসায়ীতে الزينة অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৫২)

رَجُلًا مَرْبُوعًا (মধ্যম আকৃতির পুরুষ)। رَجُلًا শব্দটির ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তসমূহে রহিয়াছে। আর কতিপয় রাবী ইহাকে ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ كان رجل الشعر (কোঁকড়ানো কেশ বিশিষ্ট ছিলেন) আর উহা হইল কুঞ্চিত ও সোজা ঝুলন্ত (চুল)-এর মাঝামাঝি) কতিপয় আলিম ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনকে প্রাধান্য দিয়াছেন এই ধারণায় যে, সাহাবা (রাযি.)-এর কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে رجلا (ج বর্ণে পেশ) বিশেষণে বর্ণনা করেন নাই। আর না এই হাদীছ ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়তে সাহাবা (রাযি.) হইতে অনুরূপ নকল করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপর মুল্লা আলী কারী 'শরহুশ শামায়িল' গ্রন্থে ১:১৭ লিখেন, সাহাবায়ে কিরাম হইতে ইহা বর্ণিত হওয়া অসম্ভব মনে করা যায় না। কেননা, অনুরূপ ব্যবহারের রীতি অনেক রহিয়াছে। বলা হয় رجل كريم ورجل صالح (মহৎ পুরুষ এবং পুণ্যবান পুরুষ)। আর কতিপয় আলিম প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শব্দটি কোন এক রাবী কর্তৃক সংযোজিত। এই কারণে কতক রিওয়ায়তে رجلا (পুরুষ) শব্দটি পাওয়া যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৫২)

مَرْبُوعًا (মধ্যম আকৃতি)। ইহা হইতেছে متوسط بين الطول والقصر (লম্বা এবং খাট-এর মধ্যবর্তী পরিমিত)। আর কতক হাদীছসমূহে ربعة (মাঝারি গড়নবিশিষ্ট) বর্ণিত হইয়াছে। একই অর্থে ব্যবহৃত। -(ঐ)

بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ (তাঁহার উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশী)। শায়খ কারী (রহ.) বলেন, আল্লামা কুসতুলানী (রহ.) বলেন, المنكب হইল বাহু এবং কাঁধের হাড়ের সংযোজিত স্থান। ইহার অর্থ হইতেছে পিঠের উপরিভাগ প্রশস্ত। আর তাহা বক্ষদেশ প্রশস্ত হওয়া দাবি রাখে। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বারা সামর্থ্যকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কারণ ইহা অভিজাত্যের নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৫২ সংক্ষিপ্ত)

عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ (মাথার কেশ ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত)। الْجُمَّةِ শব্দটির ج বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থাৎ كثيفها (ইহা ঘন)। আর الجمة হইল মাথার কেশ যাহা কাঁধদ্বয় পর্যন্ত

পতিত হয়। আল্লামা জাযরী (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা কাতিবা অভিধানবীদের অভিমত। আল্লামা যমখশরী (রহ.) স্বীয় 'মুকাদ্দামায়' লিখেন, الجمة হইতেছে কানের লতিকা পর্যন্ত ঝুলন্ত কেশ। আল্লামা মীরক (রহ.) বলেন, ইহা জমহুর অভিধানবিদের অভিমতের অনুকূলে। কতিপয় আলিম বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, الجمة (জুম্মা)-এর প্রাথমিক অবস্থা কানের লতিকা পর্যন্ত। পরে তাহা বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। -(তাকমিলা ৪:৫৫৩)

عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (তিনি ছিলেন লাল পোশাক পরিহিত)। الحلة শব্দটি ح বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ লুঙ্গি ও চাদর। আর দুইটি কাপড় ছাড়া حُلة নামকরণ করা হয় না। আর যাহারা পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা বৈধ বলেন তাহাদের প্রমাণ ইহাই। ইহা শাফিয়া, মালিকিয়া এবং এক জামাআত হানাফীগণের অভিমত। তবে হানাফীগণের মাশহুর অভিমত হইতেছে তাহারা পুরুষদের জন্য খাঁটি লাল কাপড় পরিধান করা মাকরূহ বলিয়াছেন। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হাসান সনদে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দুইটি লাল কাপড় পরিধানরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন এবং তাঁহাকে সালাম দিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জবাব দেন নাই। এই হাদীছের সনদে আবূ ইয়াহইয়া আল-কাত্তাত (রহ.) রহিয়াছেন। তাহার সম্পর্কে দ্বিমত আছে।

অনুরূপ মাকরূহ হওয়ার উপর সেই সকল হাদীছ দলীল যাহা দ্বারা পুরুষদের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় সাধারণত লাল হইয়া থাকে। আর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল কাপড় পরিধানের বিষয় বর্ণিত হাদীসমূহকে লাল ডোরা বিশিষ্ট কাপড়ের উপর প্রয়োগ করেন। খাঁটি (নির্ভেজাল) লাল নহে। মুল্লা আলী কারী (রহ.) 'শরহুশ শামায়িল' গ্রন্থের ১:১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন حلة حمراء (লাল পোশাক) দ্বারা মর্ম হইতেছে ইয়ামানী দুইটি চাদর যাহা কালোর সহিত লাল সূতা দ্বারা ডোরাকৃত। যেমন ইয়ামান দেশের অন্যান্য চাদর হইয়া থাকে। লাল ডোরা বুননকৃত হওয়ার কারণে এই নামেই প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আল্লামা থানুবী (রহ.) উভয় প্রকারের হাদীছ উল্লেখ করিয়া স্বীয় 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থের ১৭:৩৬০ পৃষ্ঠায় লিখেন, মোটামুটি লাল পোশাক পরিধানের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ সনদের দিক দিয়া নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছ হইতে অধিক সহীহ। তবে আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যতীত। কেননা, আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পুরুষদের জন্য নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ সহীহ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, লাল পোশাক পরিধান জায়িয হওয়ার প্রবক্তা হইলেন সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী, তালহা, আবদুল্লাহ বিন জা'ফর, বারা এবং আরও একাধিক সাহাবা (রাযি.)। আর তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ বিন মুসায়্যিব, নাখ্য়ী, শা'বী, আবূ কালাবা, আবূ ওয়ায়িন (রহ.) এবং আরও এক জামাআত তাবেঈ।

এই কারণে হানাফী মুহাক্কিকগণের এক জামাআত বলেন, লাল পোশাক পরিধান করা ব্যাপকভাবে জায়িয। দুররুল মুখতার গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, لابأس بسائر الالون (অন্যান্য রংয়ের মত ইহা পরিধানে কোন ক্ষতি নাই)।

'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থের ১৭:৩৬২ পৃষ্ঠায় অনুচ্ছেদের সকল হাদীছ ধারাবাহিকভাবে নকল করিবার পর বলেন : কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল পোশাক পরিধান করা সম্পর্কিত হাদীছসমূহ অধিক সহীহ এবং শক্তিশালী। আর সাহাবা (রাযি.) এবং তাবেঈগণের এক জামাআত ইহা জায়িয হওয়ার প্রবক্তা। সুতরাং জায়িযের অভিমতই প্রাধান্য ও অধিক সহীহ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৫২)

(৫৯২৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ لَهُ شَعَرٌ.

(৫৯২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন-নাকিদ ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি কেশগুচ্ছওয়ালা লাল পোশাক পরিহিত-এর কাহাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সুন্দর প্রত্যক্ষ করি নাই। তাঁহার কেশ (মুবারক) কাঁধ স্পর্শ করিত। উভয় কাঁধের মধ্যে অল্প দূরত্ব ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) (شعره এর স্থলে) لَهُ شَعَرٌ (তাঁহার কেশ) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ (আমি কেশগুচ্ছওয়ালা-এর কাহাকেও ... প্রত্যক্ষ করি নাই)। لِمَّةٍ শব্দটির ل বর্ণে যের পঠনে অর্থ সেই কেশগুচ্ছ, যাহা প্রায় কাঁধদ্বয়ে স্পর্শ করে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অভিধানবিদ হইতে নকল করিয়াছেন : জুম্মা (جُمة) সেই কেশগুচ্ছ যাহা কাঁধদ্বয় পর্যন্ত অবতরণ করে। আর ওফরা (وفرة) হইল যাহা কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত হয়। আর লিম্মা (لمة) যাহা প্রায় কাঁধদ্বয়ে স্পর্শ করে (অর্থাৎ ওফরা এবং জুম্মার মধ্যবর্তী স্থল পর্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছকে লিম্মা বলে)। সুতরাং 'ওফরা' হইল তিনটির মধ্যে সর্বাধিক কম। অতঃপর 'লিম্মা', তারপর 'জুম্মা'।

কতিপয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশগুচ্ছ 'জুম্মা' ছিল। যেমন পূর্ববর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর কতিপয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কেশগুচ্ছ 'লিম্মা' ছিল। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও ওমরার সময় মুবারক মাথা হলক করিতেন। অন্য সময় সাধারণত অনুরূপ কেশ রাখিতেন। আর হাদীছ শরীফে উহা তিন ধরণের বর্ণিত হইয়াছে)।

ইহার জবাবে কেহ বলেন যে, সময়ের ব্যবধানে কেশ বৃদ্ধি পায়। কাজেই তিনি যখন কেশ কাটিতেন তখন 'ওফরা' (কানের লতিকা পর্যন্ত) থাকিত। অতঃপর বৃদ্ধি পাইয়া 'লিম্বা' পরিমাণ হইত। অতঃপর কাটিতে বিলম্ব হইলে সর্বোচ্চ 'জুম্মা' (কাধদ্বয় পর্যন্ত লম্বিত) পরিমাণ হইত। ইহার উপরে লম্বিত হইতে দেওয়া হইত না। তবে অধিকাংশ সময় লিম্মা (কান ও কাঁধের মাঝামাঝি) পরিমাণ থাকিত। তাই যেই রাবী যখন দেখিয়াছেন সেই মুতাবিক রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৫৫ সংক্ষিপ্ত)

(৫৯৩০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

(৫৯৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চাইতে সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন সকলের চাইতে উত্তম গঠনের অধিকারী। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না আর না খাটোও ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا (সকলের চাইতে উত্তম গঠনের অধিকারী)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) প্রমুখ خَلْقًا (গঠন, আকৃতি) শব্দটিকে خ বর্ণে যবর ل বর্ণে সাকিনসহ সংরক্ষণ করিয়াছেন। কেননা, এই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীরিক গুণাবলী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর واحسنه শব্দের ضمير (সর্বনাম) একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে, যদিও جمع (বহুবচনের সর্বনাম) ব্যবহার করা কিয়াস উপযোগী ছিল। ইহার কারণ হইতেছে যে, আরবের কথোপকথনে তাহারা واحسنه বলিয়া واحسنهم মর্ম নিয়া থাকেন। আর এইরূপ ব্যবহারের উদাহরণ অনেক। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহার কিছু উল্লেখও করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৫৫, নওয়াভী ২:২৫৮)

(৫৯৩১) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ شَعَرًا رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السَّبِطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

(৫৯৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ কেমন ছিল? তিনি বলিলেন, মধ্যম ছিল। খুব কোঁকড়ানো ছিল না আর না একেবারে সোজা; বরং উহা ছিল কাঁধদ্বয় এবং কানদ্বয়ের মাঝামাঝি।

(৫৯৩২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

(৫৯৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ মুবারক কাঁধদ্বয়ের মাঝামাঝি ঝুলন্ত থাকিত।

(৫৯৩৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

(৫৯৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ মুবারক কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বিত ছিল।

(৫৯৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ. قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ. قَالَ قُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ. قَالَ قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

(৫৯৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখ, শুভ্রতার মধ্যে রক্তিমবর্ণ চোখ এবং সুষম গোড়ালী বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি (শু'বা রহ.) বলেন, আমি শায়খ সিমাক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রশস্ত মুখ কেমন? তিনি বলিলেন, বড় মুখ। তিনি (শু'বা রহ.) বলেন, আমি (সিমাক রহ.-কে) জিজ্ঞাসা করিলাম, শুভ্রতার মধ্যে রক্তিম বর্ণ চোখ কেমন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, মুবারক চোখ দুইখানা দীঘল দীর্ঘ ডাগর। তিনি (শু'বা রহ.) বলেন, আমি (পুনরায় সিমাক রহ.-কে) জিজ্ঞাসা করিলাম, সুষম গোড়ালী কেমন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হালকা গোড়ালী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ضَلِيعَ الْفَمِ (প্রশস্ত মুখ)। আর সিকাক বিন হারব (রহ.) এই হাদীছের শেষে ইহার তাফসীর عظيم الفم (বড় মুখ) দ্বারা করিয়াছেন। আর এই ব্যাখ্যাই সহীহ। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সারসংক্ষেপ হইতেছে واسع الفم (প্রশস্ত মুখ)। আরবীগণ ইহা দ্বারা প্রশংসা করে এবং صغر الفم (ছোট মুখ)কে নিন্দা করে। তবে প্রকৃতপক্ষে الضليع হইতেছে বড় ও পূর্ণ বাহু। ফলে উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত হয়। অতঃপর عظيم

(বিরাট) স্থলসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যদিও ইহা বাহুর স্থল না হয়। ইহা দ্বারা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) বাগ্মিতা শক্তি ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পর্যাপ্ততার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। আর আল্লামা শামার (شمر) রহ. বলেন, বড় দাঁতসমূহ বিশিষ্ট বুঝানো উদ্দেশ্য। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ শক্ত দাঁতসমূহ আর ইহাই পূর্ণাঙ্গ গঠন। -(জামউল ওসায়িল ১:৩৭, তাকমিলা ৪:৫৫৭)

أَشْكَلَ الْعَيْنِ (শুভ্রতার মধ্যে রক্তিমবর্ণ চোখ)। রাবী সিমাক বিন হারব (রহ.) ইহার ব্যাখ্যা طويل شق العين (চোখ দুইখানা দীঘল দীর্ঘ ডাগর) দ্বারা করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে ভুল বলিয়া বলেন। উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে ইহা সিমাক (রহ.)-এর ধারণা মাত্র। উলামায়ে কিরাম এবং সকল আসহাবে গরীব-এর সর্বসম্মত মতে الشكلة (ش বর্ণে পেশ যেমন কামূস গ্রন্থে আছে) হইল حمرفى بياض العين (শুভ্রতার মধ্যে রক্তিমবর্ণ চোখ)। আর ইহা আরবদের কাছে খুবই প্রশংসিত। পক্ষান্তরে الشهلة (ش বর্ণে পেশ এবং ه বর্ণ দ্বারা পঠনে) حمرة فى سوادها (কালোর মধ্যে রক্তিম বর্ণ চোখ)। বায়হাকী (রহ.) নকলকৃত হাদীছ দ্বারাও ইহার তায়ীদ হয় হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين اهدب الاشغار مشرب العين بحمرة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বড় চোখদ্বয় বিশিষ্ট, চোখের পাতার প্রান্তদেশ নিকটবর্তী এবং রক্তিম বর্ণের দিকে ঝোঁক)। ইহা মুল্লা আলী কারী (রহ.) স্বীয় শরহুশ শামায়িল ১:৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৫৭)

مَنْهُوسُ الْعَقِبِ (সুষম গোড়ালী বিশিষ্ট)। আল-কামূস অভিধানে আছে পুরুষদের মধ্যে مَنْهُوس হইতেছে তাহাদের মধ্যে অল্প গোশত বিশিষ্ট ব্যক্তি। العقب (গোড়ালী)-এর সহিত শর্তায়িত করা হইয়াছে। যাহাতে গোড়ালী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হওয়ার ফায়দা দেয়। -(তাকমিলা ৪:৫৫৮)

(৫৯৩৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ. قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৫৯৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযি.) হইতে, তিনি (জুরায়রী রহ.) বলেন, আমি তাহাকে (আবূ তুফায়ল (রাযি.)কে) জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি ফর্সা, সুন্দর লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহ.) বলেন, আবূ তুফায়ল (রাযি.) হিজরী ১০০ সনে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষে ইনতিকাল করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ (আবূ তুফায়ল (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ আমির বিন ওয়াছিলা কিনানী। অতঃপর লাইছী (রাযি.)। অল্প বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন। তাঁহার হইতে কয়েকখানা হাদীছ সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় আত-তারীখুস সগীর গ্রন্থে তাঁহার হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আট বছর পাইয়াছিলেন। তিনিই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশেষে ইনতিকাল করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) এই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি হিজরী ১০০ সনে ইনতিকাল করেন। তবে অন্যরা বলেন, হিজরী ১০২ সনে ইনতিকাল করেন। আর কেহ বলেন, হিজরী ১০৭ সনে ইনতিকাল করেন। -(আল-ইসাবা ৪:১১৩, তাকমিলা ৪:৫৫৮)

(৫৯৩৬) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

(৫৯৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন এমন কেহ দুন্ইয়াতে আমি ছাড়া আর অবশিষ্ট নাই। তিনি (জুরায়রী রহ.) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাকে কেমন দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ফর্সা লাবণ্যময় এবং মধ্যমাকৃতির ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُقَصَّدًا (মধ্যমাকৃতির)। অর্থাৎ معتدلا (পরিমিত, সুষম) দেহ মুবারক, স্থূলাকায় ছিল না আবার খাটোও ছিল না। -(তাকমিলা ৪:৫৫৮)

بَابُ شَيْبِهِ رسول صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্ধক্য-এর বিবরণ

(৫৯৩৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(৫৯৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী খেযাব ব্যবহার করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, এতখানি বার্ধক্য তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় নাই তবে অল্প। আর রাবী ইবন ইদরীস (রহ.) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন অল্প খেযাব ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযি.) মেহদী বা কাতাম পাতা দিয়া খেযাব (কলপ) লাগাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল)। এই হাদীছ সহীহ বুখারীতে المناقب অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এবং باب ما ذكر فى الشيب এ اللباس অধ্যায়ে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ الترجل অধ্যায়ে, নাসায়ী الزينة অধ্যায়ে এবং ইবন মাজায় اللباس অধ্যায়ে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৫৯)

لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا (এতখানি বার্ধক্য তাঁহার প্রত্যক্ষ করা যায় নাই তবে ...)। অর্থাৎ الا قليلا (তবে অল্প)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথার কেশ এবং দাড়িতে এতখানি বার্ধক্য প্রত্যক্ষ করা যায় নাই যে, ইহার জন্য তাঁহাকে খেযাব ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। আর ইহা আরও সুস্পষ্টভাবে আগত রিওয়ায়তে আছে لم يبلغ الخضاب (তিনি খেযাব ব্যবহারের সময়ে পৌঁছেননি) ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেন নাই। তবে বাহ্যিকভাবে ইহার বিপরীতে আসহাবে সুনান ও হাকিম-এর মধ্যে আবূ রমছা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ,

তিনি বলেন, اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران ـ له شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر مخضوب بالحناء (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম, তখন তিনি সবুজ রঙের দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার মুবারক কেশে বার্ধক্যের ছাপ ছিল এবং বার্ধক্যের ছাপ লাল রঙের যাহা মেহদী দ্বারা খেযাবকৃত)।

আর ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হলুদ বর্ণের খেযাব ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি)। (رواه الشيخان) আর সহীহ বুখারী শরীফে اللباس অধ্যায়ে আবদুল্লাহ বিন মাওহিব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামা (রাযি.) তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ মুবারকের কিছু কেশ দেখাইলেন। তিনি বলেন, فرايت شعرات حمرا (তখন আমি কেশগুলি লাল বর্ণের দেখিয়াছি)।

সুতরাং এই সকল হাদীছ ও আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছকে খেযাব ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় বার্ধক্যে পৌঁছার বিষয়টি নিষেধ করার উপর প্রয়োগ হইবে। আর তাঁহার হয়তো খেযাবকৃত কেশ দেখার ঘটনা ঘটে নাই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেযাব ব্যবহার করার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ কোন কোন সময় তিনি ইহা করার উপর প্রয়োগ হইবে। তিনি সদা-সর্বদা খেযাব ব্যবহার করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৫৯)

بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (মেহদী পাতা ও কাতাম পাতা দিয়া ...)। الحناء মেহদী হইল প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদ, যাহা দ্বারা চুলকে লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। আর الكتم শব্দটির ك বর্ণে যবর এবং ت বর্ণে তাশদীদবিহীন কিংবা তাশদীদসহ পঠিত। ইহাও এক প্রকার উদ্ভিদ যাহা দ্বারা চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করার জন্য কিংবা ইহার রক্তিম বর্ণকে কালো রঙে পরিবর্তনের জন্য রঞ্জিত করা হয়। ইহা দ্বারা কালো চুলকে রঞ্জিত করা হয় না; বরং কালো রঙের দিকে নিয়া যাওয়া হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৬০)

(৫৯৩৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(৫৯৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাক্কার বিন রায়য়্যান (রহ.) তিনি ... ইবন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী খেযাব ব্যবহার করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেযাব ব্যবহারের সময়ে পৌঁছেন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, তাঁহার মুবারক দাড়িতে কিছু চুল সাদা ছিল। তিনি (ইবন সীরীন রহ.) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কি খেযাব ব্যবহার করিয়াছিলেন? তিনি (ইবন সীরীন রহ.) বলেন, তখন তিনি (আনাস রাযি.) বলিলেন, হ্যাঁ। মেহদী ও কাতাম (পাতা) দ্বারা।

(৫৯৩৯) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً.

(৫৯৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী খেযাব ব্যবহার করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাঁহার মাঝে অল্প বার্ধক্য প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল।

(৫৯৪০) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. وَقَالَ لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

(৫৯৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... ছাবিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুবারক মাথার কেশগুলি গণনা করিয়া নিতে পারিতাম। তিনি বলেন, তিনি খেযাব ব্যবহার করেন নাই। তবে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) মেহদী এবং কাতাম (পাতা) দ্বারা খেযাব লাগাইয়াছেন। আর উমর (রাযি.) শুধু মেহদী দ্বারা খেযাব লাগাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ (তাঁহার মুবারক মাথার সাদা কেশগুলি গণনা করিয়া নিতে পারিতাম)। الشمط শব্দটির ش ও م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ মাথার কাল চুলের সহিত সংমিশ্রিত সাদা চুল। -(কামূস)। আর ইহা বার্ধক্যের প্রাথমিক স্তর। আর এই স্থানে মর্ম হইতেছে সাদা চুলসমূহ। -(তাকমিলা ৪:৫৬০)

بَحْتًا (শুধু, খাঁটি, অভিমিশ্রিত, নির্ভেজাল, কেবল) অর্থাৎ خالصا غير ممزوج بالكتم (কাতাম (পাতা)-এর সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত শুধু (মেহদী))। -(তাকমিলা ৪:৫৬০)

(৫৯৪১) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ، الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

(৫৯৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য স্বীয় মাথার কেশ ও দাড়ির সাদা চুল উৎপাটন করিয়া ফেলা মাকরূহ। তিনি (আনাস রাযি.) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেন নাই। তবে কিছু সাদা কেশ ছিল তাঁহার অধরের নীচের ছোট দাঁড়িতে, কানপট্টিতে আর কিছু মুবারক মাথায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (কোন ব্যক্তির স্বীয় মাথার কেশ ও দাড়ির সাদা চুল উৎপাটন করিয়া ফেলা মাকরূহ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই মাসয়ালায় সকলে একমত। আসহাবে শাফেয়ী ও আসহাবে মালিক (রহ.) বলেন, ইহা মাকরূহ, হারাম নহে। -(তাকমিলা ৪:৫৬০)

فِي عَنْفَقَتِهِ (তাঁহার অধরের নীচের ছোট দাড়িতে)। عنفقة শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং ن বর্ণে সাকিন ف ও ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ সেই চুলসমূহ যাহা নীচের ঠোঁট (অধর)-এর নীচে হয়। অর্থাৎ অধর এবং থুতনির মধ্যস্থলের (ছোট দাড়ি)। আর الصدغ শব্দটির ص বর্ণে পেশ অর্থ চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান। আর মাথা হইতে এই স্থানে ঝুলন্ত থাকা চুলকেও الصدغ বলা হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৬১)

وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ (আর কিছু মুবারক মাথায়)। نَبْذٌ শব্দটির ن বর্ণে যবর ب বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থাৎ قليل متفرق (বিক্ষিপ্ত কিছু) আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ نبذ শব্দটির ن বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর পঠনে نبذة এর বহুবচন হিসাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। অর্থাৎ شعرات يسيرة بيضاء (স্বল্প সাদা কেশ)। -(ঐ)

(৫৯৪২) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৯৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) ... মুছান্না (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৯৪৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ.

(৫৯৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইবন বাশ্‌শার, আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্ধক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাব) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বার্ধক্য দ্বারা পরিবর্তন করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ অর্থাৎ ماعابه الله ببيضاء (আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বার্ধক্য দ্বারা পরিবর্তন করেন নাই)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, স্বল্প সাদা চুল তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সৌন্দর্যের কোন কিছু পরিবর্তন করে নাই। -(তাকমিলা ৪:৫৬১)

(৫৯৪৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيشُهَا.

(৫৯৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসুফ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবূ জুহায়ফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতখানি (চুল) সাদা হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যুহায়র (রহ.) তাহার কয়েকটি আঙ্গুল অধরের নীচের ছোট দাড়িতে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন। তখন লোকেরা তাহাকে (আবূ জুহায়ফা (রাযি.)কে) জিজ্ঞাসা করিল, সেই দিন আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বলিলেন, আমি তীর ঠিক করিতেছিলাম এবং তীরে শর লাগাইতেছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (আবূ জুহায়ফা (রাযি.) হইতে)। جُحَيْفَةَ শব্দটি যবরযুক্ত ح এর পূর্বে পেশ বিশিষ্ট ج দ্বারা পঠিত। তাহার হইতে বর্ণিত একখানা হাদীছ باب وقت الاضحية এর মধ্যে গিয়াছে (বাংলা ১৮তম খণ্ড, হাদীছ নং ৫১২৫)। আর তাহার হইতে বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ বুখারী المناقب অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এ আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী الادب ও المناقب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬১)

مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ كم كان عمرك يومئذ (সেই দিন আপনার বয়স কত ছিল?)। তিনি ছোট সাহাবা বলিয়া জানা থাকার কারণে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাবালকত্বে পৌঁছেন নাই। তাই তিনি ابرى النبل واريشها বলিয়া জবাব দিলেন। অর্থাৎ ابرى السهام واجعل لها ريشا (আমি তীর ঠিক করিতেছিলাম এবং তীরে শর লাগাইতেছিলাম) অর্থাৎ আমি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলাম। কেননা আমি এই প্রকারের কর্মসমূহ সম্পাদনে সক্ষম ছিলাম। -(তাকমিলা ৪:৫৬১)

(৫৯৪৫) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ قَدْ شَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

(৫৯৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ জুহায়ফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি তাঁহার (দেহের) রং ছিল ফর্সা, তিনি প্রায় শুভ্রকেশী হইয়া গিয়াছিলেন। হাসান বিন আলী (রাযি.)কে দেখিতে তাঁহার সদৃশ ছিলেন।

(৫৯৪৬) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، بِهَذَا وَلَمْ يَقُولُوا أَبْيَضَ قَدْ شَابَ.

(৫৯৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবূ জুহায়ফা (রাযি.) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহারা أَبْيَضَ قَدْ شَابَ (ফর্সা, তিনি প্রায় শুভ্রকেশী হইয়া গিয়াছিলেন) বলেন নাই।

(৫৯৪৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَىْءٌ وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ.

(৫৯৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সিমাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্ধক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, যখন তিনি মাথায় তৈল দিতেন তখন (শুভ্র কেশ) দেখা যাইত না। তবে যখন তৈল দিতেন না, তখন (স্বল্প সাদা কেশ) দেখা যাইত।

بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتِهِ وَمَحِلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ মোহরে নবুওয়াত, উহার বর্ণনা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহে ইহার অবস্থান-এর বিবরণ

(৫৯৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

(৫৯৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ এবং দাড়ির সম্মুখভাগ চুল সাদা-কালো হইয়া গিয়াছিল। যখন তিনি তৈল ব্যবহার করিতেন, তখন (সাদা চুল) দেখা যাইত না। আর যখন এলোমেলো হইত, তখন (শুভ্রতা) প্রত্যক্ষ করা যাইত। তাঁহার মুবারক দাড়ি খুব ঘন ছিল। জনৈক ব্যক্তি বলিল, তাঁহার চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো? তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, না; বরং তাহার মুবারক চেহারা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (দীপ্তিমান) গোলাকার। তাঁহার

মুবারক বাহুর উপর আমি কবুতরের ডিমের মত নবুওয়াতের মোহর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার রং তাঁহার মুবারক দেহের রঙের সদৃশ ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْشَمِطَ (চুল সাদা-কালো)। شَمِطَ শব্দটি سمع এর ওযনে م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ بدأشيبه (তাঁহার বার্ধক্য শুরু ...) ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, এই শব্দটির বার্ধক্য প্রারম্ভের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৬২)

وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ (তাঁহার চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো?) অনুরূপ প্রশ্ন বারা বিন আযিব (রাযি.)কেও করা হইয়াছিল। যাহা সহীহ বুখারী শরীফে المناقب অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে। সম্ভবত এই প্রশ্নের উৎস হইতেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক চেহারার রঙ উজ্জলতা প্রদর্শন হইতে। ফলে সে প্রশ্ন করিয়াছে هل كان مثل السيف فى البريق والمعان (তাঁহার চেহারা মুবারক কি ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যে তলোয়ারের মত ছিল?) তাহা ছাড়া প্রশ্নের উৎস হইতে পারে যে, আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম كان اسيل الخدين (দীর্ঘায়িত গালদ্বয় বিশিষ্ট ছিলেন) অর্থাৎ طويلهما (দীর্ঘায়িত গালদ্বয়) ফলে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল هل كان وجهه يشابه السيف فى الطول (তাঁহার চেহারা মুবারক কি দীর্ঘতায় তলোয়ারের সদৃশ ছিল? -(তাকমিলা ৪:৫৬২)

لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا (না; বরং তাহার মুবারক চেহারা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (দীপ্তিমান) গোলাকার)। অর্থাৎ তাঁহার চেহারা মুবারক ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যের দিক দিয়া তলোয়ারের সাদৃশ নহে; বরং তাহা ছিল ইহার উর্ধ্বে, সূর্য ও চন্দ্রের মত। আর যেহেতু সূর্যের সহিত উপমা দিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতা মর্ম নেওয়া হয়, তাই চন্দ্রের সহিত উপমা দিয়া কমনীয়তা মর্ম নিয়াছেন। অতঃপর كان مستديرا (গোলাকার ছিল) বলিয়া ইশারা করা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উপমায় الحسن (সুন্দর, সুদর্শন, মনোরম, চমৎকার) এবং الاستدارة (গোলাকার হওয়া)-এর উভয় গুণ এক সাথে থাকার মর্ম নিয়াছেন। আর এই জবাবটি অত্যধিক বাগ্মিতাপূর্ণ। -(তাকমিলা ৪:৫৬২-৫৬৩)

(৫৯৪৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ.

(৫৯৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পিঠে মোহরে নবুওয়াত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেন ইহা কবুতরের ডিম সদৃশ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ (জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب خاتم النبوة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৩)

خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পিঠে মোহরে নবুওয়াত)। আর ইহাকে خاتم النبوة (নবুওয়াত সমাপ্তকারী) বলা হয়। আর ইহা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) বাম কাঁধের নিকট অবস্থিত লাল বর্ণের উত্থিত গোশতের টুকরার আকৃতির ছিল। আর ইহাকে নিম্নোক্ত কারণে خاتم النبوة (খাতিমুন নবুওয়াত) বলা হয় :

(এক) ইহা সেই সকল আলামতের একটি যাহা দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের আলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণেই তো সালমান ফারসী (রহ.) ইহা দেখিবার পর

ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে ইহা দেখানোর জন্য স্বীয় কাঁধের স্থল উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা তো প্রসিদ্ধ ঘটনা। অনুরূপ বুহায়রা পাদ্রী মোহর দেখিয়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, وانى اعرفه بخاتم النبوة (আর আমি তাঁহাকে খাতিমুন নবুওয়াত-এর মাধ্যমেই চিনিতে পারিয়াছি)।

(দুই) ইহাকে خاتم النبوة (খাতিমুন নবুওয়াত) এই অর্থে বলা হয় যে, ইহা নবুওয়াতের উপর সীল, নুবুওয়াতকে সংরক্ষণ ও ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা সংরক্ষণের জন্য। আর এই বিষয়ে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে যে, নিশ্চয় তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) পূর্ববর্তী আগতদের হইতে নবুওয়াত সুরক্ষিত। যেমন কিতাব (চিঠি-পত্র)-এ সীল দেওয়ার পর উহা সুরক্ষিত হইয়া যায় আর ইহার অভ্যন্তরের বস্তু দেখার সুযোগ থাকে না।

(তিন) ইহাকে তো নবুওয়াত সমাপ্তির উপর প্রমাণের লক্ষ্যে خاتم النبوة বলা হয়। যেমন কোন বস্তু সমাপ্ত হওয়ার পর মোহর দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া নুবুওয়াত বিশ্বস্ত, সাব্যস্ত এবং নিশ্চিত প্রমাণের জন্যও। যেমন বিশ্বস্ত প্রমাণের উদ্দেশ্যে কিতাব (চিঠি-পত্র), দরখাস্ত, দলীল-দস্তাবীজ প্রভৃতি)-এর উপর খতম (সীল) মারা হয়। এই দুইটি পদ্ধতি মোল্লা আলী কারী (রহ.) স্বীয় 'জামউল ওসায়িল' গ্রন্থের ১ঃ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৬৪ সংক্ষিপ্ত)

كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ (যেন ইহা কবুতরের ডিম সদৃশ)। 'খাতিমুন নবুওয়াত'-এর বিশেষণ বর্ণনার কাছাকাছি মর্মার্থের অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা ছিল কবুতরের ডিমের মতো। আর আগত সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে مثل زرّ الحجلة (হাজালা ডিমের মতো)। আর অনুচ্ছেদে শেষে আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে جمعا عليه خيلان (অংগুলির মতো)। আর ইবন হাব্বান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে كبيضة نعامة (কূপে উঁচু পাথরের মতো)। প্রকাশ্য যে, ইহা লিখায় বিকৃতি; বরং সহীহ হইতেছে كبيضة حمامة (কবুতরের ডিমের মতো)। তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে আছে كبيضة ناشزة من اللحم (গোশতের উঁচু টুকরার মতো)। আর হাকিম গ্রন্থে আছে شعر مجتمع (একত্রিত কেশগুচ্ছ)।

এই সকল রিওয়ায়তসমূহে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, প্রত্যেক রাবী তাহার কাছে যেইরূপ বিশেষণে প্রকাশিত হইয়াছে সেই মুতাবিক উপমা দিয়াছেন। কাজেই তাহাদের মধ্যে কেহ ইহার আকৃতির উপমা প্রদানে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করিয়াছেন আর কেহ আয়তন বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আবার কেহ তাহাদের উভয়টি সমবেত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, كالشامة السوداء (কালো তিলক-এর মতো) কিংবা الخضراء (সবুজ) কিংবা ইহাতে محمد رسول الله (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ) লিখিত ছিল, কিংবা سر فانت المنصور (সন্তুষ্ট থাকুন, আপনি সাহায্যপ্রাপ্ত)। কিংবা ইহার অনুরূপ কিছু। এই বিষয়ে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৫৬৩ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, ইহার কিছুই প্রমাণিত নহে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৫)

(৫৯৫০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫৯৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সিমাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৯৫১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

(৫৯৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাঁহারা ... সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিয়া গেলেন, অতঃপর তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইটি আমার বোনের ছেলে, সে অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় মুবারক হাত বুলাইয়া দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি উযূ করিলেন। আমি তাহার উযূর পানি হইতে পান করিলাম। অতঃপর তাঁহার পিছনে দাঁড়াইলাম এবং তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওয়াত হাজালা ডিমের মতো প্রত্যক্ষ করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ (সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। তিনি এবং তাহার পিতা উভয়ই সুহবত লাভ করিয়াছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে তাঁহার হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জ পালন করিয়াছেন, তখন আমি ছয় বছরের বালক। বলা হয় যে, তিনিই মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরী নব্বই-এর পরে ইনতিকালকারী সর্বশেষ সাহাবী (রাযি.)। -(ইসাবা ২:১২)

এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الوضوء অধ্যায়ে باب استعمال فضل وضوء الناس এবং المناقب অধ্যায়ে এ باب الدعاء للصبيان الخ এবং الدعوات অধ্যায়ে باب من ذهب بالصبي الخ এবং المرضى অধ্যায়ে باب خاتم النبوة আছে। আর তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে باب في خاتم النبوة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৫-৫৬৬)

خَالَتِي (আমার খালা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। তবে তাঁহার মাতার নাম উল্‌বা বিনত শুরায়হ (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৫৬৬)

وَجِعٌ (অসুস্থ) শব্দটি الصفة এর সীগা হিসাবে ج বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আর সহীহ বুখারী শরীফের الوضوء অধ্যায়ে وقع (ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) বর্ণিত হইয়াছে। আর তাহা হইল 'পদযুগলে ব্যথা'। -(ঐ)

فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ (আমি তাঁহার উযূর পানি পান করিলাম)। وَضُوء শব্দটির و বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে (উযূর পানি)। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূর উদ্বৃত্ত পানি হইবে কিংবা এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা তাঁহার উযূতে ব্যবহৃত পানি (ماء مستعمل) মর্ম হইবে। দ্বিতীয় অর্থ মর্ম হইলে, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, الماء المستعمل (ব্যবহৃত পানি) পাক। -(তাকমিলা ৪:৫৬৬)

مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ (হাজালা (পাখির) ডিমের মতো)। الْحَجَلَةِ শব্দটির ح বর্ণে যবর অতঃপর ج বর্ণ। ইহার দুইটি অর্থ আছে (এক) গম্বুজের ন্যায় ঘর, অনাবৃত বড় বোতাম সদৃশ। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, الحجلة দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইতেছে বরের আসন বা বাসর শয্যা। (দুই) প্রসিদ্ধ পাখি। ইহাকে ফার্সী ভাষায় كبك (চকোর) বলে। আর الزرّ শব্দটির ز বর্ণে যের ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা ازار القميص والقباء (জামা ও কাবা-এর বড় বোতামসমূহ)-এর একবচন। অর্থাৎ الزر হইল বড় বোতাম। আর ইহা الحجلة এর প্রথম অর্থের অনুকূলে রহিয়াছে। কেননা, বরের জামা (গাউন)-এর বড় বোতামসমূহ হইয়া থাকে। আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, এই স্থানে الزر দ্বারা ডিম মর্ম এবং الحجلة দ্বারা চকোর (কবি প্রসিদ্ধিযুক্ত পাখিবিশেষ চাঁদের কিরণ পানে তৃপ্তি লাভ করে বলিয়া কথিত পাখিবিশেষ) মর্ম। অর্থাৎ চকোরের ডিমের মতো মোহরটি ছিল।

আর কতিপয় রাবী الرزّ শব্দটির ز এর আগে ر কে স্থাপন করিয়া الرز রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা البيضة (ডিম) অর্থে নির্ধারিত। সুতরাং ইহাতে الحجلة এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। -(তাকমিলা ৪: ৫৬৬)

(৫৯৫২) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ ثَرِيدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} قَالَ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ.

(৫৯৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুওয়াইদ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হামিদ বিন উমর আল-বাকরাভী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি এবং তাহার সহিত গোশত ও রুটি আহার করিয়াছি কিংবা তিনি বলিয়াছেন, সারীদ (রুটি ও গোশতের মণ্ডবিশেষ আহার করিয়াছি)। তিনি (রাবী আসিম রহ.) বলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যও। অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, (অনুবাদ) (ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার উত্তমের খেলাফ কৃতকর্মের জন্যে এবং মুমিন পুরুষ-নারীদের (কৃত গুনাহের) জন্যে। (সূরা মুহাম্মদ ১৯)। তিনি (আবদুল্লাহ বিন সাবজিস রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে গেলাম এবং 'মোহরে নবুওয়াত'-এর প্রতি দৃষ্টি করিলাম, দুই কাঁধের মধ্যস্থলে বাম পাশের কাঁধের হাড়ের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিলকের সদৃশ, স্তনের বোটার অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ (আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাযি.) হইতে)। سَرْجِسَ শব্দটির س বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন ج বর্ণে যেরসহ পঠিত। তিনি 'আল-মুযানী, বনূ মাখযূমের মিত্র। তিনি সুহবত লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন। কেহ অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল। যেমন আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তাহার সুহবতের বিষয়টি প্রকাশ্যভাবেই প্রমাণিত। তিনি বুসরায় বসবাস স্থাপন করেন। তিনি হযরত উমর ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতেও রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যেমন আল-ইসাবা গ্রন্থের ২:৩০৭ পৃষ্ঠায় আছে। আর তাঁহার বর্ণিত এই হাদীছ সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কোন সিহাহ সিত্তার গ্রন্থে নাই। -(তাকমিলা ৪:৫৬৬-৫৬৭)

نَعَمْ وَلَكَ (হ্যাঁ, তোমার জন্যও)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই; বরং তিনি তোমার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মুমিন পুরুষ-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আর তুমিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছ। এই কারণে আয়াতখানা তিলাওয়াত করিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫৬৭)

عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى (বাম পাশের কাঁধের (উপরস্থ বাহুর) হাড়ের কাছে)। ইহা কাঁধের উপরিভাগ। আর কেহ বলেন, ইহা পাতলা হাড় যাহা তাহার পাশে (বাহুর কাছে) থাকে। আর কেহ বলেন, যাহা নড়ার সময় উহা হইতে প্রকাশিত হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৬৭)

جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلَانٌ (মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিলকের সদৃশ)। শব্দটির ج বর্ণে পেশ م বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা جمع الكف (মুষ্টিবদ্ধ হাত) অর্থাৎ মানুষ যখন তাহার আঙ্গুলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া (গুটাইয়া) রাখে। কাজেই তাহার হাত (থাবা) একত্রকৃত এবং তাহার আঙ্গুলগুলি جُمع (মুষ্টিবদ্ধ)। আর الخيلان শব্দটির خ বর্ণে যের দ্বারা خال (তিরক, তিল, টিলা, পাহাড়)-এর বহুবচন। আর ইহা হইল الشامة (তিলক, সৌন্দর্য তিলক) আর الثاليل (স্তনের বোটাসমূহ) শব্দ زنبور এর ওযনে ثُؤْلُول এর বহুবচন। ثؤلول অর্থ স্তনের বোটা। আর الخاتم (মোহর) الجمع (মুষ্টিবদ্ধ হাত) সদৃশ হওয়ার দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, ইহা আকৃতি ও সুদর্শনে মুষ্টিবদ্ধ হাতের সদৃশ, আয়তনের দিক দিয়া নহে। ফলে ইহা ইতোপূর্বে বর্ণিত 'মোহরটি কবুতরের ডিমের মতো ছিল।'-এর বিপরীত হইবে না। কেননা, ইহা আয়তনের দিক দিয়া কবুতরের ডিমের মতো ছিল আর আকৃতির দিক দিয়া ছিল মুষ্টিবদ্ধ হাত সদৃশ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৬৭)

بَابُ قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاقامته بمكة والمدينة

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স এবং মক্কা ও মদীনায় তাঁহার অবস্থানকাল-এর বিবরণ

(৫৯৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالآدَمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

(৫৯৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... রবীআ বিন আবূ আবদুর রহমান (রহ.) হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি (রবীআ রহ.) আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী লম্বাও ছিলেন না বেশী খাটোও ছিলেন না। অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণও ছিলেন না আর না তাম্রবর্ণ ছিলেন। তাঁহার চুল মুবারক অতিরিক্ত কোঁকড়ানোও ছিল না আর না একেবারে সোজাও ছিল। চল্লিশ বছরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে রিসালত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কা মুকাররমায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বছর। আর ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওফাত দান করেন। আর তখন তাঁহার মুবারক মাথা ও দাড়িতে বিশটি কেশও সাদা ছিল না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم এবং اللباس অধ্যায়ে باب الجعد এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে المناقب অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৮)

لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (বেশী লম্বাও ছিলেন না)। الْبَائِن শব্দটি بان - يبين হইতে اسم فاعل এর সীগা। অর্থাৎ অন্যদের উপর প্রকাশিত হওয়া, অর্থাৎ তিনি এমন লম্বা ছিলেন না যে, পরিমিত দেহ কাঠামো বিশিষ্ট পুরুষদের মধ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইতেন। আর এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, بائن শব্দটি بان - يبون হইতে بعد এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ এমন দীর্ঘায়িত যাহা দীর্ঘতায় উচ্ছে। আর প্রত্যেক অর্থ হিসাবে ইহা দীর্ঘায়িতের গুণের অতিশয়োক্তি প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহের) দীর্ঘতা মাত্রাতিরিক্ত ছিল না। -(তাকমিলা ৪:৫৬৮)

وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ (অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণও ছিলেন না)। অর্থাৎ রক্তিমতা ও উজ্জ্বলতামুক্ত অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ। যেমন চুন। আর ইহা দৃষ্টিকারীর কাছে অপছন্দনীয়। আর প্রায়শ দৃষ্টিকারী ইহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলিয়া ধারণা করে। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (দেহের বর্ণ) ছিল উজ্জ্বল শুভ্রতায় রক্তিমতার দিকে ঝোঁক। আর ইহার উপর ازهر اللون (উজ্জ্বল বর্ণ)-এর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৮ সংক্ষিপ্ত)

وَلَا بِالآدَمِ (আর না একেবারে তাম্রবর্ণ ছিলেন)। অর্থাৎ যাহার মধ্যে তাম্রবর্ণ রহিয়াছে। আর الادمة (তাম্রবর্ণ) দ্বারা شدة السمرة (মাত্রাতিরিক্ত তাম্রবর্ণ) মর্ম। আর তাহা হইল সাদা এবং কালো রঙের মধ্যবর্তী স্থল। আর এই স্থানে মর্ম হইতেছে কালোর দিকে ঝোঁকা। ফলে এতোপূর্বে বর্ণিত বর্ণের বিপরীত নহে। -(ঐ)

وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (তাঁহার চুল মুবারক অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না)। ইতোপূর্বে এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা باب شعر النبى صلى الله عليه وسلم এ গিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৮)

عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (চল্লিশ বছরের মাথায় ...)। ইহা সেই ব্যক্তির উক্তির পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মাসেই রিসালত প্রাপ্ত হন। আর তাহা হইল রবীউল আওয়াল মাস। আর ইহা আল্লামা আল-মাসউদী ও ইবন আবদুল বার (রহ.)-এর অভিমত। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, তিনি চল্লিশ বছর দশ দিনের মাথায় রিসালত প্রাপ্ত হন। আল্লামা আল জুমাবী (রহ.) বলেন, চল্লিশ বছর বিশ দিনের মাথায়। এই সকল অভিমতগুলি সবই কাছাকাছি এবং তাঁহা দ্বারা رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (চল্লিশ বছরের মাথায়) সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু প্রসিদ্ধ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীউল আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং রমযান মাসে রিসালত প্রাপ্ত হন। এই অভিমতের ভিত্তিতে তিনি চল্লিশ বছর ছয় মাসের মাথায় কিংবা উনচল্লিশ বছর ছয় মাসের মাথায় রিসালত প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি চল্লিশ বছর বলিয়াছেন তিনি ভাঙ্গা মাসগুলিকে পূর্ণ একবছর গণ্য করিয়াছেন কিংবা ভাঙ্গা মাসগুলিকে বাদ দিয়া গণনা করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৬৮)

فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ (অতঃপর তিনি মক্কা মুকাররমায় দশ বছর অবস্থান করেন)। জমহুরের উলামার মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালত প্রাপ্তির পর তের বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আর ইহাই প্রসিদ্ধ। যেমন আগত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায়। কাজেই আলোচ্য হাদীছে হয়তো হযরত আনাস (রাযি.) (দশকের উর্ধ্বের) ভাংতি তিন বছর বাদ দিয়াছেন কিংবা তিনি ওহী বিরতিকাল (তিন বছর) বাদ দিয়া পরম্পরা ওহীর সময়কাল বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রথম ব্যাখ্যার দিকে ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে রহিয়াছেন আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার পক্ষে রহিয়াছেন মোল্লা আলী কারী (রহ.) 'শরহু শামায়িল' গ্রন্থে। প্রথম ব্যাখ্যাই উত্তম। কেননা, ইহা তাহার পরবর্তী কথা "আর ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওফাত দান করেন"-এর দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৬৯)

وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً (আর ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওফাত দান করেন)। জমহুরে উলামার মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত হন। আর ইহা প্রসিদ্ধ অভিমত। এই স্থানে ভাংতি বছর বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। কেননা, আগত অনুচ্ছেদে হযরত আনাস (রাযি.) নিজেই 'তেষট্টি বছর' বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৬৯)

وَلَيْسَ فِى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ (আর তখন তাঁহার মুবারক মাথা ও দাড়িতে বিশটি কেশও সাদা ছিল না)। অর্থাৎ সাদা কেশ বিশটিরও কম ছিল। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) সহীহ সনদে ছাবিত (রহ.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথা ও দাড়িতে

সতের কিংবা আঠারোটি চুলের বেশী সাদা ছিল না। যেমন ইতোপূর্বে باب شيبه صلى الله عليه وسلم -এ আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৬৯)

(৫৯৫৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا كَانَ أَزْهَرَ.

(৫৯৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূ্যব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে মলিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে كَانَ أَزْهَرَ (উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিলেন) কথাটি অতিরিক্ত রহিয়াছে।

(৫৯৫৫) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(৫৯৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান আর-রাযী মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়াছেন তেষট্টি বছর বয়সে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে এবং উমর (রাযি.)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে (ইনতিকাল হইয়াছে)।

(৫৯৫৬) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

(৫৯৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লাইস (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইল, তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) আমাকে অনুরূপ রিওয়ায়ত অবহিত করিয়াছেন।

(৫৯৫৭) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ.

(৫৯৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও আব্বাদ বিন মূসা (রহ.) তাঁহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এতদুভয় সনদে সকলেই রাবী উকায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯৫৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا. قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

(৫৯৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'মার ইসমাঈল বিন ইবরাহীম হুযালী (রহ.) তিনি ... আমর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি উরওয়া (রাযি.)কে

জিজ্ঞাসা করিলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় কতদিন ছিলেন? তিনি বলিলেন, দশ বছর। তিনি (আমর) বলেন, আমি বলিলাম, ইবন আব্বাস (রাযি.) তো বলেন, তের বছর।

(৫৯৫৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا. قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِضْعَ عَشْرَةَ. قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ.

(৫৯৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আমর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি উরওয়া (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মক্কা মুকাররমায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, দশ বছর। (রাবী আমর (রহ.) বলেন) আমি বলিলাম ইবন আব্বাস (রাযি.) তো বলেন দশ বছরের অধিক। তিনি (আমর রহ.) বলেন, তিনি তাহার (ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর) জন্য দুআ করিলেন এবং বলিলেন, বস্তুতঃ তিনি ইহা কবিদের উক্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ فَغَفَّرَهُ (তিনি (আমর রহ.) বলেন, তিনি তাঁহার জন্য দুআ করিলেন)। অর্থাৎ তিনি (উরওয়া রহ.) তাঁহার (ইবন আব্বাস রাযি.)-এর জন্য মাগফিরাতের দুআয় বলিলেন, غفر الله له (আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ক্ষমা করুন)। সাধারণতঃ এই কথাটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যিনি কোন কিছুতে ভুল করেন। সুতরাং তিনি (উরওয়া রহ.) যেন বলিলেন اخطاء غفر الله له (তিনি ভুল করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ক্ষমা করুন)। প্রকৃতপক্ষে উরওয়া (রহ.) নিজের জানা মতে এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কথাকে ভুল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অন্যথায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) যাহা বলিয়াছেন তাহাই সহীহ। ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কথার পক্ষে প্রচুর রিওয়ায়ত রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৭১)

إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ (বস্তুতঃ তিনি ইহা কবিদের উক্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, উক্ত কবি হইলেন : আবূ কায়স সারমা বিন আবূ আনাস। তিনি বলিয়াছিলেন :

ثَوَى فِي قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشَرَةَ حُجَّةً * يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى خَلِيْلًا مُوَاتِيَا

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হইতে কিছু অধিক বছর কুরায়শগণের সহিত অবস্থান করেন এবং ওয়াজ-নসীহত করিতে থাকেন এই ধারণায় যে, হয়তো কোন বন্ধু মিলিয়া যাইবে)

আর এই কবিতার শ্লোকটি সহীহ মুসলিম শরীফের কতিপয় নুসখায় ছিল। কিন্তু প্রচলিত নুসখায় নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই আবূ কায়স হইলেন সারমা বিন আবূ আনাস বিন মালিক বিন 'আদী বিন আমির বিন গানম বিন 'আদী বিন নাজ্জার আল-আনসারী (রাযি.)। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) এইভাবে তাঁহার বংশ তালিকা বর্ণনা করিয়া বলেন, তিনি জাহিলিয়্যাত যুগে সন্ন্যাসব্রত ছিলেন, মূর্তি হইতে পৃথক থাকিতেন, জানাবতের গোসল করিতেন। তিনি নিজের জন্য ঘরে একটি মসজিদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে হায়িয বিশিষ্টা মহিলা এবং অপবিত্র (جنبى) লোক প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতনা। আর তিনি বলিতেন, আমি ইবরাহীম (আ.)-এর রব্বের ইবাদত করি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ নিলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার ইসলাম গ্রহণ ছিল অতি সুন্দর। তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি সত্য কথা বলিতেন। আর জাহিলিয়্যাত যুগেও আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা প্রকাশার্থে কবিতায় 'আল্লাহ'-এর সহিত 'সুবহানাহু তা'আলা' বলিতেন। -(তাকমিলা ৪:৫৭১, নওয়াভী ২:২৬০)

(৫৯৬০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(৫৯৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় তের বছর অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তাঁহার ওফাত হয়।

(৫৯৬১) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

(৫৯৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয়। আর মদীনায় দশ বছর ছিলেন। আর তিনি ওফাত হন যখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর।

(৫৯৬২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْبَرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ عَبْدُ اللهِ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(৫৯৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ বিন আবান আল-জুফী (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উতবা (রাযি.)-এর সহিত বসা ছিলাম। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিল, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (বয়সে) বড় ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয় তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইনতিকাল করেন তখন তাঁহার বয়সও তেষট্টি বছর, উমর (রাযি.) শহীদ হন তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর। তিনি (রাবী) বলেন, লোকদের হইতে জনৈক ব্যক্তি যাহাকে আমির বিন সা'দ (রাযি.) বলা হয়। তিনি বলিলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন জারীর (রাযি.)। তিনি বলেন, আমরা মুআবিয়া (রাযি.)-এর কাছে বসা ছিলাম। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স সম্পর্কে উল্লেখ করিলেন। তখন মুআবিয়া (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হন তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইনতিকাল করেন তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর এবং উমর (রাযি.) শহীদ হন তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর।

(৫৯৬৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(৫৯৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... জাবীর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)কে খুৎবা দিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয় তখন তাঁহার বয়স তেষট্টি বছর। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও উমর (রাযি.)-ও তেষট্টি বছর (বয়সে ইনতিকাল করেন। আর আমিও সম্ভাব্য তিষট্টি বছর বয়সেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (আর আমিও সম্ভাব্য তিষট্টি বছর বয়সেই)। তিনি যেন নিজ ইনতিকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শায়খায়ন (রাযি.)-এর অনুরূপ উক্ত (তেষট্টি বছর) বয়সে কামনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা মুতাবিক তাহার ইনতিকাল হয় নাই; বরং তাহার ইনতিকাল হয় তখন তাহার বয়স কমপক্ষে আটাত্তর বছর। -(তাকমিলা ৪:৫৭২)

(৫৯৬৪) وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ. قَالَ أَتَحْسُبُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(৫৯৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মিনহাল যরীর (রহ.) তিনি ... বনূ হাশিমের আযাদকৃত গোলাম আম্মার (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওফাত হন তখন তাঁহার বয়স কত ছিল? তিনি (ইবন আব্বাস রাযি.) বলিলেন, আমি ধারণা করি নাই যে, তুমি তাঁহার গোত্রের লোক হইয়াও এই কথা জানিবে না। তিনি (আম্মার) বলেন, আমি বলিলাম, আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই এই বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার অভিমত জানিয়া নেওয়াই আমি অধিক পছন্দ করিলাম। তিনি (ইবন আব্বাস রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হিসাব জান? তিনি বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আচ্ছা 'চল্লিশ' মনে রাখ। তখন তিনি রিসালত প্রাপ্ত হন। পনের বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন নিরাপত্তায় ও সংশয়ে। আরও দশ হিজরতের পর হইতে মদীনা মুনাওয়ারায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بُعِثَ لَهَا (এই সময় তিনি রিসালত প্রাপ্ত হন)। অর্থাৎ بعث وهو ابن اربعين سنة (তিনি রিসালতপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর)। -(তাকমিলা ৪:৫৭৩)

خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ (পনের বছর মক্কা মুকাররমায়)। অর্থাৎ ইহার সহিত পনের বছর যোগ কর, যখন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। ইহা অধিকাংশ রিওয়ায়তের বিপরীত, যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তাহা অনুচ্ছেদের প্রথমে স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ফলে এই রিওয়ায়তের তাবীল করা জরুরী। হয়তো ইবন আব্বাস

(রাযি.) রিসালাত প্রাপ্তির বছর এবং হিজরতের বছরকে মক্কা মুকাররমায় অবস্থানের বছরসমূহের সহিত যোগ করিয়াছেন। তাই পনের বছর হইয়াছে। কিংবা ভাঙ্গা বছরকে জোড়া লাগাইয়া তের বছরের উপর পনের বছরের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিংবা কোন এক রাবী কর্তৃক ধারণায় বশবর্তী হইয়া এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৭৩)

(৫৯৬৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

(৫৯৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইউনুস (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইয়াযীদ বিন যুরাঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫৯৬৬) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

(৫৯৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওফাত হন তখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বছর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ (তখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বছর)। ইহা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) মক্কা মুকাররমায় পনের বছর অবস্থানের ভিত্তিতে। ইহাতে সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য যাহা ৫৯৬৪নং হাদীছের ব্যাখ্যার সমন্বয় করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৭৩)

(৫৯৬৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৫৯৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... খালিদ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯৬৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

(৫৯৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম যানযালী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পনের বছর অবস্থান করেন। সাত বছর আওয়াজ শ্রবণ করিতেন এবং আলো দেখিতেন। অন্য কিছু দেখিতেন না, আর আট বছর তাঁহার কাছে ওহী অবতীর্ণ হইত। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বছর অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ (আওয়াজ শ্রবণ করিতেন এবং আলো দেখিতেন)। অর্থাৎ টেলিফোনের আওয়াজ শ্রবণ করিতেন এবং ফিরিশতার নূর দেখিত্তেন। আর তাহার ইরশাদ لَا يَرَى شَيْئًا (অন্য কিছু দেখিতেন না) অর্থাৎ খোদ ফিরিশতাকে দেখিতেন না। -(তাকমিলা ৪:৫৭৩)

بَابُ فِي أَسْمَاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহ-এর বিবরণ

(৫৯৬৯) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

(৫৯৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল-মাহী, এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হইবে। আমি আল-হাশির, এমন ব্যক্তি যে, আমার পিছনে লোকদের সমবেত করা হইবে। আমি আল-আকিব, আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি, যাহার পর আর কোন নবী নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.)। তিনি কুরায়শগণের মর্যাদাবান ও নসব সম্পর্কিত জ্ঞানীগণের একজন ছিলেন। বদরের কয়েদীদের মুক্ত করানোর উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়াছিলেন। তখন সূরা তূর শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, ইহাই ছিল আমার অন্তরে ঈমান প্রবেশের সূচনা। তিনি হুদায়বিয়া ও ফতহে মক্কার মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কেহ বলেন, ফতহে মক্কার দিন। আল্লামা বাগভী (রহ.) বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের সময় ইনতিকাল করেন। আর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে علم الانساب (বংশ তালিকা সম্পর্কিত জ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন। -(আল-ইসাবা ১:২২৭)

এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الانبياء অধ্যায়ে باب ما جاء في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم এবং تفسير এ سورة الصف এ আছে। আর তিরমিযী শরীফে الادب অধ্যায়ে باب ما جاء في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৭৪)

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ (আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহের মধ্যে এই দুইটিই প্রসিদ্ধ। আবার এতদুভয়ের মধ্যে মুহাম্মদ (বেশী প্রশংসিত, অনেক প্রশংসনীয়, অনেক প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী) কুরআন মাজীদে বারবার আসিয়াছে। ইহা باب التفعيل এর مبالغة এর সীগা। ইহার অর্থ হইতেছে যাহার প্রশংসা একবারের পর আরেকবার (বারংবার) করা হয় কিংবা যাহার মধ্যে প্রশংসিত গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আর আহমদ (অধিকতর প্রশংসনীয়) নামটি صفة হইতে পরিবর্তিত। ইহা افعل التفضيل এর সীগা। এই নামে নামকরণের কারণ সম্পর্কে সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার জন্য মাকামে মাহমূদ খোলা হইবে। তাঁহার পূর্বে ইহা কাহারও জন্য খোলা হইবে না। আর কেহ বলেন, আম্বিয়া (আ.) অধিক প্রশংসাকারী। আর তিনি তাঁহাদের মধ্যে অত্যধিক প্রশংসাকারী। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে তিনি বেশী প্রশংসনীয় এবং মহিমা গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। -(তাকমিলা ৪:৫৭৪-৫৭৫ সংক্ষিপ্ত)

وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ (আমি আল-মাহী (বিলুপ্তকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে কুফর বিলুপ্ত করা হইবে)। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা জযীরাতুল আরব হইতে কুফর বিলুপ্ত মর্ম। কেননা, অনেক শহরের মধ্যে

কুফর অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর কেহ বলেন, অচিরেই কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা বিন মারইয়াম (আ.)-এর মাধ্যমে কুফর বিলুপ্ত হইবে। কেননা, তখন জিযিয়ার বিধান উঠাইয়া নেওয়া হইবে এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গৃহীত হইবে না। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে উত্তম ব্যাখ্যা এইরূপ বলা যে, অকাট্য দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদীর মাধ্যমে কুফরের যুক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আর ইহা নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কারণে হইয়াছে। আর কতিপয় রাবী الْمَاحِى (বিলুপ্তকারী)-এর তাফসীর করিয়াছেন بان الله يمحو به سيئات من اتبعه (কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার অনুসারীদের গুণাহসমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন)। -(তাকমিলা ৪:৫৭৫)

وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِى (আমি আল-হাশির, এমন ব্যক্তি যে, আমার পিছনে লোকদের সমবেত করা হইবে)। অর্থাৎ بعدى (আমার পরে) অর্থাৎ লোকদের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাশর হইবে। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আর কোন নবী নাই এবং শরীআতও নাই। বস্তুতভাবে কিয়ামত এবং হাশর তাহার উম্মতের পরেই হইবে। -(তাকমিলা ৪:৫৭৫ সংক্ষিপ্ত)

وَأَنَا الْعَاقِبُ (আর আমি আল-আকিব)। الْعَاقِبُ (পরে আগত, সর্বশেষ, সমাপ্তি) শব্দটি عقبه - يعقبه হইতে اسم فاعل এর সীগা, যখন তাহার পরে আগত হয়। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী (আ.)-এর পরে আগত। এই কারণেই ইহার তাফসীর والعقب الذى ليس بعده نبى (আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি যাহার পর আর কোন নবী নাই) দ্বারা ইরশাদ করা হইয়াছে। আর তাফসীর মারফূ হিসাবে হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন তিরমিযী শরীফে এই শব্দে রিওয়ায়ত আছে : الذى ليس بعدى نبى (যে আমার পরে আর কোন নবী নাই)। কিংবা রাবী কর্তৃক সংযোজনও হইতে পারে। যেমন আগত রাবী উকায়ল (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, আমি যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম وما العاقب؟ قال الذى ليس بعده نبى (আর আল-আকিব কী? তিনি (যুহরী জবাবে) বলিলেন, যাঁহার পরে আর কোন নবী নাই)। -(তাকমিলা ৪:৫৭৬)

(৫৯৭০) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ لِى أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ". وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا.

(৫৯৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জুবায়র বিন মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার অনেক নাম রহিয়াছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল-মাহী এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফরকে বিলুপ্ত করিবেন। আমি আল-হাশির, এমন ব্যক্তি যে, আমার পদযুগলের কাছে লোকেরা সমবেত হইবে। আমি আল-আকিব, এমন ব্যক্তি যে, যাহার পর আর কেহ (নবী) নাই এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নাম রাউফ (দয়ালু) ও রহীম (অনুগ্রহশীল) রাখিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا (এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নাম রাউফ ও রহীম রাখিয়াছেন)। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) স্বীয় 'আদ-দালাঈল' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা রাবী কর্তৃক যুহরী (রহ.) উক্তি সন্নিবেশিত। তিনি সূরা তাওবা-এর ১১৭নং আয়াতের দিকে ইশারা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৪:৫৭৬)

(৫৯৭১) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ الْكَفَرَةَ. وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الْكُفْرَ.

(৫৯৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়িব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর রাবী শুআয়িব এবং মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আর রাবী উকায়ল (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, আমি যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল-আকিব কী? তিনি বলিলেন, এমন ব্যক্তি, যাহার পর আর কোন নবী নাই। আর মা'মার ও উকায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে الْكَفَرَةَ শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। আর শুআয়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে الْكُفْرَ শব্দ বর্ণনা করেন।

(৫৯৭২) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ "أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ".

(৫৯৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজের নামগুলি আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমি মুহাম্মদ, আহমদ, আল-মুকাফ্ফী, আল-হাশির, তাওবার নবী ও রহমতের নবী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْمُقَفِّي (আর আল-মুকাফ্ফী)। ইহা العاقب (সর্বশেষ) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৪:৫৭৭)

وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ (আর তাওবার নবী ও রহমতের নবী)। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওবা ও পরস্পর দয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল হাদীছসমূহে কতিপয় নাম উল্লেখ করিয়াই যথেষ্ঠ করিয়াছেন। কেননা, এইগুলি অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর তাঁহার আরও নাম প্রমাণিত আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইহার সংখ্যা নিরান্নব্বই পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ তিনশতের বেশী উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) শরহে তিরমিযীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহ এক হাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহার অধিকাংশই তাঁহার গুণাবলীকে নাম হিসাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফলে তাঁহার নামের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৭৭)

بَابُ عِلْمِهِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁহাকে অধিক ভয় পাওয়া-এর বিবরণ

(৫৯৭৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ "مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً".

(৫৯৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একটি আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিলেন এবং তাহা চালু রাখিলেন। এই খবর তাঁহার কতিপয় সাহাবীর কাছে পৌঁছিলে তাঁহারা যেন এই আমলটি (অল্প মনে করিয়া) অপছন্দ করিলেন এবং ইহা হইতে বিরত থাকিলেন। এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহিত হইয়া দাঁড়াইয়া খুতবা দিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন, লোকদের কি হইল, তাহাদের কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, একটা কাজ আমি অনুমোদন করিয়াছি, তারপরও তাহারা ইহাকে (আমল করিতে) অপছন্দ করিতেছে এবং ইহা হইতে বিরত থাকিতেছে? আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি আল্লাহ তা'আলাকে সর্বাধিক বেশী জানি এবং তাঁহাকে তাহাদের হইতে অধিক ভয় করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الادب অধ্যায়ে باب من لم يواجه الناس بالعتاب এবং الاعتصام অধ্যায়ে باب يكره من التعمق الخ এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৭৭)

فَتَرَخَّصَ فِيهِ (এবং তাহা চালু রাখিলেন)। অর্থাৎ عمل فيه بالرخصة الشرعية (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহার উপর শরীয়তের অনুমোদন (ছাড়) মুতাবিক আমল করেন)। -(তাকমিলা ৪:৫৭৭)

وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ (এবং ইহা হইতে বিরত থাকিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১০:৫১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদীছে বিশিষ্ট লোকজনকে যাহার দিকে ইশারা করা হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই আর না সেই বস্তু যাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রাপ্ত ছাড় গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ইহা অনুধাবন করিবার মত বস্তু প্রাপ্ত হইলাম। আর তাহা হইল সহীহ মুসলিম শরীফে كتاب الصيام এর মধ্যে অন্য দৃষ্টিকোণে হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনৈক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জুনুবী অবস্থায় সকাল (সুবহে সাদিক) করি। অথচ আমি রোযা পালনের ইচ্ছা রাখি, অতঃপর গোসল করি এবং রোযা রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জানাবত অবস্থায় আমারও ফজরের সময় হইয়া যায় আমি তো রোযা রাখি। অতঃপর লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় উত্তমের খেলাফ কৃতকর্ম ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমার আশা, আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি তোমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক জ্ঞাত ঐ বিষয়ে যাহা হইতে আমার বিরত থাকা জরুরী"। -(মুসলিম বাংলা ১১তম খন্ডে ২৪৮৩নং হাদীছ)।

আর অনুরূপ হাদীছ كتاب النكاح এর মধ্যে হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিন ব্যক্তির একটি দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপনে কৃত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করিলেন : উক্ত হাদীছে তাহাদের উক্তি "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার তুলনায় আমাদের স্থান কোথায়? উক্ত হাদীছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছিলেন, والله انى اخشاكم لله واتقاكم له-لكنى اصوم وافطر- واصلى وارقد- واتزوج النساء (আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি তোমাদের সকলের চাইতে তাহার জন্য তাকওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি আবার ইফতারও করি, (রাত্রিতে নফল) নামায আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি)। -(মুসলিম বাংলা ১৩তম খন্ড ৩২৩৯নং হাদীছ)

مَا بَالُ رِجَالٍ (লোকদের কি হইল?)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিরস্কারকৃত ব্যক্তি বিশেষকে চিহ্নিত করতঃ সম্বোধন করা হইতে সরিয়া থাকা সমীচীন। তাহাদের সহিত কোমল আচরণে এবং লোকদের সামনে তাহাদের লজ্জা দেওয়া হইতে বিরত থাকার লক্ষ্যে। আর অনুরূপ করাই মাসনূন তরীকা। -(তাকমিলা ৪:৫৭৮)

لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলাকে আমি তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী জানি এবং আল্লাহ তা'আলাকে তাহাদের হইতে অধিক ভয় করি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম ও আমলের সকল গুণাবলীতে পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর ইহার দিকেই তিনি প্রথম ইরশাদ اعلمهم (আমি তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী জানি) এবং দ্বিতীয় ইরশাদ واشدهم له خشية (এবং আল্লাহ তা'আলাকে তাহাদের হইতে অধিক ভয় করি) দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনে নিজের মর্যাদা বর্ণনা করা জায়িয আছে, যদি ইহা তাহার রব্বের পক্ষ হইতে কৃত নিয়ামত বর্ণনার উদ্দেশ্যে হয় এবং তাহা গর্ব ও অহঙ্কার হইতে নিরাপদ হয়।

বলাবাহুল্য অধিক ইলম ও বেশী ভয় সত্ত্বেও রুখসত (ছাড়)-এর আমল উত্তম। কোন কোন ব্যক্তি নিজের উপর কঠিন আমলটি অত্যাবশ্যক করিয়া নেয়। হয়তো সে কিছু দিনের মধ্যে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং স্পৃহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ফলে তাহার হইতে হালকা আমলসমূহও বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই যেই ব্যক্তি সহজটি ইখতিয়ার করে তাহার জন্য ইহা সদাসর্বদা করা সম্ভব হয়। এই স্থানে অপর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে যাহা হাকীমুল উম্মত শায়খ আশরাফ আলী থানুভী (রহ.) বলিয়াছেন যে, রুখসতের উপর আমল করা مقام العبدية (দাসত্বের স্থান) এবং التواضع لله تعالى (আল্লাহ তা'আলার বিনয় প্রকাশ)-এর অধিক উপযোগী। আর কঠিন আমল ইখতিয়ার করার মধ্যে একটি পদ্ধতি তো আছে যাহা আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্ব ও অনমনীয়তা প্রকাশ করা। ইহা প্রায়শঃ নিজের মধ্যে আত্মতুষ্টি সৃষ্টি করে। সুতরাং রুখসতের উপর আমল অবলম্বন করাই আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত ও তাঁহাকে ভয় করার অধিক উপযোগী। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫৯৭৪) حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(৫৯৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন হাশরাম (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে জরীর (রহ.)-এর সনদে তাহার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯৭৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً".

(৫৯৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজে রুখসত অবলম্বন করিলেন। লোকদের মধ্যে কোন এক লোক তাহা খারাপ মনে করিল। এই কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি রাগান্বিত হইলেন, এমনকি তাহার চেহারায় ক্রোধের ভাব প্রকাশিত হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন : লোকদের কী হইল যে, আমার জন্য অনুমোদিত একটি কাজে তাহারা অনাগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আল্লাহ তা'আলার কসম! অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলাকে তাহাদের হইতে অধিক জানি এবং অত্যধিক ভয় করি।

بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া-এর বিবরণ

(৫৯৭৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ. يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ". فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ "يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا}.

(৫৯৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... আবুদল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনসারদের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যুবায়র (রাযি.)-এর সহিত পানি সেচের আল-হাররার নালা নিয়া বাদানুবাদ করিল, যাহা হইতে তাহারা খেজুর গাছে পানি দিত। আনসার লোকটি বলিল, পানি ছাড়িয়া দাও, প্রবাহমান থাকুক। যুবায়র (রাযি.) মানিলেন না। শেষে সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তর্ক করিলে তিনি যুবায়র (রাযি.)কে বলিলেন, হে যুবায়র! তুমি পানি ব্যবহার করিয়া তোমার পড়শীর জন্য ছাড়িয়া দাও। তখন আনসার লোকটি ক্রোধিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুবায়র তো আপনার ফুফাতো ভাই। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে যুবায়র! নিজের গাছগুলিতে পানি দাও এবং পানি আটকাইয়া রাখ, যতক্ষণ না পানি বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। যুবায়র (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমার ধারণা যে, এই আয়াত সে সম্পর্কে নাযিল হয় : "অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম! সেই লোক ঈমানদার হইবে না, যতক্ষণ না তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাইবে না। −সূরা নিসা ৬৫)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ (আবুদল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) তাহার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المساقات অধ্যায়ে باب في سكر الانهار এবং باب شرب الاعلى قبل الاسفل ও باب شرب الاعلى الى الكعبين এ আছে। আর الصلح ও التفسير অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে আছে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে।

এই স্থানে উল্লিখিত উরওয়া (রহ.) স্বীয় ভাই আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৭৯)

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ (জনৈক আনসারী লোক বাদানুবাদ করিল)। আর সহীহ্ বুখারীতে الصلح অধ্যায়ে শু'আয়ব (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : জনৈক আনসারী লোক বাদানুবাদ করিল, যিনি বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিলেন। আর তাবারী গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি যুহরী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, উক্ত লোকটি বনূ উমাইয়্যা বিন যায়দ হইতে এবং আউস সম্প্রদায়ভুক্ত। আর ইবনুল মাকরী (রহ.) স্বীয় মু'জাম গ্রন্থে রিওয়ায়তে তাহার নাম 'হামীদ' বলিয়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু আনসারী-গণের মধ্যে হামীদ নামে কেহ বদরী ছিলেন না।

ইবন আবী হাতিম (রহ.) সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাযি.) হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الخ (অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম! সেই সকল লোক ঈমানদার হইবে না ...। –সূরা নিসা ৬৫) খানা হযরত যুবায়র বিন আল আওয়্যাম এবং হাতিব বিন বুরতা'আ-এর মধ্যকার পানি নিয়া বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। ইহার সনদ শক্তিশালী। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, হাতিব বিন বুলতাআ বদরী হইলেও তিনি মুহাজির ছিলেন। আনসারীগণের মধ্যে নহে। তবে من الانصار (আনসারীগণের মধ্যে)-এর তাবীল এইভাবে করা সম্ভব যে, ইহা দ্বারা ব্যাপক অর্থ মর্ম নেওয়া ইচ্ছা করিয়াছেন। আর ইহা অনেকের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রাযি.)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হাতিব আনসারীগণের মিত্র ছিলেন। এই কারণে তাহাকে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ করা হয়।

আল্লামা আদ-দাউদী ও আবূ ইসহাক যুজাজ (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রকাশ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে আনসার শব্দটি তাহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেননা, সে আনসারী বংশের একজন ছিল, দ্বীনের বিবেচনায় নহে। কিন্তু ইহা সনদের দিক দিয়া শক্তিশালী নহে। কেননা, আনসারী কোন সাহাবা এই ব্যক্তির মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালার বিরোধীতা করা সুদূর পরাহত। অধিকন্তু ইমাম বুখারীর ইতোপূর্বে উল্লিখিত রিওয়ায়ত দ্বারাও খন্ডন হইয়া যায় যে, উক্ত লোকটি বদরে উপস্থিত ছিলেন। অথচ কোন মুনাফিক বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। তবে আল্লামা দাউদী (রহ.) ইহার জবাব দিয়াছেন যে, ইহা বদরের জিহাদ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা ছিল। সুতরাং বদরে উপস্থিত হওয়া দ্বারা তাহার নিফাক দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৭৯-৫৮০ সংক্ষিপ্ত)

فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (আল-হাররার নালা নিয়া)। الشراج শব্দটির ش বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ مسيل الماء (পানির ধারা, নালা, স্রোতস্বিনী)। আর কেহ বলেন, ইহা একবচন। আর কেহ বলেন, شرج (ش বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন)-এর বহুবচন। যেমন رهن এর বহুবচন رهان এবং بحر এর বহুবচন بحار ব্যবহৃত হয়। আর الحرة (আল-হাররা) শব্দটির ح বর্ণে যবর ش বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা হইল কঠিন পুরুভূমি যাহা কালো পাথরসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত। আর মদীনা মুনাওয়ারায় অনেক 'হাররা' রহিয়াছে। আর شراج الحرة (আল-হাররার নালা) দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই নালা যাহা হাররায় অবস্থিত ছিল। ফলে তাহার দিকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। -(ইহা উমদাতুল কারী গ্রন্থের ৬:১৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত)। -(তাকমিলা ৪:৫৮২)

سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ (পানি ছাড়িয়া দাও, প্রবাহমান থাকুক)। سَرِّحِ শব্দটি التسريح হইতে امر এর সীগা الارسال (ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত করা, প্রেরণ করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলার কারণ হইতেছে যে, পানি আনসারীর জমিনের পূর্বে যুবায়র (রাযি.)-এর

জমিনের উপর প্রবাহমান ছিল। ফলে তিনি স্বীয় জমি পূর্ণাঙ্গভাবে সেচের উদ্দেশ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পড়শীর জমিতে ছাড়িতেন। ফলে আনসারী লোকটি দ্রুত পানি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার (যুবায়র রাযি.) হইতে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কিংবা পানি একেবারে আটকাইয়া না রাখার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত যুবায়র (রাযি.) তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন। কেননা, সেচের ক্ষেত্রে উচ্চভূমির হক প্রথমে। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় বৃষ্টির পানি দ্বারা প্রবাহমান দুইটি উপত্যকা ছিল। ফলে লোকেরা ইহাতে পানি সেচ নিয়া প্রতিযোগিতা করতঃ বিবাদে লিপ্ত হইত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমিতে প্রথমে দেওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা করিলেন। -(হাফিয (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারীতে' ইহা নকল করিয়াছেন)-(তাকমিলা ৪:৫৮২)

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ (হে যুবায়র! তুমি পানি ব্যবহার করিয়া তোমার পড়শীর জন্য ছাড়িয়া দাও)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে পরামর্শ দান স্বরূপ বলিয়াছেন। কেননা, ইহাতে দুইজনের উপকারিতা ও উভয় দিকের বিবেচনা রহিয়াছে। কেননা, ইহা যুবায়র (রাযি.)-এর হক-অধিকার ছিল। যেহেতু তাহার ভূমি উচ্চে সেহেতু তিনি পানি আটকাইয়া রাখিবে যে পর্যন্ত না তাহার জমিতে পদযুগলের গিঠ পর্যন্ত পানিতে সেচ হয়। এই জন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের ফায়সালা অনেক করিয়াছেন। আবূ দাউদ ও ইবন মাজা গ্রন্থে আমর বিন শু'আয়ব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতার সূত্রে দাদা হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-মাহযূর স্রোত সম্পর্কে ফায়সালা করিয়াছিলেন যে, উহাকে যেন আটকাইয়া রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না পদযুগলের গিঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমির দিকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবায়র (রাযি.)কে নিজ পড়শীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সেচ হওয়ার পর পানি তোমার পড়শীর দিকে ছাড়িয়া দাও। -(তাকমিলা ৪:৫৮২)

أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (যুবায়র তো আপনার ফুফাতো ভাই)। أَنْ শব্দটির همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে التعليل (কারণ বর্ণনা)-এর জন্য ব্যবহৃত। যেমন সে বলিয়াছে : حكمت له بالتقديم لاجل انه ابن عمتك (যুবায়র আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে আপনি তাহাকে অগ্রে সেচের ফায়সালা দিয়াছেন) উল্লেখ্য যে, যুবায়র (রাযি.)-এর মাতা সুফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফী। -(তাকমিলা ৪:৫৮৩)

فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল)। অর্থাৎ تغير لونه (তাঁহার রং পরিবর্তন হইয়া গেল)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে রাগ হওয়ার বিষয়টি বুঝানো হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৮৩)

ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (অতঃপর পানি আটকাইয়া রাখ, যতক্ষণ না পানি বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়)। الْجَدْرِ শব্দটির ج বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিন অর্থ বাঁধ, যাহা দেয়ালের মত খেজুর গাছে পানি দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়। তবে অপর রিওয়ায়তে الجُدُر (ج এবং د বর্ণে পেশসহ) جدار (দেয়াল, বেড়া, বেষ্টনী)-এর বহুবচন হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আবূ মূসা (রহ.) নকল করিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, د বর্ণে সাকিন ব্যতীত কোন রিওয়ায়তে নাই।

যাহা হউক প্রত্যেক পদ্ধতি ইহার অর্থ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবায়র (রাযি.)কে খেজুর গাছের মূল পর্যন্ত উপনীত হওয়া এবং বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত পানি আটকাইয়া রাখিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর ইহা হযরত যুবায়র (রাযি.)-এর হক ছিল, যাহা ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কেননা,

মুসলিম শরীফ -২০-৩৩/১

পানি বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছা তো বাস্তুতঃভাবে যখন কোন ব্যক্তির দন্ডায়মান অবস্থায় পদযুগলের গিঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে স্বীয় পড়শীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু আনসারী লোকটি যখন তাহা কবূল করে নাই তখন তিনি যুবায়র (রাযি.) তাঁহার আসল হক (বাঁধ পর্যন্ত) আটকাইয়া রাখিবার হুকুম দিলেন।

আর তাঁহার উপর এই আপত্তি করা যায় না যে, তিনি ক্রোধ অবস্থায় ফায়সালা করিয়াছেন। অথচ তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় ফায়সালা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় অন্যায় হইতে নিরাপদ ছিলেন।

বলাবহুল্য আনসারী লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালা অমান্য করিবার কারণে শাস্তির উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম (প্রশাসক) কাহারও শাস্তি মাফ করিয়া দেওয়া জায়িয আছে। আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) স্বীয় 'আদাবুল কাযী' গ্রন্থের ১:২৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কথা দ্বারা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৮৩-৫৮৪)

بَابُ تَوْقِيرِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ الخ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান প্রদর্শন করা, বিনা প্রয়োজনে অত্যধিক প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকা-এর বিবরণ

(৫৯৭৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ".

(৫৯৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) তিনি .. হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন : আমি তোমাদেরকে যাহা নিষেধ করিয়াছি তাহা হইতে বিরত থাক এবং যাহা তোমাদের আদেশ করিয়াছি, তাহা হইতে যাহা সম্ভব উহা পালন কর। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রশ্নের আধিক্যের কারণে এবং তাহারা নিজেদের নবীগণের সহিত মতবিরোধ করিবার কারণে ধ্বংস করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বর্ণনা করিতেন)। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফের الحج অধ্যায়ে باب فرض الحج مرة في العمر এ আছে। আর সহীহ বুখারীতে الاعتصام بالكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم এ আছে। তাহা ছাড়া নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৮৪)

এই হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩১৪৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য- (বাংলা মুসলিম ১৩তম খন্ড)।

(৫৯৭৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً.

(৫৯৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম ফর্মা -২০-৩৩/২

(৫৯৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ". وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ "مَا تُرِكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ". ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৫৯৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তাঁহারা সকলেই বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের জন্য যাহা ছাড় দিয়াছি, তাহা তোমরা পরিত্যাগ কর।" আর রাবী হুমাম (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে "যেই ব্যাপারে তোমাদের ছাড় দেওয়া হইয়াছে"। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হইয়াছে, অতঃপর সাঈদ (রহ.)-এর সূত্রে যুহরী (রহ.) ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে আবূ সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৯৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ".

(৫৯৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যাহা মুসলমানদের জন্য হারাম ছিল না। অথচ তাহার প্রশ্ন করিবার কারণে সেই বিষয়টি তাহাদের উপর হারাম করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আর القضاء অধ্যায়ে باب النهى عن كثرالسوال এর অধীনে সংকলিত ৪৩৫৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৯৮১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ".

(৫৯৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাঁহারা ... সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক বড় অপরাধী মুসলমান সে-ই, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যাহা হারাম ছিল না, অথচ তাহার প্রশ্ন করিবার কারণে লোকদের উপর তাহা হারাম করিয়া দেওয়া হয়।

(৫৯৮২) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ " رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ ". وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

(৫৯৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহ্ইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে "কোন ব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং উহার খুঁটিনাটি জানিতে চায়"। আর আমির বিন সা'দ (রহ.) হইতে ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি (আমির বিন সা'দ) সা'দ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَنَقَّرَ عَنْهُ (এবং উহার খুঁটিনাটি জানিতে চায়)। মূলত التنقير والنقير হইল حفر الخشب (কাষ্ঠ ছিদ্র করা) এই স্থানে মর্ম হইতেছে البحث والتفحص (অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা)। -(তাকমিলা ৪:৫৮৭)

(৫৯৮৩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْحَابِهِ شَىْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ". قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ قَالَ - فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ " أَبُوكَ فُلاَنٌ ". فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }

(৫৯৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মাহমূদ বিন গায়লান, মুহাম্মদ বিন কুদামা সুলামী ও ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ লূলূয়ী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজ সাহাবীগণের পক্ষ হইতে কোন কথা পৌঁছিল। তখন তিনি খুৎবা দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন : আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। অদ্যকার মতো মঙ্গল এবং অমঙ্গল আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা খুবই অল্প হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের উপর ইহার চাইতে ভয়াবহ কোন দিন আর আসে নাই। তাঁহারা নিজেদের মাথা ঢাকিয়া ফেলিল এবং তাহাদের ভেতর হইতে কান্নার শব্দ আসিতে লাগিল। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মানিয়া নিলাম। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমার পিতা কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল : (বঙ্গানুবাদ) "হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হইলে তোমাদের খারাপ লাগিবে। -(সূরা মায়িদা ১০১)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العلم অধ্যায়ে التفسير এবং باب رفع البصر الخ এবং الاذان অধ্যায়ে مواقيت الصلوة এবং باب من برك على ركبتيه الخ অধ্যায়ে باب القصد الرقاق এবং باب التعوذ من الفتن এবং الدعوات অধ্যায়ে باب لاتسئلوا عن اشياء الخ অধ্যায়ে باب ما يكره من كثرة السؤال الخ الاعتصام بالكتاب والسنة এবং باب التعوذ من الفتن এবং والمداومة الخ এ আছে। অধিকন্তু তিরমিযী التفسير سورة المائدة এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الزهد অধ্যায়ে আছে। -(ঐ)

بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজ সাহাবীগণের পক্ষ হইতে কোন কথা পৌছিল)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, শায়খ বলিতেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য হওয়ার ব্যাপারে আরও দলীল প্রমাণের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সত্তায় ইহা পতিত হওয়ায় তিনি ইরশাদ করিলেন: যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ তাহা কি যথেষ্ঠ নহে? আর হযরত উমর (রাযি.) এই মর্মের উপর প্রয়োগ করিয়াই বলিয়াছিলেন "আমরা আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি।" আর অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহার কারণ হইতেছে যে, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোক কর্তৃক খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আগ্রহী বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যেমন আগত (৫৯৮৭নং) আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে কাতাদা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ (লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। এমনকি তাঁহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরে আরোহণ করিয়া ইরশাদ করিলেন)। অধিকন্তু অনুচ্ছেদের শেষে সংকলিত আবূ মূসা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও পক্ষপাত হয়। উহাতে আছে : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن اشياء فكرهها (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা তিনি অপছন্দ করেন)। -(তাকমিলা ৪:৫৮৭-৫৮৮)

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়)। সহীহ বুখারী শরীফের الاذان অধ্যায়ে আনাস (রাযি.) সূত্রে হিলাল বিন আলী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : قال صلى لنا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رقا المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ـ ثم قال لقد رأيت الان منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين فى قبلة هذا الجدار فلم ار كاليوم فى الخير والشر ثلاثا (তিনি (আনাস বিন মালিক রাযি.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়া সালাত আদায় করিলেন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই মাত্র আমি যখন তোমাদের নিয়া সালাত আদায় করিতেছিলাম তখন এই দেয়ালের সামনের দিকে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলাম। আজকের মতো এত মঙ্গল ও অমঙ্গল আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই, এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন) -(সহীহ বুখারী ১:১০৩ পৃষ্ঠা)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে সালাতের অভ্যন্তরেই পেশ করা হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮)

فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (আজকের মতো মঙ্গল এবং অমঙ্গল আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছের অর্থ হইতেছে لم ار خيرا اكثر مما رايته اليوم فى الجنة ولا شرا اكثر مما رايته اليوم فى النار (আজকের দিনে জান্নাতের কল্যাণ যাহা দেখিয়াছি ইহা হইতে অধিক কল্যাণ আর কখনও দেখি

নাই। আর আজকের দিনে জাহান্নামের অকল্যাণ যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে অধিক অকল্যাণ আর দেখি নাই। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮)

لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا (তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা খুবই কম হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিয়াও বেশী কাঁদেন নাই কেন? জবাবে বলা হইবে, কান্না তো ভয়ের জন্য। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় হইতে নিরাপদ। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮ সংক্ষিপ্ত)

يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ (ইহা হইতে ভয়াবহ কোন দিন আর আসে নাই)। যখন তাহারা বক্তব্যের মধ্যে জাহান্নামের কঠোর আযাবের কথা অনুধাবন করিতে পারিল। কিংবা অত্যধিক প্রশ্ন করিবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপছন্দ ও অসন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি যখন তাহারা উপলব্ধি করিলেন। কিংবা তিনি যখন কিয়ামত সংঘটনের পূর্বে পতিত বিরাট ফিতনার কথা উল্লেখ করিলেন। কিংবা উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিবার কারণে। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮)

وَلَهُمْ خَنِينٌ (এবং তাহাদের ভেতর হইতে কান্নার শব্দ আসিতে লাগিল)। خَنِينٌ শব্দটির خ বর্ণে যবর ن বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অনুরূপই অধিকাংশ নুসখায় এবং প্রধান রিওয়ায়তে রহিয়াছে। আর الخنين হইল خروج الصوت من الانف (নাক হইতে নির্গত স্বর, খ্যানখ্যান শব্দ)। আল্লামা খলীল (রহ.) বলেন, তাহা হইল নাকী স্বর। আল্লামা আসমায়ী (রহ.) বলেন, যখন পুনঃপুনঃ কান্নার দরুন নাকী স্বর হইতে থাকে তখন خنين বলা হয়। আর আল্লামা আবূ যায়দ (রহ.) বলেন, خنين হইতেছে الخنين এর ন্যায়। আর তাহা হইল তীব্র কান্না। আর কতিপয় রাবী حنين (নুক্তাবিহীন ح দ্বারা) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, ইহা হইল صوت البكاء (কান্নার স্বর)। আর ইহাও এক প্রকার কান্না। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮)

فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا (অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে)। আগত রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, হযরত উমর (রাযি.) এই কথা বলিবার পূর্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেলেন। অনুরূপ সহীহ বুখারী শরীফে العلم অধ্যায়ে শু'আয়ব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلثا فسكت (তখন হযরত উমর (রাযি.) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। তিনি এই কথা তিনবার বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হইলেন)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযি.) ইহা হইতে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এই সকল প্রশ্নসমূহ একগুঁয়েমি ও সন্দেহের ধাঁচে হইয়াছে তাই তিনি আয়াত অবতরণের আশংকা করিয়াছিলেন। ফলে তিনি رضينا بالله الخ (আমরা আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে ... শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন)। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হইলেন এবং নীরব হইয়া গেলেন। -(তাকমিলা ৪:৫৮৮-৫৮৯)

فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ (অতঃপর জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন)? আগত (৫৯৮৫নং) হাদীছে আছে। তিনি হইলেন, আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৫৮৯)

فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল : হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হইলে তোমাদের খারাপ লাগিবে। −সূরা মায়িদা ১০১)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। অধিকন্তু সহীহ বুখারী শরীফের

الفتن অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাযি.) ও অন্য সূত্রে কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, কাতাদা (রহ.) এই হাদীছের সহিত এই আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

তবে এই আয়াত অবতরণের অন্যান্য কারণও বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ সম্পর্কে কৃত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয।" অনুরূপ সহীহ বুখারী শরীফের التفسير অধ্যায়ে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকেরা ঠাট্টা করিয়া প্রশ্ন করিত। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, من ابى (আমার পিতা কে?) কিংবা জনৈক ব্যক্তি নিজ উট হারাইয়া বলিল : اين ناقتى (আমার উটটি কোথায়?) তাহাদের ব্যাপারেই সূরা মায়িদার এই (১০১নং) আয়াত নাযিল হয়।

প্রত্যেকটি স্বীয় স্থানে ঠিক আছে যে, শানে নুযূলে কোন ঠেলাঠেলি নাই। কাজেই সম্ভবত: প্রত্যেক ঘটনাই এই আয়াতের অবতরণের কারণ হইবে। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, উক্ত ঘটনাসমূহের একটি শানে নুযূল হইবে। আর অন্যান্য ঘটনার উপর আয়াতের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৮৯)

(৫৯৮৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ "أَبُوكَ فُلاَنٌ". وَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} تَمَامَ الآيَةِ.

(৫৯৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মা'মার বিন রিবঈ কায়সী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমার পিতা অমুক। আর তখনই নাযিল হয় : (বঙ্গানুবাদ) "হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হইলে তোমাদের খারাপ লাগিবে– শেষ পর্যন্ত -(সূরা মায়িদা ১০১)

(৫৯৮৫) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا". قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ "سَلُونِي". فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَبُوكَ حُذَافَةُ".

فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ يَقُولَ "سَلُونِي". بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ.

(৫৯৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হারমালা বিন ইমরান তুজীবী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলিবার পর বাহিরে তাশরীফ আনিলেন এবং লোকদের নিয়া যুহরের নামায আদায় করিলেন। যখন সালাম ফিরাইলেন তখন মিম্বরে দাঁড়াইয়া কিয়ামতের আলোচনা করিলেন এবং উল্লেখ করিলেন যে, ইহার পূর্বে অনেক বড় বড় বিষয় সংঘটিত হইবে। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি আমাকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিতে চায়, সে যেন সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই স্থানে রহিয়াছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবে, আমি উহা বলিয়া দিব। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকেরা খুবই কান্নাকাটি আরম্ভ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃপুনঃ বলিতে থাকিলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি (জবাবে) বলিলেন : তোমার পিতা হুযাফা।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃপুনঃ বলিতে থাকিলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রাযি.) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন। আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া নিয়াছি। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, উমর (রাযি.) যখন এই কথা বলিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বিপদ সন্নিকটে। যাঁহার (কুদরতী) হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ তাঁহার কসম! এই দেয়ালটির মধ্যে এখনই আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামকে পেশ করা হয়। কাজেই অদ্যকার মতো মঙ্গল এবং অমঙ্গল আমি আর প্রত্যক্ষ করি নাই। রাবী ইবন শিহাব (যুহরী রহ.) বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)-এর মা আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)কে বলিয়াছেন, তোমার হইতে অধিক অবাধ্য কোন সন্তানের কথা আমি শ্রবণ করি নাই। তুমি কি এই কথা হইতে নিশ্চিন্ত ছিলে যে, তোমার মাতাও হয়তো এমন কোন পাপ কর্ম করিয়াছে যাহা জাহিলী যুগের রমণীরা করিত। আর তুমি তোমার মাকে লোকদের সম্মুখে অপমান করিয়াছে। আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি. জবাবে) বলিলেন, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে একটা কালো হাবশীর সহিতও সম্পর্কিত করিতেন, তাহা হইলেও আমি উহা গ্রহণ করিয়া নিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا (আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই স্থানে রহিয়াছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবে, আমি উহা বলিয়া দিব)। উলামায়ে কিরাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথাটি তাহার প্রতি ওহী অবতরণের উপর প্রয়োগ হইবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা (ওহী মারফত) জানাইয়া দেওয়া ব্যতীত গায়েব (অদৃশ্যে)-এর যে কোন প্রশ্নের জবাব তিনি জানিতেন না। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ سَلُونِي (আমাকে প্রশ্ন কর) খানা বস্তুতঃ রাগান্বিত অবস্থায় ছিল। যেমন অন্য রিওয়ায়তে আছে سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যাহা তিনি পছন্দ করেন নাই)। অতঃপর তাহারা অনাবশ্যক প্রশ্ন করায় তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, سَلُونِي (তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর)। -(তাকমিলা ৪:৫৯০)

فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ (তখন লোকেরা খুবই কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল)। এই কান্নাকাটির কারণ সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ হওয়া। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তিনি ফিতনা ও জাহান্নামের কঠোর আযাব সম্পর্কে যাহা জানাইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া। -(তাকমিলা ৪:৫৯০)

فَقَالَ مَنْ أَبِى (তখন তিনি বলিলেন, আমার পিতা কে?) অচিরেই আসিতেছে যে, লোকেরা তাঁহার বংশ সম্পর্কে দোষারোপ করিত তাই তিনি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ سَلُونِى (তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর)-এর প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো ইহা অস্থির ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ফলে এই সুযোগকেই তিনি নিজের বংশ সম্পর্কিত দোষারোপের নিরসনের জন্য গণীমত মনে করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৪:৫৯০)

بَرَكَ عُمَرُ (হযরত উমর (রাযি.) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেলেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগত্য প্রকাশ ও তাঁহার ক্রোধ শান্ত করণের জন্য। -(তাকমিলা ৪:৫৯০)

فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হইয়া গেলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ক্রোধ হইয়াই سَلُونِى (তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর) ইরশাদ করিয়াছিলেন।

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বিপদ সন্নিকটে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, أَوْلَى শব্দটি تهديد (ভীতি প্রদর্শন) এবং وعيد (শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর কেহ বলেন, ইহা আফসোস করার শব্দ। এই হিসাবে কোন ব্যক্তি বিরাট ব্যাপার হইতে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর সহীহ ও মশহুর হইতেছে যে, ইহা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আর ইহার অর্থ হইতেছে قرب منكم ما تكرهونه (তোমরা যাহা অপছন্দ কর তাহা তোমাদের সন্নিকটে)। আর ইহা হইতেই আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। –সূরা কিয়ামা ৩৪) অর্থাৎ তুমি যাহা খারাপ মনে কর তাহা তোমার সন্নিকটে। কাজেই তুমি উহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন কর। আর اولى শব্দটি الولى হইতে উদ্ভূত। ইহা হইল القرب (সন্নিকট, সান্নিধ্য, নৈকট্য)। -(তাকমিলা ৪:৫৯০)

فِى عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ (এই দেয়ালটির পাশে)। عُرْضِ শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ فى جانبه (দেয়ালের পাশে, দিকে) আর কেহ বলেন, দেয়ালের মধ্যস্থলে। প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে দেয়ালের দিকে। অন্যথায় দেয়ালের মধ্যে জান্নাত এবং জাহান্নামের ধারণ ক্ষমতা নাই। সম্ভবতঃ জান্নাত এবং জাহান্নাম দেয়ালের উপর ছবির ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন আগত (৫৯৯৩ নং) হাদীছে আছে صورت لى الجنة (আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র তুলিয়া ধরা হয়)। -(তাকমিলা ৪:৫৯১)

قَارَفَتْ (এমন কোন পাপ করিয়া বসিয়াছে)। অর্থাৎ ارتكبت ((পাপ) করা, সম্পাদন করা)। অধিকাংশ এই শব্দটি الفحشاء (খারাপ কাজ, কুকর্ম, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(ঐ)

لَوْ أَلْحَقَنِى بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ (তিনি যদি আমাকে একটা কালো হাবশীর সহিতও সম্পর্কিত করিতেন, তাহা হইলেও আমি উহা গ্রহণ করিয়া নিতাম)। সম্ভবতঃ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কল্পনা করা যায় না। কেননা, ব্যভিচারের দ্বারা বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। তবে ইহার জবাব দুইভাবে দেওয়া সম্ভব। (এক) তখন ইবন হুযাফা (রাযি.)-এর এই হুকুম (শরঈ বিধান) জানা ছিল না। ফলে তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, জারজ সন্তান ব্যভিচারীর সহিত সম্পর্ক হইবে। (দুই) তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, সন্দেহযুক্ত সহবাসের পর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উহা দ্বারা বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। -(শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ আছে)। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.) তো এই কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

ফায়সালার উপর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন মাত্র। তাই তিনি على سبيل الفرس (ধরিয়া নেওয়া হিসাবে) কালো গোলামের সহিত সম্পর্কের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অত্যবশ্যক হয় না যে, مسائل الفراش (শয্যা-সঙ্গিনীর মাসয়ালাসমূহ)-এর ব্যাপারে তাহার জানা ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালার উপর পূর্ণাঙ্গ বশীভূত হইয়াই করিয়াছি। কাজেই যদি কোন অপছন্দনীয় বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা হইলে অবশ্য উহা গ্রহণ করিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালা তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমেই হইয়া থাকে। আর তাহা হক প্রমাণের জন্যই। আর হক প্রমাণিত করার চেষ্টা করা শাস্তিযোগ্য নহে। যদিও ইহাতে অসম্মানজনক কিছু আছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৯১)

(৫৯৮৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

(৫৯৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছখানা ইহার সহিত রহিয়াছে। তবে রাবী শুআয়ব (রহ.)-এর সূত্রে উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে জনৈক আলিম ব্যক্তি হাদীছ শুনাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)-এর মা রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বলিয়াছেন।

(৫৯৮৭) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّاسَ، سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ "سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ". فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ. قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي قَالَ "أَبُوكَ حُذَافَةُ". ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنِّي صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ".

(৫৯৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন হাম্মাদ মা'নী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। এমনকি তাহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন একদিন বাহিরে তশরীফ আনিয়া মিম্বরে আরোহণ করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে কোন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি অবশ্যই তোমাদের বর্ণনা করিয়া দিব। লোকেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইতে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল এবং ঘাবড়াইয়া গেল। না জানি সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া পড়ে। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমি ডানে ও বামে দেখিতে লাগিলাম, সকল মানুষ নিজেদের মাথা কাপড়ে ঢাকিয়া কান্নাকাটি করিতেছিল। তখন মসজিদ হইতে জনৈক লোক উঠিল যাহাকে ঝগড়া লাগিলে তাহার পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে তাহাকে সম্পর্কিত করা হইত। সে আরয করিল, ইয়া নবীআল্লাহ!

আমার পিতা কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) উঠিয়া বলিলেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া নিলাম। আর ফিতনার অকল্যাণ হইতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, অদ্যকার মতো মঙ্গল এবং অমঙ্গল আমি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের ছবি তুলিয়া ধরা হয়। ফলে আমি এতদুভয়টি এবং দেয়ালের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ (তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জর্জরিত করিয়া ফেলিল)। অর্থাৎ اكثروا فى الالحاح فيه (অত্যধিক প্রশ্ন করিয়া জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল)। বলা হয় أَحْفَى (নগ্নপদ হওয়া, পীড়াপীড়ি করা)। ألحف (আবৃত করা, পীড়াপীড়ি করা, অনুনয় করা) এবং أَلَحَّ (জিদ ধরা, পীড়াপীড়ি করা, মিনতি করা) শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৪:৫৯২)

أَرَمُّوا (তাহারা মুখ বন্ধ রাখিল)। أَرَمُّوا শব্দটির ر বর্ণে যবর م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে অর্থাৎ سكتوا (তাহারা নীরব রহিল, চুপ থাকিল, বাকরুদ্ধ রাখিল)। ইহার মূল হইতেছে ضم الشفتين (দুই ঠোট মিলানো)। ইহা হইতেই رمت الشاة الحشيش অর্থাৎ ضمته بشفتيها (বকরী তৃণলতাসহ দুই ঠোট মিলাইয়াছে)। -(ঐ)

رَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ (তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল, না জানি সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া পড়ে)। ইহার মর্ম হইবে যে, তাহারা আশংকা করিয়াছিল যে, সম্ভবত তাহাদের প্রশ্ন করিবার কারণে কোন অপছন্দ বস্তু অবতরণ করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৪:৫৯২)

كَانَ يُلَاحَى (যাহাকে ঝগড়া লাগিলে)। অর্থাৎ يخاصم (ঝগড়া লাগিলে, বিবাদ করিলে) আর الملاحاة হইল المخاصمة (ঝগড়া, বিতর্ক, বিতণ্ডা, শত্রুতা, বিবাদ) অর্থাৎ লোকের পরস্পর বংশ সম্পর্কে বিবাদ করিত এবং ইহাতে তাহারা দোষারোপ করিত, অপবাদ দিত। -(তাকমিলা ৪:৫৯২)

(৫৯৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

(৫৯৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আসিম বিন নযর তায়মী (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে এই ঘটনাই রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫৯৮৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ "سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ". فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ "أَبُوكَ حُذَافَةُ". فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ". فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ".

(৫৯৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশ'আরী ও মুহাম্মদ বিন আ'লা হামদানী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যাহা তিনি অপছন্দ করেন। যখন এই ধরণের প্রশ্ন অত্যধিক করা হইল, তখন তিনি রাগান্বিত হইয়া লোকদের বলিলেন, যাহা ইচ্ছা, তাহাই তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার পিতা? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আমার পিতা? তিনি (জবাবে) বলিলেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। হযরত উমর (রাযি.) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তাওবা করিতেছি। রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আমার পিতা? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى مُوسَى (আবূ মূসা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العلم অধ্যায়ে باب الغضب فى الموعظة الخ এবং الاعتصام بالكتاب السنة অধ্যায়ে باب ما يكره من كثرة السوال الخ এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৯৩)

فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِى (অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আমার পিতা?) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, তিনি হইলেন, শায়বা বিন রবীআর আযাদকৃত গেলাম সা'দ বিন সালিম (রাযি.)। -(তাকমিলা ৪:৫৯৩)

بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআত হিসাবে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা পালন করা ওয়াজিব আর পার্থিব বিষয়ে তিনি যেই অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা নয়-এর বিবরণ

(৫৯৯০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ "مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ". فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِى الأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَظُنُّ يُغْنِى ذٰلِكَ شَيْئًا". قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِذٰلِكَ فَقَالَ "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِى بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّى لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৫৯৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... তালহা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খেজুর গাছের পাশে দন্ডায়মান লোকদের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহারা কী করিতেছে? লোকেরা বলিল, তাহারা পরাগায়ন করিতেছে। নরকে মাদী (কেশর) প্রবেশ করায় ইহাতে উহা পরাগায়িত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি ধারণা করি না যে, ইহাতে কোন উপকার হয়। তিনি (তালহা রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই মন্তব্য সাহাবাগণের কাছে পৌঁছিলে তাঁহারা প্রজনন কর্ম বন্ধ করিয়া দিল। অতঃপর এই খবর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন : ইহাতে যদি তাহাদের উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করিয়াছি মাত্র। কাজেই তোমরা আমার (কৃষি বিষয়ক) ধারণাকে অবলম্বন করিও না (কেননা ইহা অভিজ্ঞতার বিষয়)। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন (আদেশ-নিষেধের) কথা বলি, তাহা হইলে উহার উপর আমল কর। কেননা আমি মহিয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর প্রতি কখনই অযথার্থ বলি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ (মূসা বিন তালহা (রাযি.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ আল-কারশী (রাযি.)। এই হাদীছ ইবন মাজা শরীফে الاحكام অধ্যায়ে باب تلقيح النخل এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৯৩)

فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ (লোকেরা বলিল, তাহারা পরাগায়ন করিতেছে)। অর্থাৎ তাহারা খেজুর গাছ পরাগায়ন করিতেছে)। التلقيح এবং ابار النخل (খেজুর গাছ পরাগায়ন) হইল নরখেজুর গাছের শীষ মাদী খেজুর গাছের শীষে প্রবেশ করানো, কেশর লাগানো, প্রজনন করা। আর ابار - ابر তাশদীদবিহীন এবং ابّر تأبيرا তাশদীদসহ উভয়ভাবে পঠন সহীহ। -(তাকমিলা ৪:৫৯৪)

مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذٰلِكَ شَيْئًا (আমি ধারণা করি না যে, ইহাতে কোন উপকার হয়)। অর্থাৎ ما اظن انه ينفع شيئا (আমি ধারণা করি না যে, ইহাতে কোন উপকার হইবে)। বস্তুতঃভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা ধারণার ভিত্তিতে ইরশাদ করিয়াছেন। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাষাবাদ এবং কৃষিকাজে অনুশীলন করেন নাই। -(তাকমিলা ৪:৫৯৪ সংক্ষিপ্ত)

وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا (কিন্তু আমি যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন কথা বলি, তাহা হইলে উহার উপর আমল কর ...)। ইহা দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও স্বেচ্ছাচারী কতিপয় লোক দলীল দিয়া বলে যে, পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত আহকামে সুন্নতে নবুবিয়া দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহার অনুসরণ করা ওয়াজিব নহে। আল্লাহ তা'আলার সমীপে এই অভিমত হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ইহা তো সুস্পষ্ট মূর্খতা ও নাস্তিকতা। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের পরাগায়ন সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা উহার ব্যাপারে হুকুম হিসাবে নহে, ফায়সালা হিসাবে নহে এবং ফাতওয়া হিসাবেও নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতো কোন মুবাহ বস্তুসমূহে ধারণার ভিত্তিতে ছিল যাহা অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের সহিত সম্পর্কশীল। অতঃপর যখন ইহা ধারণার বিপরীত প্রকাশিত হইবার কারণে পরাগায়নকারীগণকে পরাগায়ন করা হইতে নিষেধ করেন নাই। আর না তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাহাকেও তাহাদেরকে ইহা নিষেধ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যদি তিনি শরীআতের ভিত্তিতে তাহাদেরকে নিষেধ করার ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহাদেরকে نهى (নিষেধমূলক সীগা) দ্বারা সম্বোধন করিতেন, কিংবা নিষেধ করার জন্য কোন লোককে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিতেন। কাজেই তিনি এই ধরণের কোন কিছুই করেন নাই। তাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাগায়নকে একটি মুবাহ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। আর উহার উপকারের ক্ষেত্রে তাঁহার ধারণায় সন্দেহপূর্ণ ছিল। বরং আলোচ্য হাদীছে রাবী সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিতে পারিলেন যে, ইহা পূর্ব ধারণার অনুকূলে নহে। তখন তাহার মর্ম সুস্পষ্ট করিয়া ইরশাদ করিলেন, ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فانى انما ظننت ظنا - فلا تؤاخذونى بالظن (ইহাতে যদি তাহাদের উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করিয়াছি মাত্র। কাজেই তোমরা আমার (কৃষি বিষয়ক) ধারণাকে অবলম্বন করিও না (কেননা ইহা অভিজ্ঞতার বিষয়)।

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) স্বীয় কিতাব 'হুজ্জাতুল বালিগা'-এর ১:১২৮ পৃষ্ঠায় (৭ম আলোচনায়) লিখেন, জানিয়া রাখ যে, এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং হাদীছের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা দুই প্রকার। (এক) তাবলীগে রিসালাত সম্পর্কিত যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (রাসূল তোমাদেরকে যাহা দেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন, তাহা থেকে বিরত থাক। -সূরা হাশর ৭)। ইহা হইতেছে পরকালের ইলমসমূহ এবং উর্ধ্বলোকের বিস্ময়কর বিষয়সমূহ। যাহার সকল কিছুই ওহীর উপর নির্ভরশীল। আর ইহা হইতেই শরীআতের ইবাদাতসমূহের বিধানাবলী। ইহার কতক তো ওহী নির্ভরশীল আর কতক ইজতিহাদের উপর। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনী ব্যাপারে ইজতিহাদ ওহীর স্থলাভিষিক্ত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনী ব্যাপারের ইজতিহাদেও ভুলের উপর থাকা হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। (দুই) তাবলীগে রিসালতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ انما انا بشر - اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر (নিশ্চয় আমি মানুষ, যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন হুকুম করি তখন তোমরা ইহা ভালোভাবে ধর। আর যখন আমি তোমাদেরকে (দুন্‌ইয়ার ব্যাপারে) আমার অভিমতে কিছু বলি তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মানুষ)। আর تابير النخل (পুরুষ খেজুর গাছের হুল মেয়ে খেজুর গাছে লাগানো)-এর ঘটনাটি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : فانى انما ظننت ظنا - ولا تؤاخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به - فانى لم اكذب على الله (নিশ্চয় আমি তো একটি ধারণা করিয়াছিলাম মাত্র। কাজেই আমার ধারণার ভিত্তিতে কৃত উক্তি তোমাদের গ্রহণ করা জরুরী নহে। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন কিছু বলি তখন তোমরা ইহা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। কেননা আমি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে কিছু বলি না)। আর ইহার মধ্য হইতেই চিকিৎসা বিষয়ক ইরশাদসমূহ। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : عليكم بالادهم الاقرح (তোমাদের উপর কালো দানার সাহায্যে চিকিৎসা কর)। ইহা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসগতভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। ইবাদত হিসাবে নহে। -(তাকমিলা ৪:৫৯৪-৫৯৫)

(৫৯৯১) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ "مَا تَصْنَعُونَ". قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ "لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا". فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ". قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوَ هٰذَا. قَالَ الْمَعْقِرِيُّ فَنَفَضَتْ. وَلَمْ يَشُكَّ.

(৫৯৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন রুমী ইয়ামামী, আব্বাস বিন আবদুল আযীম আনবারী ও আহমদ বিন জা'ফর মা'কিরী (রহ.) তাঁহারা ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করিলেন। আর তাহারা (মদীনার লোকেরা) খেজুর গাছে পরাগায়ন (প্রজনন) করিত। তাহারা 'খেজুর গাছ গর্ভবতীকরণ' বলিত। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন : তোমরা কি করিতেছ?

তাহারা বলিল, আমরা অনুরূপই করিয়া আসিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা এমন না করিলেই মনে হয় ভালো হয়। তখন তাহারা তাহা তরক করিল। ফলে ইহাতে খেজুর ঝরিয়া পড়িল কিংবা তিনি (রাবী) বলেন, উহার উৎপাদন কমিয়া গেল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এই ঘটনা উল্লেখ করিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, বস্তুত আমি তো একজন মানুষ। দ্বীন সম্পর্কে আমি যখন তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা উহা দৃঢ়ভাবে আমল করিবে, আর যখন আমি কোন (মুবাহ) বিষয়ে আমার ধারণা ব্যক্ত করি, তখন তো আমি একজন মানুষ মাত্র। রাবী ইকরামা (রহ.) বলেন, কিংবা তিনি অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। আর রাবী মা'কিরী (রহ.) فَنَفَضَتْ (ফল ঝরিয়া পড়িল) বলিয়াছেন, আর তিনি সন্দেহসহ রিওয়ায়ত করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْمَعْقِرِيُّ (মা'কিরী রহ.) শব্দটি م বর্ণে যবর ع বর্ণে সাকিন ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الْمَعْقِرُ (আল-মা'কির)-এর দিকে সম্বন্ধ। ইহা ইয়ামান দেশের একটি জায়গার নাম। -(তাকমিলা ৪:৫৯৫)

فَنَفَضَتْ অর্থাৎ اسقطت ثمرها (উহার ফল ঝরিয়া পড়িল) আর نقصت অর্থাৎ انتقص ثمرها (উহার ফল কম হইল)। -(তাকমিলা ৪:৫৯৫)

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (আর যখন আমি কোন (মুবাহ) বিষয়ে আমার ধারণা ব্যক্ত করি, তখন তো আমি একজন মানুষ মাত্র)। এই স্থানে الرای (অভিমত) দ্বারা মুবাহ বিষয়সমূহে الظن (ধারণা) মর্ম। যেমন উপর্যুক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর হাদীছসমূহের একটি অপরটির ব্যাখ্যা। -(তাকমিলা ৪:৫৯৫)

(৫৯৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ". قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ "مَا لِنَخْلِكُمْ". قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ".

(৫৯৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খেজুর গাছে পরাগায়ন তথা) প্রজনন দানরত কিছু লোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যদি ইহা না কর তাহা হইলে ভালো হইবে। (লোকেরা তাহা পরিত্যাগ করিল) তিনি (রাবী) বলেন, ইহাতে চিটা খেজুর উৎপন্ন হইল। অতঃপর (একদা) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের কাছ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের খেজুর গাছের কি হইল? তাহারা বলিল, আপনি এমন এমন বলিয়াছিলেন (তাহা করায় এইরূপ হইয়াছে)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের পার্থিব বিষয়ে (বেশ অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই) তোমরাই (চাষাবাদে) অধিক জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَخَرَجَ شِيصًا (ইহাতে চিটা খেজুর উৎপন্ন হইল)। شِيصًا শব্দটির ش বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ সেই অপক্ক কাঁচা খেজুর যাহা শুকাইলে চিটা (ক্ষীণ) হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৪:৫৯৬)

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক জ্ঞাত)। অর্থাৎ পার্থিব সেই সকল বিষয়সমূহ যাহাতে শরীআতে নিশ্চিত কোন আদেশ কিংবা নিষেধ বর্ণনা করা হয় নাই; বরং উহাকে অভিজ্ঞতার উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। -(তাকমিলা ৪:৫৯৬)

بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَنِّيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ফযীলত ও ইহার আকাঙ্খা-এর বিবরণ

(৫৯৯৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ". قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ.

(৫৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইহা যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর কতগুলি হাদীছ উল্লেখ করিলেন, উহার মধ্য হইতে একটি হাদীছ হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ যাঁহার হাতে, তাঁহার কসম! তোমাদের কাহারও উপর এমন এক দিন আগত হইবে যখন সে আমাকে (আমার ওফাতের কারণে) দেখিতে পাইবে না, তখন আমার দর্শন লাভ তাহাদের কাছে তাহার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হইতেও অধিকতর প্রিয় হইবে। (ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য) আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, ইহার মধ্যে আমার নিকট অর্থ হইল, নিশ্চয়ই আমাকে দেখা তাহাদের কাছে তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে অধিকতর প্রিয় হইবে এবং ইহা (مَعَهُمْ) শব্দটি আমার নিকট অগ্র-পশ্চাৎ ঘটিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (ইহা যাহা আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অধ্যায়ে باب علامات النبوة এ আছে। -(তাকমিলা ৪:৫৯৭)

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন)। তিনি হইলেন শায়খ ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান নিসাপুরী আল-ফকীহ। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য। তিনিই ইমাম মুসলিম (রহ.) হইতে সহীহ মুসলিম শরীফ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি আবূ আহমদ আল-জলুদী (রহ.)-এর উস্তাদ। -(তাকমিলা ৪:৫৯৭)

وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ (ইহা আমার নিকট অগ্র-পশ্চাৎ ঘটিয়াছে)। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই বাক্যটিতে আবূ ইসহাক (রহ.)-এর মর্ম হইতেছে যে, مَعَهُمْ শব্দটি উহার নিজ স্থলে নাই। তবে ولا يراني এবং لان يراني বাক্যদ্বয় স্বীয় স্থানে রহিয়াছে। কাজেই ইহার অর্থ হইতেছে ليأتين على احدكم يوم لا يراني فيه (سبب وفاتي) ثم تكون رؤيتي عنده معهم احب اليه من اهله وماله (তোমাদের কাহারও উপর এমন এক দিন আসিবে যখন সে আমাকে (আমার ওফাতের কারণে) দেখিতে পাইবে না তখন আমার দর্শন লাভ তাহাদের কাছে তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে অধিকতর প্রিয় হইবে)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

১৯ ও ২০তম খণ্ড সমাপ্ত

২১তম খণ্ডে কিতাবুল ফাযায়িল-এর অবশিষ্টাংশ